H/L Dec. 73—10,000

প্রাইজ, লাইব্রেরী ও জন-শিক্ষার জন্য মনোনীত—জুন, ১৯৭৪



শ্রীশ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ

(ব্যাস বিরচিত সংস্কৃত-ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের অবিকল পদ্যানুবাদ)

কৃত্তিবাসী রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত,
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদক

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

অনূদিত

দেব সাহিত্য কুটীর
২২।৫. বি. ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা— ৯

জুন
১৯৭৪
৫

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
টা. ১৫'০০


উপহার

ভূমিকা

অনন্তকরুণাময় শ্রীভগবানের কৃপায় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। আর্য্যশাস্ত্রের নিগূঢ় পরমদুর্জ্ঞেয় তত্ত্বসমূহ সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানবকে অনায়াসে বুঝাইবার নিমিত্ত মহামুনি বেদব্যাস পুরাণসমূহ রচনা করিয়াছেন। বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিতে করিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানব যে জ্ঞানামৃত আহরণে অবসন্ন হইয়া পড়েন, পুরাণপাঠক অনায়াসে তাহা লাভ করিতে সমর্থ হন, জ্ঞানপিপাসু এই পুরাণের আস্বাদে সিদ্ধকাম হন এবং কাম্যপদে উপনীত হইয়া অনন্ত শান্তি ও অসীম তৃপ্তি লাভ করেন। মুমুক্ষু ইহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হন, ধর্ম্মপিপাসু ইহার উপদেশাবলী সাদরে গ্রহণ করিয়া চরিতার্থতা লাভ করেন, সংসারীর নিকটেও ইহা সৎপরামর্শদাতা পরমবন্ধুর ন্যায় হিতকারী। সংসারীর কামনা অনন্ত, ভোগেচ্ছা প্রবল, কিন্তু অসংযত ভোগ কখনই মানবের মনে আত্যন্তিক তৃপ্তিদান করিতে পারে না। পুরাণ মানুষের ভোগ-প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া তাহার মনকে বিশুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ করিয়া তুলে। পুরাণ সর্ব্বকালে সর্ব্বশ্রেণীর পরম হিতকারী বন্ধু। পুরাণের মধ্যে যে সকল জটিল তত্ত্বের সুমীমাংসা করা হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিলে বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ মহামুনিরচিত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম। এই মহাপুরাণ চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম **ব্রহ্মখণ্ড**—পরব্রহ্ম হইতে কিরূপে অপরিমেয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইল, এই খণ্ডে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় **প্রকৃতিখণ্ড**—এই খণ্ডে পরমা প্রকৃতির অনন্তশক্তিরূপে আবির্ভাবের বিষয় কথিত হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে পাতিব্রত্য-মাহাত্ম্য, পাপাচারীর শাস্তি প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় **গণেশখণ্ড**—এই খণ্ডে বিঘ্ননাশক গণপতির জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার কার্য্যাবলী এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ বা সর্ব্বশেষ অংশ **শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড**—ইহা নামতঃ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড হইলেও ইহাতে ভগবান্ বাসুদেবের আজন্ম সকল লীলার কথাই বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক এই চতুর্থ খণ্ডটিই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণের সার। ইহা সুবিস্তৃত এবং লীলাময়ের অপূর্ব্ব লীলাকথায় সুমধুর। যিনি বিশ্বলীলার অতীত, সেই নির্গুণ নিরাকার স্বয়ং ভগবান শ্যামসুন্দরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কিজন্য দুঃখময় ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিরূপেই বা তিনি পবিত্র ব্রজধামে গোপগোপীদের হৃদয়হারী সখারূপে অবস্থান করিয়াছিলেন, কংস প্রভৃতি দুরাত্মা পাপাচারিগণ কেমন করিয়া তাঁহার হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহার নিত্যসঙ্গিনী, মহাশক্তিস্বরূপিণী পরমা প্রকৃতি রাধা কিজন্য গোপীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন ইত্যাদি ভাগবত তত্ত্ব জানিবার কৌতূহল হইলে, ভক্ত পাঠক। এই মহাপুরাণ পাঠ কর, তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে, ভাগবতকথামৃতপানে ভবযন্ত্রণার উপশম হইবে, হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ ও অনাবিল আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারিবে। অব্যক্ত, অসীম সেই পুরুষোত্তম ভগবান্ ভক্তের নিকট ব্যক্ত ও সসীম। যাঁহার ইঙ্গিতমাত্রে

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি বা বিলীন হইতে পারে, সেই ভগবান্ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভক্তেরও সম্পূর্ণ করায়ত্ত—তিনি শ্রীরাধিকার প্রেমনিগড়ে বদ্ধ হইয়াছিলেন, মহাভক্ত পাণ্ডবগণের স্নেহের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণলীলা যেরূপ মধুরভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বোধ হয়, এরূপ আর কুত্রাপি হয় নাই। পরব্রহ্মের শ্রীকৃষ্ণরূপে বিবর্ত্তন বা পরিণতির বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার নাম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

এই পুরাণের কাহিনী কতদূর সত্য তার্কিকের বুদ্ধিতে তাহা ধরা দিবে না, সাম্প্রদায়িক অহঙ্কারেরও বশ হইবে না—কেবল ভক্তের অন্তরেই এই সত্য প্রতিভাত হইবে। এই পুরাণ যুগে যুগে ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবে, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান প্রতিহত করিবে, মানবজাতিকে ভগবানের দিকে অগ্রসর করাইয়া শাশ্বত ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। ভক্তেরা শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলামৃতসরোবরে অবগাহন করিয়া অপূর্ব্ব তৃপ্তিলাভ করিবেন। গীতগোবিন্দ প্রভৃতি সমস্ত বৈষ্ণবকাব্যের মূল এই মহাপুরাণ। পরমা প্রকৃতি শ্রীরাধিকার সম্ভোগ, বিরহ, মানাভিমানাদি সমন্বিত যে সুললিত বৈষ্ণব-সাহিত্য অদ্যাপি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সুধীবৃন্দের হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক করিতেছে, এই মহাপুরাণই সেই সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। ভগবান্ বেদব্যাস সংস্কৃত ভাষায় এই মহাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থপাঠের আনন্দলাভে বঞ্চিত থাকিতে হয়। এতাদৃশ পাঠকগণের হৃদয়ে যথাসম্ভব আনন্দ দান করিবার জন্য আমাদের এই বিপুল প্রয়াস। এই মহাপুরাণ আজ পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে অনূদিত হইল। এই অনুবাদ সম্পূর্ণ আক্ষরিক না হইলেও, ইহাতে মূলগ্রন্থগত ভাবের বিশুদ্ধির প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। অনাবশ্যক বা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বর্ণনা দ্বারা ইহার কলেবর বর্দ্ধিত করা হয় নাই। মূলে যে যে বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, অনুবাদে তৎসমস্তই প্রদত্ত হইয়াছে, কোনটির কোনরূপ অঙ্গহানি করা হয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ শাস্ত্রপাঠেচ্ছু ব্যক্তিগণের নিকট আমাদের পূর্ব্ব-প্রচারিত মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ যেরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে, এই গ্রন্থখানি যাহাতে সেইরূপ সমাদর লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টার কোনরূপ ত্রুটি করি নাই। আমাদের এই সুবিপুল উদ্দেশ্য আংশিক সিদ্ধ হইলেও সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।

কলিকাতা
তাং ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ সন

শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রিত—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এত অল্পকালের মধ্যে আমাদের অনূদিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের যে নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইবে, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি নাই। জগদীশ্বরের কৃপায় ও পাঠক-পাঠিকাগণের অকৃত্রিম সদিচ্ছার ফলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালী জনসাধারণ আমাদের অনূদিত গ্রন্থের মর্য্যাদা দান করিয়াছেন।

আলোচ্য সংস্করণে গ্রন্থটি আমূল সংশোধিত হইয়াছে। বহু অধ্যায়, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান সংস্করণে যুক্ত হইয়াছে—তাহার ফলে গ্রন্থের আকৃতি প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ গ্রন্থমূল্যও কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইল।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন-অনূদিত সংস্করণ-দৃষ্টে আমরা গ্রন্থের সংস্কার সাধন করিলাম। আশা করি, ইহাতে গ্রন্থের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং পাঠক-সাধারণও ইহাকে প্রীতির সঙ্গেই গ্রহণ করিবেন। ইতি

কলিকাতা	শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রিত—
মহালয়া—১৩৬০	**শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার**

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মঙ্গলময়ের কৃপায় আমাদের সঙ্কলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ রসিক পাঠকজনের নিকট আদরণীয় হইয়াছে। *প্রাঞ্জল ভাষা, ছন্দ, ত্রিপদী* ও *পয়ারের সুষ্ঠু মিল* যাহা আমাদের প্রকাশিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দেখা যায় তাহা অন্য কোন বাংলা ভাষায় অনূদিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দেখা যায় না একথা বিজ্ঞ পাঠক মাত্রই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। আমাদের ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের অত্যধিক চাহিদাই ইহার একমাত্র প্রমাণ।

বর্ত্তমান সংস্করণে গ্রন্থটি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিশদভাবে সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত করা হইয়াছে। রসিক পাঠকদের রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অনেকগুলি বিষয় যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে সংক্ষিপ্ত ছিল সেগুলি বিস্তারিতভাবে পরিবেশন করা হইয়াছে। সেজন্য পুস্তকের আয়তনও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আশা করি ইহাতে পাঠক সমাজ পরিপূর্ণভাবে রস আস্বাদন করিতে পারিবেন।

কলিকাতা	শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রিত—
১৩৬১ সন	**শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার**

আলোচনা

শৌনকমুনির জিজ্ঞাসার উত্তরে সৌতি কহিলেন—

ব্রহ্মের বিবৃতি এই গ্রন্থের মাঝার।
সে কারণে নাম 'ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত' ইহার ॥
শ্রীকৃষ্ণ দিলেন সূত্র গোলোকে ব্রহ্মায়।
পুষ্কর তীর্থেতে ব্রহ্মা ধর্ম্মে দিল তায় ॥
ধর্ম্ম হ'তে পান তাহা পুত্র নারায়ণ।
নারায়ণ নারদেরে করেন অর্পণ ॥
নারদ হইতে তাহা ব্যাসদেব পান।
সিদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যাস মোরে করিলেন দান ॥
হে ব্রাহ্মণ, কহিলাম সব ইতিহাস।
এক্ষণে শ্রবণ কর মম অভিলাষ ॥
আঠারো হাজার শ্লোকে যেই ফল হয়।
একটি অধ্যায় শুনি সেই ফলোদয় ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে অতি সংক্ষেপে এই আত্ম-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সৌতি ইহার বক্তা—তিনি ইহা পাইয়াছেন ব্যাসদেবের নিকট হইতে। আঠার হাজার শ্লোকে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ রচিত।

পুরাণের নিজস্ব বিবৃতিতে ইহাকেই প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু অসুবিধা আছে। বিভিন্ন পুরাণ আলোচনা করিলে কোন এক পুরাণের বাক্যকেই অবিসম্বাদী সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিতে পারি না। তবে কি সৌতি অসত্য আচরণ করিয়াছেন? না, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, সূত নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—

পৃতোঽস্ম্যনুগৃহীতশ্চ ভবদ্ভির্বভিনোদিতঃ।
পুরাণার্থং পুরাণজ্ঞৈঃ সত্যব্রতপরায়ণৈঃ ॥
স্বধর্ম এব সূতস্য সদ্ভির্দৃষ্টঃ পুরাতনৈঃ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ রাজ্ঞাং চামিততেজসাম্ ॥
বংশানাং ধারণং কার্য্যং শ্রুতানাঞ্চ মহাত্মনাম্।
ইতিহাসপুরাণেষু দিষ্টা যে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥

সূতের উক্তিতে যদি অসত্য-বাচন না থাকে, তবে পুরাণ-সমূহের উক্তিতে অনৈক্য কেন? সংক্ষেপে ইহার উত্তর—মূল পুরাণ আর অক্ষতভাবে বর্ত্তমান নাই, বিভিন্ন কারণে কালক্রমে ইহাদের মধ্যে বহু প্রক্ষেপ ও পরিবর্ত্তন ঢুকিয়াছে। এতৎ-সম্বন্ধে নিম্নে বিস্তৃত আলোচনা প্রদত্ত হইল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃত পুরাণ কি না?

মৎস্যপুরাণের মতে—

"রথন্তরস্য কল্পস্য বৃত্তান্তমধিকৃত্য যৎ।
সাবর্ণিনা নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুতম্॥
যত্র ব্রহ্ম বরাহস্য চরিতং বর্ণ্যতে মুহুঃ।
তদষ্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুচ্যতে॥"

সাবর্ণি নারদকে রথন্তরকল্প-বৃত্তান্ত-প্রসঙ্গে ব্রহ্ম-বরাহের চরিত ও কৃষ্ণ-মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে যে আঠার হাজার শ্লোকযুক্ত কাহিনী বলিয়াছেন, তাহাই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

শৈবপুরাণের উত্তর খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে—

"বিবর্ত্তনাদ্ ব্রহ্মণস্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুচ্যতে", অর্থাৎ ব্রহ্মার বিবর্ত্তপ্রসঙ্গহেতু এই পুরাণকে 'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ' বলা হয়।

নারদ পুরাণে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার ভাবার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বেদমার্গানুদর্শক দশম পুরাণ। ভগবান্ সাবর্ণি নারদের নিকট এই পুরাণ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি চতুর্বর্গ এবং হরি-হরপ্রীতি ও তাঁহাদের অভিন্নত্ব সম্পাদনই ব্রহ্মবৈবর্ত্তের সম্পাদ্য বিষয়। রথন্তরকল্পের বৃত্তান্তই বেদব্যাস শতকোটি পুরাণে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকে ব্রহ্ম, প্রকৃতি, গণেশ ও কৃষ্ণজন্মখণ্ড নামে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া আঠার হাজার শ্লোকে বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। সূত এবং ঋষি সংবাদে পুরাণের উপক্রম হইয়াছে।

আদিতে সৃষ্টিপ্রকরণ, পরে নারদ এবং বেধার বিবাদ, উভয়ের পরাভব এবং শিবলোকে গতি, শিব হইতে নারদমুনির জ্ঞানলাভ এবং মহাদেবের বাক্যে নারদ ও মরীচির জ্ঞানলাভার্থ সিদ্ধসেবিত পরম পবিত্র ত্রৈলোক্যাশ্চর্য্যকারী আশ্রমে গমন—এই সমস্ত পাপনাশক কাহিনীই ব্রহ্মখণ্ডের বিষয়ীভূত।

প্রকৃতিখণ্ডে সাবর্ণিসংবাদ, কৃষ্ণ-মাহাত্ম্যযুক্ত নানাপ্রকার আখ্যায়িকা, প্রকৃতির অংশভূত কলাসমূহের মাহাত্ম্য ও পূজনাদির বিস্তৃতরূপে বর্ণনা রহিয়াছে।

গণেশের জন্মপ্রসঙ্গ, পার্ব্বতীর পুণ্যক ব্রত, কার্ত্তিকেয় ও গণেশের উৎপত্তি, কার্ত্তবীর্য্য ও জামদগ্ন্যের অদ্ভুত চরিত্র, গণেশ ও জামদগ্ন্যের ঘোর বিবাদকাহিনী গণেশখণ্ডে স্থান পাইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মপ্রশ্ন, তাঁহার জন্মকাহিনী, গোকুলগমন, পূতনাদিবধ, বাল্যক্রীড়া, গোপীদের সঙ্গে রাসক্রীড়া, রাধাসহ নির্জ্জনে বিহার, অক্রূরসহ মথুরাগমন, কংসাদি বধ, সন্দীপনির নিকট বিদ্যাগ্রহণ, যবনবধ, কৃষ্ণের দ্বারকা-গমন এবং তৎকর্ত্তৃক নরকাসুরাদিবধ কৃষ্ণজন্মখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে মৎস্য, শৈব কিংবা নারদপুরাণে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের যে সমস্ত লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের সঙ্গে তাহার কোন মিল নাই। রথন্তরকথন, সাবর্ণি-নারদ-প্রসঙ্গ, ব্রহ্মবরাহের বৃত্তান্ত বা ব্রহ্মার বিবর্ত্ত সংবাদ—ইহাদের কোন কিছুই প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে পাওয়া যাইতেছে না। নারদপুরাণে কথিত চারিখণ্ড প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে পাওয়া গেলেও আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহে যথেষ্ট অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। ব্রহ্মখণ্ডের প্রথমাংশ উভয়ের একরূপ, কিন্তু পরবর্ত্তী অংশ, যথা নারদ ও মরীচির সিদ্ধাশ্রমে গমন এবং সাবর্ণি-কাহিনী ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী খণ্ডগুলিতেও এইরূপ কোথাও মিল, কোথাও অমিল দেখা যায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে পাওয়া যায় :—

"কৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রহ্ম বিবৃত হইয়াছে বলিয়া পুরাবিদ্‌গণ ইহাকে 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত' আখ্যা দিয়াছেন। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে ব্রহ্মাকে এই পুরাণসূত্র দিয়াছিলেন, পরে ব্রহ্মা পুষ্করে ধর্ম্মকে ইহা দান করেন, ধর্ম্ম স্বীয় পুত্র নারায়ণকে, নারায়ণ নারদকে, নারদ গঙ্গাতীরে ব্যাসকে এই পুরাণসূত্র দান করেন।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণোক্ত এই লক্ষণ মতেও ইহা মৎস্য, শৈব বা নারদীয় পুরাণোক্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ নহে।

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে 'সবিতুর্ব্রহ্মবৈবর্ত্তং' অর্থাৎ সবিতার মহিমাপ্রকাশই ব্রহ্মবৈবর্ত্তের লক্ষ্য। কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা ইহার কিছুই পাইতেছি না। পরন্তু প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে ইহা ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তের কোন বৈষ্ণবপুরাণ। মূল হইতে সরিতে সরিতে ইহা এমন এক স্থানে দাঁড়াইয়াছে যে ইহাকে এখন আর ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলিয়া চিনিবার কোন উপায় নাই। মনে হয় মূলে ইহাতে ব্রহ্মাই ছিলেন প্রধান, পরে সাবর্ণি-কর্ত্তৃক ইহাতে কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য যুক্ত হয়, এককালে সূর্য্য বা সবিতা ইহাতে প্রাধান্য পাইলেন এবং সর্ব্বশেষ, বর্ত্তমানে ইহা বৈষ্ণবগ্রন্থে পরিণত হইয়াছে। এই সমস্ত হস্তাবলেপ দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল এবং মনে হয় মুসলমান আমলেও ইহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কারণ বাঙ্গালা দেশের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে মুসলমান যুগে সমাজের মধ্যে যে সমস্ত ভাঙ্গাগড়া চলিতেছিল, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান। অধিকন্তু ইহাতে বোঝা যায় যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বর্ত্তমান রূপ কোন বাঙ্গালী কবি-কর্ত্তৃকই প্রদত্ত হইয়াছে। কারণ ইহাতে জাতি-উপজাতি ও সাঙ্কর্য্য-বিষয়ে যে সমস্ত মতামত প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা একমাত্র বাঙ্গালাদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়।

দাক্ষিণাত্যে 'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ' নামে যাহা প্রচলিত আছে, তাহাতে 'ব্রহ্মবৈবর্ত্তের' পুরাণের কোন কোন লক্ষণ সুস্পষ্ট।

আমরা এক্ষণে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা লইয়া পুরাণের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে অগ্রসর হইব।

পুরাণের উৎপত্তি

অথর্ব্ববেদে আছে—

'ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুবাণং যজুষা সহ'—যজ্ঞেব উচ্ছিষ্ট হইতে যজুর্ব্বেদেব সহিত ঋক্, সাম, ছন্দ ও পুবাণ সৃষ্ট হইযাছে।

শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদাবণ্যক এবং ছান্দোগ্যোপনিষদ পুবাণ-সম্বন্ধে ভিন্ন মত প্রকাশ কবিযাছে। কোন কোন গ্রন্থে ইতিহাস ও পুবাণকে পঞ্চমবেদ বলিয়া অভিহিত কবা হয।

বেদভাষ্যে সাযনাচার্য্য বলিযাছেন যে বেদেব অন্তর্গত দেবাসুবাদিব যুদ্ধ-বর্ণনাব নাম ইতিহাস এবং জগতেব প্রথম অবস্থা হইতে আবম্ভ কবিযা সৃষ্টি-প্রক্রিযাব বিববণেব নাম পুবাণ।

পুবাণেব পাঁচটি লক্ষণ—

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তবাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুবাণং পঞ্চলক্ষণম্॥"

সর্গ বা সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রতিসর্গ বা পুনঃ-সৃষ্টি ও প্রলয, দেবতা ও পিতৃগণেব বংশাবলী, মনুব অধিকাবকাল বা মন্বন্তব এবং বংশানুচবিত বা চন্দ্র-সূর্য্য-বংশীযাদি নৃপতিগণেব বংশবর্ণনা—এই পাঁচটি পুবাণেব লক্ষণ।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই পুবাণেব প্রচলন ছিল। মহাভাবতাদি গ্রন্থে ইহাব স্পষ্ট প্রমাণ বহিযাছে। সেই সমস্ত পুবাণ কাহাব বা কাহাদেব বচিত ছিল, তাহাব কোন সদুত্তব খুঁজিযা পাওযা যায না। অবশ্য পববর্ত্তী কালে ব্যাসদেবকেই অষ্টাদশ পুবাণেব বক্তা বলিযা অভিহিত কবা হইযাছে। মৎস্যপুবাণে বলা হইযাছে যে, 'পুবাণমেকমেবাসীৎ'—সর্ব্বপ্রথমে পুবাণ একখানি ছিল, পবে তাহা অষ্টাদশ হইযাছে। ব্রহ্মাণ্ডপুবাণে বলা হইযাছে—

'প্রথমং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুবাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।'

সকল শাস্ত্রেব অগ্রে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পুবাণ উৎপন্ন হইযাছে। ইহাতে মনে হয ব্রহ্মাই পুবাণেব সৃষ্টিকর্ত্তা।

আবাব অন্যান্য পুবাণেব অভিমত—

"অষ্টাদশপুবাণানাং বক্তা সত্যবতীসুতঃ।" (বেবাখণ্ড)

যাহা হউক, প্রচলিত মত—বেদব্যাসই পুবাণেব লেখক বা সংগ্রহকর্ত্তা।

বিষ্ণুপুবাণকে প্রমাণৰূপে গ্রহণ কবিলে দেখা যায—আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্প-শুদ্ধিব সঙ্গে ভগবান্ বেদব্যাস পুবাণ-সংহিতাও বচনা করিয়াছেন।

"আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুবাণসংহিতাং চক্রে পুবাণার্থবিশারদঃ॥
প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ রোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥

সুমতিশ্চাগ্নিবর্চাশ্চ মিত্রয়ুঃ শাংশপায়নঃ।
অকৃতব্রণোহথ সাবর্ণিঃ ষট্‌শিষ্যাস্তস্য চাভবন্‌॥
কাশ্যপঃ সংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ।
রোমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূলসংহিতা॥
চতুষ্টয়েনাপ্যেতেন সংহিতানামিদং মুনে।
আদ্যং সর্ব্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে॥
অষ্টাদশপুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে।”

সংক্ষেপে বলা যায় মহামুনি ব্যাস পুরাণসংহিতা রচনা করিয়া সূতজাতীয় শিষ্য রোমহর্ষণকে অর্পণ করিলেন। রোমহর্ষণের ছয়জন শিষ্যের মধ্যে তিন জন—অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন—মূল সংহিতা-অবলম্বনে প্রত্যেকে এক একখানি পুরাণ রচনা করেন। ব্রাহ্মপুরাণই আদি পুরাণ।

ইহা হইতেও মনে হয় মূলে একখানি পুরাণ বর্ত্তমান ছিল, তৎপর তাহা হইতে অষ্টাদশ পুরাণের উদ্ভব হয়।

বিষ্ণুপুরাণের অপর উক্তি হইতে মনে হয় যে ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লৈঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, বামন, কৌর্ম্ম, মাৎস্য, গারুড় ও ব্রহ্মাণ্ড—এই পুরাণগুলি পর পর রচিত হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের স্থান ইহাদের মধ্যে দশম। ইহাদের প্রত্যেকটিতেই সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বিভিন্ন পুরাণের মতে দেখা যায় যে মূল ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ১৮০০০ শ্লোক ছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও এই উক্তি সমর্থিত হইয়াছে।

রচনাকাল

বিভিন্ন কারণে পুরাণ-আলোচকগণ পুরাণের আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃপ্রমাণ বিচারে পুরাণকে প্রকৃতই পুরাণ বা পুরাতন বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। সাধারণভাবে অনেকেই বিষ্ণুপুরাণকে পুরাণসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া মনে করেন। তাহাও খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর আগে যায় না। বলা বাহুল্য অপরাপর পুরাণসমূহ আরও অর্ব্বাচীন কালে রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

আলোচ্য ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ যে মূল হইতে অনেকখানি সরিয়া গিয়া নূতন রূপ লাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। (বিস্তৃত আলোচনা পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন লক্ষণ বিচারে ইহাকেও কোনক্রমেই মুসলমানপূর্ব্ব যুগে স্থানদান সম্ভব নহে। মনে হয়—মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যাদির উদ্ভবের পর ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের সৃষ্টি হয়।

এই প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে একটি প্রশ্ন জাগে—সত্যই কি পুরাণগুলি এত অর্ব্বাচীন? ভারতের বাহিরেও উপনিবিষ্ট হিন্দুগণ যে দীর্ঘকাল পূর্ব্বেই বহু পুরাণ প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। হাজার, দেড়হাজার বছর পূর্ব্বে যে

এইগুলিব সৃষ্টি হইযাছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কালক্রমে প্রক্ষেপ ও পবিবর্ত্তনেব ফলে তাহাদেব প্রাচীন রূপটি অনেকাংশে পবিবর্ত্তিত হইযা অনেকটা অর্ব্বাচীন রূপ পাইযাছে। সম্ভবতঃ পুরাণ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা। ইহাতে পুবাণেব প্রাচীনত্বও বর্ত্তমান থাকে, আবাব ইহাব অর্ব্বাচীনত্বকেও অস্বীকার কবা হয না।

মনীষী অক্ষযকুমাব দত্ত বলেন, "পুবাণে সৃষ্টি, বিশেব সৃষ্টি, বংশবিববণ, মন্বন্তব এবং প্রধান প্রধান বংশোদ্ভব ব্যক্তিদিগেব বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত ছিল। ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপাদি উপদেশ দেওয়া ইহাব একটি বিষযেবও উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু এখনকাব প্রচলিত পুবাণ ও উপপুবাণ সমুদায দেবদেবীব মাহাত্ম্য-কথন, দেবার্চ্চনা, দেবোৎসব ও ব্রতনিযমাদিব বিববণেই পবিপূর্ণ। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চলক্ষণেব অন্তর্গত যে যে বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায, তাহা আনুষঙ্গিক মাত্র।"

পুবাণেব বক্তব্য বিষযে মূলতঃ মিল থাকিলেও যে কেন বিভিন্ন পুবাণ সৃষ্টি হইযাছিল, স্কন্দপুবাণেব মতে তাহাব ব্যাখ্যা সহজ। তাহাতে বলা হইযাছে যে শৈব, ভবিষ্য, মার্কণ্ডেয, লৈঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, মাৎস্য, কৌর্ম্ম, বামন ও ব্রহ্মাণ্ড এই দশখানি শিবপুবাণ ; বৈষ্ণব, ভাগবত, নাবদীয ও গারুড এই চাবিখানি বিষ্ণুমহিমা-প্রকাশক পুবাণ, পাদ্ম ও ব্রাহ্ম, ব্রহ্মাব মহিমা-প্রকাশক, আগ্নেয পুবাণ অগ্নিব এবং 'সবিতুর্ব্রহ্মবৈবর্ত্তম্'—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুবাণ সবিতাব মহিমাপ্রকাশেব জন্যই বচিত হইযাছিল। কিন্তু আমবা পূর্ব্বেই দেখাইযাছি যে, বর্ত্তমানে প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুবাণ সবিতাব মহিমাপ্রকাশক নহে, ইহাও বিষ্ণুব মহিমাপ্রকাশকই হইযা দাঁড়াইযাছে।

যাহা হউক, এতকাল ধবিযা যাহাকে আমবা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুবাণ বলিযা জানিযা আসিযাছি, স্খলন-পতনাদিসত্ত্বেও ইহাকেই আমবা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুবাণ বলিযা মানিযা লইব। অন্য পুবাণাদি-কথিত মূল ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুবাণপ্রাপ্তি-সাপেক্ষ এই গ্রন্থই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুবাণ।



হিন্দুদের অন্যতম ধর্ম্মগ্রন্থ

হিন্দুদেব যত শাস্ত্রগ্রন্থ আছে তন্মধ্যে পবম আদবণীয গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত। যত পুবাণ আছে, তাব মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুবাণ অন্যতম একথা বললে অত্যুক্তি হয না। তবে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুবাণ শ্রীমদ্ভাগবতেবই অনুগামী গ্রন্থ এতে সন্দেহ নেই। কাবণ এই দুইটি ধর্ম্মগ্রন্থেবই উল্লেখযোগ্য নাযক হলেন বিশ্বেব পবম পুরুষ জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুবাণে শ্রীকৃষ্ণেব মহিমাকেই প্রাধান্য দেওযা হযেছে। এই গ্রন্থে চাবিটি খণ্ড আছে—ব্রহ্মখণ্ড, প্রকৃতিখণ্ড, গণেশখণ্ড এবং শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। ব্রহ্মা, প্রকৃতি, গণেশ, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতিকে নিযে খণ্ডগুলিতে আলোচিত হয়েছে। অথচ সবগুলি খণ্ডেই শ্রীকৃষ্ণেব মহিমা বিজডিত কাহিনীব প্রাধান্য। তাই শ্রীকৃষ্ণই মুখ্যতঃ প্রধান চবিত্র হযে উঠেছেন। মানুষেব পবমপ্রিয পবমপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মপিপাসুদের অন্তবে মহান্ আদর্শরূপে বিবাজমান।

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুবাণ দুইটি বিভিন্ন গ্রন্থ। দুইটিতেই শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তিত হযেছে। অথচ দুইটিব ধাবা বিভিন্ন—দুইটিব বস বিভিন্ন। শ্রীমদ্ভাগবতে যে দিক্ থেকে কৃষ্ণ মহিমা বর্ণনা কবা হযেছে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুবাণে অন্য দিক্ থেকে সেই বিরাট মহিমাপ্রকাশেব সূচনা কবা হযেছে। তাই ভক্তগণ দুইটি গ্রন্থে বিভিন্ন বসের আস্বাদন লাভ কবতে সক্ষম হবেন। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বিচিত্র ও অনন্ত। ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে এবং মহাদেব পঞ্চমুখে যাঁব মহিমা কীর্ত্তন কবে শেষ কবতে পাবেন না—শাস্ত্ররূপ অনন্ত সাগবে সেই শ্রীকৃষ্ণেব অনন্ত লীলা সদা ভাসমান।

শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র লীলা

শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুবাণে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিভিন্ন। ভাগবতে দেবকীব বিবাহ থেকেই শ্রীকৃষ্ণেব কাহিনী সুরু হযেছে। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণেব মর্ত্ত্যধামে অবতবণেব পূর্ব্ব থেকেই সুরু হযেছে শ্রীকৃষ্ণেব অপূর্ব্ব কাহিনী। ভাগবতে আছে, দুবাত্মা কংসেব অত্যাচাবে মানবকুল জর্জ্জবিত। ভগবান্ তাই অসুব নিধন কল্পে দৈবকীব গর্ভে জন্মগ্রহণ কববেন মনস্থ কবলেন। দৈববাণীতে আতঙ্ক-গ্রস্ত কংস নিজেব ভগ্নী দেবকী ও তাঁব স্বামী বসুদেবকে কাবাগাবে বন্দী কবে বাখলেন। দেবকীব অষ্টমগর্ভে যে সন্তানেব জন্ম হবে সে-ই হবে কংসেব নিধনকারী। একে একে ছযটি সন্তানেব জন্ম হল। দুবাত্মা কংস সদ্যোজাত শিশুদেব মাতৃবক্ষ থেকে ছিনিযে নিযে নিষ্ঠুবভাবে হত্যা কবল। সপ্তম গর্ভ মহামাযাব বিধানে নন্দালযে বোহিণীব গর্ভে আকর্ষিত হল। কংস কিছু জানতে পাবল না। সে ভাবলো সপ্তম গর্ভেব সন্তান গর্ভেই বিনষ্ট হযেছে।

তাবপব ধীবে ধীবে এগিযে আসে অষ্টম গর্ভেব সন্তানেব জন্ম লগ্ন। কংস আতঙ্কিত ভাবে প্রতীক্ষা কবে—তাকে বিনষ্ট কববার আযোজনেব ত্রুটি রাখে না প্রবল পবাক্রান্ত দৈত্য। প্রতি মুহূর্ত্তে সংবাদ নেয়—প্রতিদিন নিজে এসে দেখে যায।

দেবকী বিগত সন্তানদের শোকে অধীরা—ভবিষ্যৎ সন্তানের সংহার চিন্তায় ব্যাকুলা। মনে মনে স্মরণ করেন ইষ্টদেবতাকে—বিপদের ত্রাণকর্ত্তা নারায়ণকে। একদিন স্বপ্নের মাঝে দেখা দিলেন ভগবান্ শ্রীহরি। দেবকীকে অভয় দান করে বললেন, মা তুমি ভয় করো না। আমি নিজে তোমার পুত্ররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হবো।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান দেবকী। তাঁর দু'চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

তখন নারায়ণ বুঝিয়ে দেন দেবকীকে তাঁর জন্মের লীলা-মাহাত্ম্য। দেবকী শুধু তাঁর এক জীবনের মা নয়, তিনবার তিন বিভিন্ন জীবনের জননী তিনি। প্রথম জীবনে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বসুদেব ছিলেন ঋষিশ্রেষ্ঠ সুতপা আর দেবকী ছিলেন তাঁর সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী, নাম পৃশ্নি। জীবনের সমস্ত ভোগবিলাস ত্যাগ করে তাঁরা নারায়ণের তপস্যা করেছিলেন। তাঁদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে নারায়ণ শ্যামরূপে তাঁদের দেখা দিলেন। সেই শ্যামকান্তিরূপ দেখে সুতপা ও পৃশ্নি আকুল হয়ে উঠলেন।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন সুতপা ও পৃশ্নি—এমন শ্যামকান্তিধারী পুত্ররূপে যেন আমি তোমাকে লাভ করি।

নারায়ণ বললেন—শুধু এই জন্মে নয়, তিন জন্মে আমাকে তোমরা পুত্ররূপে পাবে।

সেই প্রতিশ্রুতি আমি পালন করেছি। প্রথম আমি যখন তোমাদের কোলে জন্মগ্রহণ করি তখন আমার নাম ছিল প্রশ্নিগর্ভ। দ্বিতীয় জন্মে বসুদেব কশ্যপঋষি রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন তুমি ছিলে তাঁর পত্নী অদিতি। সেই জন্মে আমি বামনরূপে তোমাদের সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করি। এইবার তৃতীয় জন্মে আমি শ্যামদেহেই তোমাদের পুত্ররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হবো।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে এইভাবে ভগবানের জন্মসূচনা বর্ণনা করা হয়েছে। শ্যামরূপে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের এই হল প্রত্যক্ষ কারণ আর উদ্দেশ্য হল পৃথিবীর দুঃখ মোচন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভক্তরসিক পাঠক সেই মধুর রসের আস্বাদ লাভ করেছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বৃন্দাবন-লীলা

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে পাঠক সুজন লাভ করেন ভিন্ন এক রসের আস্বাদ। সেই রস হল শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা-রস। যদিও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হল অসুর বিনাশন ও ভূভার হরণ, তবু শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলাকেই বড় করে দেখানো হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণের মূল আখ্যান সুরু হয়েছে প্রেমলীলা থেকেই।

গোলোককে বলা হয় নিত্যবৃন্দাবন। সেই নিত্যবৃন্দাবনে নিত্য বিহার করেন গোলোকবিহারী শ্রীহরি। তাঁর নিত্য লীলাসহচরী হলেন রাসরাসেশ্বরী শ্রীমতী রাধা। সেখানে বিরহ নেই—দুঃখ নেই। সেই আনন্দসাগরে নিমগ্ন রাধাকৃষ্ণ।

অথচ সেই নিত্যবৃন্দাবনধাম ছেড়ে রাধাকৃষ্ণ এলেন মর্ত্ত্যবৃন্দাবনে। যে গোলোকে নিত্য আনন্দ—সেই আনন্দ ছেড়ে কেন দুঃখ বিরহ ভোগ করতে এলেন ভগবান্? কেন শ্রীমতী রাধিকার ভাগ্যে ঘটল এমন বিরহ-যন্ত্রণা? কেন দুঃখ বরণ করতে মর্ত্ত্যধামে লীলা করতে এলেন রাধিকার সঙ্গে রাধিকারমণ? এই লীলারহস্য বর্ণনা করা হয়েছে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে। প্রেম ও বিরহের অপূর্ব্ব মাধুরী বিরাজ করছে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে।

গোলোকে লীলা কবেন বাধাকৃষ্ণ, তাঁদেব লীলাসহচব ও লীলাসহচবীবা তাঁদেব সঙ্গে থাকেন। সেই লীলা দর্শন কববাব আব কাকব অধিকাব নেই। লীলা-সহচবীদেব মধ্যে অন্যতমা সখী বিবজা। তাঁব অন্তবে আকাঙ্ক্ষা জাগলো, একদিন তাঁব কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণেব দর্শন লাভ কবে নয়ন মন সার্থক কববেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁব মনেব কামনা পূবণ কববাব জন্য একদিন বিবজাব কুঞ্জে এলেন। বিবজাব কুঞ্জদ্বাবে প্রহবী বেখে গেলেন তাঁব অন্যতম লীলাসহচর শ্রীদামকে। আদেশ দিয়ে গেলেন যতক্ষণ তিনি কুঞ্জেব ভিতবে থাকবেন ততক্ষণ যেন আব কেউ সেখানে প্রবেশ না কবে। শ্রীদাম বিস্মিত-ভাবে কুঞ্জেব দ্বার বক্ষা কবেন। বুঝতে পারেন না শ্রীকৃষ্ণেব এই লীলাব কি বহস্য।

শ্রীবাধিকা যখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন তখনই শ্রীকৃষ্ণ চলে এসেছিলেন বিবজাব কুঞ্জবনে। এদিকে ঘুম থেকে জেগে উঠে শ্রীবাধিকা দেখেন শ্রীকৃষ্ণ নেই। উতলা হযে উঠলেন শ্রীমতী। কোথায় গেলেন তাঁব প্রাণেব প্রভু? পবে সখীদেব মুখে জানতে পেলেন লীলাবসিক শ্রীকৃষ্ণ বিবজাব কুঞ্জে লীলা কবতে গিয়েছেন। ব্যাকুল হযে ছুটে চললেন শ্রীবাধা বিবজাব কুঞ্জেব দিকে। কিন্তু এসে দেখলেন—কুঞ্জদ্বাব বক্ষা করছেন কৃষ্ণসহচব শ্রীদাম। শ্রীমতী প্রবেশ কবতে চাইলেন কুঞ্জেব ভিতবে। শ্রীদাম মহাসমস্যায় পড়লেন। অবশেষে হাতজোড় কবে বললেন—"দেবী, আমাকে ক্ষমা কব। প্রভু আমাকে দ্বাব বক্ষা কববাব আদেশ দিয়ে গেছেন। তাঁব অনুমতি ভিন্ন কাউকে আমি প্রবেশ কবতে দিতে পাববো না।"

শ্রীমতী বাধিকা ক্রোধে অধীবা হযে উঠলেন। বললেন—"আমি শ্রীকৃষ্ণেব প্রাণস্বরূপিণী, আমাব আদেশ, তুমি দ্বার ছাড।" শ্রীদাম তবু দ্বাব ছাডতে রাজী হলেন না। বিনীতভাবে বললেন—"আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণের আজ্ঞা ছাডা কোন কাজই আমি কবতে পাববো না।"

এই কাবণেই শ্রীদামকে পেতে হল শ্রীবাধিকাব নিদারুণ অভিশাপ। বাধিকা বলেছিলেন, "কৃষ্ণ-প্রেমেব অহঙ্কারে তুমি আমাব অবমাননা কবেছ, সেই কৃষ্ণবিদ্বেষী দৈত্যকুলে তুমি জন্মগ্রহণ কববে।"

শ্রীবাধিকার কঠোব অভিশাপে শ্রীদামের অন্তব দুঃখে ও বেদনায ভবে উঠেছিল। তিনিও বাধিকাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—"যদি সত্যি আমি শ্রীকৃষ্ণেব ভক্ত হযে থাকি তবে আমাব অভিশাপে তুমিও মানবকুলে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কববে।"

ওদিকে কুঞ্জেব ভিতবে পুষ্পগন্ধেব মধ্যে চলেছে বিবজা ও শ্রীকৃষ্ণেব প্রেমলীলা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সব জানতে পাবলেন। বুঝতে পাবলেন—শ্রীবাধিকা এসেছেন কুঞ্জদ্বারে।

বিবজাব মনে জাগলো ভয। তিনি নদীরূপ ধাবণ কবে আত্মগোপন কবলেন। কিন্তু শ্রীমতীব অভিশাপ থেকে বেহাই পেলেন না। শ্রীবাধিকা বললেন—"এই নদীরূপ ধাবণ কবেই তোমাকে মর্ত্যে অবস্থান কবতে হবে।"

বাধিকা চলে যাওযাব পব বিরজা জল থেকে উঠে এসে শ্রীকৃষ্ণেব পাযে লুটিযে পড়েন। কেঁদে বলেন—"প্রভু, আমাব কি উপায হবে।"

শ্রীকৃষ্ণ অভয দিযে বলেন—"সখি, ভীত হযো না। ভবিতব্যকে বোধ কবতে কেউ পাবে না। পৃথিবীব দুঃখে আমি আকুল হযে উঠেছি। পৃথিবীব দুঃখভাব লাঘব করবাব জন্য আমাকে গোলোক ছেড়ে মর্ত্যে যেতে হবে। আমাব সঙ্গে তোমবাও যাবে মর্ত্যধামে। তুমি জলময দেহ নিযে মর্ত্যে যমুনা নদী হযে বিবাজ কববে। তোমাবই তীবে তীবে আমি লীলা কবে বেড়াবো।"

ওদিকে শ্রীদামের অভিশাপে ভীতা হয়ে শ্রীমতী রাধা কৃষ্ণের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। কেঁদে কেঁদে বললেন—"তোমাকে ছেড়ে মর্ত্যধামে গিয়ে কেমন করে থাকবো প্রভু? তুমি আমার একমাত্র গতি। তুমি আমার চক্ষু, কর্ণ, তুমি আমার জীবন। তোমার বিরহে কিরূপে আমার দিন কাটবে?"

শ্রীরাধাকে আশ্বাস দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"কেন এত উতলা হও রাধারাণী? মর্ত্যধামে জন্ম নিয়ে তুমি ব্রজপুরে বাস করবে। সেখানে তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবে। তুমি আর আমি যে এক—আমাদের একজনকে ছাড়া আর একজনকে কল্পনা করা যায় না।"

বিচিত্র লীলার নায়ক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। পৃথিবীর দুঃখ লাঘব করবার জন্য মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হলেন—সেখানেও তাঁর লীলাকাহিনী বিচিত্র রসমধুর।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সেই কাহিনীই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ

দুষ্কৃতি বিনাশের জন্য, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য ভগবান্ যুগে যুগে অবতাররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকার বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণ অবতার-রূপে ধরাধামে আবির্ভূত হন নি, স্বয়ং তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকার সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের ভূমিকায় গোলোকধামের অবতারণা করেছেন। প্রথমেই দেখা যায় শিব ও পার্ব্বতীসহ স্বর্গের সমস্ত দেবদেবী স্বর্গে উপনীত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের গোলোকধাম ত্যাগের পূর্ব্বে তাঁর স্তবস্তুতি করছেন।

এইখানেই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বৈচিত্র্য।

শিব ও কৃষ্ণ

শিবভক্ত ও কৃষ্ণভক্তদের মধ্যে একটি মতদ্বৈধ দেখা যায়। পুরাকালে সেটি আরও গুরুতররূপে বিদ্যমান ছিল। শাক্তরা শিবকে দিতেন শ্রেষ্ঠত্ব আর বৈষ্ণবরা কৃষ্ণকে দিতেন শ্রেষ্ঠত্ব। কোন পুরাণে শিবকে কৃষ্ণভক্তরূপে, কিংবা কোন পুরাণে বিষ্ণুকে শিব-উপাসকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কোন কোন পুরাণে শিব ও বিষ্ণু উভয়কেই মহাদেবীর চরণাশ্রিত করে এক সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই বিভিন্ন পুরাণ সমগ্রভাবে পাঠ করলে দেখা যায়, সবারই উদ্দেশ্য ছিল একটি মহাসত্যকে ফুটিয়ে তোলা। সেই সত্য হলো হিন্দুধর্ম্মের মূল কথা. শিব, বিষ্ণু, দুর্গা বা কালী একই দিব্যশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। ভক্তের প্রয়োজন অনুসারে তাঁদের বিভিন্ন রূপ ধারণ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুবাণে জাম্ববতীর জন্ম-ব্যাখ্যায একটি রহস্য উদ্‌ঘাটিত হযেছে। একদা শ্রীহরি স্বেচ্ছায কৈলাসধামে এসে উপনীত হন। তখন শিব শ্রীহবিকে পরম অতিথিরূপে আদব আপ্যায়ন করেন এবং পার্ব্বতীকে অনুবোধ করেন—"নারাযণকে বতি দান কব।"

শিবেব মুখে এই কথা শুনে পার্ব্বতী স্তম্ভিত হযে গেলেন। কিন্তু স্বামী দেবাদিদেব মহাদেবের মুখেব বাণী অবহেলা কবাও দুঃসাধ্য। তাই পার্ব্বতী বললেন, "তোমাব আদেশ আমি লঙ্ঘন কববো না।- নাবাযণকে আমি রতি দেবো, কিন্তু এজন্মে নয়, অপব জন্মে। অপব জন্মে আমি জাম্ববান রাজাব ঘবে ভল্লুকীব ঔবসে জন্মগ্রহণ কববো। তখন শ্রীহবিকে আমি আমাব দেহ দান কববো।"

জাম্ববতীব জন্মবহস্যেব ভিতব দিযে শিব ও কৃষ্ণেব এক অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য প্রকাশ পেযেছে।

রামায়ণ মহাভারত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ

বামাযণ মহাভাবতেব অনেক পবে লেখা হয ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুবাণ। তাই এই পুবাণে বামাযণ ও মহাভাবতেব সংক্ষিপ্ত অংশ স্থানে স্থানে যোজনা কবা হযেছে। অবশ্য সেগুলি অবান্তবভাবে যুক্ত হযনি—স্থানে স্থানে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুবাণেব কাহিনীকে আবেগময ও সুপ্রতিষ্ঠিত কববার উদ্দেশ্যেই তা কবা হযেছে। অনেক কাহিনী আছে যা বামাযণ ও মহাভাবতেব কাহিনীব সঙ্গে যুক্ত। যেমন বেদবতীব উপাখ্যান, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শিশুপাল বধ, ভীম কর্ত্তৃক জবাসন্ধ বধ প্রভৃতি।

হরিভক্তি তত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণ যখন গোলোক ত্যাগ কবে ধবাধামে অবতীর্ণ হবার সংকল্প কবলেন তখন শ্রীহরিব মর্ত্ত্যলীলাব বস আস্বাদন কববাব জন্য স্বর্গেব দেবতাবাও মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ কবাব বাসনা কবলেন। তাই মর্ত্ত্যে কৃষ্ণলীলায আমবা যাঁদেব সহচব সহচবীরূপে দেখতে পাই, তাঁবা প্রত্যেকেই মানবরূপধাবী দেবদেবী।

প্রজাপতিব অভিশাপে নারদকে বাব বাব তিনবাব মানবজন্ম গ্রহণ করতে হয। নারদ যখন অভিশপ্ত হন তখন প্রজাপতিব কাছে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, "আমি যে কুলেই জন্মগ্রহণ কবি না কেন, আমি যেন হরিভক্তি থেকে বিরত না হই।" প্রজাপতি সে প্রার্থনা পূবণ কবেছিলেন। তাই অভিশাপমুক্ত হয়ে নাবদ নারাযণেব সমীপে গোলোকে উপস্থিত হন।

হবিভক্তি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যেব সব চেযে দুর্লভ বস্তু, যা কঠোব সাধনায আয়ত্ত কবতে হয়। এই হবিভক্তি তত্ত্বই হল ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুবাণেব মূল কথা।

শ্রীশ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের সারাংশ

মহামতি ব্যাসদেব বিবচিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুবাণ বিবাট গ্রন্থ। চাবটি খণ্ডে তাকে বিভক্ত করা হযেছে, ব্রহ্মখণ্ড, প্রকৃতিখণ্ড, গণপতিখণ্ড ও শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। এক একটি খণ্ডে এক একটি বিষযেব অবতাবণা কবা হযেছে। পাঠকদেব সুবিধাব জন্য সেই সমস্ত খণ্ডেব সাবমর্ম্ম এখানে লিপিবদ্ধ কবা হল।

ব্রহ্মখণ্ড

ব্রহ্মখণ্ডে গোলোকাদি সৃষ্টি বর্ণন এবং তাবপব ব্রহ্ম থেকে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবাদিব উদ্ভব-কাহিনী বলা হযেছে। শুধু তাই নয, দেবদেবাদি এবং ভূতপ্রেতাদিব জন্ম-বিববণও তাতে দেওযা হযেছে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, বসাতল ও সাগবাদিব সৃষ্টি হল। বিচিত্র তাদেব নাম, বিচিত্র তাদেব গঠন। গোলোকপতি শ্রীহবি হলেন সর্ব্বসৃষ্টিব মূলাধাব। দেবদেবী সৃষ্টি কবে উপযুক্ত পাত্রে তিনি নাবীদেব অর্পণ কবলেন। বৈকুণ্ঠনগবে নাবাযণকে অবস্থান কববাব নির্দ্দেশ দিযে লক্ষ্মী ও সবস্বতীকে তাঁর হস্তে সঁপে দিলেন। সাবিত্রীসুন্দবীকে অর্পণ কবলেন ব্রহ্মাব কবে। তাবপব শিবকে নির্দ্দেশ দিলেন ভগবতী দুর্গাদেবীকে গ্রহণ কববার জন্য। একথা শ্রবণ কবে শিব সবিনযে শ্রীহবিকে বললেন—"ওহে দযাময, আমাকে কেন ভোগবাসনাব লোভ দেখাও? নাবী ধর্ম্মেব কণ্টক, সাধন ভজনের বিষম বিঘ্ন। আমি স্থিব কবেছি দিবানিশি তোমাব চবণ চিন্তা কবে জীবন কাটাবো। জপ, তপ, কিংবা তীর্থ দর্শন তোমাব চবণতুল্য নয। নাবীব লোভ দেখিযে আমাকে সেই চবণ থেকে বঞ্চিত কবো না।"

তখন গোলোকেব পতি শ্রীহবি বললেন, "ওহে পঞ্চানন, তোমাব সমান আমাব ভক্ত আব কেহ নাই। তুমি পরম বৈষ্ণব, তোমাব মত বৈষ্ণবও আব কেহ এই ত্রিভুবনে নাই। একশত প্রজাপতিব নাশ হলেও তোমাব পতন হবে না। তুমি নির্ভযে দুর্গাকে গ্রহণ কব। তোমাব জন্যই দুর্গাব সৃষ্টি হযেছে।" শ্রীহরি এই ভাবেই দুর্গাকে গ্রহণ কববাব অঙ্গীকাবে মহাদেবকে আবদ্ধ কবেন।

তাবপব ব্রহ্মাকে আদেশ দেন জীব সৃষ্টি কববাব জন্যে।

ব্রহ্মা সাবিত্রীব সঙ্গে বিহাবে মত্ত হলেন। সাবিত্রীব গর্ভে চাবি বেদ ও নানাবিধ শাস্ত্রেব উদ্ভব হল। ছত্রিশ বাগিণী, দণ্ড, ক্ষণ, বর্ষ, মাস, তিথি প্রভৃতিব উৎপত্তি হল। ব্রহ্মার নাভিপদ্ম হতে জন্মগ্রহণ কবল বিশ্বেব মহাশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা।

ব্রহ্মাব মানসে চাবটি পুত্রেব জন্ম হয়। তাঁদেব নাম সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার। যথাসময়ে ব্রহ্মা তাঁদেব সংসাবধর্ম্ম পালন কবে সৃষ্টি বৃদ্ধি কবার নির্দ্দেশ দিলেন। কিন্তু পুত্রগণ অনিচ্ছা জ্ঞাপন কবলেন। তাতে ব্রহ্মার অন্তরে ভযানক ক্রোধের উদ্রেক হল। সেই ক্রোধ থেকে হল একাদশ রুদ্রের জন্ম। তারপব ব্রহ্মা সৃষ্টি কবলেন সপ্তর্ষিকে তাঁব বিভিন্ন অঙ্গ থেকে। কণ্ঠদেশ থেকে জন্ম নিলেন নাবদ।

নাবদকে ব্রহ্মা নির্দ্দেশ দিলেন পত্নী গ্রহণ কবে সংসারধর্ম্ম অবলম্বন কববাব জন্য। নাবদ অনিচ্ছা প্রকাশ কবলেন। বললেন—"শ্রীকৃষ্ণের নাম গান কবে দিন কাটাবো, তবু ধর্ম্মেব বিঘ্নস্বরূপ নাবীকে গ্রহণ কববো না।" তখন ব্রহ্মা ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হযে নাবদকে অভিশাপ দিলেন—"তুই গন্ধর্ব্বকুলে জন্মগ্রহণ কববি। তোর নাম হবে উপবর্হণ। পঞ্চাশজন বমণীব সঙ্গে তুই বিহাব করবি। তাবপব তোব দাসীকুলে জন্ম হবে। বৈষ্ণবেব উচ্ছিষ্ট ভোজন করে তোব মুক্তি হবে।"

এই অভিশাপ শুনে নাবদেব মনে ভযানক দুঃখ হল। তিনি ব্রহ্মাকে প্রতি-অভিশাপ দান কবলেন—"যেহেতু তুমি আমাকে বিনা দোষে অভিশাপ দিযেছ, আমিও তোমাকে অভিশাপ দিলাম—তোমাব তন্ত্রমন্ত্র পৃথিবীতে বিলুপ্ত হবে। তিনকল্প ব্যাপী তোমাব পূজা পৃথিবীতে কেউ করবে না। পূজার্চ্চনায তোমাব নামটি মাত্র উল্লেখ থাকবে। যজ্ঞাদিতে তোমাব ভাগ অন্যান্য দেবতারা গ্রহণ কববেন।"

এবপব নাবদ যথাক্রমে গন্ধর্ব্বরূপে এবং দাসীপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ কবলেন। কৃষ্ণেব অনুগ্রহে তাবপব হল তাঁব শাপমুক্তি। তৎপব ব্রহ্মা তাঁকে দিব্যজ্ঞান দান কবলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে তাহা বিস্তাবিত ভাবে আলোচিত হযেছে।

এ ছাড়া ব্রহ্মখণ্ডে বশিষ্ঠ কশ্যপাদি অন্যান্য ঋষি, দানব, বিহঙ্গ, সবীসৃপ প্রভৃতির উদ্ভব বর্ণনা কবা হযেছে।

ব্রহ্মখণ্ডে আর একটি বিশিষ্ট অধ্যায হল ঘৃতাচী উপাখ্যান। স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচী অপরূপা সুন্দরী। বিশ্বকর্ম্মা তাকে দর্শন কবে মুগ্ধ হলেন। করলেন তাব কাছে শৃঙ্গাব প্রার্থনা। ঘৃতাচীও বিশ্বকর্ম্মাকে দেখে মোহিত হল। কিন্তু সে তখন চলেছে কামের ভবনে তাঁকে বতিদান কবতে। তাই ঘৃতাচী বলল—"আজকেব জন্য কামদেব আমাব পতি। কামদেব তোমাব শিক্ষাগুরু, তাই আজ আমাকে গ্রহণ কবলে তোমাব গুরুপত্নী উপভোগেব পাপ হবে।"

এই কথা শুনে বিশ্বকর্ম্মা ক্রোধভবে ঘৃতাচীকে অভিশাপ দিলেন—"শূদ্রাণীর গর্ভে তোমাব জন্ম হবে।" ঘৃতাচীও অভিশাপ দিল বিশ্বকর্ম্মাকে—"স্বর্গভ্রষ্ট হযে তুমি মানবকুলে জন্মগ্রহণ কববে। শিল্পকর্ম্ম কবে তুমি উদব পূরণ কববে।"

অভিশাপ প্রদান করে ঘৃতাচী কামের ভবনে যাত্রা করল। অভিশাপের সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করল কামের নিকটে। কাম তাকে বললেন—"মদন গোপের নারীরূপে তুমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কববে। অভিশাপ অন্তে তুমি পুনবায স্বর্গে আগমন কববে।"

অভিশাপ কখনো খণ্ডন হয না। বিশ্বকর্ম্মা পৃথিবীতে ব্রাহ্মণেব ঘবে জন্মগ্রহণ কবলেন। নানাবিধ শিল্পকার্য্য কবে তাঁব দিন কাটতে লাগল। একদিন বিশ্বকর্ম্মা জাহ্নবীব তীবে এক পবমাসুন্দবী নাবী দেখে মুগ্ধ হলেন। নাবীও তাঁকে দেখে মুগ্ধ হল। এই নারীই হল পূর্ব্বজন্মেব ঘৃতাচী। ঘৃতাচী বিশ্বকর্ম্মাকে দেহদান করল।

এই নারীর গর্ভেই জন্ম হল নয়টি পুত্র সন্তান। তারা হল মালাকার, কাংস্যকার, তন্তুবায়, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, সূত্রধার, কুম্ভকার এবং চিত্রকার। এইভাবে পৃথিবীতে নানা জাতির সৃষ্টি হল।

এই হল ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের প্রধান বক্তব্য এবং তার সারাংশ।

প্রকৃতিখণ্ড

প্রকৃতি-চরিত্র এবং তার অংশাদি বর্ণন বিষয় নিয়েই প্রকৃতিখণ্ডের সূচনা। দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী প্রভৃতির জন্মের কাহিনী তাতে বলা হয়েছে। নারী প্রকৃতি—শক্তিময়ী, নারী ভিন্ন সংসারের সৃষ্টি রক্ষা হয় না, নানা নীতিবাক্য ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তা আলোচিত হয়েছে। নারীকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া প্রয়োজন তাহাও শাস্ত্রকার বলেছেন।

যত নারী আছে এই বিশ্বের মাঝারে।
প্রকৃতির অংশ সব জানিবে অন্তরে॥
নারীজনে অপমান যদি করে কেহ।
প্রকৃতির মানহানি নাহিক সন্দেহ॥

এই প্রকৃতির অংশ হতেই সবার জন্ম। তবু নারীদের ভিতর বিভিন্ন প্রকার আছে। উত্তমা, মধ্যমা, অধমা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের নারী বিদ্যমান, তাদের আকৃতি প্রকৃতি বিশদভাবে ব্রহ্মখণ্ডে বর্ণনা করা হয়েছে।

সরস্বতীর পূজা বর্ণনা, জাহ্নবী ও সরস্বতীর বিবাদ প্রভৃতি ব্রহ্মখণ্ডের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা এই তিনজন শ্রীহরির ভার্য্যা। একদিন গঙ্গা ও সরস্বতী বৈকুণ্ঠে বসে আছেন। হঠাৎ তাঁদের মধ্যে বিবাদ সুরু হল। অথচ শ্রীহরি তাতে কর্ণপাত করলেন না। তখন সরস্বতী শ্রীহরিকে বলেন—"যদি আমার চেয়ে গঙ্গা তোমার অধিকতর প্রিয়া হয়ে থাকে তবে আমাকে বিদায় দাও। আমি বনে গমন করি।" শ্রীহরি উভয় সঙ্কটে পড়ে স্থান ত্যাগ করলেন। সরস্বতী ও গঙ্গার বিবাদ গুরুতর আকার ধারণ করল। লক্ষ্মীদেবী সে বিবাদ মিটাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ফল হল তাতে বিপরীত। সরস্বতী ক্রুদ্ধ হয়ে লক্ষ্মীদেবীকে অভিশাপ দিলেন, "তুমি বৃক্ষরূপ ধারণ করবে। তারপর হবে নদী।" গঙ্গাকে বললেন, "তুমি ধারণ করবে নদীর রূপ।" গঙ্গা সহ্য করতে পারলেন না। তিনিও সরস্বতীকে অভিশাপ দিলেন—"তুমিও নদীরূপে পৃথিবীতে প্রবাহিত হবে।"

এমন সময় শ্রীহরি সেখানে উপস্থিত হয়ে গঙ্গা ও সরস্বতীকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু অভিশাপ খণ্ডন করবার কোন উপায় তখন নেই। লক্ষ্মী তার প্রতি অভিশাপের কথা উল্লেখ করে শ্রীহরির পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। শ্রীহরি বললেন—"ধর্ম্মধ্বজ নৃপতির গৃহে তুমি জন্মগ্রহণ করবে। তোমার নাম হবে তুলসী। আমার অংশে শঙ্খচূড় দৈত্য জন্মগ্রহণ করবে। তুমি হবে তার পত্নী। শঙ্খচূড়ের মৃত্যুর পর তুমি হবে বৃক্ষ। তুলসী নামে সেই বৃক্ষ সর্বত্রে পূজা হবে। তারপর

অভিশাপ অন্তে তুমি নদীরূপ ধারণ করে ধরাতলে প্রবাহিত হবে। তোমার নাম হবে পদ্মা।"

তারপর গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে শ্রীহরি বললেন—"মানবের পাপ মুক্ত করবার জন্য তুমি গঙ্গানদীরূপে পৃথিবীতে প্রবাহিত হবে। বহু সাধনার পর ভগীরথ তোমাকে পৃথিবীতে নিয়ে যাবে। তোমার পবিত্র জল যে স্পর্শ করবে তারই পাপ মোচন হবে।"

দেবী সরস্বতীর প্রতি অতঃপর শ্রীহরি বললেন—"তোমার অর্দ্ধাংশ নারীর রূপ হয়ে ব্রহ্মার নিকট অবস্থান করবে। আর অর্দ্ধাংশ নদীর রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে প্রবাহিত হবে।"

তারপর সকলের মনস্তুষ্টির জন্য বললেন—"ছায়ামাত্র তোমরা পৃথিবীতে যাবে। আমার নিকটেই হবে তোমাদের চির অবস্থান।"

পৃথিবীর জন্মবৃত্তান্তও প্রকৃতিখণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। প্রলয়ের জলে সমস্ত কিছু নিমগ্ন। মধুকৈটভ নামে দুই দৈত্যের উদ্ভব হয়। শ্রীহরির সঙ্গে শুরু হয় তুমুল সংগ্রাম। সুদর্শন চক্রদ্বারা শ্রীহরি দুই দৈত্যকে নিধন করেন। অসুরদ্বয়ের মেদ দ্বারা পৃথিবী বর্দ্ধিত হতে থাকে। এই জন্য পৃথিবীর এক নাম মেদিনী।

বেদবতীর উপাখ্যানও প্রকৃতিখণ্ডে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। কুশধ্বজ পত্নী ছিলেন মালাবতী। অতিশয় ধর্ম্মশীলা ও ধর্ম্মনিষ্ঠাবতী। কুশধ্বজ লক্ষ্মীর আরাধনা করে বর লাভ করেন। কমলার অংশে তাঁর এক কন্যা হয়। সেই কন্যার নাম বেদবতী। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই কন্যা ব্রহ্মার আরাধনা করবার জন্য বনে চলে যান। বহুকাল আরাধনার পর ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে দৈববাণীচ্ছলে বর দিতে অভিলাষী হন। বেদবতী বর প্রার্থনা করেন, আমি যেন শ্রীহরিকে পতিরূপে লাভ করতে পারি। তখন দৈববাণী হল, জন্মান্তরে তুমি তাঁকে পতিরূপে লাভ করবে। এজন্মে শ্রীহরিকে লাভ করতে না পেরে ক্ষুব্ধচিত্তে বেদবতী গন্ধমাদনে গিয়ে কৃষ্ণের আরাধনা করতে আরম্ভ করেন। একদিন লঙ্কার রাজা রাবণ সেইস্থানে উপনীত হয়ে বেদবতীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। বেদবতী যত্নসহকারে অতিথি সৎকারের আয়োজন করেন। কিন্তু দুষ্টমতি রাবণ তাঁর সতীত্বনাশে উদ্যত হয়। ক্রোধে অধীরা হয়ে বেদবতী রাবণকে বললেন—"শ্রীহরিকে পতিরূপে লাভ করবার জন্য আমি দিবানিশি তাঁর ধ্যান করছি, তুমি আমার দেহ অপবিত্র করতে উদ্যত হয়েছ। আমি অভিশাপ দিচ্ছি তুমি সবংশে নিধন হবে। তোমার বংশে কেউ জীবিত থাকবে না।"

এইরূপ অভিশাপ দিয়ে ক্রোধে ও অভিমানে বেদবতী জাহ্নবীর জলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন।

তারপর সেই বেদবতী জন্মগ্রহণ করলেন সীতারূপে। শ্রীহরির অবতার রামচন্দ্রকে পতিরূপে লাভ করলেন। সীতাকে হরণ করলো দুষ্টমতি রাবণ। তারপর রামচন্দ্রের হস্তে হলো তার সবংশে নিধন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সংক্ষিপ্ত ভাবে সেই অংশ বর্ণনা করা হয়েছে। রামায়ণে আছে তার বিস্তারিত কাহিনী।

সতী তুলসীর উপাখ্যান ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিস্তারিত ভাবেই পাওয়া যায়। শঙ্খচূড় দৈত্যের সঙ্গে শিবের যুদ্ধ, নারায়ণের ছলনা, তুলসীর অভিশাপে নারায়ণের শিলারূপ প্রাপ্তি অর্থাৎ শালগ্রাম শিলার উৎপত্তি—এই সব কাহিনী অতিশয় উপভোগ্য।

সাবিত্রীর উপাখ্যানও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে। মদ্রদেশের অধিপতি অশ্বপতি অতি গুণবান্ ও ধর্ম্মশীল। মহিষী মালাবতী অতিশয় রূপবতী ও সতীসাধ্বী রমণী। সন্তান কামনায় তাঁরা ব্যাকুল। উভয়ে সাবিত্রীর আরাধনা করেন। সাবিত্রীর

রবে তাঁদের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করবে। তাঁরা সেই কন্যার নাম রাখেন সাবিত্রী। সাবিত্রীর সঙ্গে রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানের বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের এক বৎসর পরেই সত্যবানের মৃত্যু হয়। সাবিত্রী সতীত্বের মহিমায় ও নিজের বুদ্ধিবলে স্বামীকে ফিরে পান। সাবিত্রীর সহিত যমরাজের কথোপকথন এবং যমরাজ কর্তৃক কর্ম্মবিপাক কথন যুক্তি ও জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। শুধু তাই নয়, শুভ অশুভ কর্ম্মের ফল, পাপভেদে নরক ভোগ, নারীদের কুলটা বিষয় বর্ণন প্রভৃতি পাঠে পাঠকদের প্রভূত জ্ঞানের সঞ্চার হয়।

শ্রীরাধিকার পূজাদি বিবরণ, ভগবতীর বিবরণ এবং তাঁর পূজাদির বিবরণও উক্ত খণ্ডে আছে। চন্দ্র কর্তৃক গুরুপত্নী হরণ, তার পরিণাম, বুধের উৎপত্তি প্রভৃতি সুললিত ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

গণেশখণ্ড

ভগবতী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব এবং স্তবে তুষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভগবতীকে বর প্রদান বিষয় নিয়েই প্রধানতঃ গণেশখণ্ডের সূচনা। ভগবতী শ্রীকৃষ্ণের নিকট পুত্র প্রার্থনা করলেন, শ্রীকৃষ্ণ সে প্রার্থনা পূরণ করলেন। জগন্মাতা ভগবতী—তাঁর পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণই এলেন, নাম হল তাঁর গণেশ। ভুবন আলো করা তাঁর রূপ। সমস্ত দেবদেবী ও মুনিঋষিরা পুত্র-দর্শন করতে উপনীত হলেন কৈলাসে। কিন্তু গ্রহরাজ শনির দৃষ্টিতে পুত্রের মুণ্ডপাত হল। ভগবতী ক্রোধে অধীরা হয়ে শনিকে অভিশাপ দিলেন—তুমি বিকলাঙ্গ হবে, তুমি খঞ্জ হবে।

দেবদেবী ও মুনিঋষিগণ এই ব্যাপারে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হলেন। ভগবতীকে সান্ত্বনা প্রদান করার উদ্দেশ্যে সকলে গণেশের স্তব করতে লাগলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন, সকল দেবতার আগে গণেশের পূজা হবে। শ্রীবিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা গজশ্রেষ্ঠ ঐরাবতের মুণ্ড ছেদন করে সেই মুণ্ড গণেশের স্কন্ধে স্থাপন করলেন।

কার্ত্তিকের জন্ম, কার্ত্তিক ও গণেশের বিবাহ গণেশখণ্ডে বর্ণনা করা হয়েছে।

দেবসেনা নামে এক অতি রূপবতী কন্যার সঙ্গে দেওয়া হল কার্ত্তিকের বিবাহ, আর পুষ্টি নামে আর এক রূপসী কন্যার সঙ্গে হল গণেশের বিবাহ। পুষ্টির অপর নাম মহাষ্টমী। নবদুর্গা বলেও তাঁকে অভিহিত করা হয়।

গণেশখণ্ডের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় হল পরশুরাম সংবাদ। পরশুরামের পিতা জমদগ্নি মহাতেজা ঋষি। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামে এক শক্তিশালী রাজা মৃগয়া করতে বনে এসে জমদগ্নির আশ্রমে উপনীত হলেন। সঙ্গে তাঁর অসংখ্য সৈন্য, সকলেই ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে কাতর। ঋষি জমদগ্নি সকলের আহারের আয়োজন করলেন। নানারূপ সুখাদ্য দ্বারা সকলকেই পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করান হল। বিরাট সেই আয়োজন দেখে কার্ত্তবীর্য্য রাজা খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন। সহায়সম্বলহীন মুনির আশ্রমে কিরূপে ইহা সম্ভব হল? সন্ধান নিয়ে জানলেন মুনির আশ্রমে আছে এক কামধেনু। তার কাছে যা প্রার্থনা করা যায় তাই লাভ করা যায়। রাজা লোভের বশবর্ত্তী হয়ে মুনির কাছে সেই কামধেনু প্রার্থনা করলেন। জমদগ্নি

তা দিতে স্বীকৃত হলেন না। কাজেই রাজার সঙ্গে মুনির যুদ্ধ বেধে উঠল। যুদ্ধে মুনি নিহত হলেন।

জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম তখন পুষ্কর তীর্থে সাধনায় মগ্ন ছিলেন। পিতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে দ্রুতগতি আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা কার্ত্তবীর্য্যের এই নৃশংস ব্যাপার দেখে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, একুশবার ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করবেন। শক্তিলাভের জন্য তিনি প্রথমতঃ গেলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মার নিকট সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর ব্রহ্মা পরশুরামকে মহাদেবের নিকট গমন করবার নির্দ্দেশ দিলেন। পরশুরাম কৈলাসে গিয়ে মহাদেব ও পার্ব্বতীর স্তব করলেন। স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে দিলেন বিষ্ণুমন্ত্র আর দিলেন পাশুপত, নাগপাশ প্রভৃতি অস্ত্র।

পরশুরাম ফিরে এসে সেই অস্ত্রের সাহায্যে কার্ত্তবীর্য্যকে নিধন করলেন। তারপর সুরু হল পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধন। একবিংশবার ক্ষত্রিয় নিধন করলেন। দেবতাদের আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য গেলেন ব্রহ্মার নিকটে। তারপর গেলেন কৈলাসে। শিব পার্ব্বতী তখন বিশ্রাম করছেন। দ্বারে আছেন গণপতি। পরশুরাম শিবের নিকট যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু গণেশ বাধা দিলেন।

তাতে গণেশের সঙ্গে পরশুরামের বিবাদ বেধে উঠল। পরশুরাম তাঁর অস্ত্রদ্বারা গণেশের একটি দাঁত ভেঙ্গে ফেললেন। এতে পার্ব্বতী ভয়ানক রুষ্টা হলেন। তিনি ত্রিশূল হস্তে এগিয়ে গেলেন পরশুরামকে নিধন করবার জন্য। পরশুরাম ভয় পেয়ে সকাতরে বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদনকে ডাকতে আরম্ভ করলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান্ ভক্তকে রক্ষা করবার জন্য বামন-আকৃতি ধারণ করে কৈলাসে এসে উপস্থিত হলেন। তেজে পরিপূর্ণ দেহ, কি মধুর তার মূর্ত্তি। কণ্ঠে বনমালা, গলায় যজ্ঞোপবীত, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র, কি অপরূপ তার শোভা।

শিব, পার্ব্বতী এবং তাঁর পুত্র ও অনুচররা ভক্তিভরে এই অপরূপ অতিথিকে প্রণাম করলেন। যথাযোগ্য অতিথি সৎকারের পর শিব তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলেন। বামন-আকৃতি নারায়ণ বললেন, ভৃগুরাম বিষ্ণুগত চিত্ত এবং বিষ্ণুপরায়ণ। তাই ভৃগুরামকে রক্ষা করবার জন্য আমি এসেছি। পার্ব্বতীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ষড়ানন ও গণপতি যেমন তোমার পুত্র, পরশুরামও সেইরূপ তোমার পুত্র। পুত্রকে ক্ষমা করা এবং স্নেহ করা জননীর ধর্ম্ম। কাজেই ভৃগুরামকে তুমি ক্ষমা কর। নিজ কর্ম্মফল কেউ খণ্ডন করতে পারে না। অদৃষ্টের দোষেই আজ গণেশ একদন্ত হয়েছে। কিন্তু সেজন্য তার সৌন্দর্য্য হানি হয় নি। তার শোভা যেন তাতে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ থেকে গণেশ একদন্ত নামে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধিলাভ করবে। তার হবে আটটি নাম—গজানন, বিঘ্ননাশ, হেরম্ব, গণেশ, একদন্ত, লম্বোদর, সূর্পকর্ণ, গুহাগ্রজ। এই আটটি নাম যে স্মরণ করবে তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে, তার বিপদ নাশ হবে।

অতিথির এই বাক্য শ্রবণ করার পর পার্ব্বতীর ক্রোধ দূর হল। বামনরূপী ভগবান্‌ও সহসা অন্তর্দ্ধান করলেন।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডই সর্ববৃহৎ অংশ। শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড নাম হলেও এই খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের প্রায় সমগ্র জীবনের কাহিনীই বর্ণনা করা হয়েছে। গোলোকপুরী বর্ণন, গোলোকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা প্রভৃতি প্রথমদিকে বর্ণনা করা হয়েছে। রাধিকার ভয়ে বিরজার নদীরূপ উৎপত্তি, রাধিকার প্রতি শ্রীদামের অভিশাপ এই খণ্ডের উল্লেখযোগ্য অংশ। কারণ তারপর থেকেই শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যধামে আগমনের বিষয় অবতারণা হয়েছে।

বিরজা শ্রীকৃষ্ণের আদরিণী পরমারূপসী সখী। একদিন শ্রীকৃষ্ণের সাধ হল বিরজার সঙ্গে বিহার করবেন। তাই একদিন গোপনে গেলেন বিরজার ভবনে। পুষ্পশয্যায় শয়ন করে দুজনে মনের আনন্দে বিহার করলেন। রাধিকার সখীরা তা দেখতে পেয়ে রাধিকার নিকট অভিযোগ করল। শুনে রাধিকা ক্রোধে অধীরা হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি রথে আরোহণ করে সখীদের নিয়ে চললেন বিরজার গৃহ অভিমুখে। গিয়ে দেখলেন শ্রীদাম বেত্র হস্তে দ্বার রক্ষা করছেন। শ্রীরাধিকা ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলেন। কিন্তু কৃষ্ণের অনুমতি ভিন্ন শ্রীদাম তাঁকে প্রবেশের অধিকার দিলেন না। রাধিকা তখন ক্রোধে অধীরা হয়ে শ্রীদামকে নানারূপ ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। শ্রীদাম যতই নানা যুক্তিবাক্যে তাঁকে বুঝাতে যান ততই তাঁর ক্রোধ বৃদ্ধি পায়। ভিতরে থেকেই শ্রীহরি এই বিরোধের সংবাদ অবগত হলেন এবং রাধিকার দৃষ্টি এড়াবার জন্য সেস্থান হতে অন্তর্হিত হলেন।

রাধা জোর করেই বিরজার পুরীতে প্রবেশ করলেন। বিরজা ভয় পেয়ে জলের রূপ ধারণ করে আত্মগোপন করলেন।

সবই জানতে পারলেন অন্তর্য্যামী হরি। তিনি বিরজা নদীর তীরে বসে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। বিরজা তখন দেহরূপ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে উপনীত হলেন। পুনরায় মহানন্দে উভয়ে বিহার করতে লাগলেন।

এর ফলে বিরজার গর্ভসঞ্চার হল। ক্রমে ক্রমে সাত পুত্র জন্মগ্রহণ করল। পুত্র লাভ করে বিরজার অন্তর আনন্দে নিমগ্ন।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও বিরজা নির্জনে কেলি করছেন। এমন সময় বিরজার সাত পুত্র পরস্পর বিবাদ করে মায়ের নিকটে উপস্থিত হল। রতিভঙ্গ হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ ভয়ানক ক্রোধপরায়ণ হয়ে উঠলেন। বিরজার সাত পুত্রকে অভিশাপ দিলেন—"তোরা সাতজন সাতটি সাগরে পরিণত হবি।"

এইরূপে সৃষ্টি হল সপ্তসাগর।

ওদিকে ক্রোধে উদ্দীপ্তা হয়ে শ্রীরাধিকা শ্রীদামকে অভিশাপ দিয়েছেন—"তুমি পৃথিবীতে দানবরূপে জন্মগ্রহণ করবে।" অহেতুক অভিশাপ প্রদানে শ্রীদাম ক্ষুব্ধ হয়ে রাধিকাকে অভিশাপ দিয়েছেন—"তুমিও মানবী আকারে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে।"

শ্রীকৃষ্ণ মহা সমস্যায় পড়লেন। কিন্তু অভিশাপ খণ্ডন করবার কোন উপায় নেই। ওদিকে মহাভারে প্রপীড়িতা হয়ে পৃথিবী ব্রহ্মার নিকটে এসে ক্রন্দন করছে—

"দুঃখপাপে অত্যাচারে আমি জর্জ্জরিতা, আমাকে রক্ষা কর।" দেবতারাও আকুল হয়ে উঠেছেন পৃথিবীর দুঃখভার মোচনের জন্য। কিন্তু সর্ব্বময় কর্ত্তা শ্রীহরি ছাড়া কে করবেন পৃথিবীর পরিত্রাণ? তাই তাঁরাও আকুল আবেদন জানাচ্ছেন শ্রীহরিকে।

শ্রীহরি বুঝতে পেরেছেন তাঁকে মর্ত্তে যেতে হবে। তারই সূচনা আরম্ভ হয়েছে চারদিকে। শ্রীদামের অভিশাপে ক্রন্দনরতা রাধিকাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন— "দৈবের লিখন, কিছুতেই তার অন্যথা হবে না। ভূভার হরণের জন্য আমাকে যেতে হবে মর্ত্ত্যধামে। তুমি জন্ম নেবে বৃষভানুর কন্যারূপে, আমিও জন্ম নেব গোপের ঘরে, তোমার সঙ্গে আমার সেখানে হবে মিলন।"

রাধাকৃষ্ণের মর্ত্তে আগমনের এই হল সাধারণ কাহিনী। তারপরই শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত ও শ্রীকৃষ্ণের নানা বাল্যলীলার বিচিত্র কাহিনী অতি মনোরমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দেবকী ও বসুদেবের জন্মবৃত্তান্ত, নন্দ ও যশোদার জন্মবৃত্তান্ত থেকে আমরা জানতে পারি তাঁদের পূর্ব্বজনমের বৃত্তান্ত। শ্রীকৃষ্ণের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ, রুক্মিণীর গর্ভে কামদেবের জন্ম প্রভৃতি বিচিত্র কাহিনী পাঠ করে রসিক পাঠকের মন ভক্তি ও আনন্দরসে উদ্বেল হয়ে উঠবে।



সূচীপত্র

ব্রহ্মখণ্ড

প্রকৃতিখণ্ড

গণেশখণ্ড

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড

মঙ্গলাচরণ

গণপতি সুবপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর।
অনন্তাদি দেব যাঁরে ভজে নিরন্তব॥
মনু আব মুনিগণ করে উপাসনা।
লক্ষ্মী বাণী উমা যাঁরে কবেন বন্দনা॥
পরম ঈশ্বর তিনি, মহিমা অপার।
ভক্তিভবে সর্ব্ব অগ্রে করি নমস্কার॥

স্থূল হ'তে স্থূলতর শরীর যাঁহাব।
লোম-কূপে স্থির যাঁর এ বিশ্ব সংসার॥
মাযাব সহিত মিলি সৃষ্টির কারণ।
নিজ শক্তি-বলে কবে বিশ্বেব সৃজন॥
অনাদি অনন্ত যিনি, যিনি সারাৎসার।
ভক্তিভরে যুক্তকবে কবি নমস্কাব॥
দেবতা মানব মুনি সাধু যোগিগণ।
যাঁব তরে যোগ ধ্যানে হয নিমগন॥
তপস্যায কত জন্ম বৃথা কেটে যায।
স্বপ্ন-যোগে তবু যাঁর দেখা নাহি পায॥

ভক্ত-বাঞ্ছা পূবিবাবে ভক্তেব ইচ্ছায।
শ্যাম-সুন্দবের বেশে আসিলা ধরায॥
ত্রিগুণ-অতীত সেই পবম ঈশ্বব।
ধ্যান কবি অহবহঃ যুক্ত কবি কব॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির মূল যে কাবণ।
কবি সেই গুণাতীত ব্রহ্মের বন্দন॥
ব্যাসদেব বেদ আদি বৎসরূপে স্মবি।
কল্পনায ভাবতীবে কাম-ধেনু কবি॥
কবি দুগ্ধরূপ ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত দোহন।
জনে জনে সেই সুধা কবিলা বণ্টন॥

হে মূঢ় মানব, যদি মুক্তি বাঞ্ছা কর।
এই দুগ্ধ-সুধা পান কব নিবন্তব॥
ভগবান্ বাসুদেব প্রণমি প্রথমে।
নাবাযণ নব আব নমি নরোত্তমে॥
সবস্বতী ব্যাসদেবে কবি নমস্কাব।
অষ্টাদশ পুরাণাদি করিবে উচ্চাব॥





শ্রীশ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ

● ব্রহ্মখণ্ড ●

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

● প্রথম অধ্যায়

নৈমিষারণ্যে সৌতি মুনির আগমন ও
তৎপ্রতি ঋষিগণের প্রশ্ন।

ভারতে নৈমিষারণ্য ছিল তীর্থস্থান।
থাকিত সেথায় যত ঋষি পুণ্যবান্॥
শৌনক প্রভৃতি সেথা যত ঋষিগণ।
নিজ নিজ নিত্য-ক্রিয়া করি সমাপন॥
আপন আসনে বসি ছিলেন যথায়।
সৌতি মুনি উপনীত হইলা তথায়॥
সৌতি মুনি ঋষি-শ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞান তাঁর।
সবিনয়ে মুনিগণে করে নমস্কার॥
ঋষিগণ সসম্ভ্রমে সৌতি মুনিবরে।
বসিতে আসন দিলা অতি সমাদরে॥
মুনিশ্রেষ্ঠ পুরাণজ্ঞ শৌনক তখন।
যথাবিধি সৌতিদেবে করিলা পূজন॥
অসংখ্য তারকা-মাঝে চন্দ্রের মতন।
মুনির মাঝারে সৌতি শোভে অনুক্ষণ॥
শৌনক কহিলা মুনি কুশল শুধাই।
কোথা হ'তে আগমন শুনিবারে চাই॥
আজি বড় শুভদিন অতি শুভক্ষণ।
ভাগ্যবলে করিলাম সাধু-দরশন॥
যদ্যপি মুমুক্ষু মোরা জ্ঞান-বিবর্জ্জিত।
ভবের সাগরে মগ্ন কলিভয়ে ভীত॥
তাই দেব দয়া করি দিলা দরশন।
মহাভাগ সাধু তুমি অধম-তারণ॥

পৌরাণিক নামে তব খ্যাতি চরাচরে।
পুরাণের কথা কিছু কহ দয়া ক'রে॥
যাহাতে অচলা ভক্তি শ্রীকৃষ্ণেতে হয়।
দয়া করি সেই কথা কহ মহাশয়॥
জ্ঞান-উদ্দীপক কোন অদ্ভুত পুরাণ।
যাহার শ্রবণে হয় পাপের প্রয়াণ॥
মুক্তি হ'তে কৃষ্ণভক্তি শ্রেয় অতিশয়।
যাহার প্রভাবে সর্ব্বকর্ম্মফল ক্ষয়॥
সংসার-নিবদ্ধ যত মানব-সন্তান।
তার মধ্যে মুক্ত হয় কৃষ্ণে ভক্তিমান্॥
সংসারের দাবানলে দগ্ধ হয় যারা।
কৃষ্ণ-ভক্তি-সুধা-রসে শান্তি পায় তারা॥
যে পুরাণে রহিয়াছে ব্রহ্ম-নিরূপণ।
যে পুরাণে করে তাঁর সৃষ্টির বর্ণন॥
সাকার কি নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপ।
ভাবনা কেমন তাঁর ধ্যান বা কিরূপ॥
কিরূপে বৈষ্ণব সাধু করে উপাসনা।
কোন্ মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদের ধারণা॥
প্রকৃতি-আকার আর গুণের লক্ষণ।
মহদাদি যে পুরাণে করেছে বর্ণন॥
যে পুরাণে কহিয়াছে স্বর্গের বারতা।
বৈকুণ্ঠ বা শিবলোক গোলোকের কথা॥
অংশকলা নিরূপিত রয়েছে যাহাতে।
প্রভেদ রয়েছে যাহা প্রকৃতি-প্রাকৃতে॥
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন আত্মার নির্ণয়।
রহিয়াছে তাহাদের যেথা পরিচয়॥
দেব-দেবী নদ-নদী পর্ব্বত সাগর।
উৎপত্তির কথা যাহে রয়েছে বিস্তর॥
কাহারা প্রকৃতি-অংশ কাহারা বা কলা।
ধ্যান, পূজা যে পুরাণে হইয়াছে বলা॥
রাধিকা শ্রীদুর্গা আর সাবিত্রী চরিত।
সরস্বতী লক্ষ্মী কথা হয়েছে বর্ণিত॥
কর্ম্মের বিপাক আর নরক বর্ণন।
মুক্তির উপায় আর কর্ম্মের খণ্ডন॥
কর্ম্ম অনুসারে নানা যোনিতে ভ্রমণ।
শোক তাপ ব্যাধি আদি কর্ম্মের কারণ॥
কর্ম্ম-হেতু জীবগণ যেথা যেথা ভ্রমে।
এ সমস্ত বর্ণিয়াছে যে পুরাণে ক্রমে॥
কোন্ কর্ম্মে কোন্ রোগ জনমে নিশ্চয়।
কোন্ কর্ম্মে তাহা হৈতে পুনর্মুক্তি হয়॥
মনসা তুলসী কালী বসুমতী আর।
গঙ্গার চরিত্র যাহে আছে চমৎকার॥
শালগ্রাম শিলা আর ধর্ম্মাধর্ম্ম-কথা।
গণেশ-চরিত্র আর জন্মের বারতা॥
কবচ ও স্তোত্র আর মন্ত্রের বিষয়।
অদ্ভুত সে উপাখ্যান যে পুরাণে কয়॥
কদাপি না শুনি মোরা এ হেন কাহিনী।
শুনিতে বাসনা বড় তব মুখবাণী॥
সেই পুরাণের কথা কহ মহাশয়।
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা যে পুরাণে রয়॥
পুণ্যক্ষেত্র ভারতের পরিপূর্ণতম।
পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যত জন্মক্রম॥
কোন্ পুণ্যবান্-গৃহে জন্মিলা মাধব।
কোন্ পুণ্যবতী তাঁরে করিলা প্রসব॥
আবির্ভূত হইলেন কিসের কারণ।
কি কারণে কোথা পুনঃ করিলা গমন॥
কোন্ কর্ম্ম করিলেন অনুষ্ঠান কোন্।
কাহার প্রার্থনা-হেতু ভূভার-হরণ॥
মানব-মর্য্যাদা কেন করিয়া স্থাপন।
গোলোকধামেতে পুনঃ করিলা গমন॥
এ সকল গূঢ় কথা চিত্ত-শুদ্ধিকর।
মুনির দুর্জ্ঞেয় আর অতি মনোহর॥
যে সকল উপাখ্যান সুবিদিত অতি।
অজানিত যাহা আছে, বল মহামতি॥
শ্রুতির দুর্লভ যাহে সুন্দর আখ্যান।
কহ দেব কহ সেই অদ্ভুত পুরাণ॥
জিজ্ঞাসিনু যাহা নিজ বুদ্ধি-অনুসারে।
নাহি জিজ্ঞাসিনু যাহা কহ সবিস্তারে॥

শ্রবণ মাত্রেই যাহা বৈরাগ্য-কারণ।
সে পুরাণ-কথা দেব করহ বর্ণন॥
যোগ্য ও অযোগ্য প্রতি সমতুষ্ট যিনি।
সকল শিষ্যের কাছে শ্রেষ্ঠ গুরু তিনি॥
অতএব কৃপা করি করহ বর্ণন।
অন্তরে লভিব জ্ঞান তোমার সদন॥

● সৌতি মুনি কর্ত্তৃক শৌনকের প্রশ্নের উত্তর দান।

সৌতি কহে, হে শৌনক, আমার কুশল।
দর্শন করিয়া তব শ্রীপদ-যুগল॥
আসিয়াছি আমি আজ সিদ্ধাশ্রম হ'তে।
যাব পুনঃ নারায়ণ-আশ্রমের পথে॥
নৈমিষ-অরণ্যে বিপ্র-দর্শন মানসে।
প্রণাম করিতে হেথা আসিনু হরষে॥
যে মানব ধরাতলে অজ্ঞতার ভরে।
দেব আর গুরু বিপ্রে প্রণাম না করে॥
চন্দ্র সূর্য্য যতদিন বিদ্যমান রয়।
কাল-সূত্রে হ'তে তার মুক্তি নাহি হয়॥
ভুবন-ঈশ্বর হরি ব্রাহ্মণ আকারে।
করেন ভ্রমণ সদা ভারত মাঝারে॥
যেইক্ষণে ব্রাহ্মণেরে করয়ে দর্শন।
হরিজ্ঞানে প্রণময়ে পুণ্যবান্ জন॥
জিজ্ঞাসিলে যে সকল কথা মহাশয়।
সে সকল কথা আমি জানি সমুদয়॥
সকলের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ।
তাহাতেই রহিয়াছে সব উপাখ্যান॥
সব পুরাণের মধ্যে ইহা হয় সার।
বেদভ্রম ভাঙ্গে ইথে ওহে গুণাধার॥
হরিভক্তি উদ্দীপন ইহা দ্বারা হয়।
বৃদ্ধি হয় তত্ত্বজ্ঞান জানিবে নিশ্চয়॥
একান্ত অন্তরে যদি করে অধ্যয়ন।
অথবা ভকতি ভরে করয়ে শ্রবণ॥

কামীর কামনা পূর্ণ তাহা হৈতে হয়।
মুমুক্ষু লভয়ে মুক্তি নাহিক সংশয়॥
বৃদ্ধি পায় হরিভক্তি বৈষ্ণব অন্তরে।
কল্পবৃক্ষ তুল্য ইহা কহিনু তোমারে॥
ভক্তিভরে এ পুরাণ করিলে শ্রবণ।
আশালতা ফলবতী হয় সেইক্ষণ॥
ইহার প্রথমে আছে ব্রহ্মখণ্ড নাম।
হরি নিরূপণ তাহে আছে মতিমান্॥
সাধুগণ সর্ব্বদাই মগ্ন তাঁর ধ্যানে।
যোগীজন সমাসীন হয় যোগাসনে॥
হৃদিপদ্মে বসাইয়া বৈষ্ণবেরা তাঁরে।
দিবানিশি একমনে উপাসনা করে॥
জানিতে চাহিলে তুমি ওহে মহোদয়।
এ তিন সাধকে শ্রেষ্ঠ কোন্ জন হয়॥
তার আগে বলি আমি শুন তপোধন।
কিছুমাত্র মতভেদ না করি দর্শন॥
সাধু সঙ্গে সদুপাধি লভে জীবগণ।
যোগী সনে যোগী নাম করয়ে ধারণ॥
ভক্তসঙ্গ নিবন্ধনে যত জীবচয়।
বৈষ্ণব নামেতে পরে পায় পরিচয়॥
ভিন্ন নহে বৈষ্ণব ও সাধু যোগী আদি।
নিজ জ্ঞানে ক্রমে পান বিবিধ উপাধি॥
বিভিন্ন উপাধি মাত্র আর কিছু নয়।
মতভেদ দৃষ্ট তাতে কিছু নাহি হয়॥
ব্রহ্মখণ্ডে দেব-দেবী জন্ম বিবরণ।
প্রকৃতি খণ্ডেতে আছে চরিত্র বর্ণন॥
জীবের কর্ম্মের ফল দেবীদের স্তব।
শালগ্রাম নিরূপণ মন্ত্র পূজা সব॥
প্রকৃতি-লক্ষণ কিবা দেবীর প্রভাব।
এই খণ্ডে এসবের নাহিক অভাব॥
পুণ্যাত্মা পাপীর কথা নরক-বর্ণন।
মোক্ষের উপায় কিবা আছে বিবরণ॥
গণেশ খণ্ডেতে আছে কথা গণেশের।
ভৃগু গণেশের কথা জটিল তত্ত্বের॥

মন্ত্র-তন্ত্র স্তোত্র আদি রয়েছে বর্ণিত।
নিগূঢ় কবচ কথা তাহাতে কীর্ত্তিত ॥
শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড আছে এর পর।
শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি-কথা বর্ণিত বিস্তর ॥
কার্য্যের কলাপ আর ক্রীড়া-বিবরণ।
সাধুর মর্য্যাদা-রক্ষা ভূভার-হরণ ॥
এই চারি খণ্ড বিপ্র সর্ব্ব-ধর্ম্মসার।
সবার অভীষ্টতম মূল সবাকার ॥
সকলের সর্ব্ববিধ বাঞ্ছার পূরক।
অভীষ্ট সুফলদাতা, শুন হে শৌনক ॥
বেদের সমান ইহা, পুরাণের সার।
পুরাণজ্ঞ জনে নাম দিলেক ইহার ॥
ব্রহ্মের বিবর্ত্ত এই গ্রন্থের মাঝার।
সেকারণে নাম ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত ইহার ॥
শ্রীকৃষ্ণ দিলেন সূত্র গোলোকে ব্রহ্মায়।
পুষ্কর তীর্থেতে ব্রহ্মা ধর্ম্মে দিলা তায় ॥
ধর্ম্ম হ'তে পান তাহা পুত্র নারায়ণ।
নারায়ণ নারদেরে করেন অর্পণ ॥
দেবর্ষি নারদ পরে জাহ্নবীর তীরে।
বেদব্যাসে সমর্পণ করেন সাদরে ॥
বেদব্যাস সেই সূত্র করিয়া বিস্তার।
শ্লোকছন্দে রচিলেন আঠারো হাজার ॥
হে ব্রাহ্মণ, কহিলাম সব ইতিহাস।
এক্ষণে শ্রবণ কর মম অভিলাষ ॥
আঠারো হাজার শ্লোকে যেই ফল হয়।
একটি অধ্যায় শুনি সেই ফলোদয় ॥
সমাপন ব্রহ্মখণ্ড প্রথম অধ্যায়।
দেবহূত উপনামে রচে উপাধ্যায় ॥

ব্রহ্মখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

● দ্বিতীয় অধ্যায়

পরব্রহ্ম-নিরূপণ।

সৌতির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ
শৌনক বিনয়ে পুনঃ কহেন তখন ॥
উৎকৃষ্ট সে ব্রহ্মখণ্ড করুন কীর্ত্তন।
যাহার শ্রবণে হয় পুলকিত মন ॥
সৌতি কহে ব্যাসদেবে করি নমস্কার।
হরি দেবদেবী দ্বিজে স্মরি বার বার ॥
ব্যাসমুখে ব্রহ্মখণ্ড শুনিয়াছি যাহা।
অজ্ঞানের অন্ধকারে দীপ-রূপ তাহা ॥
প্রলয়ের কালে শুধু বিশ্বের নিদান।
কোটি-সূর্য্য সম জ্যোতি ছিল বিদ্যমান ॥
সেই মহাজ্যোতি অন্য কিছু নহে আর।
হরির শরীর প্রভা হইল বিস্তার ॥
সে জ্যোতির মাঝে লীন শুন দ্বিজবর।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ত্রিলোক সুন্দর ॥
ত্রিলোকের ঊর্দ্ধভাগে ত্রিকোটি যোজন।
বিস্তীর্ণ গোলোকধাম অতি সুদর্শন ॥
গোলোকের সমুজ্জ্বল প্রভা নিরন্তর।
আলোকিত করিতেছে দিগ্‌দিগন্তর ॥
তেজোরূপী সে গোলোকে বৈষ্ণবেরা যায়
যোগিগণ কভু তার দর্শন না পায় ॥
আধি ব্যাধি জরা মৃত্যু শোক ভয় নাই।
অন্তরীক্ষে সে গোলোক বিরাজে সদাই ॥
প্রলয়ের কালে রহে কৃষ্ণ ভগবান্।
সৃষ্টিকালে গোপগোপী করে অবস্থান ॥
দক্ষিণে পঞ্চাশ কোটি যোজন বিস্তার।
নিম্নেতে বৈকুণ্ঠ বামে শিবলোক তার ॥
বৈকুণ্ঠ মণ্ডলাকৃতি বিরাট দর্শন।
সৃষ্টির কালেতে রহে লক্ষ্মী নারায়ণ ॥
বামে তার শিবলোক সৃষ্টির সময়।
পারিষদ সহ সেথা মহাদেব রয় ॥
গোলোক ভিতরে মহা আনন্দজনক।
আনন্দস্বরূপ মহা জ্যোতিঃ প্রকাশক ॥

যোগিগণ ধ্যানযোগে জ্ঞাননেত্রপাতে।
নিরাকার পরাৎপরে পায় আভাসেতে॥
সে জ্যোতির অন্তরালে রূপ মনোহর।
নব জলধর জিনি শ্যাম কলেবর॥
আরক্ত পঙ্কজ নেত্র শ্রীমুখ-কমল।
পূর্ণ শশধর সম রূপে ঢল ঢল॥
সেই মনোহর রূপ কন্দর্প-নিন্দিত।
দ্বিভুজ মুরলীধারী রত্ন-বিভূষিত॥
কস্তুরী-কুঙ্কুম আর চন্দন-লেপিত।
বক্ষঃস্থলে মণি আর শ্রীবৎস-চিহ্নিত॥
রতন কিরীট শোভে তাঁর শিরোপরি।
রত্নময়-সিংহাসনে আসীন শ্রীহরি॥
স্বেচ্ছাময় পরাৎপর গোপবেশধারী।
চিরকিশোরের রূপ নিত্য চিত্তহারী॥
পূর্ণতম পরমেশ পূর্ণ শশধর।
নিরীহ ও নির্ব্বিকার পরম ঈশ্বর॥
মঙ্গল-স্বরূপ তিনি মঙ্গল-আধার।
রাসেশ্বর মূর্ত্তি শুভ শান্ত নির্ব্বিকার॥
রাসের মণ্ডলে স্থিতি আনন্দ-কারণ।
সিদ্ধিদাতা সিদ্ধীশ্বর সত্য নারায়ণ॥
জনম মরণ আদি কিছু তাঁর নাই।
সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি নির্গুণ গোঁসাই॥
কারণ-স্বরূপ তিনি পুরুষ প্রধান।
প্রকৃতি অতীত দেবরাজের সমান॥
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল করেন শাসন।
তাঁর সম প্রভাশালী আছে কোন্ জন॥
একমাত্র ব্রহ্ম তিনি পর হৈতে পর।
সত্যরূপী স্বপ্রধান ব্যাপ্ত চরাচর॥
পরমাত্মরূপ তিনি শান্তির কারণ।
বৈষ্ণবেরা সে হরিরে করে আরাধন॥
শুন শুন মহাভাগ ওহে তপোধন।
একমাত্র জ্যোতি ছিল প্রলয়ে তখন॥
পরব্রহ্ম অবশেষে জ্যোতির ভিতরে।
এইরূপে নবঘন শ্যামরূপ ধরে॥
শ্যামরূপ ধরি দেব চারিদিকে চায়।
শূন্যমাত্র চারিদিকে দেখিবারে পায়॥
অদ্বিতীয় ভগবান্ সৃষ্টির কারণ।
শূন্যময় বিশ্বরূপ করিলা দর্শন॥

ব্রহ্মখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

সৃষ্টি-নিরূপণ।

শুন দ্বিজ। অতঃপর যা হ'ল ঘটন।
হেরিয়া এ বিশ্ব আর গোলোক ভবন॥
নির্জ্জন নির্ব্বাত, শৈল-সমুদ্রবিহীন।
শস্যতৃণ-বিবর্জ্জিত অন্ধকারে লীন॥
ভয়ঙ্কর শূন্যময় প্রাণিশূন্য বন।
ইচ্ছাময় ভাবিলেন করিতে সৃজন॥
অন্তরে সৃজন ইচ্ছা জাগিল যখনি।
মূর্ত্তিমান্ গুণত্রয় জন্মিল তখনি॥
জন্মিল দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে তাঁহার।
বিশ্বের কারণ উহা জানিবেক সার॥
গুণত্রয় হৈতে পরে মহত্তত্ত্ব হয়।
মহত্তত্ত্ব হৈতে হয় অহঙ্কারোদয়॥
পঞ্চতন্মাত্রের সৃষ্টি শুন তপোধন।
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের সৃজন॥
অতঃপর আবির্ভূত হন নারায়ণ।
প্রভুর দক্ষিণ অঙ্গে তাঁহার জনম॥
নারায়ণ-রূপ কথা অতি চমৎকার।
শ্যামকান্তি পীতবাস মরি কি বাহার॥
গলদেশে বনমালা চতুর্ভুজধারী।
আহা কি সুন্দর রূপ বর্ণিতে না পারি॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে।
শ্রীবৎস শোভিছে তাঁর বক্ষের উপরে॥
রতনে ভূষিত সেই দিব্য কলেবর।
সদা হাস্যে সুশোভিত বদন কমল॥

শরতের পূর্ণচন্দ্র সুন্দর যেমন।
মনোহর মুখকান্তি শোভিছে তেমন ॥
কন্দর্প জিনিয়া রূপ সুন্দর সুঠাম।
যুবাবেশে কৃষ্ণপাশে দাঁড়াল ধীমান্ ॥
দাঁড়ায়ে কৃষ্ণের অগ্রে দেব নারায়ণ।
কৃতাঞ্জলিপুটে করে তাঁর আরাধন ॥
নারায়ণ কহে প্রভু কর অবধান।
বরদাতা বরযোগ্য বরের নিদান ॥
কর্ম্মের স্বরূপ প্রভু কর্ম্মের কারণ।
তোমা হ'তে ফল পায় যোগী ঋষিগণ ॥
নবঘন-শ্যাম তুমি, তুমি আত্মারাম।
নিষ্কাম ঈশ্বর তোমা করিনু প্রণাম ॥
কামের স্বরূপ তুমি, কামের নাশক।
কামের কারণ প্রভু, তুমিই ভাবক ॥
সকলের প্রভু তুমি সবার উত্তম।
বেদ-উক্ত ফলরূপী অতি মনোরম ॥
শ্রেষ্ঠ বেদবিদ্ তুমি, বেদজ্ঞ মহান্।
জনে জনে তুমি দাও বেদের বিধান ॥
এত বলি নারায়ণ ভক্তিযুক্ত মনে।
প্রভুর আজ্ঞায় বসে রত্নসিংহাসনে ॥
ত্রিসন্ধ্যা শ্রীহরিস্তোত্র যে করে শ্রবণ।
পাপ তাপ দূর হয শুদ্ধ হয মন ॥
লাভ হয় নষ্টরাজ্য, পুত্র, পরিবার।
বিপদ্ হইতে হয় সবার উদ্ধার ॥
রোগী যদি শুনে ইহা একটি বৎসব।
সমুদয় রোগমুক্ত হবে অতঃপর ॥
শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্ব হ'তে অনন্তর।
আবির্ভূত পঞ্চানন দেব-মহেশ্বব ॥
মনোহর কান্তি যেন উত্তপ্ত কাঞ্চন।
মস্তকে জটার ভাব প্রফুল্ল বদন ॥
শশধর শোভে তাঁর ললাট উপরে।
ত্রিশূল, পট্টিশ আর জপমালা করে ॥
মৃত্যুর স্বরূপ তিনি মহাজ্ঞানী হর।
মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞানানন্দ পরম ঈশ্বর ॥
পূর্ণচন্দ্র পায় লাজ কান্তি মনোহর।
ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত সদা দিগম্বর ॥
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকিত সজল নয়ন।
কৃতাঞ্জলিপুটে করে কৃষ্ণের ভজন ॥
মহাদেব কহে প্রভু জয়ের কারণ।
জযের স্বরূপ তুমি করিনু বন্দন ॥
বিশ্বের ঈশ্বর তুমি বিশ্বের আধার।
বিশ্বের রক্ষণ কর বিশ্বের সংহার ॥
ফলদাতা ফলবীজ ফলের আধার।
নানা রূপে জন্ম তব বিশ্বের মাঝার ॥
মহা-তেজা তেজোরূপী তেজের আধার।
মহাদেব এইরূপে করে নমস্কার ॥
অতঃপর সম্ভাষণ করি নারায়ণে।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় বসে রত্নসিংহাসনে ॥
ভক্তিভরে শিবস্তোত্র শোনে যেই জন।
পদে পদে সিদ্ধি তার শুদ্ধ হয মন ॥
বন্ধু ধন বৃদ্ধি পায় শত্রুনাশ হয়।
দুঃখ পাপ রোগ শোক কিছু নাহি রয ॥
অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের নাভি-পদ্ম হ'তে।
মহাতপা বৃদ্ধ এক জন্মিল জগতে ॥
শুভ্রবেশ চতুর্ম্মুখ বিধাতা ঈশ্বর।
হর্ত্তা কর্ত্তা কর্ম্মস্রষ্টা মহাযোগিবর ॥
শান্তমূর্ত্তি তপস্যার শুভফলদাতা।
কর্ম্মের সৃজনকারী সম্পৎ-প্রদাতা ॥
কৃপানিধি ব্রহ্মা চারিবেদের বিধাতা।
স্বভাবসুন্দর অতি সর্ব্ববস্তুজ্ঞাতা ॥
বেদমাতা সাবিত্রী ও সরস্বতী-কান্ত।
পুলকিত সর্ব্ব অঙ্গ ভক্তিনত শান্ত ॥
কৃতাঞ্জলি হ'যে ব্রহ্মা যুক্ত করি কর।
শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করে নিরন্তর ॥
ব্রহ্মা কহে গুণাতীত অব্যক্ত অপার।
গোবিন্দ গোলোকনাথ করি নমস্কার ॥
নব-জলধর-সম শ্যাম কলেবর।
কোটি কাম জিনি রূপ অতি মনোহর ॥

মনোহর শান্তমূর্ত্তি স্বভাবসুন্দর।
গোপিকারঞ্জন গোপীনাথ রাসেশ্বর॥
এইরূপে স্তব করি ভক্তিযুক্ত মন।
নারায়ণে-মহেশ্বরে করে সম্ভাষণ॥
কৃষ্ণের আদেশ লয়ে আনন্দিত মনে।
বসিলেন মহাসুখে রত্নসিংহাসনে॥
ব্রহ্মা-স্তোত্র প্রাতঃকালে শুনে যেইজন।
সব পাপ দূর হয়, শুদ্ধ হয় মন॥
দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হয় ভক্তি জাগে চিতে।
অকীর্ত্তি ক্ষয়িত হয় কীর্ত্তির বৃদ্ধিতে॥
সৌতি কহে বক্ষ হ'তে পরম আত্মার।
জন্মিলেন শুক্লবর্ণ পুরুষাবতার॥
ক্ষমাবান্ কোপশূন্য সর্ব্বজ্ঞ ধার্ম্মিক।
সর্ব্বত্র সমান-দর্শী ধর্ম্মিষ্ঠ নির্ভীক॥
কৃষ্ণ-অংশ সমুদ্ভূত, ধার্ম্মিকের প্রাণ।
করজোড়ে শ্রীকৃষ্ণের করে স্তুতিগান॥
ধর্ম্ম কহে পরমাত্মা অচ্যুত অব্যয়।
কৃষ্ণ বিষ্ণু বাসুদেব মহানন্দময়॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ গোপবেশধারী।
গো-গণের রক্ষাকর্ত্তা শ্রীরাসবিহারী॥
মনোহর নবঘন-শ্যামরূপ যাঁর।
ভক্তিভরে তাঁর পদে করি নমস্কার॥
সম্ভাষিয়া মহেশ্বর ব্রহ্মা নারায়ণে।
অতঃপর বসে ধর্ম্ম রত্নসিংহাসনে॥
প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করি যেইজন।
ধর্ম্মকৃত এই স্তব করে অধ্যয়ন॥
সুখ ভোগ করে সেই নাহিক সংশয়।
চিরজয়ী হয় সেই জানিও নিশ্চয়॥
প্রত্যহ যে জন ইহা করে অধ্যয়ন।
মৃত্যুমুখে পড়ে যবে সেই সাধুজন॥
হরিনাম উচ্চারণে শক্তি জন্মে তার।
দেহান্তে সে জন যায় হরির আগার॥
হরিকৃপা লাভ করে সেই মহামতি।
সতত জনমে তার ধর্ম্মোপরে মতি॥
অধর্ম্মে কদাচ মতি নাহি জন্মে তার।
চতুর্ব্বর্গ ফল পায় সেই গুণাধার॥
গরুড়ে হেরিয়া সর্প পলায় যেমন।
তারে দেখি দুঃখরাশি পলায় তেমন॥
পাতক তাহার দেহে কভু নাহি রয়।
ইহলোকে সুখে রহে নাহিক সংশয়॥
সৌতি বলে, শুন শুন ওহে ঋষিগণ।
অপরূপ কন্যা এক আসিলা তখন॥
দ্বিতীয় কমলা-সম সুন্দর মূরতি।
ধর্ম্ম-বামপার্শ্ব হ'তে জনমিলা সতী॥
মুখ হ'তে অবশেষে পরম আত্মার।
আবির্ভূতা দেবী এক অতি চমৎকার॥
শুক্লবর্ণা সুহাসিনী রত্ন-বিভূষিতা।
বীণা গ্রন্থ হস্তে তাঁর, অতি শুদ্ধচিতা॥
কোটি চন্দ্র জিনি বর্ণ পঙ্কজলোচনা।
শান্তরূপা সরস্বতী অতি সুশোভনা॥
কবিদের ইষ্টদেবী মাতা বিদ্বানের।
জন্মদাত্রী শ্রুতি আর শাস্ত্র সকলের॥
গোবিন্দের কাছে আসি দেবী সরস্বতী।
বীণাযোগে নাম গায় মনোহর অতি॥
যুগে যুগে শ্রীহরির যত কীর্ত্তিগাথা।
কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিলেন মাতা॥
সরস্বতী কহে প্রভু তুমি রাসেশ্বর।
রাস-ক্রীড়া কর তুমি অতি মনোহর॥
হে রাসবিহারী প্রভু গোপীদের নাথ।
যুক্তকরে বারে বারে করি প্রণিপাত॥
সেই সতী সরস্বতী স্তব করি শেষে।
সিংহাসনে বসিলেন প্রভুর আদেশে॥
বাণী-স্তোত্র শুনে যেই প্রভাত-সময়।
বুদ্ধিমান্ ধনবান্ পুত্রবান্ হয়॥
সৌতি কহে অনন্তর কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
দেবী এক আবির্ভূতা হইলা তথায়॥
রত্ন-বিভূষিতা দেবী নবীন-যৌবনা।
অত্যুজ্জ্বল গৌরবর্ণা সস্মিতবদনা॥

স্বর্গে তিনি স্বর্গলক্ষ্মী নামে পরিচিতা।
রাজালয়ে রাজলক্ষ্মী নামে অভিহিতা॥
পরমাত্মা পরমেশে প্রণাম করিয়া।
কহিতে লাগিলা লক্ষ্মী যুক্তকর হৈয়া॥
লক্ষ্মী কহে সত্যরূপা সত্যের আধার।
সত্যের কারণ প্রভু করি নমস্কার॥
এই রূপে ভক্তিভরে সনাতনে সেবি।
প্রণাম করিয়া তাঁরে বসিলেন দেবী॥
অনন্তর বুদ্ধি হ'তে পরম আত্মার।
আবির্ভূতা দেবী এক অতি চমৎকার॥
পরমা-প্রকৃতি তিনি পঙ্কজলোচনা।
কাঞ্চনের তুল্য বর্ণ অতি সুদর্শনা॥
রক্তবস্ত্র পরিধানে রত্ন-বিভূষিতা।
কোটি সূর্য্য-সম কান্তি অতি শুদ্ধচিতা॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রদ্ধা দয়া দেবী সবাকার।
দুর্গতি-নাশিনী দেবী দুর্গা নাম তাঁর॥
জগৎজননী তিনি দেবী শুভঙ্করী।
শক্তি-স্বরূপিণী তিনি সবার ঈশ্বরী॥
শকতি ত্রিশূল খড়্গ শঙ্খ চক্র শর।
গদা পদ্ম অক্ষমালা অঙ্কুশ তোমর॥
বজ্র ও অঙ্কুশ পাশ ভুশুণ্ডী ভীষণ।
ব্রহ্ম অস্ত্র রৌদ্র অস্ত্র হস্তে অনুক্ষণ॥
কৃষ্ণের অগ্রেতে থাকি স্তব করে তাঁর।
মহানন্দে দেবী তাঁরে করে নমস্কার॥
প্রকৃতি কহিলা প্রভু কর অবধান।
মম শক্তি লয়ে হয সবে শক্তিমান্॥
সর্ব্বশক্তিরূপা আমি পরমা প্রকৃতি।
তথাপি স্বতন্ত্রা নহি, তুমি মম গতি॥
পরম-ঈশ্বরী আমি অতি শক্তিমতী।
তোমার সৃজিতা আমি তুমি বিশ্বপতি॥
তুমি গতি তুমি পতি স্রষ্টা সবাকার।
হে পরমানন্দ তোমা করি নমস্কার॥
তোমার নিমেষ মাত্রে ব্রহ্মার পতন।
কোটি কোটি বিষ্ণু পার করিতে সৃজন॥
ব্রহ্মা আদি দেব আর কত দেবীগণ।
অবলীলাক্রমে পার করিতে সৃজন॥
পরিপূর্ণতম তুমি পূজনীয় অতি।
ভক্তিভরে যুক্তকরে করিনু প্রণতি॥
কলা অংশ মাত্র তব বিশ্বের আধার।
মহানন্দে পরমাত্মা করি নমস্কার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বেদ সরস্বতী।
যাঁর স্তব করিবারে না পায় শকতি॥
প্রকৃতি-অতীত যিনি চরণে তাঁহার।
ভক্তিভরে বার বার করি নমস্কার॥
বেদ আর বেদবিদ্ অন্ত নাহি পায়।
অনন্ত ঈশ্বর তিনি নমি আমি তাঁয়॥
প্রণমিয়া শ্রীকৃষ্ণেরে ভক্তিযুক্ত মনে।
দুর্গামাতা অতঃপর বসে সিংহাসনে॥
সুরেশ্বর আদি যত যুক্ত করি করে।
দুর্গাদেবী সম্মুখেতে স্তবস্তুতি করে॥
পূজাকালে দুর্গা-স্তোত্র পড়ে যেই জন।
সর্ব্বত্রে বিজয়ী হয় শুদ্ধ হয় মন॥
দুর্গা তার গৃহ ত্যাগ না করে কখন।
দেহান্তে করিবে সেই গোলোকে গমন॥

ব্রহ্মখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

● চতুর্থ অধ্যায়

সাবিত্রী প্রভৃতির আবির্ভাব, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও মহাবিরাটের জন্মবৃত্তান্ত।

সৌতি কহে, শুন শুন ওহে দ্বিজবর।
অপূর্ব্ব ঘটনা যত হয় তার পর॥
কৃষ্ণের জিহ্বাগ্র হৈতে দেবী মনোহরা।
আবির্ভূতা হৈল এক পাপতাপহরা॥
বিশুদ্ধ স্ফটিক সম দেহকান্তি তাঁর।
রজত-বসনা দেবী মরি কি বাহার॥
অলঙ্কারে বিভূষিতা জপমালা করে।
সাবিত্রী তাঁহার নাম ভুবন মাঝারে॥



অসংখ্য তারকা মাঝে চন্দ্রের মতন।
মুনির মাঝারে সৌতি শোভে অনুক্ষণ।

পৃষ্ঠা—[illegible]

কৃতাঞ্জলিপুটে দেবী বিনয় বচনে।
করিতে লাগিলা স্তব ব্রহ্ম সনাতনে॥
হে বিভো হে নির্ব্বিকার নিত্য-নিরঞ্জন।
ভক্ততরে শ্যামরূপ করিলে ধারণ॥
সনাতন পরাৎপর সর্ব্ববীজ সার।
পরব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় করি নমস্কার॥
এই রূপে স্তব করি সহাস্য বদনে।
বেদমাতা বসিলেন রত্নসিংহাসনে॥
কৃষ্ণের মানস হৈতে শুন অতঃপর।
জনমিল দিব্য এক পুরুষ প্রবর॥
বর্ণ তার মনোহর কাঞ্চন সমান।
কামি-মন মুগ্ধ করে তার পঞ্চবাণ॥
কামদেব নাম তার বিখ্যাত জগতে।
নারী এক জন্মে তার বামপার্শ্ব হ'তে॥
রূপবতী নারী সেই অতি সুদর্শনা।
তারে দেখি হয় সবা রতির বাসনা॥
জ্ঞানিগণ রতি তাই রাখিলেন নাম।
দুইজনে শ্রীহরিরে করিলা প্রণাম॥
ধনুর্দ্ধারী কামদেব সহাস্য বদনে।
রতির সহিত বসে রত্নসিংহাসনে॥
মন্মথের পঞ্চবাণ মারণ স্তম্ভন।
জৃম্ভণ শোষণ আর বাণ উন্মাদন॥
নিক্ষেপণ করিলেন সকলের গায়।
কামাধীন হ'ল সব হরির ইচ্ছায়॥
রতিপানে চাহে ব্রহ্মা সতৃষ্ণ নয়নে।
অকস্মাৎ রেতঃপাত হ'ল সেইক্ষণে॥
লজ্জিত হইয়া ব্রহ্মা বস্ত্রে ঢাকে চুপে।
সেই রেতঃ পরিণত হ'ল অগ্নিরূপে॥
ভয়ঙ্কর রূপ দেখি ব্রহ্ম সনাতন।
অনায়াসে করিলেন জলের সৃজন॥
নিশ্বাসের বায়ু আর মুখবিন্দু হ'তে।
সৃজিলা সলিলরাশি, অগ্নি নির্ব্বাপিতে॥
মুখবিন্দু-সমুদ্ভূত সে জল তখন।
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি করিল প্লাবন॥

কিছুমাত্র অংশ তার অগ্নিরে নিভায়।
সেই হ'তে জলস্পর্শে অগ্নি নিভে যায়॥
অনন্তর জল হ'তে আবির্ভূত তথা।
বরুণ নামেতে খ্যাত জলাধিদেবতা॥
বামপার্শ্বে অকস্মাৎ অগ্নিদেবতার।
কন্যা এক আবির্ভূতা অতি চমৎকার॥
প্রিয়তমা পত্নী তিনি অগ্নিদেবতার।
দেব-কন্যা সুদর্শনা স্বাহা নাম তার॥
বরুণের বামপার্শ্ব হইতে তখন।
বারুণী বরুণ-পত্নী আবির্ভূতা হন॥
কৃষ্ণের নিশ্বাস হ'তে উৎপন্ন পবন।
শ্রীহরি-আজ্ঞায় হ'ল জীবের জীবন॥
অনন্তর আবির্ভূতা বামপার্শ্বে তার।
বায়বী পবন-পত্নী শোভন আকার॥
অব্যর্থ সে কামবাণে জর্জ্জরিত মন।
স্বয়ং হরির হইল রেতের স্খলন॥
প্রকাশের ভয়ে তিনি অতি সুগোপন।
সেই রেতঃ জলমধ্যে করিল ক্ষেপণ॥
সেই রেতঃ ক্রমে ক্রমে সহস্র বছরে।
জলমধ্যে সুবিপুল ডিম্ব রূপ ধরে॥
মহৎ বিরাট রূপ হইল তাহার।
সুমহান্ সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ড আধার॥
প্রতি লোমকূপে তাঁর ব্রহ্মাণ্ড বিপুল।
এ বিশ্ব-সংসারে তিনি স্থূল হ'তে স্থূল॥
মহাবিষ্ণু নাম তাঁর, তিনি সর্ব্বাধার।
এক অংশ মাত্র তিনি কৃষ্ণদেবতার॥
অতি ক্ষুদ্র জলাশয়ে পদ্মপত্র-সম।
মহান্ সাগরে বিষ্ণু ভাসে মনোরম॥
ষোড়শ কলার এক অংশ মাত্র হয়।
বিরাট্ পুরুষমূর্ত্তি আশ্চর্য্য বিষয়॥
মহাবিষ্ণু-কর্ণমলে জন্মিল দানব।
প্রকাণ্ড বিশাল দেহ মধু ও কৈটভ॥
জন্মমাত্র দৈত্য দুই জলের বাহিরে।
ধাইল ব্রহ্মার প্রতি হননের তরে॥

দুষ্ট দৈত্য দেখি তবে দেব নারায়ণ।
উরুতে স্থাপিয়া তারে বিনাশে তখন॥
দৈত্যমেদে মেদিনী হইল অতঃপর।
তাহে জনমিল ক্রমে জঙ্গম স্থাবর॥
বসুন্ধরা অবস্থিতা তথায় নিয়ত।
উপাধ্যায় ভণে, শোনে ভক্ত দেবসুত॥

ব্রহ্মখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

● পঞ্চম অধ্যায়

কালসংখ্যান, রাধার উৎপত্তি, গোপগোপীগণের আবির্ভাব ইত্যাদি।

শৌনক কহিলা ওহে সৌতি মুনিবর।
সুধাসম বাক্য তব অতি মনোহর॥
যে গোপগোপীর কথা হ'ল উল্লিখিত।
বলুন ইহারা প্রভু নিত্য কি কল্পিত॥
বিশেষ রূপেতে দেব করুন বর্ণন।
বর্ণিয়া করুন মোর সন্দেহ-ভঞ্জন॥
সৌতি কহে হে ব্রহ্মন্ করুন শ্রবণ।
আদি সৃষ্টি কথা আমি করেছি কীর্ত্তন॥
সৃজন-সময়ে এরা যদ্যপি কল্পিত।
প্রলয়ে প্রলয়ে সবে হন বিবর্ত্তিত॥
ভগবান্ নারায়ণ শিব মহেশ্বরী।
সৃষ্টিতে কল্পিত সবে যুগ যুগ ধরি॥
প্রলয়ের কালে সবে হয় বিবর্ত্তিত।
কেহ নিত্য নহে এরা সকলে কল্পিত॥
ব্রহ্ম-কল্প-কথা আমি করেছি বর্ণন।
অন্য অন্য কল্প-কথা করুন শ্রবণ॥
তিনরূপ কল্প আছে নহে তা অজ্ঞাত।
ব্রাহ্ম ও বারাহ আর পাদ্ম নামে খ্যাত॥
যুগের চারিটি ভাগ শুন মুনি বলি।
সত্যযুগ ত্রেতাযুগ দ্বাপর ও কলি॥
তিনশত ষাট্ যুগে যুগ দেবতার।
একাত্তর যুগে মনু শেষ হয় তার॥
চতুর্দ্দশ মনু ক্রমে হ'লে অবসান।
প্রজাপতি ব্রহ্মার সে এক দিনমান॥
এইরূপে তিনশত ষাট্ দিন পর।
বিধাতা ব্রহ্মার হয় একটি বৎসর॥
এইরূপ একশত আট বর্ষ পরে।
ব্রহ্মা-আয়ু-নিরূপিত এক কল্প ধরে॥
এক কল্প কাল মাত্র নিমেষ কৃষ্ণের।
ইহার ভিতর আরো কল্প আছে ঢের॥
মার্কণ্ডেয় মুনি বাঁচে সপ্ত কল্প ধরি।
ব্রহ্মার সাতটি দিনে সাত কল্প স্মরি॥
ব্রাহ্মকল্পে পরব্রহ্ম কৃষ্ণাদেশে তিনি।
মধু-কৈটভের মেদে সৃজিলা মেদিনী॥
লুপ্তপ্রায় পৃথিবীরে বারাহ কল্পেতে।
তুলিলেন ভগবান্ বরাহ-রূপেতে॥
তৃতীয় সংখ্যক হয় পাদ্মকল্প নাম।
প্রজাপতি বিরাজেন বিষ্ণুনাভি ধাম॥
ব্রহ্মলোক আদি যত আছে ত্রিভুবন।
নিত্যলোকত্রয়-বিনা করিল সৃজন॥
সৃষ্টি-নির্ণয়ের কথা কালের বর্ণন।
ওহে তপোনিধি সব করিলে শ্রবণ॥
আর কি বাসনা মনে কর নিবেদন।
যাহা জানি অকপটে করিব বর্ণন॥
শৌনক কহিলা দেব কহ সবিস্তার।
সৃষ্টিকার্য্য শেষে হরি কি করিলা আর॥
ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
অতি কুতূহলে সৌতি বলেন তখন॥
যেই কথা জিজ্ঞাসিলে তাপসপ্রবর।
বিস্তৃত সে সব কথা, কহি অতঃপর॥
সৌতি কহে ভগবান্ গোলোক ঈশ্বর।
দেবগণ সহ যান রাসে অনন্তর॥
সে রাসমণ্ডল অতি রমণীয় স্থান।
মনোহর কল্পবৃক্ষ সেথা বিদ্যমান॥
চিত্তবিনোদন শোভা ভুবন-মোহন।
অপরূপ রূপ তার মণ্ডিত রতন॥

মণ্ডল-আকৃতি তার সুস্নিগ্ধ শোভন।
অনেক সুগন্ধি দ্রব্য অগুরু চন্দন॥
স্থানে স্থানে দধি লাজ ধান্য দুর্ব্বাদল।
পট্টসূত্রে দুলিতেছে সে রাসমণ্ডল॥
চন্দন-পল্লবে কিবা শোভা সুমোহন।
চতুর্দ্দিকে রম্ভাতরু অতি সুদর্শন॥
ত্রিকোটি মণ্ডপে তার শোভা মনোহর।
অগণন রত্ন-দীপ জ্বলে নিরন্তর॥
পুষ্প আর ধূপ-গন্ধে দিক্ আমোদিত।
শয্যা আর ভোগ্যবস্তু সদা অবস্থিত॥
দেবগণ সহ মিলি ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর।
অবস্থান করিলেন সেথা অনন্তর॥
দেখি সে রাসের শোভা অতি সুশোভন।
হরষিত হইলেন যত দেবগণ॥
শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্ব হ'তে অতঃপর।
আবির্ভূতা হ'ল এক কন্যা মনোহব॥
মরি কি বাহার তার অপূর্ব্ব মূরতি।
সৌন্দর্য্য হেরিয়া হৃদে লাগে চমৎকৃতি॥
বিশ্বের মাঝারে তার নাহিক তুলনা।
তারে হেরি পূর্ণশশী সৌন্দর্য্য-বিহীনা॥
পরিধানে মনোহর সুনীল বসন।
কিবা সে অপূর্ব্ব রূপ নয়নমোহন॥
অধরে মধুর হাসি নবীনা যুবতী।
রূপের সাগরে যেন মগ্ন রতিপতি॥
অতি শীঘ্র সুশোভনা সে কন্যা তখন।
পুষ্প আনি ভগবানে করিলা পূজন॥
যেহেতু সে কন্যা-রত্ন আবির্ভূতা রাসে।
যেহেতু সে কৃষ্ণে পূজে মনের উল্লাসে॥
সেই হেতু পুরাণজ্ঞ যত সুধীজন।
রাধা রাধা বলি তাঁরে করেন কীর্ত্তন॥
রাধিকা তাঁহার নাম জগৎমোহিনী।
কৃষ্ণপরা কৃষ্ণমতি নিত্যা সনাতনী॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ-প্রিয়া রাধা মনোরমা।
পরাণের অধিষ্ঠাত্রী প্রাণ-প্রিয়তমা॥
নিত্য ষোড়শীর রূপ নবীন-যৌবনা।
কোমলাঙ্গী চারুরূপা সহাস্য-বদনা॥
সুন্দর নিতম্ব-দেশ পীন-পয়োধর।
মুক্তা-সম দন্তরাজি রক্তিম অধর॥
বদনকমল যেন পূর্ণ শশধর।
শারদ-পঙ্কজ-নেত্র অতি মনোহর॥
খগেন্দ্র সদৃশ নাসা গণ্ড শোভাময়।
সুবর্ণ গেণ্ডুকে যেন করে পরাজয়॥
রত্নরাজি বিরাজিত কর্ণের ভূষণে।
কপোল শোভিত তাঁর অগুরু চন্দনে॥
মালতী-মালায় শোভে কবরীবন্ধন।
স্থলপদ্ম-বিনিন্দিত যুগল চরণ॥
কৃষ্ণের মোহিনী রাধা করিলে গমন।
ভঙ্গিমায় লাজ পায় হংস ও খঞ্জন॥
মনোহর বন-মালা হীরকের হার।
রত্নের কেয়ূর শোভে অতি চমৎকার॥
কঙ্কণ রত্নের পাশা রত্ন অঙ্গ-সাজ।
পরিধান করি দেবী করিলা বিরাজ॥
কৃষ্ণের সম্মুখে থাকি কৃতাঞ্জলি-করে।
অর্ঘ্য দানি তাঁর পদে নমস্কার করে॥
অতঃপর শ্রীকৃষ্ণেরে করি সম্ভাষণ।
রত্নসিংহাসনে বসে সহাস্য বদন॥
আহা কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি রূপের সাগর।
কৃষ্ণবামে উপবিষ্টা আসন-উপর॥
অনন্দে মগন ধনি পাইয়া পতিরে।
ঘন ঘন পতিমুখ দরশন করে॥
শ্রীরাধার লোমকূপ হ'তে সে সময়।
সুদর্শনা গোপীগণ আবির্ভূত হয়॥
সংখ্যাজ্ঞানী বুধগণ করে নিরূপণ।
গণনায় লক্ষকোটি এই গোপীগণ॥
নবীনা যুবতী সবে পরমা সুন্দরী।
ধরাতলে নাহি কোথা হেন রূপধারী॥
সমুন্নত কুচভারে হেলে দুলে চলে।
ষোড়শী রূপসী তাই সর্ব্বলোকে বলে॥

শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হ'তে অনন্তর।
গোপগণ আবির্ভূত হইল সত্বর॥
অনিন্দ্যসুন্দর গোপ অতি সুদর্শন।
ত্রিশ-কোটি গণনায় কহে সুধীগণ॥
কৃষ্ণ করে গোপগণে গোপিকা অর্পণ।
রূপসী ষোড়শী পেয়ে মত্ত গোপগণ॥
আনন্দে মজিল তারা মনের হরষে।
গোপ-গোপী এক ঠাঁই প্রণয়ের রসে॥
শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হ'তে অবিরল।
আবির্ভূত কামধেনু বৃষ-গো সকল॥
নানাবর্ণ নানারূপ অতি সুলক্ষণ।
সবৎসা সুন্দর গাভী বৃষ অগণন॥
বাহন করিতে শিবে কৃষ্ণ ভগবান্।
কোটি-সিংহ-তুল্য বৃষ করিলেন দান॥
কৃষ্ণের নখর হ'তে জন্মে অনন্তর।
বংশ সহ হংস হংসী অতি মনোহর॥
ব্রহ্মার বাহন হেতু কৃষ্ণ ভগবান্।
মহাবল পরাক্রান্ত হংস করে দান॥
শুক্লবর্ণ অশ্ব তাঁর বাম কর্ণে হয়।
ধর্ম্মের বাহন হেতু দিলা দয়াময়॥
অবশেষে সিংহ এক জনম লভিল।
কৃষ্ণের দক্ষিণ কর্ণে সৃজন হইল॥
চরাচরে খ্যাত সেই সিংহ মহাবল।
কৃষ্ণ তুষ্ট অতিশয় দেখি তার বল॥
দুর্গারে দিলেন তাহা বাহন কারণ।
দুর্গাদেবী সিংহ লভি আনন্দে মগন॥
অনন্তর যোগবলে কৃষ্ণ ভগবান্।
মনোহর পঞ্চরথ করিলা নির্ম্মাণ॥
মনের সমান গতি অতি সুদর্শন।
ঊর্দ্ধে লক্ষ প্রস্থে শত গণিত যোজন॥
লক্ষ চক্র শোভে তার লক্ষ ক্রীড়াঘর।
নানাবিধ ভোগ্য বস্তু শয্যা মনোহর॥
প্রতি গৃহে লক্ষ দীপ অতীব উজ্জ্বল।
স্থানে স্থানে রত্নময় কলস সকল॥
রত্নের দর্পণ আর রত্ন অলঙ্কার।
শ্বেতবর্ণ চামরের শোভা চমৎকার॥
শুন শুন মুনিবর কত শোভা তার।
উজ্জ্বল পতাকা শোভে বিচিত্র বাহার॥
বহু-রত্ন-বিভূষিত মাল্য শোভে তায়।
শোভিছে কৃত্রিম পদ্ম রক্তিম আভায়॥
অসংখ্য তুরঙ্গ আছে যোজিত বিমানে।
মহাবেগ দেখি তার ভয় জাগে মনে॥
হরষিত চিত অতি করি দরশন।
পুষ্পক তাহার নাম দেন সনাতন॥
শুন শুন দ্বিজবর কৃষ্ণ ভগবান্।
একটি বিমান করে নারায়ণে দান॥
একখানি রাধিকারে করে সমর্পণ।
তিনখানি নিজ তরে করিলা রক্ষণ॥
অবধান কর সবে তপোধনগণ।
যে ভাবেতে গুহ্যকেরা লভিল জনম॥
কৃষ্ণ-গুহ্যদেশ হৈতে জনম ধরিল।
এ হেতু গুহ্যক নামে প্রসিদ্ধ হইল॥
পিঙ্গল-বরণ সবে অতি মনোহর।
এক যুবা তার মাঝে অতীব সুন্দর॥
কুবের তাহার নাম রাখিলেন হরি।
কুবেরের বামে এক জনমিল নারী॥
পরমা সুন্দরী নারী চমৎকার অতি।
মদনেরো মন টলে, রূপে যেন রতি॥
মুরজা তাহার নাম রাখে চিন্তামণি।
তাহারে করিল কৃষ্ণ কুবের-গৃহিণী॥
আনন্দিত হলো অতি মুরজা-সুন্দরী।
ধর্ম্মনিষ্ঠা পতিব্রতা কুবেরের নারী॥
মুরজা কুবেরবামে দাঁড়াল তখন।
পতিসঙ্গে মিলি তার আনন্দিত মন॥
দোঁহে মিলি স্তুতি করে জগৎ-ঈশ্বরে।
কে জানে তোমার তত্ত্ব ভুবন-মাঝারে॥
কৃপাময় প্রভু তুমি বিশ্বের বিধাতা।
দয়ার সাগর তুমি, তুমি পরিত্রাতা॥

অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম তুমি নিরাকার।
জীব উদ্ধারিতে এবে হইলে সাকার॥
হস্ত নাহি পদ নাহি নাহিক আকার।
আছহ তথাপি.ব্যক্ত ভুবন মাঝার॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ আদি তোমার সৃজন।
সগুণ নির্গুণ তুমি, তুমি সনাতন॥
ত্রিগুণ-অতীত তুমি নাহিক সংশয়।
তোমার মহিমা আছে বেদেতে নির্ণয়॥
তুমি সৃষ্টি-স্থিতি আর লয়ের কারণ।
পলকে প্রলয় তব, ত্রিলোক পালন॥
অন্তকালে পাই যেন ও রাঙ্গা চরণ।
অন্য কিছু বাঞ্ছা আর নাহি সনাতন॥
এইরূপে দোঁহে স্তব করিল ঈশ্বরে।
উভয়ে বসিতে দেন পরম আদরে॥
কৃষ্ণের আদেশে তবে মুরজা সুন্দরী।
পতিসহ বসিলেন আসন-উপরি॥
শ্রীকৃষ্ণের গুহ্যদেশে জন্মে অতঃপর।
ভূত প্রেত রাক্ষসেরা অতি ভয়ঙ্কর॥
মুখ হ'তে জন্মে তাঁর পার্ষদের দল।
শ্যামবর্ণ চতুর্ভুজ রত্নে ঝলমল॥
এই পার্ষদের দল কৃষ্ণ ভগবান্।
প্রীতিভরে নারায়ণে করিলেন দান॥
কুবেরে দিলেন তিনি গুহ্যকের দল।
শঙ্করে দিলেন ভূত পিশাচ সকল॥
অদ্ভুত মহিমময় ঈশ্বর তখন।
চরণ হইতে করে বৈষ্ণব সৃজন॥
জপমালাধারী তারা কৃষ্ণপরায়ণ।
দ্বিভুজ আকৃতি আর শ্যামল বরণ॥
হস্তে নিত্য অর্ঘ্যভার কৃষ্ণের পূজায়।
কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা রোমাঞ্চন গায়॥
প্রেমানন্দে অবিরত ঝরে অশ্রুজল।
অস্ফুট সবার বাক্য বৈষ্ণবের দল॥
অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ নয়নে।
ভৈরবেরা আবির্ভূত হ'ল সেইক্ষণে॥
ভীমপরাক্রম সবে ভীষণ মূরতি।
দীর্ঘজটা শোভে শিরে অদ্ভুত আকৃতি॥
ত্রিশূল পট্টিশধারী অতি ভয়ঙ্কর।
ত্রিনেত্র বিপুল গাত্র নিত্য দিগম্বর॥
অগ্নির সমান তেজী মহাশক্তিমান্।
অর্দ্ধচন্দ্র মস্তকেতে শিবের সমান॥
অসিত, সংহার, কাল, রুরু ও ভীষণ।
ভৈরব, খট্বাঙ্গ, ক্রোধ এই অষ্টজন॥
ভক্তিভরে স্তব করে বিনম্র বচনে।
আপনা সমর্পি দেয় কৃষ্ণ সনাতনে॥
তবে অতি তুষ্ট হ'য়ে ত্রিলোকের পিতা।
বসিতে আসন দেন জগৎ-বিধাতা॥
শ্রীকৃষ্ণের বাম চক্ষে জন্মে অতঃপর।
বিশাল পুরুষ এক অতি ভয়ঙ্কর॥
ত্রিশূল পট্টিশধারী গাত্রে বস্ত্র নাই।
পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম উলঙ্গ সদাই॥
তিনেত্র, অর্দ্ধচন্দ্র শিরে বিদ্যমান।
দিকের ঈশ্বর তিনি দেবতা ঈশান॥
শ্রীকৃষ্ণের নাসা আর উদরে তখন।
উদ্ভূত ডাকিনী আর ক্ষেত্রপালগণ॥
শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশ হইতে তথায়।
তিনকোটি দিব্যমূর্ত্তি দেবতা জন্মায়॥

ব্রহ্মখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

● ষষ্ঠ অধ্যায়

শঙ্করের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বরদান, শিবনামের ব্যুৎপত্তি ও সৃষ্টিকথা।

এত বলি অতঃপর সৌতি মুনিবর।
কহিল অপূর্ব্ব কথা সবার গোচর॥
জগৎ-বিধাতা যেই কৃষ্ণ মহামতি।
তাঁহার কাহিনী যত অপূর্ব্ব ভারতী॥
কৃষ্ণ কথা যেবা শোনে যেবা বলে আর।
সংসারের দুঃখ কষ্ট নাহি রহে তার॥

জপে তপে কিবা ফল, কিছু নাহি হেরি।
একমাত্র হরি হন ভবের কাণ্ডারী॥
তাঁহাতে যদ্যপি ভক্তি রহে সর্ব্বক্ষণ।
জপে তপে তবে আর নাহি প্রযোজন॥
যেই জন রাখে ভক্তি হরির উপরে।
অন্তিমে সে জন যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥
ইহলোকে তার সম সুখী কেহ নাই।
সর্ব্বক্ষণ মুক্ত প্রাণে রহে সর্ব্ব ঠাঁই॥
যমদূত নাহি যায় হরিভক্ত পাশে।
গরুড়ে দেখিয়া যেন ভুজঙ্গ তরাসে॥
দিবা নিশি হরি চিন্তা করে যেই জন।
তাঁহার অর্চ্চনা করে যত সুরগণ॥
যে নাম সতত মুখে গান পঞ্চানন।
যে নাম গাহিয়া শিব আনন্দিত মন॥
হেন নাম যেই জন না লয় বদনে।
তার সম পাপী নাহি এ তিন ভুবনে॥
নরের অধম সেই অতি দুরাচার।
অন্তিমে সে জন যায় নরক-মাঝার॥
অতএব শুন শুন ওহে মুনিবর।
যাহার শ্রবণে হয পবিত্র অন্তর॥
সংসারের সার সেই শ্রীহরি-চরণ।
পূজন অর্চ্চন আর নাম-সংকীর্ত্তন॥
শুনিলে হরির নাম পাপের বিনাশ।
অনায়াসে মহাপাপী যায় স্বর্গবাস॥
পরেতে শুনহ ঋষি অপূর্ব্ব কথন।
এইরূপে দেব-দেবী করিয়া সৃজন॥
জীবেরে সৃজিয়া প্রভু তা' সবার হাতে।
নারী সব দিল কৃষ্ণ যথা যোগ্য মতে॥
লক্ষ্মী সরস্বতী দেন নারায়ণ করে।
রহিতে আদেশ দেন বৈকুণ্ঠ নগরে॥
ব্রহ্মাকে সাবিত্রী দিলা শ্রীমধুসূদন।
ধর্ম্মকরে মূর্ত্তিদেবী করিলা অর্পণ॥
কামদেবে অর্পিলেন রতি সুমোহন।
মুরজা সুন্দরী করে কুবেরে অর্পণ॥
যে দেবতা হ'তে হৈল যে দেবী উদ্ভব।
প্রীতিভরে যোগ্যমত অর্পিলা কেশব॥
মহাদেবে ডাকি কৃষ্ণ কহে অনন্তর।
ভগবতী লহ তুমি হে ভোলা শঙ্কর॥
কৃষ্ণের বচন শুনি হাসে মহেশ্বর।
বিনয়বচনে কহে যুক্ত করি কর॥
শোন শোন দয়াময আমার বচন।
রমণীতে নাহি মোর কিছু প্রয়োজন॥
মোহিনী নারীর মূর্ত্তি সত্য বটে হয়।
সর্পসম বিষধর জানিনু নিশ্চয়॥
সাধন পথের বিঘ্ন ভক্তিবিনাশক।
ধর্ম্মপথে নারী হয় বিষম কণ্টক॥
নারী হ'তে আত্মতত্ত্ব পরতত্ত্ব নাশ।
নারী হ'তে মোক্ষবাঞ্ছা পায় যে বিনাশ॥
দুর্ব্বুদ্ধি জাগায নারী সুবুদ্ধি নাশিয়া।
ভোগে লুব্ধ করে প্রাণ বিষয়েচ্ছা দিয়া॥
হে নাথ, হে ভগবান্, কর বর দান।
গৃহিণী গ্রহণে মোর নাহি চাহে প্রাণ॥
ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু অন্য নাহি আশ।
তব দাস্য-কার্য্যে মম চির অভিলাষ॥
তব নাম জপ তপ প্রার্থনা আমার।
শ্রীপদ-সেবায মোরে দাও অধিকার॥
স্বপ্ন জাগরণে যেন আমি পঞ্চমুখে।
তোমার পবিত্র নাম গাহি মনসুখে॥
কোটি কল্প ধরি যেন এ চিত্ত আমার।
শ্যামরূপ-ধ্যানে মগ্ন থাকে অনিবার॥
বিষযের ভোগে যেন বাসনা না হয।
পূজা স্তব যোগ তপে চিত্ত যেন রয়॥
হরিনাম-কীর্ত্তনেতে মগ্ন রহে মন।
ইহা ভিন্ন সুখী আমি না হব কখন॥
অতএব ভগবান্ ত্রিলোকের স্বামী।
প্রকৃতি গ্রহণে হই অসমর্থ আমি॥
হইবে তপেতে বিঘ্ন যাহে সুনিশ্চয়।
কেন সে আদেশ কর ওহে দয়াময়॥

স্মরণ কীর্ত্তন নাম গুণের শ্রবণ।
অর্চ্চন বন্দন স্তব আত্ম-সমর্পণ ॥
পদ-সেবা নিত্য নিত্য প্রসাদ ভোজন।
নববিধা ভক্তি মোরে করুন অর্পণ ॥
ছয় প্রকারের মুক্তি সিদ্ধি অষ্টাদশ।
ঐশ্বর্য্যের অষ্টরূপ দান কীর্ত্তি যশ ॥
ধর্ম্মকার্য্য তীর্থ-যাত্রা দেবতাপূজন।
সপ্তদ্বীপ প্রদক্ষিণ দেবতাদর্শন ॥
ব্রহ্মত্ব রুদ্রত্ব আর বিষ্ণুত্বের পদ।
ইহা হ'তে শ্রেষ্ঠ হয় যে সব সম্পদ্ ॥
তোমার ভকতি হ'তে হীন তারা হয়।
ভকতির ষোড়শাংশ তাহারা ত নয় ॥
তব প্রতি ভক্তিবশে যে আনন্দ পাই।
সে আনন্দ সেই সুখ কিছুতেই নাই ॥
নাহিক বাসনা মম নারী সহবাসে।
দেবতা অধম যেবা মত্ত সেই রসে ॥
অতএব সেই আজ্ঞা না কর আমায়।
ভিক্ষা মাগি যুক্ত করে আমি তব পায় ॥
এতেক বচন হরি শুনি শিবমুখে।
সনাতন ভগবান্ হাসিলেন সুখে ॥
যোগিগুরু মহেশ্বরে কহে ভগবান্।
তৃপ্তিকর মহাবাক্য অমৃতসমান ॥
সর্ব্বেশ্বর মহাদেবে কহিলেন হরি।
মম সেবা কর তুমি কোটি কল্প ধরি ॥
সতত রহিব আমি তোমার অন্তরে।
হবে তুমি মহা সুখী বিশ্বের মাঝারে ॥
সিদ্ধ যোগী জ্ঞানী তুমি তপস্বী মহান্।
সুরেশ্বর বৈষ্ণব ও দেবের প্রধান ॥
অমরত্ব প্রাপ্ত হও দিনু এই বর।
সর্ব্বজ্ঞতা লাভ কর হে ভোলা শঙ্কর ॥
অগণন ব্রহ্মাদির দেখিবে পতন।
জ্ঞানে তেজে যশে হও আমারই মতন ॥
মম তুল্য হোক তব বয়স প্রতাপ।
শ্রেষ্ঠ ভক্ত হও মম নির্ম্মল নিষ্পাপ ॥

তুমি মোর প্রিয় বন্ধু প্রাণ হ'তে প্রিয়।
আত্মার স্বরূপ তুমি আত্মার আত্মীয় ॥
যেজন দুর্ব্বুদ্ধি-বশে নিন্দিবে তোমায়।
কদাচন নাহি তার মুক্তির উপায় ॥
তার প্রতি বিমুখ যে হব অনুক্ষণ।
কৃপাদৃষ্টি তার দিকে না রবে কখন ॥
যত দিন চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান রবে।
কালসূত্রে পড়ি তার বহু ক্লেশ হবে ॥
তোমার কারণে হয় দুর্গার জনম।
এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ ॥
শতকোটি কল্প পরে নাহিক সংশয়।
শিবাকে গ্রহণ তুমি করিবে নিশ্চয় ॥
যাহা যাহা বলিয়াছ করিনু পালন।
আমার অব্যর্থ বাক্য পালহ এক্ষণ ॥
তোমাতে আমাতে আর ভেদ কিছু নাই।
তব বাক্য মম বাক্য এক সর্ব্ব ঠাঁই ॥
হে শম্ভো প্রকৃতি সাথে সহস্র-বৎসর।
শৃঙ্গার-সম্ভোগ-সুখে থাক নিরন্তর ॥
কেবল তপস্বী নহ পরম ঈশ্বর।
আমার সমান তুমি অজর অমর ॥
ইচ্ছাময় নিজে যিনি সকল সময়।
প্রয়োজন বশে তাঁরে যোগী হ'তে হয় ॥
দার-গ্রহণের কথা কহিয়াছ যাহা।
আরো কিছু কহি আমি শুন তুমি তাহা ॥
পতিব্রতা সতী সদা যাহার আগারে।
তার সম সুখী কেবা এ বিশ্ব-মাঝারে ॥
মহাবংশে জন্ম যার, কুলধর্ম্ম জানে।
কুলজা বলিয়া তারে সর্ব্বজন মানে ॥
সে কুল-পালিকা পত্নী পতিব্রতা সতী।
পতি তার বন্ধু মিত্র, পতিমাত্র গতি ॥
পতি তার রক্ষাকর্ত্তা পতিই দেবতা।
পতি ভিন্ন নাহি কিছু জানে পতিব্রতা ॥
যদ্যপি দুঃশীল পতি ভাগ্যবশে হয়।
তবু সতী তার প্রতি অনুরক্তা রয় ॥

যেই জন সতী সহ লভে সম্মিলন।
অপার আনন্দে সেই হয় নিমগন ॥
ধনী কি দরিদ্র হোক পুণ্যাত্মা বা পাপী।
পতি ভিন্ন অন্য চিন্তা করে না কদাপি ॥
পতির সেবায় রত পতি তার ধ্যান।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ পতির সমান ॥
অসাধু কুলেতে জন্মে যে সব অসতী।
অন্যভোগ্যা হয় ভুঞ্জে অশেষ দুর্গতি ॥
পতির নিন্দায় কাল কাটায় সতত।
কুভাব চিন্তন করে কুকর্ম্মেতে রত ॥
আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ যেবা হেরে পতিবরে।
গোলোকে অনন্ত কাল বাস সেই করে ॥
পতি সহ সেই সতী কোটি কল্প ধ'রে।
গোলোকে বিরাজ করে মহাহর্ষ-ভরে ॥
অবশেষে সেই সতী আমার কৃপায়।
বৈষ্ণবী প্রকৃতি কিংবা শৈবীতে মিলায় ॥
হে মহেশ সংসারের সুখের কারণ।
মম আজ্ঞা প্রকৃতিরে করহ গ্রহণ ॥
ভগবতী দুর্গা দেবী সতীর প্রধান।
বৈষ্ণবপ্রধানা ইনি শোন মতিমান্ ॥
মহাসুখোদয় হ'বে ইঁহার মিলনে।
সংশয় না কর ইথে, মম সন্নিধানে ॥
গৃহিণী করিয়া তারে লহ শূলপাণি।
পাইবে পরম সুখ অন্তরেতে জানি ॥
মহাসাধু সেই জন জানিবে ধরায়।
যেই লয় তাঁর নাম কহিনু তোমায় ॥
অতএব মোর বাক্যে নাহি কর আন।
স্বেচ্ছামত বর তোমা করিব প্রদান ॥
তীর্থ-স্থানে যেই গড়ে তীর্থ-মৃত্তিকাতে।
প্রকৃতির যোনি-চিহ্ন তব লিঙ্গ সাথে ॥
যে জন সহস্র বার পঞ্চ উপচারে।
ইন্দ্রিয় সংযম করি পূজিবে তোমারে ॥
কোটি কল্প কাল ধবি সেই ভক্তপ্রাণ।
মোর সাথে গোলোকেতে রবে বিদ্যমান ॥

লক্ষ শিব-লিঙ্গ-পূজা করে যেই জন।
গোলোক হইতে তার না হয় পতন ॥
মৃত্তিকা গোময় কিংবা ভস্ম আদি দিয়া।
যে পূজে শিবের লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া ॥
অযুত কল্পের তরে স্বর্গবাসী হয়।
সম্রাট্ হইযা পরে মহা সুখে রয় ॥
শিব-লিঙ্গ-পূজা করি জ্ঞানী সাধু হয়।
অনন্তর মুক্তি তার হইবে নিশ্চয় ॥
অতীর্থে কোথাও যদি শিব-লিঙ্গ থাকে।
সর্ব্বজন তীর্থস্থান কহিবে তাহাকে ॥
দুরাত্মা পাপাত্মা যদি মরে সেই স্থানে।
মুক্তি লভি যাবে তারা শিবলোক পানে ॥
মহাদেব মহাদেব বলে যেই জন।
তাহার পশ্চাতে আমি করিব গমন ॥
মৃত্যুকালে যেই জন শিব-ধ্বনি করে।
কোটি-জন্মার্জ্জিত পাপ দূরে যায় স'রে ॥
শোকে দুঃখে যেই করে শিব-উচ্চারণ।
সকল মঙ্গল তার হবে সেই ক্ষণ ॥
'শি' শব্দে নাশিবে পাপ, 'ব' মুক্তিদাযক।
সুমঙ্গল শব্দ 'শিব' পাপবিনাশক ॥
প্রতি শব্দে যেই জন শিব-নাম করে।
যত পাপ আছে তার দূরে যায় স'রে ॥
তব নাম যেই জন করে উচ্চারণ।
তার যত ক্লেশ যাবে শোন পঞ্চানন ॥
মৃত্যুকালে যদি কেহ তোমারে স্মরয়ে।
সেইজন ঠাঁই পাবে কৈলাস আলযে ॥
এতেক বলিযা প্রভু দেব মহেশ্বরে।
মধুর বচনে তবে কহেন দুর্গারে ॥
কিছুদিন কর তুমি গোলোকে বসতি।
কালক্রমে শিব তব হইবেন পতি ॥
রমণী রতন তুমি পতিব্রতা সতী।
মহেশ্বর-কণ্ঠহার তুমি ভগবতী ॥
তোমার উপমা নাহি এ ভবমণ্ডলে।
তোমারে লঙ্ঘিতে নারে কেহ ছলেবলে ॥

মধুকৈটভ বধ



দুষ্ট দৈত্য দেখি, তবে দেব নারায়ণ।
উরুতে স্থাপিয়া তারে বিনাশে তখন॥

পৃষ্ঠা—৪২

অবশেষে দেবতার তেজঃপুঞ্জ হ'তে।
দৈত্য সংহারিতে তুমি জন্মিবে জগতে॥
কল্পশেষে সত্যযুগ হইলে উদয়।
পুনশ্চ জন্মিবে তুমি দক্ষের আলয়॥
সত্য যুগে হবে তুমি দক্ষের নন্দিনী।
হে সতি হইবে পরে শম্ভুর গৃহিণী॥
দক্ষযজ্ঞে স্বামিনিন্দা শুনি অতঃপর।
হেলায় ত্যজিবে তুমি নিজ কলেবর॥
মেনকা-গর্ভেতে পুনঃ জন্মি বরাননে।
পার্ব্বতী-নামেতে খ্যাতা হইবে ভুবনে॥
শঙ্করের পত্নী তুমি হ'যে আর বার।
তা' সনে সহস্র বর্ষ করিবে বিহার॥
পরিণামে শিব শিবা মিলি' দুইজন।
হর-গৌরী-রূপ দোঁহে করিবে ধারণ॥
যতবার যতরূপে জনম লভিবে।
পতিরূপে প্রতিবারে পঞ্চাননে পাবে॥
কিবা রক্ষ কিবা যক্ষ সুরাসুরগণ।
সতত সকলে তোমা করিবে পূজন॥
শারদীয় মহাপূজা হবে প্রচলন।
পূজিবে তোমারে দেবী সমগ্র ভুবন॥
প্রতি স্থানে প্রতি গ্রামে বিভিন্ন নামেতে।
পূজিতা হইবে দেবী দেবতা-রূপেতে॥
শিবকৃত নানাতন্ত্র পূজাবিধি হবে।
স্তব ও কবচমালা বিধানেতে রবে॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল।
লাভ করি ধন্য হবে তব ভক্তদল॥
পুণ্য ভারতের ক্ষেত্রে তোমারে ভজিলে।
কীর্ত্তি যশ ধর্ম্ম আদি সহজেই মিলে॥
কামবীজ সাথে পরে কৃষ্ণ ভগবান্।
একাদশাক্ষর মন্ত্র কবিলেন দান॥
অনুকম্পা-বশে তিনি ভক্তের কাবণ।
ভক্ত-উপযোগী ধ্যান করিলা রচন॥
শ্রীমায়া ও কামবীজ যুক্ত দশাক্ষর।
মহামন্ত্র দান করে পরম ঈশ্বর॥

সৃজন-কারিণী শক্তি সিদ্ধি তত্ত্বজ্ঞান।
সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ করিলেন দান॥
স্তব ও কবচসহ ত্রয়োদশাক্ষরে।
মন্ত্র দিলা নারায়ণে আর মহেশ্বরে॥
ধর্ম্ম কামদেব বায়ু কুবের বহ্নিরে।
মন্ত্র জ্ঞান দান করে ভগবান্ ধীরে॥
বিধিরে ডাকিয়া পরে কহিলেন তাই।
সৃষ্টি তরে বিধাতার নিযম ইহাই॥
ভগবান্ কহিলেন আমার ইচ্ছায়।
সহস্র বৎসর রহ মোর তপস্যায়॥
অনন্তর মহাভাগ তপস্যার শেষে।
সৃষ্টিকার্য্যে রত থাক আমার আদেশে॥
কৃষ্ণের আদেশ পেযে ব্রহ্মা পদ্মাসন।
প্রণমিয়া নিজ কার্য্যে করেন গমন॥
দেব যত ছিল তারা কৃষ্ণের আদেশে।
সকলে চলিল স্বীয কর্ম্মের উদ্দেশে॥
ব্রহ্মারে শ্রীভগবান্ মাল্য করি দান।
গোপী সনে বৃন্দাবনে করিলা প্রস্থান॥
শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত কথা অমৃতমধুর।
যেবা শোনে তার হয সর্ব্ব পাপ দূর॥
একমনে যদি কেহ অধ্যযন করে।
কোন পাপ নাহি স্পর্শে দেবতার বরে॥
পুরাণের কথা শোন ছয়ের অধ্যায়।
দেবসুত শোনে গীত রচে উপাধ্যায়॥

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

● সপ্তম অধ্যায়

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল
ও সাগরাদির সৃষ্টি।

দেব-দেবী সৃষ্টিকথা হইল বিশেষ।
জগৎ-সৃজন বার্ত্তা শোন অবশেষ॥

কৃষ্ণের আদেশ লভি ব্রহ্মা পদ্মাসন।
এক মনে তপ করে নির্জ্জন ভুবন॥
কত বর্ষ করে ধ্যান একমন হ'যে।
অবশেষে ব্রহ্মা বুঝি করুণা লভযে॥
কৃষ্ণের করুণা লভি' হয় সৃষ্টিরত।
কৃষ্ণের আজ্ঞায কবে সৃষ্টি বিধিমত॥
সৌতি কহে এইভাবে ব্রহ্মা তপস্যায।
মধু-কৈটভের মেদে সৃজিলা ধরায়॥
বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে পর্ব্বত সৃজন।
আটটি প্রধান তার শুন তপোধন॥
সুমেরু, কৈলাস আর অস্ত, হিমালয।
গন্ধমাদনাদ্রি আর সুবেল, উদয॥
মলয নামেতে এই অষ্ট মহীধর।
সর্ব্ববৃহত্তম আর অতি মনোহর॥
অনন্তর চতুর্ম্মুখ করিলা সৃজন।
সপ্ত পারাবার আর নদ নদী বন॥
অগণন বৃক্ষ গ্রাম করিলা সৃজন।
সাত সাগরের নাম শুন তপোধন॥
লবণ সমুদ্র আর ইক্ষুর সাগর।
সুরা, সর্পিঃ, দধি, দুগ্ধ, জল অনন্তর॥
লবণ সাগর লক্ষ যোজন বিস্তার।
ইক্ষুসিন্ধু দ্বিগুণিত পরিমাণ তার॥
সুরাসিন্ধু আকারেতে ইক্ষুর দ্বিগুণ।
দ্বিগুণিত ঘৃতসিন্ধু ধরে নানা গুণ॥
ইহার দ্বিগুণ হয দধির সাগর।
ক্ষীরসিন্ধু দ্বিগুণিত শোন তারপর॥
সকল সাগর যোগে যে হয আকার।
বারিসিন্ধু আকারেতে বড় হয তার॥
সপ্তদ্বীপ উপদ্বীপ সীমা-বিভাজক।
শৈলের সৃজন করে সৃষ্টিবিধাযক॥
জম্বু, শাক, কুশ, প্লক্ষ, ক্রৌঞ্চ ও পুষ্কর।
শাল্মলী এ সপ্তদ্বীপ, শুন মুনিবর॥
অতঃপর প্রজাপতি সুমেরু-শিখরে।
সৃজিলা সুন্দর পুরী অষ্টলোক তরে॥
অষ্ট লোকপাল তথা করিবে বিহার।
অষ্টশৃঙ্গে সুমেরুর পুরী চমৎকার॥
অবশেষে চতুর্ম্মুখ অনন্তের তরে।
সুমেরুর মূলদেশে পুরী সৃষ্টি করে॥
তাহার উপরিভাগে করিলা সৃজন।
সপ্ত-স্বর্গ-লোক মুনি করহ শ্রবণ॥
ভূর্ভুব ও স্বর্গলোক অতি সুশোভন।
মহর্লোক, জনলোক করিলা সৃজন॥
তপোলোক, সত্যলোক সপ্ত সমুদযে।
সৃজন করিলা ব্রহ্মা সানন্দ হৃদয়ে॥
অতঃপর মেরুশৃঙ্গে হইল সৃজিত।
মনোহর ব্রহ্মলোক জরা-বিবর্জ্জিত॥
ঊর্দ্ধে তার ধ্রুবলোক বিদিত ভুবনে।
সৃজিলেন চতুর্ম্মুখ আনন্দিত মনে॥
অনন্তর অধোভাগে ভোগ্য-বস্তু-ভরা।
সাতটি পাতাল ব্রহ্মা সৃজিলেন ত্বরা॥
অতল, বিতল আর পাতাল, সুতল।
তলাতল, মহাতল আর রসাতল॥
সপ্তদ্বীপ সপ্তস্বর্গ সপ্ত পাতালেতে!
একটি ব্রহ্মাণ্ড হয, কহি বিধিমতে॥
একটি ব্রহ্মাণ্ড এই ব্রহ্মা অধিকার।
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে সংখ্যা নাহি তার॥
ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর প্রতি লোমকূপে।
ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে কত ভিন্ন ভিন্ন রূপে॥
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে আছে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব।
দেবতা মনুষ্য আদি আছে সর্ব্ব জীব॥
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড তাহা কে বর্ণিতে পারে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নারে বর্ণিবারে॥
যাবতীয বিশ্ব আর বস্তু সমুদয।
কৃত্রিম অনিত্য মিথ্যা স্বপ্নবৎ হয॥
কৈলাস, গোলোক আর বৈকুণ্ঠ আলয।
নিত্য সত্য চিরন্তন জানিবে নিশ্চয॥
যিনি পরমাত্মা তিনি পৃথক্ সবার।
নিত্য তিনি সত্য তিনি অনন্ত অপার॥

তাই বলি মূঢ়জন শোন দিয়া মন।
কেন মিছে ঘুরে মর, ভব অকিঞ্চন ॥
সত্য মাত্র ভগবান্ কৃষ্ণ নারায়ণ।
তাঁর কৃপা লাভ-হেতু কর আকিঞ্চন ॥
জগৎ-সৃষ্টির কথা বড়ই মধুর।
ভবলোক তরিবারে সুযোগ প্রচুর ॥
সপ্তম অধ্যায় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে।
সাঙ্গ হ'ল মধুবাণী দেবসুত ভণে ॥

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়

বেদ, শাস্ত্র, রাগ রাগিণী, যুগ, দণ্ডাদি সময় ও মরীচি প্রভৃতি ঋষিসমূহের উদ্ভব এবং নারদের প্রতি ব্রহ্মার অভিশাপ প্রদান।

সৌতি মুনি কহিলেন, শুন তপোধন।
এইরূপে ব্রহ্মা করে বিশ্বের সৃজন ॥
বিশ্বের সৃজন করি দেব প্রজাপতি।
সাবিত্রী সহিত করে রঙ্গরসে রতি ॥
কামুক বিহরে যথা কামুকীর সনে।
তথা বিধি করে কেলি আনন্দিত মনে ॥
এই ভাবে কেলি করে ব্রহ্মা ভগবান্।
সাবিত্রী দেবীতে শেষে করে গর্ভাধান ॥
শত বর্ষ কাল সহি গর্ভের যাতনা।
প্রসূতা হইলা দেবী প্রফুল্ল-বদনা ॥
প্রসব করিলা দেবী বেদ-চতুষ্টয়।
তর্ক ব্যাকরণ আদি শাস্ত্র সমুদয় ॥
ছত্রিশ রাগিণী আর জন্মে ছয় রাগ।
চারি যুগ প্রসবিলা শুন মহাভাগ ॥
বর্ষ মাস ঋতু তিথি দণ্ড দিন ক্ষণ।
রাত্রি বার সন্ধ্যা উষা করে উৎপাদন ॥
পুষ্টি, দেবসেনা, মেধা, জয়া ও বিজয়া।
কৃত্তিকা, করণ-আদি সৃজিলা অভয়া ॥
কার্ত্তিকেয়-প্রিয়া সাধ্বী দেবসেনা যিনি।
তার নাম মহাষষ্ঠী শিশুর রক্ষিণী ॥
মাতৃকার প্রধানা সে শিশুর দেবতা।
শিশুদের রক্ষা কার্য্যে সর্ব্বদাই রতা ॥
পতিপ্রাণা দেবী পরে করিলা প্রসব।
কল্পত্রয় নিত্য আর নৈমিত্তিক সব ॥
অবশেষে জনমিল চারিটি প্রলয়।
মৃত্যু নামে কন্যা আর ব্যাধি সমুদয় ॥
প্রসব করিয়া দেবী প্রফুল্ল-অন্তরে।
মহাসুখে সকলেরে স্তন্য দান করে ॥
সাবিত্রী জঠরে জন্মে পুত্রকন্যাগণ।
তাহা দেখি পদ্মাসন আনন্দে মগন ॥
অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা-পৃষ্ঠ হ'তে।
অধর্ম্ম পুরুষ এক জন্মিল জগতে ॥
অধর্ম্মের বামভাগে অলক্ষ্মী জন্মায়।
অধর্ম্মের পত্নী বলি সবে জানে তায় ॥
ব্রহ্মা-নাভি-দেশ হ'তে জন্মিল তখন।
শিল্পিশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মা, অষ্ট বসুগণ ॥
মানস হইতে তাঁর চারিটি কুমার।
লভিল জনম সবে তেজস্বী অপার ॥
সকলের দেহ যেন ব্রহ্মাতেজোময়।
সকলেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী জানিও নিশ্চয় ॥
সনক, সনন্দ আর সনৎকুমার।
সনাতন নাম এই অতি চমৎকার ॥
ব্রহ্মার বদন হ'তে জন্মে চিত্তহারী।
স্বায়ম্ভুব মনু-নাম দিব্যরূপধারী ॥
সস্ত্রীক সুন্দর যুবা তেজস্বী কুমার।
উজ্জ্বল সুবর্ণকান্তি রূপের আধার ॥
ক্ষত্রিয়ের মূল তিনি অতি ভাগ্যবান্।
শতরূপা পত্নী সাথে রহে বিদ্যমান ॥
শতরূপা পত্নী তার সাধ্বী অতিশয়।
কমলার অংশ বলি অতি পুণ্যময় ॥
অনন্তর পুত্রগণে ডাকি পদ্মাসন।
অনুমতি করিলেন সৃষ্টির কারণ ॥

কৃষ্ণপরায়ণ সেই পুত্রেরা ত্বরায়।
অস্বীকার করি সবে গেল তপস্যায় ॥
এইরূপে আজ্ঞা তাঁর করে প্রত্যাখ্যান।
মহাক্রুদ্ধ হইলেন ব্রহ্মা ভগবান্ ॥
একাদশ রুদ্র জন্মে ললাটে তখন।
ব্রহ্মতেজে জ্যোতির্ম্ময় বহ্নির মতন ॥
নামেতে কালাগ্নিরুদ্র রুদ্রের ঈশ্বর।
সবার সংহারকারী অতি ভয়ঙ্কর ॥
তমোগুণাশ্রয়ী তিনি এ বিশ্ব মাঝার।
প্রজাপতি ব্রহ্মা শুধু রজোগুণাধার ॥
শিব বিষ্ণু শুধু মাত্র সত্ত্বগুণে গুণী।
শ্রীকৃষ্ণ নির্গুণ নিত্য হে শৌনক মুনি ॥
জ্ঞানহীন মূর্খ যারা তারা শুধু কয়।
সত্ত্বগুণী মহেশ্বরে তমোগুণাশ্রয় ॥
সৌতি কহে অনন্তর শুন গুণধাম।
অবশিষ্ট আছে যত রুদ্রদের নাম ॥
মহান্, মহাত্মা আর ভয়ঙ্কর, রুচি।
ঋতুধ্বজ, মতিমান, পিঙ্গলাক্ষ, শুচি ॥
ভীষণ ও ঊর্দ্ধকেশ এই দশ জন।
বিদিত সকল দেশে খ্যাতিপরায়ণ ॥
সৌতি কহে, শুন শুন তাপস-নিকর।
পিতামহ সৃষ্টি যাহা করে অতঃপর ॥
ব্রহ্মার দক্ষিণ কর্ণ হ'তে অনন্তর।
আবির্ভূত হইলেন পুলস্ত্য প্রবর ॥
পুলহ জন্মিল পরে বাম কর্ণ হ'তে।
নেত্র হ'তে অত্রি, ক্রতু জন্মিল জগতে ॥
অরণি নাসায় আর অঙ্গিরা মুখেতে।
দক্ষরাজ জন্মিলেন দক্ষিণ পার্শ্বেতে ॥
বামে জন্মে ভৃগু মুনি ছায়াতে কর্দ্দম।
নাভি হ'তে পঞ্চশিখ অতি মনোরম ॥
বক্ষঃস্থলে বোঢ় জন্মে, নারদ কণ্ঠেতে।
মরীচি উদ্ভূত হ'ল ব্রহ্মার স্কন্ধেতে ॥
হরিভক্তরূপে যার ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ।
হরিনামে হয় সর্ব্ব পাপের বিনাশ ॥

প্রচেতা, বশিষ্ঠ জন্মে ওষ্ঠে রসনায়।
হংসী, যতি অতঃপর কুক্ষিতে জন্মায় ॥
এইরূপে সৃষ্টিকার্য্য করিয়া যতনে।
পুত্রগণে ডাকিলেন পুলকিত মনে ॥
যত যত পুত্র তিনি করেন সৃজন।
ব্রহ্মাবিদ্যমানে হ'ল সবার মিলন ॥
প্রথমে নারদে ডাকি পিতামহ কহে।
কর বৎস আচরণ সৃষ্টি যাতে রহে ॥
পিতার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নারদ বিনয়ভাবে কহেন তখন ॥
ক্ষমা কর প্রভু মোরে, নিবেদি চরণে।
সক্ষম না হব আমি আদেশ পালনে ॥
পিতা হ'য়ে কি কারণে আমাদের প্রতি।
সংসারী হইতে প্রভু কর অনুমতি ॥
এইরূপ আজ্ঞা দান না হয় উচিত।
মহাত্মারও হইয়াছে বুদ্ধি বিপরীত ॥
বিচার করুন প্রভু পুত্র যে সবাই।
সবাই সমান তাহে সংশয় ত নাই ॥
তপস্যাচরণ কর কাহারেও দান।
কাহারে বিষয় দাও বিষের সমান ॥
যেজন নিমগ্ন হয় সংসার-সাগরে।
দুঃখ কষ্ট ভোগ করে কোটি কল্প ধ'রে ॥
যেজন নিস্তার-কর্ত্তা যিনি কৃপাময়।
ভক্তের বৎসল যিনি সকল সময় ॥
সকলের আদি যিনি একমাত্র গতি।
যাঁর কৃপা নিরন্তর ভক্তদের প্রতি ॥
সত্ত্ব ও নির্ম্মল যিনি, ত্যাগ করি তাঁরে।
সংসারে নিমগ্ন হ'তে কোন্ মূঢ় পারে ॥
কহ পিতঃ, ত্রিভুবনে মূঢ় আছে কেবা।
যেইজন নাহি চায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা ॥
সুধা হ'তে সুমধুর কৃষ্ণের ভজন।
বিষয়ের বিষ পান করে কোন্ জন ॥
জানিলাম মায়াময় এ ভব-সংসার।
তুচ্ছ ও নশ্বর মাত্র মৃত্যুর আগার ॥

স্বপ্নসম মিথ্যা মাত্র অকিঞ্চিৎকর।
তথাপি মূর্খের কাছে অতি মনোহর॥
রমণী ভুজঙ্গী-সম এ বিশ্ব-সংসারে।
ভজিলে রহিতে হবে ভব-কারাগারে॥
অতএব ক্ষমা কর, ভিক্ষা আমি চাই।
সংসারের পাপচক্রে ডেকো না গোঁসাই॥
ইহা শুনি প্রজাপতি অতিশয় ক্রোধে।
শাপ দিলা অনন্তর তনয় নারদে॥
ক্রোধ-ভরে অঙ্গ তাঁর কাঁপে থর থর।
গণ্ড হ'ল রক্তবর্ণ কাঁপে ওষ্ঠাধর॥
ব্রহ্মা কহে, হে নারদ! শাপের প্রভাবে।
তব তত্ত্বজ্ঞান সব লুপ্ত হ'যে যাবে॥
মৃগ সম নারী-লুব্ধ লম্পটের মত।
শৃঙ্গারের অভিলাষী থাকিবে সতত॥
শৃঙ্গার-শাস্ত্রেতে তুমি পারদর্শী হবে।
কামুক জনের তুমি গুরুরূপে রবে॥
গন্ধর্ব্বগণের হবে পুরুষ প্রথম।
সুচির যৌবন তব কণ্ঠ মনোরম॥
বহু খ্যাতি হবে তব বীণার বাদনে।
প্রাজ্ঞ মিষ্টভাষী বলি বিখ্যাত ভুবনে॥
শ্রীউপবর্হণ নাম হইবে তোমার।
পঞ্চাশ রমণী লযে করিবে বিহার॥
বিলাসিনী সহ করি নির্জ্জনে বিহার।
লক্ষযুগ পরে পুনঃ শাপেতে আমার॥
দাসীপুত্ররূপে তুমি জন্মিবে তখন।
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট সদা করিবে ভোজন॥
পরিশেষে ভগবান্ কৃষ্ণের দয়ায।
হে নারদ, মম পুত্র হবে পুনরায়॥
সেই কালে হবে তব শাপ অবসান।
পুনর্ব্বার দিব তোমা দিব্য তত্ত্বজ্ঞান॥
মম অভিশাপে তুমি কিছুকাল ধ'রে।
মহাকষ্ট ভোগ কর সংসার-সাগরে॥
এত বলি প্রজাপতি নিবৃত্ত হইল।
করযোড়ে শ্রীনারদ কহিতে লাগিল॥

অশ্রুতে ভাসিল বুক মলিন বদন।
পিতার বচন শুনি করিল রোদন॥
রোদন করিযা পুনঃ নারদ তখন।
পিতারে সম্বোধি কন মধুর বচন॥
নারদ কহিল, ক্রোধ কর সম্বরণ।
তনযের প্রতি কেন ক্রোধ অকারণ॥
জগতের গুরু তুমি তাপস ঈশ্বর।
শোভা নাহি পায কোপ পুত্রের উপর॥
বিরুদ্ধ আচারী যদি পুত্র কভু হয।
সুধীগণ অভিশাপ দেন সে সময॥
পণ্ডিত হইয়া প্রভু দিলে অভিশাপ।
নিরীহ তপস্বী পুত্রে নির্ম্মল নিষ্পাপ॥
যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে এখন।
কৃপা করি বর দান করুন ব্রহ্মন্॥
যে যোনিতে জন্মি যেন হরিভক্ত হই।
হরিনাম গান যেন করি সততই॥
বিশ্ববিধাতার পুত্র হইয়া যে জন।
হরিনাম নাহি করে ভক্তিশূন্য মন॥
সেজন অধম বড় অতি হীনমতি।
শূকর হইতে সেও অপকৃষ্ট অতি॥
শূকরযোনিতে জন্মি যদি কোনো জন।
জাতিস্মর হয আর হরিপরায়ণ॥
আপন ধর্ম্মের বলে অবশ্য সেজন।
অনাযাসে গোলোকেতে করিবে গমন॥
এক মুখে কত করি হরিগুণ গান।
বৈষ্ণবেরা নিত্য করে ভক্তিরস পান॥
পুণ্যভূমি ভারতেতে ভক্ত যত নরে।
হরিমন্ত্রে দীক্ষা লভি মুক্তি লাভ করে॥
কোটি পুরুষের সাথে মুক্ত তারা হয।
কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ কিছু নাহি রয়॥
পুত্র ও কলত্র, শিষ্য, সেবক, বান্ধবে।
যে জন সুপথে লয় সদ্গতি সে লভে॥
যে গুরু বিশ্বস্ত শিষ্যে কুপথেতে লয।
মুক্তি নাহি যতদিন চন্দ্র সূর্য্য রয॥

যে গুরু, যে পিতা, স্বামী এ বিশ্ব সংসারে।
শ্রীহরির প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিতে নারে॥
সেই গুরু, পিতা, স্বামী অযোগ্য সবার।
তাদের সম্মান করা বিড়ম্বনা সার॥
গুরু হ'যে পাপ পথে প্রবর্ত্তিত করে।
কুম্ভীপাক নরকেতে সেই বাস করে॥
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য রহে বিদ্যমান।
ততদিন তার জন্য নরকবিধান॥
সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ আমি নাহি কোন পাপ।
তথাপি আমারে তুমি দিলে অভিশাপ॥
হিংসা যদি করে কেহ অন্যের উপর।
প্রতিহিংসা সুবিধেয় জ্ঞাত চরাচর॥
সেই হেতু আমি তোমা দিনু অভিশাপ।
অপূজ্য হইবে বিশ্বে তোমার প্রতাপ॥
তন্ত্র-মন্ত্র-কবচাদি যতেক তোমার।
বিলুপ্ত হইবে সব অবনী মাঝার॥
সাধারণ জন মত রহিবেক তুমি।
অবজ্ঞা করিবে তোমা এই বিশ্বভূমি॥
অতীত হইলে পরে কাল কল্পত্রয়।
যথারীতি পূজা তুমি পাবে সে সময়॥
একবার মাত্র পূজা, ব্রত আর যাগে।
রহিল কেবল মাত্র ব্রহ্মা তব ভাগে॥
আর সব নষ্ট হবে শুন হে ব্রহ্মন্।
দেবতা প্রভৃতি তব করিবে বন্দন॥
যজ্ঞাদিতে তব অংশ অন্য দেবে লবে।
নামমাত্র পূজা শুধু তোমাব বহিবে॥
নারদের কথা শুনি অতি ক্ষুব্ধ প্রাণ।
দেবের সভায় ব্রহ্মা করে অবস্থান॥
দুঃখিত হৃদয অতি দেব পদ্মাসন।
সর্ব্বজনে দেখে তার মলিন বদন॥
হে শৌনক, শ্রীনারদ পিতার শাপেতে।
গন্ধর্ব্ব হইল উপবর্হণ নামেতে॥
সে জন্ম ত্যজিযা পরে দাসীপুত্ররূপে।
লভিল আবার জন্ম মোহ-অন্ধকূপে॥
কৃষ্ণের প্রসাদে পরে শাপমুক্ত হয।
দিব্যজ্ঞান দান করে ব্রহ্মা মহোদয॥
নারদ রূপেতে পূজ্য হইল ধীমান্।
মহর্ষি নামেতে পরে হ'ল খ্যাতিমান্॥
সৌতি কহে, শুন শুন তপোধনগণ।
সে সব বিস্তারি ক্রমে করিব বর্ণন॥
পুরাণে অমৃতকথা সার হ'তে সার।
শুনিলে সেজন হয ভবসিন্ধু পার॥
ব্রহ্মখণ্ড পুরাণের অষ্টম অধ্যায।
বর্ণিলেক দেবস্মৃত সহ উপাধ্যায॥

ব্রহ্মখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

● নবম অধ্যায়

কশ্যপাদিব সৃষ্টি, মঙ্গলেব উৎপত্তি, চন্দ্রের প্রতি দক্ষের অভিশাপ ইত্যাদি।

এত বলি সৌতি মুনি করিল বর্ণন।
যে ভাবে হইল সব অপর সৃজন॥
অনন্তর ভগবান্ সৃষ্টির কারণে।
অনুমতি করিলেন অন্য পুত্রগণে॥
পাইযা আদেশ যত তনয-নিচয।
সৃষ্টির কারণে চেষ্টা করে সমুদয॥
মরীচি-মানস হ'তে জন্মিলা কশ্যপ।
অত্রি হ'তে নিশাকব চন্দ্রের উদ্ভব॥
প্রচেতা-মানসে জন্মে গৌতম হরষে।
মৈত্রাবরুণের জন্ম পুলস্ত্য-মানসে॥
মনুপত্নী শতরূপা কবিলা প্রসব।
তিন কন্যা দুই পুত্র সুদর্শন সব॥
দিব্যরূপা তিন কন্যা পতিব্রতা সতী।
আকুতি ও দেবহূতি তৃতীয়া প্রসূতি॥
দুই পুত্র সুকুমার সর্ব্বগুণাধার।
নামেতে উত্তানপাদ প্রিযব্রত আর॥
ধ্রুব নামে জন্মে পুত্র উত্তানপাদেব।
বৈষ্ণবেব চূড়ামণি শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিকের॥

কিছুদিন গত হ'লে মনু ভগবান্।
রুচি মুনিবরে করে আকুতিরে দান ॥
দক্ষহস্তে অর্পিলেন কন্যা প্রসূতিরে।
দেবহূতি দান করে কর্দ্দম মুনিরে ॥
দেবহূতি-গর্ভে জন্মে কিছুকাল পরে।
বিখ্যাত কপিল মুনি খ্যাত চরাচরে ॥
অদ্ভুত সৃষ্টির লীলা শ্রুতি-সুখকর।
ক্রমে ক্রমে বর্ণিতেছি শুন ঋষিবর ॥
দক্ষের ঔরসে আর গর্ভে প্রসূতির।
ষষ্টি কন্যা জন্ম লয় অতি ধীর স্থির ॥
ধর্ম্ম লয় আট কন্যা, রুদ্র একাদশ।
ত্রয়োদশ কন্যা লয় কশ্যপ তাপস ॥
প্রকৃতি সতীরে লয় শিব ভগবান্।
সাতাশটি কন্যা করে চন্দ্র-হস্তে দান ॥
শুন শুন বিপ্রবর করি নিবেদন।
ধর্ম্মপত্নীদের নাম করিব কীর্ত্তন ॥
শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, মতি।
স্মৃতি নামে আট কন্যা মনোরমা অতি ॥
সন্তোষ জন্মিল পরে শান্তিগর্ভ হ'তে।
পুষ্টিগর্ভ হ'তে জন্মে মহান্ জগতে ॥
ধৃতিগর্ভে ধৈর্য্য জন্মে শুন মহাশয়।
তুষ্টিগর্ভে হর্ষ, দর্প দুই পুত্র হয় ॥
সহিষ্ণু ক্ষমার পুত্র, ধার্ম্মিক শ্রদ্ধার।
মতির গর্ভেতে পুত্র জ্ঞান নাম তার ॥
স্মৃতিপুত্র জাতিস্মর অতি সুমোহন।
মূর্ত্তিগর্ভে জনমিল নরনারায়ণ ॥
অষ্টপত্নী অতিরিক্ত মূর্ত্তি নামে আর।
ধর্ম্মের অপরা নারী জ্ঞাত সবাকার ॥
শুন শুন হে শৌনক ধর্ম্মপুত্রগণ।
সকলেই ছিলা অতি ধর্ম্মপরায়ণ ॥
সৌতি কহে বিপ্রবর শুন এই ক্ষণ।
রুদ্রপত্নীদের নাম করিব কীর্ত্তন ॥
কলাবতী, কলা, কাষ্ঠা, কন্দলী, ভীষণা।
কালিকা, কলহপ্রিয়া, প্রম্লোচা, ভূষণা ॥
রাম্না, শুকী একাদশ খ্যাত এই নামে।
বহু খ্যাতি সকলের এই ধরাধামে ॥
ইহাদের বহু পুত্র জন্মে অনন্তর।
সকলেই শিবভক্ত শিব-অনুচর ॥
শিবপত্নী সতী দেবী শুন শুন মুনি।
পিতা দক্ষরাজ মুখে পতিনিন্দা শুনি ॥
যজ্ঞের ভূমিতে ত্যজে নিজ-কলেবর।
হিমালয়-পত্নী-গর্ভে জন্মে অনন্তর ॥
মেনকার গর্ভে জন্ম লভিলেন সতী।
পুনরায় পাইলেন মহাদেবে পতি ॥
হে ধার্ম্মিক ঋষিবর শুন এই ক্ষণ।
কশ্যপপত্নীর নাম করিব কীর্ত্তন ॥
ত্রয়োদশ পত্নী তার করেছ শ্রবণ।
তাহাদের নাম সব করিব বর্ণন ॥
অদিতি দেবের মাতা, দৈত্যমাতা দিতি।
সর্পমাতা কদ্রু, তার আছে বহু খ্যাতি ॥
বিনতা পক্ষীর মাতা বিখ্যাত ভুবনে।
সুরভি গাভীর মাতা রাখিও স্মরণে ॥
সরমা অপরা পত্নী সারমেয়-মাতা।
দানবজননী দনু সর্ব্বলোকজ্ঞাতা ॥
এইরূপে বহু পত্নী কশ্যপ মুনির।
বহু জীব জন্ম দেয় এই পৃথিবীর ॥
আদিত্য দ্বাদশ আর উপেন্দ্র প্রভৃতি।
ইন্দ্র আদি দেবগণে প্রসবে অদিতি ॥
ইন্দ্রের ঔরসে আর গর্ভেতে শচীর।
জন্মিল জয়ন্তদেব অতি ধীর স্থির ॥
বিশ্বকর্ম্মা লভে কন্যা সবর্ণা নামেতে।
শনি আর যম তার জন্মিল গর্ভেতে ॥
কন্যা এক জন্ম লভে সবর্ণা-উদরে।
কালিন্দী তাহার নাম খ্যাত চরাচরে ॥
উপেন্দ্র ঔরসে আর ধরার উদরে।
জন্মিল মঙ্গল পুত্র খ্যাত চরাচরে ॥
শৌনক কহিলা প্রভু কহ দয়া ক'রে।
কিরূপে মঙ্গল জন্মে পৃথিবী-উদরে ॥

সৌতি কহে, হে শৌনক ! কর অবধান।
নির্জ্জনে উপেন্দ্র দেব আছেন শযান॥
চন্দন-পল্লবে শোভে মলয় পাহাড়।
চারুরত্ন-বিভূষিত সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার॥
শ্যামমূর্ত্তি উপেন্দ্রের হাস্য ওষ্ঠাধরে।
সমস্ত রমণীকুল তাঁরে ধ্যান করে॥
এ হেন সৌন্দর্য্য দেখি দেবী বসুমতী।
কামবাণে ব্যাকুলিতা হইলেন অতি॥
যুবতী নারীর বেশ করিয়া ধারণ।
সহাস্য বদনে যান রতির কারণ॥
সুবাসিত মাল্য আর কস্তূরী চন্দন।
উপেন্দ্রের গলদেশে দিলা সেইক্ষণ॥
কামবশে ধরাদেবী মূর্চ্ছাতুর হন।
ধরারে উন্মত্তা দেখি উপেন্দ্র তখন॥
ভগবান্ বুঝি তার মন্মথের পীড়া।
করিলেন তার সাথে বহুবিধ ক্রীড়া॥
মূর্চ্ছিত হইলা দেবী বীর্য্যাধান-ক্ষণে।
নিদ্রিতা বা মৃতা বলি হয় যেন মনে॥
বিপুল নিতম্ব তাহে স্খলিত বসন।
সুবিপুল স্তনভার অতি সুশোভন॥
রতিসুখে মূর্চ্ছা যায়, উপেন্দ্র তখন।
নিজ বক্ষে ধরি মুখ করিলা চুম্বন॥
নির্জ্জনেতে ধরণীবে ত্যজি ভগবান্।
অনন্তর স্বস্থানেতে করিলা প্রস্থান॥
উর্ব্বশী সে বিদ্যাধরী এমন সময।
অকস্মাৎ সেই স্থানে উপনীত হয॥
মূর্চ্ছিত দেখিযা তবে ধরণী দেবীরে।
অশেষ উপাযে জ্ঞান ফিরাইলা ধীরে॥
চেতনা পাইযা পরে দেবী বসুন্ধরা।
উর্ব্বশীরে সমুদয় কহিলেন ত্বরা॥
সম্ভোগ-দুর্ব্বলা দেবী হইলা কাতর।
উপেন্দ্রেব বীর্য্যে হ'ল ক্ষীণ কলেবর॥
অশক্তা হইলা দেবী সে বীর্য্য-ধারণে।
প্রবাল আকরে তাহা ফেলে সেইক্ষণে॥
উপেন্দ্রের বীর্য্য ব্যর্থ নহে কদাচন।
কুমার জন্মিল এক সূর্য্যের মতন॥
প্রবালের মত তার দেহ অবিকল।
বসুন্ধরা-পুত্র সেই বিখ্যাত মঙ্গল॥
মঙ্গলের পত্নী মেধা শুন বিপ্রবর।
তার গর্ভে জন্ম লয় তেজী ঘণ্টেশ্বর॥
ব্রণদাতা নামে ঘণ্ট সর্ব্বত্র প্রচার।
মহাতেজা বিষ্ণুসম বিপুল আকার॥
কশ্যপ-ঔরসে আর দিতির গর্ভেতে।
দুই পুত্র এক কন্যা জন্মিল ক্রমেতে॥
হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ নাম।
দিতিগর্ভে দুই পুত্র অতি গুণধাম॥
সিংহিকা নামেতে কন্যা জন্মিল তাহার।
রাহুগ্রহ পুত্র জন্মে দেবী সিংহিকার॥
নির্ঋতি অপর নাম দেবী সিংহিকার।
রাহুমাতা বলি তার মহিমা প্রচার॥
মাতৃনামে রাহু হ'ল জগতে বিদিত।
সৈংহিকেয এক নাম অপর নৈর্ঋত॥
বরাহের রূপধারী বিষ্ণু দয়াময।
হিরণ্যাক্ষে হত্যা করে যৌবন সময়॥
সে কারণে তার কোনো হযনি সন্তান।
হিরণ্যকশিপুপুত্র বৈষ্ণবপ্রধান॥
প্রহ্লাদ তাহার নাম আহ্লাদকারণ।
তার তুল্য বিষ্ণুভক্ত নাহি ত্রিভুবন॥
কৃষ্ণভক্ত প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন।
বিরোচন-পুত্র 'বলি' বিখ্যাত ভুবন॥
বলি-সম দাতা নাই এ তিন ভুবনে।
দাতৃকুলশ্রেষ্ঠ বলি সবাই বাখানে॥
বলিপুত্র বাণ ঋষি যোগিচূড়ামণি।
ভক্তিবলে শিবে বাধ্য করিলা আপনি॥
দিতি হ'তে যেই বংশ হইল সৃজন।
তা সবার কথা আমি করিনু বর্ণন॥
সৌতি কহে হে শৌনক শুন দিযা মন।
কদ্রুর বংশের কথা কহিব এখন॥

ভুজঙ্গনিচয় জন্মে কদ্রুর উদরে।
অসংখ্য তাদের সংখ্যা খ্যাত চরাচরে॥
অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, শঙ্খ, ধনঞ্জয়।
কর্কোটক, ঐরাবত, দুর্দ্ধর্ষ, দুর্জ্জয়॥
বল, মোক্ষ, সংবরণ, তক্ষক, দুর্ম্মুখ।
মহাপদ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্কু, গোকামুক॥
বিরূপ প্রভৃতি যত শ্রেষ্ঠ সর্পগণ।
ইহাদের বংশধর বলিয়া গণন॥
কদ্রুগর্ভে জন্মে কন্যা মহাতেজস্বিনী।
মনসা নামেতে খ্যাত বিশ্বধামে তিনি॥
বিবাহ করিলা তারে জরৎকারু মুনি।
আস্তিক জন্মিল তাহে বিষ্ণুতুল্য গুণী॥
কেহ যদি তার নাম করে উচ্চারণ।
সর্পভয় নাহি আর থাকে কদাচন॥
কদ্রুর বংশের কথা করিনু কীর্ত্তন।
এক্ষণে বিনতা-বংশ করিব বর্ণন॥
গরুড়, অরুণ তার দুই পুত্র হয়।
বিষ্ণু সমকক্ষ তারা সকল সময়॥
যাবতীয় পক্ষী জাতি বংশধর তার।
সারমেয় আদি জন্তু পুত্র সরমার॥
গো মহিষ আদি যত সুরভি-গর্ভের।
দনু দেবী জন্ম দিলা যত দানবের॥
অন্য অন্য জাতি সব কশ্যপ-তনয়।
জগতের সৃষ্টিহেতু আছে পরিচয়॥
কশ্যপের বংশকথা করিনু কীর্ত্তন।
চন্দ্রবংশ কথা এবে করহ শ্রবণ॥
মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, বিশাখা, অশ্বিনী।
ভরণী, অশ্লেষা, মঘা, ধনিষ্ঠা, রোহিণী॥
উত্তরফল্গুনী, হস্তা, শ্রবণা, রেবতী।
পূর্ব্বোত্তরভাদ্রপদী আর মূলা সতী॥
অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, চিত্রা, পূর্ব্বাষাঢ়া, আর।
উত্তর-আষাঢ়া, পুষ্যা অতি চমৎকার॥
শতভিষা, আর্দ্রা আর কৃত্তিকা, ফল্গুনী।
এই সপ্তবিংশ হয় চন্দ্রের রমণী॥
রোহিণী চন্দ্রের হন সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।
রসিকা সবার শ্রেষ্ঠা, রূপ রমণীয়॥
রসিকা রোহিণী নিজে চন্দ্রে বশ করে।
চন্দ্র নাহি ভাবে আর অন্য পত্নী তরে॥
রোহিণীর ভগিনীরা মহাদুঃখ-ভরে।
পিতা দক্ষরাজে সব নিবেদন করে॥
তাহাদের মুখে শুনি দুঃখের কাহিনী।
শাপ দেন শশধরে ক্রুদ্ধ হ'য়ে তিনি॥
শাপের প্রভাবে তার হয় যক্ষ্মারোগ।
অশেষ যন্ত্রণা আর অনন্ত দুর্ভোগ॥
দিন দিন কলেবর ক্ষীণ তার হয়।
মলিন-বদন চন্দ্র ক্লিষ্ট অতিশয়॥
উপায় না দেখি কোন চন্দ্র মহাশয়।
অবশেষে শঙ্করের লইলা আশ্রয়॥
কৃপাময় মহাদেব রোগমুক্ত ক'রে।
আপন ললাটে স্থান দেন শশধরে॥
মস্তকে ধরিয়া সেই চন্দ্রে অনন্তর।
নামেতে চন্দ্রশেখর বিখ্যাত শঙ্কর॥
হে শৌনক অনন্তর দক্ষকন্যাগণ।
চন্দ্রের অবস্থা শুনি করিলা রোদন॥
রোগমুক্ত শশধর শিবের শিখরে।
সকলের কথা ভুলি অবস্থান করে॥
পতির বিয়োগ-দুঃখে সকলে কাতর।
দক্ষের নিকটে গিয়া কাঁদে অনন্তর॥
কহিল কাতরে, পিতঃ! শুন নিবেদন।
মো সবার দুর্ভাগ্যের না হবে খণ্ডন॥
দক্ষকন্যাগণ কাঁদে শিরে হানি কর।
মোদের ছাড়িয়া গেল স্বামী শশধর॥
স্বামীর সোহাগ তরে করিনু প্রার্থনা।
অদৃষ্টের পরিহাসে না পূরে বাসনা॥
স্বামী বিনা চতুর্দ্দিক হেরি অন্ধকার।
লোচন-স্বরূপ পতি, পতি মাত্র সার॥
কুলকামিনীর কাছে পতি মাত্র গতি।
জীবন-স্বরূপ তিনি আঁধারের জ্যোতি॥

পতির সেবায় তুষ্ট-দেবতা সকল ।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল ॥
সংসারের সেতু পতি, পতি নারায়ণ ।
পতির সেবাই ব্রত ধর্ম্ম সনাতন ॥
পতির সেবায় যারা পরাঙ্মুখ হয় ।
কদাপি তাদের নাহি শুভ ফলোদয় ॥
তীর্থস্নান, দান, ব্রত, দেবতা-অর্চ্চন ।
স্বামি-সেবা হ'তে নহে শ্রেষ্ঠ কদাচন ॥
স্বামিপদ-সেবা, পিতঃ, একমাত্র সার ।
রমণীর পতি বিনা গতি নাহি আর ॥
সন্তান স্বামীর অংশ প্রধান আত্মীয় ।
শতপুত্র হ'তে স্বামী রমণীর প্রিয় ॥
অসতী রমণী যারা হীন-বংশ-জাত ।
পতি-নিন্দা নিরন্তর করে তারা তাত ॥
পতি যদি হয় দুষ্ট নির্গুণ নির্ধন ।
সাধ্বী নারী নাহি তারে ত্যজে কদাচন ॥
যে নারী বিদ্বেষবশে পতি ত্যাগ করে ।
কালসূত্র নরকেতে থাকে চিরতরে ॥
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য রহে বিদ্যমান ।
অনন্ত নরকে সেই করে অবস্থান ॥
দংশন করিবে তারে কীট ভয়ঙ্কর ।
মূত্র আর পচা মাংস খাবে নিরন্তর ॥
নরকের ভোগশেষে সে হতভাগিনী ।
বহুকোটি জন্ম ধরি হইবে গৃধিনী ॥
শূকর শ্বাপদ রূপে শত শত বার ।
সে কুলটা জন্ম লবে সংশয় কি তার ॥
অনন্তর পুণ্যফলে নরজন্ম লয় ।
বিধবা, দরিদ্র আর রোগী হ'যে রয় ॥
হে পিতঃ, আপন গুণে পতি কর দান ।
পতি বিনা আমাদের নাহি বাঁচে প্রাণ ॥
পতিছাড়া হ'য়ে বল জীবনে কি ফল ।
দুর্বহ মোদের প্রাণ জনম বিফল ॥
উপায় না কর যদি পিতা মহাশয় ।
এ জীবনে নাহি কাজ, শমন আশ্রয় ॥
তনয়া-দুঃখের কথা বড়ই করুণ ।
শুনিয়া দক্ষের হইল নয়ন অরুণ ॥
প্রজাপতি দক্ষরাজ করিয়া শ্রবণ ।
শঙ্করের সন্নিধানে চলে সেই ক্ষণ ॥

● শিবের নিকট দক্ষের গমন ও দক্ষকন্যাগণের পুনরায় পতিলাভ।

সৌতি মুনি কহিলেন শুন তপোধন ।
রোষভরে চলে দক্ষ যথা পঞ্চানন ॥
কন্যাদের দুঃখ শুনি কাতর অন্তরে ।
উপনীত হইলেন শিবের গোচরে ॥
দক্ষেরে দেখিয়া শিব করে গাত্রোত্থান ।
ভূমিষ্ঠ হইয়া করে তাঁহাকে প্রণাম ॥
শ্বশুরে প্রণাম করি, শিব মৃদু হাসে ।
সবার কুশল বার্ত্তা প্রথমে জিজ্ঞাসে ॥
কি হেতু এসেছ প্রভু, কৈলাস আলয় ।
কিবা কার্য্যে সহায়তা করিব নিশ্চয় ॥
শিবের ভাষণ শুনি পুলকিত অতি ।
ক্রোধ সংবরণ করে দক্ষ মহামতি ॥
দক্ষ কহে, মহেশ্বর, কহিতেছি আমি ।
শশধর কন্যাদের প্রাণপ্রিয় স্বামী ॥
পতিরে না হেরি তারা হইল কাতর ।
জামাতা প্রদান কর, হে ভোলা শঙ্কর ॥
জামাতা বিধুরে যদি না কর প্রদান ।
তোমারে করিব মহা অভিশাপ দান ॥
ক্রুদ্ধ যদি হই আমি, শোন দিগম্বর ।
তোমারে রক্ষিতে নারে এই চরাচর ॥
দক্ষের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
কহিলেন পঞ্চানন মধুর বচন ॥
শাস্ত্রের বচন তুমি জানহ নিশ্চয় ।
আশ্রিত জনেরে ত্যাগ উচিত না হয় ॥
শশধরে ঠাঁই আমি দিয়েছি শিরেতে ।
বলো না আমায় তুমি তাহারে ত্যজিতে ॥

যদ্যপি জীবন যায়, তথাপি মঙ্গল ।
তবু না ছাড়িয়া দিব দেব শশধর ॥
দক্ষরাজে সম্বোধিয়া কহিলা শঙ্কর ।
শাপভয়ে নহে মোর কাতর অন্তর ॥
শিবমুখে হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
শাপিতে উদ্যত দক্ষ হয় সেইক্ষণ ॥
রোষে থর থর কাঁপে অতি ক্রুদ্ধ মন ।
মহাদেব শ্রীহরিরে করিলা স্মরণ ॥

কোথা হরি নারায়ণ
সর্ব্বভয় নিবারণ
আশ্রিতজন রক্ষণ
কর এই ক্ষণে ।

কোন পাপে নাহি মন
দক্ষরাজা অকারণ
অভিশাপ বরিষণ
করে ভক্ত জনে ॥

শাপভয়ে শশধর
আমারে করিল ভর
করুণা তাহার ’পর
করিনু যে আমি ।

অপরাধ শুধু এই
অন্য কিছু মনে নেই
সুজনেরে সুজনেই
রক্ষা করে স্বামি ॥

ত্যজিয়া বৈকুণ্ঠধাম
পূর মম মনস্কাম
নহিলে তোমার নাম
কলঙ্কিত হ’বে ।

আশ্রিত যে জন তারে,
কেহ নাহি ত্যাগ করে,
তব শরণার্থী মরে
ত্রিলোকে ঘোষিবে ॥

শঙ্কর স্মরণে হরি শ্রীকৃষ্ণ ত্বরায় ।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপে আসিলা তথায় ॥
উভয়ে শ্রীভগবানে নমস্কার করে ।
আশীর্ব্বাদ করি কৃষ্ণ কহিলা শঙ্করে ॥
কৃষ্ণ কহিলেন, শিব জানিও সদাই ।
আত্মা হ’তে প্রিয় বস্তু কোন স্থানে নাই ।
দক্ষরাজে শশধর করি সমর্পণ ।
শাপ হ’তে আত্মরক্ষা কর এই ক্ষণ ॥
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য ধীর স্থির অতি ।
সর্ব্বজীবে সমদর্শী অতি শান্তমতি ॥
হিংসা দ্বেষ ক্রোধ কোপ তোমারে না সাজে ।
জামাতা ফিরায়ে তুমি দাও দক্ষরাজে ॥
দক্ষ প্রজাপতি অতি স্বভাব-কোপন ।
না করিও কভু তার বিরুদ্ধাচরণ ॥
শিষ্ট জন দুর্দ্ধর্ষেরে সদা ভয় পায় ।
দুরন্ত দুর্দ্ধর্ষ জন কারে না ডরায় ॥
শ্রীহরির মুখে শুনি নীতির বচন ।
মহাদেব হাস্যমুখে কহিলা তখন ॥
শঙ্কর কহিলা ধীরে প্রভু নারায়ণ ।
অন্যায় আদেশ মোরে কর কি কারণ ॥
আজ্ঞা যদি কর প্রভু দিতে পারি সব ।
সিদ্ধি তেজ সম্পদ্ বা তপস্যা বিভব ॥
তব আজ্ঞা শিরে ধরি দিতে পারি প্রাণ ।
শরণাগতেরে আমি না করিব দান ॥
যে জন শরণাগতে পরিত্যাগ করে ।
ধর্ম্ম তারে ছাড়ি যায় চিরদিন তরে ॥
তোমার চরণে প্রভু করি নিবেদন ।
ধর্ম্ম ত্যাগ আমি নাহি করিব কখন ॥
আপনি বেদের কর্ত্তা, কহ সনাতন ।
কিরূপে এক্ষণে করি ধর্ম্মের রক্ষণ ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা তুমি প্রভু ।
তোমার যে ভক্ত তার ভয় নাই কভু ॥
যদ্যপি তোমার প্রতি ভক্তি মোর থাকে ।
দক্ষ-রাজ-তুচ্ছ কথা ভাবি না তোমাকে ।

কৈলাস ত্যজিতে পারি মুহূর্ত্ত ভিতরে।
কিন্তু না ছাড়িতে পারি আশ্রিত জনেরে॥
শঙ্করের কথা শুনি প্রীত ভগবান্।
অর্দ্ধচন্দ্র দক্ষরাজে করিলেন দান॥
সেই হ'তে অর্দ্ধচন্দ্র শিবভালে রয়।
বিষ্ণুদত্ত অপরার্দ্ধ দক্ষ রাজা লয়॥
যক্ষ্মারোগে ভোগে সেই অর্দ্ধ শশধর।
তা দেখিয়া দক্ষরাজা শিরে হানে কর॥
বিষণ্ণ অন্তর তার অতি ঘোরতর।
দক্ষরাজ স্তব করে কৃষ্ণে অতঃপর॥
দক্ষেরে কাতর দেখি গোলোকবিহারী।
শশধরে দেন বর করুণা প্রসারি॥
হরি কহে আজ হ'তে চন্দ্র প্রতিদিন।
এক পক্ষ পূর্ণ হবে এক পক্ষ ক্ষীণ॥
এত বলি ভগবান্ করিলা প্রস্থান।
শশধরে দক্ষ করে কন্যাদের দান॥
দীর্ঘকাল ব্যবধানে পাইয়া পতিরে।
দক্ষের সাতাশ কন্যা আনন্দে বিহরে॥
সেই হ'তে শশধর প্রণয়িনী সাথে।
আহ্লাদে বিহার সদা করে দিবারাতে॥
দক্ষভয়ে ভীত সদা দেব শশধর।
সকলেরে সমভাবে করেন আদর॥
রোহিণীর তুল্য প্রিয়া অপর সকলে।
সমভাবে ভজে স্বামী অতি কুতূহলে॥
স্বামী ধ্যান স্বামী জ্ঞান অন্য কিছু নাই।
পতিপ্রাণা সতী নারী নাহি অন্য ঠাঁই॥
পুষ্করের তীর্থে যাহা করিনু শ্রবণ।
সমুদয় সৃষ্টিক্রম করিনু বর্ণন॥
বৈবর্ত্তপুরাণে এই নবম অধ্যায়।
দেবসুত প্রীতে তাহা বচে উপাধ্যায়॥

ব্রহ্মখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়

ঋষিবর্গ ও কুবেরের জন্মবৃত্তান্ত।

সৌতি কহে পুনর্ব্বার শুন দ্বিজবর।
সৃষ্টির কীর্ত্তন করি শুন অতঃপর॥
চ্যবন ও শুক্র দুই ভৃগুর তনয়।
ক্রতু-পত্নী ক্রিয়া-গর্ভে বালখিল্য হয়॥
অঙ্গিরার তিন পুত্র অতি গুণধর।
মুনিশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি উতথ্য সম্বর॥
শক্তি নামে মুনিবর বশিষ্ঠ-তনয়।
পরাশর মুনি তার ঔরসেতে হয়॥
ভুবন-বিখ্যাত ব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।
পরাশর পুত্ররূপে নিজে জন্ম লন॥
মহর্ষি ব্যাসের পুত্র শুক তাঁর নাম।
শিবাংশ বলিয়া খ্যাত অতি গুণধাম॥
বিশ্রবা পুলস্ত্যপুত্র শ্রেষ্ঠ মুনিবর।
কুবের নামেতে তাঁর পুত্র ধনেশ্বর॥
শৌনক কহিলা বড় অপরূপ কথা।
ধনেশের জন্মবার্ত্তা না বুঝি সর্ব্বথা॥
একবার কহ যারে কৃষ্ণের তনয়।
বিশ্রবার পুত্র সেই পুনঃ কিসে হয়॥
সৌতি কহে সত্য কথা শোন হে শৌনক।
পূর্ব্বেতে বলেছি, কৃষ্ণ কুবের-জনক॥
কুবের শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র লাভ ব্রহ্মশাপ।
দেহপাত করি পরে ঘুচাইল তাপ॥
পরজন্মে লভে দেহ বিশ্রবার ঘরে।
কহিতেছি সেই কথা সবার গোচরে॥
পড়িল উতথ্য মুনি গুরুর সমীপে।
প্রচেতা দক্ষিণা মাগে স্বর্ণমুদ্রারূপে॥
তখন উতথ্য মুনি প্রচেতার তরে।
কোটী স্বর্ণমুদ্রা আসি চান ধনেশ্বরে॥
অর্থের মমতা হেতু কুবের তখন।
হইলেন সমধিক বিষণ্ণ-বদন॥

হেরিয়া উতথ্য তাঁর বিষণ্ণ বদন।
শাপ দিয়া ধনেশ্বরে করিলা দহন ॥
বিশ্রবার পুত্ররূপে পুনর্জ্জন্ম হয়।
একারণে ধনেশ্বরে বৈশ্রবণ কয় ॥
কুবের ব্যতীত আরো তিনটী নন্দন।
বিশ্রবার ঔরসেতে লভিল জনম ॥
রাবণ একের নাম বিদিত ভুবনে।
কুম্ভকর্ণ তারপর জানে সর্ব্বজনে ॥
তারপর বিভীষণ লভেন জনম।
ধার্ম্মিকের চূড়ামণি হরিপরায়ণ ॥
পুলহ মুনির পুত্র বাৎস্য নাম তার।
শাণ্ডিল্য রুচির পুত্র অতি চমৎকার ॥
সাবর্ণি গৌতমপুত্র অতি সদাশয়।
কাশ্যপ নামেতে পুত্র কশ্যপের হয় ॥
বৃহস্পতি-পুত্র হয় ভরদ্বাজ গুণী।
পঞ্চ গোত্র-প্রবর্ত্তক এই পঞ্চ মুনি ॥
চতুর্ম্মুখ-মুখ হ'তে অন্য দ্বিজগণ।
গোত্রহীন হ'যে করে জনম গ্রহণ ॥
নানাদেশে নানাস্থানে করে অবস্থিতি।
নাহিক সম্বন্ধ পঞ্চগোত্রের সংহতি ॥
এত বলি সৌতি মুনি প্রফুল্লিত মন।
ক্ষত্রিয় সৃষ্টির কথা করেন বর্ণন ॥
চন্দ্র সূর্য্য মনু হ'তে উৎপন্ন যাহারা।
ক্ষত্রিয় নামেতে খ্যাত হইল তাহারা ॥
এই তিনজন হ'তে জন্মে খ্যাতিমান্।
ক্ষত্রিয় মাঝারে তারা সবার প্রধান ॥
ব্রহ্মা-বাহু হ'তে জন্ম হইল যাহার।
পূর্ব্ব-উক্ত ক্ষত্রিযই প্রধান তাহার ॥
প্রজাপতি-উরু হ'তে বৈশ্য জন্ম লয।
চরণে জন্মিল যারা শূদ্র তারে কয় ॥
ভিন্ন জাতি মিলনেতে সন্তান যে হয়।
বর্ণের সঙ্কর তাবে সকলেই কয় ॥
তাম্বুলী মোদক গোপ বণিক নাপিত।
সৎশূদ্র নামে তারা হয় অভিহিত ॥

বৈশ্য হ'তে শূদ্রা-গর্ভে জন্মিল যাহারা।
করণ নামেতে খ্যাত হইল তাহারা ॥
ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্মে বৈশ্যা-গর্ভে যারা।
অম্বষ্ঠ নামেতে খ্যাত হইল তাহারা ॥
শূদ্রা-গর্ভে বিশ্বকর্ম্মা লভে অনন্তর।
নয় পুত্র শিল্পকার অতি গুণধর ॥
মালাকার কর্ম্মকার কুবিন্দক আর।
কুম্ভকার শঙ্খকার আর সূত্রধার ॥
কংসকার চিত্রকার স্বর্ণকার যারা।
বর্ণের সঙ্কর আর শিল্পকার তারা ॥
ছয় পুত্র শিল্পশাস্ত্রে হইল পণ্ডিত।
তিন পুত্র ব্রহ্মশাপে হইল পতিত ॥
সূত্র-চিত্র-স্বর্ণশিল্প যাহারা ধরিল।
ব্রহ্মশাপে তাহারাই পতিত হইল ॥
এই তিনে যেই বিপ্র যাজকতা করে।
পতিত বলিযা হয গণ্য ত্রিসংসারে ॥
এতেক শুনিয়া বাক্য সৌতির সকাশে।
শৌনকাদি মুনিগণ তাঁহারে জিজ্ঞাসে ॥
মহামতি বিশ্বকর্ম্মা দেবের পূজন।
কি কারণে করিলেন শূদ্রাণী ভজন ॥
তিন পুত্র কি কারণে ব্রহ্মশাপে পড়ে।
শুনিতে বাসনা মোর কহ দয়া ক'রে ॥
সন্দেহ জন্মিছে মনে, ওহে মুনিবর।
বিস্তারিয়া কহ শুনি তাপসপ্রবর ॥
পুরাণে অভিজ্ঞ তুমি ওহে মহামতি।
সন্দেহ নাশিতে আর কাহাব শকতি ॥
অতএব কর মোর সন্দেহ ভঞ্জন।
কহিযা এসব তত্ত্ব পূব আকিঞ্চন ॥
পুরাণে মধুর কথা অমৃত সমান।
শুনিলে সেজন পায দিব্যতত্ত্বজ্ঞান ॥

● ঘৃতাচী-উপাখ্যান।

সৌতি মুনি কহিলেন, শুন তপোধন।
জিজ্ঞাসিলে যাহা তুমি কহিব এখন॥
ঘৃতাচী নামেতে ছিল স্বর্গ-বিদ্যাধরী।
তাহার কাহিনী এবে নিবেদন করি॥
একদা কামার্ত্তা হ'য়ে মনোহর বেশে।
ঘৃতাচী চলেন সুখে পুষ্কর প্রদেশে॥
বিশ্বকর্ম্মা অপরূপ রূপ দেখি তার।
কামের উদয় হ'ল অন্তর মাঝার॥
ভুবনমোহিনী রূপ নবীন-যৌবনা।
মনোহর অঙ্গলতা অতি সুদর্শনা॥
বিপুল নিতম্বভার পীন পযোধর।
ঘন ঘন নিক্ষেপিছে কটাক্ষের শর॥
বিশাল বর্ত্তুল স্তন কঠিন জঘন।
শরদিন্দু-বিনিন্দিত কমল-বদন॥
পক্ক বিম্বফল সম চারু ওষ্ঠাধর।
মৃদু মৃদু হাস্যে তাহা শোভে মনোহর॥
ললাটে কস্তূরী আর সিন্দুর চন্দন।
মণিকুণ্ডলের শোভা নয়ন-লোভন॥
রূপ দেখি বিশ্বকর্ম্মা হইল মোহিত।
ঘৃতাচীসকাশে গিয়া হ'ল উপনীত॥
মনোহরা ঘৃতাচীরে হেরি সে সময়।
কামশাস্ত্র-বিশারদ বিশ্বকর্ম্মা কয়॥
বিশ্বকর্ম্মা কহে অয়ি প্রাণ-প্রিয়তমা।
আমারে ত্যজিয়া কোথা যাও মনোরমা॥
ত্রিভুবনে করিলাম তব অন্বেষণ।
তোমা বিনা প্রাণ আমি দিব বিসর্জ্জন॥
সরস্বতী-তীরে আজি শোভা অতুলন।
মন্দ মন্দ বহিতেছে মলয পবন॥
পুষ্পোদ্যানে ফুটিয়াছে কত পুষ্পরাজি।
পুষ্পগন্ধে আমোদিত চতুর্দ্দিক আজি॥
তুমি অতি রূপবতী আমি রূপবান।
উভযে সৌন্দর্য্যে মোরা সমান সমান॥
মোদের বিহার হবে অতি সুখকর।
কামবাণে তুমিও তো হযেছ কাতর॥
চিরস্থায়ী রূপ তব অনন্ত যৌবন।
আমি তব যোগ্য কি না কর বিবেচন॥
মৃত্যুকন্যা-জয়ী আমি শিবের কৃপায।
বহু ধন দান করে কুবের আমায়॥
বরুণের রত্নমালা করিয়াছি লাভ।
বায়ু দেন পত্নীরত্ন মধুর স্বভাব॥
বহ্নিসম যুগ্ম বস্ত্র অগ্নি করে দান।
কামদেব কামশাস্ত্র করিলা প্রদান॥
রতিবিষয়ক শিক্ষা দিলা শশধরে।
আমাতে বিহার কর প্রফুল্ল অন্তরে॥
সেই বস্ত্র রত্নমালা এতদিন ধ'রে।
অতি যত্নে রাখিয়াছি দেবী তব তরে॥
বিশ্বকর্ম্মা-মুখে শুনি এতেক বচন।
সুন্দরী ঘৃতাচী দেবী কহেন তখন॥
ঘৃতাচী কহিল দেব করিনু স্বীকার।
তুমি যাহা বলিযাছ অতি চমৎকার॥
যে দিবসে যার তরে করি অভিসার।
সেই দিবসের তরে পত্নী হই তার॥
এ নিযম সুকঠোর ভঙ্গ নাহি হয়।
কামের উদ্দেশে আমি চলি এ সময়॥
সুসজ্জিতা হ'যে যাই তাঁহারই সকাশ।
আজি আমি পত্নী তাঁর, ছাড় অভিলাষ॥
কাম তব গুরুদেব তিনি মোর স্বামী।
সেকারণে আজি তব গুরুপত্নী আমি॥
গুরুপত্নী ভোগ করা গুরুতর পাপ।
ত্রিভুবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরুর প্রতাপ॥
গুরুপত্নী যেইজন করিবে হরণ।
নরক যন্ত্রণা ভোগ হবে চিরন্তন॥
কুম্ভীপাক নরকেতে কল্পকাল রবে।
কোনো প্রাযশ্চিত্তে পাপ ক্ষয নাহি হবে॥
গোলাকার খড়্গসম নরকের রূপ।
সর্ব্বস্থানে গন্ধময বিষ্ঠা-মূত্র-স্তূপ॥

কুম্ভীপাকে শূল-সম কৃমি ভয়ঙ্কর।
স্থানে স্থানে বিচরণ করে নিরন্তর॥
অগ্নিসম উষ্ণ জল জীবগণ খায়।
গুরুতর পাপিগণ বিরাজে তথায়॥
গুরুপত্নী-সমাগমে পুরুষের মত।
কামুকী পত্নীর পাপ হয় অবিরত॥
আজি ক্ষমা কর দেব না করিও ভয়।
আসিব তোমার কাছে অপর সময়॥
ইহা শুনি বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন রোষে।
শূদ্রারূপে জন্ম লহ নিজ কর্ম্মদোষে॥
পাপীয়সী না মানিস্ আমা হেন জনে।
অবজ্ঞা করিলি তুই আমার বচনে॥
আপনারে ভাবিয়াছ অশেষ রূপসী।
অভিশাপ দিনু তোমা, আমি নহি দোষী॥
এই অভিশাপ শুনি ঘৃতাচী তখন।
তারে অভিশাপ দিলা হ'যে ক্ষুব্ধমন॥
বিশ্বকর্ম্মা দেব তুমি নিজকৃত পাপে।
পৃথিবীতে জন্ম লহ মম অভিশাপে॥
স্বর্গভ্রষ্ট হ'যে তুমি মানবী-উদরে।
শিল্পকর্ম্ম করিবেক সবার গোচরে॥
কামের মন্দিরে গিযা ঘৃতাচী তখন।
সম্ভোগের পর সব করিলা বর্ণন॥
তাহার বচন শুনি কামদেব কয়।
দেবতার অভিশাপ খণ্ডিবার নয়॥
অবনীমাঝারে যাও, লভহ জনম।
পুনরায আসিবেক, খণ্ডিবে করম॥
দুঃখ না ভাবিও মনে আসিবে হেথায।
গোপনারীরূপে থাক এখন সেথায॥
হে শৌনক, বিদ্যাধরী কামের আজ্ঞায।
গোপের নন্দিনীরূপে প্রযাগে জন্মায॥
মানবীর রূপ ধরি বিদ্যাধরী তিনি।
হইলা নির্ম্মল-চিত্ত নিত্য তপস্বিনী॥
পূর্ব্বস্মৃতি লুপ্ত কিন্তু নাহি হৈল তার।
সেইহেতু করে দেবী তাপসী-আচার॥

অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা-ঔরসেতে তার।
নয় পুত্র সুদর্শন হয় চমৎকার॥
সন্তান প্রসব করি শেষে পুনরায।
ঘৃতাচীর রূপ ধরি স্বর্গে চলি যায়॥
শৌনক কহিল দেব, বলুন এক্ষণে।
কিরূপে মিলন হ'ল বিশ্বকর্ম্মা সনে॥
অদ্ভুত ঘটনা কহ সবিস্তারে সব।
কোন্ স্থানে নয় পুত্র করিলা প্রসব॥
সৌতি মুনি কহিলেন, শুন ঋষিবর।
ব্রহ্মলোকে বিশ্বকর্ম্মা গেল অনন্তর॥
ঘৃতাচীর অভিশাপে শোকাকুল মন।
ব্রহ্মারে সকল কথা করিল বর্ণন॥
অবশেষে বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার আজ্ঞায।
ব্রাহ্মণীর গর্ভে আসি জন্মিল ধরায॥
বিশ্বকর্ম্মা জন্ম লয ব্রাহ্মণের ঘরে।
অদ্বিতীয় শিল্পী বলি খ্যাতি লাভ করে॥
একদা প্রযাগ তীর্থে স্নানের কারণ।
গঙ্গাতীরে বিশ্বকর্ম্মা করিলা গমন॥
সেথায দেখিলা এক সুন্দরী কামিনী।
ভস্ম-আচ্ছাদিত বহ্নি যেন তপস্বিনী॥
জাতিস্মর বিশ্বকর্ম্মা স্মৃতিশক্তি-ধারে।
ঘৃতাচী বলিয়া তিনি চিনিলেন তারে॥
পূর্ব্বজন্মকথা মনে হইল উদয।
কামবাণে ব্যাকুলিত বিশ্বকর্ম্মা কয॥
রম্ভোরু ঘৃতাচি দেবি হের মোর পানে।
আমি সেই বিশ্বকর্ম্মা মুগ্ধ কামবাণে॥
গঙ্গাতীরে থাক তুমি তপস্বিনী-বেশে।
তব দেখা পাইলাম আজি বহু ক্লেশে॥
তোমার কারণে আমি ত্যজি স্বর্গধাম।
কামার্ত্ত আমার তুমি পূর মনস্কাম॥
কামবাণে জর্জ্জরিত বাঁচাও আমায।
শাপমুক্ত করি দিব অচিরে তোমায॥
বিশ্বকর্ম্মা-মুখে শুনি বাক্য সমুদয।
তাপসী ঘৃতাচী দেবী মিষ্ট বাক্যে কয॥

কামপত্নী ছিনু আমি জান মহাশয়।
তপস্বিনী-বেশে এবে কাটাই সময় ॥
কিরূপে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ আজি হয়।
ভারতের গঙ্গাতীর অতি পুণ্যময় ॥
ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি মোক্ষ লাভ তরে।
ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে জন্ম লাভ করে ॥
বিমুগ্ধ হইয়া শেষে বিষ্ণুর মায়ায়।
অশুভ কার্য্যেতে তারা রত থাকে হায় ॥
ভগবতী মায়া যারে করেন রক্ষণ।
কৃষ্ণ তাঁরে ভক্তি মন্ত্র করেন অর্পণ ॥
ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে জন্ম লভি হায়।
বিস্মরে কৃষ্ণেরে যেবা বিষ্ণুর মায়ায় ॥
বিষয়ে আসক্ত থাকে সদা যার মন।
ভাগ্যহত সেই নর মূঢ় সেই জন ॥
সুরবেশ্যা বিদ্যাধরী ছিলাম ঘৃতাচী।
তব অভিশাপে আমি গোপীরূপে আছি ॥
ভাগীরথী-তীরে থাকি মোক্ষ লাভ তরে।
বিহারের স্থান নয় যাও ফিরে ঘরে ॥
প্রয়াগের ভাগীরথী পুণ্যময় স্থান।
হেথায় না কর কভু পাপ অনুষ্ঠান ॥
গঙ্গাতীরে পাপকার্য্যে ইচ্ছা হয় যার।
লক্ষগুণ সেই প্রাপ বৃদ্ধি পায় তার ॥
বিশ্বকর্ম্মা বলে তবে ঘৃতাচী রূপসী।
বনে বনে ঘুরি আমি তব অভিলাষী ॥
গঙ্গাতীর বলি যদি অনিচ্ছা তোমার।
চল যাই অন্য স্থানে করিব বিহার ॥
আমার বচন তুমি রাখ গো সুন্দরি।
মনসুখে এস দোঁহে রঙ্গরস করি ॥
বিশ্বকর্ম্মা এত কথা যখন কহিল।
ঘৃতাচী তাহার বাক্যে সম্মত হইল ॥
অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা লইয়া তাহারে।
হৃষ্ট মনে যায় চলি মলয় পাহাড়ে ॥
মলয় পর্ব্বতে রচি শয্যা মনোহর।
নির্জ্জনে বিহার করে তারা অতঃপর ॥
দ্বাদশ বরষ কাল না ছিল চেতন।
মলয় পর্ব্বতে জন্মে নয়টি নন্দন ॥
নয় পুত্র তাহাদের জন্মে গুণধর।
শিল্পকার্য্যে পারদর্শী খ্যাত মর্ত্ত্য-পর ॥
মালাকার, কর্ম্মকার, কংসকার আর।
শঙ্খকার, কুম্ভকার আর সূত্রধার ॥
তন্তুবায়, স্বর্ণকার, চিত্রকারগণ।
ছিল জ্ঞানী শক্তিমান মহা বিচক্ষণ ॥
ঘৃতাচী ও বিশ্বকর্ম্মা করি বর দান।
মহাসুখে স্বর্গধামে করিলা প্রস্থান ॥
স্বর্ণকার ব্রাহ্মণের সোণা চুরি করে।
হইল পতিত কেহ নাহি লয় তারে ॥
ব্রাহ্মণের যজ্ঞকাষ্ঠ করিতে সঞ্চয়।
অহেতুক কালক্ষেপে যে পাতক হয় ॥
সেই পাপে সূত্রধার পতিত হইল।
হীনজাতি রূপে-নাম জগতে ঘোষিল ॥
আর পুত্র চিত্রকর নামেতে বিখ্যাত।
চিত্রে ত্রুটি ছিল বলে হইল পতিত ॥
সুবর্ণ বণিক্ নামে আর এক জাতি।
স্বর্ণকার সংসর্গেতে পাইল অখ্যাতি ॥
ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত হইয়া সকলে।
রহিল পতিত হ'য়ে অবনীমণ্ডলে ॥
বৈবর্ত্তপুরাণ কথা অতি মনোহর।
আর আর পুত্র কথা শুন অতঃপর ॥
অট্টালিকাকার, তেলী, কোটক, তীবর।
পতিত হইল এই সব বংশধর ॥
তৈলকার-পত্নী-গর্ভে 'লেট' দস্যু হয়।
দস্যুবৃত্তি করে লেট সকল সময় ॥
তীবর-কন্যার গর্ভে লেটজাতি হ'তে।
ছয় জাতি পুরুষেরা জন্মিল জগতে ॥
মল্ল, মল্ল, ভড় আর কলন্দ, মাতর।
কোড় নামে ছয় জাতি লেট-বংশধর ॥
শূদ্রের ঔরসে আর ব্রাহ্মণী-গর্ভেতে।
জন্মিল অস্পৃশ্য জাতি চণ্ডাল নামেতে ॥

বিশ্বকর্মা ও ঘৃতাচী



বিশ্বকর্ম্মা কহে অয়ি প্রাণ-প্রিয়তমা।
আমারে ত্যজিয়া কোথা যাও মনোরমা॥

পৃষ্ঠা -৬২

ধীবর চণ্ডাল মিলি চর্ম্মকার হয়।
চণ্ডাল ঔরসে অন্য জাতি জন্ম লয়॥
চর্ম্মকার রমণীর গর্ভে জন্ম হয়।
মোসাই তাহার নাম জানিবে নিশ্চয়॥
কৈবর্ত্ত জন্মিল পরে কোচস্ত্রী-উদরে।
চণ্ডালের হাড়ি ডোম জন্মে তার পরে॥
দুর্দ্ধর্য স্বভাব বড় দুষ্ট অতিশয়।
ক্রমে ক্রমে তাহা হ'তে পঞ্চ জাতি হয়॥
লেটের ঔরসে পুত্র তীবর কন্যার।
গঙ্গাতীরে গঙ্গাপুত্র নাম হ'ল তার॥
গঙ্গাপুত্র হ'তে পরে জুঙ্গী জাতি হয়।
তীবর-কন্যার পুত্র শুণ্ডী তারে কয়॥
রাজপুত্র, শৌণ্ডিক ও আগুরী, ধীবর।
রজক, কোয়ালি, ব্যাধ, সর্ব্বস্বী, কুন্দর॥
বাগতীত, ম্লেচ্ছ, জোলা, শরাক সকলে।
বর্ণের সঙ্কর বলি খ্যাত ধরাতলে॥
আরো কত জাতি পরে লভিল জনম।
পতিত হইল কত কে করে বর্ণন॥
অশ্বিনীকুমার-পুত্র ব্রাহ্মণী-উদরে।
ভূমণ্ডলে সুবিখ্যাত বৈদ্য নাম ধরে॥
বৈদ্যের সন্তান বহু গর্ভেতে শূদ্রার।
ব্যালগ্রাহী সাপুড়িয়া, বংশধর তার॥
এতেক বচন শুনি শৌনক সুমতি।
জিজ্ঞাসা করিল পুনঃ, ওহে মহামতি॥
একটি বিষয় আমি না পারি বুঝিতে।
অশ্বিনীকুমার কেন রত ব্রাহ্মণীতে॥
সৌতি কহে মুনিবর দৈবের ঘটনা।
ব্রাহ্মণী তীর্থেতে যায় অতি সুদর্শনা॥
পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে বিশ্রাম কারণ।
পশিল দেখিয়া এক নির্জ্জন কানন॥
বিশ্রাম-কারণে সতী বসিল তথায়।
অশ্বিনীকুমার দৈবে সেই পথে যায়॥
সতীর মোহনরূপ করি দরশন।
কামবশে ধরিবারে করিল গমন॥

রূপবতী সতীনারী নিষেধ করিল।
কামার্ত্ত অশ্বিনীপুত্র তাহা না শুনিল॥
নিকটেই মনোহর ছিল পুষ্পোদ্যান।
সবলে আনিয়া সেথা করে গর্ভাধান॥
লজ্জা-ভয়ে ব্রাহ্মণী সে গর্ভত্যাগ করে।
তখনি জন্মিল পুত্র ধরার উপরে॥
পুত্র-স্নেহ-বশে সেই ব্রাহ্মণ-রমণী।
পুত্র ক্রোড়ে স্বামী কাছে চলিলা অমনি॥
স্বামীর নিকটে সব কহে সবিস্তারে।
ব্রাহ্মণ শুনিয়া ক্রোধে ত্যজিলেন তারে॥
ব্রাহ্মণী ত্যজিলা দেহ মনোদুঃখে অতি।
যোগে হয় গোদাবরী নামে স্রোতস্বতী॥
মাতৃহীন দেখি পুত্রে অশ্বিনীকুমার।
অস্ত্র-বিষয়ক শিক্ষা দিলা চমৎকার॥
গণক নামেতে জাতি তার বংশধর।
অদ্ভুত ঘটনা এক শুন দ্বিজবর॥
ব্রহ্ম-যজ্ঞে একদিন যজ্ঞকুণ্ড হ'তে।
অদ্ভুত পুরুষ এক উত্থিত জগতে॥
ধর্ম্মবক্তা সূত তিনি অতি ধর্ম্মপ্রাণ।
আমাদের আদি সেই পুরুষ প্রধান॥
বিশ্বশিল্পী ব্রহ্মা তারে করে শিক্ষাদান।
অধ্যয়ন করাইলা শাস্ত্র ও পুরাণ॥
যজ্ঞকুণ্ড-সমুদ্ভূত সূতবংশ যারা।
পুরাণ-পাঠক নামে খ্যাত হ'ল তারা॥
সূতের ঔরসে আর শূদ্রাণী উদরে।
যে জাতি জন্মিল তারা ভাট নাম ধরে॥
এইরূপে নানাজাতি জনম লভিল।
ক্রমে ক্রমে ধরাতল ভরিয়া উঠিল॥
সৌতি কহে মুনিবর কহি সবিস্তারে।
যেরূপ সম্বন্ধ যার শাস্ত্র অনুসারে॥
জনক তাহার নাম জন্মদাতা যিনি।
যাঁর গর্ভে জন্মে সব মাতা হন তিনি॥
জনকের পিতা যিনি পিতামহ হয়।
প্রপিতামহ যে তার জনকেরে কয়॥

মাতার জনক যিনি মাতামহ হয়।
প্রমাতামহ যে তার জনকেরে কয়॥
পিতার জননী হন পিতামহী তিনি।
সে বৃদ্ধপ্রপিতামহী শ্বশ্রূ তার যিনি॥
পিতৃব্য হইল আখ্যা পিতার ভ্রাতার।
মাতৃ-সহোদর নাম মাতুল তাহার॥
পিসী কিংবা পিতৃষ্বসা পিতার ভগিনী।
মাতার ভগিনী যেই মাসী হন তিনি॥
স্বামীর ভ্রাতার নাম ভাসুর, দেবর।
ননন্দা ভগিনী তার শুন দ্বিজবর॥
শ্বশুর স্বামীর পিতা শ্বশ্রূ তার মাতা।
শ্যালিকা পত্নীর ভগ্নী, শ্যালক সে ভ্রাতা॥
অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, বিদ্যাদাতা আর।
জন্মদাতা পত্নী-পিতা পিতা সবাকার॥
অন্ন-প্রদাতার পত্নী, গুরুর গৃহিণী।
মাতার সপত্নী, মাতা, কন্যা ও ভগিনী॥
পুত্রবধূ, মাতামহী, পিতামহী আর।
শাশুড়ী, পিসীর কন্যা, বনিতা খুড়ার॥
মাতুলের পত্নী এই চতুর্দ্দশ নারী।
ধরামাঝে এরা হয় জননী সবারি॥
পুত্রের যে পুত্র হয়, পৌত্র নাম তার।
তাহার সন্তান হয় প্রপৌত্র আবার॥
গুরুপুত্র ভ্রাতৃতুল্য পরম বান্ধব।
ভগিনী-সমান যত গুরুকন্যা সব॥
এজগতে মিত্র তুল্য কেহ কোথা নাই।
মিত্র হ'তে এজগতে সুখ সর্ব্বদাই॥
মিত্র অতি সুদুর্লভ মিত্র অতি প্রিয়।
মিত্রের আত্মীয় সব একান্ত আত্মীয়॥

ব্রহ্মখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়

অশ্বিনীকুমারের শাপ বিমোচন।

শৌনক কহিলা, প্রভু, শুন নিবেদন।
ভার্য্যারে করিয়া ত্যাগ কি করে ব্রাহ্মণ॥
বিস্তর জিজ্ঞাসা মোর মনেতে উদয়।
দয়া করি কহ সব সৌতি মহাশয়॥
সৌতি মুনি কহিলেন শুন তপোধন।
ভরদ্বাজ-বংশধর সুতপা ব্রাহ্মণ॥
ক্রোধভরে পত্নী ত্যজি হিমাচলে যায়।
লক্ষ বর্ষ শ্রীকৃষ্ণেরে ভজিল সেথায়॥
তপোবলে জ্যোতির্ম্ময় সুতপা ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণের নির্ম্মল জ্যোতিঃ করিল দর্শন॥
পরম-আত্মারে দেখি আনন্দিত মন।
ভক্তি-বিষয়ক বর করিলা প্রার্থন॥
দৈববাণী শুনিলেন, শুন হে ব্রাহ্মণ।
বিবাহ করিয়া কর সময় যাপন॥
অনন্তর দেহ-অন্তে না করিও ভয়।
দাস্য ভক্তি দিব তোমা জানিও নিশ্চয়॥
মানসী কন্যারে শেষে সুতপা ব্রাহ্মণ।
বিধাতা-আজ্ঞায় নিজে করিলা গ্রহণ॥
মানসী কন্যার গর্ভে জন্মে অতঃপর।
সন্তান কল্যাণমিত্র শ্রেষ্ঠ মুনিবর॥
কল্যাণমিত্রের নাম যে করে স্মরণ।
তার সদা বজ্রভয় হয় নিবারণ॥
মিত্র হৈতে বিপদের না থাকে কারণ।
কল্যাণমিত্রের নামে ভয়ের বারণ॥
কোন এক কার্য্যফলে সুতপা ব্রাহ্মণ।
পত্নী ত্যাগ করিলেন বিশেষ কারণ॥
অশ্বিনীকুমার-প্রতি পূর্ব্বে রোষ ছিল।
মনোক্ষোভে এইবার অভিশাপ দিল॥
আজি হ'তে দুই ভাই অপূজিত হবে।
রোগী ও জড়াঙ্গ হ'যে বিদ্যমান রবে॥
অভিশাপ দিয়া শেষে সুতপা ব্রাহ্মণ।
পুত্রসহ নিজ গৃহে করিলা গমন॥
পুত্রপাশে সূর্য্যদেব ব্যাকুলিত মন।
সুতপারে স্তব স্তুতি করিলা তখন॥
সূর্য্যদেব কহিলেন শুন ঋষিরাজ।
মম পুত্রদ্বয়ে তুমি ক্ষমা কর আজ॥

বিষ্ণুর স্বরূপ তুমি সত্ত্বগুণাশ্রয়।
ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হ'লে তার নাহি ভয়॥
ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হ'লে তুষ্ট নারায়ণ।
হরি নিজে বিপ্ররূপ করিলা ধারণ॥
প্রজাপতি ব্রহ্মা ঋষি করিলা স্বীকার।
ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু নাহি আর॥
হে দেব, করুণা কর কি কহিব আর।
পুত্র প্রতি কৃপা কর করুণাবতার॥
শুনিয়া সূর্য্যের মুখে বচন মধুর।
অশ্বিনীকুমার ব্যাধি করিলেন দূর॥
উভয় পুত্রেরে দিয়া যজ্ঞ-অধিকার।
গঙ্গাতীরে চলিলেন সুতপা আবার॥
সূর্য্যদেব অতিশয় আনন্দিতমনে।
স্বস্থানে প্রস্থান করে পুত্রদ্বয় সনে॥
যে মানব পাঠ করে সূর্য্যকৃত স্তব।
পুণ্যবলে দূর হয় পাপ তাপ সব॥
মহাব্যাধি আছে যার, রোগমুক্ত হয়।
সর্ব্বপাপ দূরে যায় জানিবে নিশ্চয়॥
যে ব্রাহ্মণ তিনসন্ধ্যা করেন বন্দন।
সর্ব্বরূপে তিনি হন বিষ্ণুর মতন॥
সৌতি মুনি কহিলেন, যদি কোন জন।
করে পাদোদক পান, উচ্ছিষ্ট ভোজন॥
রাজসূয় যজ্ঞফল তার লাভ হয়।
সর্ব্বপাপ দূরে যায় নাহিক সংশয়॥
যে ব্রাহ্মণ ভোজ্য করে কৃষ্ণে নিবেদন।
এই ধরাতলে তিনি জীবন্মুক্ত হন॥
বিষ্ণুরে যে ভোজ্য নাহি করে নিবেদন।
খাদ্য দ্রব্য হয় তার বিষ্ঠার মতন॥
যে ব্রাহ্মণ হরিসেবা কভু নাহি করে।
অর্দ্ধমৃত হ'য়ে থাকে ধরণী-ভিতরে॥
যেই গুরু হরিকথা কভু নাহি কয়।
তারে গুরু বলিবারে প্রবৃত্তি না হয়॥
যে পিতা হরির কথা না বলে কখন।
পিতা বলি ডাকিতে না চায় তারে মন॥
পুত্র মিত্র কৃষ্ণে যদি না করে ভজন।
পুত্র মিত্র বলি তারে না করি গণন॥
হরিভক্তিবিহীন যে জাতিতে ব্রাহ্মণ।
তা হ'তে চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ ভক্তিপরায়ণ॥
গুরুমুখ হ'তে যার কর্ণে একবার।
পশিয়াছে হরিনাম ভয় নাহি তার॥
জীবন্মুক্ত হয় সেই অতি ভাগ্যবান্।
শ্রীহরির পাদপদ্মে লভে সেই স্থান॥
গোবিন্দের ধ্যান করে বৈষ্ণবের দল।
গোবিন্দ তাদের ধ্যান করে অবিরল॥
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু কৃষ্ণ ভগবান্।
স্বয়ং ভক্তের কাছে করে অবস্থান॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অমৃত মধুর।
যাহার শ্রবণে হয় সর্ব্বপাপ দূর॥

ব্রহ্মখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● দ্বাদশ অধ্যায়

উপবর্হণ গন্ধর্ব্বরূপে নারদের জন্ম।

এত শুনি পুলকিত শৌনক তখন।
সৌতি-প্রতি করযোড়ে করে নিবেদন॥
শৌনক কহিলা প্রভু তুমি জ্ঞানবান্।
আমা সবাকারে তুমি কর জ্ঞানদান॥
পূর্ব্বেতে কহিলা যাহা সূত্রের আকারে।
শুনিতে বাসনা সব অতি সুবিস্তারে॥
একে একে জিজ্ঞাসিব কহ তুমি শুনি।
প্রজাসৃষ্টি করিলেন কোন্ কোন্ মুনি॥
পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘে যবে নারদ সুমতি।
কোন্ পুত্রে কার্য্যভার দেন প্রজাপতি॥
পিতার আদেশ পেয়ে কোন্ পুত্রগণ।
পালিতে সংসারধর্ম্ম করিল মনন॥
কোন্ কোন্ পুত্র গেল যোগের সাধনে।
বিস্তারিয়া বল তাহা শুনিব এক্ষণে॥

কোন্ ঋষি ঊর্দ্ধরেতা কহ মুনিবর।
কোন্ কার্য্য করিলেন নারদ প্রবর॥
সৌতি কহে, হে শৌনক, শুন বিবরণ।
সংসারে আসক্ত নহে সর্ব্ব পুত্রগণ॥
হংসী যতি সনকাদি পঞ্চঋষিগণ।
সংসার-সাগরে তারা না হ'ল মগন॥
আর সব পুত্রগণ পিতার আদেশে।
সৃষ্টি রক্ষা করে তারা মনের হরষে॥
পুত্রশাপে প্রজাপতি অপূজ্য হইল।
এ তিন ভুবনে কভু পূজা না পাইল॥
পিতৃশাপে নারদের হইল পতন।
গন্ধর্ব্বযোনিতে তিনি করেন ভ্রমণ॥
পূর্ব্বকালে গন্ধর্ব্বের ছিল অধীশ্বর।
ঐশ্বর্য্যের অধিকারী শুন মুনিবর॥
পুত্র নাহি ছিল তার কর্ম্মের বিপাকে।
সেহেতু গন্ধর্ব্ব সদা মনোদুঃখে থাকে॥
পুষ্কর তীর্থেতে আসি গুরু-উপদেশে।
তপস্যা করিলা রাজা শম্ভুর উদ্দেশে॥
তপস্যার কালে তারে বশিষ্ঠ মহান্।
শিবের কবচমন্ত্র করিলেন দান॥
গন্ধর্ব্বের অধিপতি সন্তানের তরে।
শতবর্ষ কাল ধরি মন্ত্র জপ করে॥
তপে তুষ্ট হ'যে তবে দেব পঞ্চানন।
জ্যোতির্ম্ময়রূপে তথা আবির্ভূত হন॥
পট্টিশ ত্রিশূল করে কিবা শোভা পায়।
বৃষভ বাহনে দেব আসিল তথায়॥
তেজঃপুঞ্জ কলেবর নির্ম্মল উজ্জ্বল।
ত্রিনেত্র ত্রিশূলধারী হাসে অবিরল॥
নীলকণ্ঠ বৃষারূঢ় হর দিগম্বর।
পিঙ্গল জটার রাশি শোভে মনোহর॥
সবার সংহারকর্ত্তা নিজে মৃত্যুঞ্জয়।
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড যেন হইল উদয়॥
সবার ঈশ্বর তিনি মহিমা অপার।
গন্ধর্ব্ব তাঁহারে দেখি করে নমস্কার॥

ভক্তিভরে স্তবস্তুতি করিযা নৃপতি।
প্রভুর চরণে পুনঃ করিল প্রণতি॥
ভকতবৎসল প্রভু দেব পঞ্চানন।
গন্ধর্ব্বের ভক্তি দেখি হরষিত মন॥
গন্ধর্ব্বরাজেরে কহে ভোলা মহেশ্বর।
স্তবেতে হইনু তুষ্ট মাগ তুমি বর॥
পঞ্চানন মুখে শুনি এতেক বচন।
গদগদ ভাষে বলে গন্ধর্ব্ব রাজন্॥
তুষ্ট যদি মম প্রতি, বর মাগি তবে।
ভক্তিপরায়ণ মোর পুত্র এক হবে॥
আর এক ভিক্ষা মম ওহে পঞ্চানন।
হরি প্রতি ভক্তি যেন থাকে অনুক্ষণ॥
এতেক শুনিযা তবে দেব পশুপতি।
গন্ধর্ব্বরাজেরে কন, শোন মহামতি॥
এক বর মাগ তুমি যাহা ইচ্ছা হয়।
দুই বর যাচ্ঞা করা বিধান তো নয়॥
বিজ্ঞজন হরিভক্তি করিযাছে সার।
হরিভক্তিসম রত্ন কিছু নাহি আর॥
হরিভক্তি-পরায়ণ গোলোকেতে যায়।
কোটি জন্ম পাপ ঘুচে শ্রীহরি কৃপায়॥
মাযা-মোহ দূর হয় স্থির হয় চিত।
কর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন হয় সুনিশ্চিত॥
বৈষ্ণবের সুদুর্লভ ভক্তি-দাস্য ধন।
সহজে না কারে কভু করি সমর্পণ॥
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ।
হরিভক্তি দিতে নাহি পারিব কখন॥
ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মত্ব কিংবা যোগ তত্ত্বজ্ঞান।
চাহ যদি অনায়াসে করি তাহা দান॥
শঙ্করের বাক্য শুনি অতি দুঃখভরে।
গন্ধর্ব্বের অধীশ্বর কহিলা শঙ্করে॥
ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব আর যোগ তত্ত্বজ্ঞান।
হরিভক্ত কাছে সব তৃণের সমান॥
প্রকৃত বৈষ্ণব যারা স্বপ্ন জাগরণে।
শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তি চান মনে মনে॥

হরিভক্তি দিয়া মোর তৃপ্ত কর প্রাণ।
অন্য বরে হরিভক্ত পুত্র কর দান॥
এমন কে মূর্খ আছে জগৎ ভিতরে।
হরিভক্তি ত্যজি অন্য বরে বাঞ্ছা করে॥
যদি এই দুই বর না কর অর্পণ।
নিজের মস্তক আমি করিব ছেদন॥
জ্বলন্ত অনল-মাঝে প্রবেশ করিব।
হরিভক্তিহীন প্রাণ কভু না রাখিব॥
এত বলি নরপতি নীরব হইল।
চোখের জলেতে গণ্ড ভাসিতে লাগিল॥
ভক্তের নয়নজলে দুঃখিত অন্তর।
করুণায় বিগলিত দেব মহেশ্বর॥
ভক্তের ব্যথায় প্রভু নিজে ব্যথা পায়।
মধুর বচনে তাই গন্ধর্ব্বে জানায়॥
শঙ্কর কহিলা, শুন হে গন্ধর্ব্বরাজ।
ভক্তিবলে মোরে বশ করিয়াছ আজ॥
মাগিয়াছ দুই বর সেই অনুসারে।
এক বরে পাবে পুত্র, ভক্তি পাবে আরে॥
আমার প্রসাদে দুঃখ ঘুচে যাবে সব।
সন্তান হইবে তব পরম বৈষ্ণব॥
জিতেন্দ্রিয়, গুরুভক্ত, অতি রূপবান্।
মহাজ্ঞানী, মহাতেজা হবে সে সন্তান॥
এত বলি অন্তর্হিত হন পঞ্চানন।
গন্ধর্ব্ব আপন দেশে করিল গমন॥
গন্ধর্ব্বরাজের মুখে শুনি বিবরণ।
আনন্দে মগন হ'ল আত্মবন্ধুগণ॥
সৌতি কহে অতঃপর শুন মুনিগণ।
সূত্রাকার কথা বলি বিস্তারি এখন॥
পিতৃশাপ ছিল যাহা নারদের প্রতি।
সে কারণে আসে দেব এই বসুমতী॥
দেহ ত্যজি নবরূপে নররূপ ধরে।
হরিভক্ত গন্ধর্ব্বের রমণী-জঠরে॥
যথাকালে প্রসবিল গন্ধর্ব্বরমণী।
সুন্দর সুপুত্র এক নরকুলমণি॥
বশিষ্ঠ গন্ধর্ব্বগুরু দেখি সুলক্ষণ।
শুভদিনে নাম রাখে শ্রীউপবর্হণ॥
নারদের জন্মকথা হ'ল এইক্ষণ।
অতঃপর যা ঘটিল শোন বিবরণ॥

ব্রহ্মখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্রহ্মার শাপে উপবর্হণের স্থানত্যাগ এবং
মালাবতীর বিলাপ।

সৌতি মুনি কহিলেন, শুন দ্বিজবর।
গন্ধর্ব্ব লভিল পুত্র অতি মনোহর॥
পুত্র-মুখ দেখি মহা আনন্দিতমন।
জনে জনে দান করে বহু রত্ন ধন॥
কিছুকাল গত হ'লে গন্ধর্ব্বতনয়।
বশিষ্ঠ দেবের কাছে হরিমন্ত্র লয়॥
একদা গণ্ডকীতীরে উপবর্হণ।
দুষ্কর তপস্যা করে ভক্তিযুক্তমন॥
গন্ধর্ব্বরমণীগণ স্নান করিবারে।
আসিলেন সে সময় গণ্ডকীর ধারে॥
যুবকের অপরূপ লাবণ্য নেহারি।
মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ে গন্ধর্ব্বের নারী॥
যুবকেরে-পতিরূপে লভিবার তরে।
যোগবলে রমণীরা দেহত্যাগ করে॥
অনন্তর নারীগণ, শুন মহাশয়।
চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের ঘরে জন্ম লয়॥
লভিয়া যৌবন ক্রমে পিতার আজ্ঞায়।
উপবর্হণেরে তারা পতিরূপে পায়॥
জপ-তপ বিসর্জ্জিয়া গন্ধর্ব্বনন্দন।
রমণী সহিত হৈল আনন্দে মগন॥
তিনলক্ষ বর্ষ রহি নির্জ্জন-প্রদেশে।
রতিরঙ্গ করে সুখে মদন-আবেশে॥
সিংহাসনে তারপর করি আরোহণ।
রাজ্য আর প্রজা সব করেন পালন॥

অনন্তর একদিন হরিগুণ গানে।
গন্ধর্ব্বনন্দন যায় পুষ্করের পানে ॥
তথা দেবগণ সহ মিলি পদ্মাসন।
মনসুখে দেখিছেন রম্ভার নর্ত্তন ॥
মনের আনন্দে তথা গন্ধর্ব্বকুমার।
একমনে নৃত্য দেখে অপ্সরী রম্ভার ॥
রম্ভার সুন্দর ঊরু করি দরশন।
সুবর্ত্তুল স্তন তার করি নিরীক্ষণ ॥
মদনে মোহিত হৈল গন্ধর্ব্বকুমার।
রেতঃপাত হৈল তাঁর সভার মাঝার ॥
হরিগুণ নাহি গায় গন্ধর্ব্বনন্দন।
কামাবেশে হত-জ্ঞান হইল তখন ॥
হাস্য করে দেবগণ দেখিয়া কুমারে।
মহা ক্রোধে পিতামহ শাপ দিলা তারে ॥
হরিগুণ গান করি, তুই দুরাচার।
কাম শরে বিস্মরিলে আচার-বিচার ॥
অনুচিত কর্ম্ম যথা সবার মাঝার।
অচিরে পাইবি ফল অনুরূপ তার ॥
দেব দেহ ত্যাগ করি গন্ধর্ব্ব হইলি।
পুনরপি পাপ করি সে দেহ হারালি ॥
ব্রহ্মা কহে নীচাশয় পাপিষ্ঠ পামর।
শূদ্রের যোনিতে তুই জন্মলাভ কর ॥
আবার বৈষ্ণবসঙ্গ পাইবি যখন।
পুনরায় মম পুত্র হইবি তখন ॥
এত বলি ব্রহ্মা তবে করিলা প্রস্থান।
গন্ধর্ব্বতনয় সেথা ত্যজিলেন প্রাণ ॥
সৌতি কহে, হে শৌনক, শুন মুনিবর।
অদ্ভুত কাহিনী আমি কহি অতঃপর ॥
ষোড়শনাড়ীরে ভেদি গন্ধর্ব্বনন্দন।
জীবাত্মারে ব্রহ্মরন্ধ্রে করে আনয়ন ॥
জাতিস্মর যোগিবর গন্ধর্ব্বনন্দন।
ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করিলা তখন ॥
দুর্লভ ত্রিতন্ত্রীবীণা বামস্কন্ধে ধরে।
ডান হাতে স্ফটিকের মালা শোভা করে ॥

অনন্তর দর্ভাসনে করিলা শয়ন।
কৃষ্ণনাম করি ধীরে মুদিলা নয়ন ॥
ব্যাকুলিত হ'ল মন গন্ধর্ব্বপতির।
পুত্রশোকে প্রাণ মন হইল অধীর ॥
ভার্য্যাসহ শ্রীকৃষ্ণেরে করিয়া স্মরণ।
যোগবলে পরব্রহ্মে মিলিল তখন ॥
গন্ধর্ব্বনন্দন যবে ত্যজিলেন কায়।
পঞ্চাশ রমণী কান্দি ধরণী লুটায় ॥
প্রিয়তমা সাধ্বী সতী মালাবতী নাম।
মৃত পতি বক্ষে ধরি কাঁদে অবিরাম ॥
মালাবতী উচ্চৈঃস্বরে করিছে রোদন।
হে জীবনকান্ত তুমি দাও দরশন ॥
পুষ্পভদ্রা নদীতীরে পুষ্পের কানন।
পুষ্পের শয্যায় তুমি করিতে শয়ন ॥
মলয় অচলে চলে চন্দন পবন।
কোকিলের কুহুরবে মুগ্ধ প্রাণ মন ॥
নির্জ্জনে করিতে নিতি ক্রীড়া মোর সনে।
সেই কথা অনুক্ষণ জাগে মোর মনে ॥
তোমার মোহনবাক্য মধুর বচন।
সুধারস কর্ণে মোর করিত বর্ষণ ॥
কুল-কামিনীর কাছে প্রভু নিরন্তর।
পতির বিচ্ছেদ-ব্যথা অতি ভয়ঙ্কর ॥
পতিপ্রাণা কুলনারী স্বপ্নে জাগরণে।
অহরহঃ পতিচিন্তা করে মনে মনে ॥
পতির সঙ্গেতে তার একমাত্র সুখ।
পতির বিহনে তার নিরন্তর দুখ ॥
সাধ্বী-কুল-ললনার পতিমাত্র সার।
পতি বিনা সতীদের গতি নাহি আর ॥
হে ধর্ম্ম, হে প্রজাপতি, পতি কর দান।
এত বলি মালাবতী হইলা অজ্ঞান ॥
নিবিড় অরণ্য-মাঝে বক্ষে লয়ে পতি।
হত-জ্ঞান হ'য়ে রয় মালাবতী সতী ॥
প্রভাত হইলে পরে হইল চেতন।
শ্রীহরিরে মালাবতী করে সম্বোধন ॥

হে কৃষ্ণ, জগৎপতি ত্রিভুবনস্বামী।
পতির বিহনে আজি অনাথিনী আমি॥
রমণীর একমাত্র গতি পতিধন।
সে ধনে বঞ্চিত আজি কিসের কারণ॥
করযোড়ে কহি আমি, কৃষ্ণ ভগবান্।
সদয় হইয়া মোরে স্বামী কর দান॥
নারায়ণসম পতি অতি গুণবান্।
মহান্ তেজস্বী তিনি সূর্য্যের সমান॥
চন্দ্রসম সুদর্শন ছিল মম পতি।
সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বজ্ঞানে পারদর্শী অতি॥
হে প্রভো, হে দযাময়, জগতের স্বামী।
পতিহারা হ'য়ে আর না বাঁচিব আমি॥
মালাবতী কাঁদে শোকে, ধরণী বিদরে।
কিন্তু তবু পতিপ্রাণ নাহি পায ফিরে॥
সৌতি কহে, হে শৌনক, শুন মহাশয়।
ক্রোধ-ভরে তবে সতী দেবগণে কয॥
শুন শুন দেবগণ শাপেতে আমার।
যজ্ঞ-অংশে অধিকার না রহিবে আর॥
জগতের রক্ষাকর্ত্তা, শুন নারায়ণ।
আমার স্বামীর প্রাণ কর সমর্পণ॥
নতুবা এখনি মম দেখিবে প্রতাপ।
বিনা-বাক্য-ব্যয়ে আমি দিব অভিশাপ॥
শুন শুন প্রজাপতি বচন আমার।
নষ্ট হবে ব্রহ্মাণ্ডে তোমার অধিকার॥
ধর্ম্মচ্যুত হবে শিব আমার প্রতাপে।
তত্ত্বজ্ঞান লুপ্ত হবে মম অভিশাপে॥
মম শাপে যমে নাহি রবে অধিকার।
অকুশল হবে ইথে সব দেবতার॥
অভিশাপ নাহি দিব জরা ও ব্যাধিরে।
তারা নাহি বধিযাছে আমার স্বামীরে॥
অনন্তর অভিশাপ করিবারে দান।
কৌশিকী নদীর তীরে মালাবতী যান॥

● ক্ষীরোদসাগরে হরি-সকাশে দেবগণের গমন, বিষ্ণুর স্তব এবং তৎকর্ত্তৃক দেবগণকে অভয় প্রদান।

ব্রহ্মা আদি দেবগণ কম্পিত অন্তরে।
বিষ্ণুর নিকটে যান ক্ষীরোদসাগরে॥
ক্ষীরোদসাগরে স্নান করি অতঃপর।
শ্রীহরির স্তবস্তুতি করিলা বিস্তর॥
ব্রহ্মা কহে, দীনবন্ধো! ত্রিভুবনপতি।
অভিশাপ দেয় আজি মালাবতী সতী॥
পতির বিযোগ-দুঃখে অতি ক্রুদ্ধমনে।
অভিশাপ দেয় আজি সর্ব্বদেবগণে॥
সর্ব্বদুঃখত্রাতা তুমি বিপদ্ তারণ।
কৃপা করি দেবগণে করহ রক্ষণ॥
রক্ষা কর সদা তুমি শরণাগতেরে।
তুমি ভিন্ন এ জগতে কেবা রক্ষা করে॥
অপূজ্য হইয়া আছি পুত্র-অভিশাপে।
অধিকার যাবে পুনঃ সাধ্বীর প্রতাপে॥
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে মোর যাহা অধিকার।
সতী-শাপে নষ্ট হবে সংশয় কি তার॥
মহাদেব কহে প্রভু বিষ্ণু ভগবান্।
সুদুর্লভ তত্ত্বজ্ঞান যা করিলে দান॥
সতী-অভিশাপে সব লুপ্ত হ'য়ে যায়।
তুমি ভিন্ন এ বিপদে না হেরি উপায॥
পতিব্রতা রমণীর তেজ ভযঙ্কর।
সেই তেজে দগ্ধ হয় মোর কলেবর॥
এ বিপদে রক্ষা কর প্রভু দযাময।
এত বলি মহাদেব মৌন হ'য়ে রয॥
সর্ব্বসাক্ষী ধর্ম্মদেব কহে অতঃপর।
রক্ষা কর রক্ষা কর জগৎ-ঈশ্বর॥
সনাতন ধর্ম্ম তুমি যা করিলে দান।
সতীশাপে তার বুঝি হয় অবসান॥
দেবগণ কহে, শুন করুণাবতার।
যজ্ঞ-অংশে যেইটুকু ছিল অধিকার॥

সতীশাপে আজ সেই অধিকার যায়।
তোমা বিনা প্রভু আর না হেরি উপায়॥
এইরূপে স্তব করি যত দেবগণ।
করযোড়ে মৌনভাব করিল ধারণ॥
অকস্মাৎ দৈববাণী হইল তখন।
সতীর নিকটে যাও সর্ব্বদেবগণ॥
সকলের তরে শান্তি করিতে স্থাপন।
বিপ্রবেশে জনার্দ্দন করিবে গমন॥
দৈববাণী শুনি কাণে সবে হৃষ্টমন।
কৌশিকী নদীর তীরে করিলা গমন॥
কমলার মত শোভে দেবী মালাবতী।
শশধরসম কান্তি মনোহর অতি॥
তেজঃপুঞ্জ কলেবর পবিত্র উজ্জ্বল।
ওষ্ঠাধর মনোহর যেন বিম্বফল॥
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু কত শোভা ধরে।
মুছিয়া না যায় তাহা যমরাজ-ডরে॥
ধর্ম্মভীরু দেবগণ শোভা দেখি তার।
বিস্মিত হইয়া সবে চাহে বার বার॥

ব্রহ্মখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

———

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ব্রাহ্মণ-বালকবেশে মালাবতীর নিকট
বিষ্ণুর আগমন।

সৌতি মুনি কহিলেন, শুন দ্বিজবর।
সতীর নিকটে যায় ব্রহ্মাদি সত্বর॥
দেবগণে হেরি সেথা মালাবতী সতী।
যথাবিধি সকলেরে করিয়া প্রণতি॥
মৃত পতি সম্মুখেতে করিয়া স্থাপন।
মালাবতী পুনরায় করয়ে রোদন॥
সহসা ব্রাহ্মণ এক করে আগমন।
উজ্জ্বল মুরতি তার সহাস্যবদন॥
হস্তে তার ছত্র শোভে, অঙ্গেতে চন্দন।
উজ্জ্বল তিলক ভালে ব্রাহ্মণ-নন্দন॥
দীর্ঘ এক পুঁথি শোভে হস্তেতে তাঁহার।
প্রশান্ত স্বভাব তার আকার প্রকার॥
দেবগণে যথাবিধি করি নমস্কার।
বসিলা সভার মাঝে ব্রাহ্মণকুমার॥
হরির মহিমা বোঝে হেন সাধ্য কার।
ইচ্ছাময় হরি ধরে বিপ্রের আকার॥
শশধর সম শোভে কান্তি জ্যোতির্ম্ময়।
দেবগণে সম্বোধিয়া ধীরে ধীরে কয়॥
হেথায় দেখি যে ব্রহ্মা আদি দেবগণ।
বিধাতা মহেশ ধর্ম্ম কিসের কারণ॥
চন্দ্র সূর্য্য, যম আর দেব হুতাশন।
অরণ্য মাঝারে আজি কেন আগমন॥
এত বলি মিষ্টভাষে ব্রাহ্মণ তখন।
সতীরে সম্বোধি কহে কপট বচন॥
কহ মালাবতী সতী, ইচ্ছা জানিবার।
তব ক্রোড়ে শুষ্কশব কে হয় তোমার॥
পতি বলি অনুমানি, সত্য কহ দেবী।
ক্রন্দন কিসের তরে মৃত পতি সেবি॥
অনন্তর ব্রাহ্মণেরে করিয়া প্রণতি।
ধীরে ধীরে কহিলেন মালাবতী সতী॥
মালাবতী কহে, প্রভু, করি নিবেদন।
অভাগিনী নারী আমি অতি অভাজন॥
চিত্ররথ-কন্যা আমি শুন বিবরণ।
স্বামী মোর সুবিখ্যাত শ্রীউপবর্হণ॥
পঞ্চাশ ভগিনী মোরা গন্ধর্ব্বরমণী।
সেই পতি ভজিতাম, অতি গুণমণি॥
মালাবতী নাম মোর কহি সবিস্তার।
লক্ষবর্ষ স্বামী সহ করিনু বিহার॥
ব্রহ্মার শাপেতে পতি দেহ ত্যাগ করে।
বহু দুঃখ পাইলাম মৃত পতি তরে॥
একের বিহনে দেখ অশেষ দুর্গতি।
অকালে বিধবা হ'ল পঞ্চাশ যুবতী॥
পতির বিহনে আমি করি যে রোদন।
দেবগণে স্তবস্তুতি করি সে কারণ॥

এ জগতে সকলেই নিজস্বার্থ চায়।
পরদুঃখে কেহ কভু ফিরে না তাকায়॥
দেবতা সবার শ্রেষ্ঠ কর্ম্মফল-দাতা।
দেবতা পরম বন্ধু দুঃখ-ভয়-ত্রাতা॥
এ কারণে চাহি আমি পতির জীবন।
আমার প্রার্থনা নাহি শুনে দেবগণ॥
সত্য কথা কহি আমি, না বাঁচিলে পতি।
মম অভিশাপে হবে অশেষ দুর্গতি॥
অভিশাপ দিব আমি অতি দুর্নিবার।
অধিকার লুপ্ত হবে সর্ব্ব দেবতার॥
সতীর এ বাক্য শুনি অতি ভয়ঙ্কর।
ধীরে ধীরে কহিলেন ব্রাহ্মণপ্রবর॥
শুন সতি মালাবতী, মানব সকলে।
বিষ্ণুমায়া মুগ্ধ তারা এই ধরাতলে॥
যেরূপ কর্ম্মের বীজ করিবে রোপণ।
যথা কালে ফল তার পাইবে তেমন॥
পুণ্যভারতের ক্ষেত্রে পুণ্যবান্ জন।
তপস্যা প্রভাবে শুভ ফল প্রাপ্ত হন॥
পতি পুত্র ধন জন মিলে তপস্যায়।
তপস্যা ব্যতীত কিছু নাহি পাওয়া যায়॥
জন্মে জন্মে পূজে যেই প্রকৃতিদেবীরে।
অচলা করিয়া রাখে সদা সে লক্ষ্মীরে॥
মৃত্যুঞ্জয় শিবে যেই করে আরাধন।
বিদ্যা জ্ঞান পতি পুত্র লভে অনুক্ষণ॥
ব্রহ্মারে করিলে পূজা বংশবৃদ্ধি হয়।
অচলা রহেন লক্ষ্মী সকল সময়॥
ভক্তিভরে দিবাকরে পূজে যেই জন।
রোগ শোক দুঃখ তার না হয় কখন॥
সনাতন গণেশেরে পূজে যেই জন।
বিঘ্ন নষ্ট হয় তার, না হয় পতন॥
বিষ্ণুরে ভজিলে পরে মোক্ষ লাভ হয়।
ধর্ম্ম যশ কীর্ত্তি তার সাথে সাথে রয়॥
সবার দেবতা যিনি, যিনি পরাৎপর।
যিনি নিত্যানন্দময় জগৎঈশ্বর॥
যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ সবার আধার।
সনাতন স্বেচ্ছাময় নিত্যনিরাকার॥
নির্লিপ্ত পরমব্রহ্ম জীবের জীবন।
ত্রিগুণ-অতীত যিনি নিত্যনিরঞ্জন॥
সেই হরি শ্রীকৃষ্ণেরে ভজনা যে করে।
এ জীবনে মুক্ত সেই অবনী-ভিতরে॥
অমরত্ব মোক্ষ আর মুক্তিচতুষ্টয়।
কৃষ্ণভক্ত কাছে তাহা তুচ্ছ অতিশয়॥
কৃষ্ণপদ বাঞ্ছা করে স্বপ্ন জাগরণে।
কৃষ্ণদাস্য নিরন্তর যাচে মনে মনে॥
কৃষ্ণভক্ত যেই জন কৃষ্ণপদ পায়।
অনায়াসে সেইজন গোলোকেতে যায়॥
গুরুমুখে কৃষ্ণনাম শুনে যেইজন।
এ ভবসংসারে তার না হয় পতন॥
সর্ব্বপাপ দূর হয়, শুদ্ধ হয় মন।
সুদর্শনচক্রে হরি করেন রক্ষণ॥
জরা মৃত্যু ত্যাগ করে হরিভক্ত জনে।
গোলোকে বিরাজ করে শ্রীহরির সনে॥
গোলোকেতে যতদিন রহে ভগবান্।
তত দিন কৃষ্ণভক্ত করে অবস্থান॥
জীবগণ ভুঞ্জে সবে নিজ কর্ম্মফল।
ভালমন্দ শুভাশুভ স্বর্গ রসাতল॥
বিবিধ শাস্ত্রেতে আছে বিচিত্র ব্যাখ্যান।
বৈবর্ত্তপুরাণে রহে বিস্তৃত আখ্যান॥

ব্রহ্মখণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মালাবতী ও কালপুরুষাদি সংবাদ।

ব্রাহ্মণকুমার বলে, কহ মালাবতি।
তোমার পতির কেন হইল দুর্গতি॥
কি রোগে হইল তব স্বামীর মরণ।
প্রকাশ করিয়া বল আমার সদন॥

চিকিৎসক হই আমি অতি বিচক্ষণ।
বাঁচাইতে পারি আমি তব পতিধন॥
সর্ব্বরোগ দূর হয় মোর চিকিৎসায়।
মৃততুল্য রোগিগণ জ্ঞান ফিরে পায়॥
চিকিৎসক বলি মোরে জানিবে সর্ব্বথা।
যাহা বলি তাহা করি, না হয় অন্যথা॥
কাল যদি ব্যাধিরূপে আক্রমণ করে।
অথবা সাক্ষাৎরূপে মৃত্যু আসি ধরে॥
মহাজ্ঞানবিদ্যা মোর অধিগত আছে।
য'র বলে সপ্তদিনে মৃতজীব বাঁচে॥
জরা মৃত্যু যম কাল ব্যাধিসমুদয়।
বাঁধিয়া আনিতে পারি যদি ইচ্ছা হয়॥
রোগের কারণ জানি, জানি প্রতিকার।
শাস্ত্র অনুসারে সব বিদিত আমার॥
স্থির হও মালাবতী না কর রোদন।
ইচ্ছায় করিতে পারি অসাধ্য সাধন॥
ব্রাহ্মণের এই কথা করিয়া শ্রবণ।
মালাবতী সতী তারে কহিলা তখন॥
কি অদ্ভুত কথা কহ ব্রাহ্মণনন্দন।
শুনিয়া বিস্মিত হবে যোগবিদ্‌গণ॥
বয়সে তোমারে হেরি শিশু অতিশয়।
বুদ্ধিতে প্রবীণ শ্রেষ্ঠ নাহিক সংশয়॥
তব বাক্য বৃথা নাহি হইবে ব্রাহ্মণ।
সাধুবাক্য ব্যর্থ নাহি হয় কদাচন॥
বাঁচিবে আমার পতি সংশয় কি তার।
হে প্রভু, ভঞ্জন কর সন্দেহ আমার॥
রমণীরে ভর্ত্তা যদি করেন রক্ষণ।
কেহ নাহি পারে তাহা করিতে বারণ॥
পতি যদি রমণীরে শাস্তি দান করে।
কেহ না রক্ষিতে পারে অবনী-ভিতরে॥
রমণীর প্রভু স্বামী, স্বামী মাত্র সার।
স্বামী বিনা এ জগতে গুরু নাহি তার॥
যে রমণী উচ্চ কুলে জন্মলাভ করে।
স্বামিঅনুগামী হয় সংসার-ভিতরে॥
অসৎ কুলেতে যার জন্ম লাভ হয়।
স্বাধীনা কুলটা হ'য়ে চিরদিন রয়॥
পরপুরুষের সেবা ক'রে সেই সদা।
আপন পতির নিন্দা করে সে সর্ব্বদা॥
চিত্ররথকন্যা আমি গন্ধর্ব্বরমণী।
গন্ধর্ব্বরাজের বধূ জানেন আপনি॥
স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান, স্বামী মাত্র সার।
তাই বুঝি এ দুর্দ্দশা ঘটিল আমার॥
সকল করিতে পার ব্রাহ্মণ-নন্দন।
মৃত্যুকন্যা কাল যমে কর আনয়ন॥
জিজ্ঞাস্য অনেক আছে তাদের সকাশে।
তবে সে সকল কথা কহিব বিশেষে॥
এতেক শুনিয়া তবে ব্রাহ্মণ-নন্দন।
ক্ষণকাল তরে কিবা করিল চিন্তন॥
অনন্তর জনার্দ্দন সতীর কথায়।
মৃত্যুকন্যা, কাল, যমে আনিলা তথায়॥
কৃষ্ণবর্ণা মেঘরূপা মৃত্যু-কন্যা-রূপ।
রক্তাম্বর বেশ তার অতি অপরূপ॥
স্বীয়পতি কাল-পাশে অবস্থিতি তার।
চৌষট্টি নন্দন আছে আনন্দ অপার॥
ষড়ভুজা শান্তমূর্ত্তি সহাস্যবদনা।
মহাসতী দয়াবতী অতি সুদর্শনা॥
মহারূপে মহাকাল আসিল তথায়।
সূর্য্যতুল্য মহাতেজা রক্তাম্বর গায়॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তার সৃষ্টি-ধ্বংসকারী।
শ্রীকৃষ্ণের জপ করে অক্ষমালাধারী॥
ষোল হাত ছয় মুখ চব্বিশ লোচন।
ষট্‌পাদ, পরিধানে লোহিত বসন॥
দেহ তার কৃষ্ণবর্ণ বিরাট আকার।
তার হস্তে লয় পায় অখিল সংসার॥
সুদুর্জ্জয় ব্যাধিগণ বৃদ্ধ অতিশয়।
আসিলেন কৃষ্ণবর্ণ যম মহাশয়॥
স্থূল অতি, পদ দুটি কৃষ্ণ কলেবর।
সাক্ষাৎ ধর্ম্মের তুল্য জ্ঞাত চরাচর॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম যত কিছু বিচারের ভার।
সকলি করেন তিনি ধর্ম্মের আধার॥
অনন্তর মালাবতী সবার প্রথমে।
বিনয় বচনে তিনি কহিলেন যমে॥
জাগিছে মনেতে তার প্রশ্ন অগণন।
সে কারণে কহে নারী বিনয় বচন॥
মালাবতী সতী কহে, হে ধর্ম্ম রাজন্।
কি কারণে মম কান্ত করিলে হরণ॥
ধর্ম্মশাস্ত্রে জানি তুমি অতি বিচক্ষণ।
আমার জ্ঞানের তৃষা কর নিবারণ॥
মালাবতীমুখে শুনি বিনয় বচন।
ধীরে ধীরে ধর্ম্মরাজ কহিলা তখন॥
শুন শুন মালাবতী, এই ভূমণ্ডলে।
অকালে কেহ না পড়ে মৃত্যুর কবলে॥
মৃত্যুকন্যা, আমি, কাল আর ব্যাধিগণ।
সকল জীবের হই মৃত্যুর কারণ॥
কিন্তু জেনো স্বেচ্ছাচারী মোরা কভু নহি।
প্রকৃতি-ইচ্ছায় চলি তাঁর আজ্ঞা বহি॥
ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন আমরা সবাই।
প্রাপ্তকালে জীবপ্রাণ হ'রে থাকি তাই॥
আয়ুশেষে মৃত্যুকন্যা হরিবে যাহারে।
সে জন অবশ্য রবে মম অধিকারে॥
তোমার পতির প্রাণ এর হাতে যায়।
ইচ্ছাধীন আমি মাত্র না আছে উপায়॥
মৃত্যুকন্যা আছে হেথা প্রশ্ন কর তারে।
কি কারণে এই কার্য্য করে বারেবারে॥
শুনিয়া যমের বাক্য সতী মালাবতী।
বিনয় সম্ভাষে কহে মৃত্যুকন্যা প্রতি॥
শুন শুন মৃত্যুকন্যা বচন আমার।
আপনি অবলাজাতি কি বলিব আর॥
আমি বিদ্যমানে কেন হরিযাছ পতি।
পতি বিনে অবলার নাহি কোন গতি॥
এ কথা বুঝায়ে বল মোরে কৃপা করি।
কোন্ পাপে তুমি মোর স্বামী নিলে হরি॥
ইহা শুনি মৃত্যুকন্যা কহিলেন তারে।
এই কার্য্য-তরে বিধি সৃজিলা আমারে॥
যদি কোন সাধ্বী সতী মোরে ভস্ম করে।
ঘুচে মোর এই দায় চিরদিন তরে॥
কালের আদেশে আমি সব কাজ করি।
পুত্রগণ ভ্রমে সদা কাল-আজ্ঞা ধরি॥
বিশ্বাস না হয় যদি জিজ্ঞাসহ কালে।
তোমারে না ছলি আমি কোন মিথ্যা ছলে॥
অনন্তর মালাবতী কালে ডাকি কয়।
সনাতন ভগবান্ শুন মহাশয়॥
নারায়ণ অংশ তুমি উৎকৃষ্ট সবার।
সর্ব্ব-কার্য্য-সাক্ষি-রূপী করি নমস্কার॥
কহ কহ কৃপানিধি বিপদ্বারণ।
কি কারণে কান্ত মম করিলে হরণ॥
কাল কহে, শুন সাধ্বী, এই ধরাতলে।
ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন আমরা সকলে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যাঁহার সৃজন।
যোগিগণ ধ্যান করে যাঁর শ্রীচরণ॥
যাঁর ভয়ে বায়ুদেব বহে নিরন্তর।
যাঁর আজ্ঞা মানি চলে ব্রহ্মা ও শঙ্কর॥
যাঁহার আজ্ঞায় চলে যত দেবগণ।
ধর্ম্ম, ইন্দ্র-আদি মানে যাঁহার শাসন॥
প্রকৃতি যাঁহার ভয়ে ভীতা সর্ব্বদাই।
শাস্ত্রে বেদে কভু যাঁর অন্ত নাহি পাই॥
যাঁর স্তুতি পাঠ করে সমস্ত পুরাণ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি যাঁর করে নাম গান॥
সবার ঈশ্বর যিনি বিঘ্নবিনাশন।
সেই কৃষ্ণভগবানে কর আরাধন॥
মোরা সব তুচ্ছ অতি কি ক্ষমতা আছে।
কৃষ্ণের ইচ্ছায় চলি তার পাছে পাছে॥
পতি তব মরিয়াছে কিসের কারণ।
তাহার উত্তর দান অসাধ্য সাধন॥
ত্রিলোকের গতি যিনি দেব নারায়ণ।
সর্ব্বজীব মূলাধার সবার কারণ॥

কৃপানিধি দয়াময় সেই ভগবান্।
তোমার স্বামীর প্রাণ করিবেন দান॥
হরিনামময় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।
যাহাতে আছেক শুধু হরিগুণ গান॥
যতেক পুরাণ আর যত উপাখ্যান।
বেদ আর শাস্ত্র যত বেদের ব্যাখ্যান॥
সবাকার মূলে আছে একমাত্র নাম।
পাপ তাপ দূর যাতে হয় অবিরাম॥
ভবসিন্ধু তরিবারে ইচ্ছা যদি হয়।
হরিগুণ গান তবে করিবে নিশ্চয়॥
এ সংসার মায়াময় সত্য কিছু নহে।
ধনজন মান মিথ্যা কৃষ্ণের বিরহে॥
জন্মমৃত্যু আদি যত তাঁর ইচ্ছা ধরে।
কোন কর্ম্ম নাহি আছে ইহার বাহিরে॥
অতএব শুন জীব মুক্তি যদি চাও।
হরিনাম সার কর হরিগুণ গাও॥
হে শৌনক, এত বলি কাল মৌনী হয়।
ব্রাহ্মণকুমার শেষে ধীরে ধীরে কয়॥

ব্রহ্মখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● ষোড়শ অধ্যায়

চিকিৎসা-প্রণয়ন।

বিপ্ররূপী জনার্দ্দন কহেন তখন।
শুন শুন মালাবতী, আমার বচন॥
কাল, যম, মৃত্যুকন্যা সাক্ষাতে হেরিলে।
তাহাদের কথা তুমি সকলি শুনিলে॥
আর যদি ইচ্ছা কিছু জানিবার থাকে।
জিজ্ঞাসা করহ সতী সবার সম্মুখে॥
সন্দেহ থাকিলে কোন, কহ এই বার।
সন্দেহ-ভঞ্জন আমি করিব তোমার॥
সতী কয় জানিবারে বাসনা আমার।
দেহে না পশিবে কিসে ব্যাধি দুর্নিবার॥
সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি করি নিবেদন।
সর্ব্ববিষয়ের তুমি দাও বিবরণ॥
শুনিয়া সতীর বাক্য বিপ্র জনার্দ্দন।
বৈদিক সংহিতাকথা কহিলা তখন॥
ব্রাহ্মণ কহিলা, যিনি বেদের কারণ।
সেই হরি শ্রীকৃষ্ণেরে করিনু বন্দন॥
বেদের সৃজনকারী মঙ্গল-আধার।
সনাতন ভগবানে করি নমস্কার॥
চতুর্ম্মুখ চারিবেদ করিয়া দর্শন।
আয়ুর্ব্বেদ নামে বেদ করিলা সৃজন॥
সৃজন করিয়া বেদ ব্রহ্মা তার পরে।
ভাস্করদেবেরে সেই বেদ দান করে॥
ভাস্কর রচিলা গ্রন্থ আয়ুর্ব্বেদ হ'তে।
সংহিতা নামেতে তাহা বিখ্যাত জগতে॥
ব্রাহ্মণ কহিলা, সাধ্বি, শুন এইক্ষণ।
রোগবিনাশক মন্ত্র করিব কীর্ত্তন॥
ধন্বন্তরি, দিবোদাস, কাশীরাজ আর।
নকুল ও সহদেব, অশ্বিনীকুমার॥
যমরাজ, বুধ, পৈল, অগস্ত্য, চ্যবন।
জনক, জাবাল আর জাজলি, করণ॥
ভাস্করের শিষ্য সবে অতি গুণ ধরে।
মহাজ্ঞানী বেদবিদ্ রোগ শান্তি করে॥
চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান, চিকিৎসাদর্পণ।
চিকিৎসাকৌমুদী, ব্যাধি-সিন্ধু-বিমর্দ্দন॥
চিকিৎসার সার তন্ত্র সন্দেহভঞ্জন।
জ্ঞানার্ণব-তন্ত্রসার হইল রচন॥
জীবদানতন্ত্র আর বেদাঙ্গের সার।
নিদান ও সর্ব্বসার তন্ত্র চমৎকার॥
দ্বৈধবিনির্ণয় আদি চিকিৎসাপুস্তক।
বলাধানকারী আর ব্যাধিবিনাশক॥
পারদর্শী যেই জন চিকিৎসা বিষয়।
সেই তো পরম জ্ঞানী বৈদ্য তারে কয়॥
বেদনার শান্তি আর ব্যাধি উপশম।
এই তো বৈদ্যের কর্ম্ম শাস্ত্রের নিয়ম॥

বৈদ্য পারে করিবারে ব্যাধির বিনাশ।
মৃতজনে প্রাণদান না করিবে আশ॥
আয়ুর্ব্বেদে বিজ্ঞ যিনি অতি দয়াবান্।
শুন সতি, সেইজন বৈদ্যের প্রধান॥
সর্ব্বরোগ মধ্যে জ্বর অতি ভয়ঙ্কর।
জ্বরাসুর নামে খ্যাত শিবের কিঙ্কর॥
তিন পাদ ছয় হস্ত নয়টি লোচন।
তিনটি মস্তক তার বিকৃত দর্শন॥
কালান্তক যমসম বিকট নিষ্ঠুর।
প্রাণিগণে দুঃখদান করে সে প্রচুর॥
বায়ু, পিত্ত, কফ আর ত্রিদোষজ জ্বর।
চতুর্ব্বিধ জ্বরে প্রাণী ভোগে নিরন্তর॥
পাণ্ডু, কুষ্ঠ, প্লীহা, শূল, কুব্জ আদি নামে।
চৌষট্টি প্রকার ব্যাধি আছে ধরাধামে॥
মৃত্যুকন্যাপুত্র এই সর্ব্বব্যাধিগণ।
জরা সহ ভূমণ্ডলে করয়ে ভ্রমণ॥
শুন সতি মালাবতি, এই ব্যাধিগণ।
সংযমী ব্যক্তির কাছে না করে গমন॥
পদতলে, কর্ণরন্ধ্রে তৈলের মর্দ্দন।
শিরোদেশে তৈল দান করে যেই জন॥
নয়নে জলের সেক ব্যায়াম প্রচুর।
যেই জন করে তার ব্যাধি হয় দূর॥
বসন্তে ভ্রমণ আর বহ্নির সেবন।
বালাস্ত্রী সম্ভোগ আদি করে যেইজন॥
গ্রীষ্মকালে নিত্যস্নান করে যেইজন।
বায়ুসেবা করে আর চন্দন লেপন॥
বর্ষায় যে জন করে উষ্ণ জলে স্নান।
যথাকালে প্রতিদিন পরিমিত খান॥
শরৎকালেতে রৌদ্রে না করে ভ্রমণ।
রৌদ্র-সেবা নাহি যেই করে কদাচন॥
খাতজলে স্নান করে হেমন্তে যে জন।
উষ্ণ খাদ্য নিত্য নিত্য যে করে ভক্ষণ॥
শীতে যে উত্তম বস্ত্র নিয়মিত পরে।
যেইজন যথাযোগ্য অগ্নিসেবা করে॥
উষ্ণ জলে স্নান করে উষ্ণ খাদ্য খায়।
সুস্থ থাকে সেই জন, ধরে না জরায়॥
সদ্যোমাংস নব অন্ন যে করে ভক্ষণ।
নিয়মিত যুবতীরে যে করে রমণ॥
ঘৃত দুগ্ধ পান করে নবনীত খায়।
জলপান করে যেই ঘোর পিপাসায়॥
তাম্বূল চর্ব্বণ করে, খায় দধি গুড়।
ক্ষুধার সময় অন্ন খায় যে প্রচুর॥
সেই জন সুস্থ থাকে নাহি তার ভয়।
ব্যাধি-আদি নাহি ধরে জরা দূরে রয়॥
শুষ্কমাংস ক্ষুধাকালে খায় যেই জন।
নবোদিত রৌদ্রে যেই করে বিচরণ॥
যেই জন নিযমিত রাত্রে দধি খায।
ঋতুমতী পত্নী ভজে বেশ্যাগৃহে যায॥
বৃদ্ধা রমণীতে রত হয় যেই জন।
ব্যাধিসহ জরা তারে করে আক্রমণ॥
পাপ আর ব্যাধিগণ মিত্র অতিশয়।
পাপ হ'তে ব্যাধি জন্মে সকল সময়॥
স্বধর্ম্ম-আচারী যেই হরি-পরায়ণ।
গুরুদেবে ভক্তি সদা করে যেই জন॥
ব্রতের পালন করে সদাচারী হয।
তাহা হ'তে সব রোগ দূরে দূরে রয়॥
ভুজঙ্গ গরুড় দেখি যেমতি পলায়।
তাদৃশ লোকেরে দেখি ব্যাধি দূরে যায়॥
শুন সতি মালাবতি, কহি এইক্ষণ।
সকল রোগের জ্বর প্রধান কারণ॥
ক্ষুধার সময যেই না করে আহার।
অবশ্যই পিত্ত রোগ জন্মিবে তাহার॥
বিল্ব তাল ভোজনান্তে জল যেই খায।
প্রাণঘাতী পিত্ত হবে নাহিক উপায॥
শরতেতে উষ্ণ জল আর তিক্ত খায়।
অবশ্য দেহেতে তার পিত্ত বৃদ্ধি পায॥
শর্করা-মিশ্রিত জল, ধনে, গব্যদধি।
পক্ক বিল্বফল তাল কেহ খায় যদি॥

ইক্ষুজাত খাদ্য কিংবা মুদ্গযূষ খায়।
পিত্তের বিনাশ হবে ভুল নাহি তায়॥
ভোজনের পরে স্নান করে যেই জন।
তৃষ্ণা ভিন্ন জল পান যখন তখন॥
তিল তৈল মাখে গায়ে খায় রম্ভাফল।
পান করে দধি আর নারিকেল জল॥
তরমুজ খায় আর খায় যে কাঁকুড়।
খাতজলে স্নান যেই করয়ে প্রচুর॥
শ্লেষ্মায় ভুগিবে সেই সকল সময়।
শ্লেষ্মার প্রকোপে সব বল নষ্ট হয়॥
বহ্নিস্বেদ, পক্কতৈল, শুষ্কভক্ষ্য আর।
পক্ক হরীতকী, আদা, মধু, সিন্ধুবার॥
সঘৃত রোচনাচূর্ণ, কাঁচা রম্ভাফল।
মরীচ, পিপ্পলী আর জীরক সকল॥
ব্যবহার করে যেই নাহি তার ভয়।
শ্লেষ্মার বিনাশ হয়, বল বৃদ্ধি হয়॥
ভোজনের পরে যেই করিবে ধাবন।
ভার্য্যা-সহবাসে যেই রত অনুক্ষণ॥
বৃদ্ধা স্ত্রীতে উপগত হয় যেই সদা।
অগ্নির উত্তাপে যেই রহিবে সর্ব্বদা॥
অনাহারে থাকে যেই কটুবাক্য বলে।
নিরন্তর মনস্তাপ শোক দুঃখে জ্বলে॥
এ সকল কারণেতে সময় সময়।
জানিবে জীবের দেহে বায়ু-বৃদ্ধি হয়॥
শর্করার জল পান পক্ক রম্ভাফল।
সুপিষ্টক দধি আর নারিকেল-জল॥
বিশুদ্ধ তিলের তৈল আমলকী-রস।
স্নিগ্ধ পদ্মপত্রশয্যা চন্দনপরশ॥
খেজুর, তালের মেথি, সুস্নিগ্ধ ব্যজন।
সদ্যোবায়ু নাশ করে শাস্ত্রের বচন॥
কহ সতি মালাবতি, কহ এইক্ষণ।
কোন্ রোগে স্বামী তব ত্যজিল জীবন॥
পুনশ্চ জীবন যাহে তব পতি পায়।
করিব এখন আমি তাহার উপায়॥

সৌতি কহে, অনন্তর ব্রাহ্মণ-বচনে।
মালাবতী সতী কয় আনন্দিত মনে॥
শুন শুন বিপ্রবর মম প্রাণেশ্বর।
ব্রহ্মশাপে যোগবলে ত্যজে কলেবর॥
পতি মম গিয়াছিল দেবতাসভায়।
অপ্সরা রম্ভার রূপে মোহিত তথায়॥
তাঁহার আচার দেখি রোষে পদ্মাসন।
অভিশাপ দেন তারে ত্যজিতে জীবন॥
যোগাসনে বসি তবে মোর প্রাণপতি।
ত্যজিলেন দেহ এবে কিবা মোর গতি॥
হে ব্রাহ্মণ বিচক্ষণ, করি নিবেদন।
পতির জীবন দান করুন এখন॥
স্বামী সহ প্রণমিয়া সর্ব্বদেবগণে।
মহানন্দে চলি যাব আপন ভবনে॥
অনন্তর বিপ্ররূপী জনার্দ্দন হরি।
দেবতাগণের কাছে গেলা ত্বরা করি॥

ব্রহ্মখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়

ব্রাহ্মণ ও দেববৃন্দ-সংবাদ বিষয়ে বিষ্ণুর প্রশংসা।

ব্রাহ্মণে দেখিয়া সেথা সর্ব্বদেবগণ।
সমাদর করিলেন আনন্দিত মন॥
মোহিত হইয়া সবে বিষ্ণুর মায়ায়।
বিপ্ররূপী শ্রীহরিরে চিনিল না হায়॥
অনন্তর ভগবান্ মধুর বচনে।
কহিলেন সম্ভাষিয়া সর্ব্বদেবগণে॥
শুন শুন দেবগণ, করি নিবেদন।
গন্ধর্ব্বকুমারী চাহে স্বামীর জীবন॥
তেজস্বিনী সাধ্বী সতী অতি রোষভরে।
সর্ব্বদেবে অভিশাপ দিতে ইচ্ছা করে॥
সবার মঙ্গল তরে আমি এতক্ষণ।
ক্ষান্ত তারে রাখিয়াছি শুন দেবগণ॥

পরম-ঈশ্বর বিষ্ণু কোথায় এখন।
দৈববাণী মিথ্যা আজি হ'ল কি কারণ ॥
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি, ব্রহ্মা মহাশয়।
মধুরবচনে তাঁরে ধীরে ধীরে কয় ॥
নারদ আমার পুত্র শাপগ্রস্ত হ'যে।
জন্মলাভ করেছিল গন্ধর্ব্ব-আলয়ে ॥
উপবর্হণ নাম করিল ধারণ।
মম শাপে পুনর্ব্বার ত্যজিল জীবন ॥
নিরূপিত কাল নাহি হয়েছে পূরণ।
হাজার বছর আয়ু আছে তো এখন ॥
কৃষ্ণের প্রসাদে আমি স্বয়ং আবার।
জীবন প্রদান সত্য করিব তাহার ॥
হে ব্রাহ্মণ চরাচরে ব্যাপ্ত ভগবান্।
সকল জানেন তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ॥
অপবিত্র পবিত্র বা যে হয় যেমন।
যদি করে ভক্তিভরে বিষ্ণুরে স্মরণ ॥
সুপবিত্র হয় সেই ভিতরে বাহিরে।
পাপ তাপ দূরে যায় শান্তি আসে ফিরে ॥
বৈদিককর্ম্মের মাঝে প্রথমে ও পরে।
ভক্তিভরে যেই জন বিষ্ণুনাম স্মরে ॥
অঙ্গহীন কর্ম্ম তার সুসম্পন্ন হয়।
সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বক্ষেত্রে হয় তার জয় ॥
জগতের স্রষ্টা আমি তাঁহারি কৃপায়।
মহেশ সংহারকর্ত্তা তাঁহারি আজ্ঞায় ॥
ধর্ম্ম, কাল, যম আর প্রকৃতি ঈশ্বরী।
সভয়ে তাঁহার আজ্ঞা পালে ত্বরা করি ॥
এত বলি মৌনভাব ধরে পদ্মাসন।
ব্রাহ্মণে সম্বোধি পরে কহে পঞ্চানন ॥
মহেশ্বর কহিলেন, শুন হে ব্রাহ্মণ।
কোন্ বংশে জন্ম তব কাহার নন্দন ॥
বেদপাঠে কি বুঝিলা কি নাম ঠাকুর।
কার শিষ্য কহি সব চিন্তা কর দূর ॥
দেখিতে বালকসম সূর্য্যসম জ্যোতিঃ।
কি হেতু ছলনা এই দেবতার প্রতি ॥
শ্রীহরি-স্বরূপ তুমি বুঝিতে পার না।
সেই হেতু আপনারে করিছ বঞ্চনা ॥
ব্রাহ্মণকুমার কর বিষ্ণুর সন্ধান।
সবার হৃদয়ে তিনি সদা বিদ্যমান ॥
জীব-আত্মা, মন, বুদ্ধি, ধৃতি, স্মৃতি, জ্ঞান।
ইন্দ্রিয়সকল আর চেতনা ও প্রাণ ॥
নিদ্রা, দয়া, তন্দ্রা, পুষ্টি, ইচ্ছা, ক্ষমা আর।
সর্ব্বশক্তি সর্ব্বকালে আজ্ঞাধীন তাঁর ॥
যতদিন দেহে রহে পরম-ঈশ্বর।
ততদিন দেহ হয় কার্য্যেতে তৎপর ॥
দেহ ছাড়ি যেইক্ষণে যান ভগবান্।
দেহ হয় সেই ক্ষণে শবের সমান ॥
জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ভগবান্।
ভক্তিভরে নিরন্তর করে তাঁর ধ্যান ॥
হরির তপস্যা করি বহুকাল ধরি।
তথাপি সন্তোষ লাভ কভু নাহি করি ॥
নিরন্তর যাঁর নাম করি উচ্চারণ।
যাঁর নামগানে করি সর্ব্বত্র ভ্রমণ ॥
যাঁহার কৃপায় আমি অজর অমর।
যাঁহার কীর্ত্তন আমি করি নিরন্তর ॥
ব্রহ্মাণ্ড-সংহারকারী যাঁহার কৃপায়।
মৃত্যুঞ্জয় নাম মোর যাঁর মহিমায় ॥
সে পরমেশ্বরে আমি কভু পাই লয়।
কভু আবির্ভূত হই জানিও নিশ্চয় ॥
গোলোকে যে ভগবান্ করিছে বিরাজ।
শ্বেতদ্বীপে সেই হরি রহিয়াছে আজ ॥
ব্রহ্মার পতনকাল হরির নিমেষ।
বিষ্ণুর লোচনপাতে এক ব্রহ্মা শেষ ॥
আমি ও দেবর্ষিগণ শ্রীকৃষ্ণের কলা।
তাঁহার মহিমা কিছু নাহি যায় বলা ॥
সাধনা জীবন-ব্যাপী রয়েছে আমার।
তাঁর মহিমার তবু নাহি পাই পার ॥
এত বলি মৌনভাব ধরিলা শঙ্কর।
ধর্ম্মদেব ধীরে ধীরে কহে অতঃপর ॥

ইক্ষুজাত খাদ্য কিংবা মুদ্গযূষ খায়।
পিত্তের বিনাশ হবে ভুল নাহি তায়॥
ভোজনের পরে স্নান করে যেই জন।
তৃষ্ণা ভিন্ন জল পান যখন তখন॥
তিল তৈল মাখে গায়ে খায় রম্ভাফল।
পান করে দধি আর নারিকেল জল॥
তরমুজ খায় আর খায় যে কাঁকুড়।
খাতজলে স্নান যেই করয়ে প্রচুর॥
শ্লেষ্মায় ভুগিবে সেই সকল সময়।
শ্লেষ্মার প্রকোপে সব বল নষ্ট হয়॥
বহ্নিস্বেদ, পক্বতৈল, শুষ্কভক্ষ্য আর।
পক্ক হরীতকী, আদা, মধু, সিন্ধুবার॥
সঘৃত রোচনাচূর্ণ, কাঁচা রম্ভাফল।
মরীচ, পিপ্পলী আর জীরক সকল॥
ব্যবহার করে যেই নাহি তার ভয়।
শ্লেষ্মার বিনাশ হয়, বল বৃদ্ধি হয়॥
ভোজনের পরে যেই করিবে ধাবন।
ভার্য্যা-সহবাসে যেই রত অনুক্ষণ॥
বৃদ্ধা স্ত্রীতে উপগত হয় যেই সদা।
অগ্নির উত্তাপে যেই রহিবে সর্ব্বদা॥
অনাহারে থাকে যেই কটুবাক্য বলে।
নিরন্তর মনস্তাপ শোক দুঃখে জ্বলে॥
এ সকল কারণেতে সময় সময়।
জানিবে জীবের দেহে বায়ু-বৃদ্ধি হয়॥
শর্করার জল পান পক্ক রম্ভাফল।
সুপিষ্টক দধি আর নারিকেল-জল॥
বিশুদ্ধ তিলের তৈল আমলকী-রস।
স্নিগ্ধ পদ্মপত্রশয্যা চন্দনপরশ॥
খেজুর, তালের মেথি, সুস্নিগ্ধ ব্যজন।
সদ্যোবায়ু নাশ করে শাস্ত্রের বচন॥
কহ সতি মালাবতি, কহ এইক্ষণ।
কোন্ রোগে স্বামী তব ত্যজিল জীবন॥
পুনশ্চ জীবন যাহে তব পতি পায়।
করিব এখন আমি তাহার উপায়॥

সৌতি কহে, অনন্তর ব্রাহ্মণ-বচনে।
মালাবতী সতী কয় আনন্দিত মনে॥
শুন শুন বিপ্রবর মম প্রাণেশ্বর।
ব্রহ্মশাপে যোগবলে ত্যজে কলেবর॥
পতি মম গিয়াছিল দেবতাসভায়।
অপ্সরা রম্ভার রূপে মোহিত তথায়॥
তাঁহার আচার দেখি রোষে পদ্মাসন।
অভিশাপ দেন তারে ত্যজিতে জীবন॥
যোগাসনে বসি তবে মোর প্রাণপতি।
ত্যজিলেন দেহ এবে কিবা মোর গতি॥
হে ব্রাহ্মণ বিচক্ষণ, করি নিবেদন।
পতির জীবন দান করুন এখন॥
স্বামী সহ প্রণমিয়া সর্ব্বদেবগণে।
মহানন্দে চলি যাব আপন ভবনে॥
অনন্তর বিপ্ররূপী জনার্দ্দন হরি।
দেবতাগণের কাছে গেলা ত্বরা করি॥

ব্রহ্মখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়

ব্রাহ্মণ ও দেববৃন্দ-সংবাদ বিষয়ে বিষ্ণুর প্রশংসা।

ব্রাহ্মণে দেখিয়া সেথা সর্ব্বদেবগণ।
সমাদর করিলেন আনন্দিত মন॥
মোহিত হইয়া সবে বিষ্ণুর মায়ায়।
বিপ্ররূপী শ্রীহরিরে চিনিল না হায়॥
অনন্তর ভগবান্ মধুর বচনে।
কহিলেন সম্ভাষিয়া সর্ব্বদেবগণে॥
শুন শুন দেবগণ, করি নিবেদন।
গন্ধর্ব্বকুমারী চাহে স্বামীর জীবন॥
তেজস্বিনী সাধ্বী সতী অতি রোষভরে।
সর্ব্বদেবে অভিশাপ দিতে ইচ্ছা করে॥
সবার মঙ্গল তরে আমি এতক্ষণ।
ক্ষান্ত তারে রাখিয়াছি শুন দেবগণ॥

পরম-ঈশ্বর বিষ্ণু কোথায় এখন।
দৈববাণী মিথ্যা আজি হ'ল কি কারণ॥
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি, ব্রহ্মা মহাশয়।
মধুরবচনে তাঁরে ধীরে ধীরে কয়॥
নারদ আমার পুত্র শাপগ্রস্ত হ'যে।
জন্মলাভ করেছিল গন্ধর্ব্ব-আলযে॥
উপবর্হণ নাম করিল ধারণ।
মম শাপে পুনর্ব্বার ত্যজিল জীবন॥
নিরূপিত কাল নাহি হযেছে পূরণ।
হাজার বছর আয়ু আছে তো এখন॥
কৃষ্ণের প্রসাদে আমি স্বয়ং আবার।
জীবন প্রদান সত্য করিব তাহার॥
হে ব্রাহ্মণ চরাচরে ব্যাপ্ত ভগবান্।
সকল জানেন তিনি সর্ব্বশক্তিমান্॥
অপবিত্র পবিত্র বা যে হয় যেমন।
যদি করে ভক্তিভরে বিষ্ণুরে স্মরণ॥
সুপবিত্র হয় সেই ভিতরে বাহিরে।
পাপ তাপ দূরে যায় শান্তি আসে ফিরে॥
বৈদিককর্ম্মের মাঝে প্রথমে ও পরে।
ভক্তিভরে যেই জন বিষ্ণুনাম স্মরে॥
অঙ্গহীন কর্ম্ম তার সুসম্পন্ন হয়।
সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বক্ষেত্রে হয় তার জয়॥
জগতের স্রষ্টা আমি তাঁহারি কৃপায।
মহেশ সংহারকর্ত্তা তাঁহারি আজ্ঞায॥
ধর্ম্ম, কাল, যম আর প্রকৃতি ঈশ্বরী।
সভযে তাঁহার আজ্ঞা পালে ত্বরা করি॥
এত বলি মৌনভাব ধরে পদ্মাসন।
ব্রাহ্মণে সম্বোধি পরে কহে পঞ্চানন॥
মহেশ্বর কহিলেন, শুন হে ব্রাহ্মণ।
কোন্ বংশে জন্ম তব কাহার নন্দন॥
বেদপাঠে কি বুঝিলা কি নাম ঠাকুর।
কার শিষ্য কহি সব চিন্তা কর দূর॥
দেখিতে বালকসম সূর্য্যসম জ্যোতিঃ।
কি হেতু ছলনা এই দেবতার প্রতি॥
শ্রীহরি-স্বরূপ তুমি বুঝিতে পার না।
সেই হেতু আপনারে করিছ বঞ্চনা॥
ব্রাহ্মণকুমার কর বিষ্ণুর সন্ধান।
সবার হৃদযে তিনি সদা বিদ্যমান॥
জীব-আত্মা, মন, বুদ্ধি, ধৃতি, স্মৃতি, জ্ঞান।
ইন্দ্রিয়সকল আর চেতনা ও প্রাণ॥
নিদ্রা, দয়া, তন্দ্রা, পুষ্টি, ইচ্ছা, ক্ষমা আর।
সর্ব্বশক্তি সর্ব্বকালে আজ্ঞাধীন তাঁর॥
যতদিন দেহে রহে পরম-ঈশ্বর।
ততদিন দেহ হয় কার্য্যেতে তৎপর॥
দেহ ছাড়ি যেইক্ষণে যান ভগবান্।
দেহ হয় সেই ক্ষণে শবের সমান॥
জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ভগবান্।
ভক্তিভরে নিরন্তর করে তাঁর ধ্যান॥
হরির তপস্যা করি বহুকাল ধরি।
তথাপি সন্তোষ লাভ কভু নাহি করি॥
নিরন্তর যাঁর নাম করি উচ্চারণ।
যাঁর নামগানে করি সর্ব্বত্র ভ্রমণ॥
যাঁহার কৃপায় আমি অজর অমর।
যাঁহার কীর্ত্তন আমি করি নিরন্তর॥
ব্রহ্মাণ্ড-সংহারকারী যাঁহার কৃপায়।
মৃত্যুঞ্জয় নাম মোর যাঁর মহিমায॥
সে পরমেশ্বরে আমি কভু পাই লয।
কভু আবির্ভূত হই জানিও নিশ্চয়॥
গোলোকে যে ভগবান্ করিছে বিরাজ।
শ্বেতদ্বীপে সেই হরি রহিযাছে আজ॥
ব্রহ্মার পতনকাল হরির নিমেষ।
বিষ্ণুর লোচনপাতে এক ব্রহ্মা শেষ॥
আমি ও দেবর্ষিগণ শ্রীকৃষ্ণের কলা।
তাঁহার মহিমা কিছু নাহি যায় বলা॥
সাধনা জীবন-ব্যাপী রয়েছে আমার।
তাঁর মহিমার তবু নাহি পাই পার॥
এত বলি মৌনভাব ধরিলা শঙ্কর।
ধর্ম্মদেব ধীরে ধীরে কহে অতঃপর॥

সর্ব্বব্যাপী হরি যিনি সর্ব্বত্র প্রকাশ।
কি কারণে তাঁরে তুমি কর পরিহাস॥
মনোবুদ্ধি-অগোচর ইন্দ্রিয়-অতীত।
শুদ্ধ নিরঞ্জন, কেন কহ বিপরীত॥
কি আশ্চর্য্য মুনিদের মতিভ্রম হয়।
মহতের নিন্দা সাধু কানে নাহি লয়॥
কুম্ভীপাক নরকেতে নিন্দাকারী যায়।
বহুদুঃখ তার ভাগ্যে নাহিক উপায়॥
বিষ্ণুনিন্দা করে যেই সভার ভিতরে।
কুম্ভীপাক নরকেতে গমন সে করে॥
বিষ্ণু গুরু উভয়েই পিতা সবাকার।
সকলের রক্ষাকর্ত্তা বরদাতা আর॥
এত বলি ধর্ম্মদেব হইলা নীরব।
কুতূহলী হ'যে রহে দেবগণ সব॥
বিপ্ররূপী জনার্দ্দন মৃদুহাস্যে কয়।
বিষ্ণুনিন্দা করি নাই, নাহি কোন ভয়॥
অকারণ কেন তবে করহ বিবাদ।
তোমা সবা সনে মম নাহি কোন বাদ॥
হরিনিন্দা কিসে হৈল আমার বচনে।
আমা প্রতি রুষ্ট তবে বল কি কারণে॥
আমি মাত্র বলিয়াছি না আসিল হরি।
দৈববাণী ব্যর্থ হ'ল তাই মনে করি॥
সাধুব্যক্তি পক্ষপাতে কথা নাহি কয়।
পক্ষপাতী বহুকাল নরকেতে রয়॥
কহিলা তোমরা সবে সর্ব্ব স্থানে হরি।
শ্বেতদ্বীপে তবে কেন গেলা ত্বরা করি॥
প্রভেদ নাহিক কিছু অংশ ও অংশীতে।
অসঙ্গত বাক্য ইহা ভাবি দেখ চিতে॥
কি কারণে সাধু তবে অংশ ত্যাগ করি।
পূর্ণতমে সেবা করে যুগ যুগ ধরি॥
আশা অতি বলবতী তাহার কারণ।
চন্দ্রেরে ধরিতে চাহে উদ্বাহু বামন॥
প্রতি বিশ্বে আছে বহু ব্রহ্মা মহেশ্বর।
সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ সবার ঈশ্বর॥
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড-ঊর্দ্ধে বৈকুণ্ঠ বিরাজে।
তার ঊর্দ্ধে মনোহর শ্রীগোলোক রাজে॥
চতুর্ভুজ লক্ষ্মীকান্ত বৈকুণ্ঠে বিরাজে।
গোপসহ কৃষ্ণ রহে গোলোকের মাঝে॥
নন্দ ও সুনন্দ আদি পারিষদ যত।
তারা সবে সেবা তাঁর করে অবিরত॥
দ্বিভুজ রাধিকাকান্ত জগতের পতি।
পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম অগতির গতি॥
সকল জীবের রূপ যিনি সারাৎসার।
রাসের মণ্ডলে সদা করেন বিহার॥
সাধু যোগী নিরন্তর করে তাঁর ধ্যান।
জ্যোতি তাঁর কোটি কোটি সূর্য্যের সমান॥
সর্ব্বমূলাধার দেব তিনি স্বেচ্ছাময়।
নিত্য ব্রহ্ম সনাতন সে কারণে কয়॥
কোটি কামদেব জিনি মূর্ত্তি মনোহর।
তরুণ কিশোররূপ শ্যামনটবর॥
পীত বস্ত্র পরিধানে দ্বিভুজ নবীন।
বৈষ্ণবেরা এই রূপে পূজে নিশিদিন॥
কি কারণে আজ মম চাহ পরিচয়।
মম বাক্যে সব কথা বুঝ মহাশয়॥
বৃথা আর বিবাদেতে নাহি প্রয়োজন।
গন্ধর্ব্বকুমারে প্রাণ করহ অর্পণ॥
এত বলি বিপ্ররূপী দেব জনার্দ্দন।
মৃদু মৃদু হাস্য করে অতি সুমোহন॥

ব্রহ্মখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়

উপবর্হণের পুনর্জীবনপ্রাপ্তি।

সৌতি মুনি কহিলেন, শুন তপোধন।
হরির অপূর্ব্ব লীলা করিব বর্ণন॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ বিষ্ণুর মায়ায়।
মুগ্ধ হ'যে ধীরে ধীরে বিপ্রসহ যায়॥



মৃত স্বামী ক্রোড়ে লয়ে মালাবতী যথা।
বিপ্র সহ দেবগণ উপনীত তথা॥
কমণ্ডলু জল ব্রহ্মা করিলা সিঞ্চন।
সুমোহন কান্তি তার হইল তখন॥
জ্ঞান দান করে তারে শিব দয়াময়।
ধর্ম্ম দিল ধর্ম্মজ্ঞান জানিবে নিশ্চয়॥
ব্রাহ্মণ করিলা তারে জীবন-প্রদান।
অতঃপর কহি আমি শোন মতিমান॥
বহ্নিরে দেখিয়া তার ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়।
কামে দেখি কামভাব জাগে সে সময়॥
নিশ্বাস বহিল তার বায়ুর কৃপায়।
সূর্য্যের মহিমা-বলে দৃষ্টিশক্তি পায়॥
বাণীর দর্শনে পায় বাক্য সুমধুর।
লক্ষ্মীরে দেখিয়া শোভা হইল প্রচুর॥
এইরূপে জীবদান যদ্যপি পাইল।
তথাপি জড়ের মত পড়িয়া রহিল॥
পরমাত্মা অধিষ্ঠান না করিল হায়।
জড়সম শয়ান সে রহিল শয্যায়॥
ইহা দেখি মালাবতী বিষণ্ণ বদন।
কি ভাবে বাঁচিবে স্বামী ভাবে মনে মন॥
মালাবতী সতী তবে ব্রহ্মা-উপদেশে।
পরম-ঈশ্বরে স্তব করিলেন শেষে॥
মালাবতী কহে, যিনি পরম ঈশ্বর।
যাঁহার কৃপায় চলে বিশ্ব চরাচর॥
নির্লিপ্ত হইয়া যিনি সাক্ষী সবাকার।
সর্ব্বস্থানে বিরাজিত যিনি সারাৎসার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি যাঁহার সৃজন।
যাঁর আজ্ঞা মানি চলে সর্ব্বদেবগণ॥
দেব মনু মুনি আদি যাঁর ধ্যান করে।
যাঁহার মহিমা ঘোষে বিশ্ব চরাচরে॥
সাকার ও নিরাকার যিনি স্বেচ্ছাময়।
যাঁহার করুণা-বলে বরলাভ হয়॥
সর্ব্বাধার সর্ব্বজীব সর্ব্ব কর্ম্ম ফল।
কোটি-সূর্য্য-সম যিনি প্রদীপ্ত উজ্জ্বল॥
নব ঘনশ্যাম যিনি অতি মনোহর।
পঙ্কজ-সদৃশ যাঁর লোচন সুন্দর॥
পূর্ণ শশধর-রূপ অতি সুদর্শন।
দ্বিভুজ মুরলীধারী বিশ্ববিমোহন॥
পীতবাস রাধাকান্ত নবীন কিশোর।
শ্রীরাসবিহারী হরি গোপী-মনচোর॥
সঙ্গে যাঁর নিত্য রাধা, ব্রজের রাখাল।
শিশুরূপে রক্ষা করে কামধেনু পাল॥
মধুর মুরলী যাঁর গোপীমন হরে।
বৃন্দাবনে যেই হরি বহু লীলা করে॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি যাঁর বৈকুণ্ঠ-ধামেতে।
বিরাজেন লক্ষ্মী সদা যাঁহার বামেতে॥
জগৎ পালন তরে বিষ্ণুরূপ ধরে।
ব্রহ্মারূপে যেই হরি বিশ্বসৃষ্টি করে॥
শিবরূপ ধরে যেই মঙ্গল কারণ।
প্রতি লোমকূপে যাঁর এ বিশ্বভুবন॥
সবার আধার যিনি, যিনি পরাৎপর।
সনাতন ব্রহ্ম যিনি পরম-ঈশ্বর॥
সাধুর হৃদয়ে যেই করে অবস্থান।
নিরীহ নির্লক্ষ্য যিনি জগতের প্রাণ॥
নির্গুণ ঈশ্বর তিনি কে বুঝিবে তাঁরে।
অবলা হইয়া আমি বন্দি কি প্রকারে॥
অনন্ত দেবতা যাঁর অন্ত নাহি পায়।
ব্রহ্মাদির শক্তি নাই যাঁহার পূজায়॥
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি বন্দিতে না পারে।
সেই পরাৎপরে আমি বন্দি কি প্রকারে॥
এত বলি মালাবতী নীরব তখন।
মৌনভাবে অনন্তর করিলা রোদন॥
মালাবতী সতী সেথা কাঁদে বার বার।
পুনঃ পুনঃ শ্রীহরিরে করে নমস্কার॥
ভকত-অধীন কৃষ্ণ তুষ্ট হ'য়ে স্তবে।
গন্ধর্ব্বকুমারে প্রাণ দান করে তবে॥
নিরাকার পরমাত্মা কৃষ্ণ ভগবান্।
উপবর্হণের দেহে করে অধিষ্ঠান॥

অবিলম্বে শয্যা ছাড়ে গন্ধর্ব্বকুমার।
পূর্ব্বমত বীণাযন্ত্র ধরিল আবার ॥
সম্মুখে দেখিয়া বিপ্রে আর দেবগণে।
প্রণাম করিলা পরে আনন্দিত মনে ॥
দিকে দিকে হ'ল মৃদু দুন্দুভির নাদ।
পুষ্পবৃষ্টি করি সবে করে আশীর্ব্বাদ ॥
গন্ধর্ব্বাদি নৃত্য করি আনন্দে মাতিল।
চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল ॥
এইরূপে প্রাণ পেয়ে সে উপবর্হণ।
মালাবতী সহ করে নগরে গমন ॥
তাহাদের মুখচন্দ্র করি দরশন।
পুরবাসী সবে হৈল আনন্দে মগন ॥
পতিসহ মালাবতী আসিয়া নগরে।
ব্রাহ্মণেরে ভোজ দিলা প্রফুল্ল অন্তরে ॥
দীন দুঃখী জনে ধন করে বিতরণ।
বেদপাঠ আরম্ভিল যত দেবগণ ॥
করিলা মঙ্গল কার্য্য আর মহোৎসব।
হরিসংকীর্ত্তন সহ করে তাঁর স্তব ॥
অনন্তর দেবগণ আর জনার্দ্দন।
আপন আপন স্থানে করিলা গমন ॥
হে শৌনক, যেই জন প্রফুল্ল অন্তরে।
পূজার সময় এই স্তব পাঠ করে ॥
সেবা-অধিকার পেয়ে হরিভক্ত হয়।
চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিবে নিশ্চয় ॥
বিদ্যার্থীরা বিদ্যা লভে, ধনার্থীরা ধন।
ভার্য্যার্থীরা ভার্য্যা পায় মনের মতন ॥
পুত্রকামী পুত্ররত্ন লভিবে নিশ্চয়।
যশঃপ্রার্থী যশ পায় নাহিক সংশয় ॥
রাজ্যভ্রষ্ট হয় যেই রাজ্য ফিরে পায়।
রোগমুক্ত হয় রোগী স্তব মহিমায় ॥
ভীতজন ভয় হ'তে পায় পরিত্রাণ।
সমস্ত বিপদ্ মাঝে লভয়ে কল্যাণ ॥
জগৎ-শরণ হরি বাঞ্ছাকল্পতরু।
তাঁরি নাম করে গান শিষ্যসহ গুরু ॥
এ ভব জলধি পার হইবেক যদি।
হরিনাম কর সার, জপ নিরবধি ॥

ব্রহ্মখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়

উপবর্হণের মৃত্যু ও শূদ্রবংশে পুনরায় জন্মগ্রহণ।

সৌতি মুনি কহিলেন, শুন ঋষিগণ।
মালাবতী এইরূপে পেয়ে পতিধন ॥
স্বামীর সেবায় সতী রহে অনিবার।
বহুকাল স্বামী সহ করিলা বিহার ॥
এইরূপে বহুকাল করিয়া যাপন।
কৃষ্ণমন্ত্র কথা সতী করায় স্মরণ ॥
বশিষ্ঠের দত্ত মন্ত্র নাহি ছিল মনে।
স্বামীরে সে মন্ত্র সতী কহে সেই ক্ষণে ॥
গন্ধর্ব্বকুমার পুনঃ আনন্দিত মনে।
রাজ্যসুখ ভোগ করে গন্ধর্ব্বভবনে ॥
পত্নী তার যত ছিল আসিল আবার।
মহানন্দে বাস করে গন্ধর্ব্বকুমার ॥
কৃষ্ণস্তব কৃষ্ণমন্ত্র কবচ অর্চ্চনা।
পতিরে করায় তবে গন্ধর্ব্ব ললনা ॥
পুষ্করেতে যবে বাস করিলা দুজন।
বশিষ্ঠ দিলেন মন্ত্র, হৈল বিস্মরণ ॥
হরিমন্ত্র শিবমন্ত্র দিয়াছিল কানে।
শিবমন্ত্র কথা আর না আসে স্মরণে ॥
তা' দেখি বশিষ্ঠদেব আসিয়া তথায়।
দম্পতিরে মন্ত্র দান করে পুনরায় ॥
সৌতি কহে যেই স্তব করে মালাবতী।
তাহাই বশিষ্ঠদত্ত সুপবিত্র অতি ॥
হরির কবচ কথা শুন শুন মুনি।
সবার প্রথমে আমি পিতৃমুখে শুনি ॥
এ কবচ গোপীকান্ত কৃষ্ণভগবান্।
ব্রহ্মা আর ধর্ম্মরাজে করিলেন দান ॥

হরির কবচ ইহা সুদুর্লভ অতি।
ইহাতে বিরাজ করে হরিসম জ্যোতিঃ॥
সৌতি কহে, হে শৌনক, করহ শ্রবণ।
মহেশের স্তোত্র আজি করিব কীর্ত্তন॥
নীল ও লোহিত যিনি দেবের প্রধান।
যোগীর ঈশ্বর যিনি, যিনি ভগবান্॥
তাঁহারে বন্দনা করি তিনি সনাতন।
আনন্দস্বরূপ তিনি জ্ঞানের কারণ॥
তপস্যার বীজ তিনি করুণা-সাগর।
মুক্তির কারণ তিনি, তিনি পরাৎপর॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু অনন্ত সুন্দর।
ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ রূপ তিনি পরম-ঈশ্বর॥
সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত তিনি সর্ব্বশক্তিমান্।
বাক্যের অতীত তিনি অনন্ত মহান্॥
বৃষভ বাহন তাঁর, নিত্য দিগম্বর।
ত্রিশূল পট্টিশধারী শ্রীচন্দ্রশেখর॥
দুর্ব্বাসা ও বাণরাজ, তারা অবিরাম।
এই স্তোত্রে শঙ্করেরে করিত প্রণাম॥
এই স্তোত্র্ যেবা পাঠ করে একমনে।
তীর্থস্নান ফলভাগী হয় সে ভুবনে॥
সর্ব্বরোগ দূর হয়, পুত্রলাভ হয়।
সর্ব্বকার্য্যে জয়ী হয়, নাহি মৃত্যুভয়॥
রাজ্যভ্রষ্ট রাজ্য পায় করিলে শ্রবণ।
নষ্ট-ধন ফিরে পায় ওহে তপোধন॥
ভার্য্যাহীন ভার্য্যা পায বুদ্ধি লাভ হয়।
সুখভোগ হং তার সকল সময॥
এই স্তে ত্র যেই জন করিবে শ্রবণ।
শিবলোকে সেই জন করিবে গমন॥

ব্রহ্মখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়

উপবর্হণের মৃত্যু ও শূদ্রযোনিতে জন্ম।

সৌতি কহে, অনন্তর গন্ধর্ব্বকুমার।
পত্নীগণ সহ রহে আনন্দে অপার॥
বৃদ্ধ রাজা বহুবিধ পুণ্য কাজ করে।
পত্নসহ বাস করে প্রফুল্ল অন্তরে॥
অবশেষে বৃদ্ধ রাজা ত্যজিলা জীবন।
পত্নীসহ করিলেন বৈকুণ্ঠে গমন॥
যথাবিধি শ্রাদ্ধ করি উপবর্হণ।
ব্রাহ্মণেরে করিলেন ধন বিতরণ॥
ব্রহ্মশাপ হেতু শেষে গন্ধর্ব্বনন্দন।
হে শৌনক, যথাকালে ত্যজিলা জীবন॥
ব্রাহ্মণ-ঔরসে আর শূদ্রার উদরে।
গন্ধর্ব্বকুমার শেষে জন্ম লাভ করে॥
পতির মরণ হেরি দেবী মালাবতী।
জীবন বিফল ভাবে, পতিব্রতা সতী॥
পুষ্কর তীর্থেতে চিতা করিয়া স্থাপন।
অনলে আহুতি দেয় আপন জীবন॥
অনলে যখন সতী ত্যজিল জীবন।
এক বাঞ্ছা ছিল তার মনেতে তখন॥
পুনর্জন্মে ইনি যেন মোর পতি হয়।
এই আকিঞ্চন মম, ওহে দয়াময়॥
এরূপ কামনা করি গন্ধর্ব্বরূপসী।
জীবন ত্যজিল তার অনলেতে পশি॥
সৃঞ্জযরাজের পত্নী, তাহার উদরে।
জাতিস্মরা রূপে সতী জন্মলাভ করে॥
শৌনক কহিলা, কহ সৌতি মহাশয়।
গন্ধর্ব্বকুমার কেন শূদ্রজন্ম লয়॥
সৌতি কহে, বহু পূর্ব্বে শ্রীদ্রুমিল নামে।
গোপরাজ ছিল এক কান্যকুব্জধামে॥
কলাবতী পত্নী তার অতি চমৎকার।
সন্তান-সন্ততি কিছু নাহি ছিল তার॥

স্বামি-দোষে বন্ধ্যা রহে রূপবতী সতী।
পুত্রাভাব হেতু সদা সুদুঃখিতা অতি॥
কলাবতী সতী শেষে স্বামীর আজ্ঞায়।
কাশ্যপ মুনির কাছে বনমধ্যে যায়॥
পুত্রের আকাঙ্ক্ষা লয়ে করেন গমন।
মুনিবরে দেখিলেন আশ্রমে তখন॥
ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত ভক্ত মুনিবর।
মধ্যাহ্নসূর্য্যের সম দীপ্তকলেবর॥
তাঁহারে দেখিয়া সতী করি নমস্কার।
প্রতীক্ষায় রহিলেন সম্মুখেতে তাঁর॥
কৃষ্ণপরায়ণ মুনি ধ্যান ভাঙ্গি শেষে।
সুন্দরীরে দেখিলেন মনোহর বেশে॥
সুন্দর চম্পকসম দেহলতা তার।
শারদপঙ্কজ তুল্য আঁখি চমৎকার॥
সুচারু কজ্জল শোভে নয়নে তাহার।
সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু মরি কি বাহার॥
অলক্ত রঞ্জিত আছে উভয় চরণে।
কিবা সে অপূর্ব্ব গতি তাহার চলনে॥
রত্নবিভূষিত অঙ্গ নিতম্ব বিশাল।
শোভন বর্ত্তুল স্তন সুন্দর কপাল॥
মৃদু মৃদু হাসে নারী আরক্ত নয়ন।
পীত বস্ত্রে শোভা তার বিশ্ববিমোহন॥
কিবা রূপ অপরূপ অতি মনোরম।
উর্ব্বশী বলিয়া তারে হয় বুঝি ভ্রম॥
জিজ্ঞাসিলা মুনিবর কেবা তুমি নারী।
কার পত্নী কিবা চাহ কহ তাড়াতাড়ি॥
বারনারী বলি তোমা হইতেছে মনে।
শীঘ্র কহ কেবা তুমি, হেথা কি কারণে॥
মুনির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভীতমনে কলাবতী কহিল তখন॥
গোপের দুহিতা আমি নাম কলাবতী।
দ্রুমিল আমার পতি, ওহে মহামতি॥
পুত্রার্থিনী হ'য়ে আমি আসিনু হেথায়।
কৃপা করি পুত্রদান করহ আমায়॥
সবা হৈতে বিজ্ঞ তুমি ওহে তপোধন।
আমার মনের বাঞ্ছা করহ পূরণ॥
পাশে আসে যেই নারী কামলালসায়।
প্রত্যাখ্যান করা নহে উচিত তাহায়॥
সর্ব্বভোজী অগ্নিরূপী তেজস্বী যাঁহারা।
দোষ নাহি তাঁহাদের পবিত্র তাঁহারা॥
বিজ্ঞতম তুমি অতি কৃষ্ণপরায়ণ।
মম-সতীধর্ম্ম নাশ না হবে কখন॥
স্বামী আজ্ঞা লয়ে আজ আসিয়াছি আমি।
কামবাণে ব্যাকুলিতা জান অন্তর্যামী॥
নিবেদন করি তাই পুত্র কর দান।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে করিব প্রস্থান॥
গোপকন্যাবাক্য শুনি ক্রুদ্ধ মুনিবর।
থর্ থর্ করি তাঁর কাঁপে ওষ্ঠাধর॥
অনন্তর ক্রোধভরে মুনি মহাশয়।
কহিলেন রূঢ় ভাষা কটু অতিশয়॥
পাপীয়সী নারী তুই আমারে ছলিতে।
হেথা আসি কামবাক্য চাহিস কহিতে॥
রহিয়াছে এক পতি যখন তোমার।
অন্যে লয়ে কেন তবে কর পাপাচার॥
যেই মূঢ় নিজ লক্ষ্মী অন্যে করে দান।
তার গৃহ লক্ষ্মীদেবী ত্যাগ করি যান॥
স্ব-ইচ্ছায় পতি যদি পরিত্যাগ করে।
পুনরায় পত্নীরূপে না লইবে ঘরে॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেই মদনে মাতিয়া।
শূদ্রপত্নী ভোগ করে জ্ঞানান্ধ হইয়া॥
বিপ্র কর্ম্মে অধিকার নাহি থাকে তার।
নরকেতে বহু ক্লেশ পায় অনিবার॥
যাগযজ্ঞে পিতৃশ্রাদ্ধে দেবতা-অর্চ্চনে।
অধিকারী নহে সেই এই ত্রিভুবনে॥
কত যে তাহার পাপ করিনু বর্ণন।
দ্বিজমধ্যে হয় সেই চণ্ডাল মতন॥
অতএব মম বাক্য শুন কলাবতী।
গৃহে ফিরে একমনে ভজ নিজ পতি॥

এত শুনি কলাবতী করিল রোদন।
কম্পিত অন্তরে বসি রহিল তখন॥
সহসা মেনকা দেবী সেই পথে যায়।
মুনি তার স্তন উরু দেখিবারে পায়॥
দশদিক আলোকিত মেনকা-রূপেতে।
সম্বরিতে আপনারে নারি কোন মতে॥
কামবাণে ব্যাকুলিত হৈল মুনিবর।
রেতঃপাত হৈল তাঁর ভূমির উপর॥
লইল অমনি তাহা কলাবতী করে।
ব্রাহ্মণের বীর্য্য পান করিল সত্বরে॥
অতঃপর ঋষিপদে করিয়া প্রণাম।
কলাবতী শীঘ্রগতি যায় নিজ ধাম॥
আপন আগারে সতী করিয়া গমন।
স্বামীর নিকটে তাহা করে নিবেদন॥
সতী কলাবতী মুখে শুনিয়া সকল।
হরষিত গোপ ভাবে জীবন সফল॥
গোপরাজ আনন্দেতে কহে সতীপ্রতি।
বিপ্রতেজ ধরিয়াছ তুমি পুণ্যবতী॥
আমার বচনে তুমি না কর সংশয়।
বৈষ্ণব সন্তান তব হইবে নিশ্চয়॥
এত বলি গোপরাজ করিলা তর্পণ।
ব্রাহ্মণেরে করিলেন ধন বিতরণ॥
লক্ষ লক্ষ হস্তী অশ্ব গাভী দান করে।
দাস দাসী ধান্য স্বর্ণ ব্রাহ্মণে বিতরে॥
অনন্তর গোপরাজ হরিপরায়ণ।
বদরিকা আশ্রমেতে করিলা গমন॥
তপস্যা করিল সেথা একান্ত অন্তরে।
যোগাসনে বসি পরে দেহত্যাগ করে॥
গঙ্গাতীরে দেহ ত্যজি বৈকুণ্ঠেতে যায়।
হরিদাস নামে সেথা হরিদাস্য পায়॥
গোপরাজ যেই ক্ষণে ত্যজিল জীবন।
উচ্চৈঃস্বরে কলাবতী করিলা রোদন॥
ভাবিলা অগ্নিতে দিবে আপন জীবন।
রক্ষা তারে করিলেন জনৈক ব্রাহ্মণ॥
অনন্তর সেই বিপ্র মাতৃ-সম্বোধনে।
তাহারে লইয়া আসে আপন ভবনে॥
কালক্রমে কলাবতী কাঞ্চন-সমান।
প্রসব করিলা এক পুত্র ভাগ্যবান্॥
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য তার স্নিগ্ধ সুশোভন।
কন্দর্প-সমান রূপ ভুবনমোহন॥
সূর্য্যসম মহাতেজা অতি মনোহর।
বদন-কমল যেন পূর্ণ শশধর॥
পদ্ম চক্র শোভে তার চরণ-কমলে।
মনোলোভা শোভা তার দুই গণ্ডস্থলে॥
পুত্র হেরি কলাবতী শোক তেয়াগিল।
এতদিনে তবে পতি-বিরহ ভুলিল॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু কন্দর্প-সমান।
যতনে পালন করে ব্রাহ্মণ সন্তান॥
কলাবতী সতী রহে ব্রাহ্মণের ঘরে।
ব্রাহ্মণ কন্যার সম তারে জ্ঞান করে॥
উপবর্হণের কথা এইখানে ইতি।
বৈবর্ত্তপুরাণগীতি মনোহর অতি॥

ব্রহ্মখণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়

নারদনামের ব্যুৎপত্তি ও নারদের শাপ-বিমোচন।

সৌতি কহে জাতিস্মর হইল বালক।
মহাজ্ঞানী মহাভক্ত হরি-উপাসক॥
পূর্ব্বজন্মে যত মন্ত্র করিলা অভ্যাস।
পঞ্চম বর্ষের কালে হইল প্রকাশ॥
কৃষ্ণনাম গান করে নৃত্য করে সদা।
যথায় কৃষ্ণের নাম রহে সে সর্ব্বদা॥
কৃষ্ণগুণগান শিশু যেইখানে শোনে।
সেইখানে অচৈতন্য হয় খনে খনে॥
যেখানে পুরাণপাঠ করয়ে শ্রবণ।
বসে থাকে সেথা শিশু হ'য়ে একমন॥

হরির প্রতিমা গড়ে ধূলারাশি দিয়া।
ধূলার নৈবেদ্য দেয় আনন্দে মাতিয়া॥
আহ্বান করিলে মাতা ভোজনের তরে।
বলে মাগো যাই আমি হরিপূজা ক'রে॥
অনাবৃষ্টি-কালে পুত্র জন্মিল যখন।
ধরাধামে বৃষ্টিপাত হইল তখন॥
জলের অপর নাম 'নার' বলি খ্যাত।
এ জন্য 'নারদ' নামে হইলা বিখ্যাত॥
জ্ঞানের অপর নাম হয় পুনঃ নার।
সমস্ত শিশুতে তাহা করিলা বিস্তার॥
নরদ মুনির বীর্য্যে জন্ম তার হয়।
এ জন্য নারদ তারে সর্ব্বজনে কয়॥
শৌনক কহিলা, প্রভু, করি নিবেদন।
মুনির নরদ নাম হ'ল কি কারণ॥
সৌতি কহে, শ্রীকশ্যপ হপুত্রক ছিল্।
ধর্ম্মপুত্র নর তারে এই পুত্র দিল॥
এ জন্য নরদ নাম হইল তাহার।
শুন শুন, হে শৌনক, সংশয় কি আর॥
শৌনক কহিলা পুনঃ, ওহে মহামতি।
শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব ভারতী॥
শূদ্র জনমের পূর্ব্বে ব্রহ্মার তনয়।
নারদ আখ্যান কেন ধরে মহাশয়॥
কৃপা করি বল তাহা তুমি দয়াময়।
ইহা শুনি জ্ঞানলাভ হইবে নিশ্চয়॥
শৌনক-বচন শুনি সৌতি মুনিবর।
নারদ-নামের কথা বলিতে তৎপর॥
সৌতি কহে কল্পান্তরে ব্রহ্মা-কণ্ঠ হ'তে।
অসংখ্য নরের জন্ম হইল জগতে॥
ব্রহ্মার কণ্ঠের তাই নরদ আখ্যান।
পুত্র এক জন্মে তাহে অতি ভক্তিমান্॥
কণ্ঠ হৈতে জন্ম বলি নারদ আখ্যান।
জানিবে নিগূঢ়তত্ত্ব ওহে মতিমান্॥
এত বলি অবশেষে সৌতি মুনিবর।
কলাবতীপুত্র কথা বলিতে তৎপব॥

সৌতি কহে, হে শৌনক জ্ঞানীর প্রধান।
কলাবতী পালে সেই ব্রাহ্মণ-সন্তান॥
দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় গোপীর নন্দন।
গোপিকারে কন্যাজ্ঞানে পালেন ব্রাহ্মণ॥
এক দিন চারি জন ব্রাহ্মণ-কুমার।
উপনীত হইলেন ভবনে তাহার॥
পঞ্চমবর্ষীয় সবে দীপ্তকলেবর।
মহাতেজা ঠিক যেন মধ্যাহ্ন-ভাস্কর॥
মধুপর্ক দান করি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ।
ভক্তিভরে প্রণিপাত করিলা তখন॥
চারি বিপ্র ফলমূল করিলা ভোজন।
উচ্ছিষ্ট ভোজন করে গোপিকানন্দন॥
অনন্তর এক বিপ্র পুলকিত-মন।
কৃষ্ণমন্ত্র গোপীপুত্রে করিলা অর্পণ॥
লইয়া মায়ের আজ্ঞা নারদ-বালক।
চারি বিপ্রসন্তানের হইল সেবক॥
পরম আনন্দ তার অতি কুতূহলে।
ব্রাহ্মণের সেবা করে নারদ কুশলে॥
একদিন রাত্রিকালে শিশুর জননী।
পথিমধ্যে সর্পাঘাতে মরিলা আপনি॥
মৃত্যুকালে হরিনাম করিলা স্মরণ।
অবিলম্বে বৈকুণ্ঠেতে করিলা গমন॥
মাতৃশোকে রহে শিশু কাতর অন্তর।
এতদিনে মুক্তি লভে হয় স্বতন্তর॥
মায়ের মায়ার পাশ গলে ছিল তার।
দুঃখ দূরে গেল, পাশ ঘুচিল এবার॥
প্রভাত হইলে পরে গোপিকানন্দন।
দ্বিজপুত্রগণ সহ করিলা গমন॥
ব্রাহ্মণেরা তত্ত্বজ্ঞান করিলেন দান।
গঙ্গার তীরেতে শিশু করে অবস্থান॥
বিপ্রপুত্রগণ যবে প্রস্থান করিল।
জাহ্নবীর তীরে শিশু একাকী রহিল॥
ভীষণ অরণ্য মাঝে শিশু অবিরাম।
তৃষ্ণারোগশোকহারী জপে বিষ্ণুনাম॥

ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি শিশু নিরন্তর।
বিষ্ণুমন্ত্র জপ করে সহস্র বৎসর॥
নিরাহার বিষ্ণুভক্ত ভাবে একমনে।
বিষ্ণুর চরণপদ্ম বসি যোগাসনে॥
সিদ্ধমন্ত্র প্রভাবেতে শক্তি বৃদ্ধি পায়।
ধ্যানযোগে দিব্য লোক দেখিলা তথায়॥
দিব্য এক বালকেরে দেখে অনন্তর।
দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্যামকলেবর॥
রত্নবিভূষিত অঙ্গ মনোহর অতি।
মৃদু মৃদু হাসি মুখে কিশোর মুরতি॥
গোপ গোপাঙ্গনা তাঁর চতুর্দ্দিকে রয়।
ব্রহ্মা আদি স্তব করে সকল সময়॥
দিব্যরূপ হেরি অতি পুলকিত হয়।
আনন্দজলধি নীরে ভাসিল হৃদয়॥
সহসা কিশোর মূর্ত্তি তিরোহিত হন।
নারদ কান্দিতে থাকে বিষণ্ণ বদন॥
সহসা আকাশবাণী হ'ল বার বার।
হে বালক, এই মূর্ত্তি না দেখিবে আর॥
দেহ-অন্তে দিব্যরূপ করিবে ধারণ।
পুনরায় গোবিন্দেরে করিবে দর্শন॥
অতএব শোক ত্যজ, শান্ত কর মতি।
অবশ্যই লাভ তব হবে দিব্যগতি॥
এত শুনি শোক ত্যজি নারদ তখন।
তীর্থস্থানে অবিলম্বে করিল গমন॥
অতঃপর তীর্থস্থানে যোগাসনে বসি।
নারদ ত্যজিল তনু স্বর্গের প্রত্যাশী॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্পবৃষ্টি ঝরে।
শাপ হ'তে শ্রীনারদ মুক্তিলাভ করে॥
তনু ত্যাগ করি মুনি স্বর্গে যায় ফিরে।
বিলীন হইলা পরে ব্রহ্মার শরীরে॥
জরা মৃত্যু কিছু নাই ভক্ত সবাকার।
আবির্ভাব তিরোভাব স্বেচ্ছাধীন তার॥
নরজন্মধারী যদি হরিকৃপা পায়।
নারদের তুল্য সেই ব্রহ্মলোকে যায়॥
হরিতুল্য নাই কিছু এ ভবমণ্ডলে।
হরিগুণগান গাও অতি কুতূহলে॥

ব্রহ্মখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

নারদাদির নাম-নিরুক্তি-কথন।

সৌতি কহে, মুনিবর, করহ শ্রবণ।
মুনি ঋষিদের কথা করিব কীর্ত্তন॥
ব্রহ্মা-কণ্ঠে জন্মিলেন মুনি-বিশারদ।
এই হেতু নাম তার হইল নারদ॥
বিধাতার চিত্ত হ'তে জন্মিলেন যিনি।
প্রচেতা নামেতে হন সুবিখ্যাত তিনি॥
সর্ব্বকর্ম্মে দক্ষ যেই দক্ষ নাম তার।
দক্ষিণপার্শ্বেতে সেই জন্মিলা ব্রহ্মার॥
অনন্তর ছায়া (১) হ'তে জন্মিলা কর্দ্দম।
মরীচি (২) মরীচি হ'তে অতি মনোরম॥
ক্রতু (৩) ও অঙ্গিরা (৪) জন্মে, জন্মে ভৃগুমুনি (৫)।
জন্মিলা অরুণী (৬) হংসী (৭) মহা মহা গুণী॥

---

(১) বেদে ছায়া শব্দের প্রতিশব্দ কর্দ্দম। (২) মরীচি—তেজ, কিরণ।
(৩) ক্রতু=যজ্ঞ। পূর্ব্বজন্মে বহু যজ্ঞ সম্পাদন হেতু নাম হইল ক্রতু।
(৪) অঙ্গিরাঃ—অঙ্গ অর্থাৎ ব্রহ্মার প্রধান অঙ্গ মুখ হইতে জাত, এবং ইরস্ শব্দের অর্থ তেজস্বী, সুতরাং অঙ্গ+ইরস্=অঙ্গিরস্=অঙ্গিরাঃ।
(৫) ভৃগু—এই শব্দের অর্থ অতি তেজস্বী।
(৬) অরুণী—তপস্যাজনিত তেজে অরুণ বর্ণ।
(৭) হংসী—যাহার যোগ হেতু যোগিগণ হংস অর্থাৎ আত্মবশ।

বশিষ্ঠ (৮) ও যতি (৯)আর পুলস্ত্য (১০) জনমে।
অত্রি (১১) আর পঞ্চশিখ (১২) জনমিল ক্রমে॥
বোঢ়ু (১৩) রুচি (১৪) রুদ্র (১৫) আদি মুনির প্রধান।
জন্মিল প্রদীপ্ততেজে ব্রহ্মার সন্তান॥
মায়ায় মোহিত সবে ইথে ভুল নাই।
মুনিদের মতিভ্রম হয় সর্ব্বদাই॥
সনক সনন্দ (১৬) আর সনৎকুমার (১৭)।
সনাতন (১৮) চারি পুত্র বিধাতা ব্রহ্মার॥
সৃজনের আজ্ঞা পেয়ে করে অস্বীকার।
অনন্তর মহাকোপ হয় বিধাতার॥
বিধাতা ব্রহ্মার কোপে জন্মিল তখন।
ভয়ঙ্কর দুর্নিবার তেজী রুদ্রগণ॥

ব্রহ্মখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মা-নারদ-সংবাদ।

সৌতি কহে, হে শৌনক, বিধাতা তখন।
পুত্রগণে নিযোজিল করিতে সৃজন॥
অনন্তর নারদেরে সৃষ্টিবাসনায়।
কহিলেন হিতবাক্য মধুর কথায়॥
হে নারদ, মম পার্শ্বে কর আগমন।
তুমি মোর প্রাণ-প্রিয় দুর্ল্লভ রতন॥
কুলশ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞানী অতি ধীর স্থির।
তব জ্ঞানদীপালোকে ঘুচিবে তিমির॥
পিতাই পরমগুরু রাখিও স্মরণে।
বিদ্যাদাতা মন্ত্রদাতা সম দুই জনে॥
পিতা হ'তে শ্রেষ্ঠ তারা জানিও নিশ্চয়।
আমি তব পিতা গুরু সকল সময়॥
আমি আজ্ঞা করিতেছি করহ শ্রবণ।
দার পরিগ্রহ তুমি কর এইক্ষণ॥
যেইজন গুরু-আজ্ঞা করয়ে পালন।
পুত্র আর শিষ্য সেই মনের মতন॥
গুরু-আজ্ঞা মানে যেই, সেই পুণ্যবান্।
যথার্থ পণ্ডিত সেই জ্ঞানীর প্রধান॥
সমস্ত আশ্রমী মধ্যে গৃহস্থ প্রধান।
তপের প্রভাবে লভে পত্নী ও সন্তান॥
যে গৃহস্থ নিজধর্ম্ম করেন পালন।
জীবনেই মুক্ত তিনি চিরসুখী হন॥
এত বলি ব্রহ্মাদেব নীরব যখন।
শুষ্ককণ্ঠে শ্রীনারদ কহিলা তখন॥
নারদ কহিলা, পিতা, করহ স্মরণ।
তব অভিশাপে মম হইল পতন॥
পিতাপুত্র একবার বিরোধ করিয়া।
লভিয়াছি কত দুঃখ দেখহ ভাবিয়া॥
শূদ্রের যোনিতে মোর জন্ম লাভ হয়।
তুমিও আমার শাপে পূজনীয় নয়॥
কালক্রমে মম শাপ হইল মোচন।
তুমি শাপমুক্ত হবে করহ শ্রবণ॥

---

(৮) বশিষ্ঠ—সর্ব্বাপেক্ষা বশী। (৯) যতি—তপস্যায় যাহার সর্ব্বদা যত্ন।
(১০) পুলস্ত্য—বেদে পুলস্ শব্দের অর্থ তপস্যা, তাহা হইতে পুলস্ত্য।
(১১) অত্রি—ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে ত্রিবিষ্ণু আছেন, তাঁহাদের প্রতি যাহার ভক্তি সমান।
(১২) পঞ্চশিখ—তপঃপ্রভাবে উদ্গত পাঁচটি বহ্নিশিখাসদৃশ জটা যাহার মস্তকে বিরাজমান।
(১৩) বোঢ়ু—স্বয়ং তপস্যা অর্জ্জনকারী ও পরের জন্য বহনকারী।
(১৪) রুচি—তপস্যার যাহার রুচি আছে।
(১৫) রুদ্র—কোপকালে উদ্ভূত এবং রোদনকারী বলিয়া রুদ্র।
(১৬) সনক, সনন্দ—আনন্দদায়ক। (১৭) সনৎকুমার—সনৎ (নিত্য) কুমার (শিশু)।
(১৮) সনাতন—সনাতন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও তৎসম বলিয়া।

আরবার হেন কার্য্যে না কর আদেশ।
জীবের কুকর্ম্ম যাহা, জান ত' বিশেষ ॥
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মতি যার রয়।
উপযুক্ত পিতা গুরু বন্ধু সেই হয় ॥
প্রকৃত ঈশ্বরতুল্য সেই জন হয়।
কি আর বলিব তুমি জানহ নিশ্চয় ॥
যে শিশু অজ্ঞতাবশে কুপথেতে যায়।
উপদেশ-দানে পিতা তাহারে ফিরায় ॥
কৃষ্ণভক্তি যেই জন পুত্রে না শিখায়।
অপকর্ম্ম করে সেই ভুল নাহি তায় ॥
অতএব শোন পিতা করি নিবেদন।
হেন আজ্ঞা মম প্রতি না কর কখন ॥
দারপরিগ্রহ শুধু দুঃখের কারণ।
ভক্তি মুক্তি জপ তপ হয় বিনাশন ॥
বিবাহ করিলে কভু সুখ নাহি হয়।
গৃহিগণ দুঃখ পায় সকল সময় ॥
তিনপ্রকারের পত্নী আছে ধরাধামে।
সতী-সাধ্বী ভোগ্যানারী আর বেশ্যা নামে ॥
সকলেই স্বার্থপর, সাধ্বী যেই জন।
পরকাল-ভয়ে রাখে স্বামিপদে মন ॥
ভোগ্যানারী যেই জন কামের কারণ।
আপন স্বামীর সেবা করে সর্ব্বক্ষণ ॥
যতদিন স্বামী দেয় বস্ত্র অলঙ্কার।
ততদিন স্বামিপদে ভক্তি থাকে তার ॥
কুলটা যে নারী সেই কুলের অঙ্গার।
কপটতা সহ পতি সেবে অনিবার ॥
কামাতুরা সর্ব্বক্ষণ সে নারী অসতী।
সন্ধান করিয়া ফেরে নিত্য উপপতি ॥
যেই মূঢ় কুলটারে করিবে বিশ্বাস।
জীবন নিষ্ফল হবে, হবে সর্ব্বনাশ ॥
ত্রিবিধ নারীর গুণ করিনু কীর্ত্তন।
পণ্ডিত বুঝিতে নারে ইহাদের মন ॥
কপট নারীর মন কে বুঝিতে পারে।
আত্মারাম পণ্ডিতেরা নারে বুঝিবারে ॥
অন্তর ক্ষুরের ধার, বদন সুন্দর।
সুধাসম বাক্য কহে অতি মনোহর ॥
ক্রোধের সময় করে বিষের উদ্গার।
যে জন বিশ্বাস করে, সর্ব্বনাশ তার ॥
পুরুষ হইতে বেশী আটগুণ কাম।
দ্বিগুণ আহার নারী করে অবিরাম ॥
চতুর্গুণ নিষ্ঠুরতা, ছয়গুণ রাগ।
কেমনে বিশ্বাস করি শুন মহাভাগ ॥
রমণী সে বিষ্ঠামূত্র ক্লেদের আধার।
সুখ-সম্ভাবনা তাতে কিবা আছে আর ॥
রমণীসম্ভোগে হয় শরীর অবশ।
তেজ শক্তি নষ্ট হয়, লুপ্ত হয় যশ ॥
নারী সহ যেই করে অধিক প্রণয়।
পৌরুষ বিনষ্ট হয়, হয় ধনক্ষয় ॥
পতি যবে হয় বৃদ্ধ রোগী বা নির্ধন।
দৃষ্টিপাত কভু নাহি করে নারীগণ ॥
স্ত্রীচরিত্র কহিলাম জ্ঞান অনুসারে।
সমস্ত বিদিত তব আছে এ সংসারে ॥
হে প্রভু হে দয়াময় করি নিবেদন।
দায় হ'তে মুক্ত মোরে কর এইক্ষণ ॥
অবোধ সন্তান আমি কৃপার আধার।
আমারে না আজ্ঞা কর সর্ব্বগুণাধার ॥
প্রণাম করিয়া পরে নারদ তখন।
যুক্তকরে ব্রহ্মাপদে করে নিবেদন ॥
হে পিতা হে কল্পতরু প্রজাপতি হরি।
তব কাছে কৃষ্ণভক্তি আজি ভিক্ষা করি ॥
এইরূপ নিবেদিয়া নারদ তখন।
প্রদক্ষিণ করে তাঁরে ভক্তিযুক্ত মন ॥
ক্ষমা চাহে ভিক্ষা চাহে নারদ সুজন।
তপস্যা করিতে যাবে নির্জ্জন কানন ॥
প্রদক্ষিণ-শেষে যবে বিদায় মাগিল।
উচ্চকণ্ঠে ব্রহ্মা তবে কাঁদিতে লাগিল ॥
বক্ষে চাপি নারদেরে করি আলিঙ্গন।
পুনঃপুনঃ করে তার বদন চুম্বন ॥

যোগিগণ যাঁরে ধ্যায়, ব্রহ্ম-সনাতন।
মায়ায় আচ্ছন্ন হ'ল সন্তানকারণ॥
সংসার মায়ার ধাম অতীব জটিল।
তা হ'তে মুক্তির পথ নাহি এক তিল॥
কেহ যদি কৃষ্ণপদ ভজে ভক্তিভরে।
তাঁহার কৃপায় সেই মুক্তিলাভ করে॥
তনয়-বিচ্ছেদ-শোকে হইয়া কাতর।
সম্বোধিয়া নারদেরে কহে অনন্তর॥

ব্রহ্মখণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

নারদের প্রতি ব্রহ্মার উপদেশ।

ব্রহ্মা কহে সংসারের কিবা প্রয়োজন।
তপস্যার লাগি তুমি করহ গমন॥
কৃষ্ণের স্বরূপ আর তত্ত্ব জানিবারে।
শ্রীকৃষ্ণ নিকটে যাই গোলোক-মাঝারে॥
সনক, সনন্দ, যতি, সনৎকুমার।
হংসী, বোঢ়ু, অরুণী ও পঞ্চশিখ আর॥
সনাতন এই মোর পুত্র নব জন।
তপস্বী হইয়া গেল বৈরাগ্যকারণ॥
প্রয়োজন কিবা আর আমার সংসারে।
কৃষ্ণপদ ভাবি গিয়া একান্ত অন্তরে॥
অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরাদি পুত্র সমুদয়।
ইহারা কেবল মাত্র আজ্ঞাকারী হয়॥
যখনি তাদের আমি কোন আজ্ঞা করি।
তখনি পালন করে কিছু না বিচারি॥
বিবেকী অবাধ্য মোর অন্য পুত্রগণ।
সংসার-কার্য্যেতে মোর নাহি প্রয়োজন॥
চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ বেদের সম্মত।
মঙ্গলজনক আর পরম্পরাগত॥
এইরূপ হিতবাক্য কহিব এখন।
প্রাণপ্রিয় বৎস মোর করহ শ্রবণ॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চাহে বুধগণ।
বেদে চতুর্ব্বর্গ বলি যাহার গণন॥
বেদের বিহিত যাহা ধর্ম্ম তারে কয়।
ব্রাহ্মণেরা বেদ মানে সকল সময়॥
বেদের বিহিত সূত্র করিয়া ধারণ।
ব্রাহ্মণেরা করে সবে বেদ-অধ্যয়ন॥
ব্রহ্মচর্য্য পালে সদা গুরুগৃহে বাস।
শাস্ত্র অধ্যয়ন করে গুরুর সকাশ॥
যথাবিধি অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া তুষিবে সকলে॥
গুরুর আদেশ লৈয়া ব্রাহ্মণকুমার।
স্বগৃহে ফিরিয়া আসে মানিয়া আচার॥
যথাকালে করিবেক বিবাহ সমাধা।
নিশ্চিত জানিবে ইথে শাস্ত্রে নাহি বাধা॥
সৎকুলসম্ভূতা কন্যা সুবিনীতা অতি।
শ্রদ্ধা ভক্তি সদা তার থাকে স্বামী প্রতি॥
সতীসাধ্বী হয় যারা এ ভবসংসারে।
একমনে পতিসেবা নিরন্তর করে॥
উচ্চ-বংশে জন্ম যার সুবিনীতা হয়।
দুর্বিনীতা নহে কভু জানিও নিশ্চয়॥
মহান্ হৃদয় তার, মহা অনুভব।
মণির আকরে কাচ কিরূপে সম্ভব॥
নীচ বংশে জন্ম যার দুর্বিনীতা অতি।
স্বতন্ত্রা হইয়া থাকে সর্ব্ব-কর্ম্ম প্রতি॥
সকল কামিনী কিন্তু দুষ্টা নাহি হয়।
লক্ষ্মী-অংশে জন্মে তারা শাস্ত্রে ইহা কয়॥
যাহারা কুলটা নারী নীচ বংশ যার।
তাহারাই অংশ সব স্বর্গের বেশ্যার॥
সতী সহবাসে হয় সুখ অতিশয়।
অসতীর সহবাসে যাতনা নিশ্চয়॥
যদ্যপি অনেক গুণ স্বামিগণ ধরে।
কুলটা নারীরা সদা পতিনিন্দা করে॥
এ জন্য পণ্ডিতগণ মনের মতন।
উচ্চ-বংশ-জাতা কন্যা করেন গ্রহণ॥

তার গর্ভে উৎপাদন করিয়া সন্তান।
বৃদ্ধকালে তপস্যায় অরণ্যেতে যান॥
কণ্টক অথবা অগ্নি কিংবা সর্পমুখ।
তাহা হ'তে ভয়াবহ রমণী দুর্ম্মুখ॥
তথাপি রমণী-নিন্দা উচিত না হয়।
লক্ষ্মী-অংশে জন্মে তারা শাস্ত্রে ইহা কয়॥
এখন আমার কথা শুনহ নন্দন।
দক্ষিণা আমারে তুমি করহ অর্পণ॥
করিয়াছ মম পাশে বেদ অধ্যয়ন।
এই হেতু আমি চাহি দক্ষিণা এখন॥
অন্য কোন দক্ষিণাতে নাহি প্রয়োজন।
আমার বচনে কর রমণী গ্রহণ॥
আগের জন্মের কথা আছে ত স্মরণ।
সেই রমণীরে পুনঃ করহ গ্রহণ॥
তব পত্নী মালাবতী উচ্চ-বংশ তার।
সৃঞ্জয়ের গৃহে সতী জন্মিল আবার॥
রত্নমালা নাম কন্যা করিল ধারণ।
তব লাগি তপ জপ করে সর্ব্বক্ষণ॥
লক্ষ্মী-অংশ-রূপা কন্যা অতি সুদর্শন।
হে নারদ, তারে তুমি করহ গ্রহণ॥
সর্ব্ব অগ্রে গৃহী হওয়া উচিত সবার।
বানপ্রস্থ ধর্ম্ম হয় পরেতে তাহার॥
বৈষ্ণবের হরি-পূজা বেদের বিহিত।
গৃহে থাকি কৃষ্ণপূজা তোমার উচিত॥
অন্তরে বাহিরে যার হরি বিদ্যমান।
এ জগতে কেহ নহে তাহার সমান॥
হে বৎস, আমার বাক্য করহ পালন।
গৃহী হ'য়ে হরিসেবা কর অনুক্ষণ॥
গৃহস্থ সর্ব্বদা সুখী গৃহ তার প্রিয়।
রমণী-সম্ভোগ সুখ অনির্ব্বচনীয়॥
নারীসঙ্গ পুরুষের অতি বাঞ্ছনীয়।
তাহার সমান নহে স্বর্গসুখ প্রিয়॥
কান্তার সমান প্রিয় কেহ নহে আর।
এই জন্য প্রিয়া নাম হইয়াছে তার॥

ভার্য্যা প্রয়োজন হয় পুত্রের কারণ।
ভার্য্যা হ'তে পুত্র প্রিয় শাস্ত্রের বচন॥
পুত্র হ'তে পরাজয় পিতা ইচ্ছা করে।
আত্মা হ'তে পুত্র প্রিয় জানিও অন্তরে॥
হে শৌনক, এত কহি ব্রহ্মা মৌনী হয়।
অনন্তর জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদ কয়॥
পিতা তুমি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ জগৎ-কারণ।
কি কব তোমারে আমি অতি অভাজন॥
বেদাদি যতেক শাস্ত্র তোমার বিদিত।
ভালমন্দ দোষগুণ হিত কি অহিত॥
তোমার অজ্ঞাত কিছু নাহিক ধরায়।
তবে কেন ফেলিতেছ আমারে এ দায়॥
ত্রিভুবনে নাহি বন্ধু পিতার সমান।
পুত্রেরে দেখায় সত্যপথের সন্ধান॥
হরিভক্তি পথ হৈতে পুত্রে আকর্ষণ।
জ্ঞানবান পিতার কি উচিত কখন॥
জলের বুদ্বুদসম নশ্বর সংসার।
যেরূপ জলের রেখা বিশ্ব সে প্রকার॥
হরিসেবা ত্যাগ করি সংসারী যে হয়।
জীবন নিষ্ফল তার জানি মহাশয়॥
এ ভবসমুদ্র-মাঝে কে কার আপন।
কেবা ভার্য্যা কেবা পুত্র কেবা বন্ধুজন॥
যেই পিতা পুত্রগণে সু-পথে চালায়।
তাঁহারেই মিত্র আর গুরু বলা যায়॥
সৎপথে যেই পিতা পুত্রকে চালায়।
সেই ত প্রকৃত পিতা সন্দেহ কি তায়॥
পিতৃরূপে মিত্র যিনি আদেশ তাঁহার।
সর্ব্বদাই পালিবেক না করি বিচার॥
অতএব নিবেদন তোমার চরণে।
ঔদাস্য উচিত নহে পিতার বচনে॥
পিতার আদেশ যেই না করে পালন।
অবশ্যই নরকেতে তাহার গমন॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করি সুনিশ্চিত।
আমার মনের কথা বলিব হে পিতঃ॥

তব আজ্ঞা শিরে ধরি বিবাহ করিব।
তার পূর্ব্বে নারায়ণে সব জানাইব॥
সে কারণে যেতে আমি চাহি তাঁর ঠাঁই।
অতএব আজ্ঞা মোরে কর হে গোঁসাই॥
নারাযণ-মুখে কথা শুনি তারপর।
পত্নীরে গ্রহণ আমি করিব সত্বর॥
নারদ পিতারে যবে এই কথা কয়।
তখন তাহার শিরে পুষ্পবৃষ্টি হয॥
নারদ কহিলা পুনঃ ক্ষণকাল পরে।
কৃপা করি কৃষ্ণমন্ত্র দান কর মোরে॥
যাহাতে কৃষ্ণের আছে গুণের বর্ণনা।
সেই জ্ঞান দান করি পূরাও বাসনা॥
বিবাহ করিব আমি তব প্রীতি লাগি।
তার পূর্ব্বে কৃষ্ণমন্ত্র ভিক্ষা আমি মাগি॥
নারদের বাক্য শুনি প্রজাপতি কয।
পিতা বা পতির মন্ত্র গ্রহণীয় নয॥
মন্ত্র, গুরু, পতি, নারী, বিদ্যা, সুখ, ভয।
আপন ইচ্ছায লাভ কভু নাহি হয॥
নিয়তির খেলা সব তাহারই বিধান।
শিবের নিকটে তুমি করহ প্রস্থান॥
পূর্ব্বজনমের গুরু শিব মহেশ্বর।
মঙ্গলদাযক শান্ত ভোলা দিগম্বর॥
সর্ব্বযোগিগুরু তিনি, তিনি ভগবান্।
তাঁর কাছে লাভ কর কৃষ্ণমন্ত্র-জ্ঞান॥
নারাযণ-কথা শুনি কৃষ্ণমন্ত্র নিযা।
অতিশীঘ্র মম পাশে আসিবে ফিরিযা॥
নারদ শুনিযা এই ব্রহ্মার বচন।
হৃষ্টচিত্তে শিবলোকে করিলা গমন॥

ব্রহ্মা সহ নারদের
আলাপন তাহাদের
যেবা শোনে হ'য়ে একমন।
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাব
ভক্তিশ্রদ্ধা নাহি পার
তার হয বৈকুণ্ঠে গমন॥
পঞ্চমুখে পঞ্চানন
নাহি কভু বিস্মরণ
অবিরাম জপে তাঁর নাম।
কি ছার কৈলাসপুরী
অমৃতের কি মাধুরী
সিদ্ধ যার হয় মনস্কাম॥
অনিত্য সংসারে যারা
সর্ব্ব ক্ষণ মায়া ঘেরা
মুক্তি তরে যার প্রাণ কাঁদে।
শ্রীহরির নাম শুধু
বিলাইতে পারে মধু
মুক্তি পায় সংসারের ফাঁদে॥
দিবানিশি যেই জন
কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ
জীবনের ধ্যান বলি মানে।
তার নাই কোন ভয়
সর্ব্বত্র তাহার জয়
কৃষ্ণ তারে লয় নিজস্থানে॥

ব্রহ্মখণ্ডে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায সমাপ্ত।

● পঞ্চবিংশ অধ্যায়

কৈলাস ভবনে শিবের নিকট নারদের গমন ও কথোপকথন।

সৌতি মুনি কহিলেন, শুন ঋষিগণ।
দেবর্ষি নারদ যান শিবের সদন॥
ধ্রুবলোক হ'তে ঊর্দ্ধে অনেক যোজন।
ঝল্‌মল্ করে সদা শিবের ভবন॥
বিচিত্র আশ্রম ইহা শূন্যমার্গে রয।
যোগবলে চিরদীপ্ত সকল সময়॥
চন্দ্র সূর্য্য নাহি সেথা শুন দ্বিজবর।
চিরোজ্জ্বল হুতাশন জ্বলে নিরন্তর॥
মণি-মুক্তা-বিরাজিত অতি সুশোভন।
স্বপ্নযোগে বিশ্বকর্ম্মা না করে চিন্তন॥

শূন্যভরে অবস্থিত কৈলাস ভবন।
বিবিধ বিচিত্র গৃহ অতি সুশোভন॥
আশুতোষ মহাদেব শিব ভগবান্।
যোগবলে শূন্যভরে করে অবস্থান॥
যোগী মুনি ঋষি আদি একান্ত অন্তরে।
সাধনভজনে রত কৈলাস নগরে॥
কত লক্ষ ক্রোশ হয় আকার তাহার।
কত কোটি গৃহ সেথা সুখের আগার॥
মনোহর দ্রব্য কত হীরক-খচিত।
সৌন্দর্য্যের স্বর্গধাম জগতে বিদিত॥
কৈলাস ভবনে আছে শৈব কত শত
সর্ব্বক্ষণ তারা থাকে উপাসনারত॥
শিবের সেবক যারা অতি ফুল্ল মনে।
কল্পকাল ধরি থাকে শিবের সদনে॥
শতকোটি লক্ষ নর সিদ্ধি লাভ করি।
শিবলোকে বাস করে কল্প কাল ধরি॥
তিন লক্ষ ভৈরবেরা অতি ভয়ঙ্কর।
বাস করে শিবলোকে প্রফুল্ল অন্তর॥
চতুর্লক্ষ শত ক্ষেত্র রহে বিদ্যমান।
মন্দার প্রভৃতি পুষ্পে রম্য সেই স্থান॥
কুসুমিত পারিজাত পাদপ নিকর।
কৈলাস বেড়িয়া আছে অতি মনোহর॥
বহু মনোরম বৃক্ষ শিবলোক-মাঝে।
মনোহর কামধেনু সেথায় বিরাজে॥
রোগ শোক জরা মৃত্যু কোনো কিছু নাই।
শিব-গুণগান সবে করিছে সদাই॥
কৈলাস ভবনে আসি নারদ উদয়।
তাহার ঐশ্বর্য্যে জাগে অপার বিস্ময়॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া মনে হইলেন স্থির।
সৃষ্টির বিচিত্র লীলা রয়েছে বিধির॥
চারিদিকে শোভারাশি করি নিরীক্ষণ।
ক্লান্ত নারদের হয় পুলকিত মন॥
কৈলাস সমান আর নাহি কোন স্থান।
নারদ বুঝিল ইহা দেবের বিধান॥

ধীরে ধীরে অগ্রসরি নারদপ্রবর।
গমন করেন যেথা আছেন শঙ্কর॥
দূর হ'তে মহেশ্বরে দেখিলা নারদ।
মনোহর শান্তরূপ অতি প্রীতিপ্রদ॥
চন্দ্রতুল্য পঞ্চানন অতি সুনির্ম্মল।
জটাজুটে গঙ্গা-ধারা ঝরে অবিরল॥
ললাটে চন্দ্রমা শোভে দিগম্বর বেশ।
অনন্ত অক্ষয় তিনি শিব পরমেশ॥
পদ্মবীজ মালা করে ধরে অবিরাম।
মহানন্দে জপিছেন শ্রীকৃষ্ণের নাম॥
নীলকণ্ঠ সিদ্ধেশ্বর ভুজঙ্গ-মণ্ডিত।
সহাস্যবদন সদা জটায় শোভিত॥
আশুতোষ ভোলানাথ ভক্তজন-প্রিয়।
বিশ্বের মঙ্গলদাতা ভক্তের আত্মীয়॥
নারদ আসিল সেথা রোমাঞ্চিত কায।
বাজাযে ত্রিতন্ত্রী-বীণা কৃষ্ণনাম গায়॥
নারদে হেরিয়া সেথা পরম ঈশ্বর।
গাত্রোত্থান করিলেন অতীব সত্বর॥
প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলেন দান।
বসিতে আসন তারে দিলা ভগবান্॥
আশীর্ব্বাদ করি তারে কুশল শুধান।
কিবা প্রয়োজন কহ, হে মুনিপ্রধান॥
মহেশ্বর বসিলেন রত্ন-সিংহাসনে।
নারদ প্রণমে তাঁরে ভক্তিযুক্ত মনে॥
পারিষদগণ সব বসে নিজ স্থানে।
নারদ দাঁড়ায়ে থাকে না বসে আসনে॥
যুক্ত করে বেদ-মন্ত্রে ব্রহ্মার নন্দন।
অশেষ-বিশেষে শিবে করিল পূজন॥
ভকতবৎসল শিব দেব আশুতোষ।
নারদ-পূজনে তুষ্ট নাহি কোন রোষ॥
তুষ্ট হ'য়ে মহাদেব দিলেন আসন।
শিব-বামপাশে বসি বলেন তখন॥
নারদ বলেন প্রভু শুন হে শঙ্কর।
যে কারণে আসিয়াছি তোমার গোচর॥

প্রার্থনা আমার বল করিবে পূরণ।
'স্বস্তি' বলি প্রতিশ্রুতি দিলা পঞ্চানন॥
যে জন জানায় শিবে আপন বাসনা।
আশুতোষ কাছে আশু পূরিবে প্রার্থনা॥

ব্রহ্মখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

নারদের প্রতি মহাদেবের কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান ও ব্রাহ্মণের কার্য্যবিধি কথন।

সৌতি মুনি কহিলেন, শুন দ্বিজগণ।
হরিমন্ত্র চাহিলেন ব্রহ্মার নন্দন॥
শ্রীহরির স্তোত্রমন্ত্র, পূজাবিধি, ধ্যান।
হরিভক্তি চাহিলেন আর হরিজ্ঞান॥
নারদের হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
আনন্দে দিলেন দীক্ষা দেব পঞ্চানন॥
নারদের মনোরথ পরিপূর্ণ হয়।
কৃতাঞ্জলিপুটে মুনি ভূতনাথে কয়॥
নিবেদন আছে এক ওহে পঞ্চানন।
ব্রাহ্মণের কার্য্যবিধি করহ কীর্ত্তন॥
বিপ্রের আহ্নিকবিধি কি প্রকার হয়।
সকল বিস্তারি বল ওহে দয়াময়॥
স্বকর্ম্ম পালন বিপ্র করিবে কিমতে।
কৃপা করি সব কথা হইবে বলিতে॥
নারদের বাক্য শুনি দেব পঞ্চানন।
ধীরে ধীরে বলিলেন মধুর বচন॥
উপনয়নের পরে সমস্ত ব্রাহ্মণ।
শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তেতে ত্যজিবে শয়ন॥
তাহার কারণ আছে শোন মহাশয়।
তোমারে গোপন কিছু উচিত না হয়॥
আছে যাহা ব্রহ্মরন্ধ্রে সুশুভ্র কমল।
প্রাতঃকালে গ্লানিহীন হয় সুনির্ম্মল॥
অতএব সেইকালে করি গাত্রোত্থান।
পালিবে সকল কর্ম্ম যে কহি বিধান॥
ব্রহ্মরন্ধ্রে পদ্মমধ্যে গুরুরে স্মরিবে।
শান্তমূর্ত্তি শ্রীগুরুরে স্মরণ করিবে॥
প্রথমে গুরুরে পূজি আজ্ঞা লয়ে তাঁর।
আরাধিবে ইষ্টদেবে হৃদয় মাঝার॥
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর।
গুরু চন্দ্র অগ্নি বায়ু বরুণ ভাস্কর॥
গুরু পিতা গুরু মাতা সুহৃদ্‌-প্রধান।
গুরুই পরম ব্রহ্ম গুরু ভগবান্॥
যার প্রতি গুরুদেব সুপ্রসন্ন রয়।
মহাসুখী সেই জন সদা তার জয়॥
দেব রুষ্টে গুরু ত্রাতা বিদিত ভুবনে।
গুরু রুষ্টে ত্রাতা নাহি জানিবেক মনে॥
ইষ্টদেবে পূজে যেই গুরু ত্যাগ করি।
ব্রহ্মহত্যা পাপ হয় কল্পকাল ধরি॥
গুরুধ্যান শেষ করি সাধক ব্রাহ্মণ।
যথাবিধি করিবেন সাধন-ভজন॥
শাস্ত্র-উক্ত স্থানে শেষে শুন মহাভাগ।
মৌন হ'য়ে মলমূত্র করিবেন ত্যাগ॥
জলে বা জলের কাছে, রন্ধ্রযুক্ত স্থানে।
মন্দির বা লোকালয় রয়েছে যেখানে॥
গোঠে, পথে, নদীগর্ভে আশ্রমের মাঝে।
শর বনে কিংবা যেথা শ্মশান বিরাজে॥
সেতুতে, অগ্নির কাছে, পুষ্পের উদ্যানে।
পঙ্কিল প্রদেশে কিংবা হলকৃষ্ট স্থানে॥
বৃক্ষচ্ছায়াযুক্ত স্থলে, অরণ্যমাঝারে।
মলমূত্র না ত্যজিবে কহি বারে বারে॥
সূর্য্যতাপবিবর্জ্জিত স্থানে মহাভাগ।
গর্ত্ত করি মলমূত্র করে যেন ত্যাগ॥
দিবাতে উত্তর মুখ, পশ্চিম নিশায়।
দক্ষিণ দিকেতে মুখ করিবে সন্ধ্যায়॥
মলমূত্র ত্যাগকালে মৌনী হয়ে রবে।
গন্ধ নাহি রহে যাতে করিবে তা' সবে॥
প্রথম মৃত্তিকাশৌচ, জলশৌচ পরে।
শাস্ত্রের বিহিত কার্য্য বিচক্ষণ করে॥

একবার লিঙ্গে মাটি লেপন করিবে।
অনন্তর বাম হস্তে চারিবার দিবে॥
দুইবার দুই হস্তে মৃত্তিকা লেপিয়া।
মূত্র শৌচ হয় তাহা শুন মন দিয়া॥
মৈথুনের শৌচ হয় দ্বিগুণ ইহার।
শাস্ত্রের বচন ইহা সংশয় কি তার॥
একবার লিঙ্গে মাটি গুহ্যে তিনবার।
বাম হস্তে দশবার বিধান সবার॥
দুই হস্তে সাতবার, ছয়বার পায়।
লেপন করিলে মাটি শৌচ কহা যায়॥
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ প্রতি বিধান ইহাই।
শাস্ত্রের বচন ইহা কর্ত্তব্য সদাই॥
দ্বিগুণ ব্যবস্থা আছে যত বিধবার।
চতুর্গুণ সাধু ঋষি বৈষ্ণব সবার॥
বিপ্রগণ শুচি হয় মৃত্তিকা-লেপনে।
নতুবা অশুচি হবে জেনে রাখ মনে॥
যে মাটি উত্থিত হয় হলের কর্ষণে।
যে মৃত্তিকা রয় সদা গোষ্ঠে কি কাননে॥
বল্মীকের মাটি কিংবা মাটি গোষ্পদের।
কুশমূল দূর্ব্বামূল অশ্বত্থমূলের॥
মূষিক-মৃত্তিকা সদা বর্জ্জন করিবে।
শয়ন-স্থানের মাটি কভু না লইবে॥
শৌচকার্য্য শেষ করি সমস্ত ব্রাহ্মণ।
শুচি মনে করে যেন মুখ প্রক্ষালন॥
ষোড়শ গণ্ডূষ জলে মুখ শুদ্ধ করি।
মার্জ্জন করিবে দন্ত, দন্তকাষ্ঠ ধরি॥
অপামার্গ, সিন্ধুবার, আম্র ও করবী।
খদির, শিরীষ, জাতি, পুন্নাগ অটবী॥
অশোক, অর্জ্জুন আর ক্ষীরবৃক্ষ শাল।
কদম্ব, বকুল আর পলাশের ডাল॥
সমস্ত প্রশস্ত অতি দন্তের মার্জ্জনে।
শাস্ত্রের বিধান ইহা জেনে রাখ মনে॥
বদরী, মন্দার আর তিন্তিড়ী, শাল্মলী।
নারিকেল আর তাল, পিয়াল, পিপ্পলী॥
কণ্টকের বৃক্ষ যত খর্জ্জুর ও তাড়।
দন্তকাষ্ঠ ব্যবহারে নিষিদ্ধ সবার॥
মার্জ্জন করিয়া দন্ত ব্রাহ্মণ সকল।
পরিধান করিবেন বসন-যুগল॥
ধৌতবস্ত্র উত্তরীয় করিবে ধারণ।
অন্যথায় নহে দৈব কার্য্যের সাধন॥
অনন্তর শেষ করি পাদপ্রক্ষালন।
প্রাতঃসন্ধ্যা করিবেন করি আচমন॥
যে ব্রাহ্মণ তিন সন্ধ্যা করেন বন্দন।
তীর্থের স্নানের ফল তিনি প্রাপ্ত হন॥
ত্রিসন্ধ্যায় সন্ধ্যা-আদি যে জন না করে।
শূদ্রের সমান সেই অবনী ভিতরে॥
কোন শৌচে কভু শুচি নহে সেইজন।
যেইজন নাহি করে ত্রিসন্ধ্যা পূজন॥
প্রাতঃকালে সন্ধ্যা ত্যাগ করে যে ব্রাহ্মণ।
আত্মঘাতী তুল্য পাপী হয় সেইজন॥
সন্ধ্যা আর একাদশী না করে যে জন।
কল্পকাল কালসূত্রে পড়ে সে ব্রাহ্মণ॥
প্রাতঃকালে সন্ধ্যাপূজা করি সমাপন।
গুরু, রবি, ব্রহ্মা, শিবে করিবে স্মরণ॥
আদ্যাশক্তি, মায়া, লক্ষ্মী আর সরস্বতী।
স্মরণ করিয়া সবে করিবে প্রণতি॥
স্পর্শ করি ঘৃত মধু দর্পণ কাঞ্চন।
সাধকেরা স্নান আদি করে সমাপন॥
বাপীতে স্নানের কালে যত বিচক্ষণ।
সর্ব্ব অগ্রে পঞ্চপিণ্ড করে উত্তোলন॥
অনন্তর স্নান সারি নদী বা কন্দরে।
সঙ্কল্প করেন পুনঃ বিশুদ্ধ অন্তরে॥
স্নানহেতু তীর্থে যদি করয়ে গমন।
সঙ্কল্প ব্যতীত স্নান অসিদ্ধ কথন॥
সঙ্কল্পের পরে পুনঃ স্নানের বিধান।
যেই জন নাহি মানে, নাহি তার জ্ঞান॥
কৃষ্ণপ্রীতি-কামনায় বৈষ্ণব সুজন।
সঙ্কল্প করেন সদা হ'যে একমন॥

কৃতপাপ নাশ হেতু যত গৃহী জন।
করিবেক যথাবিধি স্নান আচরণ॥
বিপ্রগণ পক্ষে কিন্তু অন্য বিধি হয়।
সেই কথা বলিতেছি শুন মহাশয়॥
শুদ্ধ মনে স্নানকার্য্য করি সমাপন।
সঙ্কল্প করিবে সদা ব্রাহ্মণ যে জন॥
অনন্তর গাত্রে করি মৃত্তিকা-লেপন।
বেদ-উক্ত মন্ত্র গাত্রে লিখে সাধুগণ॥
হে মৃত্তিকে, যত আমি করিয়াছি পাপ।
নষ্ট কর তাহা তুমি ঘুচাও সন্তাপ॥
বিষ্ণুপাদে তুমি আছ, আছ অশ্বরথে।
অভ্যন্তরে বসু তুমি ধর নানা মতে॥
বরাহ রূপেতে কৃষ্ণ তুলিলা তোমারে।
মম পাপ মুক্ত তুমি কর এইবারে॥
দেহ আজ্ঞা হে মৃত্তিকে করি আমি স্নান।
কৃপা করি তুমি মোরে কর পুণ্যবান্॥
অতঃপর নাভিজলে হে মুনিপ্রধান।
মণ্ডল রচিবে চারি হস্তের প্রমাণ॥
অতঃপর সে মণ্ডলে হস্ত করি দান।
একমনে তীর্থগণে করিবে আহ্বান॥
গোদাবরী সিন্ধুনদী আর সরস্বতী।
নর্ম্মদা কাবেরী আর পুণ্যা ভাগীরথী॥
যমুনা প্রভৃতি সবে আহ্বান করিবে।
নলিনী প্রভৃতি নামে গঙ্গারে স্মরিবে॥
তারপর স্নানশেষে সুধী ব্যক্তিগণ।
করিবে সকল গাত্রে তিলক-রচন॥
ললাটে বাহুতে গলে বক্ষের উপরে।
তিলক ধারণ কর বিশুদ্ধ অন্তরে॥
তিলক ধারণ করি তর্পণাদি-শেষে।
পরিধান কর বস্ত্র মনোহর বেশে॥
তারপর কর পুনঃ পাদপ্রক্ষালন।
অনন্তর মন্দিরেতে করহ গমন॥
যেই জন নাহি করে পাদপ্রক্ষালন।
সকলি বিফল তার হইবে-পতন॥
জঙ্ঘার উপরে যেই করে প্রক্ষালন।
চণ্ডাল-রূপেতে তার হইবে পতন॥
অতএব হেন কার্য্য না করে সুজন।
আসনে বসিয়া শেষে করিবে পূজন॥
শালগ্রাম, মণি যন্ত্র, প্রতিমা, ব্রাহ্মণ।
জল, স্থল, গুরু সব পূজার কারণ॥
হরিপূজা সুপ্রশস্ত জেনো গুণধাম।
সবার মাঝারে কিন্তু শ্রেষ্ঠ শালগ্রাম॥
শালগ্রামে আছে সব দেব অধিষ্ঠান।
শালগ্রাম পূজে যেই সেই পুণ্যবান্॥
শালগ্রামশিলা জলে অভিষিক্ত হ'লে।
বহুপুণ্য লাভ হয় এই ধরাতলে॥
শালগ্রামশিলা-জল যেই করে পান।
দেহ-অন্তে করে সেই গোলোকে প্রয়াণ॥
শালগ্রামশিলা যেথা করে অবস্থান।
সেখানে বিরাজ করে নিজে ভগবান্॥
শালগ্রাম-পূজা করে সদা সাধুগণ।
পরিপূর্ণ ফল লাভ হয় সর্ব্বক্ষণ॥
চক্রচিহ্ন শালগ্রাম রহে যেই স্থানে।
সুদর্শনসহ হরি বিরাজে সেখানে॥
অবতীর্ণ তথা হয় তীর্থ সমুদায়।
বিস্তারি বলিনু সব নারদ তোমায়॥
ষোড়শ অথবা দশ, পঞ্চ উপচারে।
নিত্য পূজ শ্রীহরিরে শাস্ত্র অনুসারে॥
হে নারদ, এ ভুবনে জেনে রেখো সার।
ভক্তিই প্রধান অর্ঘ্য হরির পূজার॥
হরিপূজা শেষ করি ভক্তিযুক্ত মন।
হোম-আদি যত কিছু কর সমাপন॥
পূজোপকরণ দিবে মাতৃ-দেবতারে।
যথাসাধ্য ধন দান করিবে সবারে॥
তারপর অন্য কার্য্য কর অনুষ্ঠান।
হে নারদ, এই সব বেদের বিধান॥
বেদ-উক্ত সব কথা করিলে শ্রবণ।
কহ বৎস, কি বাসনা জানিতে এখন॥

ব্রহ্মখণ্ডে ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ভক্ষ্যাভক্ষ্যাদি নিরূপণ।

নারদ বলেন, শোন হে দেব শঙ্কর।
তোমার অজ্ঞাত নাহি জগৎভিতর॥
ব্রাহ্মণের ক্রিয়া-আদি অপূর্ব্ব কথন।
তোমা হ'তে শুনিলাম সর্ব্ব বিবরণ॥
মম প্রতি কৃপা করি দেব মহেশ্বর।
সকলের খাদ্য-কথা কহ অতঃপর॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যতি ব্রহ্মচারী আর।
শাস্ত্রমতে কোন্ খাদ্য করিবে আহার॥
সকলি জানহ প্রভু সর্ব্বজ্ঞ মহান্।
কৃপা করি ভক্ষ্যাভক্ষ কহ ভগবান্॥
কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বল পঞ্চানন।
ভোগাভোগ কিবা হয় করহ কীর্ত্তন॥
মহাদেব কহিলেন, শুন মুনিবর।
জিজ্ঞাসা করিছ যাহা কহিব সত্বর॥
বিপ্রগণ মাঝে আছে কোন কোন জন।
তপস্যায় রত তারা আছে সর্ব্বক্ষণ॥
মুনিবৃত্তি বহুকাল ধরিয়া অন্তরে।
দিনপাত করিতেছে কেহ অনাহারে॥
তপস্যায় কেহ রহে ফলাহারী হ'য়ে।
কোন মুনি নিরাহারী সকল সময়ে॥
কেহ থাকে বায়ু মাত্র করিয়া ভক্ষণ।
গৃহিণীর সহ খাদ্য খায় কোন জন॥
যথাকালে করে তারা পক্বান্ন আহার।
অধিক বলিব কিবা খাদ্যের প্রকার॥
যাহার যেমন রুচি আহার সে লয়।
সকল জনের রুচি একরূপ নয়॥
হবিষ্যান্ন সুপ্রশস্ত গৃহী ব্রাহ্মণের।
যদি হয় নিবেদিত শ্রীনারায়ণের॥
যেইজন বিষ্ণুরে না করে নিবেদন।
বিষ্ঠাসম সেই অন্ন শাস্ত্রের বচন॥
পানীয় না নিবেদিয়া কেহ যদি লয়।
সেই জল তবে কিন্তু মূত্রসম হয়॥
একাদশী-দিনে যেই করিবে আহার।
বিষ্ঠামূত্ররূপ খাদ্য হইবে তাহার॥
যে করে হরিবাসরে অন্নের আহার।
ত্রৈলোক্যের যত পাপ হইবে তাহার॥
একাদশী-দিনে যেই অন্নাহার করে।
কালসূত্র নরকেতে যায় চিরতরে॥
শ্রীরামনবমী-দিন জন্মাষ্টমী আর।
শিবরাত্রি দিবসেতে যে করে আহার॥
ঘোর পাপী হয় সেই অবনী-ভিতরে।
বহুকাল নরকেতে কষ্ট ভোগ করে॥
উপবাসে যদি কেহ অসমর্থ হয়।
ফলমূল জল যেন খায় সে-সময়॥
ইহাতেও যেইজন শক্ত নাহি হয়।
হবিষ্যান্ন করিবে সে শাস্ত্রের নির্ণয়॥
উপবাসে দেহ নষ্ট করে যেইজন।
আত্মহত্যা-পাপে পাপী হয় সেইক্ষণ॥
শ্রীবিষ্ণুরে হবিষ্যান্ন করি নিবেদন।
উপবাসী যেন তাহা করয়ে ভোজন॥
উপবাস-ফল-লাভ হইবে তাহাতে।
বহুপুণ্য লাভ হবে সন্দেহ কি তাতে॥
হে নারদ, গৃহীদের নিয়ম ইহাই।
জানিও শাস্ত্রের এই নির্দ্দেশ সদাই॥
ব্রহ্মচারী যতি আর বৈষ্ণব যাহারা।
বিশেষরূপেতে ইহা পালিবে তাহারা॥
কৃষ্ণের প্রসাদ খায় নিত্য যে বৈষ্ণব।
দূর হ'য়ে যায় তার পাপ তাপ সব॥
শত উপবাস ফল লাভ তার হয়।
জীবন্মুক্ত সেইজন সকল সময়॥
স্পর্শ করিবারে চায় সর্ব্বদেবগণ।
দূরে যায় পাপ তারে করিলে দর্শন॥
তাহার পরশে হয় তীর্থলাভ-ফল।
অতি পুণ্যবান্ তার জনম সফল॥

দুইবার পক্ক-অন্ন চিপিটক আর।
দেশ-ভেদে শুদ্ধ হয় যথা দেশাচার॥
ব্রাহ্মণ-ভোজন কিংবা দেব-নিবেদনে।
সুপ্রশস্ত নহে ইহা জেনে রাখ মনে॥
যতি ও বিধবা আর ব্রহ্মচারিগণ।
কভু না করিবে তারা তাম্বুল চর্ব্বণ॥
ব্রহ্মচারী বিধবা ও যতিদের কাছে।
তাম্বুল গোমাংস-তুল্য শাস্ত্রে বর্ণিযাছে॥
তাম্রপাত্রে দুগ্ধ পান করে যেইজন।
যেজন উচ্ছিষ্ট ঘৃত করয়ে ভোজন॥
লবণের সহ যেই দুগ্ধ পান করে।
গোমাংস ভক্ষক সেই অবনী ভিতরে॥
কাংস্যপাত্রে নারিকেল জল যদি রয।
আর তাম্র পাত্রে মধু মদ্য তুল্য হয॥
দ্বিজের অপেয তাহা শাস্ত্রের বচন।
বিচক্ষণে ব্যবহার না করে কখন॥
বামহস্তে জলপান করিলে ব্রাহ্মণ।
সুরাপাযী তুল্য পাপী হয সেইক্ষণ॥
যেই অন্ন শ্রীহরির নিবেদিত নয়।
সে-অন্ন পুরীষ-তুল্য সকল সময॥
কার্ত্তিকে বার্ত্তাকু কভু না কর ভক্ষণ।
মাঘে মূলা নাহি খাবে কোন সাধুজন॥
কলমী না খাবে কভু শ্রীহরি-শয়নে।
খাইলে গোমাংস সম জানিবেক মনে॥
শ্বেত তাল মসূর ও মৎস্যসমুদয।
ব্রাহ্মণ করিবে ত্যাগ সকল সময॥
ইচ্ছাক্রমে মৎস্য কভু করিলে ভক্ষণ।
উপবাস প্রায়শ্চিত্ত করিবে ব্রাহ্মণ॥
ত্রিরজনী উপবাস স্বেচ্ছায করিবে।
তবে সে ব্রাহ্মণপুত্র পরিশুদ্ধ হবে॥
প্রতিপদে করে যেই কুষ্মাণ্ড-ভোজন।
অবশ্যই অর্থহীন হয় সেই জন॥
দ্বিতীযাতে যেই জন খাইবে বৃহতী।
অধিকার নাহি তার ধর্ম্মকর্ম্ম প্রতি॥
তৃতীয়াতে যেইজন খাইবে পটল।
বৃদ্ধি পায় সেজনার সদা শত্রুদল॥
চতুর্থী তিথিতে মূলা যে করে আহার।
অবশ্যই ধননাশ হইবে তাহার॥
পঞ্চমীতে বিল্বফল যে করে ভক্ষণ।
কলঙ্ক বাড়িবে তার শাস্ত্রের বচন॥
ষষ্ঠীতে যে নিম্ব খায হীন জন্ম তার।
সপ্তমীতে তাল নিত্য রোগের আধার॥
অষ্টমীতে নারিকেল খায় যেইজন।
বুদ্ধিনাশ হয তার শাস্ত্রের কথন॥
গোমাংস-সমান হয় লাউ নবমীতে।
কলমীশাক সেইরূপ দশমী তিথিতে॥
একাদশী-দিনে সীম না খাবে কখন।
দ্বাদশীতে পুঁইশাক না কর ভোজন॥
ত্রয়োদশী দিনে যেই বার্ত্তাকু খাইবে।
সেইজন পুত্রশোক অবশ্য পাইবে॥
চতুর্দ্দশী দিনে মাষ বর্জ্জন করিবে।
অমাবস্যা পূর্ণিমায মাংস না খাইবে॥
দেবোদ্দেশে দত্ত মাংস আর আর দিনে।
ব্রাহ্মণ খাইতে পারে শাস্ত্রের বিধানে॥
প্রাতঃস্নানে শ্রাদ্ধদিনে ব্রতের বাসরে।
অমাবস্যা পূর্ণিমাতে সংক্রান্তি-ভিতরে॥
চতুর্দ্দশী, অষ্টমীতে তৈল সরিষার।
না করিবে পক্কতৈল কভু ব্যবহার॥
রবিবারে, শ্রাদ্ধদিনে, ব্রতের সময।
পত্নীরে সম্ভোগ করা উচিত না হয॥
সে সময তিল-তৈল নিষিদ্ধ সবার।
মাষ, রক্তশাক কেহ না করে আহার॥
কচ্ছপের মাংস যদি দেবোদ্দেশে হয।
হরি-শয়নেতে তবু খাবে না নিশ্চয॥
দিবাভাগে কভু নাহি নারীসঙ্গ হবে।
মহাপাপ হবে তাহে নিশ্চয জানিবে॥
রাত্রিকালে কেহ যেন দধি নাহি খায।
সন্ধ্যা আর দিবসেতে নিদ্রা নাহি যায॥

রজঃস্বলা কামিনীতে না করে গমন।
হে নারদ, এই সব নরক-কারণ॥
ঋতুমতী রমণীর অন্ন নাহি খাবে।
অবীরার অন্ন বিপ্র সর্ব্বদা ত্যজিবে॥
বেশ্যা রমণীর অন্ন না করে ভোজন।
সর্ব্বদা রাখিবে মনে শাস্ত্রের বচন॥
শূদ্রের শ্রাদ্ধের অন্ন, অন্ন গণকের।
বৃষলীপতির অন্ন কি বার্দ্ধুষিকের॥
অগ্রদানী ব্রাহ্মণের অন্ন নাহি খাবে।
ইহাদের অন্নাহারে বহুদুঃখ পাবে॥
যেইজন বিপ্র হ'য়ে চিকিৎসক হয়।
তার অন্ন খাবেনাক শাস্ত্রে ইহা কয়॥
হস্তা, চিত্রা, শ্রবণার স্থিতি যতক্ষণ।
না করিবে তৈল কভু ভোজন ব্রহ্মণ॥
মূলা, মৃগশিরা আর ভাদ্রপদে সদা।
নিষিদ্ধ সকল মাংস জানিও সর্ব্বদা॥
মাংস যদি খায় কেহ এই দিনকয়।
গোমাংস-ভোজন সম পাপ তার হয়॥
কৃত্তিকা নক্ষত্রে আর অমাবস্যা-ক্ষণে।
ক্ষৌরকর্ম্ম কভু নাহি করিবে ব্রাহ্মণে॥
মৈথুনের শেষে কিংবা ক্ষৌরকার্য্য পরে।
দেবতা বা পিতৃগণে তর্পণ যে করে॥
তাহার প্রদত্ত জল রক্তের সমান।
দেহান্তে নরকে সেই করিবে প্রয়াণ॥
হে নারদ, সবিস্তারে করিলে শ্রবণ।
আর কি জানিতে সাধ কহ এইক্ষণ॥
কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য, খাদ্য ও অখাদ্য।
বলিলাম সব কথা যথা মোর সাধ্য॥
অতঃপর, আর যাহা তব অভিলাষ।
অবিলম্বে মম পাশে করহ প্রকাশ॥
সাধ্যমত অভিলাষ করিব পূরণ।
পরম বৈষ্ণব তুমি ওহে মহাত্মন্॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের পাতে হরির কাহিনী।
যতেক লিখিত আছে জানিবে এখনি॥
হরির যতেক লীলা অসীম অপার।
নামমাত্র উচ্চারণে পাপীর নিস্তার॥
যেইজন ভক্তিভরে হরিনাম করে।
সেইজন কখন না ভূত-প্রেতে ডরে॥
গরুড় দর্শনে যথা যত নাগকুল।
চতুর্দ্দিকে ছুটে যায় ভয়েতে আকুল॥
সেইরূপ হরিনামে রোগ দুঃখ তাপ।
পালায় মুহূর্ত্তমধ্যে সহ যত পাপ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অমৃত সমান।
শুনিলে গলিত হয় যতেক পাষাণ॥

ব্রহ্মখণ্ডে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ব্রহ্ম-নিরূপণ, নারদের শিব-বর-প্রাপ্তি ইত্যাদি।

নারদ কহিলা, প্রভু করিনু শ্রবণ।
ব্রহ্মের স্বরূপ এবে করুন কীর্ত্তন॥
সাকার কি নিরাকার জানিতে বাসনা।
দৃশ্য বা অদৃশ্য তাহা করুন বর্ণনা॥
সবিশেষ অথবা কি নির্ব্বিশেষ হন।
দেহিগণে অলিপ্ত বা লিপ্ত হ'য়ে রন॥
জানিতে বাসনা প্রভু কি তার লক্ষণ।
কি প্রকারে বেদে তাঁরে করে নিরূপণ॥
ব্রহ্ম আর প্রকৃতিতে ভেদ কিবা আছে।
কৃপা করি বিশ্বনাথ, কহ মোর কাছে॥
সর্ব্বজ্ঞ মহান্ তুমি, তুমি পরমেশ।
সমস্ত বিচারি মোরে দেহ উপদেশ॥
শুন শুন মহাদেব নিবেদি চরণে।
প্রকৃতি-লক্ষণ পূর্ব্বে শুনেছি শ্রবণে॥
ব্রহ্ম-অতিরিক্ত কিবা সে প্রকৃতি হয়।
জিজ্ঞাসি তোমারে তুমি বল মহাশয়॥
ব্রহ্মের স্বরূপ প্রভু করহ বর্ণন।
বাসনা বড়ই মম, কহ পঞ্চানন॥

নারদের বাক্য শুনি শঙ্কর তখন।
মৃদুহাস্যে করিলেন ব্রহ্ম-নিরূপণ॥
শঙ্কর কহিলা, বৎস, জিজ্ঞাসিলে যাহা।
অতিশয় গূঢ় আর জ্ঞানসাধ্য তাহা॥
ইহা অতি সুদুর্লভ নাহিক সন্দেহ।
ব্রহ্ম-নিরূপণ মোরা পারি নাই কেহ॥
বিশেষণ-যুক্ত যাহা প্রত্যক্ষ সরল।
তার নিরূপণ মোরা করেছি সকল॥
বৈকুণ্ঠেতে হরিমুখে জানিলাম যাহা।
হে নারদ, তব কাছে কহিতেছি তাহা॥
সকল তত্ত্বের সার অন্ধের লোচন।
অন্ধকার-ধ্বংসকারী প্রদীপ মতন॥
সনাতন পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিরাজে।
পরমাত্মারূপী তিনি সর্ব্বদেহ মাঝে॥
সর্ব্ব কর্ম্ম সাক্ষী তিনি সবার ঈশ্বর।
ত্রিভুবনে নাহি কিছু তাঁর অগোচর॥
দেহীদের প্রাণ বিষ্ণু, মন প্রজাপতি।
আমি সমুদয় জ্ঞান, প্রকৃতি শকতি॥
পূর্ব্বে একদিন আমি আর পদ্মাসন।
ধর্ম্ম সহ মিলি যাই বৈকুণ্ঠভুবন॥
হরির সকাশে যাহা মোরা জিজ্ঞাসিনু।
তিনি যাহা বলিলেন, তাহাই কহিনু॥
সকল তত্ত্বের সার ব্রহ্মজ্ঞান হয়।
অজ্ঞানতা-অন্ধকার হয় যে বিলয়॥
পরমাত্মারূপে ব্রহ্ম জীবদেহে রয়।
জীবদেহে থাকে ব্রহ্ম শাস্ত্রে ইহা কয়॥
দেহমধ্যে পঞ্চপ্রাণ অবস্থিতি করে।
বিষ্ণুর স্বরূপ তাহা জানিবে অন্তরে॥
জ্ঞানরূপে আছি আমি শরীর-মাঝারে।
প্রকৃতি-স্বরূপ শক্তি বলি যে তোমারে॥
আমরা অধীন সব পরম-আত্মার।
তাঁহার আজ্ঞায় মোরা চলি অনিবার॥
জীব তাঁর প্রতিবিম্ব শুন মহাশয়।
কর্ম্মফল-ভোগী তিনি সকল সময়॥
জলপূর্ণ ঘট মধ্যে করিলে দর্শন।
চন্দ্র-সূর্য্য প্রতিবিম্ব দেখায় যেমন॥
জীবগণ সেইরূপ পরম আত্মার।
প্রতিবিম্ব মাত্র হয় নহে কিছু আর॥
ঘট ভগ্ন হ'লে প্রতিবিম্ব সে মিলায়।
সৃষ্টি-লয়ে জীব সব ব্রহ্মে লয় পায়॥
সৃষ্টিধ্বংসকালে ব্রহ্ম বিদ্যমান রয়।
চরাচর বিশ্ব পায় তাঁহাতেই লয়॥
সেই ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল-আকার।
কোটি কোটি সূর্য্যসম মহা তেজ তার॥
সেই জ্যোতিঃ সুবিস্তীর্ণ অব্যয় অক্ষয়।
যোগিগণ ধ্যান করে সকল সময়॥
পরমাত্মা মহেশ্বর তিনি নিরাকার।
স্বেচ্ছাময় ভগবান্ তিনি সারাৎসার॥
আনন্দস্বরূপ তিনি আনন্দ-কারণ।
প্রকৃতি ঈশ্বরী তাঁতে সদা লীনা হন॥
যেরূপ জলের শৈত্য, শব্দ গগনের।
অগ্নির দাহিকা-শক্তি, শুভ্রতা দুগ্ধের॥
যেরূপ সূর্য্যের প্রভা, গন্ধ পৃথিবীর।
হে নারদ, সেইরূপ জেনে রাখ স্থির॥
নির্গুণা প্রকৃতি যিনি অনন্ত কালের।
স্বাভাবিক গুণ মাত্র নির্গুণ ব্রহ্মের॥
হে নারদ, পরব্রহ্ম সৃষ্টির সময়।
সগুণ পুরুষরূপে পরিণত হয়॥
যদ্যপি নির্গুণ ব্রহ্ম, ওহে মহামতি।
তথাপি সৃষ্টির হেতু হয় তাঁর মতি॥
বিচক্ষণ ব্রহ্ম তবে গুণযুক্ত হয়।
বিষয়ী পুরুষ রূপে তাঁর পরিচয়॥
ত্রিগুণ-আধার রূপে প্রকৃতি তখন।
ছায়া-রূপে তাঁর সাথে রহে অনুক্ষণ॥
কুম্ভকার যথা করে ঘটের নির্ম্মাণ।
সেইরূপ সৃষ্টি-কার্য্য করে ভগবান্॥
মাটি দিয়া ঘট যথা রচে কুম্ভকার।
প্রকৃতির দ্বারা হয় সৃষ্টি বিধাতার॥

মিলিয়া প্রকৃতিসহ ব্রহ্ম সনাতন।
সৃষ্টি-কার্য্যরূপ লীলা করেন সাধন॥
স্বর্ণের সাহায্যে যথা স্বর্ণকারগণ।
ক্ষণে ক্ষণে করে বহু কুণ্ডল রচন॥
হে নারদ, সেইরূপ ব্রহ্ম সনাতন।
আপন ইচ্ছায় করে বিশ্বের সৃজন॥
মৃত্তিকারে কুম্ভকার করেনি সৃজন।
স্বর্ণকেও স্বর্ণকার করে না রচন॥
দুই বস্তু নিত্য সদা শুন মুনিবর।
প্রকৃতি ও পরব্রহ্ম নিত্য নিরন্তর॥
কেহ কেহ এইরূপ বলেন বচন।
প্রকৃতি হইতে শ্রেয় ব্রহ্ম সনাতন॥
কেহ কেহ বলে, শুন মুনি মহাশয়।
প্রকৃতি-পুরুষরূপে ব্রহ্ম নিজে রয়॥
ব্রহ্ম ও প্রকৃতি ভিন্ন, কেহ কেহ কয়।
ব্রহ্মই পরমধাম জানিও নিশ্চয়॥
সকলের আত্মা ব্রহ্ম নির্লিপ্ত সদাই।
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বমূল, বেদে ইহা পাই॥
সর্ব্ব-বীজস্বরূপিণী পরমা প্রকৃতি।
ব্রহ্মে অবস্থান করে ব্রহ্মের শকতি॥
তেজোময় ব্রহ্মে যোগী ধ্যায় অনিবার।
কিন্তু তাহা বৈষ্ণবেরা করে না স্বীকার॥
বৈষ্ণবেরা এই হেতু তেজের ভিতর।
দর্শন করেন রূপ অতি মনোহর॥
তারা কহে, কেবা সেই তেজের আধার।
না জানিয়া তবে ধ্যান করিবে কাহার॥
কারণ ব্যতীত নহে কার্য্যের উদ্ভব।
আধার ব্যতীত-তেজ কিরূপে সম্ভব॥
এইহেতু বৈষ্ণবেরা অন্তরে অন্তরে।
শ্রীকৃষ্ণের মনোহর রূপ ধ্যান করে॥
স্বেচ্ছাময় ভগবান্ পুরুষ সাকার।
কোটি-সূর্য্যসমপ্রভ মণ্ডল-আকার॥
সেই তেজোমধ্যে নিত্য গোলোকনগর।
অসংখ্য যোজনব্যাপী অতি মনোহর॥

নারদ, আমার বাক্য করহ শ্রবণ।
গোলোকনগরী হয় আনন্দবর্দ্ধন॥
ত্রিভুবনে মনোরম যত আছে ঠাঁই।
গোলোকের তুল্য স্থান কোথাও ত নাই॥
চন্দ্রমণ্ডলের সম গোলাকার স্থান।
বৈকুণ্ঠ হইতে অতি উর্দ্ধে বিদ্যমান॥
গোপগোপী ধেনুগণ কে গণিতে পারে।
কল্পবৃক্ষ রাশি রাশি শোভে চারিধারে॥
শত শত কামধেনু করে বিচরণ।
গোলোকনগরী তথা অতি বিমোহন॥
রাসমণ্ডলের রূপ অতি মনোহর।
বৃন্দাবন বনরাজী রয়েছে বিস্তর॥
বিরজা নদীর জল করেছে বেষ্টন।
সুন্দর পর্ব্বত শোভে অতি সুদর্শন॥
পরিখা, প্রাচীর বহু গোলোকে বিরাজে।
পারিজাত-বন শোভে গোলোকের মাঝে॥
পারিজাত-বনে আছে আশ্রম সকল।
কৌস্তুভমণিতে তারা সদাই উজ্জ্বল॥
হীরকনির্ম্মিত আছে সোপান সকল।
নানা বস্তু দীপ্ত তেজে করে ঝল্‌মল্॥
সুবর্ণ-রজতরাশি আছে থরে থরে।
জগতের যত ধন গোলোকনগরে॥
রত্নরাজি বিনির্ম্মিত আছে সিংহাসন।
সেই সিংহাসনে বসি প্রভু সনাতন॥
জলধরসম রূপ মদনমোহন।
অনন্ত কিশোর তিনি কমললোচন॥
পূর্ণশশধর সম বদন তাঁহার।
রূপে কোটি কামদেবে করে তিরস্কার॥
করেতে মুরলী শোভে অতি মনোহর।
চির-জ্যোতির্ম্ময় রূপ তিনি পরাৎপর॥
পীতবাস পরিধান অতি মনোহর।
রতন মুকুট শোভে মস্তক উপর॥
বক্ষে কৌস্তুভের মণি সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমাযুক্ত প্রভু সনাতন॥

চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ শোভিছে মাথায়।
রতন নূপুর সদা বাজে রাঙ্গা পায়॥
রত্নের বলয় হাতে কেয়ূর বিরাজে।
রত্নের কুণ্ডল শোভে দুই কর্ণ মাঝে॥
সুশোভন দন্তরাজি অতি মনোহর।
বিম্বফলসম তাঁর ওষ্ঠ ও অধর॥
উন্নত নাসিকা তাঁর মদনমোহন।
গোপীগণ চতুর্দ্দিকে করেছে বেষ্টন॥
সুরসিক রাসেশ্বর ভক্তের ঈশ্বর।
বৈষ্ণব সকল তাঁরে পূজে নিরন্তর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর দেবগণ।
করযোড়ে করে স্তব যেথা নারায়ণ॥
পরব্রহ্ম ভগবান্ তিনি স্বেচ্ছাময়।
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন সকল সময়॥
নির্গুণ নির্লিপ্ত তিনি সবার আধার।
সবার ঈশ্বর তিনি পূজ্য সবাকার॥
ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী গোপবেশধারী।
দ্বিভুজ মুরলীধারী গোলোকবিহারী॥
পরিপূর্ণতম কৃষ্ণ রাধিকা-ঈশ্বর।
সকলের অন্তরাত্মা না হয় গোচর॥
সর্ব্বস্থানব্যাপী তিনি সর্ব্বাত্মা শ্রীহরি।
পরিপূর্ণতম তিনি কৃষ্ণনাম ধরি॥
সেই ভগবান্ কৃষ্ণ আপন অংশেতে।
কমলা সহিত বাস করে বৈকুণ্ঠেতে॥
নিজ অংশে বিষ্ণুরূপ করিয়া ধারণ।
সদা রক্ষা করিছেন সমস্ত ভুবন॥
ক্ষীরোদ-নন্দিনী-পতি শ্বেতদ্বীপবাসী।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তাঁর রূপ অবিনাশী॥
হে নারদ, করিলাম ব্রহ্ম-নিরূপণ।
শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান মোরা করি অনুক্ষণ॥
এত বলি মৌনভাব ধরেন শঙ্কর।
নারদ তাঁহার স্তব করে অনন্তর॥
নারদের স্তবে তুষ্ট হইলা মহেশ।
অপরূপ জ্ঞান দান করিলা অশেষ॥
প্রণমিয়া মৃত্যুঞ্জয়ে নারদ তখন।
নারায়ণ-আশ্রমেতে করিলা গমন॥
নারায়ণ-কথা আছে বৈবর্ত্ত-পুরাণে।
পুরাণের সার ইহা সকলে বাখানে॥
শ্রীহরি-স্মরণমাত্রে পাপ দূর হয়।
ইহাতে রয়েছে তাঁর কথা সমুদয়॥
যেইজন করে পাঠ ভক্তিযুক্ত মনে।
সর্ব্বভয় দূরে যায় না ডরে শমনে॥
শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তকথা অমৃতমধুর।
শ্রোতার হইবে মন আনন্দেতে পূর॥

ব্রহ্মখণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● ঊনত্রিংশ অধ্যায়

নারায়ণের প্রতি নারদের প্রশ্ন।

সৌতি মুনি কহিলেন, নারদ তখন।
নারায়ণ-আশ্রমেতে করিলা গমন॥
অপূর্ব্ব আশ্রম সেই ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।
যাহার সমান নাহি বিশ্বচরাচর॥
সেথায় বিরাজ করে দেব নারায়ণ।
সে আশ্রমে রাজে বহু বদরীর বন॥
বহু ফলফুলপূর্ণ বৃক্ষ সব রাজে।
পাখীগণ গান গায় তাহাদের মাঝে॥
সুপক্ক বিবিধ ফল ধরে তরু সব।
কোকিল মধুর কণ্ঠে গায় যেন স্তব॥
সিংহ ও শার্দ্দূল বহু বিরাজে তথায়।
ঋষির প্রভাবে কিন্তু হিংসা নাহি তায়॥
ভোজ্য আর ভক্ষকের সমব্যবহার।
বিদ্বেষের চিহ্ন নাই শান্তির আগার॥
সুখদ সর্ব্বথা বন মনোরম অতি।
যাইতে তথায় কারো না হয় শকতি
স্বর্গ হ'তে মনোহর অতি সুশোভন।
চন্দন ও পারিজাত বন অগণন॥

তিনকোটি আশ্রমের শোভা মনোহর।
বহু মুনি ঋষি সেথা রহে নিরন্তর॥
মুনীন্দ্র সিদ্ধেন্দ্র কত করে অবস্থান।
গণনার সাধ্য নাহি ওহে মতিমান্॥
সেথায় আসিয়া ধীরে নারদ তখন।
যোগিশ্রেষ্ঠ নারায়ণে করিলা দর্শন॥
সূর্য্যসম প্রভা তাঁর সস্মিত বদন।
মুনি ঋষি আদি তাঁরে করেছে বেষ্টন॥
সুদর্শনা বিদ্যাধরী নাচিছে সেথায়।
গন্ধর্ব্ব সকলে মিলি কৃষ্ণগুণ গায়॥
যোগিগুরু নারায়ণ রত্নসিংহাসনে।
কৃষ্ণনাম জপ করে আনন্দিত মনে॥
নারদ তাঁহার মূর্ত্তি করি দরশন।
ধীরে ধীরে তাঁর পাশে করেন গমন॥
উপনীত হৈয়া তথা সভক্তি অন্তরে।
নারায়ণ চরণেতে প্রণিপাত করে॥
নারদে প্রণত দেখি দেব নারায়ণ।
উঠিলেন সসম্ভ্রমে ত্যজিয়া আসন॥
আলিঙ্গন করি তিনি ব্রহ্মার কুমারে।
করিলেন আশীর্ব্বাদ একান্ত অন্তরে॥
মধুর বচনে পরে জিজ্ঞাসি কুশল।
অতিথি সৎকার তাঁর করিলা সকল॥
অনন্তর নারদেরে রত্ন সিংহাসনে।
বসালেন নারায়ণ হরষিত মনে॥
বিশ্রাম করিয়া শেষে নারদ তখন।
ঋষিশ্রেষ্ঠ নারায়ণে কহিলা বচন॥
পিতার নিকটে বেদ পড়ি নিরন্তর।
জ্ঞান দান করিলেন স্বয়ং শঙ্কর॥
তথাপি চঞ্চল চিত্ত তৃপ্ত নাহি হয়।
তব পাদপদ্মে তাই লইনু আশ্রয়॥
হে প্রভো, তোমারে তাই করিনু দর্শন।
কৃপা করি জ্ঞান দান করহ এক্ষণ॥
যাহাতে রয়েছে কৃষ্ণগুণের কীর্ত্তন।
সেই কথা কৃপা করি কহ সনাতন॥
যাঁহার দর্শনে হয় জরা মৃত্যু ক্ষয়।
ব্রহ্মা বিষ্ণু পূজে যাঁরে সকল সময়॥
সুর মুনি মনু যাঁরে করয়ে চিন্তন।
সেই শ্রীকৃষ্ণের কথা কহ সনাতন॥
কোন্ জন সৃষ্টিকর্ত্তা কহ মহাশয়।
কার মধ্যে সমুদয় সৃষ্টি পায় লয়॥
কেবা সেই বিষ্ণু হরি সকল-কারণ।
ঈশ্বরের রূপ কিবা কহ সনাতন॥
জিজ্ঞাসি তোমারে প্রভু ওহে নারায়ণ।
দেব-দেবী ব্রহ্মা-বিষ্ণু আর পঞ্চানন॥
মুনি আর ঋষি যত মনু আদি করি।
কাহারে করযে ধ্যান হৃদে ভক্তি ধরি॥
বিশ্বপতি হরি যিনি কী রূপ তাহার।
এসব জানিতে হয় বাসনা আমার॥
কৃপা করি কহ মোরে ওগো মহাশয়।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর হইয়া সদয়॥
হাসিলেন নারায়ণ নারদ-বচনে।
মধুর পবিত্র কথা কহে হৃষ্ট মনে॥

ব্রহ্মখণ্ডে ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়

ভগবৎস্বরূপ-কথন

নারদেরে সম্বোধিয়া মধুর বচনে।
কহিলেন নারায়ণ আনন্দিত মনে॥
শুন শুন দেব-ঋষি ব্রহ্মার কুমার।
গণপতি বিষ্ণুদেব উমাপতি আর॥
মনু মুনি আদি লক্ষ্মী দুর্গা সরস্বতী।
ধ্যায় সবে ভগবানে জগতের পতি॥
সংসার-সাগর-বারি করিয়া লঙ্ঘন।
হরির দাসত্ব চাহে যেই ভক্তজন॥
অন্য বাঞ্ছা নাহি থাকে তাদের অন্তরে।
হরির চরণপদ্ম সদা ধ্যান করে॥

শোকদুঃখে মুহ্যমান রহে যেই জন।
শ্রীহরির পাদপদ্ম পূজে সর্ব্বক্ষণ॥
গোবর্দ্ধন যিনি করে করেছে ধারণ।
তাঁহার তুলনা নাহি হয কদাচন॥
দন্তের সাহায্যে যিনি ধরিযা সাদরে।
করিয়াছিলেন রক্ষা ধরণীদেবীরে॥
তাঁর লোমকূপ মাঝে সংখ্যা অগণন।
বিরাজ করিছে কত ব্রহ্মাণ্ডভুবন॥
তাঁহার স্বরূপকথা কে বলিতে পারে।
জগৎ-কারণ তিনি কহিনু তোমারে॥
দেব-দেবী মুনি-ঋষি যত ইতি আছে।
সকলি তাঁহার সৃষ্টি কিছু নহে মিছে॥
যাঁহার নিমেষমাত্রে ব্রহ্মার পতন।
তাঁর গুণ কোন্ জন না করে কীর্ত্তন॥
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ।
হরির চরণপদ্ম করহ বন্দন॥
তুমি আমি সুরপতি মনু মুনি আর।
কলা কলা অংশ মাত্র সেই বিধাতার॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ কলা মাত্র তাঁর।
হে নারদ, ধ্যান তাঁরে কর অনিবার॥
শুন শুন ব্রহ্মাপুত্র তিনি সনাতন।
বর্ণিতে না পারে যাঁরে সর্ব্বদেবগণ॥
বেদ যাঁর যশোরাশি বর্ণিতে না পারে।
সবার ঈশ্বর তিনি সদা ভজ তাঁরে॥
এ বিশ্ব সংসারে আছে যত নারীগণ।
প্রকৃতির অংশ বলি করিবে গণন॥
প্রকৃতি ও ভগবানে ভেদ কিছু নাই।
মাযায মোহিত সবে আছে সর্ব্বদাই॥
অতএব গৃহে তুমি করহ গমন।
বিবাহ করিয়া কর স্বধর্ম্ম পালন॥
যেই জন শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিযা।
শ্রীরাধা তাঁহার নাম কীর্ত্তি অদ্বিতীয়া॥
নারায়ণপ্রিয়া লক্ষ্মী সম্পদ্‌রূপিণী।
সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী যিনি॥
সাবিত্রী বিধাতৃ-প্রিয়া জননী বেদের।
জগৎজননী দুর্গা প্রিয়া শঙ্করের॥
প্রকৃতিকে কখনো না উপেক্ষা করিবে
তার হেতু সৃষ্টিরক্ষা অবশ্য জানিবে॥
আপন মায়ার বলে প্রকৃতি সুন্দরী।
বিরাজে ব্রহ্মাণ্ডে সদা নারীরূপ ধরি॥
নারীর অমান্য তাই উচিত না হয়।
নারীর স্বরূপ কহি শুন মহাশয়॥
পঞ্চ রূপ প্রকৃতির কর অবধান।
বিবাহ করিয়া গৃহে কর অবস্থান॥
বৈবর্ত্তপুরাণে আছে হরিকথা সার।
ইহা ছাড়া যাহা আছে সকলি অসাব॥
মহাকাল ধীবরের ছদ্মবেশ ধরি।
সংসার-সমুদ্রমাঝে ফেলে জাল দড়ি॥
জীবরূপ মৎস্যচয় জালের বন্ধনে।
অবশ্য হইবে বদ্ধ দৈবের ঘটনে॥
কাল পূর্ণ না হইতে মীনকুল মত।
কালপাশে ধৃত হয় সৃষ্টজীব যত॥
মুক্তি বাঞ্ছা যদি, কর শ্রীহরি আশ্রয।
ইহা ছাড়া অন্য পথ নাহিক নিশ্চয়॥
ব্রহ্মখণ্ড অতিশয় মধুর আখ্যান।
সমাপ্ত হইল তবে ওহে মতিমান্॥
হৃষ্টচিত্তে অনুবাদি শেষের অধ্যায।
হরষিত দেবব্রতে ভণে উপাধ্যায়॥

ব্রহ্মখণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্রহ্মখণ্ড সমাপ্ত

● প্রকৃতিখণ্ড ●

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

নারায়ণ উবাচ।

গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতাঃ।
আবির্বভূব সা কেন সা কা বা জ্ঞানিনাং বরা ॥
কিংবা তল্লক্ষণং বৎস কো বা বক্তুং ক্ষমো ভবেৎ।
কিঞ্চিত্তথাপি বক্ষ্যামি যৎ শ্রুতং রুদ্রবক্ত্রতঃ ॥

● প্রথম অধ্যায়

প্রকৃতিচরিত্র ও অংশাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

জিজ্ঞাসিলা নারায়ণে নারদ আবার।
কৃপা করি কহ মোরে সর্ব্বতত্ত্বসার ॥
কি লক্ষণ প্রকৃতির, কেবা সেই হয়।
কহিয়া ঘুচাও প্রভু আমার সংশয় ॥
কি হেতু প্রকৃতিদেবী হন আবির্ভূতা।
এক হ'যে তবু কেন পঞ্চরূপ যুতা ॥
দুর্গা লক্ষ্মী রাধা আর দেবী সরস্বতী।
সাবিত্রী সমেত হয় পঞ্চধাপ্রকৃতি ॥
এই পঞ্চ প্রকৃতির চরিত-আখ্যান।
কেমন বা ইহাদের পূজার বিধান ॥
দয়া করি কহ মোরে প্রভু নারায়ণ।
শুনিতে আমার বড় কৌতুহলী মন ॥
নারায়ণ কহিলেন নারদে তখন।
বর্ণিতে না পারে কেহ প্রকৃতি-লক্ষণ ॥
শিবমুখে যাহা কিছু করেছি শ্রবণ।
তাহাই বর্ণনা আমি করিব এখন ॥
'প্র' শব্দে 'প্রকৃষ্ট' অর্থ শুন দিয়া মন।
'কৃতি' অর্থে 'সৃষ্টি' ইহা বেদের বচন ॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ রয়।
প্রধানা প্রকৃতি তারে সর্ব্বজনে কয় ॥
সৃষ্টির আদিতে যিনি তিনিই প্রকৃতি।
ব্রহ্মের স্বরূপা তিনি মায়াময়ী নিতি ॥
যোগবলে আপনি সে পরমাত্মা যিনি।
আপনারে দুই ভাগ করিলেন তিনি ॥
তাঁহার দক্ষিণ ভাগ পুরুষের রূপ।
বাম ভাগ হইল যে প্রকৃতি-স্বরূপ ॥
প্রকৃতি যে ব্রহ্মরূপা জানিবে নিশ্চয়।
মূলীভূতা সনাতনী নাহিক সংশয় ॥
সর্ব্বভূতাশ্রিতা দেবী প্রকৃতি সুন্দরী।
কি সাধ্য আমার তার গুণব্যাখ্যা করি ॥
জীবপাশে আত্মা যেন স্বতই বিরাজে।
আত্মা সনে যেন শক্তি থাকে সর্ব্ব কাজে ॥
অগ্নির সঙ্গেতে থাকে দাহিকা-শকতি।
পুরুষেরো সেইরূপ সঙ্গেতে প্রকৃতি ॥
এহেতু সংসারধামে যত যোগিগণ।
স্ত্রী-পুরুষ ভিন্ন জ্ঞান না করে কখন ॥
শুন শুন হে নারদ, সর্ব্বযোগিগণ।
ব্রহ্মময় এ জগৎ করেন দর্শন ॥

প্রকৃতি পুরুষ কিবা সব ব্রহ্মময়।
যোগীন্দ্র-মনের এই ধারণা নিশ্চয় ॥
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জানিয়া বাসনা।
আবির্ভূতা সনাতনী হৃদয়-আসীনা ॥
শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টি-ইচ্ছা জানিয়া ঈশ্বরী।
পঞ্চভাগে ভাগ হন নিজে ইচ্ছা করি ॥
ব্রহ্মা আদি দেব আর মুনি মনুগণ।
ব্রহ্মরূপা শ্রীদুর্গারে পূজে অনুক্ষণ ॥
গণেশজননী তিনি শিবের ঘরণী।
ব্রহ্মরূপা বিষ্ণুমায়া আদ্যা সনাতনী ॥
সংসারে অসীম গুণ বৈষ্ণবী দুর্গার।
বেদেতে বর্ণিতে নারে যত গুণ তার ॥
ধর্ম্ম, সত্য, পুণ্য, কীর্ত্তি, যশ ও মঙ্গল।
সর্ব্বজীবে সনাতনী দেন অবিরল ॥
সুখ মোক্ষ হর্ষাদির তিনি প্রদায়িনী।
শোকার্ত্তি দুঃখের তিনি বিনাশকারিণী ॥
শরণাগতেরে তিনি করেন রক্ষণ।
সর্ব্বজীবে পরিত্রাণ করে অনুক্ষণ ॥
জ্যোতির্ম্ময়ী শক্তিরূপা সিদ্ধির ঈশ্বরী।
তিনি বুদ্ধি, তিনি নিদ্রা, নিত্য তাঁরে স্মরি ॥
তিনি ক্ষুধা, তিনি তৃষ্ণা, ছায়া, তন্দ্রা, স্মৃতি।
দয়া আর ক্ষান্তি শান্তি কান্তি ভ্রান্তি ধৃতি ॥
তিনি তুষ্টি তিনি পুষ্টি বৃত্তি লক্ষ্মী দয়া।
শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপা জননী অভয়া ॥
অনন্ত তাঁহার রূপ কে বর্ণিতে পারে।
বেদ ও পুরাণ তাহা বর্ণিবারে নারে ॥
প্রথমা প্রকৃতিকথা শুনিলে নারদ।
দ্বিতীয় প্রকৃতিকথা বলিব বিশদ ॥
শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপিণী লক্ষ্মী সে বিষ্ণুর।
দান্তা শান্তা সুশীলা সে অতি সুমধুর ॥
সম্পৎ-রূপিণী দেবী প্রকৃতি সুন্দরী।
ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী সর্ব্ব শুভঙ্করী ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ কিছু নাহি তাঁর।
বাসনা নাহিক কিছু, নাহি অহঙ্কার ॥
পতিই তাঁহার প্রাণ, অতি পতিব্রতা।
ভকত-বৎসলা দেবী সর্ব্ব-হিতরতা ॥
প্রাণের সমান প্রিয় তিনি শ্রীহরির।
বাঞ্ছাকল্পতরু সম অনাদি শরীর ॥
প্রিয়ংবদা প্রেমপাত্রী শ্রীহরি-জীবন।
সকৌস্তুভ তাঁরে বক্ষে ধরে নারায়ণ ॥
শস্যের স্বরূপা তিনি জীবের জীবন।
বৈকুণ্ঠধামেতে বাস পতি-পরায়ণ ॥
স্বর্গে তিনি স্বর্গলক্ষ্মী রহে হৃষ্ট মনে।
রাজলক্ষ্মীরূপা তিনি রাজার ভবনে ॥
গৃহলক্ষ্মীরূপে রহে গৃহীদের ঘরে।
বাণিজ্যরূপিণী তিনি বণিক্-ভিতরে ॥
শোভার আধার তিনি কহিনু তোমায়।
সকল ঐশ্বর্য্য হয় তাঁহার কৃপায় ॥
দয়াময়ী মাতৃরূপা সদয়া সরলা।
রক্ষিতে ভক্তের ধন হন সুচঞ্চলা ॥
লক্ষ্মী বিনা ত্রিজগৎ অন্ধকারময়।
জীবন্ত মানুষ সব জীবন্মৃত রয় ॥
ভক্তি-স্বরূপিণী দেবী ভক্তের জননী।
জগতের মাতৃরূপা শ্রীকৃষ্ণ-গৃহিণী ॥
দ্বিতীয়া প্রকৃতিকথা অতি চমৎকার।
মহালক্ষ্মী নামে যিনি খ্যাত ত্রিসংসার ॥
দ্বিতীয়া শক্তির কথা করিলে শ্রবণ।
তৃতীয়া প্রকৃতি কথা কহি এইক্ষণ ॥
বিদ্যা-অধিষ্ঠাত্রী যিনি দেবী সরস্বতী।
ত্রিলোকে পূজিতা তিনি তৃতীয়া প্রকৃতি ॥
বুদ্ধিরূপা, বাক্যরূপা, বিদ্যারূপা যিনি।
সর্ব্ববিদ্যা-অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী তিনি ॥
কবিতারূপিণী তিনি প্রতিভাদায়িনী।
সাধুব্যক্তিগণে দেন স্মৃতি, মেধা তিনি ॥
তাঁহা হ'তে লাভ হয় বিবিধ কল্পনা।
তাঁহার কৃপায় পাই বোধ ও চেতনা ॥
সন্দেহ-ভঞ্জিনী তিনি বিচারকারিণী।
শক্তি-স্বরূপিণী গ্রন্থ রচনাকারিণী ॥

বীণা আর পুস্তকাদি শোভে তাঁর করে।
সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী জানিবে তাঁহারে ॥
একমনে সরস্বতী কৃষ্ণে জপ করে।
শ্রীহরির প্রিয়তমা জানিবে অন্তরে ॥
শ্রীঅঙ্গের বর্ণ তাঁর শ্বেতপদ্মপ্রায়।
কুন্দপুষ্প পরাজিত জ্যোতির প্রভায় ॥
রত্নমালা করে দেবী করিয়া ধারণ।
মধুময় কৃষ্ণনাম জপে অনুক্ষণ ॥
তপস্যারূপিণী তিনি নিজে তপস্বিনী।
সিদ্ধ-বিদ্যা-স্বরূপিণী সিদ্ধি-প্রদায়িনী ॥
তপঃ-ফলদাত্রী তিনি ওহে মতিমান্।
হৃষ্টমনে তপস্যার করে ফল দান ॥
সরস্বতী-বিবরণ করিলে শ্রবণ।
অপর প্রকৃতিকথা শুনহ এখন ॥
চতুর্থ প্রকৃতি যিনি সাবিত্রী মহতী।
মাতৃরূপা সকলের বিচক্ষণ অতি ॥
চারি বেদ বেদ-অঙ্গ ছন্দ আছে যত।
সাবিত্রী হইতে সব জন্মিছে সতত ॥
সন্ধ্যার বন্দনা আর জপ মন্ত্র সব।
তাঁহা হ'তে এ সংসারে হইল উদ্ভব ॥
ব্রহ্মতেজোময়ী তিনি জননী সবার।
তাঁর পদরজঃ-স্পর্শে ধন্য এ সংসার ॥
সাবিত্রীর কথা এই করিনু বর্ণন।
পঞ্চমী প্রকৃতিকথা শুন এইক্ষণ ॥
প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা বিদিত জগতে।
প্রেমেতে জীবন তাঁর শুন মহামতে ॥
প্রেমপ্রাণ-অধিষ্ঠাত্রী পঞ্চপ্রাণরূপা।
শ্রীবিষ্ণুর প্রাণাধিকা শ্রেষ্ঠা অপরূপা ॥
তিনিই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা খ্যাত ত্রিসংসারে।
সৌভাগ্য সকল আছে তাঁহার মাঝারে ॥
সৌভাগ্যশালিনী পূর্ণা আনন্দরূপিণী।
ধন্যা মান্যা পূজনীয়া বিশ্ববিমোহিনী ॥
কৃষ্ণ-আদরিণী তিনি সর্ব্বগুণাধার।
প্রণয়-রসেতে পূর্ণ শরীর তাঁহার ॥
কৃষ্ণের বামেতে আছে আসন তাঁহার।
কৃষ্ণতেজ কৃষ্ণগুণ আছে শ্রীরাধার ॥
পরাৎপরা আদ্যাশক্তি নিত্য সনাতনী।
সর্ব্বভূত-স্বরূপিণী তিনি নারায়ণী ॥
রাসমঞ্চে হন তিনি দিব্য অলঙ্কার।
রাসেশ্বরী রসবতী ভুবন-মাঝার ॥
গোপবেশ তাহা হ'তে হয়েছে সৃজন।
উজ্জ্বল করেন সদা গোলোক-ভবন ॥
আহ্লাদ সন্তোষ হর্ষ-স্বরূপিণী তিনি।
সতত আছেন তিনি কৃষ্ণের অধিনী ॥
মহাবরাহের মূর্ত্তি করিয়া ধারণ।
ধরার উদ্ধার করে শ্রীকৃষ্ণ যখন ॥
বৃকভানুসুতা হ'য়ে শ্রীরাধা সেকালে।
জনম লভিয়াছিল অবনীমণ্ডলে ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করিয়া যতন।
কভু না পারেন তাঁরে করিতে দর্শন ॥
শুন মুনি সেই দেবী স্ত্রীরত্নের সার।
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে শোভে অনিবার ॥
সহস্র বৎসর স্তব করি দেবগণ।
শ্রীরাধার দেখা নাহি পায় কোনজন ॥
যতেক রমণী আছে ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে।
জনম প্রকৃতি-অংশে জানিবে অন্তরে ॥
যে পঞ্চ প্রকৃতিকথা বলিনু তোমারে।
সে মূল প্রকৃতি বলি জানিবে সবারে ॥
যিনি যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁর অংশ-স্বরূপিণী।
শুন মহাভাগ কহি তাঁদের কাহিনী ॥
যে দেবীর স্পর্শে পূত এ তিন ভুবন।
গলিত বিষ্ণুর পাদে যাহার জনম ॥
দ্রবময়ী যিনি নিজে নিত্যা সনাতনী।
পাপরাশি বিনাশেন জগৎ-জননী ॥
দেখিলে স্পর্শিলে যাঁবে মোক্ষলাভ হয়।
পুণ্যতীর্থরূপে খ্যাতা এই ধরাময় ॥
বিরাজ করেন তিনি মহেশের শিরে।
শুদ্ধসত্ত্বরূপা যিনি এ ভব সংসারে ॥

যাঁহার পরশে হয় পাপ বিনাশন।
পবিত্র যাঁহার জলে এ তিন ভুবন॥
প্রকৃতির অংশ হন সেই সুরধুনী।
জগতে তাঁহার নাম পতিতপাবনী॥
বিষ্ণুদেহে জন্ম তাঁর পাপ-বিনাশিনী।
নারায়ণ প্রিয়তমা হন সদা তিনি॥
প্রকৃতি-প্রধান অংশ তুলসী বিরাজে।
বিষ্ণুপত্নী বিষ্ণুপদে নিরন্তর রাজে॥
পত্রমধ্যে সারভূতা পুণ্যপ্রদায়িনী।
কলুষ নাশিতে তিনি অগ্নি-স্বরূপিণী॥
ধরণী পবিত্র হয় পাদস্পর্শে তাঁর।
ভক্তিমুক্তি তাঁহা হ'তে লভয়ে সংসার॥
নিষ্ফল সকল পূজা তাঁহার বিহনে।
ত্রাণ করে ভারতের সর্ব্বনরগণে॥
কলিকালে পাপরূপ কাষ্ঠের দহনে।
অগ্নি-স্বরূপিণী তিনি সকলেই জানে॥
অপরা প্রকৃতি-অংশ শুন দিয়া মন।
ক্রমে ক্রমে বিস্তারিয়া বলি বিবরণ॥
কশ্যপ-আত্মজা সতী মনসা যে হয়।
প্রকৃতি প্রধান অংশ সকল সময়॥
শঙ্করের শিষ্যা তিনি অনন্তভগিনী।
সুন্দরী সে নাগেশ্বরী নাগমাতা তিনি॥
নাগগণ হয় নিত্য বাহন তাঁহার।
নাগের ভূষণ দেহে শোভে অনিবার॥
নাগেন্দ্রসংযুতা তিনি বিষ্ণুভক্তিরতা।
তপের স্বরূপা তিনি পরম দেবতা॥
সর্ব্বমন্ত্র-অধীশ্বরী আস্তিক-জননী।
জরৎকারুপত্নী তিনি সতীশিরোমণি॥
তিন লক্ষ বর্ষ করি হরি-আরাধনা।
মনসা পূজিতা ভবে, সফল বাসনা॥
ব্রহ্মতেজে সমুজ্জ্বল কলেবর তাঁর।
ব্রহ্ম হৈতে স্বতন্ত্রতা নাহি কিছু আর॥
প্রকৃতি প্রধান অংশ দেবসেনা সতী।
মাতৃগণ-মধ্যে তিনি পূজনীয়া অতি॥
জগতের শিশুগণে করেন পালন।
তপস্বিনী বিষ্ণুপ্রতি ভক্তিপরায়ণ॥
কার্ত্তিকেয়পত্নী যিনি, ষষ্ঠ অংশ তিনি।
ষষ্ঠী নামে অভিহিতা সুন্দরী কামিনী॥
পুত্র পৌত্র আদি সব করেন প্রদান।
দাত্রী নামে সুবিখ্যাতা রমণীপ্রধান॥
স্বামীর নিকটে তিনি রমণীয়া অতি।
শিশুর সমীপে তিনি অতি বৃদ্ধা সতী॥
শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠ দিন গতে।
ষষ্ঠীপূজা হয় নিত্য সমস্ত জগতে॥
একবিংশ দিনে শিশু-কল্যাণের তরে।
ষষ্ঠীপূজা প্রচলিত সব ঘরে ঘরে॥
স্থির বিদ্যুতের মত যৌবন তাঁহার।
বৃদ্ধারূপে ভ্রমে কিন্তু বিরূপ আকার॥
দয়ারূপা মাতৃরূপা তিনি নিরন্তর।
নিত্য হন শিশুদের স্বপ্নের গোচর॥
তাঁহার কৃপায় শিশু থাকে নিরাপদে।
পালন করেন তিনি আপদে বিপদে॥
ষষ্ঠীর অর্চ্চনা করে যেই সাধুজন।
পুত্র পৌত্র বাড়ে তার হয় বহু ধন॥
প্রতিমাসে ষষ্ঠীপূজা যেই জন করে।
ধনে পুত্রে বাড়ে সেই ষষ্ঠীদেবী-বরে॥
প্রকৃতি প্রধান অংশ মঙ্গলচণ্ডিকা।
দূর করে ধরাধামে সর্ব্ব বিভীষিকা॥
মুখ হ'তে প্রকৃতির জন্ম হয় তাঁর।
মঙ্গল প্রদান সবে করে অনিবার॥
মঙ্গলস্বরূপা তিনি সৃষ্টির সময়।
সংহারে প্রচণ্ড মূর্ত্তি জানিবে নিশ্চয়॥
সেই জন্য ধরাতলে বুদ্ধিমানগণ।
মঙ্গলচণ্ডিকা নাম করেন কীর্ত্তন॥
মঙ্গল বারেতে সদা পূজা হয় তাঁর।
রমণীরা দান করে পঞ্চ উপচার॥
পুত্র পৌত্র দান করে ঐশ্বর্য্য ও যশ।
নাশ করে শোক তাপ দুঃখ অপযশ॥

কিন্তু তিনি রুষ্ট যদি হযেন কখন।
করিতে পারেন তিনি সংসার দহন॥
অতএব সর্ব্বভাবে তুষিবে তাঁহারে।
বাধা বিঘ্ন দূর হবে, শত্রু যাবে দূরে॥
যেই জন পূজে ভবে মঙ্গলচণ্ডিকা।
সেই জন পূজে জেনো প্রকৃতি অম্বিকা॥
প্রকৃতিরূপিণী দেবী চণ্ডীর আখ্যান।
তোমা সবে কহিলাম ওহে মতিমান্॥
প্রকৃতির অন্য মূর্ত্তি কালী নাম যার।
তাঁর কথা মন দিযা শোন এইবার॥
কমললোচনা কালী অংশ প্রকৃতির।
ললাট হইতে জন্ম শ্রীদুর্গাদেবীর॥
শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধে জন্ম কালিকার।
শ্রীদুর্গার অর্দ্ধ অংশ, সংশয কি তার॥
রণরঙ্গে সিদ্ধা তিনি সতত রঙ্গিণী।
সর্ব্বশক্তি মধ্যে জেনো অন্যতমা তিনি॥
দেবদেবী মুনি আর যক্ষরক্ষগণ।
ভক্তিভরে কালিকারে করেন স্তবন॥
কালীরূপা প্রকৃতির মহিমা অপার।
কহিলাম সব কিছু করিযা বিস্তার॥
কোটিসূর্য্যসম প্রভা উজ্জ্বল শরীর।
সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী অতি ধীর স্থির॥
কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা অতি ফলবতী।
কৃষ্ণচিন্তা ঘোরে হন কৃষ্ণবর্ণা অতি॥
তাঁহার নিঃশ্বাসে হয ব্রহ্মাণ্ড সংহার।
দৈত্যগণ সনে যুদ্ধ ক্রীড়া মাত্র তাঁর॥
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল।
ভক্তগণে দান দেবী করে অবিরল॥
কালীর কাহিনী এই করিনু বর্ণন।
বসুন্ধরা বিবরণ করহ শ্রবণ॥
প্রকৃতি প্রধান অংশ বসুন্ধরা সতী।
জগৎ-আধাররূপা রত্নগর্ভা অতি॥
প্রজাপতি প্রজাবর্গ পূজা করে তাঁয়।
সম্পদ্ বিধান করে এই বসুধায॥

সবারে আশ্রয় দানে তোষে বসুমতী।
এই হেতু তিনি হন পূজনীযা অতি॥
সকলি প্রকৃতি-অংশ সার জেনো মনে।
উপেক্ষা না করো মুনি, জ্ঞানে কি অজ্ঞানে॥
যে দেবী যাঁহার অংশ করিনু কীর্ত্তন।
যিনি যাঁর পত্নী এবে করহ শ্রবণ॥
বহ্নিপত্নী স্বাহাদেবী সর্ব্বত্র পূজিতা।
বহ্নিতেজ ধরে সেই সর্ব্ব পরিত্রাতা॥
স্বাহা মন্ত্র না উচ্চারি অগ্ন্যাহুতি দিলে।
দেবতা গ্রহণ নাহি করে কোনকালে॥
যজ্ঞের রমণী হয় দক্ষিণা নামেতে।
সর্ব্বত্র আদৃতা তিনি আছেন জগতে॥
যজ্ঞান্তে দক্ষিণা কেহ না করিলে দান।
সর্ব্বকর্ম্ম পণ্ড হয় শাস্ত্রের বিধান॥
পিতৃগণপত্নী যিনি স্বধা তাঁর নাম।
মুনি ও মনুষ্যগণ পূজে অবিরাম॥
বদনে না কর যদি স্বধা উচ্চারণ।
যজ্ঞ-আদি সফল না হবে কদাচন॥
অপরা দেবীর কথা রাখিও স্মরণে।
বায়ুপত্নী স্বস্তিদেবী পূজিতা ভুবনে॥
স্বস্তিবাক্য না উচ্চারি যেবা কর্ম্ম করে।
নিষ্ফল সকলি জেনো দেবের গোচরে॥
গণেশের পূজা মতো এই ত্রিভুবনে।
গণেশের পত্নী পুষ্টি পূজে জনে জনে॥
পুষ্টির করুণা ভিন্ন নাহি কারো ত্রাণ।
নরনারী সকলেই হয় ম্রিয়মাণ॥
অনন্তদেবের পত্নী তুষ্টি নাম তাঁর।
সর্ব্বজন পূজা তাঁর করে বারংবার॥
তুষ্টি বিনা তুষ্ট নহে জীবের অন্তর।
অধিক বলিব কিবা তোমার গোচর॥
সম্পত্তি ঈশানপত্নী, যাঁহার বিহনে।
দারিদ্র্যের দুঃখ ভোগ করে সর্ব্বজনে॥
সম্পত্তিবিহনে জেনো সুখ নাহি কোথা।
অতএব পূজিবেক সম্পত্তি সর্ব্বথা॥

কপিলের পত্নী ধৃতি পূজিতা সদাই।
ধৃতির প্রশংসা জেনো আছে সর্ব্ব ঠাঁই॥
ধৃতির অশেষ গুণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
যমের দয়িতা তাঁর ক্ষমা নাম হয়॥
কামপত্নী রতি দেবী-ক্রীড়ার আধার।
রতিরঙ্গে আছে জেনো আনন্দ অপার॥
আদর তাহার যদি না থাকিত লোকে।
কে তবে থাকিত বল আনন্দ-কৌতুকে॥
সত্যপত্নী মুক্তিদেবী পতিব্রতা সতী।
সকলে তাঁহারে পূজে জেনো মহামতি॥
মোহপত্নী সাধ্বী দয়া যাঁর অনুগ্রহে।
প্রাণিবর্গ শান্ত শিষ্ট অনিষ্ঠুর রহে॥
প্রতিষ্ঠা পুণ্যের পত্নী পূজিতা ভুবনে।
সর্ব্ববিশ্ব জীবন্মৃত যাঁহার বিহনে॥
সুকর্ম্মের ভার্য্যা কীর্ত্তি জানে সর্ব্বজনে।
ধন্যা মান্যা পূজনীয়া এ তিন ভুবনে॥
কীর্ত্তি হয় সর্ব্বদাই যশের আধার।
যশোহীন হয় বিশ্ব বিহনে তাঁহার॥
উদ্যোগের পত্নী ক্রিয়া জেনো তপোধন।
একত্রে বিরাজ করে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
ক্রিয়ার সদ্ভাব নাহি থাকিলে সংসারে।
উৎসন্ন হইবে বিশ্ব কহিনু তোমারে॥
অধর্ম্মের পত্নী মিথ্যা পতি-সোহাগিনী।
ধূর্ত্তজন পূজে তারে ওহে মহামুনি॥
সংসার মাঝারে যদি মিথ্যা না থাকিত।
তাহা হৈলে এই বিশ্ব সুখের হইত॥
সত্যযুগে মিথ্যা নাহি আছিল কখন।
ত্রেতাযুগে সূক্ষ্মভাবে দিল দরশন॥
অর্দ্ধ অবয়ব তার দ্বাপরে প্রকাশ।
কলিকালে পূর্ণরূপে জগতে বিকাশ॥
শান্তি লজ্জা দুই সতী পত্নী সুশীলের।
জগতে পূজিতা তাঁরা সকল জীবের॥
এই দুইজন যদি না থাকে সংসারে।
ছারখার যেতো পৃথ্বী জানিবে অন্তরে॥

জ্ঞানের বনিতা তিন বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি।
যাঁদের বিহনে মূঢ় এ বিশ্ব-প্রকৃতি॥
ধর্ম্মপত্নী মূর্ত্তি দেবী অতি মনোহরা।
লক্ষ্মী-স্বরূপিণী সতী পূজে বসুন্ধরা॥
কালাগ্নিরুদ্রের পত্নী নিদ্রা নাম তাঁর।
সর্ব্বজীব সমাচ্ছন্ন মোহবশে যাঁর॥
কালপত্নী তিনজন, সন্ধ্যা, রাত্রি, দিন।
সংখ্যার নির্দ্দেশ করে এই সতী তিন॥
লোভপত্নী ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় দুইজন।
এঁদের প্রভাবে ক্ষুব্ধ সব জীবগণ॥
প্রভা ও দাহিকা দুই তেজের রমণী।
এদের অভাবে সৃষ্টি না হ'ত ধরণী॥
আর দুই নারী আছে মূর্ত্তি সংহারের।
কালকন্যা মৃত্যু জরা পত্নী প্রজ্বরের॥
বিধাতা নিয়ম দুই করিছে পালন।
ইহাদের জন্ম হ'ল সংহার কারণ॥
আবার সুখের লাগি দেবনারায়ণ।
করিয়াছে দুই কন্যা সংসারে সৃজন॥
ইহাদের কথা স্মরি আনন্দ চিত্তের।
নিদ্রাকন্যা প্রীতি তন্দ্রা রমণী সুখের॥
শ্রদ্ধা ভক্তি দুইজন পত্নী বৈরাগ্যের।
এঁরাই জানিবে মুনি প্রসূতি মোক্ষের॥
অদিতি সুরভি দিতি কদ্রূ দনু সবে।
প্রকৃতির কলারূপা সৃষ্টিকার্য্যে রবে॥
অন্যান্য প্রকৃতি-কলা আছে বহুজন।
শুন শুন সেই কথা করিব বর্ণন॥
রোহিণী চন্দ্রের পত্নী অতি সুশোভনা।
সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা দেবী শোভনদর্শনা॥
শতরূপা মনুপত্নী জানে বিশ্বজনে।
ইন্দ্রভার্য্যা শচীদেবী বিদিত ভুবনে॥
বৃহস্পতিভার্য্যা তারা ওহে তপোধন।
অহল্যা গৌতমভার্য্যা জানে সর্ব্বজন॥
বশিষ্ঠদেবের পত্নী দেবী অরুন্ধতী।
অনসূয়া অত্রিপত্নী মনোরমা সতী॥

কর্দ্দমের পত্নী দেবী দেবহূতি নাম।
প্রসূতি দক্ষের পত্নী নয়নাভিরাম॥
ভগবতী মহামায়া গর্ভেতে ইঁহার।
সতীরূপে জন্মিলেন জ্ঞাত ত্রিসংসার॥
যাঁহাদের নাম এই করিনু কীর্ত্তন।
প্রকৃতির অংশে হয় সবার জনম॥
বরুণ কুবের যম আদি দেব যত।
সকলেই পত্নীসহ সৃষ্টিকার্য্যে রত॥
ইঁহারাও জনমিল প্রকৃতি-কারণ।
আর প্রকৃতির যত শুন বিবরণ॥
লোপামুদ্রা বরুণানী আহুতি গান্ধারী।
দময়ন্তী কুন্তী আর সত্যভামা নারী॥
বিন্ধাবলী কলাবতী সত্যভামা সতী।
কালিন্দী দ্রৌপদী শৈব্যা কৌশল্যা রেবতী॥
মিত্রবিন্দা নাগ্নজিতী সীতা জাম্ববতী।
সুভদ্রা কৈটভী আর কলাবতী সতী॥
সকলে স্বয়ং লক্ষ্মী, সংশয় কি তার।
সুদর্শনা সুশোভনা অতি চমৎকার॥
সতী সে যোজনগন্ধা ব্যাসের জননী।
বাণের দুহিতা ঊষা সুন্দরী রমণী॥
চিত্রলেখা প্রভাবতী রেণুকা রোহিণী।
ভানুমতী মায়াবতী প্রভৃতি কামিনী॥
আরো যত গ্রাম্যদেবী করে অবস্থান।
সকলেই প্রকৃতির অংশের সমান॥
জগৎসংসারে আছে আর কত নারী।
নির্ণয় এঁদের সংখ্যা করিতে না পারি॥
কলা হ'তে সমুদ্ভূতা জগতের নারী।
প্রকৃতির অংশ তারা দেখহ বিচারি॥
নারীদের অপমান করে যেইজন।
প্রকৃতির অপমান হয় সেইক্ষণ॥
বসন ভূষণ আর নানা আয়োজনে।
প্রকৃতিরে পূজে যেই, শান্তি লভে মনে॥
নারীমাত্রে যেই পূজা যেখানে দেখিবে।
নিশ্চয় জানিবে তাহা প্রকৃতি লইবে॥

যদি কেহ পূজা করে ব্রাহ্মণ-রমণী।
প্রকৃতি গ্রহণ করে সে পূজা আপনি॥
অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা ব্রাহ্মণের ঘরে।
বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া যেই পূজা করে॥
প্রকৃতি সন্তুষ্ট হন সেই জন প্রতি।
মহাপুণ্যবান্ সেই সুজন সুমতি॥
উত্তম মধ্যম আর অধম যাহারা।
প্রকৃতি হইতে হয় উৎপন্ন তাহারা॥
তথাপি এদের মধ্যে পার্থক্য যে আছে।
বিস্তারিয়া বলি যাহা শাস্ত্রে বর্ণিয়াছে॥
প্রকৃতি-সত্ত্বের অংশ হয় যেইজন।
সুশীলা ও পতিব্রতা হয় সর্ব্বক্ষণ॥
শাস্ত্রের বচন তুমি অবশ্য জানিবে।
উত্তমা নামেতে খ্যাত তারাই হইবে॥
প্রকৃতির রজোভাগে যার জন্ম হয়।
মধ্যমা তাহারে কয় ভোগ সুখে রয়॥
স্বকার্য্যসাধনে রত তারা নিরন্তর।
উত্তমা হইতে সদা রহে স্বতন্তর॥
প্রকৃতির তমোভাগে যাদের জনম।
কলহেতে রত তারা হয় সর্ব্বক্ষণ॥
দুর্ম্মুখা কুলটা ধূর্ত্তা সে রমণী হয়।
অধমা নামেতে তারা খ্যাত ধরাময়॥
মর্ত্তের কুলটা যারা ওহে গুণধাম।
অপ্সরা বলিয়া স্বর্গে তাহাদের নাম॥
তাহারাও প্রকৃতির এক অংশ ধরে।
পুংশ্চলী বলিয়া তারা খ্যাত চরাচরে॥
অতএব ভালমন্দ কভু না বিচারি।
করিবে প্রকৃতি পূজা যথাযোগ্য করি॥
শুন শুন হে নারদ, এ বিশ্ব মাঝার।
প্রকৃতির পূজা করে সব গুণাধার॥
প্রথমে সুরথ রাজা পূজেন দুর্গারে।
রাবণ বধিতে রাম পূজিলেন তাঁরে॥
জগন্মাতা দুর্গাদেবী চণ্ডী দশভুজা।
ত্রিভুবনে প্রাপ্ত হন সকলের পূজা॥

বিনাশ করিতে দৈত্যদানব ত্বরায়।
দক্ষ-পত্নী গর্ভে দেবী জন্মিলা ধরায়॥
পিতৃযজ্ঞে পতিনিন্দা করিয়া শ্রবণ।
অভিমানে নিজদেহ করে বিসর্জ্জন॥
অতঃপর গিরিরাজ হিমালয় ঘরে।
জনম লভেন আসি মেনকা উদরে॥
উমা নাম ধরে দেবী, হ'যে একমনা।
পতিরূপে শিবে পেতে বিস্তর সাধনা॥
যোগেশ্বর মহাদেবে পতিরূপে পায়।
কার্ত্তিক গণেশ পুত্র জন্মিল ধরায়॥
দেব-সেনাপতি গুহ সৌন্দর্য্য-আধার।
গণদেবে ভজে আগে সর্ব্ব দেবতার॥
মঙ্গল নামেতে রাজা পূজেন লক্ষ্মীরে।
অনন্তর বিশ্বজন পূজে সে দেবীরে॥
ভক্তিদেবী পূজিলেন সাবিত্রী দেবীরে।
সেই হ'তে বিশ্বজন পূজে সাবিত্রীরে॥
চতুর্ম্মুখ পূজিলেন দেবী সরস্বতী।
সেই হ'তে সরস্বতী পূজা পান অতি॥
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা রাত্রে রাসের মণ্ডলে।
রাধারে পূজিলা কৃষ্ণ, খ্যাত ধরাতলে॥
সেই হ'তে রাধাদেবী পূজিতা ধরায়।
গোপ গোপী সুর মুনি ভক্তি করে তাঁয়॥
শঙ্করের উপদেশে সুযজ্ঞ প্রথম।
ভগবতী পূজা করে অতি মনোরম॥
প্রকৃতি দেবতা হন বিচিত্ররূপিণী।
কতভাবে কতরূপে আবির্ভূতা তিনি॥
অশেষ তাহার রূপ কে বর্ণিতে পারে।
যতেক আমার সাধ্য বলিনু তোমারে॥
আর কি জানিতে চাহ কহ তপোধন।
যাহা যাহা জানি আমি করিব বর্ণন॥

প্রকৃতিখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

● দ্বিতীয় অধ্যায়

শক্তি প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি ও দেবদেবীদের উৎপত্তি-বর্ণনা।

নারদ কহিলা, প্রভু, করি নিবেদন।
সবিস্তারে সব কথা কহ এইক্ষণ॥
দেবগণ চরিতাদি করেছি শ্রবণ।
প্রকৃতির কথা বল শুনিব এখন॥
অনন্ত জ্ঞানের মূল তুমি নারায়ণ।
বিস্তারিয়া কহ দেব সব বিবরণ॥
আদ্যাশক্তি আবির্ভূতা হন কি কারণে।
কোন্‌রূপে প্রকাশিতা এ বিশ্ব ভুবনে॥
পঞ্চরূপ কেন দেবী করিলা ধারণ।
সেই কথা কৃপা করি করহ বর্ণন॥
ব্রহ্মাণ্ডমাঝারে যত দেবী আবির্ভূতা।
শুনিব তোমার মুখে তাহাদের কথা॥
তাদের চরিত্র আর মাহাত্ম্য কথন।
বিস্তৃত বর্ণনা করি বল ভগবন্॥
পূজা আচরণ আর স্তোত্রমন্ত্র যত।
কহ প্রভু নারায়ণ যথাবিধি মত॥
নারায়ণ কহিলেন শুন তপোধন।
সবিস্তারে সব কথা করিব বর্ণন॥
পরমাত্মা দিক কাল নিত্য বস্তু হয়।
বৈকুণ্ঠ গোলোকধাম অনন্ত অক্ষয়॥
নিদ্রারূপী প্রকৃতি সে ব্রহ্মে লীনা সদা।
প্রকৃতি আত্মার সহ বিলীন সর্ব্বদা॥
অগ্নিতে দাহিকা শক্তি সংযুক্তা যেমন।
পদ্মে আর চন্দ্রে শোভা যুক্ত সর্ব্বক্ষণ॥
প্রকৃতি সেরূপভাবে পরম আত্মাতে।
সংযুক্তা রহিছে সদা সংশয় কি তাতে॥
স্বর্ণ বিনা নাহি হয় কুণ্ডল নির্ম্মাণ।
মাটি বিনা ঘট নাহি হয় কোন স্থান॥
সেইরূপ পরব্রহ্ম এ বিশ্ব-সংসারে।
প্রকৃতি ব্যতীত সৃষ্টি করিতে না পারে॥



অনন্ত নাগেরে করি মন্থনের দড়ি।
সাগর মন্থন সবে করে ত্বরা করি॥

পৃষ্ঠা—২১৩

প্রকৃতি-প্রভাবে স্রষ্টা হ'য়ে শক্তিমান্।
জগৎ করেন সৃষ্টি জেনো মতিমান্॥
সকল শক্তির রূপা প্রকৃতি সুন্দরী।
তাঁহার কৃপায় মোরা শক্তি দেহে ধরি॥
'শক' অংশে বুঝি মোরা ঐশ্বর্য্য বিষয়।
'তি' অংশেতে পরাক্রম জানি মহাশয়॥
যেই দেবী পরাক্রম সবে দান করে।
শক্তি নামে অভিহিতা জগৎ-মাঝারে॥
'ভগ' অর্থে যশ আর সম্পত্তি সম্মান।
ভগবতী হন শক্তি ইহারি নিদান॥
নিরন্তর ভগরূপা শক্তিযুক্ত রয়।
তাঁর শক্তিযুক্ত বিধি ভগবান্ হয়॥
ভগবান্ কৃষ্ণ যাঁর নাহি পারাপার।
কখনো সাকার হন কভু নিরাকার॥
বিচিত্র তাঁহার লীলা বর্ণন না যায়।
ধরেন বিবিধ রূপ ভক্তের ইচ্ছায়॥
যোগিগণ করে তাঁর তেজোরূপ ধ্যান।
নিরাকার পরমাত্মা পরব্রহ্ম নাম॥
অদৃষ্ট, সর্ব্বজ্ঞ আর সবার কারণ।
এইরূপ কহে তাঁরে সর্ব্ব যোগিগণ॥
জগৎ-সৃষ্টির জেনো তিনিই কারণ।
তথাপি না পায় কেহ তাঁহার দর্শন॥
নিরাকার বলি তারে যোগিগণে কয়।
ভকতের মন কিন্তু তুষ্ট তাতে নয়॥
সূক্ষ্মদর্শী বৈষ্ণবেরা কহে অন্যরূপ।
কৃষ্ণ অতি রমণীয় শান্ত অপরূপ॥
দ্রব্য যদি নাহি থাকে গুণ কি সম্ভবে।
নিরাকার ব্রহ্মে তেজ কি করিয়া রবে॥
নিশ্চয় পুরুষ এক আছে বর্ত্তমান।
ইচ্ছাময় তিনি হন জগৎ-নিদান॥
কিশোর বয়স তার মোহন-মূরতি।
নবীননীরদকান্তি রমণীয় অতি॥
ময়ূরের পুচ্ছে চূড়া শোভে নিরন্তর।
বনমালা শোভে গলে অতি মনোহর॥

নেত্র নাসা অপরূপ পীতবস্ত্রধারী।
সর্ব্বশক্তিমান্ বিভু গোলোকবিহারী॥
দশনের ভাতি তাঁর অতি মনোহর।
দ্বিভুজ মুরলীধারী অতীব সুন্দর॥
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-শোক-ভয়-হারী।
বৈষ্ণবেরা ধ্যান করে শ্রীকৃষ্ণ মুরারি॥
কৃষি অর্থে জানি সবে ভক্তি-বাচকতা।
দাসত্ব 'ণ'-এর অর্থ অতি গূঢ় কথা॥
ভক্তি আর দাস্য যেই করে বিতরণ।
তিনি কৃষ্ণ মনোহর শুন মুনিগণ॥
'কৃষ' শব্দ অপরূপ 'সর্ব্ব' অর্থ তার।
'ণ' শব্দের অর্থ বীজ জ্ঞাত সবাকার॥
সর্ব্ববীজ যিনি সেই পরম-ঈশ্বর।
তিনি কৃষ্ণভগবান্ জানি নিরন্তর॥
অনন্তর ভগবান্ সৃষ্টি-ইচ্ছা করি।
দ্বিধারূপী হইলেন ইচ্ছাময় হরি॥
দক্ষিণাংশ হ'ল তাঁর পুরুষ পরম।
বামাঙ্গ হইল নারী অতি মনোরম॥
কামবশ হ'য়ে তবে হরিসনাতন।
নারীরূপা প্রকৃতিরে করিলা দর্শন॥
চম্পকসদৃশ কান্তি হেরে অবিরল।
চন্দ্রবিম্ববিনিন্দিত নিতম্বযুগল॥
শ্রে.ণিদ্বয় অপরূপ পরমাসুন্দরী।
শ্রীফলসদৃশ কুচ দেখিলেন হরি॥
কটিদেশ ক্ষীণ অতি দেহ মনোহর।
নিরন্তর হাস্যময়ী পরম সুন্দর॥
পরিধানে শুদ্ধবস্ত্র নানা অলঙ্কার।
খঞ্জনগঞ্জন আঁখি কিবা চমৎকার॥
ঘন ঘন ভগবান্ চাহে তার পানে।
প্রকৃতিও কামবশ হরি সন্নিধানে॥
কবরীবন্ধন তার মস্তক-উপরে।
পারিজাত-মালা তাহে কিবা শোভা ধরে॥
তাহারে দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দিত মন।
অবিলম্বে রাসমঞ্চে করেন গমন॥

অতঃপর ভগবান্ বিরাম ভবনে।
রতিক্রীড়া করিলেন প্রকৃতির সনে॥
যতদিন বিরিঞ্চির না হয় পতন।
ততদিন রহিলেন বিহারে মগন॥
পরিশ্রান্তা প্রকৃতির গাত্রে অবিরল।
নিঃসৃতা হইল পরে বহু শ্রমজল॥
সুরত-ক্রীড়ার শেষে ক্লান্ত তনু মন।
বহিল নিঃশ্বাস বায়ু সবেগে তখন॥
গোলাকার শ্রমজল ঝরে সে সময়।
সেই জলে গোলাকার বিশ্বসৃষ্টি হয়॥
সমস্ত নিশ্বাসবায়ু জানিও নিশ্চয়।
জীবের নিঃশ্বাসরূপে পরিণত হয়॥
বায়ুর বামাঙ্গ হ'তে জন্মিল কামিনী।
পতিব্রতা বায়ু পত্নী হইলেন তিনি॥
বায়ুর পাঁচটি পুত্র শুন মতিমান্।
অপান সমান প্রাণ ব্যান ও উদান॥
প্রকৃতি-শরীর হ'তে যে জল ঝরিল।
বরুণ-দেবতা তাতে আবির্ভূত হৈল॥
বামাঙ্গ হইতে তাঁর জন্মে বরুণানী।
বরুণের পত্নী ইনি শুন শুন মুনি॥
কৃষ্ণপ্রাণ-অধীশ্বরী শক্তি অনন্তর।
ধারণ করিলা গর্ভ শত মন্বন্তর॥
অবশেষে যথাকালে শুন তপোধন।
প্রসব করিলা ডিম্ব কাঞ্চন বরণ॥
শক্তিদেবী এই ডিম্ব করিয়া দর্শন।
জলরাশি-মধ্যে তাহা করে নিক্ষেপণ॥
ইহা দেখি ভগবান্ করে হাহাকার।
প্রকৃতিরে অভিশাপ দিলা বারংবার॥
যেহেতু ত্যজিলে তুমি আপন সন্তান।
সেই হেতু অভিশাপ করিনু প্রদান॥
আজি হ'তে সন্তানের না হেরিবে মুখ।
কখন না পাবে তুমি অপত্যের সুখ॥
তব অংশে যেই নারী জনম লভিবে।
তাহাদের কভু নাহি সন্তান হইবে॥
সুস্থিরযৌবনা তারা চিরকাল রবে।
সন্তানজননী তারা কভু নাহি হবে॥
দেবীর জিহ্বাগ্রে দিয়া সহসা তখন।
আবির্ভূতা হয় এক রমণী রতন॥
পরিধানে পীতবস্ত্র অতি শোভা তার।
হস্তেতে পুস্তক বীণা শোভে চমৎকার॥
এইরূপে কিছুকাল কাটিল যখন।
বিভক্তা হইল শক্তি দু'ভাগে তখন॥
বামভাগে কমলার হইল উদয়।
দক্ষিণ ভাগেতে রাধা জন্মে সে সময়॥
আপনারে দুই ভাগ ভগবান্ করে।
দক্ষিণে দ্বিভুজ মূর্ত্তি হইল সত্বরে॥
বামভাগে চতুর্ভুজ মূর্ত্তির উদয়।
অদ্ভুত কাহিনী শুন মুনিসমুদয়॥
অনন্তর নারায়ণে কৃষ্ণ ভগবান্।
সরস্বতী লক্ষ্মী দেবী করিলেন দান॥
লক্ষ্মী সরস্বতী সহ দেব নারায়ণ।
হৃষ্টমনে বৈকুণ্ঠেতে করিলা গমন॥
শ্রীরাধার অংশভূতা লক্ষ্মী সরস্বতী।
কৃষ্ণশাপে তাঁহাদের না হ'ল সন্ততি॥
নারায়ণ-দেহ হ'তে জন্মে অতঃপর।
চতুর্ভুজ পারিষদ অতি গুণধর॥
রূপে গুণে বিষ্ণুসম বিষ্ণুর আকার।
লক্ষ্মী-অঙ্গ হ'তে জন্মে দাসী চমৎকার॥
শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হ'তে অনন্তর।
আবির্ভূতা হ'ল গোপ অতি মনোহর॥
শ্রীরাধার লোমকূপ হইতে তখন।
আবির্ভূতা হয় সেথা গোপ-কন্যাগণ॥
শ্রীরাধার তুল্য রূপ মধুরভাষিণী।
বহুরত্নে বিভূষিতা যুবতী কামিনী॥
রাধিকার অংশ বলি লাগে অভিশাপ।
পুত্রহীনা হ'য়ে তারা পায় মনস্তাপ॥
পুত্রহীনা হ'যে তারা বিষাদে ডুবিল।
শুন মুনি তারপর যে কাণ্ড ঘটিল॥

সহসা কৃষ্ণের দেহ হ'তে অনন্তর।
উদ্ভূতা রমণীরত্ন অতি মনোহর॥
বিষ্ণুমায়া সনাতনী দুর্গাদেবী তিনি।
ঈশানী ও নারায়ণী ভুবনমোহিনী॥
সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী অতি সুশোভন।
কৃষ্ণবুদ্ধি অধিষ্ঠাত্রী শুন মুনিগণ॥
বীজ-স্বরূপিণী তিনি হন সবাকার।
ঈশ্বরী প্রকৃতিমূল সংশয় কি তার॥
কাঞ্চন-বরণ-শোভা অতি মনোহর।
কোটিসূর্য্যসম প্রভা অতীব সুন্দর॥
বদনে ঈষৎ হাস্য শোভে নিরন্তর।
দেবী সে সহস্রভুজা শুন মুনিবর॥
ধারণ করেন অস্ত্র বিবিধ প্রকার।
বিশুদ্ধবসন শোভে অতি চমৎকার॥
অগ্নিবর্ণ শোভা তার ওহে তপোধন।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভে তার বিবিধ ভূষণ॥
অখিলব্যাপিনী তিনি নিত্যা সনাতনী।
তিনিই শিবের পত্নী জগৎ-জননী॥
ত্রিজগতে আছে যত যেথা নারীকুল।
স্থিরচিত্তে জানিবেক দুর্গা তার মূল॥
কৃষ্ণদেহ-অংশভূতা কৃষ্ণের সমান।
গুণ তার আছে দেহে শোন মতিমান্॥
যে সকল নারী আছে এ তিন ভুবনে।
দুর্গার অংশেতে জন্ম, জেনে রাখ মনে॥
দুর্গার মায়ায় মুগ্ধ এ তিন ভুবন।
সুখ মোক্ষ লাভ হয় তাঁহার কারণ॥
যাহার উপর দেবী তুষ্টা হ'য়ে রন।
ঐশ্বর্য্য ও সুখ তারে করে বিতরণ॥
যাহাতে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি হয় সদা।
এ সংসারে দুর্গাদেবী করেন সর্ব্বদা॥
তাঁহারে ভজন যেই করে বিধিমতে।
পাপতাপ কিছু নাহি তাহার দেহেতে॥
দুর্গাদেবী প্রতি যার ভক্তি রহে চিতে।
শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত সেও শাস্ত্রবিধানেতে॥
মোক্ষদাত্রী সুখদাত্রী তিনি সর্ব্বদাই।
সবার আরাধ্যা তিনি সংশয় ত নাই॥
স্বর্গলক্ষ্মী হ'যে তিনি র'ন স্বর্গমাঝে।
গৃহে গৃহে গৃহলক্ষ্মীরূপেতে বিরাজে॥
তপস্যারূপিণী তিনি তাপসজনের।
লক্ষ্মী-স্বরূপিণী তিনি সর্ব্ব ভুবনের॥
অগ্নিতে দাহিকারূপা, প্রভা ভাস্করের।
শোভা-স্বরূপিণী তিনি চন্দ্র ও পদ্মের॥
যদি না থাকিত দেবী এই ত্রিসংসারে।
সব হতো মৃতবৎ জানিবে অন্তরে॥
জগতের শক্তি যত দেবীর কারণ।
সনাতন বীজরূপা শুন মুনিগণ॥
শ্রীদুর্গা বিহনে বিশ্ব জীবন্মৃত হয়।
সকলের শক্তি দেবী সকল সময়॥
দুর্গাদেবী এইরূপে আবির্ভূতা হন।
করিয়া কৃষ্ণের স্তুতি যোড়করে র'ন॥
তাঁহারে দেখিয়া কৃষ্ণ অতি সমাদরে।
বসালেন রত্নময় আসন-উপরে॥
অতঃপর যাহা হৈল শুন মুনিবর।
কিছু না গোপন করি তোমার গোচর॥
শ্রীকৃষ্ণের নাভিপদ্ম ভেদিয়া তখন।
পত্নীসহ চতুর্ম্মুখ আবির্ভূত হন॥
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য তার, তেজ ততোধিক।
কৃষ্ণবাঞ্ছা-হেতু জন্মে কি কব অধিক॥
কমণ্ডলু শোভে হস্তে অতি চমৎকার।
তপস্বী জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ কি কহিব আর॥
ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত বেশ মনোহর।
শ্রীকৃষ্ণের স্তব স্তুতি করে নিরন্তর॥
চতুর্ম্মুখ-পত্নী যিনি চন্দ্রসম শোভা।
শুদ্ধবস্ত্রপরিহিতা অতি মনোলোভা॥
রত্নময় অলঙ্কারে শোভে দেহ তাঁর।
শ্রীকৃষ্ণের স্তব সেথা করে বারংবার॥
করিয়া কৃষ্ণের স্তব পুলকিত মনে।
বসিলেন দুইজন রত্ন-সিংহাসনে॥

আপনারে কৃষ্ণ পরে দুই ভাগ করে।
দুই অঙ্গে দুই রূপ অতি শোভা ধরে ॥
বাম অঙ্গে হ'ল তার দেব পঞ্চানন।
দক্ষিণে গোপিকাপতি হইল তখন ॥
শুদ্ধ স্বচ্ছ মহাদীপ্ত শিব-কলেবর।
শতকোটি-সূর্য্য-সম জ্বলে নিরন্তর ॥
ত্রিশূল পট্টিশ শোভে হর নাম তাঁর।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান অতি চমৎকার ॥
রক্তবর্ণ জটাভার মস্তকে তাঁহার।
ভস্মবিভূষিত দেহ হাসে বারংবার ॥
ললাটে চন্দ্রের কলা শ্রীচন্দ্রশেখর।
নীলকণ্ঠ বিশ্বনাথ শিব দিগম্বর ॥
সর্ব্ব অঙ্গে সর্প শোভে, সর্পের ভূষণ।
রত্নমালা জপ করে দেব পঞ্চানন ॥
পঞ্চমুখে কৃষ্ণনাম জপে অবিরাম।
কৃষ্ণনাম গান করে শুন গুণধাম ॥
মৃত্যুঞ্জয় নাম লাভ করিলেন পরে।
হৃষ্টচিত্তে বসিলেন আসন-উপরে ॥
অপূর্ব্ব পুরাণ-কথা শোনে যেই জন।
পাপ তাপ তার দেহে না পশে কখন ॥
শ্রীহরি-চরণতরী একমাত্র সার।
যাহে পার হয় জীব ভবপারাবার ॥

প্রকৃতিখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

● তৃতীয় অধ্যায়

বিশ্বনির্ণয় কথন।

নারদে সম্বোধি তবে কহে নারায়ণ।
বিচিত্র কাহিনী কহি শুন দিয়া মন ॥
ব্রহ্মার পতন নাহি হয় যতদিন।
জলমধ্যে সেই ডিম্ব রহে ততদিন ॥
কালক্রমে দুই ভাগে হইল বিভাগ।
অপূর্ব্ব কাহিনী আজি শুন মহাভাগ ॥
সেই ডিম্ব-মধ্যে কোটি সূর্য্যের সমান।
প্রভাদীপ্ত শিশু ছিল বিচিত্র আখ্যান ॥
যেই মাত্র সেই ডিম্ব হয় বিদারণ।
শুনিতে পাইল এক শিশুর ক্রন্দন ॥
ক্ষুধায় পীড়িত শিশু স্তন্যপান তরে।
আকুল হইয়া তবে রোদন সে করে ॥
কোথায় মাতার স্তন্য শিশু অসহায়।
পিতামাতা ত্যাগ ত'রে করেছে হেলায় ॥
যদ্যপি শিশুই বটে তথাপি প্রকৃত।
ব্রহ্মাণ্ডের পতি শিশু নহে অন্যমত ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ শিশুরূপে হায়।
হেরিছেন ঊর্দ্ধদেশে অতি অসহায় ॥
স্থূল হ'তে স্থূলতম বিরাট্ মহান্।
সে শিশু সামান্য নয় ওহে মতিমান্ ॥
তেজ যত আছে কৃষ্ণ পরম-আত্মার।
তাহার ষোড়শভাগ তেজ আছে তার ॥
প্রতি অংশে ইহাদের যতটুকু হয়।
তত অংশে এই শিশু জানিবে নিশ্চয় ॥
অসংখ্য বিশ্বের ইনি হয়েন আধার।
মহাবিষ্ণু নাম তাঁর জগতে প্রচার ॥
যদ্যপি ধূলির কণা গণিবারে পারে।
সেই বিশ্ব-সংখ্যা কেহ গণিবারে নারে ॥
এইরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রতি বিশ্বে রয়।
কত শত আছে বিশ্ব সংখ্যা নাহি হয় ॥
পাতাল হইতে আর ব্রহ্মলোকাবধি।
ব্রহ্মাণ্ড ইহারে কয় জানি নিরবধি ॥
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে কত ব্রহ্মা মহেশ্বর।
আর বিষ্ণু স্থান পায় শোন মুনিবর ॥
ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধদেশে বৈকুণ্ঠের স্থান।
পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ড হ'তে শুন মতিমান্ ॥
নিরন্তর সত্য বস্তু দেব-নারায়ণ।
বৈকুণ্ঠ তেমনি হয় সত্য চিরন্তন ॥
যোজন পঞ্চাশকোটি ঊর্দ্ধে বৈকুণ্ঠের।
নিত্য সত্য চিরস্থায়ী স্থান গোলোকের ॥

সপ্তদ্বীপা এ পৃথিবী অতি মনোহর।
বেষ্টিত রয়েছে সদা সাতটি সাগর॥
বহু উপদ্বীপ আর অসংখ্য পাহাড়।
বনানী বিরাজে কত সংখ্যা নাহি তার॥
ঊর্দ্ধে রাজে ব্রহ্মলোক সপ্ত স্বর্গ রাজে।
সাতটি পাতাল সহ ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে॥
সর্ব্বাগ্রে ভূলোক নামে বিরাজে ভুবন।
তাহাতে বসতি করে যত জীবগণ॥
তাহার উপরে আছে ভুবর্লোক নাম।
তদুপরি আছে জেনো এই স্বর্গধাম॥
অতি মনোহর বটে এই স্বর্গলোক।
মহর্লোক তদুপরি নাই যেথা শোক॥
অতীব সুন্দর তাহা বুদ্ধি-অগোচর।
জনলোক নামে পুরী আছে তদুপর॥
তপোলোক নামে পুরী ইহার উপরে।
যাহা সম নাই লোক ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে॥
তদুপরি সত্যলোক সত্যের আশ্রয়।
তথায় প্রবেশ-লাভ দুঃসাধ্য নিশ্চয়॥
সর্ব্বোপরি ব্রহ্মলোক কাঞ্চনবরণ।
যথায় বিরাজ করে ব্রহ্ম সনাতন॥
সকলই নশ্বর শুন নারদ এবার।
ধরার বিনাশ সাথে বিনাশ সবার॥
অনিত্য এ বিশ্বরাজি বুদ্বুদের মত।
বৈকুণ্ঠে গোলোকধাম শাশ্বত সতত॥
ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা যত না যায় গণন।
সর্ব্ব-অধীশ্বর কৃষ্ণ শাস্ত্রের বচন॥
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে আছে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব।
কোটি কোটি দেব আছে, আছে বহু জীব॥
দশ দিক্‌পাল আর দিকের ঈশ্বর।
নক্ষত্র ও গ্রহ আদি রয়েছে বিস্তর॥
মর্ত্তলোকে চারিবর্ণ করে অবস্থান।
পাতালেতে নাগগণ ওহে মতিমান্॥
স্থাবর জঙ্গম আছে এ বিশ্ব-মাঝার।
এই তো ব্রহ্মাণ্ড কথা কহিলাম সার॥

অনন্তর কালক্রমে পুরুষ মহান্।
ঊর্দ্ধদেশ দেখিলেন শুন মতিমান্॥
পুনঃ পুনঃ ঊর্দ্ধভাগে করি নিরীক্ষণ।
ডিম্ব মধ্যভাগে করে শূন্য দরশন॥
সমস্তই শূন্যময় শূন্য চরাচর।
আর কিছু নাহি দেখে ডিম্বের ভিতর॥
চিন্তায় আকুল তিনি হন অতঃপর।
রোদন করেন হ'যে ক্ষুধায় কাতর॥
কিছুকাল গত হ'লে হ'ল তাঁর জ্ঞান।
একমনে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি করে ধ্যান॥
ধ্যানযোগে দেখিলেন কৃষ্ণের মুরতি।
দ্বিভুজ শ্যামলকান্তি জ্যোতির্ম্ময় অতি॥
পীতবাস পরিধানে আদি সনাতন।
শিশু সেই কৃষ্ণ-রূপ করিলা দর্শন॥
নবঘনশ্যামকান্তি অপূর্ব্ব মুরতি।
সর্ব্বদেহে আছে তাঁর অপরূপ জ্যোতি॥
বদনে মধুর হাস্য, করেতে মুরলী।
অতঃপর যাহা ঘটে শুন এবে বলি॥
হেরিয়া শ্রীভগবানে ডিম্বের ভিতরে।
মহানন্দে সেই শিশু মৃদু হাস্য করে॥
সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ করে বরদান।
লাভ কর জ্ঞান তুমি আমার সমান॥
ক্ষুধায় কাতর তুমি না হবে কখন।
পিপাসাও বশীভূত হবে সর্ব্বক্ষণ॥
যাবৎ ব্রহ্মাণ্ড-আদি করে অবস্থান।
তাবৎ তোমার ইথে হোক অধিষ্ঠান॥
ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আধাররূপেতে।
বাসনা-বর্জ্জিত হ'যে থাকিবে ধরাতে॥
বরদাতা হবে তুমি জগৎ-মাঝারে।
নির্ভীক নিষ্কাম হবে কহিনু তোমারে॥
মম বরে ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হবে।
জরা-মৃত্যু-ব্যাধি তব কিছু নাহি রবে॥
এই কথা বলি কৃষ্ণ শিশুরে তখন।
ষড়ক্ষর মহামন্ত্র করে সমর্পণ॥

দক্ষিণ কর্ণেতে মন্ত্র জপি তিনবার।
'ওঁ কৃষ্ণায়' এই মন্ত্র দিলেন আবার॥
কহিলা তাহারে পরে কৃষ্ণ ভগবান্।
হে বৎস, আমার কথা কর প্রণিধান॥
প্রতি বিশ্বে লোক যাহা করে নিবেদন।
ভোগাসক্ত বিষ্ণু তাহা করবে গ্রহণ॥
পরমাত্মা কৃষ্ণ আমি পরিপূর্ণতম।
নিবেদ্য বস্তুতে নাহি প্রযোজন মম॥
ষোলকলা পরিপূর্ণ স্বরূপ আমার।
দুই ভাগ আজি আমি করিনু তাহার॥
তোমারে পনেরো ভাগ করিনু প্রদান।
রাখিলাম এক ভাগ মম বিদ্যমান॥
যে আমারে খাদ্যদ্রব্য করিবে অর্পণ।
সেই সব খাদ্য তুমি করিবে ভোজন॥
যত লোক আছে এই সংসার মাঝারে।
যাহার যাঁহাকে ইচ্ছা পূজিবে তাঁহারে॥
সাধ্য মত উপচার করিবে অর্পণ।
দেবগণ সেই দ্রব্য করিবে ভোজন॥
কমলার দৃষ্টি কিন্তু সে দ্রব্যে পড়িবে।
যেমন সে দ্রব্যে বৎস, তেমনি থাকিবে॥
এত কহি বিভু কৃষ্ণ শিশুরে তখন।
মন্ত্র দান করিলেন অতি হৃষ্ট মন॥
অনন্তর কহিলেন প্রফুল্ল অন্তরে।
আর কোন্ বর চাহ কহ শীঘ্র ক'রে॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা শিশু অনন্তর।
কহিল মনের কথা কৃষ্ণেরে সত্বর॥
যত দিন পরমায়ু আছে ভগবান্।
তব পাদপদ্ম আমি করি যেন ধ্যান॥
তোমার উপর ভক্তি চাহি নিরন্তর।
ইহা ভিন্ন নাহি চাহি অন্য কোন বর॥
তোমার উপরে ভক্তি নাহিক যাহার।
অধম পামর সেই এ বিশ্ব মাঝার॥
জপ তপ উপবাসে নাহি কোন ফল।
সকলি অসার, তার সকলি বিফল॥
সকলের আত্মারূপী প্রভু কৃষ্ণধন।
প্রকৃতি-অতীত তুমি ব্রহ্ম সনাতন॥
স্বেচ্ছাময় ভগবান্ পরম ঈশ্বর।
তুমি ব্রহ্ম জ্যোতিরূপী তুমি পরাৎপর॥
কল্যাণস্বরূপ তুমি হে বিশ্ব-আধার।
তুমি বিনে এ বিশ্বের গতি নাহি আর॥
তব প্রতি ভক্তি যেন থাকে সর্ব্বদাই।
ইহার অধিক বাঞ্ছা মোর মনে নাই॥
এই কথা শুনি কৃষ্ণ বালকের মুখে।
মধুর বচনে তারে কহে মনসুখে॥
মম বরে আজ হ'তে ওহে গুণাধার।
মম সম শক্তি তব রবে অনিবার॥
তব সম আর কেহ না হবে সংসারে।
জগতের প্রিয হবে সকল প্রকারে॥
মম অংশরূপে তুমি বিরাট রূপেতে।
বিরাজ করিবে সদা প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেতে॥
তব নাভিপদ্ম হ'তে আমার বচনে।
ব্রহ্মার উদ্ভব হবে সৃষ্টির কারণে॥
ব্রহ্মার ললাট-দেশে অতি মনোরম।
একাদশ রুদ্রগণ লভিবে জনম॥
শিবাংশসম্ভূত তারা অতি বলবান্।
অশিব হইবে তারা শুন মতিমান্॥
কাল আর মৃত্যুকন্যা সর্ব্বদা দু'জনে।
রুদ্রের সঙ্গেতে রবে প্রলয-সাধনে॥
তাহাদের মধ্যে শুন একজন পরে।
কাল-অগ্নি রুদ্র নামে খ্যাত চরাচরে॥
বিশ্বের সংহারকারী হইবে সে জন।
কহিনু তোমারে আমি এ গূঢ় বচন॥
রাখিতে পৃথ্বীরে পরে দেব-নারায়ণ।
তব অংশে জন্মিবেন শুন দিয়া মন॥
সেই বিষ্ণু করিবেন জগৎ-পালন।
রহিবেন অনুগত তব সর্ব্বক্ষণ॥
হে বৎস, তোমারে আমি দিনু এই বর।
মম প্রতি ভক্তিমান্ রবে নিরন্তর॥

ধ্যানযোগে মূর্ত্তি মম করিবে দর্শন।
কমনীয় রূপ মোর হেরিবে তখন ॥
তোমার জননী শিশু শ্রীরাধিকা হন।
ধ্যানযোগে মম বক্ষে করিবে দর্শন ॥
এত বলি ভগবান্ করিলা প্রস্থান।
স্বর্গে গিয়া বিধাতারে কহে ভগবান্ ॥
হে ব্রহ্মা, আমার বাক্য শুন দিয়া মন।
ধরাধামে যাও তুমি সৃষ্টির কারণ ॥
বিরাটের নাভিপদ্মে জন্ম লও গিয়া।
বিশ্ব সৃষ্টি কর তাঁর লোমকূপ দিয়া ॥
পদ্মাসনে স্থিতি করি সুদীর্ঘ জীবন।
নানারূপে জীবসৃষ্টি কর পদ্মাসন ॥
তুমিই জগৎস্রষ্টা জানিবে অন্তরে।
সৃষ্টির রহস্য গূঢ় কহিনু তোমারে ॥
ব্রহ্মারে এতেক কহি দেব-নারায়ণ।
মহাদেব-পাশে তবে উপনীত হন ॥
শুন শুন মহাদেব ললাটে ব্রহ্মার।
অংশরূপে জন্ম লও করিতে সংহার ॥
তব অংশে জন্ম লবে রুদ্র একাদশ।
কিন্তু কোন কালে নাহি হবে তব বশ ॥
সংসার নিধন তরে তাহারা জন্মিবে।
শিব অংশে জন্ম লয়ে অশিব হইবে ॥
অতএব যোগাসনে করি অবস্থিতি।
অশিবত্ব নাশ কর ওহে পশুপতি ॥
এত বলি মৌনী রহে গোলোকের নাথ।
ব্রহ্মা শিব ভক্তিভরে করে প্রণিপাত ॥
বিরাটের কাছে যান ব্রহ্মা অনন্তর।
দেখিলেন অপরূপ মূর্ত্তি মনোহর ॥
নবীন নীরদ-সম অঙ্গের বরণ।
পীতবস্ত্র পরিধানে বিষ্ণু জনার্দ্দন ॥
অনন্ত কিশোর রূপে জলের উপর।
শয়ন করিয়া আছে মূর্ত্তি মনোহর ॥
অনন্তর ব্রহ্মাদেব নাভিপদ্মে তাঁর।
জনম লভিলা সেথা বিচিত্র ব্যাপার ॥
জনম লভিয়া সেথা বিধাতা তখন।
শিশু-লোমকূপে করে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ॥
সনকাদি পুত্রগণ জন্মিল ব্রহ্মার।
একাদশ রুদ্র পরে জন্মিল আবার ॥
তারপর চতুর্ভুজ বিষ্ণু-নারায়ণ।
মহাবিষ্ণু বামপার্শ্বে লভিল জনম ॥
সেই বিষ্ণুদেব পরে ক্ষীরোদ-সাগরে।
লক্ষ্মীকান্ত রূপে রহে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
অতি গুহ্য সৃষ্টিতত্ত্ব করিনু বর্ণন।
আর কি জানিতে ইচ্ছা বলহ এখন ॥
এত বলি নারায়ণ মৌনী হ'য়ে রয়।
নারদ সাহস করি ধীরে ধীরে কয় ॥

প্রকৃতিখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

● চতুর্থ অধ্যায়

সরস্বতীর পূজাবিধি ও ধ্যান-কবচাদি কথন।

নারদ কহিলা শুন দেব-নারায়ণ।
অমৃতসমান কথা করিনু শ্রবণ ॥
কৃপা করি কহ দেব, করি নিবেদন।
প্রকৃতির পূজাকথা অপূর্ব্ব কথন ॥
কে কাহার পূজা করে শুনিবারে চাই।
কোন্ জন কার স্তব করে সর্ব্বদাই ॥
কোন্ দেবী কি কারণে জনম লভিলা।
কি ভাবে বা সেই দেবী পূজিতা হইলা ॥
স্তব মন্ত্র কবচের প্রভাব কিরূপ।
কে কাহারে বরদান করে অপরূপ ॥
চরিত্র কাহার বল কিরূপ বা হয়।
বিবরিয়া এই সব কহ মহোদয় ॥
নারায়ণ কহিলেন শুন মতিমান্।
সবিস্তারে কহি আমি অপূর্ব্ব আখ্যান ॥
গণেশজননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী আর।
সাবিত্রী ও সরস্বতী গুণের আধার ॥

এ পঞ্চ প্রকৃতি হয সবার প্রধান।
ইঁহাদের পূজা খ্যাত আছে সর্ব্বস্থান॥
প্রভাব অদ্ভুত অতি অমৃত চরিত।
মঙ্গল নিদান সবে জানিও নিশ্চিত॥
প্রকৃতির অংশে হয় জনম যাদের।
চরিত্র কল্যাণকর হয় তাহাদের॥
সমস্ত কাহিনী আমি করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া আজি তাহা করহ শ্রবণ॥
কালী গঙ্গা নিদ্রা স্বাহা স্বধা বসুন্ধরা।
তুলসী মঙ্গলচণ্ডী অতি মনোহরা॥
মনসা দক্ষিণা ষষ্ঠী শুন মতিমান্।
রূপবতী গুণবতী সকলে সমান॥
মধুর চরিত্র সব করিব বর্ণন।
কর্ম্ম-বিপাক-কথা করিব কীর্ত্তন॥
দুর্গার চরিত্র আর চরিত রাধার।
বিস্তারি বলিব সব ওহে গুণাধার॥
সরস্বতী কথা আগে করহ শ্রবণ।
শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পূজা করেন প্রথম॥
দেবীর প্রসাদে মূর্খ জ্ঞানবান্ হয়।
অপূর্ব্ব কাহিনী কহি শুন মহাশয়॥
জনম লভিয়া দেবী কৃষ্ণের বদনে।
কামবশে চলিলেন কৃষ্ণের সদনে॥
আকার প্রকার ভঙ্গী করি নিরীক্ষণ।
বুঝিতে পারিল দেব সরস্বতী-মন॥
তখন সর্ব্বজ্ঞ সেই কৃষ্ণ ভগবান্।
কহিলেন হিতবাক্য শুন মতিমান্॥
কৃষ্ণ কহে, শুন সাধ্বি আমার বচন।
মম অংশরূপী হন দেব-নারায়ণ॥
রূপে গুণে মহিমায় আমার সমান।
সর্ব্বগুণযুক্ত তিনি অতীব মহান্॥
পরম সুন্দর যুবা দেব-নারায়ণ।
হে সাধ্বি তাঁহারে কর পতিত্বে বরণ॥
কামপ্রদ হন তিনি কামুকীগণের।
বাসনা করেন পূর্ণ কামিনী মনের॥
কন্দর্পও লজ্জা পায় লাবণ্যে তাহার।
লীলার চাতুর্য্যে তিনি শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
আমারে পতিত্বে বরি আমার সদনে।
থাকিতে বাসনা যদি ক'রে থাক মনে॥
সে বাসনা হৃদি হ'তে করহ বর্জ্জন।
তাহার কারণ বলি শুনহ এখন॥
তোমা হৈতে শতগুণে শক্তি ধরে রাধা।
মম পাশে থাকিবারে পাবে তুমি বাধা॥
তোমার না হবে শুভ থাকিলে হেথায।
অতি সত্যকথা আমি কহিনু তোমায॥
হীনবলে রক্ষা করে আছে যার বল।
প্রভুত্ব-বিহীন জন সদাই দুর্ব্বল॥
সবার ঈশ্বর আমি সর্ব্বশক্তিমান্।
সবারে শাসন করি আমি ভগবান্॥
রাধারে শাসন আমি করিতে না পারি।
আমিই স্বয়ং সদা বশীভূত তারি॥
রূপে গুণে তেজে রাধা সমান আমার।
মম প্রাণ-অধিষ্ঠাত্রী রাধা অনিবার॥
বিবেচনা কর সতি, আছে কোন্ জন।
অবহেলে প্রাণত্যাগ করে সমর্থন॥
অতএব, বৈকুণ্ঠেতে করহ গমন।
নারায়ণে স্বামিপদে করহ বরণ॥
মঙ্গল হইবে শুন বচন আমার।
সুখভোগ কর সেথা কহিলাম সার॥
কাম-ক্রোধ-বিবর্জ্জিত কোন হিংসা নাই।
বিরাজেন লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠে সদাই॥
রূপে গুণে তব সম অতি মনোহর।
তাঁর সাথে কর তুমি বাস নিরন্তর॥
নারায়ণ উভয়েরে করিবে আদর।
সমান গৌরব পাবে যাও হে সত্বর॥
প্রতিবর্ষে মাঘমাসে শুক্লা পঞ্চমীতে।
সকলে তোমার পূজা করিবে জগতে॥
শুন বাণী কহি আমি তোমার নিকটে।
তোমারে পূজিবে সুধী পুস্তকে ও ঘটে॥

রচিয়া সুবর্ণ গুটি জিতেন্দ্রিয়গণ।
গন্ধ ও চন্দন দ্বারা করিবে অর্চ্চন ॥
দক্ষিণ হস্তেতে গুটি করিবে ধারণ।
তোমারে করিবে স্তব যত সুধীজন ॥
তোমারে পূজিবে যেই ভক্তিযুক্ত মনে।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তার হবে সেইক্ষণে ॥
এই কথা বলি কৃষ্ণ আনন্দিত মন।
প্রথমে তাঁহার পূজা করে সমাপন ॥
অনন্তর ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যারা ছিল।
ভক্তিভরে একমনে দেবীরে পূজিল ॥
অনন্ত মুনীন্দ্রগণ আর দেবগণ।
সনকাদি মুনি মনু করিলা পূজন ॥
সকলে পূজিল তাঁরে ভক্তিভরে অতি।
তিন ভুবনের পূজা পান সরস্বতী ॥
এত শুনি নারদের আনন্দ হইল।
বিস্তৃত জানিতে তবে পুনঃ জিজ্ঞাসিল ॥
কহিলা নারদ-ঋষি, কহ ভগবান্।
স্তব ধ্যান আর তাঁর পূজার বিধান ॥
কিরূপ কুসুম আর কিরূপ চন্দন।
দেবীর পূজায় লোকে করিবে অর্পণ ॥
কিরূপ নৈবেদ্য লাগে দেবীর পূজায়।
দয়া করি কৃপাময় বলহ আমায় ॥
এতেক বচন শুনি কহে নারায়ণ।
বিস্তারি কহিব সব শুন দিয়া মন ॥
পূজিবে দেবীরে সবে কাণ্বশাখা মতে।
শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিও জগতে ॥
মাঘমাসে শুক্লপক্ষে চতুর্থী দিবসে।
বিদ্যারম্ভ পূর্ব্বদিনে মনের হরষে ॥
সংযম করিয়া থাকি ওহে মতিমান্।
পরদিন যথাবিধি করিবেক স্নান ॥
সন্ধ্যা-বন্দনাদি ক্রিয়া করি সমাপন।
ভক্তি সহকারে ঘট করিবে স্থাপন ॥
গণপতি, সূর্য্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।
শিবানী, এ ছয় দেবে পূজি অতঃপর ॥

পূজিবে ঘটের 'পরে অভীষ্ট দেবীরে।
অর্চ্চনা করিবে তাঁর অতি ভক্তিভরে ॥
দেবীরে করিবে পূজা ষোড়শোপচারে।
নৈবেদ্যের কথা কহি শুন এইবারে ॥
নবনীত দধি ক্ষীর ইক্ষু ইক্ষু-গুড়।
তিললাড়ু লাজ মধু শর্করা মধুর ॥
আতপ তণ্ডুল আর শুক্ল চিপিটক।
স্বস্তিক হবিষ্য-অন্ন ঘৃতের পিষ্টক ॥
পরমান্ন নারিকেল নারিকেল-জল।
শ্রীফল বদরী আর পক্ক রম্ভাফল ॥
শুক্লপুষ্প শুক্লবস্ত্র শঙ্খ মনোহর।
চন্দন-পুষ্পের মাল্য ভূষণ সুন্দর ॥
দেবীর পূজায় ইহা কর নিবেদন।
অনন্তর ধ্যান কহি শুন দিয়া মন ॥
শুক্লবর্ণা হাস্যাননা অতি মনোহর।
কোটিচন্দ্র প্রভাসম দীপ্ত কলেবর ॥
অগ্নিসম শুদ্ধবস্ত্র পরিধানে তাঁর।
রত্নে বিভূষিত দেহ অতি চমৎকার ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর দেবগণ।
ভক্তিভ'বে পূজা তাঁরে করে অনুক্ষণ ॥
মুনি মনু মানবেরা অতি ভক্তিভরে।
এইরূপে ধ্যান করে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
তাই বলি শুন শুন নারদ সুজন।
এইরূপ ধ্যানে তাঁর করিবে পূজন ॥
দেবীর কবচ হাতে করিয়া ধারণ। *
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর ভক্তিযুক্ত মন ॥

* ওঁ কবচস্য বিপ্রর্ষে ঋষিরেবঃ প্রজাপতিঃ।
স্বয়ং বৃহস্পতিশ্ছন্দো দেবো বাগেশ্বরঃ প্রভুঃ ॥
সর্ব্বতত্ত্ব-পবিজ্ঞান-সর্ব্বার্থ-সাধনেষু চ।
কবিতাসু চ সর্ব্বাসু বিনিযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
ওঁ হ্রীং সরস্বত্যৈ স্বাহা শিরো মে পাতু সর্ব্বতঃ।
শ্রীং বাগ্দেবতায়ৈ স্বাহা ভালং মে সর্ব্বদাবতু ॥

অষ্টাক্ষর মূলমন্ত্র দেবীর পূজায়। †
মঙ্গলকারণ অতি সন্দেহ কি তায় ॥
যেই মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করে যেই জন।
মূলমন্ত্র যাহা তার শুন তপোধন ॥
সরস্বত্যৈ স্বাহা আর লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা করে।
কল্পবৃক্ষসম ইহা জানিও অন্তরে ॥
বহুপূর্ব্বে গঙ্গাতীরে দেব-নারায়ণ।
বাল্মীকিরে এই মন্ত্র করে সমর্পণ ॥
অনন্তর ভৃগুমুনি যাইয়া পুষ্করে।
শুক্রদেবে সরস্বতী-মন্ত্র দান করে ॥

† ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহেতি শ্রোত্রং পাতু নিবন্তরম্।
ওঁ শ্রীং হ্রীং ভাবত্যৈ স্বাহা নেত্রযুগ্মং সদাবতু ॥
ঐং হ্রীং বাগ্বাদিন্যৈ স্বাহা নাসাং মে সর্ব্বতোঽবতু।
হ্রীং বাগধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ স্বাহা ওষ্ঠং সদাবতু ॥
ওঁ শ্রীং হ্রীং ব্রহ্মাণ্যৈ স্বাহা দন্তপংক্তিং সদাবতু।
ঐং ইত্যেকাক্ষরো মন্ত্রো মম কণ্ঠং সদাবতু ॥
ওঁ হ্রীং হ্রীং পাতু মে গ্রীবাং স্কন্ধং মে সর্ব্বদাবতু।
শ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাত্রীদেব্যৈ স্বাহা বক্ষঃ সদাবতু ॥
ওঁ হ্রীং বিদ্যাস্বরূপায়ৈ স্বাহা মে পাতু নাভিকা।
ওঁ হ্রীং হ্রীং বাণ্যৈ স্বাহেতি মম পৃষ্ঠং সদাবতু ॥
ওঁ সর্ব্ববর্ণাত্মিকায়ৈ স্বাহা পাদৌ সদাবতু।
ওঁ সর্ব্বকণ্ঠবাসিন্যৈ স্বাহা প্রাচ্যাং সদাবতু ॥
ওঁ বাগাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু ॥
ওঁ হ্রীং জিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহাগ্নিদিশি রক্ষতু ॥
ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শ্রীসরস্বত্যৈ বুধজনন্যৈ স্বাহা।
সততং মন্ত্ররাজোঽয়ং দক্ষিণে মাং সদাবতু ॥
ওঁ হ্রীং শ্রীং ত্র্যক্ষরো মন্ত্রো নৈর্ঋত্যাং মে সদাবতু।
কবিজিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহা মাং বারুণেঽবতু ॥
ওঁ সদাম্বিকায়ৈ স্বাহা বায়ব্যে মাং সদাবতু।
ওঁ পদ্মবাসিন্যৈ স্বাহা সদা মামুত্তরেঽবতু ॥
ওঁ সর্ব্বশাস্ত্রবাসিন্যৈ স্বাহৈশান্যাং সদাবতু।
ওঁ হ্রীং সর্ব্বপূজিতায়ৈ স্বাহা চোর্দ্ধং সদাবতু ॥
ঐং হ্রীং পুস্তকবাসিন্যৈ স্বাহাধো মাং সদাবতু।
ওঁ গ্রন্থবীজস্বরূপায়ৈ স্বাহা মাং সর্ব্বতোঽবতু ॥
ইতি তে কথিতং বিপ্র সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।

মারীচ হইতে মন্ত্র পান বৃহস্পতি।
ভৃগুরে দিলেন ব্রহ্মা হৃষ্ট মনে অতি ॥
জরৎকারু মন্ত্র দিলা আস্তীক মুনিরে।
ঋষ্যশৃঙ্গে দান করে বিভাণ্ডক ধীরে ॥
গৌতমেরে দান করে ভোলা মহেশ্বর।
যাজ্ঞবল্ক্য কাত্যায়নে দিলেন ভাস্কর ॥
অনন্ত দিলেন মন্ত্র ভরদ্বাজে পরে।
পাণিনি লভিল শেষে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
পাতালে বলির সভা অনন্ত সেথায়।
শাকটায়নেরে মন্ত্র দিলা সে সভায় ॥
চার লক্ষ বার মন্ত্র জপে যেই জন।
মন্ত্রসিদ্ধি হয় তার শুন তপোধন ॥
একদিন ব্রহ্মা গন্ধমাদন পাহাড়ে।
ভৃগুরে কবচ দিলা যত্নসহকারে ॥
সে কবচ যদি কেহ করয়ে ধারণ।
অবশ্য হইবে তার অভীষ্ট পূরণ ॥
অতি গোপনীয় ইহা জানিবে অন্তরে।
কভু না বলিবে তাহা কাহার গোচরে ॥
ভক্তিভরে ইষ্টদেবে করিয়া পূজন।
বিধিমতে করিবেক কবচ ধারণ ॥
যেইজন জপ করে পঞ্চলক্ষ বার।
সিদ্ধ হয় যত সব কর্ম্ম আছে তার ॥
বৃহস্পতিসম হয় বিদ্যায় সেজন।
বাগ্মী কবি হয় সেই শাস্ত্রের বচন ॥
ত্রৈলোক্যবিজয়ী হয় কবচ ধারণে।
কহিলাম সব কথা জেনে রাখ মনে ॥
সর্ব্ববিদ্যা-অধিষ্ঠাত্রী বাণীরে যে ভজে।
দুষ্টব্যাধি পাপে তাপে কখন না মজে ॥
পূজা ধ্যান স্তোত্র আদি যেইজন করে।
মহাজ্ঞানী হয় সেই সরস্বতী-বরে ॥
সর্ব্বদেব প্রথমেই পূজয়ে যাহারে।
তাহার গুণের কথা কে বলিতে পারে ॥
জগৎ-কারণ যিনি কৃষ্ণ-নারায়ণ।
আপনি করিলা তারে প্রথমে পূজন ॥

অতএব সকলেই করিয়া ভকতি।
পূজিবে বিধান মতে দেবী-সরস্বতী॥
শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে আছে যে সব কাহিনী।
শুনিলে হইবে পুণ্য, পাপ হৈবে হানি॥

প্রকৃতিখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

● পঞ্চম অধ্যায়

যাজ্ঞবল্ক্যের সরস্বতী-স্তব ও সরস্বতী-বরে শাপ হইতে মুক্তিলাভ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিবর।
সরস্বতী-স্তব আমি কহি অতঃপর॥
যাজ্ঞবল্ক্য মুনিবর এই স্তব করে।
সরস্বতী তুষ্টা হন প্রফুল্ল অন্তরে॥
যাজ্ঞবল্ক্য মহামুনি গুরু-অভিশাপে।
বিদ্যাহীন হয়েছিল কোন এক পাপে॥
সূর্য্যের নিকটে যায়, না হেরি উপায়।
বহুকাল কাটাইল তাঁর তপস্যায়॥
অনন্তর সূর্য্যদেব দিলা দরশন।
মহামুনি পুনঃ পুনঃ করিলা রোদন॥
যাজ্ঞবল্ক্যে কহিলেন দেব দিবাকর।
সরস্বতী-ধ্যান কর ওহে ঋষিবর॥
একমাত্র সরস্বতী হইলে সদয়।
তোমার পাপের ফল খণ্ডিবে নিশ্চয়॥
এত কহি দিননাথ করে অন্তর্দ্ধান।
সরস্বতী-স্তব করে মুনি মতিমান্॥
জগন্মাতঃ কর কৃপা সন্তানের প্রতি।
বিদ্যাবুদ্ধিহীন আমি অতি মূঢ়মতি॥
জগতের মাতা তুমি করুণা-আধার।
গুরুশাপে বিদ্যা বুদ্ধি নাহিক আমার॥
হইয়াছি তেজোহীন স্মৃতিশক্তি নাই।
মহাদুঃখী আমি দেবী, কৃপা কর তাই॥
জ্ঞান দান কর তুমি, স্মৃতিশক্তি দাও।
বিদ্যা ও প্রতিষ্ঠা দানে আমারে বাঁচাও॥
চরণে প্রণাম তব করি সরস্বতী।
দাও মোরে বিদ্যা বুদ্ধি কবিত্ব-শকতি॥
সনাতনী জ্যোতির্ম্ময়ী জগৎ-ঈশ্বরী।
সর্ব্ববিদ্যা-অধিষ্ঠাত্রী নমস্কার করি॥
তোমা বিনা এ জগৎ জীবন্মৃত হয়।
জ্ঞান-অধিষ্ঠাত্রী তুমি সকল সময়॥
তোমা বিনা এ জগৎ বাক্যহারা হয়।
বাক্য-অধিষ্ঠাত্রী তুমি সকল সময়॥
শীতল চন্দন-চন্দ্র-কুন্দপুষ্পসম।
তোমার অঙ্গের আভা অতি মনোরম॥
অক্ষরস্বরূপা তুমি বিদ্যা-অধীশ্বরী।
ভক্তিভরে তব পদে প্রণিপাত করি॥
যাজ্ঞবল্ক্য মুনিবর করিয়া স্তবন।
নতমুখে বারবার করিলা রোদন॥
হেনকালে সরস্বতী অলক্ষিত ভাবে।
কহিলেন, শুন মুনি বিদ্যা পুনঃ পাবে॥
কবিকুলশ্রেষ্ঠ হবে আমার বচন।
স্মৃতিশক্তি ফিরে পাবে ওহে তপোধন॥
এত বলি বৈকুণ্ঠেতে গেলা সরস্বতী।
যাজ্ঞবল্ক্য মনে মনে পুলকিত অতি॥
যেইজন নিরন্তর প্রফুল্ল অন্তরে।
যাজ্ঞবল্ক্য-কৃত স্তব নিত্য পাঠ করে॥
কবিকুলশ্রেষ্ঠ হয় বাগ্মীর প্রধান।
বৃহস্পতি-সম সেই লাভ করে জ্ঞান॥
মহামূর্খ মেধাশূন্য যদি কোন জন।
এক বর্ষ কাল স্তব করয়ে পঠন॥
পণ্ডিত মেধাবী বলি সেই গণ্য হবে।
সুকবি বলিয়া খ্যাত হবে এই ভবে॥
বৈবর্ত্তপুরাণে বলে দেবসুত কবি।
বাণী আর গুরুবর-পদ সদা সেবি॥

প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

● ষষ্ঠ অধ্যায়

সরস্বতী, লক্ষ্মী ও গঙ্গার বিবাদ, অভিসম্পাত এবং নদীরূপ প্রাপ্তি।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিবর।
অপূর্ব্ব কাহিনী এক কহি অতঃপর॥
একদিন সরস্বতী গঙ্গাদেবী সহ।
বৈকুণ্ঠধামেতে করে অতীব কলহ॥
গঙ্গাদেবী সেই ক্ষণে হয়ে রুষ্টা অতি।
বাণীরে দিলেন শাপ, শোন মহামতি॥
মম বাক্যে সরস্বতী হও স্রোতস্বিনী।
ভারতে বসতি কর হইয়া তটিনী॥
গঙ্গা-অভিশাপে দেবী সেই দিন হ'তে।
কলিকালে নদীরূপে বহিছে ভারতে॥
পুণ্যদাত্রী সেই নদী তপঃ মূর্ত্তিমতী।
পুণ্যবানে ত্রাণ করে নদী সরস্বতী॥
সরস্বতী-তীরে যেই প্রাণত্যাগ করে।
বৈকুণ্ঠে গমন করে প্রফুল্ল অন্তরে॥
সরস্বতী জলে স্নান যেই পাপী করে।
সর্ব্বপাপ মুক্ত হয় জানিবে অন্তরে॥
চিরকাল বিষ্ণুলোকে হয় তার বাস।
সরস্বতী-তীরে হয় সর্ব্বপাপনাশ॥
চতুর্দ্দশী পূর্ণিমাতে অক্ষয়া তিথিতে।
দক্ষিণ-অয়নে যারা সুবিশুদ্ধ চিতে॥
ব্যতীপাতযোগ কিংবা পুণ্যদিবসেতে।
স্নান করে এই জলে শুদ্ধ অন্তরেতে॥
বৈকুণ্ঠধামেতে সেই যাইবে নিশ্চয়।
হরির দর্শন তার অবশ্যই হয়॥
বাণীদেবী-বরে যারা পুণ্য লাভ করে।
দর্শন-স্পর্শনে তাঁর সম পুণ্য ধরে॥
যেই জন এক মাস ভক্তিযুক্ত মনে।
সরস্বতী-মন্ত্র জপে একান্ত নির্জ্জনে॥
মহামূর্খ হয় তবে কবির প্রধান।
নাহিক সন্দেহ তায় শুন মতিমান্॥
মস্তক-মুণ্ডন করি সরস্বতী-তীরে।
যেই জন স্নান আদি করে সেই নীরে॥
পুনর্জ্জন্ম নাহি হয় বেদের বচন।
মুক্তি-লাভ হয় তার, ধন্য সেই জন॥
শ্রবণ করিয়া এই মধুর্ বচন।
কৌতূহলে নারদ শ্রীভগবানে কন॥
কি প্রকারে সরস্বতী, গঙ্গার শাপেতে।
পরিণত হইলেন তটিনী রূপেতে॥
শুনিতে বাসনা মম, কহ ভগবান্।
গঙ্গা কেন করিলেন অভিশাপ দান॥
সামান্যা নহেন দেবী বাণী সরস্বতী।
শাপিল কিরূপে গঙ্গা কহ মহামতি॥
কেনই বা সরস্বতী শাপের ভাজন।
বিস্তারি সকল কথা করহ বর্ণন॥
পুরাণদুর্লভ এই কলহ-কারণ।
দয়া করি ভগবান্ করহ বর্ণন॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন ঋষিবর।
কহিতেছি সব কথা তোমার গোচর॥
সর্ব্বপাপ দূরে যায় শুনিলে এ কথা।
শুন শুন হে নারদ অপূর্ব্ব বারতা॥
লক্ষ্মী সরস্বতী গঙ্গা পত্নী এই তিন।
হরিপ্রেমে মনসুখে রহে রাত্রিদিন॥
সবাই সমান প্রিয়া, গৃহিণী হরির।
আনন্দে থাকেন সব, হৃদয় সুস্থির॥
একদা শ্রীগঙ্গাদেবী সহাস্যবদনে।
হরিরে কটাক্ষ করে সকাম নয়নে॥
হেরিয়া তাহার সেই সহাস্যবদন।
হৃষ্টচিত্তে ভগবান্ হাসিলা তখন॥
লক্ষ্মীদেবী তাতে কিছু মনে নাহি করে।
সেদিকে না দৃষ্টি দিলা অবহেলা ভরে॥
কিন্তু তাতে রুষ্ট হ'ল দেবী সরস্বতী।
বিরূপা হইলা দেবী জাহ্নবীর প্রতি॥
সহাস্যবদনা লক্ষ্মী দিলেন প্রবোধ।
কিন্তু নাহি দূর হ'ল সরস্বতী-ক্রোধ॥

কিছুতেই সরস্বতী শান্ত নাহি হন।
আরক্ত হইল তাঁর বদন নয়ন ॥
অধর শরীর কাঁপে ক্রোধের কারণ।
সম্বোধিয়া শ্রীহরিরে কহিল তখন ॥
ওহে নাথ, কি বিচিত্র স্বভাব তোমার।
মম প্রতি আজি তব একি ব্যবহার ॥
কি দোষ করেছি প্রভু তোমার চরণে।
গঙ্গাদেবী প্রিয়া আজি কিসের কারণে ॥
এত যদি গঙ্গাদেবী প্রিয়া তব হয়।
আমারে বিদায় তবে কর মহাশয় ॥
পতির প্রেমের যদি অংশ নাহি পাই।
স্বজনবিহীনা আমি ভবে নাহি ঠাঁই ॥
পতিপ্রেমে হইলাম বঞ্চিতা যখন।
এ ছার জীবনে আর কিবা প্রয়োজন ॥
আমারে বিদায় দাও ত্যজিব জীবন।
জনম দুঃখিনী আমি অতি অভাজন ॥
মম প্রতি তব যদি নাহি থাকে প্রীতি।
অন্যাসক্ত হ'য়ে থাক, জগতের রীতি ॥
সমদর্শী যদি তুমি নহ নারায়ণ।
কি কারণে তবে তোমা পূজে জীবগণ ॥
মূর্খগণ বলে তোমা সত্ত্বের আধার।
সমদৃষ্টি নাহি তব, নাহি সুবিচার ॥
কুপিতা দেখিয়া তারে হরি-নারায়ণ।
সভা ছাড়ি অবিলম্বে করিলা গমন ॥
ইহা দেখি গঙ্গাদেবী মহারুষ্ট হ'য়ে।
বাণীরে ভর্ৎসনা করে অতীব নির্ভয়ে ॥
লজ্জাহীনা গর্ব্বযুতা শোন্‌রে কামুকী।
বড় সাধ, হ'বি তুই স্বামিসুখে সুখী ॥
আমি কি একাই হই পতিপ্রণয়িনী।
তুই কি নহিস্ তার প্রণয়-ভাগিনী ॥
বুঝিয়াছি কামাতুরা তুই সরস্বতী।
কামে অন্ধ মন তোর অতি দুষ্ট মতি ॥
মম সুখে ঈর্ষ্যা তোর জাগিয়াছে মনে।
গর্ব্ব তোর চূর্ণ আমি করিব এক্ষণে ॥

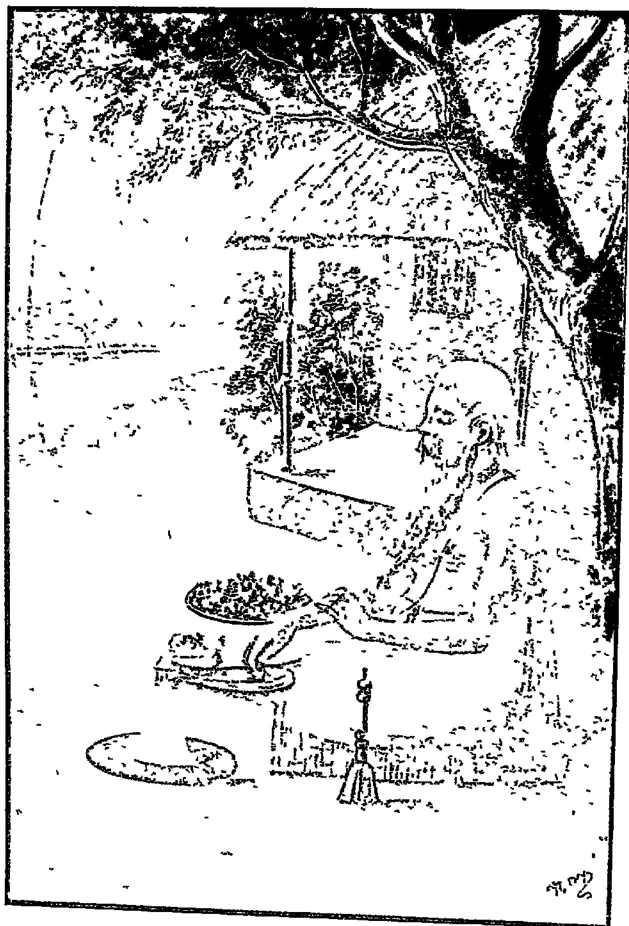
এত বলি গঙ্গাদেবী রুদ্রমূর্ত্তি ধরি।
সরস্বতী প্রতি দ্রুত যান আগুসরি ॥
শুনিয়া গঙ্গার কথা রুষ্টচিত্তে অতি।
গঙ্গার ধরিতে কেশ যান সরস্বতী ॥
উভয়ে উভয় প্রতি রোষাবেশে ধায়।
পদ্মাবতী লক্ষ্মী তবে উঠিয়া দাঁড়ায় ॥
মধ্যস্থা হইয়া লক্ষ্মী করে নিবারণ।
তোমরা কলহ কেন কর অকারণ ॥
সামান্য বায়ুতে কভু এত ঝড় বয়।
নারায়ণ-প্রিয়া দোঁহে, সমান নিশ্চয় ॥
শোন গঙ্গা সরস্বতী বচন আমার।
উভয়ে মিলিয়া দোঁহে থাক একাকার ॥
লক্ষ্মীর বচন শুনি বাণী রুষ্টমন।
লক্ষ্মীরে দিলেন শাপ ভারতী তখন ॥
মনস্তাপ পাবে তুমি শাপেতে আমার।
ধরিবে বৃক্ষের রূপ জগৎ-মাঝার ॥
মম অভিশাপ কভু যায় না বিফলে।
নদীরূপে বিরাজিবে এই ধরাতলে ॥
পদ্মাবতী লক্ষ্মীদেবী শান্ত স্থির অতি।
বাণীর বচন শুনি নহে রুষ্টমতি ॥
অন্তরে শোকের ঝড় উথলে তাঁহার।
নয়ন হইতে বহে অশ্রুধারাসার ॥
তথাপি না রোষে থাকে মলিন-বদন।
বাণীরে না কহে কোন কুপিত বচন ॥
ধরিয়া বাণীর কর সভামধ্যে রয়।
মহাদুঃখ মনে তার হইল উদয় ॥
বাণীর সে উগ্রভাব করিয়া দর্শন।
মহাক্রোধে গঙ্গাদেবী কহিলা তখন ॥
শুন লক্ষ্মী, বাণীহস্ত কর পরিহার।
কুটিলভাষিণী বাণী, উগ্র ব্যবহার ॥
দুর্ম্মুখী কলহপ্রিয়া কি করিবে মোর।
জানিও আমার আছে পরাক্রম ঘোর ॥
তোমারে দিয়াছে শাপ গর্ব্বিতা রমণী।
আমিও শাপিব তারে দেখিবে এখনি ॥

শুন শুন বাণী তুমি বচন আমার।
শাপিব তোমারে আমি রক্ষা নাহি আর॥
মম শাপে নদীরূপ করিয়া ধারণ।
ধরামাঝে অবিলম্বে করিবে গমন॥
তোমার পবিত্র জল যেজন স্পর্শিবে।
পাতক তাহার দেহে কভু না রহিবে॥
সেই পাপ রবে তব হৃদয় মাঝারে।
আমার বচন কেহ খণ্ডিতে না পারে॥
শুনিয়া গঙ্গার শাপ দেবী সরস্বতী।
ক্রোধে কাঁপে থর থর রোষাবেশে অতি॥
গঙ্গাপ্রতি সরস্বতী দিলা প্রতিশাপ।
শুন শুন গঙ্গাদেবী আমার প্রতাপ॥
ধরাতলে নদীরূপে কর অবস্থান।
এই অভিশাপ তোমা করিলাম দান॥
ভগবান্ চতুর্ভুজ আসিয়া তখন।
স্বীয বক্ষে ভারতীরে করিলা ধারণ॥
জাহ্নবীরে কহিলেন সুমিষ্ট বচনে।
মিছামিছি প্রিযা কেন রুষ্ট হও মনে॥
ভারতীরে অভিশাপ নাহি দাও প্রিযা।
কলহের কি কারণ শুন মন দিয়া॥
উপদেশ দিলা কত নিত্য-নিরঞ্জন।
না শুনিল গঙ্গাদেবী তাঁহার বচন॥
বিপদ্ বুঝিয়া শেষে হরি ভগবান্।
সভামাঝে নতশিরে করে অবস্থান॥
অনন্তর ক্ষুব্ধ চিত্তে বাণী-কর ধরি।
মিষ্ট বাক্যে পুনঃ পুনঃ কহিলেন হরি॥
শুন শুন সরস্বতী বচন আমার।
গঙ্গা প্রতি অভিশাপ কর পরিহার॥
হরির বক্ষেতে স্থান লভি সরস্বতী।
ক্রমে ক্রমে হইলেন শান্ত স্থির অতি॥
লক্ষ্মীরে ডাকিযা হরি কহিলা সেথায।
ধর্ম্মধ্বজগৃহে তুমি জন্মিবে ধরায॥
অযোনিসম্ভবা কন্যারূপেতে জন্মিবে।
দৈবদুর্ব্বিপাকে সেথা বৃক্ষত্ব লভিবে॥
জন্মিবে ভূতলে দৈত্য শঙ্খচূড় নামে।
হইবে তাহার পত্নী এই ধরাধামে॥
তুলসী নামেতে খ্যাত হইবে ধরায়।
শাপমুক্তা হ'য়ে পরে আসিবে হেথায়॥
ভজিবে তাহারে তুমি দিয়া সর্ব্ব মন।
কালক্রমে হইবেক শাপের খণ্ডন॥
শাপ অবসান হ'লে তুমি পুনরায।
ধরা হ'তে মম পাশে আসিবে হেথায॥
অন্য এক শাপ যাহা সরস্বতী দিল।
কিভাবে ফলিবে তাহা শ্রীকৃষ্ণ কহিল॥
বৃক্ষরূপ ত্যজি পরে তটিনীরূপেতে।
পদ্মা নামে অভিহিতা হইবে জগতে॥
লক্ষ্মীরে কহিযা সব, দেব নারায়ণ।
গঙ্গাদেবী প্রতি কন বিষণ্ণ-বদন॥
শুন শুন গঙ্গাদেবী আমার বচন।
নদীরূপে ধরাতলে করিবে গমন॥
পতিত জনেরে তুমি করিবে উদ্ধার।
ভাগীরথী নামে খ্যাতি হইবে তোমার॥
আমার অংশেতে হবে সাগর বিশাল।
তার পত্নীরূপে তুমি থাক কিছুকাল॥
অনন্তর পত্নীরূপে শান্তনু রাজার।
কিছুকাল বাস কর অবনী-মাঝার॥
কর্ম্মফল কিছুতে না হইবে খণ্ডন।
শাপ মুক্তি হ'লে হেথা কর আগমন॥
অতঃপর বাগেদবীরে কহে ভগবান্।
গঙ্গাশাপে ধরাধামে কর অবস্থান॥
ব্রহ্মার নিকটে গিযা পত্নী হও তার।
গঙ্গা যাও শিবপাশে, বচন আমার॥
পদ্মে, তুমি শান্ত অতি, ক্রোধ কিছু নাই।
সাধ্বী তুমি মোর কাছে রহ সর্ব্বদাই॥
তব অংশে জন্মলাভ করিবে যে নারী।
পতিব্রতা বলে খ্যাতি হইবে তাহারি॥
শুন শুন গঙ্গাদেবী আমার বচন।
শিবের নিকটে তুমি করহ গমন॥

সুশীলা কমলা দেবী অতি শান্তমতি।
আমার নিকটে সেই করুক বসতি॥
শুনিয়া হরির মুখে এ সব বচন।
গঙ্গা লক্ষ্মী সরস্বতী করিলা রোদন॥
সরস্বতী কহিলেন, শুন নারায়ণ।
আমি অতি দুষ্টমতি বুঝিনু এখন॥
জনমের মত মোরে দাও গো বিদায়।
পতিছারা হ'য়ে আর বাঁচি কি উপায়॥
ধরণীর মাঝে আমি করিব গমন।
যোগবলে সুনিশ্চয় ত্যজিব জীবন॥
এ ছার জীবনে আর আছে কিবা কাজ।
কলহ করিয়া আজ পেনু বড় লাজ॥
লজ্জা খণ্ডাইতে যদি নাহি পার হরি।
খণ্ডাইব আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করি॥
এত বলি সরস্বতী করেন রোদন।
গঙ্গাদেবী অতঃপর করে নিবেদন॥
গঙ্গা কহে, শুন নাথ জগতের পতি।
কোন্ অপরাধে আমি দোষী তব প্রতি॥
কি কারণে মোরে আজ দিতেছ বিদায়।
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ কহিনু তোমায়॥
মম প্রতি কৃপা যদি নাহি কর তবে।
রমণীবধের ভাগী হ'য়ে তুমি রবে॥
কৃপা না করিলে আমি ত্যজিব জীবন।
এত বলি গঙ্গাদেবী করেন রোদন॥
সুশীলা বিনীতা অতি লক্ষ্মী পূজনীয়া।
কোন দোষ নাই তাঁর কোমল হৃদয়া॥
শাপেব ভাগিনী তিনি হন অকারণে।
তবু কারো প্রতি রোষ নাহি তাঁর মনে॥
বাণী আর গঙ্গাদেবী আপনার তরে।
যেভাবে কৃষ্ণের কাছে কৃপা যাচ্ঞা করে॥
লক্ষ্মীদেবী কিন্তু শুধু আপনার লাগি।
না কহেন কোন কথা, তাই পুণ্যভাগী॥
ধীরে ধীরে স্বামীপ্রতি করিয়া বিনতি।
কহিলেন অবশেষে মৃদুভাষে অতি॥

লক্ষ্মী কহে, শুন নাথ, আমার বচন।
সত্ত্বের স্বরূপ তুমি দেব নারায়ণ॥
অকারণ ক্রোধ তব নাহি শোভা পায়।
ক্ষমা কর সকলেরে আপন দয়ায়॥
কতকাল বিরাজিব ধরণী-মাঝার।
তব পাদপদ্ম কবে দেখিব আবার॥
করিবে সমস্ত পাপী মোর জলে স্নান।
মোর জলে পাপ যত করিবে প্রদান॥
কহ কহ প্রভু মোরে মুক্তির উপায়।
কেমনে ফিরিয়া পুনঃ আসিব হেথায়॥
সরস্বতী শাপে গঙ্গা বহিবে ভারতে।
পাপ হ'তে মুক্তি লাভ করিবে কি মতে॥
গঙ্গা-শাপে বাণী যাবে ভারত-ভবনে।
কহ নাথ, মুক্তি লাভ করিবে কেমনে॥
এতেক কহিয়া লক্ষ্মী ধরিলা চরণ।
হরিরে প্রণাম করি করিলা রোদন॥
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীহরি তখন।
কমলারে বক্ষমাঝে করিলা ধারণ॥
কহিলেন ভগবান্ প্রসন্ন বদনে।
শুন শুন প্রিয়া মোর শুন বরাননে॥
ভয় নাহি কর মনে, ধৈর্য্য ধর চিতে।
উপায় চিন্তন আমি করি বিধিমতে॥
উভয়ের বাক্য যাতে আমাদের রয়।
সেরূপ করিব আমি জানিও নিশ্চয়॥
এক অংশে সরস্বতী নদীরূপ হোক।
অন্য অংশে ব্রহ্মা কাছে যাক ব্রহ্মলোক॥
স্বয়ং থাকুক দেবী আমার নিকটে।
সত্য কথা শুন দেবী কহি অকপটে॥
জাহ্নবীর এক অংশ ভগীরথ সনে।
অবশ্য যাইবে সেই ভারত-ভবনে॥
পবিত্র করিবে দেবী তিনটি ভুবন।
আপনি থাকিবে গঙ্গা আমার সদন॥
রহিবে জাহ্নবীদেবী শিবের জটায়।
সুপবিত্রা বলি খ্যাতি হইবে ধরায়॥

শুন শুন পদ্ম দেবী বচন আমার।
তব অংশ বিরাজিবে ভারত-মাঝার ॥
পদ্মাবতী নদী আর তুলসী-আকারে।
কলিকালে রবে তুমি ভারত-মাঝারে॥
অতীত হইলে বর্ষ পাঁচটি হাজার।
শাপমুক্ত সকলেই হইবে আবার ॥
তবু এক কথা আমি তোমারে জানাই।
তোমরা সর্ব্বদা কিন্তু থাকিবে এ ঠাঁই ॥
কহিলাম সত্যকথা ওগো বরাননে।
ছায়ামাত্র তোমাদের যাইবে ভুবনে ॥
শুন শুন পদ্মাবতী আমার বচন।
বিপত্তি ও সম্পদের তোমরা কারণ ॥
যেজন তোমার জল করিবে স্পর্শন।
পাপমুক্ত হবে সেই, ধন্য সেই জন ॥
পাপীর প্রদত্ত পাপ তোমার যা হবে।
আমার ভক্তের স্নানে সে পাপ না রবে ॥
যেই সব তীর্থরাজি পৃথিবীতে রয়।
ভক্তের দর্শনে তাহা সুপবিত্র হয় ॥
যেখানে আমার ভক্ত করে অবস্থান।
সেই সব স্থান হয় তীর্থের প্রধান ॥
স্ত্রীঘাতী গো-হত্যাকারী ব্রহ্মঘাতী জন।
ভক্তের দর্শনে হয় সুপবিত্র মন ॥
অসিজীবী মসীজীবী আদি সমুদয়।
ভক্তের দর্শনে সবে সুপবিত্র হয় ॥
বিশ্বাসঘাতক জন মিথ্যাসাক্ষী চোর।
ঋণগ্রস্ত বেশ্যাসক্ত জারজ পামর ॥
বেশ্যাপুত্র মিত্রহন্তা নাস্তিক যাহারা।
ভক্তের দর্শনে হয় পবিত্র তাহারা ॥
গুরুমন্ত্রে অদীক্ষিত শূদ্রের পাচক।
ভক্তনিন্দাকারী জন গ্রামের যাজক ॥
আত্মীয় স্বজনে যেই না করে পালন।
ধরাধামে অতিশয় পাপী সেই জন ॥
ভক্তের দর্শনে আর ভক্তের স্পর্শনে।
সুপবিত্র হয় তারা জেনে রাখ মনে ॥
দেবদ্রব্য বিপ্রদ্রব্য চুরি যেই করে।
কন্যার বিবাহ দেয় অর্থলাভ তরে ॥
সেই সব পাতকীরা জেনে রাখ মনে।
সুপবিত্র হয় ভক্ত দর্শনে স্পর্শনে ॥
বৈষ্ণব জনের হয় মাহাত্ম্য অপার।
তাঁর কৃপা লভি হয় ভবসিন্ধু পার ॥
বৈষ্ণবের তুল্য কেহ কোথা নাহি হয়।
মম বাক্য মিথ্যা নহে জানিবে নিশ্চয় ॥
কমলা কহেন শুন নিত্যনিরঞ্জন।
বিস্তারিয়া কহ তবে ভক্তের লক্ষণ ॥
শুনিয়া লক্ষ্মীর কথা হরিনারায়ণ।
নিগূঢ় তত্ত্বের কথা কহিলা তখন ॥
লক্ষ্মী দেবী তুমি মোর প্রাণতুল্য প্রিয়।
তাই তোমা কহিতেছি কথা গোপনীয় ॥
গুরুমুখে বিষ্ণুমন্ত্র যেই জন শুনে।
সেই জন সকলের শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনে ॥
কর্ম্মফলে ভক্ত মোর স্বর্গে কি নরকে।
যেথায় থাকুক কভু না পড়ে বিপাকে ॥
তার যত বংশধর তার পুণ্যবলে।
চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিবে সকলে ॥
ভক্তি থাকে মম প্রতি যে সাধুজনের।
নিযত করযে পূজা শ্রীনারায়ণের ॥
মনে মনে সর্ব্বক্ষণ আমারেই স্মরে।
মুক্তি পাবে সুনিশ্চিত জেনো মোর বরে ॥
মোর পূজা করে যেই ভক্তিযুক্ত মনে।
পুলকিত হয় মোর নাম-সঙ্কীর্ত্তনে ॥
ব্রহ্মত্ব কি অমরত্ব কিছু নাহি চায়।
আনন্দিত হয় যেই আমার সেবায় ॥
ইন্দ্রত্ব মনুত্ব কিংবা দেবত্ব না চায়।
সকল সময় মন রাখে মম পায় ॥
তারা মোর ভক্ত জন সকল সময়।
আমার ভক্তের কভু বিনাশ না হয় ॥
কুকার্য্যে নাহিক ইচ্ছা, সৎকার্য্যেতে মন।
মম ভক্ত কভু নহে অন্যায়ভাজন ॥



যাজ্ঞবল্ক্য মুনিবর এই স্তব করে।
সরস্বতী তুষ্টা হন প্রফুল্ল অন্তরে॥ পৃষ্ঠা—১২৩

বশীভূত হয় তার ইন্দ্রিয় নিচয়।
মোর ভক্ত ইন্দ্রিয়ের দাস কভু নয়॥
পৃথিবীতে জন্ম লভে মোর ভক্তগণ।
পৃথিবী পবিত্র হয় তাদের কারণ॥
অনন্তর বৈকুণ্ঠেতে করে আগমন।
কহিলাম লক্ষ্মী এই ভক্তের লক্ষণ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের শ্লোক শ্রীহরি কথন।
যেই শোনে, লভে সেই শ্রীহরিচরণ॥

প্রকৃতিখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

● সপ্তম অধ্যায়

সরস্বতী প্রভৃতির অবস্থা বর্ণন ও কলি,
কল্কি এবং ঈশ্বরের গুণ-নিরূপণ।

নারদেরে সম্বোধিয়া কহে নারায়ণ।
সবিস্তারে কহি আরো শুন দিয়া মন॥
দেবী সরস্বতী শেষে শাপেতে গঙ্গার।
অংশরূপে অবতীর্ণা ভারত মাঝার॥
স্বয়ং রহিলা দেবী হরির নিকটে।
শুন শুন হে নারদ বলি অকপটে॥
ভারতী ভারতমাঝে করিয়া প্রস্থান।
ব্রহ্মপ্রিয়া ব্রহ্মরূপে করে অবস্থান॥
বাক্য-অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলা তখন।
শুন শুন হে নারদ বিচিত্র কথন॥
সর্ব্ববিশ্বব্যাপী হরি বহুকাল ধ'রে।
শায়িত ছিলেন তিনি সমুদ্র-উপরে॥
তাঁর প্রিয়তমা হন সুন্দরী ভারতী।
তাই তাঁর নাম হয় দেবী সরস্বতী॥
সুপবিত্রা সরস্বতী ইষ্টদেবী সদা।
তীর্থস্বরূপিণী তিনি শুভদা বরদা॥
যাঁহারে প্রথমে পূজে দেব নারায়ণ।
তাঁহার গুণের কথা করেছি কীর্ত্তন॥
জীবেরে করিতে মুক্ত সর্ব্ব পাপ হ'তে।
তাঁর আগমন হৈল পবিত্র ভারতে॥

সরস্বতী-কথা শেষে দেব নারায়ণ।
কহিলেন শ্রীগঙ্গার শাপ বিবরণ॥
যেভাবে দিলেন শাপ বাণী সরস্বতী।
সেইভাবে অবতীর্ণা গঙ্গা ভাগীরথী॥
অনন্তর ভাগীরথী এক অংশে তার।
ভগীরথসহ আসে ভারত মাঝার॥
গঙ্গার প্রবল বেগ সহিবে কেমনে।
পৃথিবী শিবেরে ধ্যান করে একমনে॥
গঙ্গারে ধরিলা শিব আপন জটায়।
বিচিত্র কাহিনী কহি নারদ তোমায়॥
সরস্বতী শাপে লক্ষ্মী নদীর আকারে।
পদ্মানাম ধরি আসে ভারত মাঝারে॥
অংশ মাত্র আসে হেথা বিদিত ভুবনে।
স্বয়ং রহিলা দেবী শ্রীহরি সদনে॥
অনন্তর লক্ষ্মী দেবী আপন অংশেতে।
ধর্ম্মধ্বজকন্যা হন তুলসী নামেতে॥
সরস্বতী-শাপে লক্ষ্মী শুন মহাশয়।
বিশ্বের পাবনী দেবী বৃক্ষরূপা হয়॥
পাঁচটি হাজার বর্ষ কাটিলে আবার।
হরির নিকটে যাবে বৈকুণ্ঠ মাঝার॥
সর্ব্বতীর্থ হরি-পাশে করিবে গমন।
বৈকুণ্ঠে না যাবে শুধু কাশী বৃন্দাবন॥
শালগ্রাম জগন্নাথ হরির মূরতি।
কহিলাম সার কথা শুন মহামতি॥
অতীত হইলে বর্ষ দশটি হাজার।
গমন করিবে তারা বৈকুণ্ঠ মাঝার॥
সাংখ্য তর্পণাদি আর বৈষ্ণব পুরাণ।
বৈকুণ্ঠ মাঝারে সব করিবে প্রস্থান॥
হরিপূজা হরিনাম হরিসঙ্কীর্ত্তন।
সকলেই বৈকুণ্ঠেতে করিবে গমন॥
হরিনাম গান আর কেহ না করিবে।
পৃথিবী হইতে সব পূজা লুপ্ত হবে॥
সত্ত্বগুণ সত্য ধর্ম্ম গ্রাম্যদেবগণ।
তপস্যা ও উপবাস না রবে তখন॥

বেদ ব্রত সমস্তই লুপ্ত হ'য়ে যাবে।
কামাচারী হবে লোক মিথ্যার প্রভাবে ॥
কপট হইবে লোক ধর্ম্মশূন্য হবে।
পূজা আদি কোনো কিছু না রহিবে ভবে॥
না শুনিবে হরিকথা হইবে কপট।
কুটিল দাম্ভিক আর অহঙ্কারী শঠ ॥
মনুষ্যেরা হবে চোর হিংসাপরায়ণ।
বিবাহের ব্যতিক্রম হইবে তখন ॥
নারী ও পুরুষে ভেদ কিছু না রহিবে।
রমণী-আজ্ঞায় সব পুরুষ চলিবে ॥
বিলুপ্ত হইবে সব আচার বিচার।
পাশরিবে সর্ব্বলোকে শাস্ত্র ব্যবহার ॥
নারী-বশীভূত হবে মনুষ্য সকল।
বেশ্যাবৃত্তি আরম্ভিবে পত্নী অবিরল ॥
গৃহিণী হইবে সদা ঈশ্বরী গৃহের।
স্বামী পাবে গৃহমাঝে পদবী ভৃত্যের ॥
শ্বশ্রূ ও শ্বশুর হবে ভৃত্যের সমান।
গৃহ-মধ্যে বধূ হবে সবার প্রধান ॥
পত্নী পুত্র কন্যা ছাড়া কাহারো সহিত।
সম্বন্ধ না রবে ইহা জানিও নিশ্চিত ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যেরা তখন।
ম্লেচ্ছদের শাস্ত্র সব করিবে পঠন ॥
নিজ নিজ ধর্ম্মশাস্ত্র বর্জ্জন করিবে।
শাস্ত্রের শাসন আর কোথাও না রবে ॥
হইবে শূদ্রের দাস পত্রের বাহক।
বৃষের বাহক হবে হইবে পাচক ॥
করিবে নিকৃষ্ট কার্য্য কুটিল স্বভাবে।
সত্য পথ ত্যজি সব মিথ্যা পথে যাবে ॥
শস্যহীনা হবে ধরা ফলহীন তরু।
পুত্রহীনা রমণীরা দুগ্ধশূন্য গরু ॥
ধেনুগণ অল্প দুগ্ধ করিবেক দান।
ঘৃত তাহে না হইবে শুন মতিমান্ ॥
পতি পত্নী মাঝে আর প্রীতি নাহি রবে।
যতেক গৃহস্থ লোক অসুখী হইবে ॥

প্রতাপবিহীন রাজা হইবে তখন।
করভারে প্রপীড়িত হবে প্রজাগণ ॥
কষ্টের না সীমা রবে, বিরিঞ্চি-নন্দন।
জীবন দুর্ব্বহ হবে কলির কারণ ॥
চতুর্ব্বর্ণ মধ্যে কভু ধর্ম্ম নাহি রবে।
ধর্ম্মহীন পুণ্যহীন সকলেই হবে ॥
জলশূন্য হ'য়ে রবে নদ নদী যত।
ব্রাহ্মণাদি ধর্ম্মহীন হইবে সতত ॥
একলক্ষ জন মধ্যে পুণ্যাত্মা না রবে।
স্ত্রী পুরুষ বালকেরা কুদর্শন হবে ॥
যেমন কুৎসিত তারা হইবে দেখিতে।
সেই মত কদাচারী হইবে চরিতে ॥
কহিবে কুৎসিত বাক্য কুৎসিত স্বভাব।
কোন কোন গ্রামে হবে লোকের অভাব ॥
অল্পপরিমিত গৃহ করিয়া নির্ম্মাণ।
করিবে তাহাতে অল্প লোক অবস্থান ॥
শস্যহীন হবে ক্ষেত্র নাহি রবে জল।
কপর্দ্দকশূন্য হবে বণিক্ সকল ॥
হীনবল লোক হবে অতীব প্রবল।
বিপরীত কাণ্ড যত হইবে কেবল ॥
নির্ধনের হবে ধন, ধনীর অভাব।
কেহ না ত্যজিবে তার কুৎসিত স্বভাব ॥
শ্রেষ্ঠ বংশে জন্ম যার, হবে অতি হীন।
সত্যবাদী মিথ্যা কথা কবে নিশিদিন ॥
ধূর্ত্ত শঠ হবে সবে কলির প্রতাপে।
মগ্ন হবে বসুন্ধরা ঘোরতর পাপে ॥
পাপীরা করিবে নিন্দা পুণ্যবান্ জনে।
অশিষ্ট করিবে নিন্দা শিষ্ট ব্যক্তিগণে ॥
পুণ্যবান্ ব্যক্তি হবে পাপের অধীন।
জানিবে নারদ তুমি আসিছে সেদিন ॥
জিতেন্দ্রিয় শিষ্টজনে নিন্দিবে লম্পট।
সতীরে নিন্দিবে বেশ্যা কহি অকপট ॥
পাতকী করিবে নিন্দা সাধু ভক্তজনে।
দুষ্টেরা নিন্দিবে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণে ॥

নরহত্যাকারী আর প্রবঞ্চক চোরে।
সাধুরে করিবে নিন্দা উপহাস-ভরে॥
ধরিয়া ভিক্ষুকবেশ যত ধূর্ত্তগণ।
করিবে মানবগণে সদা প্রবঞ্চন॥
ভূত-প্রেত-সেবা তারা করিবে কেবল।
সমাজের হবে তাতে ঘোর অমঙ্গল॥
ভূত-প্রেত সিদ্ধ হ'য়ে দুরাচারগণ।
করিবে অন্যের শুধু অনিষ্ট সাধন॥
সর্ব্বত্রে আদর পাবে ধূর্ত্ত পাপাচারী।
ব্যাধিগ্রস্ত হবে যত পুরুষ ও নারী॥
আকার হইবে খর্ব্ব অল্প-আয়ু হবে।
ষোড়শ বৎসরে হবে জরাযুক্ত সবে॥
দেহে-মনে সর্ব্বরূপে জরার অধীন।
পুরুষমাত্রই হবে জ্ঞানবুদ্ধিহীন॥
শুধুই পুরুষ নহে, শুন তপোধন।
হইবে কলির বশ যত নারীগণ॥
প্রকৃতির অংশভূতা যত নারী হয়।
তাহাদেরো দুঃখভোগ হইবে নিশ্চয়॥
জরাজীর্ণ হবে সবে বিংশতি বৎসরে।
যুবতী হইবে নারী অষ্ট বর্ষ পরে॥
অষ্ট বৎসরের কন্যা হবে ঋতুমতী।
বালিকা-বয়সে কন্যা হবে গর্ভবতী॥
প্রতিবর্ষে সন্তানাদি করিবে প্রসব।
ষোড়শ বৎসরে বৃদ্ধা হবে নারী সব॥
নতুবা হইবে বন্ধ্যা কামিনী সকল।
কন্যা-বিক্রয়ের প্রথা চলিবে কেবল॥
মাতা পত্নী পুত্রবধূ ভগিনী সবার।
কলিতে করিবে তারা ঘোর ব্যভিচার॥
ব্যভিচারে যেই ধন হবে উপার্জ্জন।
পুরুষ করিবে তাতে জীবন ধারণ॥
কলিকালে হরিনাম করি সঙ্কীর্ত্তন।
তার বিনিময়ে ধন করিবে অর্জ্জন॥
আপন কীর্ত্তির লাগি যশের কারণ।
কলিতে করিবে সবে ধন বিতরণ॥
দ্বিজগুরুবৃত্তি সব করিবে হরণ।
কন্যা-পুত্রবধূগামী হবে নরগণ॥
ভগিনী, বিমাতা, শ্বশ্রূ না করি বিচার।
করিবে সকল লোক নিত্য ব্যভিচার॥
একমাত্র নিজ মাতা করি পরিহার।
পরপত্নী সহ সবে করিবে বিহার॥
কার পতি কার পত্নী নাহি রবে ঠিক।
বিরাজ করিবে সদা পাপ চতুর্দ্দিক্॥
ভদ্রাভদ্র লঘু-গুরু, ভেদ না রহিবে।
যাহার যেমন ইচ্ছা তাই আচরিবে॥
মানুষেরা হবে সবে মিথ্যাবাদী শঠ।
ঘরে ঘরে বিরাজিবে পাষণ্ড লম্পট॥
সকলের প্রতি দ্বেষ সকলে করিবে।
ব্রহ্মহত্যা নরহত্যা সর্ব্বত্রে দেখিবে॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর বৈশ্য আদি যত।
হিংসাপরায়ণ হবে, পাপে হবে রত॥
লাক্ষা লৌহ পারদাদি করিবে বিক্রয়।
চড়িবে বৃষের পৃষ্ঠে শুন মহাশয়॥
দ্বিজ হ'য়ে শূদ্রবৎ করি আচরণ।
অবিচারে শূদ্র-অন্ন করিবে ভোজন॥
শূদ্র পত্নী সহ সবে করিবে বিহার।
না পালিবে পূজাবিধি শাস্ত্রীয় আচার॥
অমাবস্যা রাত্রিকালে করিবে ভোজন।
ব্রাহ্মণেরা উপবীত করিবে বর্জ্জন॥
প্রভাতে মধ্যাহ্নে কিংবা সায়াহ্নকালেতে।
না করিবে সন্ধ্যাহ্নিক শাস্ত্রবিধিমতে॥
দেবদ্বিজে গুরুজনে ভক্তির অভাব।
দেখিয়া বুঝিবে ইহা কলির প্রভাব॥
বেশ্যা রজস্বলা আর শূদ্র নারীগণ।
বিপ্রের রন্ধনশালে করিবে গমন॥
আহার-নির্ণয় আর যোনির বিচার।
থাকিবে না কোন কিছু কহি বার বার॥
সকলে হইবে ম্লেচ্ছ, বিভেদ না রবে।
বৃক্ষ ও মনুষ্য সব খর্ব্বাকৃতি হবে॥

বৃক্ষ সব হবে এক হস্ত পরিমাণ।
মানুষ হইবে সব অঙ্গুষ্ঠ সমান॥
সেইকালে কল্কিমূর্ত্তি করিয়া ধারণ।
আবির্ভূত হইবেন দেব নারায়ণ॥
বিষ্ণুযশা নামে বিপ্র ধর্ম্মপরায়ণ।
তার পুত্ররূপে জন্ম করিবে গ্রহণ॥
বিশাল ঘোটকে কল্কি করি আরোহণ।
তিন রাত্রে ম্লেচ্ছশূন্য করিবে ভুবন॥
ম্লেচ্ছশূন্য করি ধরা করিবে প্রস্থান।
পৃথিবী ঘেরিবে তবে দস্যু বলবান্॥
ধরা হবে অরাজক শান্তি নাহি রবে।
ছয় রাত্রি মহাবেগে বৃষ্টিপাত হবে॥
প্রলয়-বৃষ্টির বেগে এ পৃথিবী তবে।
জনশূন্য বৃক্ষশূন্য গৃহশূন্য হবে॥
উদিবে গগনমার্গে শুন অতঃপর।
তেজঃপূর্ণ ভয়ঙ্কর দ্বাদশ ভাস্কর॥
দ্বাদশ রবির সেই তেজের প্রভাবে।
ধরণীর জলরাশি শুষ্ক হ'য়ে য'বে॥
বাসের অযোগ্য হবে এই ধরাতল।
জলাভাবে জীবজন্তু সকলি বিকল॥
পাপের প্রভাব তাহা জানিবে নিশ্চয়।
সকলি ফলিবে যবে কালপূর্ণ হয়॥
ভীষণ সে কলিকাল হইলে অতীত।
ধর্ম্মে পরিপূর্ণ ধরা হইবে নিশ্চিত॥
সত্যযুগ ধরণীতে আসিবে আবার।
ধর্ম্মের প্রচার হবে পৃথিবী মাঝার॥
লুপ্ত ছিল সদাচার করিল প্রভাবে।
সত্যযুগে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে॥
বেদ-স্মৃতি-হরিনাম ধরাতে আবার।
প্রচলিত হবে সর্ব্বলোকের মাঝার॥
তপস্বী ধর্ম্মিষ্ঠ হবে আবার ব্রাহ্মণ।
ঘরে ঘরে পতিব্রতা হবে পত্নীগণ॥
ক্ষত্রিয়েরা পুনরায় হইবে নৃপতি।
ধার্ম্মিক ও বিপ্রভক্ত হবে তারা অতি॥
বাণিজ্য করিবে সদা যত বৈশ্যগণ।
বিপ্রের উপরে ভক্তি রবে অনুক্ষণ॥
শূদ্রজাতি পুণ্য কর্ম্ম করি আচরণ।
করিবে বিপ্রের সেবা সদা সর্ব্বক্ষণ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর যত বৈশ্যজন।
বিষ্ণুমন্ত্রী হবে সব বিষ্ণুপরায়ণ॥
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেতে হইবে বিদ্বান্।
ধর্ম্মজ্ঞ হইবে সবে, হবে বেদ-জ্ঞান॥
বেদবিধিমত সবে আচরণ করি।
পুণ্যকার্য্যে রত হবে ভজিবে শ্রীহরি॥
ঋতুস্নাতা ভার্য্যা সহ যত নরগণ।
শাস্ত্রের বিধান মত করিবে রমণ॥
সত্যযুগে ধর্ম্মহানি নাহি হবে আর।
অধর্ম্মের নাম লুপ্ত হবে চারিধার॥
সত্যযুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম মহাশয়।
ত্রেতাযুগে তিন পাদ জানিবে নিশ্চয়॥
দ্বাপরে দ্বিপাদ মাত্র অবশিষ্ট রয়।
কলিকালে ধর্ম্ম শুধু একপাদ হয়॥
কলিশেষে সমস্তই লোপ পেয়ে যাবে।
ডুবে যাবে ধরাতল পাপের প্রভাবে॥
সপ্ত বার ষোল তিথি শুন গুণাধার।
বার মাস ছয় ঋতু দুই পক্ষ আর॥
দ্বি অয়ন দিবারাত্রে আটটি প্রহর।
ত্রিশ দিনে এক মাস শুন তারপর॥
দ্বাদশ মাসেতে হয় একটি বৎসর।
পঞ্চবিধ বর্ষ হয় শুন গুণধর॥
কালসংখ্যা এইরূপ পৃথিবীর হয়।
অমরলোকের সংখ্যা শুন মহাশয়॥
দিব্য একাত্তর যুগে মন্বন্তর হয়।
তাহাই ইন্দ্রের আয়ু জানিবে নিশ্চয়॥
আটাশ ইন্দ্রের যবে হইবে পতন।
ব্রহ্মার একটি দিন হইবে তখন॥
এইরূপ একশত আট বর্ষ পরে।
ব্রহ্মার পতন হবে কহিনু তোমারে॥

প্রাকৃত প্রলয়কাল তাহারেই কয়।
প্রলয় সাগরে ধরা নিমজ্জিত রয়॥
জলেতে প্লাবিত হয় এ বিশ্ব-সংসার।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি নাহি থাকে আর॥
শ্রীকৃষ্ণে বিলীন হয় মুনি-ঋষিগণ।
প্রকৃতিও লীনা হয় শ্রীকৃষ্ণে তখন॥
প্রলয়ের কাল মাত্র কৃষ্ণের নিমেষ।
জগতের কিছু নাহি রহে অবশেষ॥
একমাত্র রহে সেই কৃষ্ণ ভগবান্।
বৈকুণ্ঠে গোলোক শুধু রহে বর্ত্তমান॥
আবার সৃজন হয় প্রলয়ের পরে।
কত যে প্রলয় হয় সংখ্যা কেবা করে॥
কত যে ব্রহ্মাণ্ড আছে কে করে গণন।
সৃষ্ট বস্তু আছে কত জানে কোন্ জন॥
কত ব্রহ্মা কত বিষ্ণু কত মহেশ্বর।
কে জানে আছয়ে কত ব্রহ্মাণ্ড ভিতর॥
ইহাদের সংখ্যা হয় কল্পনা-অতীত।
প্রলয় সহিত লয় শাস্ত্রের বিহিত॥
ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি কৃষ্ণ ভগবান্।
প্রকৃতি-অতীত তিনি শুন মতিমান্॥
কৃষ্ণ হন একমাত্র সত্য নারায়ণ।
প্রলয়ান্তে বিরাজেন তিনি সনাতন॥
অংশ মাত্র হয় তাঁর ব্রহ্মা ও প্রকৃতি।
বিরাট তাঁহার অংশ ওহে মহামতি॥
আপনি দ্বিভাগ হ'য়ে কৃষ্ণ ভগবান্।
গোলোকে দ্বিভুজরূপে করে অবস্থান॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তিরূপে নিত্যনিরঞ্জন।
বৈকুণ্ঠে রহেন নিত্য শুন তপোধন॥
প্রাকৃতিক সব বস্তু ব্রহ্মা আদি যত।
নশ্বর সকল জীব অনিত্য সতত॥
সত্যের স্বরূপ যিনি নিত্যসনাতন।
নির্লিপ্ত নির্গুণ যিনি হরিনারায়ণ॥
নিরুপাধি নিরাকার ভবের কাণ্ডারী।
ধরেন বিগ্রহ শুধু ভক্তে কৃপা করি॥
কৃষ্ণের যতেক রূপ কর দরশন।
কিছুতেই তৃপ্ত নাহি হবে তব মন॥
তাঁহারে জানিও সদা সৃষ্টির কারণ।
ভক্ত-তরে কলেবর করেন ধারণ॥
রতনে ভূষিত অঙ্গ অতি মনোহর।
দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্যামকলেবর॥
নবীন-কিশোর-রূপ গোপবেশধারী।
সবার ঈশ্বর তিনি গোলোক-বিহারী॥
সৃজন করেন ব্রহ্মা আজ্ঞায় তাঁহার।
তাঁর আজ্ঞা-বলে শিব করেন সংহার॥
তাঁর আজ্ঞা-বলে বিষ্ণু রক্ষা-কর্ত্তা হয়।
তাঁহার প্রসাদে জ্ঞান লভে সমুদয়॥
একমনে ভগবানে সেবা ভক্তি করি।
আদিমা প্রকৃতি হন ভুবন-ঈশ্বরী॥
সাবিত্রী কৃষ্ণের সেবা করি অনুক্ষণ।
হয়েছেন বেদমাতা বিদিত ভুবন॥
জগৎপূজিতা লক্ষ্মী তাঁহার কৃপায়।
দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা তাঁর মহিমায়॥
তাঁহার কৃপায় তিনি পূজিতা ভুবনে।
পতিরূপে পাইলেন দেব পঞ্চাননে॥
কৃষ্ণের বামাংশ-ভূতা রাধা-বিনোদিনী।
কৃষ্ণ-প্রাণ-অধিষ্ঠাত্রী রূপসী মানিনী॥
শত-শৃঙ্গ পর্ব্বতেতে করি আরোহণ।
বহু-বর্ষ ধরি কৃষ্ণে করে আরাধন॥
তুষ্ট হ'যে কৃষ্ণ তথা করি আগমন।
নিজবক্ষে রাধিকারে করিল ধারণ॥
অতঃপর বর তাঁরে করেন প্রদান।
আমার হৃদয়ে তুমি কর অধিষ্ঠান॥
আজ হ'তে মম বক্ষে কর অবস্থান।
সৌভাগ্যে গৌরবে হও আমার সমান॥
প্রকৃতি-প্রধানা তুমি হবে এ সংসারে।
আমিও পূজিব তোমা অতি সমাদরে॥
এত বলি রাধিকারে কৃষ্ণ ভগবান্।
করিলেন প্রিয়তমা, শুন মতিমান্॥

দুর্গা দেবী হিমালয়ে বহু বর্ষ ধরি।
কঠোর তপস্যা করে শাস্ত্র অনুসরি॥
তাহা দেখি ভগবান্ করে বর দান।
সবার আরাধ্যারূপে দুর্গা পূজা পান॥
কৃষ্ণের প্রসাদে দুর্গা বিশ্বমাতা হ'য়ে।
সংসারে বিরাজ করে প্রসন্ন হৃদয়ে॥
লক্ষবর্ষ করি তপ দেবী বীণাপাণি।
কৃষ্ণেরে করেন তুষ্ট, ওহে মহামুনি॥
কৃষ্ণ যাঁরে প্রীত হন সর্ব্বখ্যাতি তাঁর।
সকলের পূজা পান ভুবনমাঝার॥
তপস্যা করিয়া লক্ষ্মী পুষ্কর-তীর্থেতে।
ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী হলেন জগতে॥
কৃষ্ণ অতি হৃষ্টমতি কমলার প্রতি।
সেই হেতু নারায়ণ হন তাঁর পতি॥
সাবিত্রী করিলা ধ্যান মলয় পাহাড়ে।
দ্বিজগণ তাই পূজা করেন তাঁহারে॥
পূজিলেন ব্রহ্মা কৃষ্ণে শত মন্বন্তর।
নারায়ণ পূজিলেন তাঁরে নিরন্তর॥
চন্দ্র সূর্য্য ধর্ম্ম ইন্দ্র দেব মহেশ্বর।
পূজিলেন ভগবানে শত মন্বন্তর॥
বায়ু পূজা করিলেন শত যুগ ধ'রে।
দেব মুনি মনুগণ কৃষ্ণ-পূজা করে॥
কৃষ্ণের ভজনা করি দেবতা মানব।
জগতের পূজনীয় হইয়াছে সব॥
গুরুমুখে পুরাণাদি শুনিয়াছি যাহা।
অকপটে বিস্তারিয়া কহিলাম তাহা॥
আচার বিচার নাহি পালে যেইজন।
সে জনাও মুক্তি পায় কৃষ্ণের কারণ॥
কৃষ্ণ যদি প্রীত হন, সকলের প্রীতি।
কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে পরে নাহি তার গতি॥
কৃষ্ণের মহিমা বল কে বর্ণিতে পারে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সদা ভক্তি করে যাঁরে॥
কৃষ্ণ জ্ঞান কৃষ্ণ ধ্যান, মুক্তি তার হবে।
কৃষ্ণে ভক্তি আছে যার ধন্য সেই ভবে॥
আর কোন্ কথা তুমি করিবে শ্রবণ।
কহ মোরে, সবিস্তারে কহিব এখন॥

প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

● অষ্টম অধ্যায়

পৃথিবীর উৎপত্তি, তৎপূজাবিধি, ধ্যান, স্তোত্র ইত্যাদি কথন।

অতঃপর কহিলেন নারদ সুমতি।
তব মুখে শুনিলাম অপূর্ব্ব ভারতী॥
প্রাকৃত প্রলয়কালে জলের প্লাবনে।
জলময় হয় বিশ্ব জানি এতক্ষণে॥
কৃপা করি এবে মোরে কহ মহাশয়।
সে সময় বসুন্ধরা কোন্ স্থানে রয়॥
কোথা হ'তে আসে পুনঃ সৃষ্টির সময়।
জানিতে বাসনা মোর হয় সমুদয়॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্।
বসুধার জন্মকথা অদ্ভুত আখ্যান॥
মধুকৈটভের মেদে জন্ম বসুধার।
কেহ কেহ এই কথা কহে অনিবার॥
তাহাদের এই মতে দোষ রহিয়াছে।
কহি আমি সেই কথা শুন মোর কাছে॥
মধু ও কৈটভ নামে দুইটি অসুর।
বিষ্ণু সহ যুদ্ধ তারা করিল প্রচুর॥
মায়ার প্রভাবে মুগ্ধ তাদের অন্তর।
দর্পভরে ভগবানে দিতে চায় বর॥
কহিলেন ভগবান্ বর যদি দিবে।
তোমরা আমার হস্তে উভয়ে মরিবে॥
নিরুপায় হ'য়ে তারা কহে ভগবানে।
বধ কর আমাদের জলশূন্য স্থানে॥
সুতরাং এই কথা কর প্রণিধান।
তাহাদেরো আগে ধরা ছিল বর্ত্তমান॥

মধু-কৈটভের মেদে শুন অতঃপর।
বসুধা হইল অতি পুষ্ট-কলেবর ॥
মেদ-পরিপুষ্টা বলি কহি অবিরাম।
মেদিনী হইল তাই ধরণীর নাম ॥
কিন্তু যাহা শুনিযাছি ধর্ম্মের নিকটে।
সেই বিবরণ আমি কহি অকপটে ॥
মহান্ বিরাট্ যবে জল-মধ্যে রয়।
সর্ব্ব অঙ্গে মল তার হয় সে সময় ॥
সেই সব মলরাশি জমে স্তূপে স্তূপে।
প্রবেশ করিল তাহা তাঁর লোমকূপে ॥
সেই মলরাশি হ'তে জন্ম বসুধার।
অপূর্ব্ব কাহিনী এই কহিলাম সার ॥
পৃথ্বী রহে লোমকূপে মহাবিরাটের।
ভিন্ন ভিন্ন রূপে রহে মধ্যেতে দেহের ॥
আবির্ভূতা হয় পৃথ্বী সৃজন-সময়।
প্রলযকালেতে পুনঃ জলমগ্না হয় ॥
পর্ব্বত-কানন আছে পৃথিবী-ভিতর।
সপ্তদ্বীপ আর আছে সাতটি সাগর ॥
হিমালয মেরু আদি চন্দ্র বিভাকর।
বিরাজ করিছে সবে পৃথিবী-ভিতর ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি বিরাজেন তাতে।
বহু পুণ্যতীর্থ আছে তাই পৃথিবীতে ॥
নানারূপ দুর্গ আদি পৃথিবীতে আছে।
বিস্তারিয়া কহি সব শুন মোর কাছে ॥
পৃথিবীর অধোদেশে বিরাজে পাতাল।
ঊর্দ্ধদেশে ব্রহ্মলোক অতি সুবিশাল ॥
ধ্রুবলোক মাঝে যত ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে।
সব বিশ্ব সৃষ্ট হয় ধ্রুবলোক মাঝে ॥
গোলোক বৈকুণ্ঠ-ঊর্দ্ধে করে অবস্থান।
দুই লোক নিত্য শুধু শুন মতিমান্ ॥
এই দুই ভিন্ন আর যত কিছু আছে।
প্রলয়ে বিনাশ পায শুন মোর কাছে ॥
বিরাজ করেন শুধু কৃষ্ণ ভগবান্।
অন্য দেবগণ তাঁর অঙ্গে লয পান ॥
ইহা ভিন্ন সব বিশ্ব কৃত্রিম নশ্বর।
অপূর্ব্ব আখ্যান কহি শুন মুনিবর ॥
ব্রহ্মার পতন হ'লে কৃষ্ণ ভগবান্।
প্রথমে করেন সৃষ্টি বিরাট্ মহান্ ॥
মহা-প্রলয়ের কালে শুন মতিমান্।
রহিলেন কৃষ্ণ শুধু একা বর্ত্তমান ॥
বরাহকল্পের কালে দেবী বসুমতী।
সকলের কাছে তিনি পূজনীয়া অতি ॥
সুর মনু মুনি আর গন্ধর্ব্ব ব্রাহ্মণ।
পৃথ্বীরে সাদরে সবে করিলা পূজন ॥
শ্রুতিতে কথিত আছে দেবী বসুন্ধরা।
অবতার বরাহের পত্নী মনোহরা ॥
কৃষ্ণ ভগবান্ নিজে বরাহরূপেতে।
ধরিয়া ছিলেন পৃথ্বী দন্তের অগ্রেতে ॥
তেঁই ধরা দেবী ভজি কৃষ্ণ ভগবানে।
লভিলেন কুজ পুত্র অতি শুভক্ষণে ॥
মঙ্গল পুত্রের নাম শুন মহাশয।
ঘণ্টেশ নামেতে হয মহাতেজোময ॥
সুযশা ঘণ্টেশ ছিল অতি বলবান্।
ক্রমে ক্রমে সেই কথা কহি মতিমান্ ॥
এতেক শুনিলা যদি নারদ সুমতি।
করজোড়ে কহিলেন নারায়ণ প্রতি ॥
আপনি বলুন প্রভু, করি নিবেদন।
পূজিলেন বসুধারে কিসে দেবগণ ॥
কিরূপে বসুধা হন পত্নী বরাহের।
জনম-বৃত্তান্ত শুনি দেব মঙ্গলের ॥
উদ্ধার প্রণালী বল শুনি ভগবান্।
কি হইল পৃথিবীর পূজার বিধান ॥
আদ্য অন্ত না শুনিলে তৃপ্তি নাহি পাই।
সেই হেতু আপনারে নিবেদি গোঁসাই ॥
শুনিয়া নারদ-বাণী দেব নারায়ণ।
আনন্দে করেন তাঁর প্রার্থনা-পূরণ ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্।
সবিস্তারে কহি আমি অপূর্ব্ব আখ্যান ॥

হিরণ্যাক্ষ অসুরের ভয়ে পদ্মাসন।
শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করে অনুক্ষণ॥
তুষ্ট হ'য়ে ভগবান্ ব্রহ্মার স্তবেতে।
হিরণ্যাক্ষে বধিলেন বরাহ-রূপেতে॥
পাতাল হইতে করি ধরারে উদ্ধার।
পদ্ম-পত্র-সম জলে স্থাপেন আবার॥
ব্রহ্মা সেই মনোহর বসুধার তলে।
সৃজিলা অখিল বিশ্ব সমুদ্রের জলে॥
কোটিসূর্য্যসমপ্রভ ভগবান্ হরি।
আছিলেন বরাহের কলেবর ধরি॥
হেরিয়া ধরণীদেবী কামাতুরা অতি।
সকাম হলেন হরি ধরণীর প্রতি॥
মনোহর মূর্ত্তি হরি করিযা ধারণ।
বিজনে উত্তম শয্যা করেন রচন॥
মনোসাধ পূর্ণ প্রভু করেন ধরার।
দিব্য একবর্ষ সুখে করেন বিহার॥
সুন্দরী সে ধরাদেবী সুখের-আবেশে।
সম্ভোগের অন্তে মূর্চ্ছা যান অবশেষে॥
অতীত হইলে দিব্য একটি বৎসর।
চেতনা পাইয়া বিষ্ণু উঠে অতঃপর॥
ত্যজিয়া ধরারে তবে হরি সনাতন।
বরাহের রূপ পুনঃ করেন ধারণ॥
পৃথিবীরে পূজিলেন বিষ্ণু অনন্তর।
ধূপ দীপ সিন্দুরাদি দিযা মনোহর॥
বিহিতবিধানে হরি পূজিযা ধরারে।
কহিলেন তার প্রতি সহর্ষ অন্তরে॥
শুন শুন ধরাদেবী আমার বচন।
সবার আধারভূতা হইবে এখন॥
মুনি মনু দেব সিদ্ধ মনুষ্য সকল।
তোমারে করিবে পূজা সবে অবিরল॥
এই বর করিতেছি তোমারে প্রদান।
বিধিমত তব পূজা হবে অধিষ্ঠান॥
অম্বুবাচী ত্যাগ কালে, গৃহারম্ভ দিনে।
কিছু নাহি সিদ্ধ হবে তব পূজা বিনে॥
গৃহের প্রতিষ্ঠা আর প্রবেশের কালে।
তড়াগ উৎসর্গ দিনে পূজিবে সকলে॥
তব পূজা নাহি করে যেই মূঢ় জন।
নরকে যাইবে সেই আমার বচন॥
এত শুনি ধরাদেবী আনন্দিত মন।
করজোড়ে কহিলেন শুন সনাতন॥
তোমার চরণে প্রভু করি নিবেদন।
কেমনে সকল বস্তু করিব ধারণ॥
মুক্তা শুক্তি শিবলিঙ্গ শঙ্খ শিলা ফুল।
প্রদীপ মাণিক্য হীরা সুবর্ণ অতুল॥
জপমালা পুষ্পমালা কর্পূর চন্দন।
কেমনে এ সব বস্তু করিব ধারণ॥
হরিপূজা দ্রব্য আর শালগ্রাম শিলা।
তাহারে বহিতে নারি আমি যে অবলা॥
মণিরত্ন যজ্ঞসূত্র পুস্তক তুলসী।
বিষ্ণুর চরণোদক অতি গরীয়সী॥
ইহাদের ভার আমি সহিতে না পারি।
মুক্ত কর এই ভারে দযাময় হরি॥
বসুমতী-বাণী শুনি হরি সনাতন।
তুষ্ট হ'যে বরদান করেন তখন॥
ভগবান্ কহিলেন, যেই মূঢ়গণ।
তোমা'পরে এই বস্তু করিবে স্থাপন॥
কালসূত্র নরকেতে সেই জন যাবে।
দিব্য শতবর্ষকাল বহু কষ্ট পাবে॥
শুন শুন ধরাদেবী নাহি তব ভয়।
আমার বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়॥
এত বলি মৌনভাব ধরে ভগবান্।
ধরা-গর্ভ হ'তে জন্মে মঙ্গল শ্রীমান্॥
হরি ভজি ধরাদেবী গর্ভিণী আছিলা।
এই কালে তবে দেবী কুজে প্রসবিলা॥
প্রথমে পূজিলা হরি দেবী বসুধারে।
অনন্তর ব্রহ্মা পূজা করিলেন তাঁরে॥
পৃথুরাজ অতঃপর ভক্তিপূত মনে।
পূজিলা ধরণীদেবী অতীব যতনে॥

যেই মন্ত্রে পূজিলেন কৃষ্ণ ভগবান্।
সেই মন্ত্রে সবে পূজে ওহে মতিমান্॥
নারদ কহেন প্রভু করি আরাধনা।
পৃথিবীর ধ্যান কিবা জানিতে বাসনা॥
স্তব আর মূলমন্ত্র শুনি মহাশয়।
দয়া করি যদি কহ সমস্ত বিষয়॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্।
প্রথমে বরাহ করে পৃথিবীর ধ্যান॥
হরি আজ্ঞা অনুসারে দেবতা সকলে।
ধরণীর পূজা ধ্যান করে ভক্তিভরে॥
মুনি মনু মানবেরা পূজে তারপর।
ধ্যান স্তব কহি আমি শুন মুনিবর॥
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং বসুধায়ৈ স্বাহা।
হরি পূজিলেন পৃথ্বী এই মন্ত্র তাহা॥
চম্পকবরণী শুভ্রা শতচন্দ্রসমা।
চন্দনচর্চ্চিত দেহ, অতি মনোরমা॥
বিবিধ-ভূষণে যিনি ভূষিতা সর্ব্বদা।
বহ্নিসম শুদ্ধ বস্ত্র পরিধানে সদা॥
নিরন্তর হাস্যময়ী পূজ্যা অনুক্ষণ।
সেই বসুধারে পূজি ভক্তিযুক্ত মন॥
এই ধ্যানে সকলেই পূজে ধরণীরে।
ধরণীর স্তব কহি, শুন মুনি ধীরে॥
হে ধরণি, জয়শীলে আধার জয়ের।
জয়প্রদায়িনী তুমি পত্নী বরাহের॥
জয়ের বহন তুমি কর অনিবার।
মঙ্গলের অংশরূপা মঙ্গল-আধার॥
সকলের বীজরূপা শক্তি সকলের।
অভীষ্ট প্রদান তুমি কর জগতের॥
পুণ্যস্বরূপিণী তুমি দেবী সনাতনী।
পুণ্যের আশ্রয়ভূতা জগৎ-জননী॥
রত্নগর্ভা তুমি দেবী রত্নের আধার।
রত্নরূপে বিরাজিছ রমণী-মাঝার॥
সম্পত্তিশালিনী তুমি শস্যের আধার।
সর্ব্ববিধ শস্যে পূর্ণ হৃদয় তোমার॥
সম্পত্তিরূপিণী তুমি ভূমিপালদের।
অহঙ্কাররূপা তুমি ভূপালগণের॥
রাজকুল-পরায়ণা ভূমিপ্রদায়িনী।
ভূমি দান কর মোরে, বিশ্ববিমোহিনী॥
ধরণীর পূজা করি যেই নরগণ।
এই স্তব পাঠ করে ভক্তিযুক্ত মন॥
কোটিজন্ম ধরি সেই হয় মহীপতি।
ইহাতে সংশয় নাই, শুন মহামতি॥
ভূমিদান-পুণ্য-লাভ হয় এই স্তবে।
ভূমি-হরণের পাপ-মুক্ত হয় সবে॥
অম্বুবাচী দিনে কূপ করিলে খনন।
এই স্তবে সেই পাপ হইবে খণ্ডন॥
অন্যের ভূমিতে শ্রাদ্ধে যেই পাপ হয়।
এই স্তবে দূর হয় জানিবে নিশ্চয়॥
ভূমি'পরে বীর্য্যত্যাগ, দীপের স্থাপন।
এইসব পাপমুক্ত হয় সর্ব্বজন॥
যেইজন এই স্তব করে অনিবার।
শত-অশ্বমেধ-ফল লাভ হয় তার॥
এইরূপে নারায়ণ নারদ সকাশে।
পৃথিবী সৃজন কথা কহে সবিশেষে॥
মঙ্গলের জন্মকথা অপূর্ব্ব আখ্যান।
ধরণীর স্তব আর পূজার বিধান॥
কি তার পূজার মন্ত্র, কি তাহার ফল।
নারদের প্রতি বিষ্ণু কহেন সকল॥
বৈবর্ত্ত-পুরাণ কথা অমৃত মধুর।
শুনিলে পাতক রাশি হইবেক দূর॥
প্রকৃতিখণ্ডেতে আছে প্রকৃতি-কাহিনী।
পুণ্যপ্রদায়িনী আর পাপ বিনাশিনী॥

প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

● নবম অধ্যায়

পৃথিবীর উপাখ্যান এবং ভূমিদানের ফল-কথন।

পৃথিবীর বিবরণ শুনিয়া নারদ।
নারায়ণ প্রতি কন ভাবে গদগদ॥
নারদ কহেন পুনঃ শুন ভগবান্।
কৌতূহল বাড়ে মম শুনিতে আখ্যান॥
হরণ করিলে ভূমি কিংবা কোনো জন।
অম্বুবাচী দিনে মাটি করিলে খনন॥
অন্যের ভূমিতে শ্রাদ্ধ, কূপাদি-খনন।
ভূমিতে করিলে কেহ রেতের স্খলন॥
কোন্ পাপ হয় প্রভু কহ এইবার।
সমস্ত পাপের বল কিবা প্রতিকার॥
পৃথ্বীরে পূজিলে কোন্ পাপ হয় ক্ষয়।
পৃথিবীর জন্মকথা কহ মহাশয়॥
অগতির গতি প্রভু তুমি নারায়ণ।
কৃপা করি কর মোর প্রার্থনা পূরণ॥
ভকতবৎসল প্রভু দেব নারায়ণ।
কহিলেন সব কথা পুলকিত মন॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্।
তোমারে কহিব আমি অপূর্ব্ব আখ্যান॥
দ্বাদশ অঙ্গুল ভূমি বিপ্রে দেয় যেই।
বিষ্ণুর মন্দিরে যাবে মরণান্তে সেই॥
সর্ব্বশস্যযুক্ত ভূমি যে করে প্রদান।
বিষ্ণুপদে সেইজন করে অবস্থান॥
সে ভূমির রেণুসংখ্যা যতগুলি হয়।
তত বর্ষ বাস করে হরির আলয়॥
গ্রাম ভূমি ধান্য দান করে যেই জন।
যেই জন সেই বস্তু করিবে গ্রহণ॥
উভয়েই সর্ব্বপাপ-মুক্ত হ'য়ে যায়।
বৈকুণ্ঠে বসতি করে, সংশয় কি তায়॥
ভূমি প্রদানের যেই করে সমর্থন।
পুণ্যফলে করে সেই বৈকুণ্ঠে গমন॥
নিজদত্ত পরদত্ত ব্রাহ্মণের ধন।
হরণ করিলে হয় নরকে পতন॥
যত দিন চন্দ্রসূর্য্য রহে বিদ্যমান।
কালসূত্র নরকেতে করে অবস্থান॥
পুত্র পৌত্র সহ তার বংশধরগণ।
ভূমিশূন্য হ'য়ে করে নরকে গমন॥
গোচারণ মাঠে শস্য রোপে যেই জন।
কুম্ভীপাক নরকেতে করিবে গমন॥
চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত হয় যত দিনে।
ততকাল নরকেতে থাকে নির্ব্বাসনে॥
বিস্তারিয়া কহি সব, শুন মহাভাগ।
যেই জন রুদ্ধ করি গোষ্ঠ ও তড়াগ॥
রোপণ করিবে শস্য, শুন মতিমান্।
অসিপত্র নরকেতে করিবে প্রস্থান॥
চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের না হইলে পতন।
নরকেতে অবস্থান করে সেই জন॥
অপরের তড়াগের করি পঙ্কোদ্ধার।
যেজন উৎসর্গ করে বহু পুণ্য তার॥
যত রেণু আছে সেই পঙ্কের মাঝার।
তত বর্ষ ব্রহ্মলোকে রহে অনিবার॥
ভূস্বামীরে পিণ্ড আগে না করি প্রদান।
পিতৃশ্রাদ্ধ কেহ যদি করে অনুষ্ঠান॥
নরকে গমন সেই করিবে নিশ্চয়।
শাস্ত্রের বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়॥
ভূমিতে প্রদীপ যেই করিবে স্থাপন।
সপ্তজন্ম অন্ধ হ'যে রহে সেই জন॥
যেই জন শঙ্খ রাখে ভূমির উপরে।
সেই জন কুষ্ঠরোগে ভোগে জন্মান্তরে॥
ভূমি'পরে মুক্তা হীরা রাখয়ে যেজন।
সপ্ত জন্ম ধনহীন হয় সেই জন॥
শিবলিঙ্গ শিলা ভূমে করিলে স্থাপন।
কৃমিভক্ষ নরকেতে করিবে গমন॥
শত মন্বন্তর কাল রহিবে তথায়।
শাস্ত্রের বিধান ইহা সন্দেহ কি তায়॥

সূত্র মন্ত্র শিলা জল তুলসী চন্দন।
জপমালা পুষ্পমালা কর্পূর রোচন॥
রুদ্রাক্ষ ও কুশমূল ভূমে রাখে যেই।
মন্বন্তর কাল থাকে নরকেতে সেই॥
যজ্ঞসূত্র পুস্তকাদি রাখিলে ভূমিতে।
জন্ম কভু নাহি হয় বিপ্রের যোনিতে॥
ব্রহ্মহত্যাকারী-তুল্য পাপী সেই জন।
হে নারদ, শুন ইহা শাস্ত্রের বচন॥
অশেষ বিশেষে কহি বিধি ও বিধান।
মানিয়া চলিবে যার আছে শাস্ত্রজ্ঞান॥
লঙ্ঘিবারে চেষ্টা যদি করে মূঢ়জন।
অবশ্য হইবে সেই পাপের ভাজন॥
যজ্ঞ সমাপন করি যেই মূর্খজন।
ভূমি'পরে নাহি করে ক্ষীরের সেচন॥
অতিশয় তাপ পায় সেই অনিবার।
তপ্ত নরকেতে সদা গতি হয় তার॥
ভূমিকম্প-কালে আর গ্রহণ-সময়।
খনন করিলে ভূমি মহাপাপী হয়॥
জন্মান্তরে বিকলাঙ্গ হয় সেই জন।
অতি সত্য কথা ইহা শাস্ত্রের বচন॥
অতঃপর কহি শুন কিরূপে বসুধা।
ধরে পরিচয় আর বিচিত্র অভিধা॥
প্রতিটি নামের সঙ্গে অর্থ আছে যুত।
পরম আনন্দ পাবে হবে মনঃপূত॥
জনের ভবন তাই ভূমি তার নাম।
অপূর্ব্ব শাস্ত্রের কথা শুন গুণধাম॥
জনে জনে ধনরত্ন দান করে ধরা।
এই হেতু নাম তার হয় বসুন্ধরা॥
শ্রীহরির উরুদেশে জন্ম হয় তাঁর।
তাই তাঁর উর্ব্বী নাম জানি অনিবার॥
পৃথিবী সকল বস্তু করেন ধারণ।
ধরিত্রী ধরণী নাম তাহার কারণ॥
এই ধরা বহু যাগ যজ্ঞের আধার।
সকলেই জানে তাই ইজ্যা নাম তাঁর॥

খণ্ড প্রলয়ের কালে ক্ষীণকায়া থাকে।
তাই তাঁরে সর্ব্বজন ক্ষৌণী ব'লে ডাকে॥
মহাপ্রলয়ের কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।
সেইহেতু সর্ব্বজন ক্ষিতি তারে কয়॥
কশ্যপ-তনয়া পৃথ্বী তাই সর্ব্বজন।
কাশ্যপী নামেতে তারে জানে অনুক্ষণ॥
অচলা তাঁহার নাম সদা স্থির তাই।
নিশ্চল ভাবেতে দেবী রহে সর্ব্বদাই॥
বিশ্বের ধারণ করে দেবী মনোহরা।
সর্ব্বজনে জানে তাই নাম বিশ্বম্ভরা॥
রূপেতে নাহিক অন্ত দেবী বসুধার।
তাইতে অনন্তা নাম হইল তাঁহার॥
পৃথুর তনয়া বলি শুন গুণধাম।
সর্ব্বলোকে দিলা তারে পৃথিবী এ নাম॥
পৃথিবী মাহাত্ম্য কথা অতি মনোহর।
কহিলাম সব কথা তোমার গোচর॥
আর কি জানিতে বাঞ্ছা কহ তপোধন।
সবিস্তারে আমি তাহা করিব বর্ণন॥
এত বলি ভগবান্ নীরব হইলা।
প্রকৃতিখণ্ডেতে পৃথ্বী-মাহাত্ম্য রচিলা॥

প্রকৃতিখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

● দশম অধ্যায়

গঙ্গার আবির্ভাব ও তাঁহার স্তবপূজা-কথন।

নারদ কহিলা তবে, শুন ভগবান্।
শুনিলাম পৃথিবীর সব উপাখ্যান॥
দয়া করি কহ দেব, করি নিবেদন।
গঙ্গা-উপাখ্যান আজি করহ বর্ণন॥
কোন্ যুগে গঙ্গা সতী কার প্রার্থনায়।
সরস্বতী অভিশাপে আসিলা ধরায়॥
জানিতে সকল কথা জাগে অভিলাষ।
বর্ণনা করিয়া তাহা পূর্ণ কর আশ॥

নারদের কথা শুনি আনন্দিত মন।
বিস্তারি কহেন তারে দেব নারায়ণ ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্।
বিস্তারিয়া কহি আমি অপূর্ব্ব আখ্যান ॥
সগর নামেতে ছিল রাজরাজেশ্বর।
অতীব প্রতাপশালী সূর্য্যবংশধর ॥
দুই পত্নী মনোরমা ছিল সে রাজার।
বৈদর্ভী একের নাম, শৈব্যা দ্বিতীয়ার ॥
সগর নৃপতি ছিল অতি গুণবান্।
সত্যবাদী সত্যনিষ্ঠ অতীব মহান্ ॥
শৈব্যার গর্ভেতে হয় পুত্র মনোহর।
অসমঞ্জ নাম তার অতি গুণধর ॥
বৈদর্ভী নামেতে পত্নী সগররাজের।
পুত্র তরে আরাধনা করিলা শিবের ॥
শিবের বরেতে হয় গর্ভের সঞ্চার।
শতবর্ষ সেই গর্ভ থাকিল তাহার ॥
অবশেষে মাংসপিণ্ড করিল প্রসব।
তাহা দেখি মহাদেবে করে রাণী স্তব ॥
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে সতী অতি ক্ষুণ্ণ মন।
ব্রাহ্মণের বেশে শম্ভু আসিলা তখন ॥
বহু অংশে মাংসপিণ্ড করিয়া বিভাগ।
ষাটটি হাজার পুত্র করে মহাভাগ ॥
মহা পরাক্রমশালী অতি বলবান্।
প্রভা যেন মধ্যাহ্নের সূর্য্যের সমান ॥
কালক্রমে সেই পুত্রগণ অকস্মাৎ।
কপিলের কোপে সব হৈল ভস্মসাৎ ॥
নিদারুণ শোকাবেগে সগর তখন।
ত্যজিলেন নিজদেহ পুত্রের কারণ ॥
গঙ্গারে আনিতে শেষে পৃথিবী-মাঝারে।
অসমঞ্জ লক্ষ বর্ষ পূজা করে তাঁরে ॥
অতঃপর পরলোকে করেন গমন।
শাস্ত্রের বচন ইহা, শুন তপোধন ॥
গঙ্গার কারণে তাঁর পুত্র অংশুমান্।
লক্ষ বর্ষ ধরি করে জাহ্নবীর ধ্যান ॥
তারপর পরলোকে করিলা গমন।
গঙ্গারে পূজিল পুত্র দিলীপ তখন ॥
লক্ষ বর্ষ পূজিলেন হ'য়ে এক মন।
অনন্তর পরলোকে করেন গমন ॥
পুত্র তাঁর ভগীরথ অতি বিচক্ষণ।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য ভক্তিপরায়ণ ॥
অজর অমর তিনি অতি গুণবান্।
লক্ষ বর্ষ করিলেন জাহ্নবীর ধ্যান ॥
অনন্তর পাইলেন কৃষ্ণের দর্শন।
দ্বিভুজ মুরলীধারী মদন-মোহন ॥
কিশোর গোপের বেশ পরম ঈশ্বর।
স্বেচ্ছাময় পরব্রহ্ম শ্যাম-কলেবর ॥
কৃষ্ণেরে হেরিয়া রাজা করিলা প্রণাম।
ভক্তিভরে স্তব-স্তুতি করে অবিরাম ॥
বংশ-উদ্ধারের হেতু চাহিলেন বর।
শুন শুন মতিমান্ কথা মনোহর ॥
জাহ্নবীরে কৃষ্ণ যেই করেন স্মরণ।
গঙ্গাদেবী করিলেন তথা আগমন ॥
ভক্তিভরে শ্রীহরিরে করিয়া প্রণাম।
কৃতাঞ্জলি পুটে র'ন শুন গুণধাম ॥
মনোহর রূপ তাঁর করিয়া দর্শন।
কৃষ্ণ ভগবান্ তাঁরে কহেন তখন ॥
শুন শুন সুরেশ্বরি বচন আমার।
ভারতী-শাপেতে যাও ভারত মাঝার ॥
ভারতে গমন করি আজ্ঞায় আমার।
সগরসন্তানগণে করহ উদ্ধার ॥
সুপবিত্র হোক তারা তোমার স্পর্শনে।
আসুক হেথায় দিব্য রথ-আরোহণে ॥
কহিলেন গঙ্গাদেবী, শুন ভগবান্।
ভারত মাঝারে আমি করিব প্রস্থান ॥
ভারতীর শাপে আর তোমার-আজ্ঞায়।
ভারতে যাইব আমি সংশয় কি তায় ॥
কিন্তু প্রভু পৃথিবীর যত পাপিগণ।
মোর জলে সর্ব্বপাপ করিবে অর্পণ ॥

দয়া করি কহ প্রভু কৃষ্ণসনাতন।
কিরূপে হইবে মোর সে পাপ-মোচন॥
কৃপা করি কহ তুমি কৃষ্ণ ভগবান্।
কতকাল হবে মোর সেথা অবস্থান॥
কহ প্রভু সর্ব্বেশ্বর বিভু সনাতন।
কবে তব পাদপদ্ম করিব দর্শন॥
অন্তরাত্মা তুমি প্রভু জান তুমি সব।
কৃপা করি সব কথা বল হে কেশব॥
কৃষ্ণ কহিলেন, শুন গঙ্গে সুরেশ্বরি।
তব কাছে সব আমি নিবেদন করি॥
অবশ্য হইবে তব ইচ্ছার পূরণ।
মম আশীর্ব্বাদ কভু না হয় খণ্ডন॥
জানি আমি সব তব বাঞ্ছিত বিষয়।
রুদ্ররূপী লবণাম্বু পতি তব হয়॥
মম অংশ স্বরূপ সে লবণ সাগর।
লক্ষ্মীস্বরূপিণী তুমি অতি মনোহর॥
লবণ সমুদ্রে সেথা তোমার সঙ্গমে।
অতি পুলকিত হবে শুন মনোরমে॥
ভারতীর অভিশাপে ভারত মাঝার।
বিরাজ করিবে বর্ষ পাঁচটি হাজার॥
করিবে সুরত-ক্রীড়া সমুদ্রের সহ।
মিলিতা হইয়া তুমি রবে অহরহ॥
ভারতের অধিবাসী নরনারী যত।
ভগীরথ-কৃত স্তব করিবে সতত॥
ভক্তিভরে তব ধ্যান করিবে যে জন।
করিবে প্রণাম স্তব, করিবে পূজন॥
অশ্বমেধ যজ্ঞফল হইবে তাহার।
বর্ণিয়াছে এই কথা শাস্ত্রে বারংবার॥
তোমার মহিমা যত বলি সবিস্তারে।
যেজন শুনিবে তার সর্ব্ব পাপ হরে॥
শতেক-যোজন দূরে রহি কোন জন।
গঙ্গা গঙ্গা যদি মুখে করে উচ্চারণ॥
সর্ব্ব পাপ হ'তে মুক্ত সেইজন হয়।
বিষ্ণুলোকে যাবে সেই নাহিক সংশয়॥
পাপীরা করিবে স্নান সলিলে তোমার।
তব জলে প্রক্ষালিবে সর্ব্বপাপভার॥
সেই পাপ ভার হৈতে মুক্তির উপায়।
রয়েছে জাহ্নবী তব, সন্দেহ কি তায়॥
মম ভক্ত কেহ তোমা করিলে দর্শন।
সর্ব্বপাপ-মুক্ত তুমি হইবে তখন॥
সহস্র পাপীর শব করিয়া স্পর্শন।
যে পাপ হইবে তব শুন অনুক্ষণ॥
মম মন্ত্র-উপাসক স্নান করে যদি।
সর্ব্বপাপমুক্ত তুমি হবে নিরবধি॥
যেস্থানে আমার নাম হইবে কীর্ত্তন।
অন্য নদীসহ সেথা করিবে গমন॥
সেই স্থান মহাতীর্থে হবে পরিণত।
মহাপুণ্যময় ভূমি হইবে সতত॥
স্পর্শ করি রেণু তার পাপী শুদ্ধ হবে।
রেণুপরিমিত বর্ষ বৈকুণ্ঠেতে রবে॥
সজ্ঞানে আমার নাম স্মরিবে যেজন।
মৃত্যু'পরে বৈকুণ্ঠেতে করিবে গমন॥
হরিপারিষদরূপে চিরকাল রবে।
সর্ব্বপাপ দূরে যাবে, মহাপুণ্য হবে॥
পড়িবে যাহার অস্থি সলিলে তোমার।
বৈকুণ্ঠে বসতি ধ্রুব হইবে তাহার॥
নিজকর্ম্ম-অনুযায়ী ফলভোগ-শেষে।
সারূপ্য মুকতি দান করি অবশেষে॥
মৃত্যুকালে অজ্ঞানেতে যদি কোন জন।
দৈববশে তব জল করয়ে স্পর্শন॥
সারূপ্য মুকতিদান করি আমি তায়।
পারিষদ করি তারে বৈকুণ্ঠ-সভায়॥
কিংবা যদি কোন জন অন্যস্থানে থাকে।
ভক্তিভরে যদি সেই গঙ্গা ব'লে ডাকে॥
সারূপ্য মুকতিদান করি আমি তারে।
আমাতে বিলীন হ'যে সদা বাস করে॥
গঙ্গা-ভিন্ন স্থানে থাকি যদি কোন জন।
মৃত্যুকালে মম নাম করয়ে স্মরণ॥

যতদিন শ্রীব্রহ্মার পতন না হয়।
সালোক্য মুকতিদান করি সে সময় ॥
আমার ভক্তের যারা বন্ধু ও বান্ধব।
দুর্লভ গোলোক মাঝে যাবে তারা সব ॥
মম ভক্ত-সমীপেতে মৃত্যু যার হয়।
পবিত্র তাহারা সদা জীবন্মুক্ত রয় ॥
গঙ্গারে কহিয়া হরি এতেক বচন।
ভগীরথে ডাকি কাছে কহেন তখন ॥
ভক্তিপূর্ণ মনে তুমি কর গঙ্গা-স্তব।
বিধিমত কর তুমি পূজা আদি সব ॥
অতঃপর ভগীরথ হরির কথায়।
ধ্যান স্তোত্রে দ্বারা পূজে গঙ্গারে তথায় ॥
অনন্তর গঙ্গাদেবী ভগীরথ আর।
শ্রীকৃষ্ণেরে ভক্তিভরে করে নমস্কার ॥
প্রণাম লভিয়া শেষে কৃষ্ণ ভগবান্।
হৃষ্টমনে তথা হ'তে করিলা প্রস্থান ॥
অতঃপর ভগীরথ স্তবস্তুতি করি।
গঙ্গারে আনেন এই পৃথিবী-উপরি ॥
ভস্মীভূত ছিল যত সগর-নন্দন।
গঙ্গার পরশে সবে পাইল জীবন ॥
দিব্য কলেবর ধরি লভে পরিত্রাণ।
বৈকুণ্ঠ নগরে যায় চড়িয়া বিমান ॥
নারদ কহিলা প্রভু, শুনিনু সকল।
আরো কিছু শুনিবারে পরাণ চঞ্চল ॥
কৃপা করি ভগবান্ বলুন আমায়।
কোন্ স্তবে ভগীরথ পূজিলা গঙ্গায় ॥
এত শুনি নারায়ণ কহিলেন সব।
হরিনারায়ণ পূর্ব্বে কহে যেই স্তব ॥
যেই স্তব কহিলেন নিকটে ব্রহ্মার।
ভগীরথ সেই স্তব করে বারবার ॥
লক্ষ্মীকান্তে একদিন ব্রহ্মা ডাকি কন।
বিষ্ণুপদী-গঙ্গা-স্তব করুন কীর্ত্তন ॥
পাপ-বিনাশক স্তব শুনিতে মনন।
তাহা শুনি ব্রহ্মাদেবে কহে নারায়ণ ॥
শুনিয়া শিবের গীতি অতি মুগ্ধ মন।
রাধা কৃষ্ণ দ্রবীভূত হলেন তখন ॥
সেই জল হ'তে গঙ্গা সমুদ্ভূতা হয়।
পুরাণের কথা এই জানিবে নিশ্চয় ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্।
অতঃপর কহি আমি অপূর্ব্ব আখ্যান ॥
অনন্তর ভগীরথ পূজিযা গঙ্গারে।
আনিলেন হৃষ্টমনে ভারত মাঝারে ॥
স্পর্শ করি গঙ্গাজল সগর-সন্তান।
উদ্ধার পাইয়া করে বৈকুণ্ঠে প্রস্থান ॥
ভগীরথ পৃথিবীতে আনিলা গঙ্গারে।
ভাগীরথী নাম হয় ভারত মাঝারে ॥
নারদ কহিলা প্রভু করি নিবেদন।
কৃপা করি আরো কিছু করুন কীর্ত্তন ॥
শিবের সঙ্গীত শুনি শ্রীরাধা ও হরি।
কিরূপে হইলা দ্রব, কহ কৃপা করি ॥
উপস্থিত ছিল যাঁরা তাঁদের নিকটে।
কিবা হৈল তাহাদের কহ অকপটে ॥
বিস্তার করিয়া কহ প্রভু নারায়ণ।
সর্ব্ব কথা শুনিবারে মন উচাটন ॥
নারদের অনুনয়ে দেব নারায়ণ।
প্রীত হ'য়ে সবিস্তারে করেন বর্ণন ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্।
সবিস্তারে কহি আমি অপূর্ব্ব আখ্যান ॥
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা রাতে রাধা মহোৎসবে।
রাসেতে ছিলেন কৃষ্ণ শ্রীরাধার স্তবে ॥
বিহার করিয়া কৃষ্ণ বিহিত বিধানে।
প্রকৃতি রূপিণী রাধা পূজে একমনে ॥
শ্রীকৃষ্ণ দেবীরে যেই করেন পূজন।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ পূজেন তখন ॥
বীণাধ্বনি করিলেন দেবী সরস্বতী।
কৃষ্ণগুণ গান করে মিষ্ট কণ্ঠে অতি ॥
গান শুনি ব্রহ্মাদেব মহা তুষ্ট হন।
শিরোরত্ন হার তারে করিলা অর্পণ ॥

শুনিয়া মধুর গীতি শ্রীকৃষ্ণ আপনি।
প্রদান করেন তারে কৌস্তুভের মণি॥
শ্রীরাধিকা রত্নহার দেন উপহার।
নারায়ণ বনমালা দেন চমৎকার॥
মকর কুণ্ডল দিলা লক্ষ্মীদেবী তারে।
বিষ্ণুভক্তি দুর্গাদেবী দিলা নির্ব্বিচারে॥
ধর্ম্ম যশ ধর্ম্মবুদ্ধি ধর্ম্ম দিলা তায়।
বিশুদ্ধ বসন দিলা অনল সেথায়॥
মণির নূপুর বায়ু করিলেন দান।
শ্রেষ্ঠ বস্তু সকলেই করেন প্রদান॥
ব্রহ্মা অনুরোধে তথা দেব মহেশ্বর।
করিলেন কৃষ্ণগান অতি মনোহর॥
অপূর্ব্ব শিবের গীত করিয়া শ্রবণ।
মূর্চ্ছিত হইয়া রহে যত সুরগণ॥
ক্ষণকাল পরে যবে লভিলা চেতন।
কৃষ্ণরাধাহীন রাস করিলা দর্শন॥
অদ্ভুত সে দৃশ্য দেখে দেবতা সকল।
জলাকীর্ণ হইয়াছে রাসের মণ্ডল॥
গোপ গোপী সুর আর যতেক ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণ রাধা নাহি হেরি করিলা ক্রন্দন॥
অতঃপর চতুর্ম্মুখ বসিলেন ধ্যানে।
বুঝিলেন সব কথা বিষ্ণুতত্ত্বজ্ঞানে॥
শিবের সঙ্গীত শুনি রাধা বিনোদিনী।
কৃষ্ণসহ দ্রবীভূত হইলা তখনি॥
ব্রহ্মা কহিলেন শুন, এই সত্য সার।
শুনিয়া দেবতাকুলে আনন্দ অপার॥
অনন্তর ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ।
ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের করেন স্তবন॥
হে প্রভো, হে ভগবান্, করি নিবেদন।
তব মূর্ত্তি আমাদের করাও দর্শন॥
সহসা আকাশবাণী হইল তখন।
মম বাক্য মন দিয়া শুন দেবগণ॥
পরমাত্মারূপী আমি জীব সবাকার।
শক্তিস্বরূপিণী রাধা হইল আমার॥
শরীর ধারণে তাই কিবা প্রয়োজন।
গোলোকে আসিয়া মোরে করিবে দর্শন॥
ভক্তের মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবারে।
রূপ পরিগ্রহ করি জগৎ মাঝারে॥
আমারে হেরিতে যদি অভিলাষ হয়।
মম মন্ত্র ধ্যান সদা কর মহাশয়॥
শুন শুন বাক্য মম ওহে পদ্মাসন।
মম মন্ত্র মহেশ্বরে করহ অর্পণ॥
শপথ করিয়া যদি শিব গুণাধার।
মম মন্ত্র ধরামাঝে করেন প্রচার॥
মহেশ্বর মম শাস্ত্র করিলে রচন।
মম মন্ত্র-উপাসক হবে নরগণ॥
শপথ করুন ইথে দেব পশুপতি।
তবেই হেরিবে পুনঃ আমার মুরতি॥
কৃষ্ণের আকাশবাণী শুনিয়া তখন।
আনন্দিত হইলেন দেব পঞ্চানন॥
গঙ্গাবারি ল'য়ে করে শিব অনন্তর।
প্রতিজ্ঞা করেন পরে প্রফুল্ল অন্তর॥
কৃষ্ণের আদেশ আমি করিব পালন।
উত্তম শাস্ত্রের কথা করিব রচন॥
গঙ্গাবারি হাতে ল'য়ে যদি কোন জন।
মিথ্যা বাক্য কয়, হবে নরকে পতন॥
যতদিন শ্রীব্রহ্মার না হয় পতন।
কালসূত্রে ততদিন রবে সেই জন॥
কহিলেন মহেশ্বর যেই এই কথা।
রাধাসহ কৃষ্ণহরি আসিলেন তথা॥
কৃষ্ণের মোহন মূর্ত্তি করিয়া দর্শন।
আবার উৎসবে মত্ত সর্ব্ব দেবগণ॥
কালক্রমে ভগবান্ শিব মহেশ্বর।
স্মরিলেন পূর্ব্বকথা মনের গোচর॥
আপন প্রতিজ্ঞামত রচি শাস্ত্রবিধি।
প্রচার করেন শিব তত্ত্ব নিরবধি॥
সেই কাল হৈতে বিশ্বে শাস্ত্রের প্রচার।
শুন শুন মুনিবর জগতের সার॥

ইহার পরের কথা সংক্ষিপ্ত অতীব।
যেমতে গঙ্গার সৃষ্টি তাহাই কহিব॥
রাধাকৃষ্ণ অঙ্গ হ'তে গঙ্গার উদয়।
গোলোক হইতে আসি পৃথিবীতে বয়॥
ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী গঙ্গাদেবী সদা।
কৃষ্ণের স্বরূপা দেবী পূজিতা সর্ব্বদা॥
নারায়ণ করিলেন শেষ তাঁর কথা।
ব্যাসদেব রচিলেন পুরাণের গাথা॥
বৈবর্ত্ত-পুরাণমাঝে সব পাবে তাহা।
শৌনকে করেন ব্যাখ্যা সৌতি মুনি যাহা॥
হরিভক্ত দেবসুত ভাষায় প্রকাশি।
বৈষ্ণবজনের কাছে উপনীত আসি॥
যেইজন শুনে এই পুরাণ কাহিনী।
সেইজন মুক্তি পাবে আছে শাস্ত্রবাণী॥

প্রকৃতিখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

● একাদশ অধ্যায়

গঙ্গার উপাখ্যান।

নারায়ণ বাক্য শুনি দেবর্ষি নারদ।
হইলেন উল্লসিত ভাবে গদগদ॥
তথাপি না হয় তাঁর পরিতৃপ্ত মন।
নারায়ণ পাশে তাই করে নিবেদন॥
নিবেদন করি প্রভু দেব নারায়ণ।
জাহ্নবীর কথা আরো করুন কীর্ত্তন॥
পঞ্চবর্ষ সহস্রান্তে জাহ্নবী তখন।
করিবেন কোন্ স্থানে আবার গমন॥
নারায়ণ কহিলেন, কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
যাইবেন গঙ্গাদেবী বৈকুণ্ঠ-সভায়॥
স্মরণ করহ তুমি পূর্ব্ব কথা যত।
সরস্বতী অভিশাপ দেন যেই মত॥
সরস্বতী-শাপে বর্ষ পাঁচটি হাজার।
রহিবেন গঙ্গাদেবী ভারত মাঝার॥
শাপমুক্ত হ'লে শেষে বৈকুণ্ঠভবনে।
আসিয়া পাবেন গঙ্গা হরিনারায়ণে॥
লক্ষ্মী-সরস্বতী দোঁহে শাপ অবসানে।
আসিবেন পুনরায় শ্রীহরির স্থানে॥
গঙ্গা লক্ষ্মী সরস্বতী এই তিন জন।
শ্রীহরির ভার্য্যা বলি সুবিদিত হন॥
তুলসী চতুর্থ ভার্য্যা শ্রুতির বচন।
চারি ভার্য্যা মনোরমা অতি সুদর্শন॥
নারদ কহেন প্রভু করুন বর্ণন।
কিরূপে জাহ্নবীদেবী হরিপ্রিয়া হন॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্।
কহিব তোমারে আমি অপূর্ব্ব আখ্যান॥
দ্রবরূপা গঙ্গাদেবী গোলোক মাঝারে।
রাধাকৃষ্ণ-অঙ্গভূতা জানি বারে বারে॥
রাধাকৃষ্ণ-অংশভূতা, সন্দেহ কি তার।
হে নারদ, শুন শুন বচন আমার॥
দ্রবময়ী জাহ্নবীর অধিষ্ঠাত্রী যিনি।
অনন্ত সৌন্দর্য্য তাঁর বিশ্ববিমোহিনী॥
নবীন-যৌবনা তিনি রত্নে বিভূষিতা।
শরতের পদ্মসম সদ্য বিকশিতা॥
পূর্ণিমার চন্দ্রসম অতি শোভা তাঁর।
শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপিণী, অতি চমৎকার॥
পীন পয়োধর তার অতীব সুন্দর।
কঠিন বর্ত্তুলাকৃতি অতি মনোহর॥
মনোহর নেত্রদ্বয় অতি সুদর্শন।
বদনমণ্ডলে শোভে সিন্দুর চন্দন॥
অধরোষ্ঠ আরক্তিম গণ্ড মনোহর।
দন্তরাজি শোভে তাঁর অতীব সুন্দর॥
বহ্নিসম শুদ্ধ বস্ত্র করেন ধারণ।
বিশ্ববিজয়িনী কান্তি, শুন তপোধন॥
অপূর্ব্ব তাঁহার রূপ করি দরশন।
সকলে মোহিত হয় গোলোকে তখন॥
সকামা হইয়া দেবী সেথা অতঃপর।
কৃষ্ণের বদন পানে চান নিরন্তর॥



অতঃপর ভগীরথ সহর্ষ মূর্ত্তি দেখি।
গঙ্গার চরণে এই প্রণতি করিল

পৃঃ—১৬২

বসনে নিজের মুখ করি আচ্ছাদন।
হর্ষ-লাজে হেরিছেন কৃষ্ণের বদন॥
প্রফুল্ল মুখেতে মৃদু হাস্য নিরন্তর।
সঙ্গমের অভিলাষে কাঁপিছে অন্তর॥
হেরিয়া হরির রূপ কাঁপে কলেবর।
হ'লেন মূর্চ্ছিতপ্রায় দেবী অতঃপর॥
অকস্মাৎ সেইস্থানে সেই অবকাশে।
আসিলেন শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের সকাশে॥
ত্রিশকোটি গোপী আসে রাধিকার সনে।
কোটিচন্দ্রসম প্রভা রাধার বদনে॥
ধীরে ধীরে নিকটেতে আসিলা যখন।
পদতলে অর্ঘ্য দিল দেব নিরঞ্জন॥
বসিল শ্রীরাধা পরে রতন আসনে।
সখীরা তুষিল তারে চামর ব্যজনে॥
সহসা গঙ্গার দশা নিরীক্ষণ করি।
রোষেতে জ্বলিয়া ওঠে রাধিকা সুন্দরী॥
রক্তবর্ণ হয় তার নয়ন যুগল।
ক্রোধেতে হৃদয় তার হইল চঞ্চল॥
রাধার এতেক ভাব দেখিয়া শ্রীহরি।
মধুর বচনে তবে সম্ভাষণ করি॥
করিলেন নানা মতে আদর তখন।
গোপীগণ প্রণমিল শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥
হেনকালে গঙ্গাদেবী করিয়া উত্থান।
সবিনয়ে শ্রীরাধার কুশল শুধান॥
মহাভয়ে কণ্ঠতালু শুষ্ক হয় তাঁর।
ধ্যানযোগে নারায়ণে ডাকেন এবার॥
বুঝিয়া গঙ্গার ভীতি হরি সনাতন।
হৃদয়ে অভয়দান করেন তখন॥
কৃষ্ণের অভয় লাভ করি অতঃপর।
জাহ্নবীর হ'ল তবে সুস্থির অন্তর॥
তবে রাধা জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণের সকাশে।
কামাতুরা নারী কেবা রহে তব পাশে॥
কহ নাথ প্রাণেশ্বর, কে ইনি কল্যাণী।
সকামে দেখেন তোমা, কেবা এ কামিনী॥

বস্ত্র দ্বারা মুখ কেন দেখি আচ্ছাদন।
নিরীক্ষণ করিছেন তোমার বদন॥
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা-প্রায় কামাতুরা অতি।
ইঁহারে দর্শন করি তুমি হৃষ্টমতি॥
আমা দরশন করি তোমার যে ভাব।
দেখিতেছি তব মাঝে, এ কী এ স্বভাব॥
ইহারে হেরিয়া তব সকাম অন্তর।
কেন এই আচরণ কহ প্রাণেশ্বর॥
যতদিন আছি আমি গোলোক-মাঝার।
ততদিন কেন তব এ হীন আচার॥
কামুক লম্পট তুমি যদি ইষ্ট চাও।
এই ভার্য্যাসহ তুমি দূরে চলে যাও॥
গোলোক নগরে নাহি হইবে অন্যথা।
আমার বচন এই পালিবে সর্ব্বথা॥
নতুবা না হবে কভু মঙ্গল তোমার।
এক্ষণে গোলোক তুমি কর পরিহার॥
পূর্ব্ব কথা স্মর প্রভু নিবেদন করি।
আরবার যে আচার করেছিলে হরি॥
বিরজার সহ তুমি চন্দন-কাননে।
মিলিত হইয়াছিলে ভেবে দেখ মনে॥
তোমারে ক্ষমিনু নাথ, সখীর বচনে।
বারবার ক্ষমা বল করিব কেমনে॥
জানিয়া সেদিন তুমি মোর আগমন।
চন্দন-কানন হ'তে কৈলে পলায়ন॥
বিরজা নিজের দেহ করিয়া বর্জ্জন।
সেই হ'তে নদীরূপ করিলা ধারণ॥
কিন্তু তবু মনে মনে ভুলিতে না পারি।
নদীপাশে গিয়েছিলে ওহে বংশীধারী॥
অতঃপর গৃহে যেই করিনু গমন।
বিরজার নাম ধরি কাঁদিলে তখন॥
তোমার ক্রন্দন শুনি বিরজা সুন্দরী।
আসিলা তোমার পাশে নবরূপ ধরি॥
প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কর বারবার।
বীর্য্যত্যাগ করেছিলে গর্ভেতে তাহার॥

তাহার উদরে জন্মে সাতটি তনয়।
সাতটি সমুদ্র বলি বিশ্বজনে কয়॥
শোভা নামে গোপীসহ চম্পকের বনে।
বিহার করিতেছিলে অতি হৃষ্টমনে॥
জানিতে পারিলে যেই মোর আগমন।
অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলে তখন॥
শোভাও আপন দেহ করিয়া বর্জ্জন।
চন্দ্রের মণ্ডল পানে করিল গমন॥
দেহ তার স্নিগ্ধ তেজে পরিণত হয়।
বিভাগ করিলে তেজ তুমি সে সময়॥
কিছু তেজ নিক্ষেপিলে সুবর্ণের মাঝে।
আর কতকাংশে তেজ রত্নেতে বিরাজে॥
এক অংশ তার তুমি রৌপ্যে কর দান।
কিছু তার মাণিক্যেতে করিলে বিধান॥
বসন তেজের কিছু অংশ বুঝি পায়।
তেজরূপ দেখি কিছু পুষ্পের বিভায়॥
জলেতে তাহার কিছু দেখিবারে পাই।
শস্যেতে কিঞ্চিৎ দেখি, কহি তব ঠাঁই॥
তেজের ঈষৎ অংশ রয়েছে চন্দনে।
ফলেতে পল্লবে আছে জানে সুধীজনে॥
কিছু তেজ দান কর রমণী-বদনে।
দেউলে প্রাসাদে তেজ দিলে সেই ক্ষণে॥
বৃন্দাবনে বনমধ্যে প্রভা গোপী সহ।
মিলিত হইয়া তুমি ছিলে অহরহঃ॥
জানিতে পারিলে যেই মোর আগমন।
অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলে তখন॥
দেহত্যাগ করি প্রভা সূর্য্য পানে যায়।
দেহ তার তেজোরূপ ধরিল তথায়॥
তাহার নিকটে গিয়া শুন কৃষ্ণধন।
সেই তেজ নিজ বক্ষে করিলা ধারণ॥
অবশেষে মোর ভয়ে করি পরিহার।
সেই তেজ জনে জনে দিলে বার বার॥
হুতাশনে নৃপগণে পুরুষসকলে।
দেবতা ও দস্যুগণে দিলে দলে দলে॥
নাগ বিপ্র মুনিগণে তেজ কর দান।
তেজস্বী তপস্বিগণে করিলে প্রদান॥
শান্তিনাম্নী গোপী সহ শ্রীরাস-মণ্ডলে।
মিলিত হইয়াছিলে তুমি কুতূহলে॥
বসন্তকালেতে তুমি চর্চ্চিত-চন্দনে।
পুষ্পের শয্যায় শুয়ে রত্নের ভুবনে॥
শান্তি সহ মনসুখে করিলে বিহার।
মহাসুখ চিত্তে তব জাগে অনিবার॥
জানিতে পারিলে যেই মোর আগমন।
তিরোহিত হ'লে তুমি অমনি তখন॥
দেহ পরিত্যাগ শান্তি করে সেই দিন।
সেই হ'তে হ'ল শান্তি তোমাতে বিলীন॥
গুণরূপে পরিণত হ'ল দেহ তার।
জনে জনে সেই গুণ করিলে বিস্তার॥
সেই মহাগুণ তুমি করিয়া বণ্টন।
বিশ্বমাঝে কিছু কিছু করিলে অর্পণ॥
সমুদ্রসম্ভবা লক্ষ্মী অংশ তার পায়।
বিষ্ণু তার কিছু অংশ নিল নিজ গায়॥
বৈষ্ণব পুরুষ পায় গুণের বিভাগ।
তব মন্ত্র উপাসক পায় মহাভাগ॥
তপস্বী ধর্ম্মিষ্ঠ জনে কর বিতরণ।
অনাসক্ত জনে গুণ করিলে অর্পণ॥
সুবেশ ধরিয়া তুমি পুষ্পের শয্যায়।
ক্ষমানাম্নী গোপী সহ মিলিলে ত্বরায়॥
মহানন্দে মূর্চ্ছাগতা সঙ্গমের সুখে।
আলিঙ্গন করে ক্ষমা হাস্যভরা মুখে॥
সহসা সেথায় আমি করিয়া গমন।
তোমাদের দুইজনে করাই চেতন॥
লজ্জাবশে দেহ তব কৃষ্ণবর্ণ হয়।
সেই হ'তে আজো তব বর্ণ কৃষ্ণ রয়॥
অতীব লজ্জায় ক্ষমা ত্যজে কলেবর।
পৃথিবী-মাঝারে ক্ষমা যায় অতঃপর॥
দেহ তার শ্রেষ্ঠ গুণে পরিণত হয়।
বিলাইলে সেই গুণ তুমি সে সময়॥

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে দিলে আর দুর্ব্বলেরে।
তপস্বী জনেরে দিলে ধার্ম্মিক জনেরে॥
কহিলাম সব কথা শুন ব্রজেশ্বর।
আর কি জানিতে ইচ্ছা কহ অতঃপর॥
তোমার গুণের কথা কি বলিব আর।
ইচ্ছা তব যার সঙ্গে করিছ বিহার॥
লম্পট তোমার মত কে আছে ধরায়।
শঠতা কাপট্য দোষ কে তব খণ্ডায়॥
পরনারী সহ রতি করে যার পতি।
ভাবিষা দেখহ তার কতই দুর্গতি॥
আমি ত অবলা নারী কতই বা জানি।
তোমার গুণের কথা শুধু অনুমানি॥
আরো বহু কীর্ত্তি তব জানি নিরঞ্জন।
সে সব কাহিনী আর না বলি এখন॥
বলিতে বলিতে রাধা ক্রুদ্ধা হন অতি।
সেই ক্রোধ পড়ে গিয়া গঙ্গাদেবী প্রতি॥
রাধিকার ক্রোধ দেখি জাহ্নবী তখন।
অকস্মাৎ জলরূপ করেন ধারণ॥
লজ্জায় সম্বরি দেহ গোলোক-সভায়।
ত্রিধারায় তিন দিকে অবিলম্বে ধায়॥
মহাক্রোধে রাধারাণী কহেন তখন।
গণ্ডুষে গঙ্গারে পান করিব এখন॥
দেখিব গঙ্গারে রক্ষা করে কোন্ জন।
এত বলি রাধারাণী পানোদ্যত হন॥
নারীরূপ গঙ্গাদেবী করিয়া বর্জ্জন।
হরির চরণে লীন অতি শীঘ্র হন॥
গঙ্গার হইল মহা ভয়ের উদয়।
শ্রীকৃষ্ণের চরণেতে নিলেন আশ্রয়॥
গঙ্গারে না হেরি রাধা আকুলিত মন।
হেথা হোথা করিলেন কত অন্বেষণ॥
তবু নাহি গঙ্গা মিলে গোলোক ভবনে।
বিলীন হইলা দেবী শ্রীকৃষ্ণ চরণে॥
সলিলের রাশি কোথা রহিল গোপন।
ইহা ভাবি শ্রীরাধিকা ব্যাকুলিত হন॥
চিন্তিতা হইযা তবে আসন-উপরি।
বসিলেন অধোমুখে রাধিকা সুন্দরী॥
জলাভাবে সর্ব্বজীব মৃতপ্রায় হয়।
গোলোক বৈকুণ্ঠ আদি জলশূন্য রয়॥
জলাভাবে শুষ্ক হয় সরসী সকল।
মৃতপ্রায় হয় যত জীব-জন্তু দল॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ধর্ম্ম মনু মুনি যত।
জলাভাবে শুষ্ক কণ্ঠে ধায় অবিরত॥
দেখিলেন জল নাহি গোলোক নগরে।
জল বিনা জীবকুল প্রাণ নাহি ধরে॥
সৃষ্টির বিনাশ বুঝি হইবে এখনি।
জল বিনা সবাকার যায় যে পরাণি॥
সকলে মিলিযা যান গোলোকে তখন।
ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণেরে করেন বন্দন॥
বরেণ্য বরের দাতা বরের কারণ।
ত্রিগুণ অতীত তুমি নিত্য-নিরঞ্জন॥
স্বেচ্ছাময় সত্যরূপ নির্ব্ব্যূহ সত্যেশ।
পরমাত্মা সনাতন প্রভু পরমেশ॥
স্তব স্তুতি করিলেন সবে অবিরাম।
ভক্তিভরে সকলেই করেন প্রণাম॥
প্রণাম করিযা সবে করেন দর্শন।
রত্নের আসনে বসি রাধিকারমণ॥
জ্যোতির্ম্ময পরব্রহ্ম নিত্য-নিরঞ্জন।
শ্বেত-চামরের বাযু করেন সেবন॥
শতকোটি গোপগণে বেষ্টিত সদাই।
মনোহর গোপীনৃত্য হেরিছেন তাই॥
চন্দন-চর্চ্চিত দেহ নবীন কিশোর।
মনোরম শ্যামকান্তি রাধা-মনোচোর॥
সুরগণ সবিস্ময়ে রাসের মাঝারে।
দেখিছেন কৃষ্ণসম রূপ বারে বারে॥
দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণের রূপ।
বনমাল্যে বিভূষিত অতি অপরূপ॥
রূপে গুণে কৃষ্ণসম সমান আকার।
এক ভাব এক ভঙ্গি এক ব্যবহার॥

বিস্মিত হইয়া পরে মুনি মনুগণ।
ব্রহ্মারে সকল কথা করেন জ্ঞাপন॥
শুনিযা তাঁদের বাক্য ব্রহ্মা অতঃপর।
শ্রীকৃষ্ণের সমীপেতে গেলেন সত্বর॥
শ্রীহরির ধ্যান করি, করিলে স্তবন।
মায়া দূর করিলেন শ্রীকৃষ্ণ তখন॥
হৃষ্টমনে অনন্তর মুনি মনুগণ।
ভক্তিভরে করিলেন প্রণাম তখন॥
তাঁহাদের অভিপ্রায় জানি সনাতন।
মৃদুহাস্যে কহিলেন মধুর বচন॥
শুন শুন ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ।
গঙ্গা তরে তোমাদের হেথা আগমন॥
রাধা-ভয়ে গঙ্গাদেবী আমার চরণে।
লুকাযিত রহিযাছে অতি ভীত মনে॥
যদি সবে কর তারে অভয় প্রদান।
বাহির করিব তারে সবা সন্নিধান॥
শুনি ব্রহ্মা সে সময কৃষ্ণের বচন।
ভক্তিভরে স্তব করি রাধিকারে কন॥
শুন শুন রাধারাণী মম অনুরোধ।
গঙ্গার জননী তুমি, নাহি কর ক্রোধ॥
তব অংশে জন্ম তার, তব কন্যা সম।
তার প্রতি কৃপা কর অনুরোধ মম॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাণী রাধিকা তখন।
গঙ্গারে অভয দেন হ'যে হৃষ্ট মন॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তবে সম্বোধি গঙ্গারে।
রাধিকা অভয় দিল, আর ভয় কারে॥
আবির্ভূতা হও তুমি আমার বচনে।
হেথা আসে বিশ্ববাসী তোমার কারণে॥
এত শুনি গঙ্গাদেবী হরষিত মন।
শ্রীকৃষ্ণচরণ হ'তে আবির্ভূতা হন॥
জলরূপ ত্যজি গঙ্গা বসিল তখন।
তাহা দেখি পুলকিত দেব পদ্মাসন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হেরিয়া গঙ্গারে।
আনন্দিত হইলেন অতীব অন্তরে॥
কমণ্ডলু করি গঙ্গা নিল পদ্মাসন।
শিরোপরি মহেশ্বর করিল ধারণ॥
তথাপি গঙ্গার ভয় নাহি হয দূর।
রাধিকার ভযে তাঁর বুক দুরদুর॥
অনন্তর ব্রহ্মাদেব গঙ্গারে তখন।
রাধিকার মন্ত্র স্তোত্র করি সমর্পণ॥
সামবেদমতে দেন নানা উপদেশ।
শিক্ষা দেন রাধা-ধ্যান পূজা সবিশেষ॥
রাধিকারে পূজা করি জাহ্নবী তখন।
হৃষ্টমনে বৈকুণ্ঠেতে করেন গমন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে ডাকি কন নিরঞ্জন।
গঙ্গারে সকলে মিলি করহ গ্রহণ॥
আসিযাছ সবে মিলি গোলোক-মাঝারে।
জীবিত রহিলে তাই কহি সবাকারে॥
হেথা কর অবস্থান পাইবে নিস্তার।
জানিও গোলোকধাম জগতের সার॥
বিশ্বমাঝে আসিযাছে প্রলযের দিন।
সকলে মিলিযা হৈলে আমাতে বিলীন॥
সর্ব্ববিশ্ব নিমজ্জিত হয়েছে জলেতে।
শুধু জল নাই এই বৈকুণ্ঠ ধামেতে॥
ব্রহ্মা, তুমি যাও ত্বরা ধরায় এখন।
পুনর্ব্বার ব্রহ্মাণ্ডের করহ সৃজন॥
মুনি ঋষি নরগণে সৃজন করিবে।
পশুপক্ষী আদি যত তুমিই সৃজিবে॥
যতদিন এই সব সৃষ্টি নাহি হয।
তাবৎ হেথায গঙ্গা থাকিবে নিশ্চয়॥
নারায়ণ-প্রতি তাঁরা জুড়ি দুই কর।
নারাযণে করিলেন ভজনা বিস্তর॥
তবে দেব রাধানাথ অন্তঃপুরে যান।
সৃষ্টি তরে দেবগণ করেন প্রস্থান॥
কহিলাম সবিস্তারে গঙ্গা-উপাখ্যান।
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ মতিমান্॥

প্রকৃতিখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়

গঙ্গার সহিত নারায়ণের বিবাহ।

নারদ কহেন প্রভু, জানিনু এখন।
সনাতন শ্রীহরির চারি প্রিয়া হন॥
তুলসী জাহ্নবী আর লক্ষ্মী সরস্বতী।
শ্রীহরির চারি পত্নী মনোরমা অতি॥
সবে মিলি বৈকুণ্ঠেতে গেলেন যখন।
কহ প্রভু, গঙ্গা কেন হরিপ্রিয়া হন॥
বিস্তার করিয়া প্রভু করহ বর্ণন।
এত শুনি নারদেরে কন নারায়ণ॥
শুন শুন মুনিবর আমার বচন।
বৈকুণ্ঠেতে গঙ্গাদেবী করিলা গমন॥
তবে দেব পদ্মাসন বৈকুণ্ঠে আসিয়া।
জিজ্ঞাসিলা নারায়ণে প্রণাম করিয়া॥
রাধাকৃষ্ণ অঙ্গ হ'তে জন্ম হৈল যার।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী ইনি করি নমস্কার॥
নবীনা যুবতী ইনি সুশীলা রমণী।
ভুবন-ঈশ্বরী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী॥
ক্রোধ অহঙ্কার আদি কোন দোষ নাই।
অনুপমা মনোরমা জানি সর্ব্বদাই॥
যাঁর অঙ্গ হ'তে জন্ম সেই তাঁর পতি।
পতিরূপে অন্য কারে না ভাবিবে সতী॥
মানিনী শ্রীরাধাদেবী মহাতেজস্বিনী।
গঙ্গারে করিতে পান সমুদ্যতা তিনি॥
মহাভয়ে গঙ্গাদেবী না হেরি উপায়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে গিয়া সভয়ে লুকায়॥
জলশূন্য হেরি বিশ্ব আমি সেইক্ষণ।
শ্রীকৃষ্ণেরে গিয়া সব করি নিবেদন॥
কৃষ্ণ-সনাতন মোর জানি অভিপ্রায়।
গঙ্গারে বাহির করি দিলেন ত্বরায়॥
রাধিকার মন্ত্র তারে দান করি শেষে।
নারায়ণ তব কাছে আনি অবশেষে॥
এমন রমণী নাহি, এ বিশ্ব মাঝার।
সকলি ত' জান প্রভু কি বলিব আর॥
দেবগণ মাঝে তুমি রতন স্বরূপ।
রমণীরতন গঙ্গা, রূপে অপরূপ॥
এ মিলন উভয়ের হবে প্রীতিকর।
ইঁহারে গ্রহণ তুমি কর সুরেশ্বর॥
তব অনুরূপ ইনি গঙ্গা মহাসতী।
তোমারেই জানে শুধু, তুমি এর গতি॥
তাইতে তোমার পাশে করি নিবেদন।
স্ত্রীরূপে গঙ্গারে তুমি করহ গ্রহণ॥
অহঙ্কারে যেই জন নারী ত্যাগ করে।
মহালক্ষ্মী ত্যাগ তারে করিবে সত্বরে॥
যে জন পণ্ডিত হয়, যে জন বিদ্বান্।
প্রকৃতির তারা নাহি করে অপমান॥
নির্গুণ অনাদিভূত জগৎ-ঈশ্বর।
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন তুমি পরাৎপর॥
তব দেহ হ'তে জন্ম হইয়াছে তাই।
তোমারেই পতিরূপে দেখিছে সদাই॥
পরম পুরুষ তুমি জানে সর্ব্বঠাঁই।
প্রকৃতি স্বরূপা ইনি কহি যে গোঁসাই॥
এত বলি চতুর্ম্মুখ অতি হৃষ্ট মন।
গঙ্গারে বিষ্ণুর করে করি সমর্পণ॥
বিদায় লইয়া তবে দেব প্রজাপতি।
গেলেন আপন স্থানে শুন মহামতি॥
গন্ধর্ব্ব বিবাহ বিষ্ণু করিয়া তখন।
গঙ্গাসহ মহানন্দে করেন রমণ॥
বিষ্ণুপাদপদ্ম হ'তে গঙ্গার উদয়।
বিষ্ণুপদী তাই তাঁরে সর্ব্বলোকে কয়॥
বিষ্ণুর সহিত গঙ্গা মিলেন যখন।
সুখাবেশে মূর্চ্ছাগতা হলেন তখন॥
দুঃখিতা হলেন বাণী হেরি সুখ তাঁর।
ঈর্ষা নাহি হৈল কিন্তু দেবী কমলার॥
লক্ষ্মী সরস্বতী দুই বিষ্ণু পত্নী ছিল।
গঙ্গার মিলনে তিন রমণী হইল॥

পরেতে তুলসীসহ হইলে মিলন।
চারি পত্নী হৈল তাঁর বিদিত ভুবন॥
চারি পত্নী সঙ্গে তাঁর রহে সর্ব্বক্ষণ।
সদানন্দে লীলামত্ত হন নারায়ণ॥
জানিতে চাহিলে তুমি যত বিবরণ।
কহিলাম তোমা পাশে ওহে তপোধন॥
আর কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ মুনিবর।
কহিব সকল কথা তোমার গোচর॥

প্রকৃতিখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● ত্রয়োদশ অধ্যায়

তুলসীর উপাখ্যান।

গঙ্গার কাহিনী শুনি পুলকিত অতি।
জানিতে তুলসী কথা চান মহামতি॥
নারদ কহেন প্রভু কহ বিবরিয়া।
কিরূপে তুলসী হৈল শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়া॥
পূর্ব্বজন্মে কোন্ স্থানে জন্ম হয় তাঁর।
জানিবারে হইতেছে বাসনা আমার॥
কাহার নন্দিনী তিনি কহ বর্ণন।
মনের সন্দেহ মোর কর নিরসন॥
শুনিয়া নারদবাক্য হরষিত মন।
নারদেরে কহিলেন দেব নারায়ণ॥
অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য কথা শুন মতিমান্।
সবিস্তারে কহি আমি তুলসী-আখ্যান॥
মহান্ বৈষ্ণব ছিল বিষ্ণু-অংশ-জাত।
শ্রীদক্ষ-সাবর্ণি নামে সর্ব্বলোকে খ্যাত॥
শ্রীধর্ম্ম-সাবর্ণি নামে পুত্র ছিল তাঁর।
ধর্ম্মিষ্ঠ বৈষ্ণব তিনি মহান্ উদার॥
ধর্ম্ম-সাবর্ণির পুত্র অতি গুণধাম।
শ্রীবিষ্ণু-সাবর্ণি বলি খ্যাত তার নাম॥
শ্রীদেব-সাবর্ণি নামে পুত্র তার হয়।
বিষ্ণু-পরায়ণ পুত্র হৈল অতিশয়॥
শ্রীরাজ-সাবর্ণি নামে পুত্র জন্মে তার।
বিষ্ণুভক্ত ধর্ম্মশীল অতি চমৎকার॥
রাজ-সাবর্ণির পুত্র বৃষধ্বজ নামে।
শিবের পরম ভক্ত এই ধরাধামে॥
শিব ভিন্ন অন্য দেবে না করে পূজন।
যেখানে সেখানে করে দেবতা নিন্দন॥
না করিত যজ্ঞ পূজা, না মানিত কারে।
শিব-ভয়ে সকলেই ভয় করে তারে॥
একদিন সূর্য্য তার দেখিয়া প্রতাপ।
শোভাভ্রষ্ট হও, বলি দেন অভিশাপ॥
লক্ষ্মীভ্রষ্ট রাজ্যভ্রষ্ট হইবে সম্প্রতি।
বলি বৃষধ্বজে শাপ দেন দিনপতি॥
বৃষধ্বজ রাজা ছিল শিবভক্ত অতি।
সূর্য্যশাপে হৈল তার অশেষ দুর্গতি॥
ইহাতে কুপিত হন দেব মহেশ্বর।
সূর্য্যপানে শূলহাতে গেলেন সত্বর॥
বধিতে আসেন দেখি দেব পঞ্চানন।
কশ্যপ সমীপে সূর্য্য করেন গমন॥
কশ্যপেরে সম্বোধিয়া কহে দিবাকর।
রক্ষা কর মোরে পিতঃ, বধিবে শঙ্কর॥
ত্রিশূল লইয়া করে আসে শূলপাণি।
রক্ষা আর নাহি পিতঃ বধিবে এখনি॥
কোপ বশে অগ্নি জ্বলে শিবের নয়নে।
তুমি বিনা কেবা পারে রক্ষিতে এখনে॥
শিবের ভীষণ মূর্ত্তি করি দরশন।
কশ্যপ সূর্য্যেরে লয়ে করে পলায়ন॥
শঙ্কিত হইয়া তাঁরা ব্রহ্মলোকে যান।
শূলহস্তে মহাদেব সেথা আগুয়ান॥
ব্রহ্মারে কহেন সূর্য্য বিপদের কথা।
শুনিয়া বিধির বুকে বাজে বড় ব্যথা॥
কিন্তু কিবা হবে শুনি শাপের কাহিনী।
ব্রহ্মা ভীত হইলেন দেখি শূলপাণি॥
বিধাতা কহেন, শুন কশ্যপ-নন্দন।
শিবেরে করিতে শান্ত না হব সক্ষম॥

হর কোপ হৈতে বল কে রক্ষিতে পারে।
নারায়ণ বিনা আর কে আছে সংসারে ॥
অতএব চল সবে বৈকুণ্ঠেতে যাই।
নিবেদন করি গিয়া নারায়ণ ঠাঁই ॥
এত বলি তাঁহাদের লয়ে নিজসনে।
ব্রহ্মাদেব চলিলেন বৈকুণ্ঠ ভবনে ॥
অনুসরি তা' সবারে দেব মহেশ্বর।
ত্রিশূল লইয়া করে হন অগ্রসর ॥
মহাভয়ে সকলের কাঁপিল অন্তর।
ব্রহ্মা ও কশ্যপ কাঁপে, কাঁপে দিবাকর ॥
অতঃপর দ্রুতগতি হইয়া ধাবিত।
নারায়ণ ধামে তাঁরা হন উপনীত ॥
তাঁহাদের দেখি তথা দেব নারায়ণ।
কহিলেন কিবা হেতু হেথা আগমন ॥
ব্রহ্মা কহে শুন শুন দেব নারায়ণ।
শিবভক্তে শাপ দিল কশ্যপ-নন্দন ॥
ইহাতে কুপিত হ'য়ে দেব পঞ্চানন।
শূল হস্তে আসে সূর্য্যে করিতে নিধন ॥
এত বলি শ্রীবিষ্ণুর নিলেন শরণ।
রক্ষা কর, রক্ষা কর দেব নারায়ণ ॥
কৃপা করি নারায়ণ দিলেন আশ্রয়।
মৃদুভাষে সকলেরে দিলেন অভয় ॥
শুন শুন মম বাক্য ওহে দেবগণ।
নাহি হেথা তোমাদের ভয়ের কারণ ॥
বিপন্নকে রক্ষা করি শুন দেবগণ।
জগতের রক্ষাকর্ত্তা আমি নারায়ণ ॥
ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি আমি করি অনিবার।
শিবের রূপেতে করি জগৎ-সংহার ॥
আমি শিব সূর্য্যরূপী আমি সনাতন।
নানারূপে করি আমি সৃজন পালন ॥
ভয় নাই দেবগণ মম সন্নিধানে।
শিবেরে করিব শান্ত প্রবোধ প্রদানে ॥
ভগবান্ ভোলানাথ শিব মহেশ্বর।
ভক্তের অধীন তিনি ভক্তের ঈশ্বর ॥
দেব মহেশ্বর আর চক্র সুদর্শন।
প্রাণাধিক প্রিয় মোর শুন দেবগণ ॥
মহাতেজে তেজস্বান্ দেব পঞ্চানন।
কোটি সূর্য্য পারে শিব করিতে সৃজন ॥
তব সম কোটি ব্রহ্মা সৃজিবারে পারে।
সদা চিন্তে মম রূপ হৃদয় মাঝারে ॥
পঞ্চমুখে মোর নাম গাহে পঞ্চানন।
তাঁহার কুশল চিন্তা করি অনুক্ষণ ॥
শিব শব্দে জগতের মঙ্গল বুঝায়।
মঙ্গলস্বরূপ বলি শিব কহি তাঁয় ॥
ভগবান্ দেবগণে এই কথা কন।
এমন সময়ে শিব উপনীত হন ॥
রক্তবর্ণ ত্রিলোচন দেব দিগম্বর।
বৃষের উপরে চড়ি এলেন সত্বর ॥
ত্রিশূল করেতে তাঁর আছে শোভমান।
অঙ্গ তাঁর ক্রোধভরে হয় কম্পমান ॥
নারায়ণে হেরি সেথা শিব সেইক্ষণে।
প্রণাম করিলা তাঁরে ভক্তিযুক্ত মনে ॥
কিরীট কুণ্ডলধারী কিশোর সুন্দর।
বনমালা-বিভূষিত শ্যাম নটবর ॥
তাঁহারে প্রণাম করি দেব মহেশ্বর।
করিলেন চতুর্ম্মুখে নতি অতঃপর ॥
প্রণাম করেন শিবে দেব দিবাকর।
কশ্যপ নমেন তাঁরে সভক্তি অন্তর ॥
বিষ্ণুরে করিয়া স্তব দেব পঞ্চানন।
হৃষ্টচিত্তে আসনেতে বসিলা তখন ॥
আসিয়া শিবের পাশে বিষ্ণুর কিঙ্কর।
চামর ব্যজন করে প্রফুল্ল অন্তর ॥
অনন্তর মহেশ্বর ক্রোধশূন্য হ'য়ে।
হরিরে করেন স্তব প্রফুল্লহৃদয়ে ॥
প্রসন্ন হইয়া তাঁরে কন নারায়ণ।
মহাদেব শিব তুমি মঙ্গলকারণ ॥
জ্ঞানের দেবতা তুমি শুন মৃত্যুঞ্জয়।
কি কারণে আসিয়াছ কিসে তব ভয় ॥

ব্যস্তভাবে আসিয়াছ কিসের কারণ।
কিসের বিপদ্ তব, কহ পঞ্চানন॥
সবার কল্যাণ তুমি করিছ সাধন।
যোগীর প্রধান তুমি বিদিত ভুবন॥
জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ তুমি এই জগৎ সংসারে।
অজ্ঞান চলিয়া যায় তোমা হ'তে দূরে॥
শমনেরে তুমি শিব করি পরাজয়।
ধারণ করিলা তুমি নাম মৃত্যুঞ্জয়॥
অতএব বল মোরে দেব পঞ্চানন।
কৈলাস ত্যজিয়া কেন হেথা আগমন॥
নারায়ণবাক্যে শিব অতি প্রীত হন।
বিনয় করিয়া তাঁরে করযোড়ে কন॥
বিশ্বের বিধাতা তুমি বিশ্ব অধিপতি।
সুবিচার কর দেব তুমি মম প্রতি॥
শ্রীরাজ-সাবর্ণি পুত্র বৃষধ্বজ নাম।
মম প্রিয় ভক্ত অতি শুন গুণধাম॥
তাঁহার কারণে আমি পাই বড় লাজ।
সূর্য্যের অপ্রিয় পাত্র বৃষধ্বজরাজ॥
সূর্য্য তারে অভিশাপ করিলা প্রদান।
তাহাতে জন্মিল ক্রোধ শুন ভগবান্॥
ভকতবৎসল আমি কে রোধে আমারে।
উদ্যত হইনু আমি সূর্য্যে বধিবারে॥
নির্দ্দোষ আমার ভক্ত কোন দোষ নাই।
তারে শাপ দিল সূর্য্য, শুনহ গোঁসাই॥
নিজের কর্ম্মের ফল অবশ্য ভুঞ্জিবে।
আমার ক্রোধেতে সূর্য্য রক্ষা নাহি পাবে॥
এতেক কহেন যদি দেব পঞ্চানন।
মিষ্টভাষে তুষ্ট তাঁরে করি নারায়ণ॥
কহিলেন শুন শিব বচন আমার।
সূর্য্যে প্রতি ক্রোধ তব কর পরিহার॥
শরণ লয়েছে মম দেব দিবাকর।
কেমনে বধিবে তারে, বলহ শঙ্কর॥
আশ্রিত জনেরে যেই না করে রক্ষণ।
তাহার পাপের ফল জান পঞ্চানন॥
অতএব বলি শুন ভোলা মহেশ্বর।
ক্ষমা কর সূর্য্যে তুমি দেহ তারে বর॥
কৃপার আধার তুমি জগতের পিতা।
আশ্রিত জনের হও তুমি পরিত্রাতা॥
ভীত জন যদি করে আশ্রয় গ্রহণ।
তাহার বিনাশ নহে উচিত কখন॥
অতএব কহি আমি তোমার গোচরে।
রোষ ত্যজি ক্ষমা কর দেব দিবাকরে॥
মম বাক্যে রোষ যদি না পার ত্যজিতে।
সূর্য্যেরে রক্ষিব আমি, নারিবে বধিতে॥
আমার আশ্রিতে যেই অনিষ্ট করিবে।
এ জগতে তারে কেহ রক্ষিতে নারিবে॥
হেন বাক্য কহিলেন দেব নারায়ণ।
ভীত হ'যে বলিলেন তবে পঞ্চানন॥
সকলের প্রভু তুমি পালক সবার।
কে লঙ্ঘিতে পারে বল আদেশ তোমার॥
তথাপি আমার ভাব বুঝ মনে মনে।
যে কারণে আসিলাম তোমার সদনে॥
বিধাতার কাছে সূর্য্য লইলা শরণ।
সূর্য্যসহ ব্রহ্মা হেথা করে আগমন॥
বাক্যে ধ্যানে যেই জন লইবে শরণ।
শঙ্কাহীন নিরাপদ্ হয় সেই জন॥
হরিরে স্মরণ যদি করে কোন জন।
মঙ্গল হইবে তার জানি সর্ব্বক্ষণ॥
সূর্য্যশাপে শোভাহীন মোর ভক্ত হয়।
লক্ষ্মীভ্রষ্ট, রাজ্যভ্রষ্ট হ'ল সে সময়॥
বিনা অপরাধে শাপ দিল দিবাকর।
কি হবে উপায়, এবে বলহ সত্বর॥
শুনিয়া শিবের কথা কন ভগবান্।
নৃপের ভবনে শীঘ্র করহ প্রস্থান॥
কালক্রমে বৃষধ্বজ হইয়াছে মৃত।
শীঘ্র তুমি সেই স্থানে হও উপনীত॥
হংসধ্বজ পুত্র তার মৃত্যু তার হয়।
ধর্ম্মধ্বজ, কুশধ্বজ তাহার তনয়॥

সূর্য্যশাপে তাহারাও হৈল শোভাহীন।
রাজ্যভ্রষ্ট লক্ষ্মীভ্রষ্ট রহে নিশিদিন॥
কমলার উপাসনা করে দুইজন।
তপস্যায় তুষ্টা হন কমলা তখন॥
অংশরূপে জন্মিবেন গর্ভেতে ভার্য্যার।
শোভাযুক্ত লক্ষ্মীযুক্ত হইবে আবার॥
হে শম্ভো, হে মহেশ্বর, করিও না ক্রোধ।
এখন প্রস্থান কর মম অনুরোধ॥
ভক্ত তব কালক্রমে লভেছে মরণ।
সূর্য্য ব্রহ্মা সকলেই করহ গমন॥
এই কথা সকলেরে কহি ভগবান্।
লক্ষ্মীসহ অন্তঃপুরে করেন প্রস্থান॥
দেবগণ নিজস্থানে ফিরেন তখন।
তপস্যায় যান শিব অতি হৃষ্ট মন॥

প্রকৃতিখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● চতুর্দ্দশ অধ্যায়

বেদবতীর উপাখ্যান ও সংক্ষেপে রামায়ণ-বর্ণন।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্।
অতঃপর কহি আমি অপূর্ব্ব আখ্যান॥
হংসধ্বজ রাজা যবে গেল যমপুরে।
তখনো জীবিত দুই পুত্র তার ঘরে॥
ভক্তিযুক্ত দুই পুত্র অতি মনোহর।
কালক্রমে বড় হয় সংসার ভিতর॥
ধর্ম্মধ্বজ, কুশধ্বজ উগ্র তপস্যায়।
আরাধনা করিলেন দেবী কমলায়॥
তুষ্ট হ'য়ে লক্ষ্মীদেবী আবির্ভূ্তা হন।
করিলেন বরদান আনন্দিত মন॥
কমলার বর লাভ করিয়া সম্প্রতি।
হইলেন দুই ভাই পৃথিবীর পতি॥
কুশধ্বজ পত্নী তার মালাবতী নাম।
ভক্তিভরে লক্ষ্মীদেবী পূজে অবিরাম॥
মালাবতী পতিব্রতা ধর্ম্মশীলা অতি।
সে-কারণে লাভ করে কমলার প্রীতি॥
দম্পতির প্রতি তুষ্ট হইয়া কমলা।
কন্যারূপে তাঁহাদের জনম লভিলা॥
লক্ষ্মী-অংশরূপিণী সে সুদর্শনা অতি।
সকলে রাখিল তার নাম বেদবতী॥
আশ্চর্য্য ঘটনা অতি শুন অতঃপর।
বেদবতী উপাখ্যান অতি মনোহর॥
ভূমিষ্ঠা হইযা কন্যা লভে শ্রেষ্ঠজ্ঞান।
তপস্যার তরে করে অরণ্যে প্রস্থান॥
সদ্যোজাতা কন্যা যায় তপস্যাকারণ।
ইহা দেখি মুগ্ধ অতি হয় জনগণ॥
বিবিধ উপায়ে সবে করে নিবারণ।
কাহারো বচন কন্যা না করে শ্রবণ॥
বেদবতী চলে দ্রুত পবিত্র পুষ্করে।
ব্রহ্মার চরণ ধ্যান একমনে করে॥
বহুকাল এইভাবে করিলে যাপন।
মলিন হইল তার কাঞ্চন বরণ॥
কৈশোর হইল পার, আসিল যৌবন।
তথাপি তপস্যা করে হ'য়ে একমন॥
তপে তুষ্ট হ'যে পরে দেব পদ্মাসন।
অন্তরীক্ষে থাকি কহে মধুর বচন॥
কিবা বাঞ্ছা তব মনে কহ বেদবতী।
তব আশা পূরাইব, তুমি মহাসতী॥
হেন বাক্য শুনি কন্যা কহিল তখন।
কৃপা করি মোরে বর দেহ পদ্মাসন॥
শ্রীহরিরে পতিরূপে পাইতে বাসনা।
জপ তপ করি তাই হ'য়ে একমনা॥
জগতের নাথ সেই হরি সনাতন।
তব বরে তিনি যেন মম পতি হন॥
ইহা ছাড়া অন্য বরে নাহি প্রয়োজন।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর ওহে পদ্মাসন॥
এত বলি বেদবতী নীরব হইল।
সহসা আকাশবাণী তখনি শুনিল॥

দৈববাণীচ্ছলে ব্রহ্মা কহিলেন তারে।
শ্রীহরিরে পতিরূপে পাবে জন্মান্তরে॥
শুনিয়া আকাশবাণী ক্ষুব্ধ চিত্তে অতি।
গন্ধমাদনেতে যায় কন্যা বেদবতী॥
শ্রীহরিরে পতিরূপে করিয়া কামনা।
বেদবতী করে সেথা নিরন্তর সাধনা॥
বহুকাল কাটাইলা সেথা তপস্যায়।
একদা রাবণ আসি সম্মুখে দাঁড়ায়॥
সহসা রাবণে দেখি অতিথির জ্ঞানে।
সৎকার করিলা কন্যা পাদ্য-অর্ঘ্য দানে॥
ফল মূল জল তারে করিলা প্রদান।
বহু সমাদরে তারে করিলা সম্মান॥
বিহিত বিধানে সেবা করি বেদবতী।
অভ্যর্থনা করে তার সমাদরে অতি॥
পাদ্য-অর্ঘ্য আদি লভি দুর্ম্মতি রাবণ।
বসিয়া বিশ্রাম সেথা করে কতক্ষণ॥
কন্যার মোহনরূপ করি দরশন।
হেরি তার পদ্মসম প্রফুল্ল বদন॥
কামেতে আকুল চিত্ত ধৈর্য্য নাহি মানে।
সতৃষ্ণ নয়নে চাহে বেদবতী পানে॥
অতঃপর সম্বোধন করিয়া কন্যারে।
রাবণ মধুর ভাষে কহে বারে বারে॥
কাহার নন্দিনী তুমি কাহার ঘরণী।
কি কারণে যৌবনেতে হৈলে তপস্বিনী॥
কেন তুমি একাকিনী ওগো বিনোদিনী।
দুস্তর অরণ্যে বসি রহিয়াছ ধনি॥
দারুণ তপস্যা তুমি করিয়া বর্জ্জন।
চল গো সুন্দরী তুমি মম নিকেতন॥
রাবণ আমার নাম লঙ্কা অধিপতি।
মম প্রিয়তমা তুমি হবে ওগো সতী॥
সহস্রেক নারী মোর ঘরে আছে যারা।
তোমার চরণ-সেবা করিবে তাহারা॥
কে তুমি কল্যাণময়ী, কহ অকপট।
এত বলি কামবাণে করে ছটফট॥
কামেতে উন্মত্ত হইয়া লঙ্কার ঈশ্বর।
ধর্ম্মাধর্ম্ম না বিচারি ধরে তার কর॥
হেরিয়া তাহার এই হীন ব্যবহার।
সকোপদৃষ্টিতে কন্যা চাহে বার বার॥
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ, স্ফুরিত অধর।
অক্ষি-কোণে অগ্নি জ্বলে আগ্নেয় ভূধর॥
স্তম্ভিত হইয়া রহে পামর রাবণ।
মহাক্রোধে বেদবতী কহিলা তখন॥
সরলা নারীর প্রতি হেন অত্যাচার।
সমুচিত প্রতিফল পাইবে ইহার॥
অতিথির রূপ ধরি আসিলি পামর।
পাদ্য-অর্ঘ্য আদি দিয়া করিনু আদর॥
এই কি তাহার ফল, ওরে দুরাচার।
স্পর্শ করি ধর্ম্মনাশ করিলি আমার॥
জন্ম লভি সদ্য-সদ্য গৃহত্যাগ করি।
আসিলাম বনমধ্যে তপস্যা আচরি॥
জীবনে না করি পাপ, অন্যায় বাসনা।
তোর স্পর্শে পাইলাম অশেষ বেদনা॥
হরি নারায়ণে ভজি নাহি অন্যে মন।
মম অভিশাপে তুই হইবি নিধন॥
অভিশাপ দিনু আজ শোন্ দুরাত্মন্।
বিনষ্ট হইবে তোর আত্মীয়-স্বজন॥
নিজে তুই ধ্বংস হবি, পাবি প্রতিফল।
তোর পাপে ধ্বংস হবে বান্ধব সকল॥
আমার বচন কভু মিথ্যা না হইবে।
বংশে বাতি দিতে তোর কেহ না রহিবে॥
করেছিস্ পাপহস্তে শরীর স্পর্শন।
সে শরীর অবশ্যই ত্যজিব এখন॥
এই কথা বলি সতী সেথা অতঃপর।
যোগবলে ত্যাগ করে নিজ কলেবর॥
ক্ষুব্ধচিত্তে অনন্তর রাবণ সেথায়।
সতী-দেহ নিজহাতে ফেলিল গঙ্গায়॥
বিলাপ করিয়া রাজা রাবণ তখন।
ক্ষুণ্ণমনে নিজ গৃহে করিল গমন॥

কালান্তরে সেই সতী জনকের ঘরে।
শ্রীরামের প্রিয়া হন সীতা নাম ধরে॥
এই সীতা রাবণের মৃত্যুর কারণ।
কর্ম্মফলে রাবণের হইল পতন॥
বহু তপস্যার ফলে কন্যা বেদবতী।
সীতারূপে রামচন্দ্রে লভিলেন পতি॥
সুচরিত শান্তশীল রাম মহামতি।
বিষ্ণুর অংশেতে জন্ম জানে বেদবতী॥
জাতিস্মরা ছিলা কন্যা তাই সে তখন।
তপস্যার সব কথা করিলা স্মরণ॥
তপোদুঃখ যতকিছু সকলি ভুলিলা।
স্বামীর সেবায় সদা নিরত রহিলা॥
গুণবান্ রামচন্দ্র প্রশান্ত স্বভাব।
রূপে গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কিসের অভাব॥
রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের তরে।
রাজ্য ছাড়ি যান চলি বনের ভিতরে॥
লক্ষ্মণ সীতার সহ বনবাসী হন।
পঞ্চবটী বনে তাঁরা থাকে তিন জন॥
একদা লক্ষ্মণ বীর মৃগয়া করিতে।
পশিলেন বনমাঝে মৃগের সহিতে॥
জানকীর সহ রাম বসিয়া তখন।
করিছেন মনোসুখে কত আলাপন॥
হেনকালে স্বর্গলোকে দেবগণ মিলি।
করিছেন আলোচনা হ'য়ে কুতূহলী॥
অতঃপর যা ঘটিবে জানেন তাঁহারা।
বৈশ্বানরে ডাকি তাই বলিলেন ত্বরা॥
সীতারে সত্বর আন রামেরে বলিয়া।
নতুবা রাবণ লবে রামেরে ছলিয়া॥
সকলের বাক্যে তবে দেব হুতাশন।
ব্রাহ্মণের রূপ ধরি করিলা গমন॥
রামের নিকটে আসি দেব হুতাশন।
কহিলেন ধীরে ধীরে এ হেন বচন॥
শুন শুন রঘুমণি হ'য়ে একমন।
জানকী হরিবে আজ দুরাত্মা রাবণ॥
কি আর কহিব প্রভু তুমি অন্তর্য্যামী।
দৈবের লিখন ইহা জানিলাম আমি॥
মম পাশে দেহ প্রভু জানকী দেবীরে।
ছায়ারূপা সীতা রাখ তোমার কুটীরে॥
তোমার মঙ্গল তরে হেথা আগমন।
ব্রাহ্মণরূপেতে আমি দেব হুতাশন॥
অগ্নি-পরীক্ষার কালে আসিব আবার।
ফিরাইয়া দিব আমি সীতারে তোমার॥
তোমারে বুঝাই হেন সাধ্য কি আমার।
অন্তরের কথা তুমি জান সবাকার॥
শ্রীকৃষ্ণের অংশ তুমি মর্ত্ত্যে অবতার।
রাধিকার অংশভূতা রমণী তোমার॥
দেবগণ সবে মোরে পাঠাইলা হেথা।
অতঃপর যা কর্ত্তব্য বলেছি সর্ব্বথা॥
যোগবলে অনন্তর দেব হুতাশন।
সীতাতুল্য ছায়াসীতা করেন সৃজন॥
সুগোপনে সেই সীতা করিয়া প্রদান।
সীতাসহ হুতাশন করেন প্রস্থান॥
হুতাশন হাতে সঁপি জনকদুহিতা।
নিজে রহিলেন তথা লয়ে ছায়াসীতা॥
কেহ না জানিল ইহা অতি সুগোপন।
থাকুক অন্যের কথা না জানে লক্ষ্মণ॥
একদিন রামচন্দ্র ছায়াসীতা সনে।
কুটীরে আছেন বসি আনন্দিত মনে॥
হেনকালে মৃগ এক আসিল তথায়।
সেই মৃগ খেলা করে বন-আঙ্গিনায়॥
কাঞ্চনবরণ মৃগ অতি মনোহর।
তাহা দেখি জানকীর নাচিল অন্তর॥
দেখিয়া সে স্বর্ণমৃগ জানকী তখন।
মহানন্দে রামচন্দ্রে করে নিবেদন॥
ওই স্বর্ণমৃগ প্রভু দাও মোরে ধরি।
রামচন্দ্র চলিলেন মৃগ অনুসরি॥
জানকী-রক্ষার তরে রহেন লক্ষ্মণ।
মৃগ ধরিবারে রাম করেন গমন”॥

দ্রুতগতি ধায় মৃগ পশ্চাতে শ্রীরাম।
মৃগে ধরিবার তার চেষ্টা অবিরাম॥
তবু সেই মায়ামৃগ ধরিতে না পারে।
দেখা দিয়া যায় পুনঃ বনের মাঝারে॥
অনুসরি মায়ামৃগে ক্লান্ত হ'য়ে অতি।
তরুতলে বসিলেন রাম রঘুপতি॥
সহসা হইল মৃগ দৃষ্টির গোচর।
অব্যর্থ সন্ধানে রাম নিক্ষেপিল শর॥
শরাঘাতে পড়ে মৃগ ভূতল উপর।
রামচন্দ্র মৃগপাশে গেলেন সত্বর॥
মৃত্যুকালে রামমূর্ত্তি করিয়া দর্শন।
মায়ামৃগ গেল চলি বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠেতে ছিল দ্বারী দুইজন।
জয় ও বিজয় নামে অতি সুদর্শন॥
একদা সনক মুনি বৈকুণ্ঠে আসিলা।
প্রবেশ করিতে তারে জয় নাহি দিলা॥
ব্রাহ্মণের প্রতি এই অমর্য্যাদা পাপে।
'মারীচ' রাক্ষস হয সনকের শাপে॥
মারীচ আসিয়া সেথা মায়ামৃগ হয।
নিধন করেন তারে রাম সে সময়॥
যখন শ্রীরাম তারে করেন নিধন।
"ভাইরে লক্ষ্মণ" বলি ত্যজিল জীবন॥
রাম-কণ্ঠে মায়ামৃগ লক্ষ্মণে ডাকিল।
কুটীরে বসিযা সীতা সে ডাক শুনিল॥
রামের বিপদ্ ভাবি সশঙ্কিত মন।
লক্ষ্মণে ডাকিয়া দেবী বলিল তখন॥
শীঘ্রগতি যাও তুমি দেবর লক্ষ্মণ।
যেথায় আছেন রাম কমললোচন॥
অবশ্য বিপদ্ কিছু ঘটিয়াছে তাঁর।
কাতরে সাহায্য তাই চাহেন তোমার॥
লক্ষ্মণ বুঝিতে পারি মৃগের ছলনা।
শতেক প্রকারে দেন সীতারে সান্ত্বনা॥
বলেন সীতারে তব ভয় অকারণ।
রামের বিপদ্ দেবী না হয কখন॥
তোমাকে একাকী রাখি নির্জ্জন বনেতে।
উচিত না হবে কভু সেইখানে যেতে॥
উদ্বিগ্না জানকী শুনি লক্ষ্মণের বাণী।
কুপিতা হইয়া কন শিরে কর হানি॥
কটুভাষে তিক্ত কথা দেবরের প্রতি।
বুঝিয়াছি অভিলাষ তোমার দুর্ম্মতি॥
এক ভাই নিল রাজ্য রামেরে বঞ্চিয়া।
রামের রমণী তুমি লইবে ছলিযা॥
অতীব দুর্ম্মতি তব শোন রে লক্ষ্মণ।
রামের বিহনে প্রাণ দিব বিসর্জ্জন॥
সীতার কটূক্তি শুনি সুধীর লক্ষ্মণ।
রামের সাহায্য হেতু করেন গমন॥
যাইবার কালে শির নোযাইয়া তিনি।
বলিলেন, সাবধানে থাক গো জননী॥
এদিকে ব্রাহ্মণ বেশ ধরিয়া রাবণ।
উপনীত হলো আসি সীতার সদন॥
ভিক্ষা দাও ব'লে বিপ্র বাড়াইল কর।
ভিক্ষা হাতে আসিলেন জানকী সত্বর॥
যেমনি বিপ্রের করে ভিক্ষা দিতে যায়।
অমনি রাবণ দুষ্ট ধরিল সীতায॥
সীতার কাতর বাক্য না শুনি শ্রবণে।
সীতারে লইযা চলে রথ আরোহণে॥
চলিল রাক্ষস-রাজ আপন ভবন।
সীতারে কহিল কত প্রণয বচন॥
ভীতা হ'যে সীতাদেবী কহিল তখন।
রামচন্দ্র আসি তোমা কবিবে নিধন॥
রাবণ কহিল শুন ওগো গুণবতি।
কি করিতে পারে মোর রাম রঘুপতি॥
আমার বচন ধর আপন অন্তরে।
কটাক্ষ নিক্ষেপ করি বাঁচাও আমারে॥
এত শুনি ক্রোধে কহে দেবী গুণবতী।
কি বলিলি ওরে দুষ্ট পামর দুর্ম্মতি॥
রাম বিনা কার সাধ্য স্পর্শিতে আমায।
নিশ্চয় শ্রীরাম তোরে বধিবে ত্বরায়॥

এত শুনি বিনয়েতে কহিল রাবণ।
শুন শুন গুণবতি ধরি গো চরণ॥
বরণ করহ মোরে রাখহ পরাণ।
তব প্রতি সঁপিয়াছি মম মন প্রাণ॥
প্রধানা মহিষী আমি করিব তোমায়।
শত দাস নিয়োজিব তোমার সেবায়॥
জানকী রোষেতে কহে ওরে দুরাচার।
দুরাশা হৃদয় হৈতে কর পরিহার॥
হায় হায় কোথা আছ ওহে রঘুপতি।
আসিয়া দেখহ নাথ সীতার দুর্গতি॥
দুরাত্মা রাক্ষস মোরে করিল হরণ।
প্রাণের দেবর কোথা এস হে লক্ষ্মণ॥
না বুঝে কতই কটু বলেছি তোমারে।
হাতে হাতে ফল তার পাই এইবারে॥
এতেক বিলাপ করি সীতা গুণবতী।
গাত্র হৈতে অলঙ্কার ত্যজে দ্রুতগতি॥
কোথাও পড়িল তাঁর হাতের কঙ্কণ।
ফেলিলেন কোথা সতী চরণ-ভূষণ॥
নিক্ষেপ করিয়া ভূমে উত্তরীয় বাস।
বসিলেন রথে শেষে হইয়া নিরাশ॥
সহসা বিহঙ্গরাজ জটায়ু তখন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা করে আগমন॥
সীতা সহ রাক্ষসেরে দেখি রথো'পরে।
চিন্তিতে লাগিল পক্ষী ব্যাকুল অন্তরে॥
মৃগ হেতু রঘুপতি গিয়াছে কাননে।
লক্ষ্মণ গিয়াছে পুনঃ তাঁর অন্বেষণে॥
সীতাদেবী শূন্যগৃহে ছিলেন তথায়।
রাক্ষসের রথে কেন আসিল হেথায়॥
পক্ষিরাজ এইরূপ ভাবি নিজ মনে।
ডাক দিয়া দশাননে কহে সেইক্ষণে॥
ব্রহ্মবংশে জন্ম তব জানি হে রাবণ।
কি কারণে সীতা তুমি করিছ হরণ॥
দশরথ মম সখা বিদিত ভুবন।
তাঁর পুত্রবধূ এই সীতাদেবী হন॥
আগে মম সহ দুষ্ট করহ সমর।
অতঃপর সীতা লয়ে হও অগ্রসর॥
পক্ষীর এতেক বাক্য কানে না শুনিয়া।
দ্রুতগতি যায় দুষ্ট রথ চালাইয়া॥
তাহা দেখি বিহঙ্গম কহে পুনরায়।
শুন রে রাক্ষসাধম বলি হে তোমায়॥
এই দেখ চঞ্চু মম বজ্রের সমান।
ইহাতে বধিব আজি তোমার পরাণ॥
এত শুনি ক্রোধে কাঁপে দুষ্ট দশানন।
জটায়ুর প্রতি বলে কর্কশ বচন॥
দুর্ব্বল বিহঙ্গ তুই এত অহঙ্কার।
এখনি করিব তোর জীবন সংহার॥
রাবণের হেন কথা করিয়া শ্রবণ।
গর্জ্জিয়া পড়িল পক্ষী রথেতে তখন॥
ছিন্ন ভিন্ন করি ধ্বজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।
চরণ-আঘাতে অশ্ব জীবন ত্যজিল॥
রাবণের শিরে পক্ষী নখাঘাত কৈল।
মুকুট খসিয়া তাহে ভূতলে পড়িল॥
ভীত হ'যে ব্রহ্ম-অস্ত্র জুড়ি শরাসনে।
রাবণ মারিল তাহা জটায়ুর পানে॥
শরাঘাতে তার দুই পক্ষ ছিন্ন হইল।
কুষ্মাণ্ড সমান হ'যে ভূতলে পড়িল॥
সীতার সংবাদ দিতে দেব রঘুবরে।
জীবন রহিল মাত্র জটায়ু শরীরে॥
ইহা দেখি রথে চড়ি দুষ্ট দশানন।
সীতা সহ লঙ্কাপুরে করিল গমন॥
এদিকেতে রঘুপতি মারিয়া মৃগেরে।
আসিতেছে দ্রুতগতি আপন কুটীরে॥
অকস্মাৎ লক্ষ্মণেরে করি দরশন।
জিজ্ঞাসেন মিষ্টভাষে করি সম্বোধন॥
জানকীরে একাকিনী রাখিয়া কাননে।
কেমনে আসিলে ভাই কহ মম স্থানে॥
অতীব ভীষণ ভাই হয় এই বন।
নাহি জানি কিবা হয় বিপদ্ ঘটন॥

রামের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ধীরে ধীরে সম্বোধিয়া কহেন লক্ষ্মণ॥
আদ্যোপান্ত যত কথা কহি ধীরে ধীরে।
অবশেষে দোঁহে আসে আশ্রম-কুটীরে॥
দেখেন আশ্রমে আসি তথা সীতা নাই।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাম পড়িলেন তাই॥
চেতনা পাইয়া পরে পাগলের মত।
ফিরেন জানকী খোঁজে তাঁরা ইতস্ততঃ॥
নদীতীরে আসিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
জটায়ুর মুখে সব করিয়া শ্রবণ॥
বানর সহায়ে রাম গেলেন লঙ্কায়।
বন্ধন করেন সেতু সাগরের গায়॥
বানর সহায়ে পরে রাবণের সহ।
করিলেন বহু রণ অতীব দুঃসহ॥
মারিলেন বহু রক্ষ রাম মহামতি।
লক্ষ পুত্র রাবণের সোয়ালক্ষ নাতি॥
মরিল সবাই যুদ্ধে, কুম্ভকর্ণ মরে।
সর্ব্বশেষে দশানন পড়িল সমরে॥
এইরূপে বহু কষ্টে কমললোচন।
উদ্ধারিয়া আনিলেন জানকী তখন॥
সাধ্বী কি অসতী সীতা পরীক্ষার লাগি।
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশেন জানকী অভাগী॥
অগ্নি-পরীক্ষার কালে আসি হুতাশন।
করিলেন রামহস্তে সীতা সমর্পণ॥
রাবণ আলয়ে হইল দীর্ঘকাল বাস।
এইজন্য জানকী ব দেন বনবাস॥
এদিকেতে ছায়াসীতা কবে নিবেদন।
কহ প্রভু আমি তবে কি করি এখন॥
অগ্নিদেব কহে দেবী শুনহ বচন।
পুষ্কর তীর্থেতে যাও তপস্যাকারণ॥
তপস্যা করিলে তব বহু পুণ্য হবে।
স্বর্গলক্ষ্মী হ'য়ে সদা স্বর্গধামে রবে॥
শুনিয়া অগ্নির কথা ছায়া তারপরে।
বহু বর্ষ ধরি তপ করেন পুষ্করে॥
স্বর্গমাঝে লক্ষ্মীরূপে রহি অতঃপর।
দ্রৌপদীরূপেতে জন্ম লন অনন্তর॥
সত্যযুগে ধরিলেন বেদবতী নাম।
ত্রেতাতে জানকী স্বামী রঘুপতি রাম॥
দ্বাপরে দ্রৌপদী রূপে ছায়া তাঁর রয়।
তিন যুগে জন্ম বলি ত্রিহায়নী কয়॥
নারদ কহেন শুন প্রভু নারায়ণ।
দ্রৌপদীর কথা কিছু করুন বর্ণন॥
কিরূপে দ্রৌপদী দেবী পঞ্চপতি সনে।
মিলিলেন কৃপা করি বলুন এক্ষণে॥
নারায়ণ কহিলেন শুনহ ধীমান্।
সবিস্তারে কহি আমি অপূর্ব্ব আখ্যান॥
প্রকৃত সীতারে রাম পেলেন যখন।
অতীব চিন্তিতা ছায়া হলেন তখন॥
অগ্নি আর রাম তাঁরে দেন উপদেশ।
শঙ্করে প্রার্থনা কর, দূর হবে ক্লেশ॥
এতেক শুনিয়া কন নারদ সুমতি।
কি কারণে দ্রৌপদীর হৈল পঞ্চপতি॥
নারদের বাক্য শুনি দেব নারায়ণ।
কহিলেন পঞ্চপতি হয় যে কারণ॥
ছায়াসীতা তপ বহু করে অতঃপর।
তপেতে হইয়া তুষ্ট আসেন শঙ্কর॥
'পতি দাও' 'পতি দাও' ওহে পঞ্চানন।
পাঁচ বার এই বাক্য করে উচ্চারণ॥
শঙ্কর রসিক অতি বিদিত ভুবনে।
কহিলেন রমণীরে একথা শ্রবণে॥
পাঁচবার পতি ভিক্ষা মাগিয়াছ যবে।
বর দিনু দেবী তব পঞ্চপতি হবে॥
সেই বরে দেবী হন দ্রুপদনন্দিনী।
পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী ভুবনমোহিনী॥
কহিলাম সব কথা, শুন মতিমান্।
কহিব এক্ষণে আমি প্রকৃত আখ্যান॥
প্রকৃত সীতারে লভি শ্রীরাম তখন।
বিভীষণে লঙ্কারাজ্য করেন অর্পণ॥

অনন্তর অযোধ্যাতে ফিরিলেন রাম।
রাজত্ব করেন সুখে সেথা গুণধাম॥
এগারো হাজার বর্ষ রাজত্ব করিয়া।
সবান্ধবে গেলা রাম বৈকুণ্ঠে চলিয়া॥
কমলার অংশরূপা দেবী বেদবতী।
কমলার মাঝে লীনা হলেন সম্প্রতি॥
হে নারদ, কহিলাম বেদবতী-কথা।
পবিত্র আখ্যান অতি অপূর্ব্ব বারতা॥
বেদ চতুষ্টয় তাঁর জিহ্বা-অগ্রে রয়।
পণ্ডিতেরা তাই তাঁরে বেদবতী কয়॥
কুশধ্বজ-কন্যা-কথা করিনু বর্ণন।
ধর্ম্মধ্বজ-কন্যা কথা কহিব এখন॥

প্রকৃতিখণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

তুলসীর জন্ম ও ব্রহ্মার নিকট বরলাভ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মন দিয়া।
মাধবী নামেতে ছিল ধর্ম্মরাজপ্রিয়া॥
পুষ্প শয্যা রচি দেবী গন্ধমাদনেতে।
নৃপতি সহিত দেবী রহে সুখে মেতে॥
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ শোভা চমৎকার।
নৃপসহ অবিরাম করে সে বিহার॥
রমণীরত্নের সার মাধবী যুবতী।
ধর্ম্মরাজ পতি তার সুরতজ্ঞ অতি॥
দুইজনে রতিক্রীড়া করে অবিরত।
এইরূপে বহু বর্ষ হৈল ক্রমে গত॥
রাজার হইল-পরে জ্ঞানের উদয়।
রাণীর বাসনা তৃপ্তি তবু নাহি হয়॥
মাধবী যুবতী শেষে হয় গর্ভবতী।
দৈবশতবর্ষ কাল গর্ভ ধরে সতী॥
গর্ভবতী দিন দিন হয় রূপবতী।
অতি শোভাময়ী ক্রমে হইল যুবতী॥

কার্ত্তিকী পূর্ণিমারাতে শুক্রবারে শেষে।
শুভক্ষণে কন্যা এক জন্মে অবশেষে॥
লক্ষ্মী-অংশরূপা কন্যা অতি মনোহর।
পাদযুগে পদ্মচিহ্ন অতীব সুন্দর॥
লক্ষ্মীর ভঙ্গিমা অঙ্গে অতি সুলক্ষণা।
রাজলক্ষ্মী-চিহ্নযুক্তা শোভনদর্শনা॥
শরতের চন্দ্রসম স্নিগ্ধ কলেবর।
পক্কবিম্বসম তার ওষ্ঠ ও অধর॥
বিকচ কমলসম চারু নেত্র তার।
মুখে তার মৃদুহাসি অতি চমৎকার॥
রক্তিমাভ হস্তপদ নাভি মনোহর।
বর্ত্তুল নিতম্ব শোভে পরম সুন্দর॥
শ্বেত চম্পকের বর্ণ অতি মনোরম।
তাহার তুলনা দিতে সকলে অক্ষম॥
জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি তার নয়নাভিরাম।
জনক জননী রাখে তুলসী এ নাম॥
ভূমিষ্ঠা হইয়া কন্যা না মানি বারণ।
বদরিকাশ্রমে যায় তপস্যা-কারণ॥
নারায়ণে পতিরূপে কামনা করিয়া।
তপস্যা করিলা বহু বৎসর ধরিয়া॥
গ্রীষ্ম বর্ষা নাহি মানে একাসনে বসি।
নারায়ণে ধ্যান করে সেথায় তুলসী॥
শীতকালে জলমাঝে করে অবস্থান।
বর্ষাকালে বৃষ্টিমাঝে করে দেবী ধ্যান॥
বিংশতি সহস্র বর্ষ ফল জল খায়।
নারায়ণে ধ্যান দেবী করে নিরালায়॥
তিরিশ হাজার বর্ষ বৃক্ষপত্র খায়।
চল্লিশ সহস্র বর্ষ খাইল সে বায়॥
দশ দশ শত বর্ষ না করে আহার।
কঠোর তপস্যা শেষ না হৈল তার॥
হেরিয়া কঠোর তপ ব্রহ্মা সনাতন।
বদরিকাশ্রমে শেষে করেন গমন॥
ব্রহ্মারে হেরিয়া দেবী অতি ফুল্লমন।
ভক্তিভরে প্রণিপাত করিলা তখন॥

জগৎবিধাতা ত.রে কহিলা সত্বর।
কহ গো তুলসী, তুমি চাহ কিবা বর॥
তুলসী কহিলা পিতা, কি কহিব আর।
সর্ব্বজ্ঞ বিধাতা তুমি সর্ব্বগুণাধার॥
যুবতী কামিনী আমি তুলসী নামেতে।
ছিলাম গোপিকারূপে গোলোকধামেতে॥
কৃষ্ণের কিঙ্করীরূপে করিতাম সেবা।
গোলোকে আমার সম সুখী ছিল কেবা॥
প্রিয়তমা সখী আমি ছিনু রাধিকার।
তাঁ'র অংশজাতা আমি কি কহিব আর॥
একদিন কৃষ্ণসহ রাসক্রীড়া করি।
হেরিলেন সেই দৃশ্য রাসের ঈশ্বরী॥
আমাকে দেখিয়া রাধা রুষ্টা অতিশয়।
তিরস্কার করে যেথা কৃষ্ণ মহাশয়॥
সপত্নী বিদ্বেষে রাধা দেখিয়া আমারে।
অতি কটুভাবে নিন্দা করে বারে বারে॥
অভিশাপ দেন রাধা অতি ক্রোধ ভরে।
জনম হইবে তব মানুষের ঘরে॥
গোবিন্দ কহিলা মোরে মধুর বচন।
ভারত-মা ারে তুমি করিবে গমন॥
সেথায় থাকিয়া তুমি তপস্যা প্রভাবে।
ব্রহ্মা বরে নারায়ণে পতিরূপে পাবে॥
মম অংশজাত হয দেব নারায়ণ।
পতিরূপে পাবে তায় আমার বচন॥
এতেক বলিয়া হরি অন্তর্হিত হয়।
আমিও ভারত মাঝে জন্মি সে সময়॥
ভগবান্, কহিলাম পূর্ব্বের আখ্যান।
এখন আমারে বর করহ প্রদান॥
কহিলাম সব কথা ভক্তিভরে অতি।
সেই নারায়ণে আমি প ই যেন পতি॥
ব্রহ্মা কন শুন দেবী আমার বচন।
সুদামা নামেতে আছে গোপ সুশোভন॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ-সমুদ্ভূত অংশরূপ তাঁর।
দৈত্যবংশে জন্ম হয় শাপে রাধিকার॥
শঙ্খচূড় নামে খ্যাত হয় ত্রিভুবনে।
তাহার নিকটে তুমি যাও বরাননে॥
একদা সুদামা হেরি গোলোকে তোমারে।
কামবাণে জর্জ্জরিত হয় বারে বারে॥
তব সহ সহবাস ইচ্ছা ছিল তার।
রাধিকার ভয়ে তাহা না পারিল আর॥
জাতিস্মর শঙ্খচূড় তপস্যা প্রভাবে।
মোর বরে পত্নীরূপে তোমারেই পাবে॥
জাতিস্মরা তুমি দেবী আছে সব জ্ঞান।
শঙ্খচূড়পত্নীরূপে কর অবস্থান॥
মিথ্যা নাহি হয় কভু আমার বচন।
অবশেষে পতিরূপে পাবে নারায়ণ॥
দৈবযোগে শাপবশে বৃক্ষ-রূপা হবে।
পত্রের প্রধানা হ'য়ে ধরাধামে র'বে॥
তোমা ছাড়া নাহি হবে পূজা দেবতার।
বৃন্দাবনে বৃক্ষ তুমি হবে চমৎকার॥
বৃন্দাবনে বৃন্দাবনী বৃক্ষ হ'য়ে র'বে।
তব পত্র দিয়া সবে পূজিবে মাধবে॥
বৃক্ষ-অধিষ্ঠাত্রী-রূপে বরেতে আমার।
গোপবেশী কৃষ্ণ সহ করিবে বিহার॥
শুনিয়া তুলসীদেবী ব্রহ্মার বচন।
প্রণাম করেন তাঁরে অতি হৃষ্ট মন॥
কহেন তুলসীদেবী, শুন সনাতন।
সত্যকথা কহি আমি চাহি কৃষ্ণধন॥
চতুর্ভুজ 'পরে মোর বাঞ্ছা তত নাই।
দ্বিভুজ কৃষ্ণেরে আমি চাহি সর্ব্বদ ই॥
রতিসুখে ছিনু আমি গোবিন্দের সহ।
রাধিকার ভয় আমি করি অহরহঃ॥
রাধিকার ভয় মোর কর নিবারণ।
তার পরে কৃষ্ণসহ হইবে মিলন॥
ব্রহ্মা কন, সুশোভনে শুন অতঃপর।
রাধিকার মন্ত্র দিব ষোড়শ অক্ষর॥
মম বরে প্রাণতুল্যা হবে রাধিকার।
কৃষ্ণকাছে রাধাসম পাবে অধিকার॥



তুলসী সমীপে তার রণবার্তা কয়।
শুনিয়া দেবীর মনে উপজিল ভয়॥

কৃষ্ণসহ তোমাদের গোপন ক্রীড়ায়।
রাধিকাই হবে তব প্রধান সহায়॥
এই কথা বলি ব্রহ্মা তুলসীদেবীরে।
রাধিকার মন্ত্র স্তোত্র দেন ধীরে ধীরে॥
পূজার বিধান আদি দিয়া উপদেশ।
হৃষ্টমনে আশীর্ব্বাদ করেন অশেষ॥
অনন্তর ব্রহ্মাদেব অন্তর্হিত হন।
রাধামন্ত্র জপ দেবী করেন তখন॥
দিব্য বারো বর্ষ ধরি জপ ধ্যান শেষে।
জপ পূজা সিদ্ধ তাঁর হৈল অবশেষে॥
তপঃ-ক্লেশ দূর তাঁর হইল সত্বর।
তুলসী করেন লাভ আকাঙ্ক্ষিত বর॥

প্রকৃতি খণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়

তুলসীর বিবাহ, শঙ্খচূড়ের বধের উদ্যম।

নারায়ণ কহে শুন নারদ সুমতি।
কৃষ্ণ অভিলাষ করে তুলসী যুবতী॥
হৃষ্ট-চিত্তে রহে দেবী করিতে বিহার।
কৃষ্ণসহ মিলনের অভিলাষ তার॥
পুষ্পের রচিয়া শয্যা চন্দনলেপন।
অশেষ বিশেষ করে যত আয়োজন॥
প্রসাধন অতি যত্নে করেন তুলসী।
অলঙ্কারে সাজিলেক অপূর্ব্ব রূপসী॥
কামার্ত্তা দেখিয়া তবে তুলসীদেবীরে।
বিধিমতে কামদেব আসে ধীরে ধীরে॥
কামদেব পঞ্চবাণ করিলা ক্ষেপণ।
বাণে জর্জ্জরিতা দেবী হইলা তখন॥
পুলকিত হৈল অঙ্গ কাঁপিল নয়ন।
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাগতা হইলা তখন॥
সুখাবহ তন্দ্রা মোহ ঘিরিলা তাহারে।
অস্থির হইয়া শয্যা ছাড়ে বারে বারে॥
কখনো শয়ন করে কখনো ভ্রমণ।
শয্যা ছাড়ি ইতস্ততঃ করিল গমন॥
পুষ্প-শয্যা হৈল যেন কণ্টক-সমান।
উদ্বেগে হইল তার অস্থির পরাণ॥
ফল জল নাহি রোচে লাগে বিষময়।
সূক্ষ্মবস্ত্র অগ্নিসম লাগে সে সময়॥
ললাটে সিন্দূরবিন্দু ব্রণতুল্য লাগে।
কভু দেবী নিদ্রা যায়, কখনো বা জাগে॥
তন্দ্রাবশে দেখিলেন তুলসী যুবতী।
পুরুষ আকৃতি এক সুদর্শন অতি॥
চন্দন-চর্চ্চিত দেহ কান্তি মনোহর।
রসিকের অগ্রগণ্য পুরুষপ্রবর॥
নিকটে দাঁড়ায়ে তার হেরিছে বদন।
রতিকথা বলি মুখ করিছে চুম্বন॥
শয়ন করিয়া পার্শ্বে রসিকপ্রবর।
বুকে ধরি আলিঙ্গন করে নিরন্তর॥
একবার চলি যায় আসিল আবার।
তুলসী তাহারে যেন কহে বার বার॥
হে প্রাণেশ, কোথা যাও, ক্ষণকাল রহ।
কেমনে সহিব আমি তোমার বিরহ॥
হেনকালে তুলসীর নিদ্রা টুটে যায়।
ব্যাকুল হইয়া দেবী করে হায় হায়॥
এদিকেতে শঙ্খচূড় কৃষ্ণমন্ত্র পায়।
ব্রহ্মাবরে বদরিকা আশ্রমেতে যায়॥
পুষ্করে তপস্যা করি সিদ্ধিলাভ করে।
মনোরমা নারীহেতু অন্বেষণ করে॥
প্রজাপতি ব্রহ্মা তারে দিয়াছেন বর।
মনোমত পত্নীলাভে, প্রফুল্ল অন্তর॥
মঙ্গল কবচ আছে গলেতে তাহার।
তুলসীরে দেখিল সে, লাগে চমৎকার॥
তাহারে হেরিলা সেথা তুলসী যুবতী।
কামদেবতুল্য তিনি রূপবান্ অতি॥
বিভূষিত দেহ তার রত্নের ভূষণে।
পূর্ণচন্দ্রসম প্রভা ভাতিছে বদনে॥

নেত্রদ্বয় বিকসিত কমলের সম।
রথোপরি শোভে রাজা অতি মনোরম॥
সতৃষ্ণ নয়নে তারে করে নিরীক্ষণ।
ঘন ঘন পুলকিত হয়েন তখন॥
মনোহর কলেবর চর্চ্চিত চন্দনে।
কামাতুরা হয় দেবী তাহার দর্শনে॥
লজ্জাভরে নিজ মুখ করে আচ্ছাদন।
শঙ্খচূড় পানে করে কটাক্ষ ক্ষেপণ॥
হেরিয়া কন্যারে সেথা পুষ্পের শয্যায়।
কুতূহলে শঙ্খচূড় কহিল তাহায়॥
কে তুমি কাহার কন্যা কহ মোরে আজ।
কি কারণে আসিয়াছ অরণ্যের মাঝ॥
জানিতে বাসনা মোর কহ গো মানিনি।
কোথায় বসতি তব কাহার নন্দিনী॥
রমণীগণের সার তুমি এ সংসারে।
রূপবতী কেবা তুমি, কহ গো আমারে॥
কহ কহ মৌনভাবে রহ কি কারণ।
কৃপা করি কিঙ্করেরে কর সম্ভাষণ॥
কি কাজ করিব বল আমি ত কিঙ্কর।
তব দাস হৈতে মোর আকুল অন্তর॥
শঙ্খচূড়-মুখে বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সকামা হইয়া দেবী কহিল তখন॥
ধর্ম্মধ্বজকন্যা আমি আছি তপস্যায়।
তপোবনে আছি আমি আপন ইচ্ছায়॥
তুমি কেবা, জানি না ত তব পরিচয়।
কেন আজি আসিয়াছ হেথা মহাশয়॥
শাস্ত্রের বচন তুমি জানহ নিশ্চয়।
পরনারী কাছে থাকা উচিত না হয়॥
হেরিয়া কুলের নারী একান্ত নির্জ্জনে।
সজ্জনেরা স্থান ত্যাগ করে সেইক্ষণে॥
শ্রুতির বচন ইহা কহি অকপটে।
শ্রুতি অর্থ নাহি মানে দুর্বৃত্ত লম্পটে॥
যেই জন কুলনারী করে অভিলাষ।
মহাপাপে হয় তার ঘোর সর্ব্বনাশ॥
কামুক পুরুষ হয় অতি দুরাচার।
পরনারী গ্রহণেতে নাহি বাধে তার॥
প্রথমে মধুর নারী, শেষে বিষময়।
মুখে মধু কিন্তু বিষে পূরিত হৃদয়॥
মুখেতে মধুর বাক্য কহে নিরন্তর।
ক্ষুরের সমান তার শাণিত অন্তর॥
স্বকার্য্য-সাধন-তরে স্বামি-বশ হয়।
কার্য্যসিদ্ধি নাহি হ'লে কভু বশ নয়॥
বদন প্রফুল্ল তার, মলিন অন্তর।
অন্তর কুরূপ অতি, বাহিরে সুন্দর॥
স্বামীর ইচ্ছায় চলে স্বকার্য্য-সাধনে।
নতুবা অবাধ্য সে যে হয় ক্ষণে ক্ষণে॥
বিষমা প্রকৃতি নারী কেন তারে ভজ।
অকারণে কেন বল তার প্রতি মজ॥
বিজ্ঞজন রমণীরে বিশ্বাস না করে।
দুষ্টবুদ্ধি তাহাদের অন্তরে অন্তরে॥
কামুকী হইয়া থাকে নারী নিরন্তর।
কামে কলুষিত থাকে তাদের অন্তর॥
অন্তরের কামভাব যথাসাধ্য ঢাকে।
বাহিরে রমণীকুল লজ্জাশীলা থাকে॥
গোপনে পাইলে কভু আপন ভর্ত্তারে।
সমুদ্যতা হয় তারে গ্রাস করিবারে॥
কোথায় সরম তার মিষ্ট ব্যবহার।
এমন ঘৃণিতা নারী ছলনা-আধার॥
অঙ্কুরস্বরূপা তারা কোপ কলহের।
বিজ্ঞজন বিশ্বাস না করে নারীদের॥
মৈথুনের পরিমাণ যদি অল্প হয়।
কভু সেই নারী তবে তুষ্ট নাহি রয়॥
মিষ্ট অন্ন ফল জল ত্যজিবারে পারে।
রূপবান্ যুবা সঙ্গ ছাড়িবারে নারে॥
যেই জন রতিসুখ তারে দিতে পারে।
প্রাণাপেক্ষা সেই নারী ভালবাসে তারে॥
পতিপুত্র তার কাছে কিছু নাহি হয়।
কামুক পুরুষ তার হয় সর্ব্বময়॥

মৈথুনে অক্ষম যদি হয় কোন জন।
তার প্রতি তুষ্ট নহে নারী কদাচন ॥
অথবা কখনো যদি বৃদ্ধ হয় পতি।
শত্রুজ্ঞান করিবেক নারী তার প্রতি ॥
কলহে প্রবৃত্ত সদা তার সনে থাকে।
ক্রমে শুষ্ক হয় স্বামী করম-বিপাকে ॥
কৃকলাস-সম তারা স্বামিরক্ত শোষে।
সংসারে অশান্তি আসে রমণীর দোষে ॥
দোষের আকর তারা কপটরূপিণী।
বিশ্বাস-অযোগ্যা দেখি সমস্ত কামিনী ॥
কামিনীর রূপে করে মোহ উৎপাদন।
ত্যজিতে না পারে তাই যত দেবগণ ॥
তপের অর্গলরূপা মাযার আধার।
মুক্তির কপাটরূপা কি কহিব আর ॥
ইন্দ্রজালস্বরূপিণী সকল কামিনী।
বিজ্ঞের নিকটে মিথ্যা রতিস্বরূপিণী ॥
বাহিরে সুন্দর বটে কুৎসিত অন্তরে।
বিষ্ঠামূত্র দুষ্টরক্ত দেহের ভিতরে ॥
রমণী সৃজিলা বিধি মায়াময়ী ভাবে।
মায়ায় বিমুগ্ধ সবে নারীর প্রভাবে ॥
বিচক্ষণ ব্যক্তি তাই সাবধান রয।
কদাপি নারীতে নাহি উপগত হয ॥
এতেক বলিয়া তবে তুলসী সুন্দরী।
মাথা নত করি রহে মৌনভাব ধরি ॥
ক্ষণেক তুলসীদেবী মৌনমুখে রয।
অনন্তর শঙ্খচূড় মৃদুহাস্যে কয ॥
বলিলে যে সব কথা ভেবে দেখি ঠিক।
কিযদংশ সত্য তার কিছু বা অলীক ॥
নারীর বিষয আমি করিব বর্ণন।
মন দিয়া তুমি দেবি, করহ শ্রবণ ॥
দুই প্রকারের নারী সৃষ্টি বিধাতার।
বাস্তবী ও কৃত্যা তারা কহিলাম সার ॥
বাস্তবী প্রশংসনীযা জগতের মাঝে।
নিন্দনীয়া কৃত্যা সদা সংসার-সমাজে ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত দেবীগণ।
নহেন ইঁহারা কেহ ব্রহ্মার সৃজন ॥
ইঁহাদের অংশরূপা যত নারীগণ।
বাস্তবী বলিয়া তারা উক্ত সর্ব্বক্ষণ ॥
প্রশংসার যোগ্য তারা মঙ্গল-কারণ।
যশস্বিনী কল্যাণীয়া সেই নারীগণ ॥
শতরূপা দেবহূতি স্বধা ছায়াবতী।
দক্ষিণা রোহিণী শচী বরুণানী সতী ॥
কুবেরের পত্নী আর বায়ুর কামিনী।
দিতি ও অদিতি স্বাহা ভুবনমোহিনী ॥
লোপামুদ্রা অনসূযা কৈটভী তুলসী।
অহল্যা মেনকা তারা মনসা রূপসী ॥
মন্দোদরী গঙ্গা পুষ্টি তুষ্টি বেদবতী।
স্মৃতি মেধা বসুন্ধরা স্বস্তি অরুন্ধতী ॥
কালিকা মঙ্গলচণ্ডী ষষ্ঠী কীর্ত্তি ক্রিয়া।
তন্দ্রা ক্ষুধা শোভা প্রভা বৃত্তি কীর্ত্তিপ্রিযা ॥
সন্ধ্যা রাত্রি দিবা আদি কামিনী সকলে।
বাস্তবী বলিয়া খ্যাত এই ধরাতলে ॥
প্রকৃতির অংশে এঁরা জনম লভয়।
নারী মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা ইঁহাদের কয় ॥
দেহে-মনে ইঁহাদের কোন পাপ নাই।
এই হেতু পূজনীযা এঁরা সর্ব্ব ঠাঁই ॥
নারীরূপে ইঁহারাই সাক্ষাৎ প্রকৃতি।
সদাই বিশুদ্ধ চিত্ত পুণ্যে থাকে মতি ॥
উত্তমা এঁদের নাম শুন গো উত্তমে।
ইহারা বাস্তবী নারী স্বর্গলোকে ভ্রমে ॥
উত্তম রমণীরূপে জন্ম সবে লয।
শাস্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয় ॥
স্বর্গবেশ্যা আর যত পুংশ্চলী রমণী।
তাহাদের সকলেরে কৃত্যারূপে গণি ॥
নিন্দনীয়া সদা তারা শাস্ত্রের বচন।
রজোরূপা তমোরূপা এই নারীগণ ॥
যে সব নারীর মাঝে সত্ত্বগুণ রাজে।
শুদ্ধ ও উত্তম তারা মানব-সমাজে ॥

স্থানের অভাবে কিংবা সময় অভাবে।
দেহক্লেশ রোগ কিংবা সাধুর প্রভাবে॥
রিপুর ভয়েতে কিংবা রাজভয়ে অতি।
রজোরূপা কৃত্যা নারী হ'য়ে থাকে সতী॥
মধ্যমরূপেতে এরা উক্ত সর্ব্বক্ষণ।
শুন শুন দেবি ইহা শাস্ত্রের বচন॥
তমোরূপা যেই নারী অধম সেজন।
নিকৃষ্টা তাহারা অতি অবিশুদ্ধ মন॥
নির্জ্জনে অথবা কোন জনাকীর্ণ স্থানে।
পরের রমণী যদি থাকে কোন খানে॥
বাক্যালাপ তার সহ উচিত না হয়।
এইমাত্র জানি আমি, সন্দেহ না রয়॥
অপর বৃত্তান্ত বলি তোমার গোচরে।
হেথায় আসিনু ব্রহ্মা-আজ্ঞা-অনুসারে॥
হে দেবি, আমার প্রতি কৃপা করি চাহ।
তোমারে করিব আমি গন্ধর্ব্ব-বিবাহ॥
পত্নীরূপে তোমা আমি করিব গ্রহণ।
আমার হৃদয়ে মাত্র এই আকিঞ্চন॥
অতঃপর শুন দেবী মোর পরিচয়।
প্রকাশ করিতে কিছু নাহিক সংশয়॥
দনুবংশে জন্ম মম, শঙ্খচূড় নাম।
দেবতাগণের আমি শত্রু অবিরাম॥
পূর্ব্ব জন্মে বাস ছিল গোলোকধামেতে।
পারিষদ ছিনু আমি সুদামা নামেতে॥
রাধিকার শাপে আমি দানবেন্দ্র আজ।
জাতিস্মররূপে আছি পৃথিবীর মাঝ॥
হৃদিমধ্যে কৃষ্ণমন্ত্র নিরন্তর স্মরি।
আমাপ্রতি কৃপা কর উত্তমা সুন্দরি॥
তুমি জাতিস্মরা জানি তুলসী নামেতে।
ভারতে জন্মিলে আসি রাধিকা-শাপেতে॥
হরির সহিত তব হইল মিলন।
রাধা অভিশাপ দিলা তাহারি কারণ॥
গোলোকে তোমার সহ সম্ভোগের তরে।
ব্যাকুলিত ছিনু আমি বহুদিন ধ'রে॥
রাধিকার ভয়ে তাহা সফল না হয়।
সম্ভোগ করিতে নাহি পারি সে সময়॥
তোমারে বরিতে এবে হয়েছে বাসনা।
রাধা হৈতে নাহি ভয় শুন গো ললনা॥
এত বলি শঙ্খচূড় মৌনী হ'যে রয়।
তুলসী কহিল তারে প্রফুল্ল হৃদয়॥
সুপণ্ডিত তুমি অতি, অতি বিজ্ঞজন।
তব সম বিজ্ঞ সদা প্রশংসাভাজন॥
এইরূপ কান্ত নারী করে অভিলাষ।
পরাজিতা আমি আজি মিটিয়াছে আশ॥
তোমার সমান পতি কভু যদি মিলে।
প্রণয়সাগরে ঝাঁপ দেই কুতূহলে॥
যে পুরুষ পত্নীদ্বারা হয় পরাজিত।
অপবিত্র সেই জন অতীব নিন্দিত॥
পত্নী-পরাজিত জনে সবে নিন্দা করে।
পিতৃদেবগণ দেখে ঘৃণিত অন্তরে॥
পিতা ভ্রাতা নিন্দা করে তারে অবিরল।
নিন্দা করে আত্মীয় ও বান্ধব সকল॥
জাতক বা মৃতাশৌচে সমস্ত ব্রাহ্মণ।
দশ দিনে শুদ্ধ হয় শাস্ত্রের বচন॥
দ্বাদশ দিবসে শুদ্ধ ক্ষত্রিয় সকল।
পঞ্চদশে বৈশ্য শুদ্ধ জানি অবিরল॥
শূদ্রগণ অবিশুদ্ধ একমাস রয়।
পত্নী-পরাজিত চির অবিশুদ্ধ হয়॥
চিতার অনলে যবে ভস্মীভূত হয়।
পত্নী-পরাজিত হয় শুদ্ধ সে সময়॥
তাহার প্রদত্ত পিণ্ড তাহার তর্পণ।
পিতৃকুল কোন দিন করে না গ্রহণ॥
তাহার প্রদত্ত পূজা দেবতা না লয়।
অবজ্ঞার ভরে সবে দেখে অতিশয়॥
রমণী করিবে যার চিত্তের হরণ।
জপ হোম যশে তার কিবা প্রয়োজন॥
পরীক্ষা করিয়া কান্ত করিবে গ্রহণ।
কুলকামিনীর প্রতি শাস্ত্রের বচন॥

গুণহীন বৃদ্ধ মূর্খ কুৎসিত যে হয়।
দুর্মুখ দরিদ্র যারা সকল সময় ॥
ক্রোধী যোগী পঙ্গু কিংবা অঙ্গহীন জন।
অন্ধ খঞ্জ মূক ক্লীব জড় ও দুর্জ্জন ॥
এই সবে কন্যা দান করে যেই জন।
ব্রহ্মহত্যা পাপে সেই হয় নিমগন ॥
শান্ত গুণী বিষ্ণুভক্ত পণ্ডিত যুবায়।
কন্যারে করিলে দান মহাপুণ্য তায় ॥
বৈষ্ণব যুবকে কন্যা দেয় যেই জন।
অশ্বমেধ-পুণ্য সেই করে উপার্জ্জন ॥
ধনলোভে যেই করে কন্যারে বিক্রয়।
কুম্ভীপাক নরকেতে যাইবে নিশ্চয় ॥
চতুর্দ্দশ দেবেন্দ্রের হইলে পতন।
ব্যাধের যোনিতে জন্ম লভে সেই জন ॥
এত বলি মৌনী হন তুলসী তখন।
অকস্মাৎ ব্রহ্মা আসি দিলেন দর্শন ॥
সহসা দর্শন করি ব্রহ্মারে সেথায়।
তুলসী ও শঙ্খচূড় প্রণমিল পায় ॥
সেথায় বসিয়া ব্রহ্মা করি সম্ভাষণ।
হিতকর মৃদু-বাক্য কহিলা তখন ॥
শুন শুন শঙ্খচূড়, মোরে আজ কহ।
কিবা আলাপন কর রমণীর সহ ॥
আমার বচন শুন যদি ইষ্ট চাহ।
রমণীরে কর তুমি গন্ধর্ব্ব-বিবাহ ॥
রত্নের স্বরূপ তুমি পুরুষগণের।
তুলসীও রত্নরূপা রমণীকুলের ॥
তোমাদের এ মিলন হবে সুখকর।
সুদুর্লভ সুখ দোঁহে পাবে নিরন্তর ॥
শুন গো তুলসীদেবি, শুন শুন সতি।
গুণবতী নারী তুমি রূপসী যুবতী ॥
শঙ্খচূড় মহাবীর মহাগুণবান্।
দেবতা অসুর নহে তাঁহার সমান ॥
দেবদৈত্য পরাজিত হয় এর ঠাঁই।
ইহার সমান কেহ ত্রিজগতে নাই ॥
পরীক্ষা ইঁহারে তবে কর কি কারণ।
অতি শীঘ্র কর এঁরে পতিত্বে বরণ ॥
শঙ্খচূড় লোকান্তরে করিলে গমন।
তুমিও গোলোকে সতী যাইবে তখন ॥
সেখানে পাইবে তুমি কৃষ্ণজনার্দ্দন।
দেখিবে বৈকুণ্ঠে গিয়া দেব নারায়ণ ॥
কৃষ্ণের দেহের অংশ সেই নারায়ণ।
চতুর্ভুজরূপে আছে জানে সর্ব্বজন ॥
বৈকুণ্ঠে করিবে তুমি চতুর্ভুজ লাভ।
সেথায় রবে না তব কিছুর অভাব ॥
এত বলি চতুর্মুখ অন্তর্হিত হয়।
তাদের অন্তরে তবে হয় সুখোদয় ॥
শঙ্খচূড় বিধি আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ।
করিলেন তুলসীরে পত্নীত্বে বরণ ॥
স্বর্গেতে দুন্দুভিধ্বনি হ'ল সে সময়।
উভয়ের মস্তকেতে পুষ্পবৃষ্টি হয় ॥
অতঃপর শঙ্খচূড় তুলসীর সনে।
সুরতে হইল মত্ত আনন্দিত মনে ॥
রতিক্রীড়া করে তারা নির্জ্জন প্রদেশে।
তুলসী মূর্চ্ছিতপ্রায় সুখের আবেশে ॥
চৌষট্টি প্রকারে তারা ভোগ করে রতি।
সম্ভোগ-সাগরে মগ্না তুলসী যুবতী ॥
অঙ্গে অঙ্গে মিলাইয়া করিল শৃঙ্গার।
পুষ্পের শয্যায় ক্রীড়া করে চমৎকার ॥
কভু বা উভয়ে সুখে নদীতীরে যায়।
দুইজনে ভুঞ্জে রতি পুষ্পবাটিকায় ॥
সুরতনিপুণা অতি তুলসী যুবতী।
কামাতুর শঙ্খচূড় না জানে বিরতি ॥
নিয়ত চলিল ক্রীড়া চলিল শৃঙ্গার।
চেতনা হারায়ে দেবী রহে বার বার ॥
শঙ্খচূড় তুলসীরে করে আলিঙ্গন।
ভাবের আবেশে করে কেশ আকর্ষণ ॥
স্তনের উপরে তার নখক্ষত করে।
কামাবেশে মিলাইল অধরে অধরে ॥

তুলসী সে বারংবার করিল চুম্বন।
উন্মত্ত হইয়া গণ্ড করিল দংশন ॥
এইবার সুরতের হ'ল অবসান।
শয্যা ছাড়ি অবশেষে করিল উত্থান ॥
সাজসজ্জা করে দেবী প্রফুল্ল-অন্তরে।
প্রিয়তমে সাজাইল বহুক্ষণ ধ'রে ॥
ললাটে আঁকিয়া দিল তুলসী চন্দন।
সর্ব্ব অঙ্গে পরাইল রত্নের ভূষণ ॥
তাম্বুল শোভিত মুখে মৃদু মৃদু হাসি।
তুলসী কহিল, প্রভু আমি তব দাসী ॥
তুলসী যখন তারে করিল প্রণাম।
পতির মুখের পানে চাহে অবিরাম ॥
শঙ্খচূড় তুলসীরে করে আলিঙ্গন।
বারংবার অধরেতে করিল-চুম্বন ॥
তুলসীরে সাজাইল বিবিধ সজ্জায়।
কেয়ূর কুণ্ডল শঙ্খ দান করে তায় ॥
কবরী নির্ম্মাণ তার করে চমৎকার।
শঙ্খচূড় কহে, দাস হইনু তোমার ॥
পতিরূপে শঙ্খচূড়ে পাইয়া তখন।
হইলা তুলসীদেবী আনন্দে মগন ॥
অতঃপর তুলসীরে করিয়া ধারণ।
শঙ্খচূড় ত্যাগ করে নির্জ্জন কানন ॥
দেবের আলয়ে আর মলয় পাহাড়ে।
শৈলে বনে রম্যস্থানে নির্ঝরের ধারে ॥
পুষ্পোদ্যানে সিন্ধুতীরে মনোহর বনে।
নদীর পুলিনে কিংবা নন্দন কাননে ॥
গন্ধমাদনেতে আর দেবের উদ্যানে।
পুষ্পভদ্রা নদীতীরে জনহীন স্থানে ॥
চম্পক কেতকী আর মাধবী কাননে।
মালতী কুমুদ কুন্দ কমলের বনে ॥
কাঞ্চন প্রদেশে আর কাঞ্চন পাহাড়ে।
অতি রম্য প্রদেশেতে কাঞ্চীবন ধারে ॥
কামাতুর শঙ্খচূড় না জানে বিরতি।
তুলসী সহিত সুখে ভোগ করে বতি ॥
নানাভাবে নানাদেশে করিল শৃঙ্গার।
কিছুতেই তৃপ্তি নাহি হয় দোঁহাকার ॥
অনন্তর নিজ রাজ্যে করি আগমন।
নির্ম্মাণ করিল রাজা কেলি নিকেতন ॥
ভার্য্যাসহ মনসুখে করে সে সম্ভোগ।
মন্বন্তর কাল ধরি করে রাজ্য ভোগ ॥
এইরূপে বহু কাল রাজা শঙ্খচূড়।
শাসন করিল দেব গন্ধর্ব্ব অসুর ॥
দেবগণ হারাইল নিজ অধিকার।
ভিক্ষুকের মত দশা হইল সবার ॥
তাঁহাদের পূজা হোম অস্ত্র ও ভূষণ।
বল করি শঙ্খচূড় করিল হরণ ॥
অধিকার হারাইয়া যত দেবগণ।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া করিল রোদন ॥
শুনিয়া বৃত্তান্ত সব ব্রহ্মা অতঃপর।
শিবের নিকটে যান অতীব সত্বর ॥
ব্রহ্মা-মুখে সব কথা করিয়া শ্রবণ।
সকলে মিলিযা করে বৈকুণ্ঠে গমন ॥
শ্রীহরি ছিলেন বসি রত্ন-সিংহাসনে।
মনোহর শ্যামরূপ চর্চ্চিত চন্দনে ॥
প্রশান্ত মুরতি তাঁর ভুবন-মোহন।
ঘেরিয়া তাহাবে রহে পারিষদগণ ॥
কেহ বা বীজন করে, কেহ করে স্তব।
মৃদু মৃদু হাস্য করে শ্রীহরি কেশব ॥
পরিপূর্ণতম কৃষ্ণে করি দরশন।
ভক্তিভরে প্রণমিল সর্ব্ব দেবগণ ॥
হরির নিকটে পরে করিয়া গমন।
ব্রহ্মাদেব সব কথা করে নিবেদন ॥
শুনিযা ব্রহ্মার কথা সনাতন হরি।
কহিলেন দেবগণে মৃদু হাস্য করি ॥
শুন শুন পদ্মাসন শুন দেবগণ।
শঙ্খচূড়-পরিচয কহিব এখন ॥
শঙ্খচূড় ভক্ত মম গোলোকধামেতে।
মহাতেজা গোপ ছিল সুদামা নামেতে ॥

একদিন দৈববশে সুদামার প্রতি।
রাধিকা দিলেন শাপ ক্রোধভরে অতি ॥
শুন শুন পুরাতন সেই ইতিহাস।
শ্রবণ করিলে হয় সর্ব্বপাপ নাশ ॥
যেই কৃষ্ণ সেই আমি জানিবে সকলে।
মোরা দুই কভু নহি ভিন্ন কোনকালে ॥
গোলোক নগরে আমি দুই ভুজ ধরি।
চতুর্ভুজরূপে আমি বৈকুণ্ঠে বিহরি ॥
একদিন শ্রীরাধারে পরিহরি ছলে।
একাকী গেলাম আমি শ্রীরাসমণ্ডলে ॥
ছিল সেথা একাকিনী বিরজা সুন্দরী।
কামেতে মাতিয়া তারে আলিঙ্গন করি ॥
সখীমুখে সেই বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
ক্রোধভরে রাধা সেথা করে আগমন ॥
রাধিকার ভয়ে তবে বিরজা সুন্দরী।
আপনারে লুকাইল নদীরূপ ধরি ॥
রাধার ভয়েতে আমি পলাইয়া যাই।
পারিষদ দল সহ আপনার ঠাঁই ॥
না হেরিযা বিরজারে না হেরি আমারে।
ফিরিয়া আসিলা রাধা আপন আগারে ॥
হেরিল আমারে হেথা সুদামার সনে।
রযেছি এখানে আমি পুলকিত মনে ॥
তথাপি ভৎর্সনা দেবী করিল বিস্তর।
মৌনভাবে রহি আমি না করি উত্তর ॥
সুদামার হৈল কিন্তু অতিশয় ক্রোধ।
রাধিকারে কটু কহে না মানে প্রবোধ ॥
সুদামার বাক্যে রাধা জ্বলিযা উঠিল।
সখীগণে সম্বোধিয়া তখনি কহিল ॥
শুন শুন সখীগণ আমার বচন।
সুদামারে দূর করি দাও এইক্ষণ ॥
রাধার আদেশ পেয়ে সব সখীগণ।
বৈকুণ্ঠ হইতে তারে করে বিতাড়ন ॥
তাতেও না শান্ত হ'ল রাধা সতী হায।
কুপিত অন্তরে শাপ দিল সুদামায় ॥
দানব কুলেতে জন্ম লহ দুরাচার।
কদাপি অন্যথা নহে বচন আমার ॥
শুনিয়া রাধার বাক্য সুদামা তখন।
শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ ভয়ে শোকাকুল মন ॥
দু নয়ন হ'তে অশ্রু বহিতে লাগিল।
দেখিয়া রাধার মনে দয়া উপজিল ॥
ক্রোধবশে শাপ দিয়া অনুতাপ হয়।
প্রবোধ দানিযা তবে সুদামারে কয ॥
শুন হে সুদামা তুমি বচন আমার।
শাপমুক্ত হ'য়ে হেথা আসি'বে আবার ॥
ক্ষণ-অর্দ্ধ-মাঝে শাপ হইবে মোচন।
আবার গোলোকে তব হবে আগমন ॥
গোলোকের ক্ষণ অর্দ্ধ এক মন্বন্তর।
শাপ অন্তে গোলোকেতে আসিবে সত্বর ॥
রাধা শাপে দৈত্যবংশে জন্ম সুদামার।
শঙ্খচূড় নাম এবে হইল তাহার ॥
শঙ্খচূড় দানবের কহি উপাখ্যান।
দেবগণে কহিলেন হরি ভগবান্ ॥
দিলাম আমার শূল ল'যে যাও সবে।
এই শূল মহাদেব হানিবে দানবে ॥
আমার কবচ দৈত্য করেছে ধারণ।
সংসারবিজযী হয তাহারি কারণ ॥
তাহার নিকটে যাব ব্রাহ্মণের বেশে।
কবচ প্রার্থনা করি লব অবশেষে ॥
ব্রহ্মা তুমি শঙ্খচূড়ে দিযাছিলে বর।
পত্নী যদি সতী রহে হবে সে অমর ॥
ধর্ম্ম নষ্ট হয যদি পত্নীর তাহার।
অমনি করিবে তারে মৃত্যু অধিকার ॥
আমি তার পত্নীসহ করিব বিহার।
দানব বিনষ্ট হবে, মৃত্যু হবে তার ॥
মনোদুঃখে পত্নী তার ত্যজিবে জীবন।
মম প্রাণ-প্রিযতমা হইবে তখন ॥
জগন্নাথ এইরূপ কহিয়া বচন।
মহাদেব-করে শূল করিলা অর্পণ ॥

হরিরে প্রণাম করি যত দেবগণ।
হৃষ্টমনে তারা সবে করিলা গমন॥
হরিভক্ত শঙ্খচূড় দৈত্যের কাহিনী।
শুনিলে পাতক তার যাইবে তখনি॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অমৃত মধুর।
যেই জন পড়ে তার পাপ হয় দূর॥

প্রকৃতিখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়

মহাদেব কর্ত্তৃক শঙ্খচূড়ের নিকট যুদ্ধার্থে দূত-প্রেরণ।

নারায়ণ কহে শুন নারদ এখন।
শঙ্খচূড়-বধ কথা করিব বর্ণন॥
দানব-সংহারে শিবে বর করি দান।
ব্রহ্মাদেব স্বস্থানেতে করিলা প্রস্থান॥
দেবের নিস্তার তরে শিব অতঃপর।
চন্দ্রভাগা নদীতীরে আসিলা সত্বর॥
পুষ্পদন্ত নামে ছিল গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর।
শঙ্খচূড় সমীপেতে পাঠান সত্বর॥
দূতবেশে পুষ্পদন্ত শিবের আজ্ঞায়।
শঙ্খচূড় নিকটেতে চলিল ত্বরায়॥
শঙ্খচূড়-রাজ্য ছিল অতি মনোহর।
কুবের-ভবন হ'তে অধিক সুন্দর॥
সুবিস্তীর্ণ সুবিশাল দৈত্যের ভবন।
শোভিছে আশ্রম বহু অতি সুদর্শন॥
কোটি কোটি মণিরত্ন নিত্য শোভা পায়।
বিচিত্র বীথিকারাজি শোভিছে সেথায়॥
দূর হ'তে দেখে তাহা গন্ধর্ব্বের পতি।
প্রাচীরবেষ্টিত পুরী মনোহর অতি॥
চতুর্দ্দিকে পরাক্রান্ত দানব সকল।
দৈত্যপুরী রক্ষা তারা করে অবিরল॥
অবশেষে পুষ্পদন্ত সভামাঝে যায়।
দৈত্যরাজ শঙ্খচূড়ে হেরিলা তথায়॥
শঙ্খচূড় উপবিষ্ট রত্ন-সিংহাসনে।
তাহাকে ঘেরিয়া আছে পারিষদগণে॥
মস্তকেতে স্বর্ণছত্র করেছে ধারণ।
রত্নবিভূষিত রাজা অতি সুদর্শন॥
পরিধানে সূক্ষ্মবস্ত্র মাল্য শোভে গলে।
চতুর্দ্দিকে ঘিরে আছে দানব সকলে॥
হেরিয়া রাজার সভা জাগিল বিস্ময়।
পুষ্পদন্ত ধীরে ধীরে শঙ্খচূড়ে কয়॥
শুন শুন দানবেন্দ্র, মম পরিচয়।
শিবদূত হই আমি, জানিবে নিশ্চয়॥
পুষ্পদন্ত নাম মোর, জানে সর্ব্বজন।
শিবের আদেশে হেথা এসেছি এখন॥
দেবতা সকলে লয় হরির শরণ।
তাঁহাদের রাজ্য পুনঃ কর সমর্পণ॥
শিবেরে করিলা হরি ত্রিশূল প্রদান।
চন্দ্রভাগা তীরে শিব করে অবস্থান॥
দেবগণে রাজ্য পুনঃ করহ প্রদান।
নতুবা শিবের সহ হইবে সংগ্রাম॥
ফিরিয়া যাইব আমি শিবের নিকটে।
কি কহিব তাঁরে আমি কহ অকপটে॥
শুনিয়া দূতের বাক্য হাসে শঙ্খচূড়।
পুষ্পদন্তে কহে রাজা বচন মধুর॥
স্বস্থানে প্রস্থান তুমি করহ এক্ষণ।
কল্য প্রাতে শিব সাথে হইবেক রণ॥
এত শুনি পুষ্পদন্ত শিব কাছে যায়।
শঙ্খচূড় সমাচার শিবেরে জানায়॥
শিবের আহ্বানে তবে নন্দী মহাকাল।
কার্ত্তিকেয় বীরভদ্র বিকৃত ভয়াল॥
মণিভদ্র কপিলাক্ষ দুর্গম বাস্কল।
কালকূট বলীভদ্র জয়ন্ত মঙ্গল॥
কালজিহ্ব কুটীচর বাণ বিকম্পন।
বলোন্মত্ত রণশ্লাঘী ভীষণ দর্শন॥
দীর্ঘদংষ্ট্র উগ্রদংষ্ট্র কোট্টরী অরুণ।
অষ্টবসু ইন্দ্র আদি দ্বাদশ বরুণ॥



দুর্জ্জন বিহঙ্গ তুই এত অহঙ্কার।
এখনি করিব তোর জীবন সংহার॥

পৃঃ —১ ০

একাদশ রুদ্র আর কুবের কোট্টরী।
শিবের সমীপে সব আসে ত্বরা করি॥
আসিল কুবের যম অশ্বিনীকুমার।
ভদ্রকালী দেবী আসে শতহস্ত তাঁর॥
আসিল কুষ্মাণ্ড যক্ষ রাক্ষস ভয়াল।
ভূত প্রেত আসে যত আসিল বেতাল॥
ডাকিনী যোগিনী আসে পিশাচ কিন্নর।
মহেশ্বরে প্রণিপাত করে অনন্তর॥
এদিকেতে পুষ্পদন্ত করিল গমন।
শঙ্খচূড় অন্তঃপুরে প্রবেশি তখন॥
তুলসী-সমীপে তার রণবার্ত্তা কয়।
শুনিয়া দেবীর মনে উপজিল ভয়॥
কাতর অন্তরে কহে, শুন প্রিয়তম।
ক্ষণকাল অবস্থান কর বক্ষে মম॥
তুমি মোর প্রাণনাথ জীবন-দেবতা।
আমারে ছাড়িয়া তুমি যাবে বল কোথা॥
ক্ষণকাল এই স্থানে কর অবস্থান।
রক্ষা কর রক্ষা কর আমার পরাণ॥
মন মোর শঙ্কাযুক্ত হয় অনুক্ষণ।
রাত্রিশেষে দুঃস্বপন করেছি দর্শন॥
শুনিয়া সতীর কথা দানব-ঈশ্বর।
পানাহার শেষ করি কহিল সত্বর॥
শুন শুন দেবি, মোর বচন সকল।
সুখদুঃখ শুভাশুভ সব কর্ম্মফল॥
বৃক্ষ যত যথাকালে অঙ্কুরিত হয়।
যথাকালে স্কন্ধ পুষ্প ফলের উদয়॥
ফলবান্ বৃক্ষ পুনঃ কালপ্রাপ্ত হয়।
এইরূপে লয় পায় জীব সমুদয়॥
কালে বিশ্ব সৃষ্ট হয় কালে ধ্বংস তার।
বিধির বিধান ইহা জেনো অনিবার॥
স্রষ্টা পাতা ধ্বংসকারী নিত্য সনাতন।
নিরন্তর সে হরিরে করিবে ভজন॥
সেই কৃষ্ণসনাতন পরম ঈশ্বর।
স্বেচ্ছায় সৃজন করে বিশ্ব চরাচর॥
সকলি অনিত্য শুধু পরব্রহ্ম সার।
সেই হরি রাধাকান্তে ভজ অনিবার॥
সবার সৃজনকর্ত্তা আত্মা সবাকার।
সবার স্বরূপ তিনি ভজ বার বার॥
বিশ্বচরাচর চলে যাঁহার বিধানে।
চন্দ্র সূর্য্য ইন্দ্র আদি যাঁর আজ্ঞা মানে॥
পরম ঈশ্বর তিনি কৃষ্ণসনাতন।
তাঁর পদে নিরন্তর লইবে শরণ॥
এজগতে কেহ কার বন্ধু নাহি হয়।
সকলের বন্ধু তিনি সকল সময়॥
প্রিয়তমে, কেবা আমি, তুমি কোন্ জন।
নিজকর্ম্মবশে হয় মোদের মিলন॥
যে বিধাতা সকলের ঘটায় মিলন।
বিচ্ছেদ ঘটাবে পুনঃ জানি অনুক্ষণ॥
শোকেতে কাতর হয় যে জন অজ্ঞান।
কাতর না হয় কভু যেই জ্ঞানবান্॥
সুখ দুঃখ ঘুরে চলে চক্রের মতন।
প্রিয়তমে শোক তবে কিসের কারণ॥
বহুকাল তপ সতী করেছ সাধন।
সে তপের ফল তুমি পাইবে এখন॥
বদরিকাশ্রমে তুমি যাঁহার লাগিয়া।
তপস্যা করিয়াছিলে তাঁরে পাবে প্রিয়া॥
মম বাক্য শুন প্রিয়া দুঃখ দূরে যাবে।
সর্ব্বেশ্বর ভগবানে কান্তরূপে পাবে॥
অতিশীঘ্র গোলোকেতে করিবে গমন।
কৃষ্ণসনাতনে পুনঃ করিবে দর্শন॥
আমিও দানব-দেহ করি পরিহার।
গমন করিব পুনঃ গোলোক-মাঝার॥
রাধিকার শাপে আমি জন্মিনু ধরায়।
গোলোকেতে আমি পুনঃ যাইব ত্বরায়॥
গোলোকেতে পুনরায় দরশন হবে।
আমারে হেরিয়া সেথা মনসুখে রবে॥
এইরূপে তুলসীরে রাজা শঙ্খচূড়।
সান্ত্বনার মধুবাক্য কহিল প্রচুর॥

অবশেষে রজনীর হৈলে আগমন।
নানাভাবে পত্নীসহ করিল রমণ॥
উভযেই সুনিপুণ সুরত ক্রীড়ায়।
এইরূপে মহাসুখে রাত্রি কেটে যায়॥
শিবসহ শঙ্খচূড় যুদ্ধের বারতা।
প্রকৃতিখণ্ডেতে রচে অতি পুণ্যকথা॥

প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● অষ্টাদশ অধ্যায়

শঙ্খচূড়ের যুদ্ধযাত্রা।

নারদেরে সম্বোধিয়া কহে নারায়ণ।
শঙ্খচূড় যুদ্ধ-কথা শুনহ এখন॥
দানবেন্দ্র শঙ্খচূড় কৃষ্ণপরায়ণ।
কৃষ্ণচিন্তা করি ত্যজে কুসুম-শয়ন॥
রাত্রিবাস ত্যাগ করে করি গাত্রোত্থান।
মঙ্গলবারিতে করে দানবেন্দ্র স্নান॥
ধৌতবস্ত্রযুগ্ম শেষে করি পরিধান।
উজ্জ্বল তিলক ভালে করিল প্রদান॥
অভীষ্ট দেবতা শেষে করিয়া বন্দন।
দধি মধু ঘৃত আদি করিল দর্শন॥
ব্রাহ্মণ সকলে করে মণিমুক্তা দান।
গুরুদেবে মাণিক্যাদি করিল প্রদান॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণে দিল ধেনু গজ কত।
মহানন্দে গ্রাম আদি দিল শত শত॥
দেবকার্য্য করে কত সমর কারণ।
মঙ্গল আচার যত করে সমাপন॥
সুচন্দ্র পুত্রেরে শেষে রাজ্যভার দিয়া।
সমরে চলিল রাজা ধনুর্ব্বাণ লৈয়া॥
তিন লক্ষ অশ্ব আর হস্তী রথ আসে।
তিন কোটি ধনুর্দ্ধর দাঁড়াইল পাশে॥
চর্ম্মধারী শূলধারী মহাবলবান্।
শঙ্খচূড় সহ করে সমরে প্রস্থান॥
হেরিয়া সেনানীদল রাজা হৃষ্টমতি।
যোগ্যবীর দেখি রাজা করে সেনাপতি॥
বাজিল সমরবাদ্য উল্লাস প্রচুর।
বিমানে আরোহি চলে রাজা শঙ্খচূড়॥
পুষ্পভদ্রা নদীতীরে আছে মহেশ্বর।
শঙ্খচূড় আসে সেথা করিতে সমর॥
সিদ্ধক্ষেত্র নামে খ্যাত সেই রম্যস্থান।
কপিল-আশ্রম সেথা আছে বিদ্যমান॥
শঙ্খচূড় সেইস্থানে করিলা গমন।
বৃক্ষমূলে মহেশ্বরে করিলা দর্শন॥
কোটিসূর্য্যসম প্রভা সস্মিত আনন।
স্ফটিকের সম বর্ণ অতি সুদর্শন॥
পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম অতি চমৎকার।
হস্তে বিরাজিত তাঁর ত্রিশূল কুঠার॥
শান্ত মনোহর মূর্ত্তি বিশ্বের ঈশ্বর।
বিশ্বের কারণ তিনি, তিনি বিশ্বম্ভর॥
হেরিয়া মূরতি তাঁর নয়নাভিরাম।
শঙ্খচূড় ভক্তিভরে করিলা প্রণাম॥
বামভাগে ভদ্রকালী করিয়া দর্শন।
ভক্তিভরে প্রণিপাত করিল তখন॥
কার্ত্তিকেয় বিরাজিত সম্মুখে তাঁহার।
শঙ্খচূড় তাঁহারেও করে নমস্কার॥
ভদ্রকালী কার্ত্তিকেয় শঙ্কর তখন।
আশিস্ করিল তারে অতি হৃষ্টমন॥
তারপর দানবেরে করি সম্ভাষণ।
মহেশ্বর মিষ্ট বাক্যে কহিলা তখন॥
শুন শুন শঙ্খচূড়, কহি যে তোমায়।
পারিষদ ছিলে তুমি কৃষ্ণের সভায়॥
অষ্টগোপ-মাঝে তুমি ছিলে এক গোপ।
তোমার উপরে হয় রাধিকার কোপ॥
শ্রীরাধার শাপে হ'লে দানব-ঈশ্বর।
পরম বৈষ্ণব তুমি ছিলে নিরন্তর॥
কৃষ্ণপরায়ণ তুমি জানি অহরহঃ।
বৃথাই বিবাদ কর দেবতার সহ॥

সুখে বাস কর তুমি নিজ রাজ্য লৈয়া।
দেবতার রাজ্য সব দেহ ফিরাইয়া॥
তোমরা সকলে হও কশ্যপ-তনয়।
এইরূপ বিরোধিতা উচিত না হয়॥
শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মধুর বচনে দৈত্য কহিল তখন॥
যা কহিলে সত্য বটে, ওহে মহেশ্বর।
তথাপি বলিব কিছু তোমার গোচর॥
দেবগণ জ্ঞাতি মোর কহিলে আমারে।
জ্ঞাতিদ্রোহী মহাপাপী পৃথিবী-মাঝারে॥
এই অভিযোগ তব উচিত কি হয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া তবে বল মহাশয়॥
দৈত্যরাজ বলী কিবা অপরাধ কৈল।
কোন্ পাপে হেন শাস্তি তাহার হইল॥
ছল করি কেন তারে পাতালে ঠেলিলে।
বল দেখি এর ব্যাখ্যা কোন্ শাস্ত্রে মিলে॥
কোন্ অপরাধে সেথা করিলে প্রেরণ।
কেন বা সর্ব্বস্ব তার করিলে গ্রহণ॥
নিজ বলে বলী আমি মহাবলবান্।
দেব-দৈত্য কেহ নহে আমার সমান॥
তুমি ত সকলই জান ওহে গুণাধার।
করিয়াছি বাহুবলে ঐশ্বর্য্য উদ্ধার॥
কি কারণে দেবগণ, করুন বিচার।
হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতিরে করিল সংহার॥
দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষ কহ কিবা দোষে।
গেলা চলি যমালয়, দেবতার রোষে॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্য খ্যাত ত্রিভুবনে।
কি কারণে দেবতারা হিংসে তারে মনে॥
কি হেতু দেবতা সবে ওহে গুণাধার।
শুম্ভাদি অসুরগণে করিল সংহার॥
সাগরমন্থনকালে যত দেবগণ।
মহানন্দে করিলেন অমৃত ভক্ষণ॥
আমরা কেবল ক্লেশ করিনু স্বীকার।
দেবতাগণের ইহা কিরূপ বিচার॥
শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াভাণ্ড এ বিশ্বভুবন।
তাঁহার আজ্ঞায় চলে সর্ব্বজীবগণ॥
যেরূপ ঐশ্বর্য্য যাবে করেন প্রদান।
সেইরূপ ভোগ করে সেই ভাগ্যবান্॥
দেবতা দানবে যুদ্ধ বারংবার হয়।
কভু হয় জয়, আর কভু পরাজয়॥
দেব-দৈত্যে রণ আরো হইবে নিশ্চয়।
ইহাতে তোমার যোগ উচিত কি হয়॥
দেব-দৈত্য সকলের তুমি হও প্রভু।
মম সাথে যুদ্ধ তব উচিত কি কভু॥
তোমাসহ রণস্পর্দ্ধা যদি করি আমি।
তোমার লজ্জার কথা, ওগো বিশ্বস্বামী॥
আর যদি ভাগ্যক্রমে ঘটে পরাজয়।
কীর্ত্তিনাশ হবে তব জানহ নিশ্চয়॥
দৈত্যমুখে হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মৃদু মৃদু হাস্য করি কহে পঞ্চানন॥
শুন শুন কহি আমি ওহে মহামতি।
ব্রহ্মবংশে জন্মিয়াছ তুমি দৈত্যপতি॥
তব সহ যুদ্ধে কিবা লজ্জার কারণ।
কীর্ত্তিহানি হবে কেন হারি যদি রণ॥
মধু-কৈটভের সহ হরি করে রণ।
হিরণ্যকশিপু সনে যুঝে সনাতন॥
প্রকৃতি ঈশ্বরী যিনি সবার জননী।
শুম্ভাদি সহিত যুদ্ধ করেছেন তিনি॥
ইহাদের কেহ নয় তোমার সমান।
কৃষ্ণ-পারিষদ তুমি অতি বলবান্॥
দেবতা সকলে লয় হরির শরণ।
সেইহেতু হরি মোরে করিলা প্রেরণ॥
তব সনে যুদ্ধে মোর লজ্জা কিছু নাই।
অতীব মহান্ তুমি জানি সর্ব্বদাই॥
দৈববশে পরাজিত হই যদি রণে।
তথাপি লজ্জিত আমি নাহি হব মনে॥
সম্মুখ সমরে দৈত্য করিতে নিধন।
এহেন ত্রিশূল মোরে দিলা জনার্দ্দন॥

অতএব বাক্যব্যয়ে কিবা প্রযোজন।
হয় দেবগণে কর রাজ্য সমর্পণ ॥
নতুবা যুদ্ধের তরে হও অগ্রসর।
তোমার নিধন তরে করিব সমর ॥
এত বলি মৌনী রয় দেব মহেশ্বর।
অমাত্য-সহিত রাজা উঠিল সত্বর ॥
শিব শঙ্খচূড় রণ বিষম ব্যাপার।
বৈবর্ত্তপুরাণে আছে ইহার বিস্তার ॥

প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● ঊনবিংশ অধ্যায়

শঙ্খচূড়ের যুদ্ধ বর্ণন।

নারায়ণ কহে, শুন নারদ সুজন।
সুরাসুর যুদ্ধ কথা করিব কীর্ত্তন ॥
শিবের বক্তব্য সব করিযা শ্রবণ।
শঙ্খচূড় করে শিবে প্রণাম তখন ॥
মহেশ্বরে নতি করি করিল চিন্তন।
যুদ্ধ বিনা গতি নাই বুঝিনু এখন ॥
অমাত্যগণের সহ যান-আরোহণে।
সুসজ্জিত হ'যে যায় শিবসহ রণে ॥
দেবাসুরে আরম্ভিল ঘোরতর রণ।
বৃষপর্ব্বা সহ ইন্দ্র যুঝিল তখন ॥
ভাস্কর করিল রণ বিপ্রচিত্তি সাথে।
চন্দ্রদেব দম্ভ সহ রণরঙ্গে মাতে ॥
কাল-সহ কালেশ্বর করে ঘোর রণ।
গোকর্ণের সহ যুঝে দেব হুতাশন ॥
কুবের করিল রণ কালকেয-সনে।
বিশ্বকর্ম্মা-সহ মধ মত্ত হয় রণে ॥
মৃত্যু-সাথে মহাযুদ্ধ করে ভযঙ্কর।
বরুণ সহিত যুঝে কালের কিঙ্কর ॥
জযন্ত ও রত্নসারে ঘোর রণ হয।
এইরূপে মহাযুদ্ধ চলে সে সময় ॥
সেই ভযঙ্কর যুদ্ধে দেবী মহামারী।
উগ্রচণ্ডা আদিসহ আসে তাড়াতাড়ি ॥
কালিকাদেবীর সহ শম্ভু ভগবান্।
বটবৃক্ষতলে সেথা করে অবস্থান ॥
দেবাসুরে মহাযুদ্ধ হয় সে সময।
কার্ত্তিকেয় পুত্র তাঁর সাথে সাথে রয ॥
সমরে চলিল বীর কার্ত্তিক এবার।
হইল দুন্দুভিধ্বনি স্বর্গের মাঝার ॥
পুষ্পবৃষ্টি হয তার মস্তক-উপরে।
সমর করিতে বীর চলে ত্বরা ক'রে ॥
হেরিযা কার্ত্তিকে সেথা দানব রাজন্।
কার্ত্তিকের প্রতি করে বাণ বরিষণ ॥
বাণে বাণে চতুর্দ্দিক্ হয় অন্ধকার।
বর্ষাধারা সম বাণ হানে বারংবার ॥
যুদ্ধস্থলে ভয়ঙ্কর উঠে হুতাশন।
তাহা দেখি সুরগণ করে পলাযন ॥
দেবগণ নন্দী আদি পলায়ন করে।
রহিল কার্ত্তিক একা তখন সমরে ॥
শঙ্খচূড় সহ যুঝে শিবের নন্দন।
কুমারের রথ কাটে দানব তখন ॥
রথের অশ্বকে করে বাণেতে ছেদন।
জর্জ্জরিত হয় ক্রমে ময়ূরবাহন ॥
তথাপিও দানবের শান্ত নহে মন।
কার্ত্তিকের পানে শক্তি করিল ক্ষেপণ ॥
মূর্চ্ছিত হইযা পড়ে শিবের নন্দন।
ক্ষণপরে পুনরায় লভিল চেতন ॥
বিষ্ণুদত্ত দিব্য ধনু করিয়া গ্রহণ।
রত্ন বিভূষিত যানে করে আরোহণ ॥
অতঃপর হাতে লযে অস্ত্র ভযঙ্কর।
দানবের সহ করে ভীষণ সমর ॥
দানবের সব অস্ত্র কাটিল কার্ত্তিক।
বাণে বাণে অন্ধকার হয চতুর্দ্দিক্ ॥
দানবের রথ ধনু করিল ছেদন।
উল্কা-সম শেল এক করিল ক্ষেপণ ॥

শঙ্খচূড় মূর্চ্ছা যায় শেলের আঘাতে।
চেতনা পাইয়া পুনঃ রণরঙ্গে মাতে ॥
মায়াবিদ্ দৈত্যরাজ অতি ক্রুদ্ধ মন।
মায়াবলে শরজাল করিল রচন ॥
কার্ত্তিকেরে সেই জালে করি আচ্ছাদন।
সূর্য্যসম শক্তি এক করিল গ্রহণ ॥
অগ্নিশিখাসম শক্তি জ্বলিতে লাগিল।
মহাবেগে সেই শক্তি কার্ত্তিকে হানিল ॥
শক্তি-ঘায়ে মূর্চ্ছা যায় শিবের নন্দন।
কালিকা করিলা তাঁরে ক্রোড়েতে ধারণ ॥
কার্ত্তিকে লইয়া কোলে কালিকা তখন।
অতি শীঘ্র শিব কাছে করিলা গমন ॥
মহাদেব যোগবলে করে প্রাণ দান।
হাস্যমুখে কার্ত্তিকেয় করিল উত্থান ॥
মহেশ্বর মহাবল দিলেন তাঁহারে।
কার্ত্তিকে করিলা রক্ষা কালী বারে বারে ॥
কার্ত্তিকেরে রক্ষা করে শিব মহেশ্বর।
চলিলা কালিকা দেবী করিতে সমর ॥
সাথে চলে যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
দেবতা ও নন্দী আদি চলিলা সত্বর ॥
বহুবিধ বাদ্যভাণ্ড বাজিল পশ্চাতে।
ডাকিনী যোগিনী সব চলে সাথে সাথে ॥
সংগ্রামের মাঝে দেবী সিংহনাদ করে।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে দৈত্যেরা সমরে ॥
অট্ট অট্ট হাস্য করে অমঙ্গলকর।
নৃত্য করে কালীদেবী মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর ॥
ডাকিনী যোগিনীদল উন্মত্ত সবাই।
দেখিয়া দানবকুল শঙ্কিত সদাই ॥
হেরিয়া কালীর মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর।
শঙ্খচূড় রণক্ষেত্রে আসিলা সত্বর ॥
আসিয়া সমরক্ষেত্রে রাজা প্রাণপণে।
অভয় প্রদান করে ভীত দৈত্যগণে ॥
দৈত্য প্রতি করে কালী শক্তি নিক্ষেপণ।
পর্জ্জন্য অস্ত্রেতে দৈত্য করে নিবারণ ॥

অনন্তর কালীদেবী অতি ক্রুদ্ধ মন।
ভয়ানক বারুণাস্ত্র করিলা ক্ষেপণ ॥
শঙ্খচূড় কাটে তাহা গান্ধর্ব্ব-অস্ত্রেতে।
মাহেশ্বর-অস্ত্র কালী মারিলা কোপেতে ॥
শঙ্খচূড় কাটে তাহা বৈষ্ণবাস্ত্র দিয়া।
নারায়ণ-অস্ত্র কালী মারিলা ছুঁড়িয়া ॥
নারায়ণ-অস্ত্র যেই করিলা দর্শন।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে দানব তখন ॥
নারায়ণ ইষ্টদেব দানবরাজের।
আপনি আঘাত লয় আপন অস্ত্রের ॥
দৈত্যে না পরশে অস্ত্র ব্যর্থ হ'যে যায়।
দেখিয়া ভাবিলা কালী কি বিষম দায় ॥
সুযোগ বুঝিয়া দেবী ব্রহ্ম-অস্ত্র মারে।
ব্রহ্ম-অস্ত্রে দৈত্যরাজ তাহারে নিবারে ॥
অনন্তর কালী তারে দিব্য অস্ত্র মারে।
দিব্য অস্ত্রজালে দৈত্য নিবারে তাহারে ॥
মহাক্রোধে কালীদেবী শক্তি নিক্ষেপিলা।
খণ্ড খণ্ড করি রাজা তাহারে কাটিলা ॥
কুপিতা হইয়া কালী শক্তি লয়ে করে।
দানবের শির প্রতি সজোরে প্রহারে ॥
যোজন বিস্তার শক্তি ধায় দ্রুতগতি।
আপনার তীক্ষ্ণ অস্ত্রে কাটে দৈত্যপতি ॥
পাশুপত অস্ত্র দেবী করিলা গ্রহণ।
অকস্মাৎ দৈববাণী হইল তখন ॥
শুন শুন কালী দেবী অস্ত্রে কিবা হবে।
রাজা শঙ্খচূড় তব অস্ত্রে না মরিবে ॥
শুনহ আমার কাছে মৃত্যুর উপায়।
যেভাবে বধিতে পার বলিব তোমায় ॥
হরির কবচ আছে কণ্ঠেতে রাজার।
কবচ থাকিতে মৃত্যু না হবে তাহার ॥
শঙ্খচূড়ে ব্রহ্মা দেব দিয়াছেন বর।
অজর অমর হবে দানব-ঈশ্বর ॥
যতদিন পত্নী তার সতী হ'য়ে রবে।
ততদিন দানবের মৃত্যু নাহি হবে ॥

শুনিয়া আকাশবাণী দেবী অতঃপর।
সেই অস্ত্র না হানিল দৈত্যের উপর॥
উগ্রচণ্ডা কালীদেবী উগ্রমূর্ত্তি ধরি।
ঝাঁপাইয়া পড়ে দৈত্য-সৈন্যের উপরি॥
দানবসেনানী যারা নিকটেতে ছিল।
কালিকার হস্তে সদ্য মরণ লভিল॥
একাকী কালিকা দেবী, অগণ্য সেনানী।
তথাপি দেবীর কোন না হইল হানি॥
লুফিয়া লুফিয়া ধরে যত সেনা পায়।
হাতেতে লইয়া যেন পুতুল খেলায়॥
কালিকার উগ্রমূর্ত্তি করি দরশন।
পলাইযা বাঁচে সব দানবনন্দন॥
আথালি পাথালি সব করে পলায়ন।
হাতমুখ ভাঙ্গে কারো, কাহারো দশন॥
দৈত্যদের না দেখিয়া কালিকা তখন।
হাতী ঘোড়া সব কিছু করিলা ভক্ষণ॥
হাতে তুলি গোটা রথ করে দুইখান।
রুধিরে প্লাবিত হৈল সংগ্রামের স্থান॥
দানব পক্ষেতে শুধু আর্ত্তের চীৎকার।
চারিদিকে দৈত্যগণ করে হাহাকার॥
তবে রাজা শঙ্খচূড় পুনঃ লযে বাণ।
রোষভরে কালিকারে করিল সন্ধান॥
দিব্যবাণে কালী তাহা করিয়া ছেদন।
রণস্থলে করে দেবী ভীষণ গর্জ্জন॥
অনন্তর মহাক্রোধে ছুটিযা ত্বরায়।
শঙ্খচূড় দানবেরে গ্রাসিবারে ধায॥
দৈত্যসনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ তবে আরম্ভিল।
অট্টহাস্য কালীদেবী করিতে লাগিল॥
দানবেরে হেরি দেবী মুষ্ট্যাঘাত করে।
মূর্চ্ছিত হইযা রাজা শঙ্খচূড় পড়ে॥
তখন দানবরাজে করিয়া গ্রহণ।
মহাবলে ঊর্দ্ধপানে করিলা ক্ষেপণ॥
ইহা দেখি সৈন্য সব করে হায হায।
অবশিষ্ট ছিল যারা সত্বর পলায॥
রণস্থল শূন্য দেখি কালিকা তখন।
শিবের নিকটে ত্বরা উপনীত হন॥
শুনিয়া সকল কথা হাসে মহেশ্বর।
কালিকা কহিলা তাঁরে, শুন প্রাণেশ্বর॥
সকল দানবে আমি করিনু ভক্ষণ।
অবশিষ্ট আছে মাত্র অল্প কযজন॥
পাশুপত অস্ত্রে যাই দৈত্য মারিবারে।
অমনি আকাশবাণী শুনি বারে বারে॥
শঙ্খচূড় দৈত্যরাজ মম বধ্য নয।
তথাপি সমর নাহি ছাড়ে সে সময়॥
শুনিয়া দেবীর বাক্য, শিব হাসি কয়।
তব বধ্য নহে দৈত্য জানিও নিশ্চয॥
আপনি যাইব আজি ভীষণ সমরে।
দেখিব সে দৈত্যরাজ কত বল ধরে॥
নিশ্চিত মারিব তারে না ভাবহ চিতে।
তুমি রণে ক্ষান্ত হও, না ভাবিও ইথে॥
শুনিযা কালিকাদেবী শিবের বচন।
সংগ্রাম হইতে ক্ষান্ত হইল তখন॥
শূলহস্তে মহাদেব রণে যেতে চান।
দৈববাণী অকস্মাৎ শুনিবারে পান॥
শূলাঘাত না করিও দেব মহেশ্বর।
শঙ্খচূড় না মরিবে, আছে ব্রহ্মাবর॥
যাবৎ তাহার দেহে কবচ থাকিবে।
যাবৎ তাহার পত্নী সতীত্ব রাখিবে॥
তাবৎ কাহারো শক্তি নাহি ত্রিভুবনে।
বধিতে দানবরাজে জিনি তাবে রণে॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অমৃত সমান।
যেই পড়ে যেই শুনে সেই পুণ্যবান্॥

প্রকৃতিখণ্ডে ঊনবিংশ অধ্যায সমাপ্ত।

● ত্রিংশ অধ্যায়

বিষ্ণুকর্তৃক শঙ্খচূড়ের কবচ-হরণ, শঙ্খচূড়-বধ ও শঙ্খের উৎপত্তি।

নারায়ণ কহে শুন, নারদ সুজন।
রণের বৃত্তান্ত শিব করিল শ্রবণ॥
তত্ত্বজ্ঞান-বিশারদ শিব অতঃপর।
স্বজন সহিত চলে করিতে সমর॥
শঙ্করে হেরিয়া সেথা দানবের পতি।
বিমান হইতে নামি করিল প্রণতি॥
প্রণাম করিয়া শিবে দানব তখন।
বিমানে চড়িয়া ধনু করিল গ্রহণ॥
মহাবীর দুইজন সমান সমান।
জয়-পরাজয় নাহি, নাহি অপমান॥
নাহি দিবা নাহি রাত্রি যুদ্ধ অবিরত।
দেবদৈত্যসৈন্য বহু হইল বিক্ষত॥
পূর্ণ এক বর্ষ ধরি চলে সেই রণ।
দেবাসুরে যুদ্ধ হয় অতীব ভীষণ॥
জয় পরাজয় কিছু বুঝা নাহি যায়।
বহু সৈন্য হতাহত হইল সেথায়॥
শঙ্কর নাশিলা দৈত্য হাজার হাজার।
শত সৈন্য অবশিষ্ট রহিল রাজার॥
দেবের পক্ষেতে যারা হারাইল প্রাণ।
মহেশ্বর করিলেন জীবন-প্রদান॥
তথাপিও শঙ্খচূড় আবার যখন।
দেবসৈন্য নাশ করে কত শত জন॥
ক্রোধভরে মহাদেব শূল হাতে করে।
ভীমবেগে ধায় তবে দৈত্যের গোচরে॥
হেনকালে বিপ্ররূপ করিয়া ধারণ।
রণস্থলে উপনীত হন নারায়ণ॥
দানবে সম্বোধি দেব কহেন তখন।
শুন শুন রাজা, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
শুনিলাম দাতা তুমি, যে যাহাই চায়।
অকুণ্ঠিত চিত্তে তাই দান কর তায়॥
একে আমি বৃদ্ধ অতি জীর্ণ মোর কায়।
বহুকাল অনাহারে প্রাণ যায় যায়॥
প্রাণ মোর যায় বুঝি ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়।
তাই আমি আসিয়াছি করহ উপায়॥
তব সম দাতা নাহি জগৎমাঝার।
ভিক্ষা দাও কৃপা করি ওহে গুণাধার॥
বিপ্রের বচন শুনি দৈত্য অধিপতি।
জিজ্ঞাসিল কিবা চাও ওহে মহামতি॥
এত শুনি নারায়ণ হরষিত হন।
দানবে সম্বোধি কহে মধুর বচন॥
আগে যদি সত্য করি কর অঙ্গীকার।
তাহ'লে জানাব আমি প্রার্থনা আমার॥
ব্রাহ্মণের এই কথা করিয়া শ্রবণ।
শঙ্খচূড় অঙ্গীকার করিল তখন॥
যাহা তুমি চাও বিপ্র, অবশ্য পাইবে।
প্রার্থী মম পাশে নাহি বিমুখ হইবে॥
আপন জীবন দানে তৃপ্তি যদি পাও।
এইক্ষণে দিতে পারি যদি তুমি চাও॥
অঙ্গীকার শুনি তার কহিলা ব্রাহ্মণ।
তোমার কবচ মোরে কর সমর্পণ॥
শুনিয়াছি মনোহর কবচ তোমার।
তাই শুধু চাই আমি দৈত্যের কুমার॥
অন্য কোন বস্তু তরে নাহিক কামনা।
ভেবে দেখ পূরাইতে পার কি প্রার্থনা॥
আনন্দে কবচ যদি কর মোরে দান।
তাহা লৈয়া যাই আমি আপনার স্থান॥
বিপ্রের প্রার্থনা শুনি দানবের পতি।
হরির কবচ দিলা হৃষ্টচিত্তে অতি॥
কবচ গ্রহণ করি বিষ্ণু অতঃপর।
তুলসীর নিকটেতে চলিলা সত্বর॥
শঙ্খচূড় রূপে সেথা করিয়া গমন।
তুলসীর সতীধর্ম্ম করিলা হরণ॥
না জানিল দৈত্যপত্নী কি পাপ হইল।
দেবতা ছলনা করি সতীত্ব নাশিল॥

যেইক্ষণে বিষ্ণুদেব করিল রমণ।
তুলসী উদরে বীর্য্য হইল পতন॥
সেইক্ষণে মহাদেব দৈববাণী শুনে।
শঙ্খচূড়ে বধ তুমি করহ এক্ষণে॥
এদিকেতে মহেশ্বর উৎসাহে বিপুল।
দানব-সংহারে লয় শ্রীহরির শূল॥
শত রবিতুল্য জ্যোতিঃ অতি প্রভা তার।
অগ্রভাগে নারায়ণ শোভে চমৎকার॥
মধ্যভাগে ব্রহ্মা শোভে শিব শোভে মূলে।
ধারযুক্ত অংশে কাল শোভে সেই শূলে॥
প্রজ্বলিত ভয়ঙ্কর সেই মহাশূল।
প্রলয়ের কালানল শিখা-সমতুল॥
দুর্দ্ধর্ষ অব্যর্থ অস্ত্র অতি দুর্নিবার।
ছারখার হয় তাতে ব্রহ্মাণ্ড সংসার॥
সেই শূল হাতে লয়ে শিব মহেশ্বর।
মহাবেগে নিক্ষেপিলা দানব-উপর॥
কালের সমান শূল করি দরশন।
জীবন সংশয় ভাবে দৈত্যের নন্দন॥
বিষ্ণুদত্ত শিবশূল অতি ভয়ঙ্কর।
হেরি ঘন ঘন কাঁপে দানবপ্রবর॥
ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করি দানব তখন।
ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের করে আরাধন॥
রথের উপরে বসে করি যোগাসন।
মনে মনে ভাবে দৈত্য কোথা নারায়ণ॥
দানব-উপরে শূল পড়ে অকস্মাৎ।
অনায়াসে শঙ্খচূড় হৈল ভস্মসাৎ॥
পঞ্চভূত দেহ ছাড়ি পঞ্চ স্থানে যায়।
প্রাণ তার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুতে মিলায়॥
অবিলম্বে শঙ্খচূড় করিল ধারণ।
কিশোর গোপের বেশ ভুবনমোহন॥
দ্বিভুজ মুরলীধারী অতি চমৎকার।
দিব্যযানে যায় চলি গোলোক-মাঝার॥
দিব্যরূপী শঙ্খচূড় গোলোকেতে যায়।
শ্রীকৃষ্ণে হেরিয়া সেথা প্রণমিল পায়॥
সুদামেরে হেরি পুনঃ গোলোক-মাঝার।
প্রসন্ন হইল সেথা হৃদয় সবার॥
মহানন্দে শ্রীগোবিন্দ অতি স্নেহভরে।
সুদামেরে আলিঙ্গন কৈলা সমাদরে॥
রাধাশাপ-অবসানে ভকত সুদাম।
মুক্তি লভি আসিলেক আপনার ধাম॥
সুদামা দেখিযা যত গোপ গোপীগণ।
আনন্দ সাগরে সবে হ'ল নিমগন॥
বৈকুণ্ঠনগরে চলে নৃত্য গীত তান।
কিন্নরী ও বিদ্যাধরী যেথা বিদ্যমান॥
এদিকেতে সেই শূল দৈত্য নাশ ক'রে।
পুনরায় শিব-করে ফিরিল সত্বরে॥
শ্রীহরির সেই শূল করিয়া গ্রহণ।
শূলপাণি নামে খ্যাত হন ত্রিলোচন॥
শঙ্খচূড়ে বিনাশিয়া শিব শীঘ্র ক'রে।
দানবের অস্থি ফেলে লবণ সাগরে॥
সাগর-মাঝারে সেই অস্থি-সমুদয়।
ক্রমে ক্রমে বহুবিধ শঙ্খজাতি হয়॥
শঙ্খজল সুপবিত্র দেবের পূজায়।
তীর্থবারিরূপ তাহা, সংশয় কি তায়॥
যেই স্থানে সুমধুর শঙ্খধ্বনি হয়।
লক্ষ্মীদেবী সেই স্থানে চিরস্থির রয়॥
শঙ্খবারি দিয়া স্নান করে যেই জন।
তীর্থস্নান ফল তার হইবে তখন॥
শঙ্খ-মাঝে ভগবান্ করে অবস্থান।
যেথা শঙ্খ সেইখানে থাকে ভগবান্॥
লক্ষ্মীদেবী সেই স্থানে নিরন্তর রহে।
অমঙ্গল নাহি ঘটে, শাস্ত্রে ইহা কহে॥
শূদ্র কিংবা নারী যদি শঙ্খধ্বনি করে।
মহাভয়ে লক্ষ্মীদেবী যান স্থানান্তরে॥
এদিকেতে শিব দৈত্যে করিয়া নিধন।
বৃষ আরোহণে করে স্বস্থানে গমন॥
মহানন্দে দেবগণ পায় অধিকার।
স্বর্গেতে দুন্দুভিধ্বনি হয় বারবার॥

সুমধুর গান করে গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
শিব-শিরে পুষ্পবৃষ্টি হয় নিরন্তর॥
দেবগণ মুনীন্দ্রাদি অতি হৃষ্টমন।
শিবের প্রশংসা তারা করে সর্ব্বক্ষণ॥
রাধা-অভিশাপে লয় ভকত সুদাম।
দানবকুলেতে জন্ম শঙ্খচূড় নাম॥
শিবসহ দ্বন্দ্ব করি দৈত্যের তনয়।
পুনরায় ফিরে আসে বৈকুণ্ঠ আলয॥
শঙ্খচূড় কথা এবে সমাপ্ত হইল।
বৈবর্ত্তপুরাণে কবি তাহাই রচিল॥
প্রকৃতিখণ্ডের কথা অমৃত সমান।
প্রেমানন্দে কর সবে হরিগুণগান॥

প্রকৃতিখণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়

বিষ্ণুকর্ত্তৃক তুলসীর সতীত্ব-নাশ, তুলসীপত্রের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও শালগ্রাম শিলার গুণবর্ণন।

নারদ কহিলা, প্রভু করি নিবেদন।
অকপটে সব কথা করুন বর্ণন॥
কিরূপে তুলসী দেবী সতীত্ব হারায।
কৃপা করি সেই কথা বলুন আমায়॥
কিরূপে গোলোকপতি ছদ্মবেশ ধ'রে।
প্রবেশিল দৈত্যপত্নী তুলসীর ঘরে॥
কিরূপে শ্রীভগবান্ করে বীর্য্যাধান।
কৃপা করি কহ সেই অপূর্ব্ব আখ্যান॥
নারাযণ কহে শুন নারদ সুমতি।
যেরূপে সাধিলা কার্য্য গোলোকের পতি॥
দৈত্যের কবচ হরি করিবা গ্রহণ।
দৈত্যরূপ ধরি যায় তুলসী-ভবন॥
তুলসীর দ্বার পাশে আসিল যখন।
জয় জয় রব করে অনুচরগণ॥

শুনিযা সে জয়ধ্বনি হৃষ্টচিত্ত অতি।
বহু ধন বিতরণ করিলেন সতী॥
অনেক মঙ্গল কার্য্য করে অনুষ্ঠান।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণে করে বহু ধন দান॥
রথ হ'তে নামিলেন ভগবান্ হরি।
তুলসীর ভবনেতে যান ত্বরা করি॥
সম্মুখে হেরিয়া কান্তে প্রশান্ত মুরতি।
পাদ-প্রক্ষালন করি প্রণমিলা সতী॥
রত্ন-সিংহাসনে দেবী বসায় তাঁহারে।
কর্পূর তাম্বুল দিযা ভাবে বারে বারে॥
জনম সার্থক আজ পূর্ণ মনস্কাম।
যুদ্ধপ্রত্যাগত কান্তে পুনঃ হেরিলাম॥
ঈষৎ হাসিয়া দেবী কটাক্ষ নয়নে।
কহিলা শ্রীভগবানে মধুর বচনে॥
কহ কহ প্রাণেশ্বর, কহ কৃপাময়।
কিরূপে হইল তব এই রণে জয়॥
বিশ্বের সংহারকারী দেব পঞ্চাননে।
কিরূপে জিনিলে তুমি ঘোরতর রণে॥
শুনিয়া দেবীর কথা শঙ্খচূড়বেশে।
কহিলা কমলাপতি সুমধুর হেসে॥
শুন কান্তে প্রাণেশ্বরি আমার বচন।
এক বর্ষ ধরি হয ঘোরতর রণ॥
সুরগণের সৈন্য যত হৈল সংহার।
অবশেষে ব্রহ্মা আসে রণের মাঝার॥
সমরের শেষে আমি আজ্ঞায় তাঁহার।
দেবগণে দান করি পূর্ব্ব অধিকার॥
এক্ষণে আসিনু আমি নিজের ভবনে।
শিবলোকে গেল শিব সুপ্রসন্ন মনে॥
বলিতে বলিতে কথা হরি সনাতন।
তুলসী দেবীর মন করিল মোহন॥
এতকাল পরে সতী নিজ কান্ত পেয়ে।
আনন্দ-সলিলে ভাসে প্রফুল্ল হৃদযে॥
হরিষ অন্তরে তারে করায ভোজন।
তাম্বুল কর্পূর দেয় করিযা যতন॥

বসন্ত ঋতুর শ্রেষ্ঠ তাহে মধুমাস।
তুলসী হৃদয়ে জাগে কাম অভিলাষ॥
দেখিতে দেখিতে অস্ত গেলা দিনমণি।
ক্রমে ক্রমে সমাগত মাধবী রজনী॥
ছদ্মবেশী নারায়ণে চিনিতে না পারি।
আপনার পতি ভাবে শঙ্খচূড়-নারী॥
পুষ্পশয্যা বিরচিল করিয়া যতন।
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে করিল লেপন॥
কামেতে আকুল হ'ল চিত্ত দুজনার।
শয্যাপ্রতি নিরীক্ষণ করে বার বার॥
শঙ্খচূড় সহ করে তুলসী শয়ন।
দুই জন রসরঙ্গে করিল রমণ॥
তুলসীর তৃপ্তি কিন্তু নাহি হয় ইথে।
জাগিল মনেতে তার সন্দেহ ক্রমেতে॥
তুলসীর সহ হরি করিলা বিহার।
সন্দেহ দেবীর মনে জাগে বার বার॥
কহিলা তুলসী দেবী, তুমি কোন্ জন।
মায়াবলে ধর্ম্ম মোর করিলে হরণ॥
অভিশাপ দিব আমি দেহ পরিচয়।
সতীত্ব হরিলে মোর কোন্ নীচাশয়॥
শুনিয়া দেবীর বাক্য হরি সনাতন।
মনোহর নিজমূর্ত্তি করিলা ধারণ॥
সম্মুখে হেরিলা দেবী নবঘনশ্যাম।
সনাতন পরব্রহ্ম নয়নাভিরাম॥
পীত বসনেতে শোভে শ্যাম কলেবর।
শারদ পঙ্কজ তুল্য মূর্ত্তি মনোহর॥
কোটি কন্দর্পের তুল্য লাবণ্য শরীরে।
ভুবনমোহন রূপ হাসে ধীরে ধীরে॥
হেরিয়া হরির মূর্ত্তি মদনমোহন।
মূর্চ্ছিতা হইলা দেবী কামেতে তখন॥
চেতনা লভিয়া শেষে শ্রীহরিরে কয়।
শুন শুন, প্রভু, তুমি পাষাণ-হৃদয়॥
ছল করি ধর্ম্ম মোর করিয়া হরণ।
মম প্রাণকান্তে তুমি করিলে নিধন॥
পাষাণ হৃদয় তব অতি দয়াহীন।
পাষাণ-রূপেতে তুমি রবে চিরদিন॥
যেই জন দিল তব দয়াসিন্ধু নাম।
সেই জন ভ্রান্ত অতি এবে জানিলাম॥
কি দোষে কান্তেরে মোর করিলে সংহার।
কিসে অপরাধী তিনি, কোন্ দোষ তাঁর॥
পতিরে বধিয়া মোরে অনাথা করিলে।
পতির বিহনে প্রাণ যাইবে বিফলে॥
হরির চরণ ধরি তুলসী তখন।
পতিশোকে বারংবার করিলা রোদন॥
হেরিয়া দেবীর দুঃখ করুণাসাগর।
মৃদু মৃদু নীতি-বাক্য কহে অতঃপর॥
শুন শুন, সাধ্বি, তুমি আমার বচন।
মোর তরে বহুকাল করিলে সাধন॥
দানবের রাজা সেই কামী শঙ্খচূড়।
তব তরে তপস্যাদি করিল প্রচুর॥
পত্নীরূপে অবশেষে পাইয়া তোমারে।
করিল বিহার কত তৃপ্তি সহকারে॥
এক্ষণে সফল হবে তপস্যা তোমার।
রাসে তুমি মম সাথে করিবে বিহার॥
এই দেহ ত্যাগ করি শুন শুন সতী।
দিব্যদেহে হবে তুমি মনোহরা অতি॥
আমার বচন শুন, কহি আমি তবে।
গণ্ডকী নামেতে নদী এই দেহ হবে॥
তুলসীর বৃক্ষ হবে কেশেতে তোমার।
দেবতা পূজনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপচার॥
ত্রিভুবনে সর্ব্বজনে তোমারে পূজিবে।
আমার বচন কভু মিথ্যা না হইবে॥
যেই জন তব পত্রে পূজিবেক মোরে।
অন্তিমে সেজন যাবে বৈকুণ্ঠ-নগরে॥
দেবপূজা পিতৃপূজা আদি শুভ কর্ম্ম।
তব পত্র বিনা নাহি হবে কোন ধর্ম্ম॥
তুলসী প্রধান হবে সর্ব্ব পুষ্প হ'তে।
তুলসী পবিত্র বৃক্ষ সমস্ত জগতে॥

গোলোকে বিরজা তীরে রাসমণ্ডপেতে।
বৃন্দাবন ভূমি মাঝে ভাণ্ডীর বনেতে॥
চম্পক কাননে আর চন্দনের বনে।
মাধবী কেতকী কুন্দ মালতী-কাননে॥
উৎপন্ন হইবে বৃক্ষ সর্ব্ব স্থান মাঝে।
যেথায় তুলসী বৃক্ষ সেথা তীর্থ রাজে॥
অন্তিমে তুলসী কেহ করিলে ধারণ।
সেই জন বিষ্ণুলোকে করিবে গমন॥
তুলসীর মালা যেই পরিবে গলায়।
অশ্বমেধ-ফল সেই লভিবে ধরায়॥
বৃক্ষ-অধিষ্ঠাত্রী যিনি তিনি নিরন্তর।
কৃষ্ণ সহ রহিবেন গোলোক ভিতর॥
নদী-অধিষ্ঠাত্রী দেবী জগৎ-তারিণী।
লবণসাগর-পত্নী হইবেন তিনি॥
মহাসাধ্বী তুমি হবে মোর প্রিয়তমা।
রূপে গুণে স্বভাবেতে হবে লক্ষ্মী-সমা॥
আমিও তোমার শাপে ভারত-মাঝারে।
শৈলরূপে বিরাজিব গণ্ডকীর ধারে॥
বজ্রদন্ত বজ্রকীট তাহার মাঝার।
রচিবে আমার চক্র অতি চমৎকার॥
শ্যামবর্ণ শিলাখণ্ড মেঘের বরণ।
চক্র-চতুষ্টয়-চিহ্ন অতি সুশোভন॥
বনমালা-বিভূষিত শিলা চমৎকার।
লক্ষ্মী-নারায়ণ বলি খ্যাতি হবে তার॥
নবীন-নীরদোপম যেই শিলা হবে।
চক্র-চতুষ্টয় তার এক দ্বারে রবে॥
বনমালা-শূন্য যেই শিলা চমৎকার।
লক্ষ্মী-জনার্দ্দন নাম হইবে তাহার॥
বনমালা-বিবর্জ্জিত যেই শিলা হয়।
দ্বারদ্বয়ে চারি চক্র গোচরণ হয়॥
মনোরম সেই শিলা অতি চমৎকার।
রঘুনাথ নামে খ্যাত জগৎ-মাঝার॥
নবীন-জলদ-তুল্য দুই চক্র যার।
শ্রীদধি-বামন নাম হইবে তাহার॥
দ্বিভুজ-শোভিত শিলা অতি ক্ষুদ্রকায়।
বনমালা শোভে যদি তাহার গলায়॥
গৃহীদের শুভপ্রদ মঙ্গল আধার।
শ্রীধর নামেতে খ্যাত ভুবন-মাঝার॥
বনমালা বিবর্জ্জিত শিলা অতি স্থূল।
দুই চক্র পরিস্ফুট আকার বর্ত্তুল॥
সুপবিত্র সেই শিলা কহি বারে বারে।
দামোদর নামে খ্যাত হইবে সংসারে॥
বাণেতে বিক্ষত শিলা বর্ত্তুল-আকার।
শরতূণ-সমন্বিত দুই চক্র যার॥
সুপবিত্র সেই শিলা কহি অবিরাম।
জগৎ-মাঝারে হবে বলরাম নাম॥
সপ্ত চক্র চিহ্ন যার মধ্যম আকার।
ছত্র আর তূণ চিহ্ন শোভে যে শিলার॥
সেই শিলা দান করে রাজ্য ধনজন।
রাজরাজেশ্বর নামে খ্যাত ত্রিভুবন॥
নবীন-জলদ-সম যেই শিলা হয়।
চতুর্দ্দশ চক্রযুক্ত সকল সময়॥
সেই শিলা দান করে চতুর্ব্বর্গ ফল।
অনন্ত নামেতে খ্যাত হবে অবিরল॥
যে শিলা জলদতুল্য দুই চক্র যার।
গোষ্পদ-চিহ্নিত যাহা চক্রের আকার॥
শুন শুন সাধ্বি তুমি আমার বচন।
সে শিলার নাম হবে শ্রীমধুসূদন॥
সুদর্শন-চক্র-চিহ্ন যে শিলায় রবে।
তাহারে সকল লোক গদাধর কবে॥
গদা, সুদর্শন চিহ্ন, দ্বিচক্র ও দ্বার।
হয়গ্রীব এই নাম হইবে শিলার॥
বদন বিস্তৃত অতি যে শিলার হবে।
বিকট মূরতি সদা দুই চক্র রবে॥
বৈরাগ্যজনক যিনি মানব-সমাজে।
নরসিংহ-নামে খ্যাত হবে বিশ্বমাঝে॥
বনমালা-যুক্ত শিলা বিস্তৃত আনন।
দুই চক্র শোভে যার অতি সুশোভন॥

সুখকর সেই শিলা গৃহী সবাকার।
শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ নাম হইবে তাহার॥
দ্বারে যার দুই চক্র সুন্দর ও সব।
সর্ব্বকামফলপ্রদ অতি মনোরম॥
সেই শিলা চমৎকার এই ধরাধামে।
বিখ্যাত হইবে সদা বাসুদেব-নামে॥
নবীননীরদপ্রভ যেই শিলা হয়।
সূক্ষ্ম চক্র আর বহু ছিদ্র আদি রয়॥
প্রদ্যুম্ন-নামেতে সেই শিলা খ্যাত হবে।
সেই শিলার্চ্চনে নর সর্ব্বসিদ্ধি লভে॥
গৃহীজন রাখে যদি আপন আগারে।
সুখী সে নিশ্চিত হবে শাস্ত্রের বিচারে॥
পরস্পর সুসংলগ্ন দুই চক্র যার।
সঙ্কর্ষণ নামে খ্যাতি হইবে তাহার॥
যদি থাকে এই শিলা গৃহীর আগারে।
সর্ব্বসুখে সুখী হবে জগৎ-মাঝারে॥
পীতবর্ণ যেই শিলা বর্ত্তুল-আকার।
অনিরুদ্ধ এই নাম হইবে তাহার॥
যত কিছু পাপ আছে এ তিন ভুবনে।
দূর হয় শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনে॥
শালগ্রাম শিলা যদি হয় ছত্রাকার।
রাজ্যলাভ হয় ধ্রুব অর্চ্চনে তাঁহার॥
বর্ত্তুল-আকার যদি হয় শালগ্রাম।
ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি লাভ হবে অবিরাম॥
শালগ্রাম হয় যদি শকট-আকার।
সংসারেতে দুঃখ-কষ্ট আনে বারংবার॥
শালগ্রামশিলা জলে অভিষিক্ত হ'লে।
যজ্ঞদীক্ষাফল লাভ হয় ধরাতলে॥
শালগ্রাম-শিলা-জল যেই করে পান।
জীবন্মুক্ত সেইজন মহা পুণ্যবান্॥
অন্তিমেতে সেই জন হরিপদ পায়।
শ্রীহরির দাসরূপে গোলোকেতে যায়॥
মৃত্যুকালে শিলা-জল যে করিবে পান।
বিষ্ণুলোকে সেই জন করিবে প্রস্থান॥
কর্ম্মভোগ না করিবে লভিবে নির্ব্বাণ।
বিষ্ণুপদে লয় পাবে সেই পুণ্যবান্॥
শালগ্রাম শিলা ল'য়ে মিথ্যা যেই কয়।
কর্ম্মদংষ্ট্র নরকেতে বাস তার হয়॥
শালগ্রাম স্পর্শ করি না রাখিলে পণ।
অসিপত্র নরকেতে হইবে পতন॥
শালগ্রাম শিলা হ'তে যদি কোন জন।
তুলসীপত্রেরে করে বিচ্ছিন্ন কখন॥
পত্নীর বিচ্ছেদ লাগি পাবে বহু ক্লেশ।
বিরহ-যন্ত্রণা সদা পাইবে অশেষ॥
শালগ্রাম উপরেতে না দিলে তুলসী।
কুষ্ঠরোগী সেই হবে জানিবে রূপসী॥
শঙ্খ হ'তে তুলসীরে ভিন্ন করে যেই।
সপ্ত জন্ম ভার্য্যাহীন হবে সদা সেই॥
শালগ্রাম, শঙ্খ আর তুলসী যে জন।
ভক্তিভরে একস্থানে করিবে স্থাপন॥
তাহার সমান কেহ পুণ্যবান্ নাই।
শ্রীহরির প্রিয় সেই হইবে সদাই॥
শুন শুন সাধ্বি, তুমি এক মন্বন্তর।
শঙ্খচূড়প্রিয়ারূপে ছিলে নিরন্তর॥
সহিতে না পার তার বিরহ এখন।
তাহার বিচ্ছেদ তব শোকের কারণ॥
অতএব বলি শুন তুলসী সুন্দরী।
মম সহ চল এবে বৈকুণ্ঠ-নগরী॥
এত বলি সনাতন মৌনী হ'য়ে রয়।
তুলসীও দেহত্যাগ করে সে সময়॥
দিব্যরূপ ধরি দেবী বৈকুণ্ঠেতে যায়।
হরিবক্ষে বাস করে কমলার প্রায়॥
তুলসী ও গঙ্গাদেবী লক্ষ্মী সরস্বতী।
শ্রীহরির পত্নী হয় এই চারি সতী॥
তুলসী যখনি দেহ করে পরিহার।
শরীর ধরিল তার গণ্ডকী আকার॥
পর্ব্বত উৎপন্ন হ'ল তীরেতে তাহার।
বজ্রদন্ত কীট জন্মে তাহার মাঝার॥

সেই কীট বহু শিলা করিছে রচন।
শালগ্রাম শিলা বলি পূজে সর্ব্বজন॥
সমস্ত বৃত্তান্ত আমি কহিনু তোমায়।
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ পুনরায়॥
তুলসী কারণে হয় শিলা শালগ্রাম।
যেই জন পূজে সেই যায় স্বর্গধাম॥
তুলসী কাহিনী আর শালগ্রাম কথা।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তেতে আছে শুনিবে সর্ব্বথা॥

প্রকৃতিখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

তুলসীর পূজাবিধি।

কহিলা নারদ ঋষি, প্রভু নারায়ণ।
অপূর্ব্ব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ॥
এক্ষণে আমার কাছে কহ ভগবান্।
তুলসীর স্তোত্র আর পূজার বিধান॥
নারদের এই কথা করিয়া শ্রবণ।
মৃদু হাস্যে কহিলেন দেব নারায়ণ॥
শুন শুন তারপর নারদ সুজন।
তুলসী সতীরে হরি করিল রমণ॥
রমার সমান দেবী হয় ভাগ্যবতী।
গরিমায় মহীয়সী হইলেন সতী॥
গঙ্গা আর লক্ষ্মীদেবী সহ্য তাহা করে।
সরস্বতী ঈর্ষা করে অন্তরে অন্তরে॥
একদিন সরস্বতী তুলসীর সহ।
শ্রীহরির সম্মুখেতে করিলা কলহ॥
তাহাতে তুলসী হয় বিষম লজ্জিতা।
অপমানে দুঃখে ক্ষোভে হয় অন্তর্হিতা॥
ইহা দেখি হইলেন বিচলিত হরি।
তুলসীভবনে যান অতি শীঘ্র করি॥
তুলসীর ধ্যান পূজা করি সনাতন।
দশাক্ষর মন্ত্রে স্তব করিলা তখন॥

ঘৃতের প্রদীপ আর সিন্দুর চন্দনে।
নৈবেদ্য ও পুষ্প দিয়া ভক্তিযুক্ত মনে॥
যথাবিধি তুলসীরে করিলে পূজন।
সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হবে শাস্ত্রের বচন॥
এত বলি নারায়ণ মৌন হ'য়ে রয়।
ইহা দেখি শ্রীনারদ ধীরে ধীরে কয়॥
নারদ কহিলা প্রভু, কহ এই বার।
তুলসীর ধ্যান স্তব হয় কি প্রকার॥
নারায়ণ কহিলেন শুন মতিমান্।
তুলসীর ধ্যান স্তব পবিত্র মহান্॥
যেইরূপে নারায়ণ করিলা স্তবন।
সেই স্তব-কথা আমি কহিব এখন॥
বৃক্ষরূপী হন যিনি বৃন্দা নাম যার।
তিনি মোর প্রিয়তমা পূজি বারবার॥
বৃন্দাবনে রহে যেই বৃক্ষের আকারে।
বৃন্দাবনী নামে খ্যাতা পূজি বারে বারে॥
বিশ্বের পূজিতা যিনি, পূজ্যা সবাকার।
তাঁহারে ভজনা আমি করি বারবার॥
পবিত্র করেন যিনি বিশ্ব চরাচর।
তাঁর অদর্শনে আমি হইনু কাতর॥
যাঁর পূজা ব্যতিরেকে সকলি বিফল।
তাঁহারে ভজনা আমি করি-অবিরল॥
আনন্দদায়িনী যিনি ভক্তি-প্রদায়িনী।
নন্দিনী নামেতে খ্যাতা হইলেন যিনি॥
যাঁহার তুলনা নাই জগৎ-মাঝার।
সে হেতু তুলসী নাম হইল যাঁহার॥
কৃষ্ণের প্রাণের প্রিয়া হরি-প্রিয়তমা।
কৃষ্ণের জীবনরূপা অতি মনোরমা॥
শ্রীকৃষ্ণজীবনী নাম হইল যাঁহার।
তাঁহার বন্দনা আমি করি বারংবার॥
এইরূপে স্তব করে দেব নারায়ণ।
অকস্মাৎ তুলসীরে করিলা দর্শন॥
মানিনী তুলসী দেবী অভিমানে কাঁদে।
অবিলম্বে হরি তাঁরে নিজ বক্ষে বাঁধে॥

অনন্তর ভারতীর ল'য়ে অনুমতি।
আপন ভবনে যান হৃষ্টচিত্তে অতি ॥
তুলসী ও ভারতীতে হইল প্রণয়।
বরদানে সনাতন তুলসীরে কয় ॥
বিশ্বপূজ্যা হবে তুমি আমার বচন।
মস্তকে সকলে তোমা করিবে ধারণ ॥
পূজনীয়া বন্দনীয়া হইবে সবার।
এই বর দিনু, শোক কর পরিহার ॥
তুলসী হইলা তুষ্টা শ্রীবিষ্ণুর বরে।
সমাদরে সরস্বতী আলিঙ্গন করে ॥
বৃন্দা বৃন্দাবনী আর বিশ্বের পাবনী।
বিশ্বের পূজিতা আর কৃষ্ণের জীবনী ॥
পুষ্পসারা নন্দিনী এ তুলসী নামেতে।
যেই জন পূজা করে পবিত্র মনেতে ॥
অশ্বমেধফলভাগী হয় সেই জন।
সার্থক হইবে তার জীবন-ধারণ ॥
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা দিনে করিলে পূজন।
বিষ্ণুলোকে সেই জন করিবে গমন ॥
তুলসী দেবীর পূজা করে যেই জন।
অযুত গো-দান-ফল লভে সেই জন ॥
পুত্রহীন পুত্র পায় তুলসী পূজিযা।
পত্নীহীন জন পুনঃ লাভ করে প্রিয়া ॥
রোগমুক্ত হয় রোগী, ভয় হয় দূর।
বন্ধুহীন জন বন্ধু লভযে প্রচুর ॥
তুলসী দেবীর পূজা করে যেই জন।
সর্ব্ব-পাপ-মুক্তি তার হইবে তখন ॥
নারায়ণ কহে, শুন নারদ সুজন।
তুলসীর স্তোত্রকথা করিনু কীর্ত্তন ॥
এক্ষণে শ্রবণ কর তুলসীর ধ্যান।
যেই জন শুনে সেই অতি পুণ্যবান্ ॥
পূজনীয়া পুষ্পসারা শ্রীতুলসী সতী।
পবিত্ররূপিণী তিনি মনোহরা অতি ॥
প্রজ্বলিত অগ্নিসম দগ্ধ করে পাপ।
দূর করে সর্ব্বভয ঘুচায সন্তাপ ॥
তুলসী তাঁহার নাম নাহিক তুলনা।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া তাঁরে করি আরাধনা ॥
সকলের প্রার্থনীয়া সন্তাপহারিণী।
বিশ্বের পাবনী ভক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী ॥
তুলসীর স্তুতিপাঠ করি অবিরাম।
পূজাশেষে ভক্তিভরে করিবে প্রণাম ॥
কহিলাম মনোহর তুলসী-আখ্যান।
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ মতিমান্ ॥

প্রকৃতিখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

অশ্বপতির প্রতি পরাশরের উপদেশ, সাবিত্রীর ধ্যান ও পূজাবিধি।

নারদ কহিলা, প্রভু, দেব নারায়ণ।
তুলসীর উপাখ্যান করিনু শ্রবণ ॥
সাবিত্রীর উপাখ্যান কহ এইবার।
শুনিতে বাসনা বড় জাগিছে আমার ॥
কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁরে করিল পূজন।
কৃপা করি নারায়ণ করুন বর্ণন ॥
নারাযণ কহে, শুন নারদ সুজন।
সর্ব্ব-অগ্রে ব্রহ্মা তাঁরে করিল পূজন ॥
তারপর দেবগণ পূজিল তাঁহারে।
অবশেষে জ্ঞানিগণ পূজিল মাতারে ॥
সর্ব্ব-অগ্রে অশ্বপতি পূজিল ভারতে।
ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ পূজে সেই মতে ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল নারদ সুমতি।
সাবিত্রীরে পূজা কবে কোন্ অশ্বপতি ॥
নারাযণ কহিলেন শুন মুনিবর।
অশ্বপতি-বার্ত্তা আমি কহি অতঃপর ॥
মদ্রদেশে রাজা ছিল, অশ্বপতি নামে।
তাঁর তুল্য রাজা নাহি ছিল ধরাধামে ॥
ছিলেন নৃপতিবর প্রজানুরঞ্জন।
রাজ্যে তাঁর সুখে ছিল যত প্রজাগণ ॥

পৃথ্বীসম ক্ষমাশীল, ধর্ম্মে ছিল মতি।
কর্ণের সমান গুণী দানশীল অতি॥
বৃহস্পতি সম বুদ্ধি ধরে মতিমান্।
মদনের তুল্য কান্তি অতি রূপবান্॥
শান্তশীল ধীর অতি কৃষ্ণ-পরায়ণ।
করুণা করেন তাঁরে দেবনারায়ণ॥
মালতী নামেতে পত্নী আছিল তাঁহার।
লক্ষ্মীর সমান রাজ্ঞী অতি চমৎকার॥
পতিপ্রেমে মত্ত সদা সুশীলা মালতী।
গুণবতী নারী সেই অতি সাধ্বী সতী॥
প্রাণসমা প্রিয়া নারী লভি মদ্রপতি।
মনের উল্লাসে তাঁর কাটে দিবা রাতি॥
পরম সুখেতে নৃপ থাকে নিজঘর।
কিন্তু এক দুঃখে সদা বিষণ্ণ অন্তর॥
মহিষী ছিলেন বন্ধ্যা, সন্তান না হয়।
সেই হেতু নৃপতির মনে দুঃখ রয়॥
পুত্রের অভাবে রাণী ব্যাকুলিতা হন।
সে কারণে থাকে সদা বিষাদে মগন॥
আর কোন দুঃখ নাই শুধু পুত্রহীন।
বিরলে বসিযা রাণী কাঁদে একদিন॥
সখীদল করে তারে সান্ত্বনা প্রদান।
তবু শান্ত নাহি হয মালতীর প্রাণ॥
চিত্ত নাহি স্থির তার কোনমতে হয।
সহসা নৃপতি সেথা হইলা উদয়॥
মহিষীর সেই ভাব করি দরশন।
মধুর বচনে তার জিজ্ঞাসে কারণ॥
কেন প্রিযে মিছে তুমি করিছ রোদন।
পূর্ব্বে তোমা দেখি নাই বিষণ্ণ এমন॥
ধুলায নিযেছ শয্যা ভূমিতলে লীন।
কাঞ্চনবরণ দেহ হযেছে মলিন॥
অঙ্গে নাহি অলঙ্কার মলিন বসন।
বল প্রিযে এত দুঃখ কিসের কারণ॥
তোমার কারণে আমি অসাধ্য সাধিব।
যদি হয প্রয়োজন স্বর্গ আনি দিব॥

না কান্দ না কান্দ সতী মম বাক্য ধর।
দুঃখ ভুলি খুসী মনে শয্যা ত্যাগ কর॥
তোমার মনের কথা না বলিবে যদি।
কাটাইব আমি কাল দুঃখে নিরবধি॥
এত বলি মদ্রপতি রাণীরে ধরিয়া।
বসান নিজের পাশে আদর করিয়া॥
সমাদরে তুষ্টা রাণী হইলা যখন।
মধুর বচনে রাজা জিজ্ঞাসে তখন॥
কহ কহ প্রাণাধিকে, কিসের কারণ।
হেরিতেছি তব আজি বিষণ্ণ বদন॥
তব হেতু সিংহাসন পারি ত্যজিবারে।
জীবন দানিতে পারি কহিনু তোমারে॥
নৃপতির হেন বাক্য করিযা শ্রবণ।
ধীরে ধীরে মহারাণী কহিলা তখন॥
শুন প্রভু কহি আমি দুঃখ বিবরণ।
রাজ্যে কিংবা ধনরত্নে নাহি প্রয়োজন॥
একমাত্র পুত্র মোর মনেতে কামনা।
ইহা ছাড়া অন্য কোন নাহিক বাসনা॥
আমি অতি মন্দমতি বন্ধ্যাদোষধারী।
সে কারণ দুঃখ মোর পাসরিতে নারি॥
বৃথাই আমারে প্রভু সান্ত্বনা-প্রদান।
পুত্রহীনা অভাগীর বৃথা এই প্রাণ॥
মহিষীর বাক্য শুনি দুঃখ উপজিল।
বুকেতে লইযা রাজা প্রবোধ দানিল॥
অতঃপর মালতী ও রাজা অশ্বপতি।
বশিষ্ঠ গুরুর কাছে যায শীঘ্র গতি॥
গুরুকে প্রণাম করি নৃপতি তখন।
মনের সকল দুঃখ করে নিবেদন॥
রাজারে বশিষ্ঠ তবে উপদেশ দিল।
সাবিত্রীর আরাধনা করিতে বলিল॥
মালতী শুনিযা তাহা ভাবে মনে মনে।
সাবিত্রীর ধ্যানে আমি যাইব কাননে॥
রাজার সকাশে তাই মাগে অনুমতি।
আজ্ঞা দাও যাই বনে ওহে নরপতি॥

আজ্ঞা পেয়ে সতী তবে গেল তপোবন।
ভক্তিভরে সাবিত্রীর করে আরাধন॥
এইরূপে বহুকাল বিগত হইল।
সাবিত্রীর কৃপা লাভ তবু না ঘটিল॥
অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ হয় কলেবর।
মালতী ফিরিয়া আসে পুনঃ নিজ ঘর॥
দুঃখিতা হেরিয়া তারে রাজা অশ্বপতি।
মধুর প্রবোধ বাক্যে কহে তাঁর প্রতি॥
রাণী তুমি শান্ত হও না কর ক্রন্দন।
কাননেতে আমি নিজে করিব গমন॥
তারপর নৃপবর ভক্তি-সহকারে।
সাবিত্রী-পূজিতে যায় পুষ্করের ধারে॥
এক শত বর্ষ ক্রমে বিগত হইল।
অকস্মাৎ দৈববাণী শ্রবণে পশিল॥
শুন শুন নৃপবর বচন আমার।
করহ গায়ত্রী জপ দশ লক্ষ বার॥
দৈববাণী শুনি রাজা আনন্দিত মন।
গায়ত্রীর মন্ত্র জপে হইলা মগন॥
হেনকালে আসে সেথা মুনি পরাশর।
ভূপতি হেরিয়া তাঁরে প্রণমে সত্বর॥
মুনিবর জিজ্ঞাসেন শুন হে রাজন্।
কাননের মাঝে আছ তুমি কি কারণ॥
মদ্রেরাজ বলে আমি তনয়ের তরে।
সাবিত্রী পূজায় আসি কানন ভিতরে॥
মুনিবর কহে তবে শুনহ ধীমান্।
স্নান করি শুভ্র বস্ত্র কর পরিধান॥
ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ কর অতঃপর।
তাহাতে হইবে শুদ্ধ তোমার অন্তর॥
গায়ত্রীর জপ কর দশলক্ষ বার।
সাবিত্রী-দর্শন তবে হইবে তোমার॥
সন্ধ্যাপূজা যেই নাহি করে অনিবার।
দ্বিজকার্য্যে অধিকার নাহিক তাহার॥
বারেক গায়ত্রী জপে দিনকৃত পাপ।
নিশ্চিত হইবে দূর যত মনস্তাপ॥

দশবার যেই জন গায়ত্রী জপিবে।
দিন ও রাত্রির পাপ খণ্ডন হইবে॥
মাসের অর্জ্জিত পাপ যায় শত জপে।
লক্ষ জপ বিনাশয়ে জন্মার্জ্জিত পাপে॥
ত্রিজন্ম-অর্জ্জিত পাপ দূরীকৃত হয়।
দশ লক্ষ জপে যেই গায়ত্রী নিশ্চয়॥
গায়ত্রী জপিবে যদি শতলক্ষ বার।
সর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ দূর হবে তার॥
দশ শত লক্ষ জপ বিপ্র যদি করে।
মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত সাবিত্রীর বরে॥
সাপের ফণার মত হাতটি করিয়া।
ঈষদবনত শিরে নয়ন মুদিয়া॥
পূর্ব্বমুখ হৈয়া জপ অবশ্য করিবে।
গায়ত্রীজপের তবে সুফল হইবে॥
অনামিকা-মধ্য পর্ব্ব প্রথমে ধরিয়া।
অধোদেশে অবতরি বামাবর্ত্ত হৈয়া॥
তর্জ্জনীর মূল-তক করিবে ভ্রমণ।
দশবার জপ তাহে জানিবে রাজন্॥
শ্বেত পদ্মবীজ কিংবা স্ফটিকের মালা।
সংস্কার করিয়া জপ করিবে নিরালা॥
সপ্ত অশ্বত্থের পত্রে স্থাপন করিয়া।
গোরোচনা স্নান হবে গায়ত্রী জপিয়া॥
শতবার গায়ত্রীর জপ যে করিবে।
এ ভাবে মালার তবে সংস্কার হইবে॥
পঞ্চগব্য দিয়া কিংবা গঙ্গাজল দিয়া।
মালাকে লইবে পাপ মুক্ত করিয়া॥
অতঃপর জপিবেক দশ লক্ষ বার।
তিন জন্ম পাপ হৈতে পাইবে উদ্ধার॥
নিশ্চিত জানিবে তুমি জপিলে গায়ত্রী।
অতঃপর দরশন দিবেন সাবিত্রী॥
নিত্য সন্ধ্যাবিহনেতে অশুচি হইবে।
কোন কার্য্যে অধিকারী নহে সে জানিবে
কোন কার্য্যে কোন ফল পাবে না নিশ্চয়
সন্ধ্যাহীন দ্বিজবর শূদ্রতুল্য হয়॥

তিন সন্ধ্যা উপাসনা যাবৎ জীবন।
ভক্তিসহকারে যদি করে কোন জন॥
মহাতেজী সেইজন সূর্য্যের সমান।
জীবন্মুক্ত হয় সেই মহা পুণ্যবান্॥
সন্ধ্যাপূত ব্রাহ্মণের পড়িলে চরণ।
পবিত্র হইবে তীর্থ শাস্ত্রের বচন॥
সন্ধ্যাপূজা নাহি করে যে সব ব্রাহ্মণ।
বিমুখ তাদের প্রতি পিতৃ-দেবগণ॥
বিষ্ণুমন্ত্র একাদশী-বিহীন যে জন।
হরিকে না নিবেদিয়া করেন ভোজন॥
যে ব্রাহ্মণ দৌত্য কিংবা বৃত্তি রজকের।
গ্রহণ করেছে কিংবা বাহক বৃষের॥
শূদ্র অন্নভোজী কিংবা শূদ্রশবদাহী।
শূদ্রা পত্নী যার কিংবা শূদ্রপ্রতিগ্রাহী॥
শূদ্রযাজী, সূপকার কিংবা অসিজীবী।
অবীরান্নভোক্তা কিংবা হয় মসীজীবী॥
হরিনাম বিক্রী আর কন্যা বিক্রী করে।
ভগজীবী যে ব্রাহ্মণ হয় এ-সংসারে॥
অথবা বিক্রেতা যদি দুগ্ধের ব্রাহ্মণ।
মৎস্যাহারী দ্বি-আহারী হয় অভাজন॥
দেবাদি পূজায় যার নাহিক উৎসাহ।
বিপ্র সেই নাহি রয় জান নিঃসন্দেহ॥
নির্বিষ সর্পের মত সেই সে ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণ্যবিহীন হয় সেই অভাজন॥
এত বলি মুনিবর সম্ভাষি রাজায়।
সাবিত্রী-পূজার বিধি কহিলেন তায়॥
সমুদয় শিখাইয়া তবে মুনিবর।
স্বস্থানে প্রস্থান করে হরিষ অন্তর॥
যথাবিধি সাবিত্রীকে পূজিয়া রাজন্।
তুষ্ট করি বরলাভ করিল ব্রাহ্মণ॥
এত যদি বলিলেন দেবনারায়ণ।
সভক্তি বিনয়ে কহে নারদ তখন॥
কিবা ধ্যান কিবা বিধি কিবা মন্ত্র তার।
দয়া করি বল দেব সাবিত্রী পূজার॥
প্রীত হ'য়ে নারদেরে বলে নারায়ণ।
বিশদ ভাবেতে বলি শোন দিয়া মন॥
শুদ্ধকালে জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণপক্ষ যবে।
ত্রয়োদশী দিনে ব্রতী সুসংযত হবে॥
চতুর্দ্দশী দিবসেতে ভক্তিযুক্ত মন।
করিবে শ্রীসাবিত্রীর ব্রত-আচরণ॥
চতুর্দ্দশ নৈবেদ্য ও চতুর্দ্দশ ফল।
পুষ্প ধূপ বস্ত্র আদি অর্পিবে সকল॥
আম্রশাখা ঘটোপরি করিয়া স্থাপন।
সূর্য্য অগ্নি দেবগণে কর আবাহন॥
সাবিত্রীর ধ্যান স্তোত্র কহিব এখন।
সর্ব্বকামপ্রদ মন্ত্র করহ শ্রবণ॥
যাঁহার বর্ণের প্রভা কাঞ্চন সমান।
ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিতা শুন মতিমান্॥
গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নসূর্য্য-সম জ্যোতিঃ যাঁর।
রত্নে বিভূষিতা যিনি অতি চমৎকার॥
পরিধানে শুদ্ধ বস্ত্র অগ্নির মতন।
সুপ্রসন্না যিনি সদা সহাস্যবদন॥
বিশ্বের বিধানকর্ত্রী ব্রহ্মার কামিনী।
বেদ-অধিষ্ঠাত্রী যিনি শাস্ত্র-স্বরূপিণী॥
শান্তমূর্ত্তি মনোহর সম্পদদায়িনী।
বেদবীজস্বরূপিণী সদা হন যিনি॥
বেদের জননী যিনি মাতা সবাকার্।
সেই সাবিত্রীরে আমি ভজি বারবার॥
এইরূপে সাবিত্রীর করি পূজাধ্যান।
নিজের মস্তকে পুষ্প করিবে প্রদান॥
এইরূপ বিধিমতে ভক্তিসহকারে।
দেবীরে করিবে পূজা ষোড়শোপচারে॥
তিন সন্ধ্যা স্তব পাঠ করে যেই জন।
বেদপাঠ ফল পায় শাস্ত্রের বচন॥

প্রকৃতিখণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

সাবিত্রীদেবী কর্ত্তৃক রাজা অশ্বপতিকে বর দান ও সাবিত্রীর উপাখ্যান।

নারায়ণ কহে, শুন নারদ সুজন।
অশ্বপতি সাবিত্রীর করিলা পূজন॥
বিধিমতে পূজা স্তব পাঠ করি শেষে।
দেবীর দর্শন রাজা পান অবশেষে॥
সহস্র সূর্য্যের সম রূপ জ্যোতির্ম্ময়।
মৃদু মৃদু হাসি দেবী নৃপতিরে কয়॥
শুন শুন নৃপবর, জানি আমি সব।
কি কারণ কর তুমি মোর পূজা স্তব॥
তুমি কিবা চাহ তব পত্নী কিবা চায়।
তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিব ত্বরায়॥
তব পত্নী করিতেছে কন্যার কামনা।
পুত্র লাগি তুমি নিজে করিছ প্রার্থনা॥
তোমাদের উভয়ের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।
উভয়ের অভিলাষ পূরাইব তবে॥
এই কথা বলি দেবী ব্রহ্মলোকে যান।
অশ্বপতি স্বস্থানেতে করিল প্রস্থান॥
সহর্ষ অন্তরে নৃপ রাজ্যে ফিরে আসে।
আনন্দে কাটায় দিন স্বীয় গৃহবাসে॥
যথাকালে পত্নী তার গর্ভবতী হৈল।
সর্ব্বকলেবরে তার লক্ষণ ফুটিল॥
দশ মাস দশ দিন করিযা ধারণ।
প্রসবিলা রাণী এক তনযা রতন॥
অতিশয় সুলক্ষণা কন্যা জন্মে তাঁর।
লক্ষ্মী-অংশভূতা কন্যা অতি চমৎকার॥
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা চন্দ্রকলা-সম।
সাবিত্রী হইল নাম অতি মনোরম॥
বাল্যকাল ক্রমে ক্রমে অতিক্রান্ত হয়।
নবীন যৌবন ক্রমে হইল উদয়॥
কালক্রমে হয় কন্যা রূপসী যুবতী।
রূপেতে লক্ষ্মীর সম গুণে সরস্বতী॥

কন্যার যৌবন দেখি নৃপতি তখন।
উপযুক্ত পাত্রহেতু চিন্তান্বিত মন॥
স্থানে স্থানে নানা দূত পাঠায় নৃপতি।
কোথায় পাইবে কন্যা সাবিত্রীর পতি॥
সখীর সাহায্যে তবে সাবিত্রী সুন্দরী।
পিতারে জানায় কন্যা অভিলাষ তারি॥
শ্রবণ করহ পিতা আমার বচন।
নানা দেশে আমি নিজে করিব ভ্রমণ॥
স্বয়ম্বরা হব আমি, পাত্র নির্ব্বাচন।
নিজেই করিব পিতা, শুনহ বচন॥
আমার মনের কথা কহিনু তোমারে।
বিবাহ এরূপ ছাড়া না করিব কারে॥
শুনিযা কন্যার বাক্য ভূপতি তখন।
সাবিত্রীরে অনুমতি দিলেন রাজন্॥
পাইযা পিতার আজ্ঞা সাবিত্রী সুন্দরী।
সখিদলবলসহ আযোজন করি॥
চলিল আপনি সতী স্বামী নির্ব্বাচনে।
ভ্রমিল কতই দেশ নগরে-বিজনে॥
কিন্তু না পাইল কন্যা পছন্দ মতন।
পাত্র তার কোথাও না হৈল নির্ব্বাচন॥
অন্তরে ভাবিয়া কন্যা বড়ই বিষাদ।
সখীকে ডাকিযা বলে স্বীয় মনোসাধ॥
তোমরা ফিরিযা সব যাও নিজ ঘর।
পিতারে বলিবে মোর না মিলিল বর॥
আমার জীবন বুঝি হইল বিফল।
ফিরিয়া না যাব ঘরে কহিনু সকল॥
সখীরা সকলে মিলি প্রবোধিল তারে।
পরে ল'যে যায তারে তপোবন-ধারে॥
দেখিল সেথায কত আছে যোগিজন।
আপন মনেতে করে ঈশ্বর-চিন্তন॥
মনোমত পতি সেথা পাবে না জানিযা।
সখী সহ ফিরে কন্যা বিফল হইযা॥
তপোবন হৈতে কন্যা যায অতঃপর।
সখিদলবলসহ অরণ্য প্রান্তর॥

সহসা হইল কন্যা অচেতনপ্রায়।
কিবা সে দেখিল, কেহ না জানিল হায়॥
অত্যন্ত ব্যাকুল হৈয়া পড়ে সহচরী।
সাবিত্রীরে শোয়াইল করি ধরাধরি॥
বসনে ব্যজন করে হইয়া অধীর।
অঞ্চলে ছিটায় জল মুখে সাবিত্রীর॥
সহচরীদের যত্নে সাবিত্রী তখন।
মেলিল নয়ন আর লভিল চেতন॥
সখীর এহেন ভাব দরশন করি।
আনন্দে অধীর হন যত সহচরী॥
জিজ্ঞাসে তখন সখী বল কি কারণ।
সহসা চেতনহারা হইলা এমন॥
সাবিত্রী কহেন শুন ওগো সহচরি।
মনোহর রূপ কিবা দরশন করি॥
নবীন যুবক এক রূপের কি ছটা।
পাষাণ উপরে বসে, শিরে শোভে জটা॥
তাপসের বেশ বটে কিন্তু মনে হয়।
রাজার নন্দন কোন হইবে নিশ্চয়॥
অপূর্ব্ব তাহাব রূপ করি দবশন।
সংযত রাখিতে নারি আপনার মন॥
শুন সহচরী সব তোমা সবা বলি।
ইঁহারেই মনপ্রাণ অর্পিনু সকলি॥
কোন্ কুলে জন্ম তার চিন্তা নাহি করি।
মনে মনে ইঁহারেই স্বামীরূপে বরি॥
শুনিয়া সাবিত্রী-বাক্য বলে সহচরী।
তোমার বচন সখী মানিতে না পারি॥
তুমি তো রাজার কন্যা নবীনা যুবতী।
তাহাতে দেখিতে তুমি অতি রূপবতী॥
কি সুন্দর বেণী শোভে মস্তকে তোমার।
জটাজূটধারী হয় তাপসকুমার॥
ভস্মমাখা দেহ গলে রুদ্রাক্ষের মালা।
এমন পাত্রেরে কেন বরিয়াছ বালা॥
অতএব শুন সখি বাঞ্ছা পরিহরি।
অন্য পাত্র অন্বেষণে চল ত্বরা করি॥
এইরূপ তপস্বীরে করিলে বরণ।
পিতামাতা হবে তব বিষাদে মগন॥
সখীদের কথা শুনি সাবিত্রী সুন্দরী।
কাঁদিতে কাঁদিতে বলে শোন সহচরী॥
বারণ না কর মোরে করি গো মিনতি।
মনে মনে বরিয়াছি, ইনি মোর পতি॥
ভুলিতে তাহারে আমি না পারিব কভু।
জীবনে মরণে হন ইনি মোর প্রভু॥
কে জানে কপালে কি যে রয়েছে লিখন।
জানি না করিবে কিনা আমারে গ্রহণ॥
এত বলি সখী সহ সাবিত্রী তখন।
উপনীত হয় আসি যুবার সদন॥
বিনয় করিয়া কহে তাহার গোচর।
কিবা নাম কার পুত্র কোথা তব ঘর॥
মধুর বচনে তবে যুবা মতিমান্।
আপনার পরিচয় করিল প্রদান॥
রাজা দ্যুমৎসেন হন অতি ভাগ্যহীন।
জ্ঞাতিদের বঞ্চনায় দুঃখে কাটে দিন॥
তাঁর পুত্র সত্যবান্ আমি অভাজন।
ভাগ্যদোষে নিরন্তর ঘুরি বনে বন॥
পিতামাতা বৃদ্ধ অতি বনেতে নিবাস।
দুঃখের জীবন অতি কর গো বিশ্বাস॥
এবে কন্যা বল শুনি তব পরিচয়।
জানিতে আমার বড় কুতূহল হয়॥
সত্যবান্-কথা শুনি এক সহচরী।
অতি পুলকিত মনে কহে হাস্য করি॥
অশ্বপতি নামে রাজা বিদিত ভুবন।
সাবিত্রী ইঁহার কন্যা জানে সর্ব্বজন॥
রূপে-গুণে সর্ব্বভাবে অতি সুলক্ষণা।
জগতে ইহার আর নাহিক তুলনা॥
স্বয়ংবরা হইবেন ভাবি মনে মনে।
ভ্রমিছেন দেশময় নগরে বিজনে॥
শুনিয়া যুবক মনে হয় উল্লসিত।
সাবিত্রীর রূপ হেরি হইল মোহিত॥

অতীব বিষাদে তাই বিদায় দানিল।
সাবিত্রী সখীরা মিলি গৃহেতে ফিরিল॥
এক সহচরী গিয়া রাণীর নিকটে।
ভ্রমণের সব কথা বলে অকপটে॥
সবশেষে নিবেদিল মহারাণী প্রতি।
যেভাবে সাবিত্রী বরে অপরূপ পতি॥
সত্যবান্ ব্যতিরেকে অন্য কোন জনে।
স্বামীরূপে কন্যা তার নাহি ভাবে মনে॥
শুনিয়া সখীর কাছে সব বিবরণ।
অবিলম্বে আসে রাণী পতির সদন॥
আসিয়া পতির পাশে রাণী অতঃপর।
বিস্তারিয়া সব কথা কহিল সত্বর॥
রাণীমুখে এই কথা করিয়া শ্রবণ।
অশ্বপতি হইলেন উল্লসিত মন॥
রাণীরে সম্বোধি কহে মধুর বচন।
সত্যবানে কন্যা আমি করিব অর্পণ॥
এত বলি নৃপবর পুলকিত মনে।
বিবাহের আয়োজন করেন যতনে॥
হেনকালে দেবঋষি করে আগমন।
মুনিরে দেখিয়া রাজা আনন্দিত মন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দেন আসন তাঁহারে।
কুশল শুধান মুনি মদ্র নৃপবরে॥
বন্দনা করিয়া কহে মদ্র অধিপতি।
তব কৃপাবশে শুভ ওহে মহামতি॥
অন্তর্য্যামী তুমি ঋষি ব্যক্ত চরাচরে।
নিবেদন করি এক তোমার গোচরে॥
সাবিত্রী নন্দিনী মম জীবনের ধন।
গিয়াছিল সখী সহ গহন কানন॥
সত্যবান্ নামে তথা নৃপের কুমার।
পিতা মাতা সহ আছে বনের মাঝার॥
শুনিলাম ওহে ঋষি যুবা মনোহর।
তাহার রূপেতে মুগ্ধ দেবতা-নিকর॥
এত শুনি দেবঋষি কহিলেন তাঁরে।
শুন শুন নৃপবর বলি হে তোমারে॥
শুনিয়াছ যাহা তুমি সত্য বটে হয়।
কানন-মাঝারে তারা আছে সুনিশ্চয়॥
সত্যবান্ ধর্ম্মনিষ্ঠ অতীব সুজন।
দ্যুমৎসেন নৃপতির প্রাণের নন্দন॥
অদ্বিতীয় সেই যুবা রূপে আর গুণে।
তুলনা তাহার নাহি মিলে ত্রিভুবনে॥
জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী জানে সর্ব্বজন।
সত্যধর্ম্মে অনুগত সদা তার মন॥
রাজ্যধন জ্ঞাতিদের করিয়া প্রদান।
পিতৃ-মাতৃসহ করে বনে অবস্থান॥
ভোগসুখ ইচ্ছা তার অন্তরেতে নাই।
তাপসের বেশে এবে ভ্রমিছে সদাই॥
কি কারণে নৃপবর বলহ এখন।
জিজ্ঞাসিলা তার কথা আমার সদন॥
ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মদ্ররাজ ধীরে ধীরে করে নিবেদন॥
তব পাশে ঋষিবর কি আছে গোপন।
বলিতেছি সব কথা করহ শ্রবণ॥
সত্যবানে দেখি সেথা আমার নন্দিনী।
প্রণয়ে মজেছে তায় ওহে মহামুনি॥
এখন উচিত কিবা কহ মহাত্মন্।
তাপসেরে দিব কি না তনয়া-রতন॥
এত শুনি শ্রীনারদ দুঃখিত অন্তর।
কহিলেন ধীরে ধীরে শুন নৃপবর॥
উপযুক্ত পাত্র বটে সেই সত্যবান্।
কিন্তু এক কথা বলি শুন মতিমান্॥
অনুমতি দিতে আমি ইহাতে না পারি।
অন্য পাত্রে কন্যাদান করহ বিচারি॥
আজি হৈতে যেই দিন বর্ষ পূর্ণ হবে।
সেইদিন সত্যবান্ নিশ্চয় মরিবে॥
বিধবা হইবে তব সাবিত্রী-রতন।
অতএব হেন কাজ না কর কখন॥
এত শুনি অশ্বপতি ভাসিল চিন্তায়।
নয়নের নীরে তাঁর বক্ষ ভাসি যায়॥

সাবিত্রী দাঁড়াযে ছিল আড়ালে তখন।
মৃদুভাষে মুনিবরে করে সম্বোধন ॥
শুন শুন মম বাক্য ওহে ঋষিবর।
অল্প-আয়ু যদি সেই পুরুষ-প্রবর ॥
তথাপি অন্তরে তাঁরে বরিয়াছি আমি।
জীবনে মরণে মম সত্যবান্ স্বামী ॥
এত শুনি দেব-ঋষি সম্বোধি রাজনে।
কহিলেন কন্যা দান কর সত্যবানে ॥
বিধাতা নিশ্চয তব সাধিবে কল্যাণ।
এত বলি ঋষিবর করিলা প্রস্থান ॥
অতঃপর রাজা কবে বিভা-আয়োজন।
সাবিত্রী সহিতে করি রথে আরোহণ ॥
পুরোহিত সঙ্গে নৃপ দ্রুতগতি চলে।
উপনীত হন আসি সেই বনস্থলে ॥
সত্যবান্-পিতৃপাশে করিযা গমন।
কহিলেন অশ্বপতি ওহে মহাত্মন্ ॥
মম কন্যা বরিযাছে তোমার নন্দনে।
তাই আসিযাছি এবে তব তপোবনে ॥
সত্যবানে কন্যা মোর করিব অর্পণ।
আসিয়াছি তোমা পাশে তাহার কারণ ॥
তা' শুনি দ্যুমৎসেন নৃপতিরে কয়।
রাজ্যভ্রষ্ট অন্ধ আমি জান মহাশয ॥
দারা পুত্র সহ বনে করি নিবসতি।
তুমি রাজচক্রবর্ত্তী ওহে মহামতি ॥
তোমার কন্যার যোগ্য নহে সত্যবান্।
অতএব অন্য পাত্র করহ সন্ধান ॥
ইহা শুনি অশ্বপতি মদ্ররাজে কয।
অতি গুণবান্ জানি তোমার তনয় ॥
সুখ-দুঃখ দিবারাত্রি ঘুরিছে সংসারে।
তাহাতে কাতর নাহি হইও অন্তরে ॥
বসতি করিছ আজি এই তপোবনে।
বসিতে পারহ কালি রাজ-সিংহাসনে ॥
অতএব শুন বাক্য, না কর চিন্তন।
সত্যবানে কন্যা আমি করিব অর্পণ ॥
এর পর উভয়েই হয় আনন্দিত।
শুভকার্য্য সম্পাদন করে বিধিমত ॥
তপোবনে সাবিত্রীরে রাখিয়া তখন।
অশ্বপতি নিজরাজ্যে করিলা গমন ॥
মনোমত পতি পেযে সাবিত্রী সুন্দরী।
মনের সুখেতে রহে দিবা-বিভাবরী ॥
শ্বশুর-শাশুড়ী-সেবা করে নিরন্তর।
পতিসেবা করে সতী পুলক অন্তর ॥
দিবস রজনী সুখে কাটে অতিশয।
তবু নারদের বাক্যে মনে জাগে ভয় ॥
পতি-পরমাযু সতী দিন দিন গণে।
দুঃখ ব্যথা সগোপনে রাখে নিজ মনে ॥
তিন দিন মাত্র আয়ু যখন থাকিল।
সাবিত্রীর ব্রত সতী আরম্ভ করিল ॥
বিধিমতে করে পূজা সাবিত্রী তখন।
সেই মূর্ত্তি ধ্যান করে হ'যে একমন ॥
বরষ সম্পূর্ণ পরে যে দিবস হয়।
সাবিত্রী হইলা অতি শোকার্ত্ত-হৃদয ॥
সেই দিন সত্যবান্ লইয়া কুঠার।
কাঠ আনিবারে চলে বনের মাঝার ॥
সাবিত্রী ভাবিছে মনে শেষ হ'ল দিন।
নিশ্চয় হইব আমি আজ পতিহীন ॥
এত ভাবি শ্বশুরেরে করি সম্বোধন।
বিনয়-বচনে সতী কহিছে তখন ॥
একাকী তোমার পুত্র চলেছে কাননে।
অনুমতি দেহ মোরে যাই তাঁর সনে ॥
রাজা বলে একি শুনি অদ্ভুত বচন।
কুলবধূ হৈয়া যাবে নিবিড় কানন ॥
কিছুতে বারণ নাহি শুনে গুণবতী।
অগত্যা চলিল শেষে লৈয়া অনুমতি ॥
পতিসনে বনমধ্যে করিল গমন।
সত্যবান্ দেখি তারে কহেন তখন ॥
শুন শুন গুণবতি আমার বচন।
কালিমা-মলিন হেরি তোমার বদন ॥

আহা মরি হৈয়া তুমি রাজার নন্দিনী।
কত কষ্ট মোর লাগি পাইতেছ ধনি॥
এই স্থানে তরুমূলে থাকহ এখন।
তোমারে করিবে রক্ষা বনদেবীগণ॥
কাষ্ঠ হেতু যাই আমি বনের ভিতর।
পুনরায় তোমা পাশে আসিব সত্বর॥
এত বলি সত্যবান্ কাঠ আনিবারে।
চলি গেল দ্রুতগতি কানন-মাঝারে॥
বৃক্ষের উপরে গিয়া উঠিল সত্বর।
কাটিতে কাটিতে কাঠ হইল কাতর॥
ভয়ঙ্কর শিরঃপীড়া করে আক্রমণ।
সাবিত্রী-সকাশে দ্রুত করে আগমন॥
সাবিত্রীর কোলে মাথা রাখিযা তখন।
দেখিতে দেখিতে ক্রমে হয অচেতন॥
তখন অন্তরে ভাবে সাবিত্রী সুন্দরী।
ফলিল নারদ-বাক্য হায কিবা করি॥
অকালে বৈধব্য-দশা ঘটিল আমার।
এখন উপায কিছু নাহি দেখি আর॥
সাবিত্রী করিল তবে অনেক রোদন।
মৃত্যু কালকন্যা তথা করে আগমন॥
সত্যবান্ প্রাণত্যাগ করিল সত্বর।
দুই যমদূত সেথা আসে ভয়ঙ্কর॥
দেখিল আসিয়া দূত সাবিত্রী সুন্দরী।
বিরস বদনে আছে পতি কোলে করি॥
যমদূত সেই দৃশ্য করি দরশন।
শূন্যহাতে যায ফিরে যমের সদন॥
বিনয-বচনে কহে করি যোড়কর।
শুন শুন নিবেদন ওহে দণ্ডধর॥
গিযাছিনু মোরা সবে আদেশ-পালনে।
আনিতে নারিনু কিন্তু সেই সত্যবানে॥
পরশিয়া আছে পতি সাবিত্রী সুন্দরী।
ভযে মোরা দেহ তার পরশিতে নারি॥
দূতমুখে হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
যমরাজ দ্রুত সেথা করে আগমন॥
দেখিয়া সাবিত্রী বলে তুমি কোন্ জন।
ধর্ম্মরাজ বলে, আমি সবার শমন॥
রাজপুত্র সত্যবান্ জানি তব স্বামী।
কালপূর্ণ হ'ল তার ল'যে যাব আমি॥
শুনিয়া সাবিত্রী কহে যে আজ্ঞা তোমার।
বিধির নির্ব্বন্ধ লঙ্ঘে শক্তি আছে কার॥
মায়াতে মোহিত সব, কেবা কার পতি।
সত্য আর ধর্ম্ম মাত্র অখিলের গতি॥
এতেক কহিযা সতী ছাড়ে সত্যবানে।
করযোড়ে রহিলেন যম বিদ্যমানে॥
সত্যবান্ পাশে আসি যমরাজ তার।
শরীর হৈতে বার করে চমৎকার॥
অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ আত্মা ক্ষুদ্রতম অতি।
তাহা লৈযা যমরাজ চলে শীঘ্রগতি॥
এতেক হেরিযা সতী শোকান্বিত মন।
নীরবে যমের সাথে করিল গমন॥
সাবিত্রী চলিল যমরাজের পশ্চাতে।
যেখানেতে যম যায়, যায সাথে সাথে॥
হেরিয়া পশ্চাতে তারে সবিস্ময়ে যম।
কহিলা অনেক কথা অতি মনোরম॥
শুন শুন সতি, তুমি আস কি কারণ।
অতি শীঘ্র কর তব গৃহেতে গমন॥
মানুষের দেহ নিযা যাইবে কোথায।
এই দেহে যমপুরে কেহ নাহি যায॥
পতিসহ গমনের ইচ্ছা যদি ধর।
নশ্বর এ দেহ তুমি আগে ত্যাগ কর॥
ভোগকাল পরিপূর্ণ তোমার পতির।
তার লাগি মিথ্যা কেন হ'তেছ অধীর॥
আপনার কর্ম্মফল পাইবে এখন।
তাই তারে ল'যে যাই আপন ভবন॥
যেরূপ যে কর্ম্ম করে পায সেই ফল।
কর্ম্মফল ভোগ করে প্রাণীরা সকল॥
জীবগণ ইন্দ্র হয নিজ কর্ম্মফলে।
ব্রহ্মাপুত্র হয় তারা নিজ কর্ম্মবলে॥

স্বীয় কর্ম্মবলে হয় শ্রীহরির দাস।
কর্ম্মফলে পূর্ণ হয় জীব-অভিলাষ ॥
অমরত্ব সিদ্ধি আর মুক্তি-চতুষ্টয়।
কর্ম্মবলে লাভ করে জীব সমুদয় ॥
ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ কর্ম্মফলে হয়।
ম্লেচ্ছত্ব লভিবে কর্ম্মে নাহিক সংশয় ॥
শৈল বৃক্ষ পশু পক্ষী জঙ্গম স্থাবর।
কৃমি সর্প যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥
কুষ্মাণ্ড বেতাল প্রেত ডাকিনী দানব।
নিজ কর্ম্মফলে হয় যতেক মানব ॥
পুণ্যবান্ মহাপাপী নিজ কর্ম্মে হয়।
কর্ম্মফল ভোগ করে প্রাণী সমুদয় ॥
নরকেতে যায় লোক কর্ম্ম-অনুসারে।
কর্ম্মফলে যায় সবে স্বর্গের মাঝারে ॥
প্রাণিগণ নিজ নিজ কর্ম্ম-মহিমায়।
ইন্দ্রলোকে চন্দ্রলোকে সূর্য্যলোকে যায় ॥
কেহ হয় চিরজীবী কেহ অল্পপ্রাণ।
কোটি কল্প আয়ু হয় কর্ম্মের বিধান ॥
ক্ষণমাত্র আয়ু হয় কর্ম্ম-নিবন্ধন।
কর্ম্মের ফলেতে হয় গর্ভেতে মরণ ॥
মহাতত্ত্ব তব কাছে করিনু কীর্ত্তন।
বৃথা কেন তবে সতী করিছ রোদন ॥
তব পতি কর্ম্মফলে ত্যজে কলেবর।
যাও ফিরে আপনার গৃহেতে সত্বর ॥

প্রকৃতিখণ্ডে চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সাবিত্রী ও যম-সংবাদ।

নারায়ণ কহে, শুন নারদ সুজন।
কহিলা সাবিত্রী দেবী যমেরে তখন ॥
শুনিতে আগ্রহ বড় ওহে ধর্ম্মরাজ।
মানবের কর্ম্ম কিবা কহ মোরে আজ ॥
কোন্ কর্ম্ম শুভ আর অশুভ কি হয়।
কর্ম্মের কি বীজ তাহা কহ সদাশয় ॥
কর্ম্মফল দান করে সে বা কোন্ জন।
কি প্রকারে সাধু করে কর্ম্ম-উচ্ছেদন ॥
কর্ম্মের কি হেতু আর কর্ম্ম কি প্রকার।
কর্ম্মফলভোক্তা কেবা হয় অনিবার ॥
কর্ম্ম মাঝে লিপ্ত নাহি হয় কোন্ জন।
কেবা হয় দেহী আর বুদ্ধি বিদ্যা মন ॥
প্রাণবস্তু কি পদার্থ কহ মোরে আজ।
ইন্দ্রিয়াদি কি পদার্থ কহ ধর্ম্মরাজ ॥
পরমাত্মা কোন্ জন কেবা জীব হয়।
কৃপা করি মোরে আজ কহ মহাশয় ॥
যম কহে, শুন বৎসে আমার বচন।
সমস্ত বিস্তারি আমি কহিব এখন ॥
বেদের বিহিত কর্ম্ম সুমঙ্গলকর।
অন্য কর্ম্ম শুভ নহে কহি নিরন্তর ॥
একনিষ্ঠ বিষ্ণুসেবা করে কর্ম্মক্ষয়।
দূর করে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ভয় ॥
শুন শুন সাধ্বি, তুমি বচন আমার।
শাস্ত্র-অনুসারে মুক্তি দুইটি প্রকার ॥
এক মুক্তি মানবেরে প্রদানে নির্ব্বাণ।
অন্য মুক্তি করে নিত্য হরিভক্তি দান ॥
হরিভক্তিরূপ মুক্তি বৈষ্ণবেরা চায়।
নির্ব্বাণ প্রার্থনা করে সাধু-সম্প্রদায় ॥
নির্ব্বাণমুক্তির ভাগ্য যাহাদের হয়।
পুনরায় জন্মলাভ না হবে নিশ্চয় ॥
শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মের বীজ কর্ম্মফলদাতা।
কর্ম্মের স্বরূপ হন শ্রীকৃষ্ণ বিধাতা ॥
শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মের হেতু, শুন দিয়া মন।
তাঁহা হ'তে সর্ব্বকর্ম্ম হয় উৎপাদন ॥
কর্ম্মফল ভোগ করে জীব বারংবার।
নির্লিপ্ত রহেন আত্মা ভিতরে তাহার ॥
আত্মা প্রতিবিম্ব জীব জানি অনিবার।
সেই জীবে দেহী কহি ভুল নাহি তার ॥

দেহ পঞ্চভূতময় অনিত্য নশ্বর।
জীবরূপী দেহী কর্ত্তা ভোক্তা নিরন্তর॥
পরমাত্মা ভোজয়িতা কহি অনিবার।
শুন সাধ্বি, জ্ঞান হয় বিভিন্ন প্রকার॥
জ্ঞানের জননী বুদ্ধি, বায়ু হয় প্রাণ।
ঈশ্বরের অংশ মন ইন্দ্রিয় প্রধান॥
কর্ম্মের প্রেরক মন অদৃশ্য সদাই।
অনিরূপ্য জ্ঞান তাহা কোন ভুল নাই॥
নাসিকা রসনা ত্বক্ কর্ণ ও নয়ন।
পঞ্চ ইন্দ্রিয়াদি এই জানি সর্ব্বক্ষণ॥
নির্গুণ পরমব্রহ্ম হরি সনাতন।
তিনি হন কারণের সকল কারণ॥
শুন শুন সাধ্বি তুমি আমার বচন।
সমুদয় কথা আমি করিনু কীর্ত্তন॥
সাবিত্রী কহিলা, দেব শুনিলাম আমি।
কোথায় যাইব আমি ত্যজি মোর স্বামী॥
যেই জন সতী হয় স্বামীমাত্র গতি।
ব্রহ্মাবিষ্ণু কিছু নহে, সত্যমাত্র পতি॥
পতিহীন জীবনের মূল্য কিছু নাই।
এই কথা তুমি ভাল জান ত গোঁসাই॥
এ জীবনে স্বামী ছাড়া অন্য নাহি জানি।
ধর্ম্মকথা বল যদি তাহা তবে মানি॥
জ্ঞানের সাগর তুমি পণ্ডিত-প্রধান।
তাহারে ছাড়িয়া কোথা করিব প্রস্থান॥
আরো কিছু প্রশ্ন তোমা করি ধর্ম্মরাজ।
উত্তর তাহার মোরে দান কর আজ॥
তোমার অজ্ঞাত কিছু নাহিক জগতে।
এই হেতু শুধাইনু, কহ বিধিমতে॥
কোন্ কর্ম্ম দ্বারা জীব কোন্ যোনি পায়।
কৃপা করি তাহা তুমি বলহ আমায়॥
স্বর্গ নরকেতে যায় কোন্ কর্ম্মফলে।
মুক্তি পায় জীবগণ কোন্ কর্ম্মবলে॥
কেন বা মনুষ্যরূপে ধরাধামে আসে।
কেন জীব বদ্ধ হয় সংসারের পাশে॥
কোন্ কর্ম্মে হরিভক্ত হয় জীবগণ।
কোন্ কর্ম্মে মুক্তি পায় করহ বর্ণন॥
জীবজন্তু দীর্ঘজীবী কোন্ কর্ম্মে হয়।
কোন্ কর্ম্মে তাহাদের হয় আয়ুক্ষয়॥
আলো অন্ধকার তুল্য কেনই বা হয়।
কোন্ কর্ম্মে সুখী দুঃখী কহ মহাশয়॥
অঙ্গহীন অন্ধ খঞ্জ বধির কৃপণ।
ক্ষিপ্ত লুব্ধ হয় কোন্ কর্ম্মের কারণ॥
কৃপণ হইয়া জন্মে কোন্ কর্ম্মফলে।
কেন বা তস্করবৃত্তি করে অবহেলে॥
কোন্ কর্ম্মে লভে জীব মুক্তি চতুষ্টয়।
কোন্ কর্ম্মে মানবের স্বর্গবাস হয়॥
ব্রহ্মত্ব করয়ে লাভ কিসের কারণ।
কোন্ কর্ম্মফলে হয় বৈকুণ্ঠে গমন॥
পাপতাপ দূরীভূত কি কারণে হয়।
বিস্তৃত করিয়া তাহা বল মহাশয়॥
নরকের সংখ্যা কত, কি তাদের নাম।
কোন্ পাপে নরকেতে যায় অবিরাম॥
কোন্ পাপে কি ব্যাধির দেহেতে আশ্রয়।
কৃপা করি বিস্তারিয়া কহ মহাশয়॥
কি কাজ করিলে বল ব্যাধি হয় দূর।
কোন্ কারণেতে পুণ্য হইবে প্রচুর॥
বল প্রভু কৃপা করি সব বিবরণ।
শুনিতে হয়েছে বাঞ্ছা, করহ পূরণ॥
বৈবর্ত্তপুরাণ কথা অমৃত মধুর।
শ্রবণেতে যমভয় যায় বহু দূর॥

প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

যমের নিকট সাবিত্রীর বরলাভ।

সাবিত্রীর কথা সব করিয়া শ্রবণ।
বিস্ময়েতে মুগ্ধ হয় দেবতা শমন॥

অতঃপর সম্বোধিয়া সাবিত্রী-সতীরে।
কহিলেন ধর্ম্মরাজ অতি ধীরে ধীরে॥
শুন গো সাবিত্রী সতী আমার বচন।
তোমারে তো মনে হয় অতি বিচক্ষণ॥
অবলা সরলা তুমি বয়সে নবীনা।
তবু মনে হয় তুমি জ্ঞানেতে প্রবীণা॥
তোমার বচন শুনি হইনু সন্তোষ।
আমি যা বলিব তাহে নাহি ধর দোষ॥
শুন বৎসে, তব পিতা বিজন কাননে।
সাবিত্রী দেবীর ধ্যান করে একমনে॥
দেবীর বরেতে রাজা পাইলা তোমায়।
লক্ষ্মী-অংশজাতা তুমি জানি আমি তায়॥
শ্রী যেমন শ্রীপতির ক্রোড়ে শোভা পায়।
শ্রীকৃষ্ণ যেমন বক্ষে রাখে রাধিকায়॥
ভবানী যেমন শোভে ভবের বুকেতে।
মূর্ত্তি রহে ধর্ম্ম-বুকে যেমন সুখেতে॥
সাবিত্রী যেমন রাজে বক্ষেতে ব্রহ্মার।
যেমন গৌতম-বুকে স্থান অহল্যার॥
সেইরূপ তব কাছে কহি বারংবার।
সত্যবানে পতিব্রতা হবে অনিবার॥
আমার বচন জেনো মিথ্যা নাহি হবে।
কি বর কামনা কর, বল তুমি এবে॥
সুপ্রিয়া হইবে তুমি সৌভাগ্যশালিনী।
আর কি প্রার্থনা কহ মধুরভাষিণী॥
শুনিয়া যমের বাক্য সাবিত্রী তখন।
কহিলা প্রার্থনা মম করহ পূরণ॥
সাহস পাইনু দেব কথায় তোমার।
মনের বাসনা তাই বলি যে এবার॥
এই বর কৃপা করি করহ প্রদান।
মম গর্ভে শত পুত্র পাবে সত্যবান্॥
শত পুত্র লাভ হোক আমার পিতার।
শ্বশুর নয়ন লাভ করুক আবার॥
রাজ্যভ্রষ্ট শ্বশুরের রাজ্য লাভ হোক।
এই বর দাও প্রভু ঘুচে যাক শোক॥

লক্ষ বর্ষ পরে আমি সত্যবান্ সহ।
গোলোক মাঝারে যেন থাকি অহরহঃ॥
ভক্তি মোর রহে যেন হরির উপরে।
পাপ না প্রবেশ করে আমার অন্তরে॥
যম কহে, শুন সাধ্বি, বচন আমার।
পরিপূর্ণ অভিলাষ হইবে তোমার॥
শত পুত্র লাভ তব হইবে নিশ্চয়।
আমার কথায় তুমি করহ প্রত্যয়॥
তব ইচ্ছামত জেনো তোমার জনক।
লভিবেন শত পুত্র নরক নাশক॥
বনবাসী হৃতরাজ্য শ্বশুর তোমার।
অবশ্য পাইবে ফিরে রাজত্ব তাঁহার॥
অন্ধত্ব ঘুচিবে তাঁর, না রবে দুর্গতি।
তোমার কল্যাণে ঘটে এই সব সতি॥
বর লভি খুশীমনে সাবিত্রী সুন্দরী।
যমেরে কহিল পুনঃ করযোড় করি॥
একটি প্রার্থনা মোর শুন ধর্ম্মরাজ।
কর্ম্মের বিপাক কথা কহ মোরে আজ॥
যম কহে পূর্ণ হোক তোমার কামনা।
এইবার করি কর্ম্ম বিপাক বর্ণনা॥
কর্ম্মফলে জীবগণ জন্ম লাভ করে।
কর্ম্মাধীন দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নরে॥
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ভোগ করে সবে।
শুভ কর্ম্মফলে জীব স্বর্গে যায় তবে॥
অশুভ কর্ম্মের ফলে নরকেতে যায়।
ভোগান্তে কর্ম্মের ফলে সবে মুক্তি পায়॥
কর্ম্মফলে নানা জন্ম লভে জীবগণ।
কর্ম্মই করয়ে সদা অসাধ্য সাধন॥
বিপ্রজন্ম লভে নর সুকর্ম্মের ফলে।
মানবের মাঝে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র ইহা বলে॥
সেই বিপ্রজন যদি হরিভক্ত হয়।
ইহার অধিক কাম্য জীবনে কি হয়॥
হরিভক্তিপরায়ণ স্বর্গলাভ করে।
অন্যথায় নরকেতে যাইবে অচিরে॥

দুই প্রকারের মুক্তি সবার প্রধান।
শ্রীকৃষ্ণের সেবা আর পরম নির্ব্বাণ ॥
কুকর্ম্মের ফলে জীব দুঃখ কষ্ট পায়।
শুভ কর্ম্মে সুখ পায় কহিনু তোমায় ॥
কর্ম্মবলে জীবগণ সুখী দুঃখী হয়।
কহিলাম তব কাছে আমি সমুদয় ॥
জানিও মানবজন্ম একান্ত দুর্লভ।
তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা সব ॥
ব্রাহ্মণের মাঝে শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্ত জন।
বৈষ্ণব দ্বিবিধ হয় শাস্ত্রের বচন ॥
সকাম নিষ্কাম এই দ্বিবিধ বৈষ্ণব।
উভয়ের মাঝে শ্রেষ্ঠ নিষ্কাম মানব ॥
সকাম বৈষ্ণব যত ভোগে কর্ম্মফল।
নিষ্কাম ভক্তেরা মুক্ত হয় অবিরল ॥
নিষ্কাম বৈষ্ণবগণ গোলোকেতে যায়।
দেহ-অন্তে অনায়াসে বিষ্ণুপদ পায় ॥
সংসারবর্দ্ধন আর না হইবে তার।
জানিবে নিশ্চিত ইহা শাস্ত্রের বিচার ॥
দ্বিভুজ কৃষ্ণের যাঁরা সদা সেবা করে।
গোলোকে গমন করে দিব্যরূপ ধ'রে ॥
চতুর্ভুজ নারায়ণে সেবা করে যারা।
দিব্যরূপ ধরি যায় বৈকুণ্ঠেতে তারা ॥
সকাম বৈষ্ণব করে বৈকুণ্ঠে গমন।
পুনরায় ভারতেতে করে আগমন ॥
কালেতে নিষ্কামী হয় সে সব ব্রাহ্মণ।
শ্রীহরির ভক্ত তারা হয় সর্ব্বক্ষণ ॥
নরলোকে পুনর্জ্জন্ম না করি ধারণ।
মগ্ন রহে নিত্যানন্দে সদাসর্ব্বক্ষণ ॥
বিষ্ণুভক্তি-বিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ যাহারা।
অবৈষ্ণব নামে খ্যাত জানিবে তাহারা ॥
চিত্তশুদ্ধি যতদিন না হবে তাদের।
হরিভক্তি না জন্মিবে বচন শাস্ত্রের ॥
তীর্থবাস করে নিত্য যে সব ব্রাহ্মণ।
তপস্যা-নিরত যারা রহে অনুক্ষণ ॥
তীর্থে কিংবা গৃহে থাকি স্বধর্ম্মপালন।
অবশ্য কর্ত্তব্য বলি জানে যেই জন ॥
দেহ-অন্তে সবে তারা ব্রহ্মলোকে যায়।
ধরামাঝে জন্মলাভ করে পুনরায় ॥
স্বধর্ম্মনিরত যারা সত্যলোকে যায়।
ভারতের মাঝে জন্ম লভে পুনরায় ॥
সূর্য্য-উপাসনা করে যে সব ব্রাহ্মণ।
সূর্য্যলোকে সেইজন করিবে গমন ॥
স্বধর্ম্মরহিত যারা ভ্রষ্টাচারী হয়।
নরকমাঝারে তার পতন নিশ্চয় ॥
শিব-শক্তি গণেশেরে পূজে যে ব্রাহ্মণ।
শিবলোকে অবশ্যই যায় সেইজন ॥
দেব-উপাসক যারা ইন্দ্রলোকে যায়।
শাস্ত্রের বচন ইহা কহিনু তোমায় ॥
উপযুক্ত পাত্রে যেই করে কন্যাদান।
চন্দ্রলোকে সেইজন করিবে প্রস্থান ॥
অলঙ্কৃতা কন্যা দানে হয় বহু ফল।
চন্দ্রলোকে বাস সবে করে অবিরল ॥
গব্য ও রজত বস্ত্র শস্যভূমি ফল।
যাহারা ব্রাহ্মণে দান করে অবিরল ॥
বিষ্ণুলোকে সবে তারা করিবে গমন।
শুন শুন সাধ্বি ইহা শাস্ত্রের বচন ॥
সুবর্ণ ও তাম্র আদি যেই করে দান।
সূর্য্যলোকে সবে তারা করিবে প্রস্থান ॥
সহস্র বৎসর কাল তথায় থাকিয়া।
পুনরায় আসিবেক মরতে ফিরিয়া ॥
ব্রাহ্মণেরে ধন ধান্য যেই দান করে।
সেইজন বিষ্ণুলোকে যাইবে সত্বরে ॥
ব্রাহ্মণেরে যেইজন গৃহ করে দান।
বসুলোকে সেইজন করিবে প্রস্থান ॥
দেবোদ্দেশে যেইজন গৃহ করে দান।
দেবলোকে সেইজন করে অবস্থান ॥
ভারতে তড়াগ দান করে যেইজন।
জনলোকে সেইজন করিবে গমন ॥

যেইজন তড়াগের করে পঙ্কোদ্ধার।
ভাগ্যবান্ সেইজন বহু পুণ্য তার॥
অশ্বত্থের বৃক্ষ যেই করিবে রোপণ।
তপোলোকবাসী হয় সেই সর্ব্বক্ষণ॥
কুসুমকানন দান করে যেইজন।
ধ্রুবলোকে ঠাঁই পেয়ে তিনি ধন্য হন॥
দেবতা মন্দির গড়ি করিলে প্রদান।
অন্তিমে তাহার হয় বৈকুণ্ঠেতে স্থান॥
জীবের সুখের লাগি পথঘাট যত।
সযতনে পরিষ্কার করে যে নিয়ত॥
গমন করিবে সেই নিত্য ইন্দ্রধাম।
পূরিবে নিশ্চয় তার সর্ব্বমনস্কাম॥
দুঃখী ও দরিদ্রে দান করে যেই জন।
মহাপুণ্য লাভ হয় শাস্ত্রের বচন॥
জন্মাবধি যেইজন দান নাহি করে।
কভু নাহি পায় কিছু জন্মিযা সংসারে॥
দ্বিজগৃহে জন্মি যেই ধর্ম্ম না আচরে।
কর্ম্মভোগ ভুগিবে সে জন্মজন্মান্তরে॥
স্বধর্ম্মনিরত বিপ্র কর্ম্মভোগ-শেষে।
ব্রাহ্মণের যোনি প্রাপ্ত হয় অবশেষে॥
অভুক্ত কর্ম্মের ক্ষয় কভু নাহি হয়।
সবিস্তারে ক'হিলাম আমি সমুদয়॥
আর কি বলিব আমি সাবিত্রীসুন্দরী।
আপন ভবনে তুমি যাও ত্বরা করি॥

প্রকৃতিখণ্ডে ষড্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

যমের নিকট সাবিত্রীর শুভকর্ম্মবিপাক শ্রবণ।

সাবিত্রী কহেন, দেব, বলুন আমায।
কোন্ কোন্ কর্ম্মে জীব স্বর্গধামে যায॥
যম কহে, শুন, সাধ্বি, আমার বচন।
ব্রাহ্মণেরে অন্নদান করে যেইজন॥
ইন্দ্রলোকে অবশ্যই সেই জন যায।
শাস্ত্রের বচন ইহা জানাই তোমায়॥
দেবতা ও ব্রাহ্মণেরে যে দেয় আসন।
বহ্নিলোকে সুখভোগ করে সেইজন॥
দুগ্ধবতী ধেনু বিপ্রে যেই করে দান।
বৈকুণ্ঠেতে সেইজন করে অবস্থান॥
পুণ্য দিবসেতে যদি উহা দান হয়।
চতুর্গুণ পুণ্য তার হইবে নিশ্চয়॥
তীর্থে ও বিষ্ণুর ক্ষেত্রে দান করে যদি।
বহুগুণ পুণ্য তার হবে নিরবধি॥
শালগ্রাম দান করে বিপ্রে যেইজন।
বৈকুণ্ঠধামেতে সেই করিবে গমন॥
চন্দ্র সূর্য্য যতদিন রবে বিদ্যমান।
বৈকুণ্ঠধামেতে সেই করে অবস্থান॥
ব্রাহ্মণেরে ছত্র দান করে যেই জন।
বরুণলোকেতে সেই করিবে গমন॥
বিপ্রেরে পাদুকা যেবা করিবে প্রদান।
বায়ুলোকে মনসুখে করে অবস্থান॥
মনোহর শয্যা দান করিলে ব্রাহ্মণে।
চন্দ্রলোকে সেই জন যায় হৃষ্ট মনে॥
ব্রাহ্মণেরে দীপ দান করে যেইজন।
দেহ-অন্তে ব্রহ্মলোকে করে সে গমন॥
ব্রাহ্মণেরে যেই জন গজ করে দান।
ইন্দ্র-অর্দ্ধাসন-ভাগী হয় পুণ্যবান্॥
অশ্বদান করে যদি ব্রাহ্মণেরে কেহ।
বরুণলোকেতে যাবে নাহিক সন্দেহ॥
শিবিকা করিলে দান বিষ্ণুলোকে রয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা মিথ্যা নাহি হয়॥
খাদ্য শস্য দান করে ব্রাহ্মণেরে যেই।
বিষ্ণুলোকে মহাসুখে বাস করে সেই॥
যেই নর নিরন্তর জপে হরিনাম।
চিরজীবী হ'য়ে সেই রহে অবিরাম॥
শুদ্ধচিতে দোলোৎসব যে করে পালন।
জীবন্মুক্ত হ'য়ে যায় বিষ্ণুর ভবন॥

যেই করে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত।
বৈকুণ্ঠেতে সেইজন রহিবে সতত॥
শতজন্মকৃত পাপ দূর হয় তার।
কৃষ্ণভক্তি লাভ সেই করে অনিবার॥
শিবরাত্রি ব্রত আদি করে যেইজন।
দেহ-অন্তে শিবলোকে করে সে গমন॥
শিবরাত্রি-যোগে কভু যদি কোন জন।
শিবোদ্দেশে বিল্বপত্র করে সমর্পণ॥
বিল্বপত্রপরিমিত যুগ সেইজন।
শিবলোকে বাস করে অতি ফুল্লমন॥
শ্রীরামনবমীব্রত যে করে পালন।
বিষ্ণুলোকে সেইজন করিবে গমন॥
সপ্তমন্বন্তর কাল রহিবে সেথায়।
রামভক্তি লাভ করে দুঃখ দূরে যায়॥
শারদীয়া মহাপূজা করে যেই জন।
দেহ-অন্তে শিবলোকে করিবে গমন॥
পুত্র-পৌত্র বৃদ্ধি পায় লক্ষ্মী হয় লাভ।
রাজরাজেশ্বর হয়, না রহে অভাব॥
শুদ্ধচিত্তে করে যেই একাদশী ব্রত।
বৈকুণ্ঠেতে বাস সেই করিবে সতত॥
মাঘমাসে যেইজন শুক্লাপঞ্চমীতে।
সরস্বতী-পূজা করে ভক্তিযুত চিতে॥
কবি ও পণ্ডিত হয় সেই পুণ্যবান্।
বৈকুণ্ঠেতে সেইজন করে অবস্থান॥
শালগ্রাম শিলা পূজা করে যেইজন।
বৈকুণ্ঠেতে সেইজন করিবে গমন॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ যদি করে কোন জন।
সেইজন লাভ করে ইন্দ্র-অর্দ্ধাসন॥
রাজসূয় যজ্ঞ যেই করে অনুষ্ঠান।
চতুর্গুণ ফল লভে সেই পুণ্যবান্॥
অশ্বমেধ অর্দ্ধ ফল নরমেধে হয়।
গোমেধেতে অর্দ্ধফল জানিও নিশ্চয়॥
গোমেধের অর্দ্ধফল পূর্ত্ত যজ্ঞে হয়।
পূর্ত্ত যজ্ঞে লাভ হয় উত্তম তনয়॥
বিষ্ণুযজ্ঞ সমুদয় যজ্ঞের প্রধান।
পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই যজ্ঞ করে অনুষ্ঠান॥
দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুসনাতন।
বৈষ্ণবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেব পঞ্চানন॥
শাস্ত্রমধ্যে বেদ শ্রেষ্ঠ শুন দিয়া মন।
আশ্রমীর মাঝে শ্রেষ্ঠ যতেক ব্রাহ্মণ॥
তীর্থ-মাঝে গঙ্গা হয় সবার প্রধান।
নক্ষত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চন্দ্র জ্যোতিষ্মান্॥
তুলসী প্রধান হয় পুষ্পের মাঝারে।
ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ মন কহি বারে বারে॥
গরুড় প্রধান হয় পক্ষী মাঝে অতি।
প্রজেশ্বর মাঝে হয় শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি॥
বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ হয় বনের মাঝার।
বর্ষেতে ভারত শ্রেষ্ঠ সংশয় কি তার॥
সেইরূপ বিষ্ণুযজ্ঞ যজ্ঞের প্রধান।
বিষ্ণুযজ্ঞ করে যেই মহা পুণ্যবান্॥
কৃষ্ণের চরণসেবা সকলের সার।
মুক্তিলাভ হয় তাহে কহি অনিবার॥
শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান আর নামের কীর্ত্তন।
স্তোত্র পাঠ জপ আর স্মরণ বন্দন॥
পাদোদক পান আর নৈবেদ্য আহার।
ইহা হৈতে শ্রেষ্ঠ বস্তু কিবা আছে আর॥
অতএব কর নিত্য কৃষ্ণের ভজন।
তিনিই পরমব্রহ্ম তিনি সনাতন॥

প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

অশুভ কর্ম্মের ফল বর্ণন ও নরককুণ্ডের লক্ষ্যান।

এত বলি অনন্তর সাবিত্রীরে যম।
বিষ্ণু-মন্ত্র দান করে অতি মনোরম॥
অতঃপর কহিলেন—কবহ শ্রবণ।
শুভ-কর্ম্ম ফল যত কবিনু বর্ণন॥

অশুভ কর্ম্মের ফল শুন এইবার।
তব ঠাঁই কহি আমি করিয়া বিস্তার ॥
শুভ কর্ম্মে স্বর্গলোকে যায় জীবগণ।
অশুভ কর্ম্মের ফলে নরকে পতন ॥
নরকের কুণ্ড আছে নানা নাম তার।
অতীব কুৎসিত তাহা অতি কদাকার ॥
বিস্তৃত গভীর আর অতি ভয়ঙ্কর।
পাপিগণে ক্লেশদান করে নিরন্তর ॥
বহ্নিকুণ্ড তপ্তকুণ্ড বিষ্ঠা মূত্র ক্ষার।
শ্লেষ্মাকুণ্ড বিষকুণ্ড অতি কদাকার ॥
দূষিকা রুধির শুক্র অশ্রু গাত্রমল।
কর্ণমল মজ্জা মাংস অস্থি ও গরল ॥
নখকুণ্ড লোমকুণ্ড মহাক্লেশকর।
তাম্রকুণ্ড লৌহকুণ্ড অতি ভয়ঙ্কর ॥
ঘর্ম্ম সুরা তৈলকুণ্ড ভীষণদর্শন।
দন্তকুণ্ড কৃমিকুণ্ড অতীব ভীষণ ॥
পূঁজকুণ্ড সর্পকুণ্ড দংশকুণ্ড আর।
শরকুণ্ড শূলকুণ্ড ভীষণ-আকার ॥
খড়গকুণ্ড গোলকুণ্ড অতি ভয়ঙ্কর।
কাককুণ্ড বজ্রকুণ্ড মহাক্লেশকর ॥
তপ্ত পাষাণের কুণ্ড লালাকুণ্ড আর।
মসীকুণ্ড চূর্ণকুণ্ড অতি কদাকার ॥
চক্রকুণ্ড বক্রকুণ্ড অসি ক্ষুরধার।
সূচীমুখ গোধামুখ ভীষণ আকার ॥
কুম্ভীপাক কালসূত্র আর প্রকম্পন।
উল্কামুখ অন্ধকূপ ভীষণদর্শন ॥
জালবন্ধ দেহচূর্ণ দলন শোষণ।
সর্পমুখ জ্বালামুখ ধূমান্ধ বেধন ॥
এই সব স্থানে পাপী যায় নিরন্তর।
কুণ্ড রক্ষা করিতেছে আমার কিঙ্কর ॥
হরিসেবাপরায়ণ ব্রহ্মচারী যারা।
এই সব নরকেতে নাহি যায় তারা ॥
যোগী সিদ্ধব্রতী আর তপস্বী যে জন।
নরকেতে কোন কালে না করে গমন ॥

কটুবাক্য কহে যারা হয় ক্রূর খল।
বহ্নিকুণ্ডে যায় সেই মানব সকল ॥
গাত্রলোম-পরিমিত কাল সেথা রহে।
অগ্নিদগ্ধ হ'য়ে সবে অতি দুঃখ সহে ॥
পশুজন্ম তিনবার হইবে তাহার।
রৌদ্র-মাঝে দগ্ধ হবে পাপে আপনার ॥
ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ কভু আসে যদি ঘরে।
যেই জন তারে নাহি সমাদর করে ॥
তপ্তকুণ্ডে সেই জন করিবে গমন।
পক্ষিজন্ম প্রাপ্ত হবে সেই অভাজন ॥
অমাবস্যা শ্রাদ্ধদিনে কিংবা রবিবার।
যে মূঢ় মানবগণ বস্ত্রে দেয় ক্ষার ॥
ক্ষারকুণ্ডে সবে তারা অবস্থান করে।
সাতবার জন্মে তারা রজকের ঘরে ॥
রজকীগর্ভেতে তারা লভিয়া জনম।
বার বার আসে যায় এ-মর ভুবন ॥
একবার করি দান যেই ফিরে লয়।
অপরের দান প্রতি লুব্ধ যেই হয় ॥
ব্রাহ্মণের বৃত্তি যেই করিবে হরণ।
বিষ্ঠাকুণ্ডে বিষ্ঠাভোগী হইবে সে জন ॥
সেই নরাধম পুনঃ অবনী-মাঝার।
বিষ্ঠামাঝে কৃমিরূপে জন্মিবে আবার ॥
পরের তড়াগ স্থানে যদি কোন জন।
আপন তড়াগ সেথা করায় খনন ॥
সর্ব্ব পুণ্য দূরে যায় মহাপাপ হয়।
মূত্রকুণ্ডে দীর্ঘকাল সেই জন রয় ॥
অগণিত কাল মূত্র করিয়া ভোজন।
ভারতে গোধিকা-রূপ করিবে ধারণ ॥
এইরূপে শতবার লভিয়া জনম।
কষ্ট কত পায় সেই পাপাত্মা দুর্জ্জন ॥
একাকী মিষ্টান্ন যেই করিবে ভোজন।
থাকিয়া প্রবাসে অন্যে করিয়া বঞ্চন ॥
সহস্র বৎসর কাল নরকেতে পড়ি।
শ্লেষ্মাকুণ্ডে শ্লেষ্মা খায় সেই পাপাচারী ॥

ধরায় জনমি পরে প্রেতরূপ ধরে।
শত বর্ষ শ্লেষ্মা মূত্র ভোজন সে করে॥
যেমন যে পাপ করে তেমনি বিচার।
কোন কালে নাহি হয় অন্যথা ইহার॥
পিতা মাতা গুরু যেই না করে পালন।
গরকুণ্ডে গিয়া বিষ করে সে ভোজন॥
অনন্তর ভূতযোনি প্রাপ্তি হয় তার।
শতবর্ষ ধরে সেই ভূতের আকার॥
অতিথিরে হেরি যেই ফিরায় নয়ন।
পিতৃগণ জল তার না করে গ্রহণ॥
ব্রহ্মহত্যা পাপে পাপী সেই জন হয়।
দূষিকা কুণ্ডেতে সেই শত বর্ষ রয়॥
সপ্তজন্ম জন্মে সেই দরিদ্রের ঘরে।
দরিদ্র হইয়া অতি দুঃখ ভোগ করে॥
এই পাপ কোন ক্রমে না হয় খণ্ডন।
জানিবে ইহাই হয় শাস্ত্রের বচন॥
ব্রাহ্মণেরে দান করে যদি কোন জন।
সেই দ্রব্য অন্য জনে যে করে অর্পণ॥
বসাকুণ্ডে সেই জন শত বর্ষ রয়।
দুর্দ্দশা তাহার কভু ঘুচিবার নয়॥
অতঃপর মর্ত্ত্যে যবে হইবে উদয়।
সপ্তবার কৃকলাস-রূপে জন্ম হয়॥
অনন্তর জন্ম হয় দরিদ্রের ঘরে।
অল্পায়ু হইযা অতি দুঃখ ভোগ করে॥
দত্তাপহারীর পাপ কখন না যায়।
জন্ম-জন্ম সেইজন কত কষ্ট পায়॥
পরনারী প্রতি লোভ করে যেই জন।
শুক্রকুণ্ডে সেই জন করিবে গমন॥
নারীর উপরে যেই করে বলাৎকার।
সেইজন মহাপাপী জগৎ-মাঝার॥
অশেষ পাপের ফল সেজন ভুগিবে।
নরক হইতে কভু মুক্তি নাহি পাবে॥
যে জন আঘাত করে গুরু ও ব্রাহ্মণে।
অসৃক্ কুণ্ডেতে সত্য যায সেই জনে॥
শত বর্ষ করিবে সে রুধির ভোজন।
সপ্তজন্ম ধরি ব্যাধ হইবে সে জন॥
ব্যাধ হ'যে রক্তমাংস করিবে আহার।
কত যে করিবে পাপ সীমা নাহি তার॥
পাপের উচিত ফল করিবে ভুঞ্জন।
ইহার অন্যথা নাহি শাস্ত্রের বচন॥
হরিভক্তে যেই জন করে উপহাস।
অশ্রুকুণ্ডে শত বর্ষ হয় তার বাস॥
অশ্রুজল খায় সেই শত বর্ষ ধ'রে।
তিনবার জন্ম লয চণ্ডালের ঘরে॥
মহাদুঃখী হ'যে তার কাটিবে জীবন।
দুঃখের কদাপি নাহি হইবে খণ্ডন॥
আপন জনেরে হিংসা করে যেই জন।
আত্মীয় দেখিয়া যেই ফিরায় বদন॥
কলুষিত চিত্ত যার অপবিত্র খল।
গাত্রমল-কুণ্ডে বাস করে অবিরল॥
অযুত বৎসর তথা থাকি দুরাচার।
পাইবে অশেষ কষ্ট, মুক্তি নাহি তার॥
গর্দ্দভ যোনিতে জন্ম করে সে গ্রহণ।
ত্রিজন্ম শৃগাল পরে হইবে সে জন॥
বধির দেখিয়া যেই করে উপহাস।
কর্ণবিট্‌কুণ্ডে গিয়া করে সেই বাস॥
তথায থাকিতে হয় সহস্র বছর।
নরকযাতনা ভোগ করে নিরন্তর॥
শতবর্ষ কর্ণমল করিযা ভোজন।
বধির হইয়া পরে জন্মে সেই জন॥
সাতবার এইরূপে জন্মমৃত্যু হয।
শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিবে নিশ্চয॥
লোভবশে যেই জন প্রাণী হত্যা করে।
মজ্জাকুণ্ডে রহে সেই লক্ষ বর্ষ ধ'রে॥
লক্ষ বর্ষ ধরি মজ্জা খায সেই জন।
শশকের জন্ম সেই করযে ধারণ॥
এইরূপে সপ্তজন্ম পার করি পবে।
সপ্তবার জন্ম ধরে মৎসীর উদরে॥

অতঃপর হয় তার পাপের খণ্ডন।
কর্ম্ম অনুসারে জন্ম শাস্ত্রের বচন॥
যেই জন স্বীয় কন্যা করিয়া পালন।
বিক্রয় করয়ে পরে অর্থের কারণ॥
মাংসকুণ্ডে অবশ্যই যায় সেই জন।
কত না যাতনা পায়, কে করে বর্ণন॥
কন্যার বিক্রেতা হয় অতি পাপাচারী।
মহাপাপী জন সেই শুন সতী নারী॥
তাহার দেহেতে আছে যত রোমচয়।
ততকাল নরকেতে বাস সুনিশ্চয়॥
আমার কিঙ্কর করে দণ্ডের প্রহার।
ক্ষুধার সময় পান করে রক্তধার॥
সপ্তজন্ম কৃমিরূপে জন্মিবে সে জন।
সপ্তজন ব্যাধ হবে শাস্ত্রের বচন॥
বরাহরূপেতে জন্ম ধরে তিনবার।
সপ্তজন্ম ধরে শেষে কুক্কুর-আকার॥
সপ্তজন্ম ভেক হ'য়ে সেই জন রয়।
কাকযোনি প্রাপ্ত শেষে হইবে নিশ্চয়॥
ব্রত-উপবাস আর শ্রাদ্ধের ভিতরে।
কোন মূঢ় জন যদি ক্ষৌর কর্ম্ম করে॥
অপবিত্র হয় সেই অতি অভাজন।
নখাদি-কুণ্ডেতে সেই করিবে গমন॥
বহুবর্ষ ধরি করে নখাদি-ভোজন।
দণ্ডাঘাত করে তারে মোর ভৃত্যগণ॥
কেশযুক্ত শিবলিঙ্গ পূজে যেই জন।
শিবকোপে কেশকুণ্ডে করে সে গমন॥
যবন হইয়া শেষে শত বর্ষ পরে।
আপনার কুলে পুনঃ জন্মলাভ করে॥
গয়াক্ষেত্র পুণ্যধাম জগতে বিদিত।
পিতৃগণ-পিণ্ডদানে হয় পুণ্যব্রত॥
শত জনমের পাপ তাহে নাশ হয়।
পিণ্ড নাহি দিলে পাপ হয় সুনিশ্চয়॥
বিষ্ণুপদে যেবা নাহি করে পিণ্ডদান।
অস্থিকুণ্ডে সেই জন করে অবস্থান॥
খঞ্জরূপে জন্ম লয় দরিদ্রের ঘরে।
সপ্তজন্ম সেই বহু দুঃখ ভোগ করে॥
মত্ত হ'যে কামবশে যেই দুরাচার।
গর্ভবতী পত্নী সহ করয়ে বিহার॥
তাম্রকুণ্ড নরকেতে হইবে পতন।
অশেষ যাতনা সেথা পাবে অনুক্ষণ॥
ঋতুমতী নারী হস্তে করিলে ভোজন।
প্রতপ্ত লৌহের কুণ্ডে যায় সেই জন॥
অবশেষে ধরে জন্ম রজকী উদরে।
সাতবার জন্ম লয় রজকের ঘরে॥
স্বেদহস্তে দেবদ্রব্য স্পর্শ করে যেই।
শতবর্ষ ঘর্ম্মকুণ্ডে বাস করে সেই॥
শূদ্রান্ন ভোজন করে যে সব ব্রাহ্মণ।
প্রতপ্ত সুরার কুণ্ডে করিবে গমন॥
স্বামীরে যে নারী সদা কটুবাক্য কয়।
কণ্টকের কুণ্ডে সেই যাইবে নিশ্চয়॥
অনিবেদ্য খাদ্য খায় যে সব ব্রাহ্মণ।
কৃমির কুণ্ডেতে তারা করিবে গমন॥
মহাদুঃখ পায় সেই হাজার বছর।
শেষে ধরাতলে যায় হইয়া শূকর॥
শূদ্রশব দাহ করে যেই বিপ্রগণ।
পূঁজকুণ্ডে অবশ্যই করিবে গমন॥
ভোজন করিবে পূঁজ অনেক বৎসর।
তাড়না করিবে নিত্য আমার কিঙ্কর॥
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু হত্যা করে যেইজন।
দংশ-মশকের কুণ্ডে করে সে গমন॥
দিবানিশি সেই জন রহে অনাহারে।
আমার কিঙ্কর দেয় যাতনা তাহারে॥
মধুলোভে মক্ষিকারে হত্যা করে যেই।
গরল-কুণ্ডেতে গিয়া বাস করে সেই॥
তথায় গরল মাত্র করিয়া আহার।
যাতনা পাইয়া সদা করে হাহাকার॥
দণ্ডাঘাত ব্রাহ্মণেরে করে যেইজন।
বজ্রদংষ্ট্রা নরকেতে তাহার গমন॥

মম দূতগণ সদা বজ্রাঘাত করে।
তাহার যাতনা দেখি হৃদয় বিদরে॥
প্রজা প্রতি যেই রাজা করে অত্যাচার।
জানিও বৃশ্চিক-কুণ্ডে বাস হয় তার॥
বৃশ্চিকদংশন জ্বালা সহে নিরন্তর।
তথায় থাকিবে সে সহস্র বৎসর॥
হরিভক্তিশূন্য হয় যে সব ব্রাহ্মণ।
শরাদি কুণ্ডের মাঝে করিবে গমন॥
আপনার ধর্ম্মকর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন।
ক্ষত্রিয় আচার করে যে সব ব্রাহ্মণ॥
অশ্বে করে আরোহণ, অস্ত্র হাতে লয়।
বসাকুণ্ড নরকেতে নিবাস নিশ্চয়॥
কেশেতে ধরিয়া তারে মোর দূতগণ।
করে তারে অবিরত কতই পীড়ন॥
অল্প দোষে যেই রাজা ধরি প্রজাগণে।
বন্ধ করে অন্ধকার কারার ভবনে॥
গোলকুণ্ড নরকেতে করে সে গমন।
কীটগণ করে তার শরীর দংশন॥
কামের অধীন হ'য়ে যেই মূঢ় জন।
পরস্ত্রীর বক্ষস্তন করে নিরীক্ষণ॥
স্বীয় লোম-পরিমিত বর্ষ সেই জন।
কাককুণ্ড নরকেতে করিবে গমন॥
কাকের দংশনে তার লোচন যাইবে।
পাপদৃষ্টি প্রতিফল অবশ্য পাইবে॥
লোভবশে যেই করে কাঞ্চন-হরণ।
সঞ্চান-কুণ্ডেতে সেই করিবে গমন॥
তাড়না করিবে তারে যমদূতগণ।
সঞ্চানগণের বিষ্ঠা করাবে ভোজন॥
অন্ধরূপে তিন জন্ম রহি নিরন্তর।
স্বর্ণকার রূপে সেই জন্মে অতঃপর॥
তাম্র কিংবা লৌহ কেহ করিলে হরণ।
বাজকুণ্ড মাঝে সেই করিবে গমন॥
ভোজন করিবে বাজবিষ্ঠা অনিবার।
যমদূতগণ সদা করিবে প্রহার॥
দেবমূর্ত্তি দেবদ্রব্য হরে যদি কেহ।
বজ্রকুণ্ডে যাবে সেই নাহিক সন্দেহ॥
বজ্রে তার দেহ দগ্ধ হয় নিরন্তর।
তাড়না করয়ে সদা আমার কিঙ্কর॥
ব্রাহ্মণের গব্য বস্ত্র যে করে হরণ।
তপ্ত পাষাণের কুণ্ডে করে সে গমন॥
পাষাণ কুণ্ডেতে গিয়া সেই দুরাচার।
ব্যাধিগ্রস্ত হ'যে জন্ম লয় পুনর্ব্বার॥
যেই জন চুরি করে কাংস্য ও পিত্তল।
তীক্ষ্ণ পাষাণের কুণ্ডে রহে অবিরল॥
যত সংখ্যা রোম তার তত বর্ষ ধরি।
সেই দুরাচার রহে শিলাকুণ্ডে পড়ি॥
সতত যাতনা দেয় যমদলবলে।
অন্ধ হৈয়া অবশেষে জন্মে ধরাতলে॥
অসতীর অন্নভোজী হয় যেই জন।
লালাকুণ্ড মাঝে সেই করিবে গমন॥
ব্রাহ্মণ হইযা যেই ম্লেচ্ছ-সেবা করে।
কিংবা হয় মসীজীবী জীবিকার তরে॥
তপ্ত মসীকুণ্ডে সেই অবস্থান করে।
অত্যাচার করে যত আমার কিঙ্করে॥
যমদূত কত তারে করযে প্রহার।
কত যে সুদীর্ঘকাল নাহি লেখা তার॥
পশুরূপ লৈয়া পরে তিন জন্ম ধরি।
পৃথিবী ভিতরে আসে সেই পাপাচারী॥
তারপর কৃষ্ণসর্প রূপেতে জন্মিয়া।
নিবিড় কাননে থাকে আশ্রয় লইযা॥
অবশেষে তাল বৃক্ষ হয তিনবার।
তবে হয় পাপক্ষয় শাস্ত্রের বিচার॥
ধান্য আদি শস্য আর তাম্বুল আসন।
হরণ করিলে পরে কোন মূঢ় জন॥
চূর্ণকুণ্ড নরকেতে যাইবে ত্বরায।
মহাক্লেশে বহু বর্ষ রহিবে সেথায॥
ব্রাহ্মণের দ্রব্য-ভোগ করে যেই জন।
চক্রকুণ্ডে অবশ্যই হইবে পতন॥

বান্ধবের প্রতি যেই কুটিলতা করে।
বক্রকুণ্ডে সেইজন যাইবে সত্বরে ॥
বক্র-অঙ্গ হয় সেই সপ্তজন্ম ধ'রে।
ভার্য্যাহীন হ'য়ে রয় দরিদ্রের ঘরে ॥
হবিব শয়নকালে যে সব ব্রাহ্মণ।
লোভবশে কূর্ম্মমাংস করিবে ভোজন ॥
শতবর্ষ কূর্ম্মকুণ্ডে বাস সেই করে।
জন্ম লয় অবশেষে কূর্ম্মের উদরে ॥
ত্রিজন্ম বিড়াল হয় ত্রিজন্ম শূকর।
ত্রিজন্ম ময়ূর হ'যে জন্মে অতঃপর ॥
পাপের উচিত ফল হইবে ভুগিতে।
নিস্তার নাহিক তার এই পৃথিবীতে ॥
দেবতা বিপ্রের ঘৃত করিলে হরণ।
জ্বালাকুণ্ড মাঝে তার হইবে পতন ॥
তৈলপা'য়ী হয় সেই সপ্তজন্ম ধ'রে।
অবশেষে জন্ম লয় মূষিক-উদরে ॥
এইভাবে হয় তার পাপের খণ্ডন।
উচিত কর্ম্মের ফল ভোগে সেইজন ॥
দেবের সুগন্ধি দ্রব্য যে করে হরণ।
দুর্গন্ধ কুণ্ডেতে সেই করিবে গমন ॥
নরক ভিতরে পড়ি বিষম যন্ত্রণা।
অবশ্য ভুগিতে হয় জানিবে ললনা ॥
হিংসাবশে ছলে বলে যদি কোন জন।
অন্যের পৈতৃক ভূমি করয়ে হরণ ॥
তপ্তকূর্ম্মী নরকেতে সেই জন যায়।
তপ্ত তৈলে দগ্ধ হ'যে বহু কষ্ট পায় ॥
তাহার তাপের কথা কহন না যায়।
সপ্ত মন্বন্তর কাল যাতনা সে পায় ॥
অর্থলোভে নরহত্যা করে যেই জন।
অসিপত্র নরকেতে করে সে গমন ॥
শত মন্বন্তর কাল রহয়ে সেথায়।
অনাহারে দিবারাত্র বহু কষ্ট পায় ॥
শূকর কুক্কুর শিবা হয় সেই জন।
ব্যাঘ্র ও বৃকের রূপ করে সে ধারণ ॥
গ্রাম বা নগর দগ্ধ করে যেই জন।
ক্ষুরধার নরকেতে করে সে গমন ॥
অযুত বৎসর সেই প্রেতরূপ ধরি।
যন্ত্রণা দারুণ পায় মূত্রপান করি ॥
অগ্নিমুখ প্রেতরূপে জন্ম হয় তার।
খদ্যোতরূপেতে জন্ম হয় বারংবার ॥
মানবের দেহ শেষে করিয়া ধারণ।
শূলরোগী কুষ্ঠরোগী হয় সেই জন ॥
সপ্ত জন্ম যাবে তার এইরূপ ভাবে।
তবে সে নরক হৈতে পুনঃ মুক্তি পাবে ॥
শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে সর্ব্বথা।
সাধ্য নাই কেহ পারে করিতে অন্যথা ॥
অপরের নিন্দা সদা করে যেই জন।
সূচীমুখ নরকেতে করে সে গমন ॥
সপ্তজন্ম ধরে সেই বৃশ্চিক-আকার।
সপ্তজন্ম সর্পরূপে জন্মে বারংবার ॥
বজ্রকীট-দেহ শেষে করিয়া ধারণ।
মানবের ঘরে পরে জন্মে সেই জন ॥
বিপ্রজনে নিন্দা যদি করে কোন জন।
নিশ্চয় জানিবে সেই নরক-ভাজন ॥
পরনিন্দা হৈতে ইহা পাপ গুরুতর।
কত জন্ম থাকে সেই নরক ভিতর ॥
অকারণে অভিমানে হইয়া মগন।
গৃহীদের গৃহভেদ করে যেই জন ॥
অথবা যদ্যপি কেহ যে কোন কারণ।
ধেনু ছাগ মেষ আদি করয়ে হরণ ॥
গোধামুখ নরকেতে বাস হয় তার।
মহাক্লেশ সেই জন পায় অনিবার ॥
যমদূতগণ তারে দারুণ প্রহারে।
নিরন্তর নানা ভাবে নির্য্যাতন করে ॥
দারুণ যন্ত্রণা পেয়ে হাহাকার করে।
তথাপি নাহিক মুক্তি জানিবে অন্তরে ॥
গাভী মেষ ছাগ রূপে জন্ম সেই লয়।
মানব হইয়া শেষে ভাগ্যহীন হয় ॥

পত্নীপুত্রকন্যাহীন হয় সেইজন।
অতি দুঃখে কাটে তার সারাটি জীবন ॥
তুচ্ছ দ্রব্য যেই জন করিবে হরণ।
নক্রমুখ নরকেতে করিবে গমন ॥
একযুগ সেই স্থানে মহাকষ্ট পায়।
মহারোগী হ'য়ে শেষে জন্মিবে ধরায় ॥
গাভী গজ অশ্ব যেই করিবে হনন।
গজদংশ নরকে সে করিবে গমন ॥
তিনযুগ সেই স্থানে অবস্থান ক'রে।
অনন্তর জন্ম লয় গজের উদরে ॥
অশ্ব আর গাভীরূপে জন্মে সেই জন।
অবশেষে ম্লেচ্ছরূপ করয়ে ধারণ ॥
তৃষাতুর গাভীরে যে নাহি দেয় জল।
গাভী-সেবা যেই নাহি করে অবিরল ॥
যদি কেহ রোধে পথ কিংবা জলাশয়।
পরিত্রাণ নাহি তার জানিবে নিশ্চয় ॥
গোমুখ-নরক মাঝে সেই জন যায়।
এক মন্বন্তর কাল বহু কষ্ট পায় ॥
সপ্তজন্ম সেই জন হয় গাভীহীন।
মানব হইয়া শেষে হয় অতি দীন ॥
চিরকাল রোগী হৈয়া দুঃখ সেই পাবে।
কর্ম্মভোগসমাপ্তিতে দুঃখ দূরে য'বে ॥
গাভীহত্যা ব্রহ্মহত্যা করে যেই জন।
কামে মত্ত হ'য়ে করে অগম্যা গমন ॥
সন্ধ্যা পূজা নাহি করে অদীক্ষিত রয়।
শূদ্র-সূপকার আর গ্রামযাজী হয় ॥
বৃষলীর পতি হৈয়া রতিক্রিয়া করে।
অথবা ভিক্ষুকে যেই হিংসিবে অন্তরে ॥
পত্নীহত্যা ভ্রূণহত্যা করে যেই জন।
কুম্ভীপাক নরকেতে করে সে গমন ॥
তাড়না করয়ে তারে আমার কিঙ্কর।
বারংবার ফেলে তারে বহ্নির ভিতর ॥
তপ্ত তৈলে তপ্ত জলে কণ্টক-মাঝারে।
আমার কিঙ্করগণ ফেলে বারে বারে ॥
কখন পাষাণে তারে মারিবে আছাড়।
শূলেতে চড়ায়ে কভু দিবে সাজা তার ॥
লক্ষবর্ষ এইরূপে নরকে থাকিয়া।
ঘৃণিত জীবের রূপে জন্মিবে আসিয়া ॥
গৃধ্র ও শূকররূপে জন্মি বারংবার।
কাক সর্প রূপে জন্মে পৃথিবী-মাঝার ॥
অভক্ষ্য ভক্ষণ করে ঘৃণিত জীবন।
কদাপি না যেতে পারে যেথায় সজ্জন ॥
বিষ্ঠামাঝে কৃমিরূপে জন্ম সেই লয়।
মানবের ঘরে পরে কুষ্ঠরোগী হয় ॥
কুৎসিত ব্যাধিতে সেই সদা কষ্ট পায়।
পুত্রকলত্রাদি তার নিকটে না যায় ॥
তাহার বংশের যত সন্তান সন্ততি।
যক্ষ্মারোগে ধ্বংস সব হবে শীঘ্রগতি ॥
শুনিলে সাবিত্রী সতী নরক আখ্যান।
কহিলাম সব আমি করিয়া ব্যাখ্যান ॥
পুনরায় সংক্ষেপেতে করিব বর্ণন।
মন বাক্য শুন তুমি হ'য়ে একমন ॥
অসংখ্য নরক তার সংখ্যাহীন রূপ।
অগ্নিতে বেষ্টিত কোন, কোন বিষ্ঠাস্তূপ ॥
কোথাও অসংখ্য কৃমি বিচরণ করে।
কোথাও বা যমদূত কেশে আসি ধরে ॥
জ্বলন্ত কটাহে কোথা আছে তৈলরাশি।
কোথাও গলিত শব, কত পচা বাসি ॥
কত যে বীভৎস রূপ কহিতে না পারি।
অগ্নির সমুদ্রে কোথা তরিবে সাঁতারি ॥
সুতপ্ত বালুকাকুণ্ড কোথাও বিরাজে।
মলমূত্রময় হ্রদ কোথাও বা সাজে ॥
কোনও নরকে সদা বজ্রের আঘাত।
মশক দংশন কোথা মহা উৎপাত ॥
অনুক্ষণ শিলাবৃষ্টি সদাই বরষে।
কোথাও জীবন যায় অগ্নির পরশে ॥
যমদূত লৌহ কাঁটা বিঁধায় নয়নে।
পরিত্রাহি বলি রব কাহারো বদনে ॥

নরকের সংখ্যা যত বলিতে না পারি।
যাইবে তথায় যত আছে পাপাচারী ॥
মিথ্যার মোহেতে যারা পাপাচার করে।
তারাই নরকে যায় জানিও অন্তরে ॥
হরিনামে নাই রুচি, কটু কথা বলে।
হিংসায় অন্তর ভরা, মাৎসর্য্যেতে জ্বলে ॥
নরহত্যা ব্রহ্মহত্যা গোহত্যাদি আর।
অসংখ্য পাপের কাজ করে নির্ব্বিকার ॥
লোকে প্রতারণা আর স্বজনে বঞ্চনা।
কত যে করয়ে পাপ না যায় গণনা ॥
কামার্ত্ত পুরুষ হয় রতিকর্ম্মে মতি।
বিন্দুমাত্র ভয় নাই পরনারী প্রতি ॥
গৃহদাহ করে আর করে নির্য্যাতন।
নিরন্তর করে যারা অগম্যাগমন ॥
গুরুজনে নাহি ভক্তি শাস্ত্র নাহি মানে।
চৌর্য্যেতে প্রবৃত্তি আছে ধনে কিংবা জনে ॥
দানাদি সুকর্ম্মে কভু ইচ্ছা নাহি হয়।
আর্ত্ত অতিথির প্রতি অতীব নির্দ্দয় ॥
সর্ব্বদা নিরত থাকে কুমন্ত্রণা দানে।
অভক্ষ্য ভোজন করে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে ॥
কুকর্ম্ম বা কু-আচারে অতি দৃঢ় মতি।
নিশ্চয় তাদের হয় নরকেতে গতি ॥
নানাবিধ শাস্তি তারা ভোগে নরকেতে।
পাপমুক্ত তারা নাহি হয় কোন মতে ॥
বিস্তারিয়া ইহাদের করিনু বর্ণন।
আর কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ গো এখন ॥
যমরাজ কথা শুনি পুলকিত অতি।
তাহারে সম্ভাষি বলে সাবিত্রী সুমতি ॥
সাবিত্রী কহিলা প্রভু করি নিবেদন।
ব্রহ্মহত্যা কি প্রকার করহ বর্ণন ॥
গোহত্যাপাপের কথা কহ মহাশয়।
কোন্ নারী মানবের গম্যা নাহি হয় ॥
কোন্ বিপ্র গ্রামযাজী কেবা সূপকার।
সবিস্তারে জানিবারে বাসনা আমার ॥

● গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা পাপের শাস্তি বিবরণ।

যম কহে, হে সুন্দরি, শুন দিয়া মন।
তোমারে সকল কথা করিব বর্ণন ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রতিমাতে শিবলিঙ্গ শিবে।
সূর্য্যমণি-মাঝে ভেদ যেজন করিবে ॥
গণেশ ও প্রতিমাতে ভেদজ্ঞান যার।
অবশ্যই ব্রহ্মহত্যা পাপ হয় তার ॥
গুরু আর ইষ্টদেবে যার ভেদজ্ঞান।
জননী ও জন্মদাতা না হেরে সমান ॥
বিমাতা স্বমাতা আর গুরুর নন্দন।
ইঁহাদের ভেদজ্ঞান করে যেই জন ॥
ম্লেচ্ছগণে বিপ্রতুল্য যেই করে জ্ঞান।
পাপ তার হয় ব্রহ্মহত্যার সমান ॥
বিষ্ণুমায়া প্রকৃতিরে নিন্দা করে যেই।
ব্রহ্মহত্যা পাপে পাপী হয় ধ্রুব সেই ॥
জন্মাষ্টমী শিবরাত্রি রামনবমীতে।
কর্ত্তব্য যে নাহি করে ভক্তিযুক্ত চিতে ॥
একাদশী রবিবার না করে পালন।
ব্রহ্মহত্যা-পাপে পাপী হয় সেইজন ॥
অম্বুবাচী দিনে করে মৃত্তিকা-খনন।
পিতা মাতা ভার্য্যা আদি না করে পোষণ ॥
বিবাহ না করে যেই পুত্র নাহি যার।
অবশ্যই ব্রহ্মহত্যা পাপ হয় তার ॥
হরিভক্তিহীন যারা না করে পূজন।
অনিবেদ্য খাদ্য সদা করয়ে ভোজন ॥
বিষ্ণু আর শিবলিঙ্গে পূজা নাহি করে।
ব্রহ্মহত্যা-পাপী হয় পৃথিবী-ভিতরে ॥
দণ্ডদ্বারা গাভীগণে যে করে তাড়ন।
গাভীরে উচ্ছিষ্ট দান করে যেই জন ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া চড়ে বৃষের উপরে।
বৃষলীপতির দ্বারা যাজন যে করে ॥
বৃষলীর অন্ন যেই করয়ে ভোজন।
গাভীহত্যা পাপে পাপী হয় সেই জন ॥

পদদ্বারা গো-তাড়ন করে যেই জন।
অগ্নির মাঝেতে করি চরণ-ক্ষেপণ॥
স্নান-অন্তে যে না করে পাদপ্রক্ষালন।
চরণ না ধৌত করি যে করে ভোজন॥
দিবাভাগে দুইবার করে যে আহার।
গাভীহত্যা তুল্য পাপ হইবে তাহার॥
ত্রিসন্ধ্যাবিহীন হয় যে সব ব্রাহ্মণ।
পিতৃদেবতার যারা না করে তর্পণ॥
অতিথির সেবা নাহি করে কদাচন।
গোহত্যার পাপী হয় সেই নরগণ॥
অনন্ত নরক ভোগ তাহারা করিবে।
ব্রাহ্মণ হলেও রক্ষা কভু না পাইবে॥
উপদ্রব হ'তে গাভী না করে রক্ষণ।
যেইজন গাভীগণে করয়ে পীড়ন॥
গোহত্যার সমতুল্য পাপ তার হয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয়॥
অগ্নি জল নৈবেদ্যাদি যে করে লঙ্ঘন।
গোহত্যার পাপে পাপী হয় সেইজন॥
মিথ্যাবাদী প্রতারক হয় যেইজন।
গুরুদ্বেষকারী যেই হয় অনুক্ষণ॥
বিপ্র আজ্ঞা গুরু আজ্ঞা যেই নাহি মানে।
দেবগুরুবিপ্রনিন্দা শুনে নিজ কানে॥
প্রতিবাদ নাহি করে, পুলকিত হয়।
তাহার পাপের কভু তুলনা না হয়॥
গুরু বিপ্রে যেই জন না করে প্রণাম।
গোহত্যার পাপ তার হয় অবিরাম॥
বিদ্যার্থীরে বিদ্যাদানে বিমুখ যে হয়।
গোহত্যার পাপ তার নাহিক সংশয়॥
সবিস্তারে সব কথা করিনু বর্ণন।
অগম্যা নারীর কথা কহিব এখন॥
বেদবিদ্ যত সব পণ্ডিতেরা কয়।
নিজপত্নী গম্যা শুধু অন্য পত্নী নয়॥
শুন শুন পতিব্রতে, কহি আমি আজ।
অতিশয় অগম্যা কে তাহাদের মাঝ॥
ব্রাহ্মণরমণী সদা অগম্যা শূদ্রের।
শূদ্রপত্নী গম্যা নহে কোন ব্রাহ্মণের॥
শূদ্র যদি বিপ্রভার্য্যা করয়ে গমন।
ব্রহ্মহত্যা পাপভাগী হইবে তখন॥
শূদ্রপত্নী সহ বিপ্র করিলে বিহার।
বৃষলীর পতি বলি নাম হয় তার॥
চণ্ডাল হইতে হীন হয় সেই জন।
পিতৃগণ তার পিণ্ড না করে গ্রহণ॥
সঞ্চিত যতেক পুণ্য নষ্ট হয় তার।
যায় সেই কুম্ভীপাক নরক-মাঝার॥
গুরুপত্নী রাজপত্নী পুত্রবধূ মাতা।
সোদর ভ্রাতার পত্নী ভগিনী বিমাতা॥
মাতুলানী পিতামহী মাতার ভগিনী।
মাতামহী ভ্রাতৃকন্যা শিষ্যের কামিনী॥
ভাগিনেয়পত্নী শিষ্যা পত্নী গর্ভবতী।
ভ্রাতুষ্পুত্রপত্নী সবে অগম্যা যে অতি॥
এই সব নারী সহ করিলে বিহার।
শতব্রহ্মহত্যা-পাপ হইবে তাহার॥
ভীষণ নরককুণ্ডে করিয়া গমন।
শতযুগ সেইখানে করয়ে যাপন॥
শুন মা সাবিত্রী সতী, কহি অতঃপর।
আর আর পাপীদের লক্ষণ বিস্তর॥
অপবিত্র দেহে সন্ধ্যা করে যে ব্রাহ্মণ।
অথবা যে বিপ্র করে ত্রিসন্ধ্যা বর্জ্জন॥
সেই সব ব্রাহ্মণেরে সন্ধ্যাহীন কয়।
ব্রাহ্মণ নামের যোগ্য কভু তারা নয়॥
মিথ্যা-অহঙ্কার বশে যদি কোন জন।
বিষ্ণু শিব আদি মন্ত্র না করে গ্রহণ॥
ব্রাহ্মণতনয় হ'লে তবুও তাহার।
নরকে যাইতে হবে নাহিক নিস্তার॥
শক্তি-সূর্য্য-বিষয়ক মন্ত্র নাহি লয়।
অদীক্ষিত সেইজন শাস্ত্রে ইহা কয়॥
নারায়ণ সন্নিধানে গঙ্গার মাঝারে।
কুরুক্ষেত্রে সোমতীর্থে আর হরিদ্বারে॥

ভাস্কর ক্ষেত্রেতে আর নৈমিষ কাননে।
বারাণসী ধামে আর পুণ্য বৃন্দাবনে॥
সরস্বতীনদী-তীরে গোদাবরী-তটে।
কৌশিকী নদীর তীরে ত্রিবেণী-নিকটে॥
গঙ্গাসাগরের মাঝে বদরিকাশ্রমে।
হিমালযে কেদারেতে পুরুষ-উত্তমে॥
দানের গ্রহণ করে যেজন ইচ্ছায।
তীর্থপ্রতিগ্রাহী সেই নরকেতে যায॥
তীর্থপ্রতিগ্রাহী জন অতীব নিন্দিত।
তীর্থবাসহেতু পাপ না হয় খণ্ডিত॥
তীর্থেতে গমন কিংবা স্নান আদি ব্রত।
পুণ্যকর্ম্ম রূপে সদা হয বিবেচিত॥
তথাপি জানিবে সেথা প্রতিগ্রহ কাজ।
সমর্থন নাহি করে ধার্ম্মিক-সমাজ॥
এইরূপ সব তীর্থপ্রতিগ্রাহী জন।
অবশ্য হইবে শুন নরকভাজন॥
শূদ্রের যাজনকারী হয যে ব্রাহ্মণ।
তাহার পাপের কথা না যায কথন॥
নরকে গমন তার জানিবে নিশ্চিত।
এইরূপ শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ নিন্দিত॥
তাহার সম্বন্ধে আরো শুন বিবরণ।
গ্রামযাজী নামে উক্ত হয় সেই জন॥
শূদ্র-ঘরে পাককার্য্য করে যে ব্রাহ্মণ।
শূদ্র-সূপকার বলি উক্ত সেই জন॥
দেবকার্য্যাদিতে তার নাহি অধিকার।
নরকে পতন তার হয অনিবার॥
সন্ধ্যা আর দেবপূজা যেই নাহি করে।
প্রমত্ত বলিয়া খ্যাত হয চরাচরে॥
এই সব বিপ্রগণ অতি অভাজন।
কুম্ভীপাক নরকেতে করযে গমন॥
জন্মজন্মান্তর ধরি কত দুঃখ লভে।
তাহাদের পরিত্রাণ কভু না সম্ভবে॥
একমাত্র হরিনামে সর্ব্বপাপ যায।
ইহা ছাড়া জীবকুলে নাহিক উপায॥
অতএব হরিনাম হরিগুণ গান।
মুক্তির উপায় জান আমা বিদ্যমান॥
যত পাপ নরলোকে অনুষ্ঠিত হয।
একবার হরিনামে সব হয ক্ষয॥

প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

পাপিভেদে নরকভেদ-কথন।

যম কহে সাবিত্রীরে, শুন দিয়া মন।
হরিসেবা ভিন্ন কর্ম্ম না হয খণ্ডন॥
শুভকর্ম্মবলে জীব যায স্বর্গলোকে।
অশুভ কর্ম্মের ফলে যায সে নরকে॥
যে ব্রাহ্মণ বেশ্যা-অন্ন করিবে ভোজন।
কালসূত্র নরকে সে করিবে গমন॥
কতকাল বাস সেথা করিবে ব্রাহ্মণ।
সাধ্য কিবা আছে মোর করিতে গণন॥
বেশ্যাসহ যেই বিপ্র করযে বিহার।
সেই যায অবশ্যই নরক-মাঝার॥
নরকেতে মহাদুঃখ পায নিরন্তর।
তাড়না করযে সদা আমার কিঙ্কর॥
নরকের কৃমি-মাঝে করযে বসতি।
ভুগিতে হয় যে তার অশেষ দুর্গতি॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণেতে যে করে আহার।
অরুন্তুদ নরকেতে বাস হয তার॥
দীর্ঘকাল সে নরকে বসতি করিযা।
লভে সে পাপের শাস্তি ভুগিযা ভুগিযা॥
বাগ্‌দত্তা কন্যা দিলে অপরের করে।
পাংশুভোজ নরকেতে যাইবে সত্বরে॥
নরক ভিতরে সেই পাপী দুরাচার।
পাইবে বিবিধ শাস্তি অশেষ প্রকার॥
দান করি সেই দান করিলে গ্রহণ।
পাশবেষ্ট নরকেতে করিবে গমন॥

পাশবেষ্ট নরকের বিচিত্র গঠন।
ভীষণ প্রহার করে যতদূতগণ ॥
শিবলিঙ্গে অবহেলা করে যেই জন।
শূলপ্রোত নরকে সে করিবে গমন ॥
সে নরকে যেই জন করয়ে গমন।
তাহার দুর্গতি সতি না যায় বর্ণন ॥
যেই নারী স্বামী প্রতি কটুবাক্য কয়।
উল্কামুখ নরকেতে সেই নারী রয় ॥
মহাক্লেশ ভোগ করি নরক-মাঝারে।
রুগ্ণা ও বিধবারূপে জন্মে বারে বারে ॥
নরকের কীটে ভরা জিহ্বা তার থাকে।
কটুবাক্য বলি শেষে পড়ে যে বিপাকে ॥
স্বামিনিন্দাকারিণী যে পাতকিনী হয়।
নরক-মাঝারে পায় শাস্তি অতিশয় ॥
ব্রাহ্মণী কদাপি যদি শূদ্রসঙ্গ করে।
অন্ধকূপ নরকেতে যাইবে সত্বরে ॥
অন্ধকার অন্ধকূপে রহে অনাহারে।
আমার কিঙ্কর সদা ক্লেশ দেয় তারে ॥
এ সংসারে ক্ষত্রিয় বা যদি বৈশ্যগণ।
কোন দিন করে কোন ব্রাহ্মণী-গমন ॥
সেই বৈশ্য ক্ষত্রিয়েরা মাতৃগামী হয়।
শূল নরকের মাঝে বহুবর্ষ রয় ॥
অগম্যাগমনরূপ পাপ কার্য্য-ফলে।
কত শাস্তি দান করে যমদূত দলে ॥
পুনর্জন্ম লইলেও সুখী নাহি হয়।
অশেষ দুর্গতি সেই ভুগিবে নিশ্চয় ॥
তুলসী লইয়া মিথ্যা শপথ যে করে।
সেই যায় জ্বালামুখ নরক-ভিতরে ॥
দক্ষিণ হস্তের দ্বারা যে করে প্রহার।
সপ্তজন্ম সর্পরূপে জন্ম হয় তার ॥
অপরে প্রহার হেতু যেই পাপ হয়।
সে-পাপের ফলভোগ করিবে নিশ্চয় ॥
দেবগৃহে যেই জন মিথ্যা বাক্য কয়।
দেবলরূপেতে তার সপ্তজন্ম হয় ॥
সপ্তজন্ম সেই জন সুখ নাহি পায়।
পাপকার্য্যফল ইহা, নাহিক উপায় ॥
মিত্রদ্রোহী সপ্তজন্ম হইবে নকুল।
কৃতঘ্ন গণ্ডক হবে নাহি কোন ভুল ॥
বন্ধুজনগণ প্রতি অহিত আচার।
জানিবে কখনো নহে উচিত কাহার ॥
বিশ্বাসঘাতক যেই ব্যাঘ্ররূপ ধরে।
মিথ্যাসাক্ষী জনমিবে ভল্লুকী-উদরে ॥
নিত্যক্রিয়াহীন হয় যে সব ব্রাহ্মণ।
বিশ্বাস না করে যেই বেদের বচন ॥
তাহাদের পাপকার্য্য অতীব নিন্দিত।
এই হেতু নিত্যকর্ম্ম হয় যে উচিত ॥
ব্রত-উপবাসহীন হয় যারা সদা।
অপরের নিন্দা যারা করয়ে সর্ব্বদা ॥
জিহ্ম নরকের মাঝে করিবে গমন।
তাড়না করিবে সদা মোর ভৃত্যগণ ॥
দুর্গতি তাদের কত কেবা জানে, সতি।
ভুগিতে হইবে তার, যে হয় দুর্ম্মতি ॥
দেবতা বিপ্রের বিত্ত যে করে হরণ।
ধূম্র-অন্ধ নরকেতে করে সে গমন ॥
ধূম্র খায় সেই জন বহুযুগ ধ'রে।
বংশহীন হ'যে শেষে বহু কষ্ট করে ॥
যে ব্রাহ্মণ লাক্ষা লৌহ করয়ে বিক্রয়।
নাগবেষ্ট নরকেতে সেই জন রয় ॥
নরক হইতে তার নাহিক উদ্ধার।
কত যে পাইবে কষ্ট শেষ নাহি তার ॥
এইরূপ কত শত নরকের স্থিতি।
তাহাদের সংখ্যা বল কেবা জানে সতি ॥
নরকের মাঝে হয় কত অত্যাচার।
কেবা বল বর্ণিবেক দুর্গতি তাহার ॥
তথা হৈতে মুক্তি পাবে নাহিক উপায়।
একমাত্র হরিনামে যদি মুক্তি পায় ॥
হরিনামে সর্ব্বপাপ করয়ে খণ্ডন।
উদ্ধার-উপায় আর না যায় চিন্তন ॥

প্রসিদ্ধ নরক-কথা কহিনু বিস্তর।
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ অতঃপর॥

প্রকৃতিখণ্ডে ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ মাহাত্ম্যাদি কথন ও সত্যবানের জীবন দান।

সাবিত্রী কহিলা এবে হরষিত মন।
শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য কথা করহ বর্ণন॥
লক্ষপুরুষের যাহা উদ্ধার-কারণ।
যাঁহার কৃপায় হয় পাপ-বিনাশন॥
জগৎমঙ্গল যিনি সকলের সার।
যাঁর কৃপ বলে হয় নরক-উদ্ধার॥
অশুভের নিবারক মুক্তির কারণ।
সেই কৃষ্ণগুণ আজি করহ কীর্ত্তন॥
তত্ত্বজ্ঞান লভিলাম তোমার কৃপায়।
আরো কিছু দয়া করি কহ গো আমায়॥
যম কহে, শুন সতি, আমার বচন।
তব ইচ্ছামত বর করিনু অর্পণ॥
এক্ষণে আবার কহি, হরিভক্তি হবে।
তব মতি চিরদিন কৃষ্ণপদে রবে॥
শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা তুমি চাহিলে শুনিতে।
মৃত্যুঞ্জয় পঞ্চমুখে না পারে বর্ণিতে॥
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা দেব বর্ণিতে না পারে।
কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে বর্ণিবারে নারে॥
যোগীন্দ্রগণের গুরু নিজে গণপতি।
শ্রীকৃষ্ণের গুণগানে নাহিক শকতি॥
সরস্বতী যাঁর কথা বলিতে না পারে।
সনাতন সনকাদি বর্ণিবারে নারে॥
বর্ণিতে না পারে যাঁরে ব্রহ্মাপুত্রগণ।
কেমনে তাঁহার কথা করিব কীর্ত্তন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ধ্যান করে যাঁর।
তাঁহার মহিমা আমি কি কহিব আর॥
আকাশ যেমন নাহি জানে নিজ সীমা।
শ্রীকৃষ্ণ নাহিক জানে নিজের মহিমা॥
সকলের অন্তরাত্মা কৃষ্ণসনাতন।
সবার ঈশ্বর তিনি সবার কারণ॥
সকলের আদি তিনি সর্ব্বরূপধারী।
তাঁহার মহিমা কিছু বর্ণিতে না পারি॥
নিত্যানন্দ নিত্যরূপী নিত্য নিরাকার।
নিত্যদেহী নিরঙ্কুশ কি কহিব আর॥
নির্গুণ ও নিরাশ্রয় নিত্য নিরঞ্জন।
সকলের সাক্ষী সেই কৃষ্ণসনাতন॥
নির্লিপ্ত শ্রীভগবান্ সবার আধার।
স্বয়ং পুরুষ তিনি নিত্য সারাৎসার॥
ভক্তপ্রতি অনুগ্রহে ধরে কলেবর।
কমনীয় রূপ তাঁর মোহন সুন্দর॥
কিশোর বয়স সদা গোপবেশ তাঁর।
জলধরসম কান্তি অতি চমৎকার॥
কোটিকন্দর্পের রূপ ভুবনমোহন।
শরতের পদ্মসম যুগল নয়ন॥
কোটি চন্দ্র পরাজিত বদন-শোভায়।
বিভূষিত ভগবান্ রত্নের ভূষায়॥
ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত বদন তাঁহার।
মৃদু মৃদু হাস্য মুখে অতি চমৎকার॥
পরিধানে পীতবস্ত্র শান্ত কলেবর।
অধরে মোহন বংশী শোভে নিরন্তর॥
গোপিকা সকলে তাঁর হেরিছে বদন।
রাসের মণ্ডলে রাজে কৃষ্ণ সনাতন॥
চন্দনে চর্চ্চিত তাঁর সমস্ত শরীর।
সারা অঙ্গে কস্তুরী ও কুঙ্কুম আবীর॥
সুন্দর বঙ্কিমচূড়া শোভিছে মাথায়।
সুশোভিত ভগবান্ পুষ্পের মালায়॥
তাঁহার আজ্ঞায় চলে এ বিশ্ব-সংসার।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি আজ্ঞা মানে তাঁর॥
তাঁহার আদেশে চলে বায়ু নিরন্তর।
তাঁহার আজ্ঞায় তাপ দিতেছে ভাস্কর॥

তাঁর আজ্ঞাবলে চলে দিক্‌পালগণ।
গ্রহ আদি তাঁর আজ্ঞা মানে অনুক্ষণ॥
স্থলচর জলচর যত জীবগণ।
তাঁহার কৃপায় প্রাণ করিছে ধারণ॥
তাঁহা হ'তে আবির্ভূত ভূত-সমুদয়।
তাঁহাতে বিলীন হয় অন্তিম সময়॥
প্রলয়-ঘটন হয় নিমেষে তাঁহার।
হরির মহিমা আমি কি কহিব আর॥
শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য আমি করিনু কীর্ত্তন।
এক্ষণে ফিরিয়া যাও আপন ভবন॥
এত শুনি ধীরে ধীরে সাবিত্রী সুন্দরী।
কহিলেন যমপ্রতি যুক্তকর করি॥
পতিরে রাখিয়া আমি তোমার সদনে।
কেমনে যাইব বল আপন ভবনে॥
শুনিয়া সাবিত্রীবা'ক্য কহে মৃত্যুপতি।
অকারণ কেন কথা বল তুমি সতি॥
মৃতব্যক্তি পুনরায় না লভে জীবন।
মৃতের জীবন নাহি করি প্রত্যর্পণ॥
বৃথা অনুনয় করি কষ্ট পাবে মনে।
শ্রীহরিরে ভজ গিয়া আপন ভবনে॥
সাবিত্রীসুন্দরী শুনি যমরাজ-বাণী।
ঈষৎ রোষেতে বলে, এ কথা না মানি॥
আপনার প্রতিশ্রুতি করহ পালন।
স্বামীসহ লক্ষবর্ষ করিব যাপন॥
পতিসহবাসে মোর শত পুত্র হবে।
এই সব বর-দান মিথ্যা কিহে তবে॥
ধর্ম্মরাজ বলি তুমি জগতে বিদিত।
এইরূপ অবিচার হয় কি বিহিত॥
সতীর এতেক বাক্য শুনি ধর্ম্মরাজ।
আপনার কার্য্য স্মরি পাইলেন লাজ॥
ক্ষণেক থাকিয়া মৌনী কহে ধীরে ধীরে।
শুন গো সাবিত্রী সতি, স্বামী লও ফিরে॥
সতী নারী সম এত পুণ্য আছে কার।
কভু না নিরখি হেন ভুবন মাঝার॥
মৃত স্বামী প্রাণ পায় তব কর্ম্ম ফলে।
সতীর এতেক পুণ্য ঘোষিবে ভূতলে॥
এত বলি ধর্ম্মরাজ অতি হৃষ্ট মন।
সাবিত্রীরে পতিপ্রাণ করিলা অর্পণ॥
সাবিত্রী তখন যমে প্রণাম করিয়া।
কাঁদিতে লাগিলা তাঁর চরণ ধরিয়া॥
সতীরে কাঁদিতে দেখি কৃপানিধি যম।
কহিলেন সাবিত্রীরে কথা মনোরম॥
শুন শুন সাধ্বি, তুমি শুন পতিব্রতে।
লক্ষ বর্ষ সুখভোগ করিবে ভারতে॥
পরিণামে গোলোকেতে করিবে গমন।
সাবিত্রীর ব্রত তুমি কর আচরণ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ ব্রত করে যেই জন।
মোক্ষলাভ করে সেই শাস্ত্রের বচন॥
ষোড়শ বৎসর ধরি ব্রত যেই করে।
অন্তিমে সে জন যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥
জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী হ'লে।
সাবিত্রীর ব্রত আদি করিবে সকলে॥
সাবিত্রীরে এই কথা বলি ধর্ম্মপতি।
গমন করিল নিজ ভবনের প্রতি॥
সাবিত্রী পতির সহ গৃহে ফিরে আসে।
দুঃখের সংসার পুনঃ পুলকেতে ভাসে॥
সাবিত্রীর পিতা লাভ করিল সন্তান।
শ্বশুর আবার তাঁর চক্ষু ফিরি পান॥
দ্যুমৎসেন পুনরায় রাজ্য লাভ করে।
শত পুত্র জন্মে ক্রমে সাবিত্রী উদরে॥
শতবর্ষ স্বামী সহ সুখভোগ ক'রে।
সাবিত্রী গেলেন চলি গোলোক-নগরে॥
সাবিত্রী কাহিনী তুল্য অপরূপ কথা।
জগতে কোথাও নাহি জানিবে সর্ব্বথা॥
সতীর কাহিনী শুনি পুণ্য যত হয়।
অন্য কোন কাহিনীতে তত পুণ্য নয়॥
যেবা শুনে যেবা পড়ে সাবিত্রী কাহিনী।
তাহার পুণ্যের সীমা আমি নাহি জানি॥

এত বলি ভগবান্ প্রভু নারায়ণ।
নারদেব প্রতি চাহি বলেন বচন॥
সাবিত্রী-ক হিনী আমি বলিনু বিস্তারি।
আর কি শুনিতে চাহ বল ত্বরা করি॥

প্রকৃতিখণ্ডে ত্রিংশ অধ্যাব সমাপ্ত।

● একত্রিংশ অধ্যায়

লক্ষীর স্বরূপ-কথন।

নারদ কহিলা, শুন প্রভু ভগবান্।
শুনিলাম তব মুখে অপূর্ব্ব আখ্যান॥
এক্ষণে তোমার কাছে করি নিবেদন।
কমলার উপাখ্যান করহ কীর্ত্তন॥
লক্ষ্মীদেবী কি প্রকার শুনিতে বাসনা।
কোন্ জন সর্ব্ব-অগ্রে করে আরাধনা॥
কোন্ জন লক্ষ্মীগুণ করিল কীর্ত্তন।
কৃপা করি ভগবান্ করহ বর্ণন॥
নারদের কথা শুনি কহে নারায়ণ।
সবিস্তারে কহি আমি শুন হে ব্রাহ্মণ॥
সৃষ্টির পূর্ব্বেতে সেই কৃষ্ণসনাতন।
বাম অঙ্গ হ'তে লক্ষ্মী করিলা সৃজন॥
তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ সুন্দরী যুবতী।
অনন্ত যৌবন তাঁর মনোহরা অতি॥
ক্ষীণ কটি, স্থূল স্তন, নিতম্ব বিপুল।
দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা তাঁর সমতুল॥
পূর্ণচন্দ্রসম তাঁর উজ্জ্বল আনন।
বিকশিত পদ্মসম যুগল নয়ন॥
আপনারে দুই ভাগ করিলা যুবতী।
দুই অংশ ঠিক যেন একই মূরতি॥
বাম অংশে জন্ম যাঁর লক্ষ্মী তাঁর নাম।
দক্ষিণাংশে জন্মে রাধা জানি অবিরাম॥
উদ্ভূতা হইয়া রাধা সকলের আগে।
হরিরে কামনা করে অতি-অনুরাগে॥
লক্ষ্মীও প্রার্থনা করে হরিরে তখন।
ভাবনা করেন মনে কৃষ্ণ সনাতন॥
অতঃপর বিশ্বনাথ হইয়া তৎপর।
নিজ অঙ্গ দুই ভাগ করেন সত্বর॥
আপনি দক্ষিণে আর বামে নারাযণ।
দুই হস্ত নিজে প্রভু করেন ধারণ॥
নারাযণ হয় কিন্তু চতুর্ভুজধারী।
ধরিলেন বিষ্ণু নাম বৈকুণ্ঠবিহারী॥
লক্ষ্মীরে ডাকিযা তবে কৃষ্ণভগবান্।
চতুর্ভুজ নারাযণে করিলেন দান॥
সকল দেবীর শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মীদেবী সদা।
মহালক্ষ্মী-নামে তিনি বিখ্যাত সর্ব্বদা॥
দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ হরি রাধাকান্ত হন।
গোলোকধামেতে বাস করে অনুক্ষণ॥
চতুর্ভুজ নারাযণ সুপ্রসন্ন অতি।
লক্ষ্মীসহ বৈকুণ্ঠেতে করিলা বসতি॥
সর্ব্ব অংশে সমতুল্য কৃষ্ণ নারায়ণ।
কোন অংশে ভেদ নাহি হয কদাচন॥
অনন্তর মহালক্ষ্মী যোগেতে তখন।
ইচ্ছামত নানারূপ করিলা ধারণ॥
মহালক্ষ্মীরূপে দেবী বৈকুণ্ঠেতে রয।
সৌভাগ্যশালিনী দেবী সকল সময়॥
রমণীকুলেতে তিনি সবার প্রধান।
স্বর্গলক্ষ্মীরূপে স্বর্গে করে অবস্থান॥
রাজলক্ষ্মীরূপে রহে রাজার আগারে।
গৃহলক্ষ্মীরূপে গৃহে রাজে বারে বারে॥
সম্পদ্‌রূপেতে রহে গৃহীদের ঘরে।
সুরভিরূপেতে রহে গাভীর ভিতরে॥
কন্যারূপে রহে লক্ষ্মী ক্ষীরোদ সাগরে।
শোভারূপে রহে দেবী পদ্মিনী-ভিতরে॥
রত্নে ফলে জলে নৃপে নৃপের পত্নীতে।
গৃহে শস্যে বস্ত্রে আর দিব্য রমণীতে॥
দেবপ্রতিমাতে মাল্যে হীরকে চন্দনে।
মঙ্গলঘটেতে আর মুক্তার ভূষণে॥

নব মেঘে আর রম্য বৃক্ষের শাখায়।
শোভারূপে রহে দেবী কহিনু তোমায় ॥
প্রথমে বৈকুণ্ঠধামে পূজে নারায়ণ।
তারপর ব্রহ্মা তাঁর করিলা পূজন ॥
তৃতীয়বারেতে তাঁরে পূজিলা শঙ্কর।
ক্ষীরোদ সাগরে বিষ্ণু পূজে অতঃপর ॥
স্বায়ম্ভুব মনু পূজে ভারত-মাঝারে।
মুনিঋষি অতঃপর পূজিলা তাঁহারে ॥
সাধুগৃহী-গন্ধর্ব্বাদি করিলা পূজন।
পূজিল পাতালে তাঁরে যত নাগগণ ॥
ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে।
লক্ষ্মীরে পূজেন ব্রহ্মা ভক্তিযুক্ত চিতে ॥
সেই পূজা ত্রিলোকেতে আছে প্রচলন।
ঘরে ঘরে প্রচলিত লক্ষ্মীর পূজন ॥
চৈত্র পৌষ ভাদ্রমাসে শুভদিন-ক্ষণে।
লক্ষ্মীরে পূজিলা বিষ্ণু ভক্তিযুক্ত মনে ॥
পৌষমাসে সংক্রান্তিতে করিয়া যতন।
লক্ষ্মীরে পূজেন মনু ভক্তিযুক্ত মন ॥
ধ্রুব ইন্দ্র মহাবীর রাজেন্দ্র মঙ্গল।
বলদেব দক্ষ মনু কশ্যপ সুবল ॥
সূর্য্য চন্দ্র বায়ু যম বহ্নি ও কেদার।
কুবের বরুণ বলি প্রিয়ব্রত আর ॥
ক্রমে ক্রমে সকলেই করিল পূজন।
সর্ব্বত্র বন্দিতা লক্ষ্মী পূজে সর্ব্বজন ॥
ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী সম্পদ্‌দায়িনী।
সর্ব্বজন-সমাদৃতা বিশ্ববিমোহিনী ॥

প্রকৃতিখণ্ডে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

ইন্দ্রের প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপ।

নারায়ণে কহিলেন নারদ তখন।
কিরূপে সে মহালক্ষ্মী সিন্ধুকন্যা হন ॥
জানিতে বাসনা তাই কহ ভগবন্।
কোন্ জন অগ্রে তাঁর করিল স্তবন ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্।
কহিব তোমারে আজ অপূর্ব্ব আখ্যান ॥
দুর্ব্বাসার অভিশাপে দেব অধিপতি।
দেবগণ সহ হন শোভাহীন অতি ॥
সে কারণ লক্ষ্মীদেবী মহারুষ্টা হন।
স্বর্গ ছাড়ি করিলেন বৈকুণ্ঠে গমন ॥
দুঃখিত দেবতাগণ শোকার্ত্ত হৃদয়ে।
উপনীত হইলেন ব্রহ্মার আলয়ে ॥
ব্রহ্মারে লইয়া সাথে যত দেবগণ।
নারায়ণ-সন্নিধানে করিলা গমন ॥
দুঃখে কষ্টে দেবগণ অতীব কাতর।
শুষ্ক হয় ওষ্ঠ তালু আর কণ্ঠস্বর ॥
নারায়ণ-উপদেশে কমলা তখন।
সাগরের কন্যারূপ করিলা ধারণ ॥
অনন্তর দেবগণ আর দৈত্যগণ।
ক্ষীরোদসাগর তারা করিল মন্থন ॥
সন্তুষ্টা হইয়া দেবী প্রসন্নবদনে।
বর দান করিলেন সর্ব্বদেবগণে ॥
লক্ষ্মী পূজা করিলেন যত দেবগণ।
ভ্রষ্টরাজ্য পুনঃ লাভ করিলা তখন ॥
নারদ কহিলা, মোরে কহ নারায়ণ।
দুর্ব্বাসা ইন্দ্রেরে শাপ দিলা কি কারণ ॥
কিরূপে দেবেরা করে সাগর-মন্থন।
কৃপা করি সবিস্তারে করুন বর্ণন ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্।
কহিতেছি ক্রমে ক্রমে সমস্ত আখ্যান ॥
একদিন দেবরাজ একান্ত নির্জ্জনে।
রম্ভা সহ ক্রীড়া করে অতি সঙ্গোপনে ॥
মধুপানে মত্তপ্রায় অতি কামাতুর।
রম্ভা সনে রতিক্রীড়া করিলা প্রচুর ॥
সহসা হেরিলা ইন্দ্র দুর্ব্বাসা মুনিরে।
কৈলাস-শিখরে তিনি যান ধীরে ধীরে ॥

মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-সম দেহ-প্রভা তাঁর।
প্রতপ্ত সুবর্ণ সম ঘন জটাভার॥
চীর দণ্ড কমণ্ডলু করয়ে ধারণ।
উজ্জ্বল তিলক শোভে চন্দ্রের মতন॥
হেরিয়া তাঁহারে সেথা দেব পুরন্দর।
ভক্তিভরে সসম্ভ্রমে নমিলা সত্বর॥
আশিস্ করিয়া তাঁরে দুর্ব্বাসা তখন।
পারিজাত পুষ্প এক করিলা অর্পণ॥
সেই পুষ্প ইন্দ্রদেব করিয়া গ্রহণ।
ঐরাবত শিরে তাহা করিলা স্থাপন॥
সেই পুষ্প যেই হস্তী করিল স্পর্শন।
রূপে গুণে তেজে হ'ল বিষ্ণুর মতন॥
কুপিত হইয়া মুনি ইন্দ্রদেবে কয়।
অহঙ্কারে দেখি তুই মত্ত অতিশয়॥
আমার প্রদত্ত পুষ্প না করি গ্রহণ।
হস্তীর মস্তকে তুই করিলি স্থাপন॥
কি জন্য করিলি তুই মোর অপমান।
এক্ষণে করিব তোরে অভিশাপ দান॥
বিষ্ণুপুষ্পে অবহেলা করিলি যখন।
কমলা ত্যজিবে তোর স্বর্গের ভবন॥
লক্ষ্মীভ্রষ্ট হবি সবে হবি শোভাহীন।
লক্ষ্মীর অভাবে কষ্ট পাবি নিশি দিন॥
নারায়ণ প্রভু মোর আমি ভক্ত তাঁর।
ব্রহ্মা মহেশ্বর মোর কি করিবে আর॥
জরা মৃত্যু কালে আমি কাহারে না ডরি।
বৃহস্পতি কশ্যপেরে গণনা না করি॥
হস্তীর মস্তকে পুষ্প করিলে স্থাপন।
সর্ব্ব অগ্রে চাই তাই তাহার পূজন॥
অভিশাপ তবু আমি দিনু গজবরে।
মস্তক ছেদন তার হইবে অচিরে॥
শিবের পুত্রের যবে মুণ্ডচ্ছেদ হবে।
এই হস্তিমুণ্ড তার মুণ্ডরূপে রবে॥
অভিশাপ শুনি ইন্দ্র ধরিয়া চরণ।
উচ্চৈঃস্বরে বারবার করিলা রোদন॥
নানা ভাবে মুনিবরে করিলা স্তবন।
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি কহিলা তখন॥
কৃষ্ণচিন্তা কর তবে হবে মহাজ্ঞান।
সবার উদ্ধারকর্ত্তা তিনি ভগবান্॥
অহরহঃ স্মর সবে কৃষ্ণের চরণ।
সকল সময়ে লহ কৃষ্ণের শরণ॥
ইন্দ্রপদ পুনরায় দিয়া পুরন্দরে।
স্বস্থানে প্রস্থান মুনি করিলা সত্বরে॥

প্রকৃতিখণ্ডে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

বৃহস্পতির নিকট ইন্দ্রের গমন, দেবগণের পুনর্ব্বার লক্ষ্মীপ্রাপ্তি।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্।
ইন্দ্রদেব স্বর্গমাঝে করিলা প্রস্থান॥
বিষণ্ণহৃদয় কিন্তু সকল সময়।
ইন্দ্রের হইল মনে বৈরাগ্য উদয়॥
ভোগ্যবস্তু ক্রমে ক্রমে করে পরিহার।
সাজসজ্জা ভাল কিছু নাহি লাগে আর॥
দেবগণে সম্বোধিয়া কহে শচীপতি।
কি কাজ আমার আর স্বর্গেতে বসতি॥
লক্ষ্মীহীনা স্বর্গপুরী শান্তি কিছু নাই।
চল গিয়া যুক্তি করি গুরুদেব ঠাঁই॥
দেবগণ সহ তাই দেব পুরন্দর।
গুরু বৃহস্পতি কাছে চলিলা সত্বর॥
স্বর্গনদী মন্দাকিনী, বসি তার তীরে।
বৃহস্পতি গুরু ধ্যান করিছে হরিরে॥
হেরিয়া তাঁহারে সেথা দেব পুরন্দর।
চরণ ধরিয়া তাঁরে প্রণমে সত্বর॥
কাঁদিয়া সকল কথা করে নিবেদন।
শুনিয়া দেবতাগুরু কহিলা তখন॥
তোমার সকল কথা করিনু শ্রবণ।
নয়নের জল তুমি কর সংবরণ॥

নীতিশাস্ত্রবিদ্ যাঁরা বুদ্ধিমান্ জন।
বিপদ্‌কালেতে তাঁরা কাতর না হন॥
কিন্তু তুমি করিয়াছ পাপ গুরুতর।
বিষ্ণুমালা রাখিয়াছ হস্তীর উপর॥
বিষ্ণু বিনা কেহ নাই জগৎ সংসারে।
শ্রীহরির ধ্যান তুমি কর বারেবারে॥
গুরুরে লইয়া সাথে দেব পুরন্দর।
ব্রহ্মার সমীপে তবে চলিলা সত্বর॥
ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়া সকলে।
প্রণাম করিলা সবে ব্রহ্মা-পদতলে॥
অনন্তর সব কথা করিযা শ্রবণ।
মৃদুহাস্যে পদ্মযোনি কহিলা তখন॥
যেই জন শ্রীবিষ্ণুরে অপমান করে।
মহালক্ষ্মী ত্যাগ তারে করিবে সত্বরে॥
সুতরাং মম কিবা সাধ্য আছে আর।
একমাত্র শ্রীবিষ্ণুই করিবে উদ্ধার॥
অতএব চল সবে বিষ্ণুর সভায়।
সকলে মিলিযা আজ তুষ্ট করি তাঁয॥
এই কথা বলি ব্রহ্মা ল'যে দেবগণ।
বৈকুণ্ঠধামেতে শীঘ্র করিলা গমন॥
বৈকুণ্ঠধামেতে শোভে বিষ্ণুসনাতন।
শতকোটি-সূর্য্য-সম প্রদীপ্ত বদন॥
শান্তমূর্ত্তি ভগবান্ আদি অন্ত নাই।
চতুর্ভুজ পারিষদ সেবিছে সদাই॥
পূজে তাঁরে ভক্তিদেবী বেদ-চতুষ্টয।
আরাধনা করে গঙ্গা সকল সময॥
হেরিয়া সে সনাতন কমলাপতিরে।
প্রণাম করিল সবে অবনত শিরে॥
অনন্তর সব কথা করে নিবেদন।
শুনিয়া শ্রীভগবান্ কহিলা তখন॥
কি আর কহিব আমি ওহে দেবগণ।
নিজ কর্ম্মদোষে হয় হেন অঘটন॥
শুন শুন দেবরাজ বৈষ্ণব-প্রধান।
দুর্ব্বাসা তোমারে শাপ করিয়াছে দান॥

দুর্ব্বাসা সামান্য নহে জানিবে অন্তরে।
শিবের অংশেতে জন্ম সেই মুনি ধরে॥
হরিদত্ত মালা তুমি কর অনাদর।
সেই হেতু রুষ্ট অতি হয মুনিবর॥
শাপ তার মিথ্যা নাহি হবে কদাচন।
ব্রহ্মশাপ খণ্ডিতে না পারে কোনজন॥
সে কারণ লক্ষ্মী তব গৃহ ছাড়ি যায।
আপনার কর্ম্মফল ফলিল তাহায॥
আমার ভক্তের নিন্দা হয় যেই স্থানে।
লক্ষ্মী আর আমি কভু না রহি সেখানে॥
বিশ্বাসঘাতক আর নরঘাতী জন।
অথবা অগম্যা পাশে যে করে গমন॥
তাহাদের গৃহ লক্ষ্মী করে পরিহার।
আমার বচন ইহা জেনে রাখ সার॥
অশুদ্ধহৃদয আর ক্রূর হিংসাপর।
সাধুর নিন্দক যেই হয নিরন্তর॥
গৃহলক্ষ্মী তাহাদের পরিহার করে।
ইহাতে অন্যথা নাহি জানিও অন্তরে॥
দিবাভাগে যেই করে মৈথুন শযন।
কমলা তাহার গৃহে না রহে কখন॥
যেই বিপ্র শূদ্র-দান গ্রহণ করিবে।
লক্ষ্মীদেবী তার গৃহে কভু না রহিবে॥
জীবহিংসা নিরন্তর করে যেই জন।
তার গৃহে লক্ষ্মী নাহি রহে কদাচন॥
যেই স্থানে হয সদা হরির কীর্ত্তন।
সেই স্থানে লক্ষ্মীদেবী বিরাজিতা হন॥
হরির গুণের ব্যাখ্যা হইবে যথায।
বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী রহিবে তথায॥
শিবলিঙ্গ-পূজা আর শিবের কীর্ত্তন।
যেই স্থানে হয নিত্য দুর্গা আরাধন॥
সেই স্থানে লক্ষ্মীদেবী রহে অনিবার।
শুন শুন দেবগণ বচন আমার॥
কৃষ্ণপদ পূজা কর অতি ভক্তিভরে।
অতঃপর যাও সবে ক্ষীরোদ সাগরে॥

ব্রহ্মারে কহিলা পরে বিষ্ণুসনাতন।
মম বাক্য ব্রহ্মা তুমি করহ শ্রবণ॥
ক্ষীরোদ মন্থন কর তোমরা সকলে।
উঠিবেন লক্ষ্মীদেবী মন্থনের ফলে॥
সেই লক্ষ্মী দেবরাজে কর সমর্পণ।
ইহা ছাড়া অন্য পথ না আছে এখন॥
এতেক বলিয়া বিষ্ণু অন্তঃপুরে যান।
ব্রহ্মাসহ দেবগণ করিলা প্রস্থান॥
অনন্তর দেবগণ হ'য়ে পুলকিত।
ক্ষীরোদ সাগর তীরে হন উপনীত॥
দলে দলে অসুরেরা আসিল তখন।
দেবাসুরে মিলে করে সাগর মন্থন॥
মন্থনের দণ্ড হয় পর্ব্বত মন্দর।
করিল কূর্ম্মকে সবে পাত্র অতঃপর॥
অনন্ত নাগেরে করি মন্থনের দড়ি।
সাগর মন্থন সবে করে ত্বরা করি॥
ধন্বন্তরি উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত সব।
সাগর মন্থনে ক্রমে হইল উদ্ভব॥
কত দ্রব্য উঠে তাহে, কত বা রতন।
আবির্ভূত হয় পরে চক্র সুদর্শন॥
তারপর ক্রমে ক্রমে উঠিল অমৃত।
পারিজাত সহ লক্ষ্মী হন আবির্ভূত॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করিলা বন্দন।
সুপ্রসন্না মহালক্ষ্মী হইলা তখন॥
হরষিত মনে তবে দেব জনার্দ্দন।
ইন্দ্রকরে করিলেন লক্ষ্মীরে অর্পণ॥
দুর্ব্বাসার শাপ তবে মোচন হইল।
পুনরায় স্বর্গরাজ্য আনন্দে ভাসিল॥
এতেক বলেন যদি দেবনারায়ণ।
বলিল নারদমুনি হরষিত মন॥
কমলা-কাহিনী প্রভু করিনু শ্রবণ।
এতে হয় চিত্ত শুদ্ধ, সুপবিত্র মন॥
কিন্তু আর প্রশ্ন আছে শুন মহাশয়।
দুর্ব্বাসার অভিশাপ ব্যর্থ নাহি হয়॥
যার শিরে মাল্য ইন্দ্র করিল স্থাপন।
সেই ঐরাবত শির টুটিবে কখন॥
নারায়ণ কহে তাহা অপূর্ব্ব ভারতী।
গণেশখণ্ডেতে তুমি শুনিবে সুমতি॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি মনোহর।
মনসা-কাহিনী এবে শুনহ বিস্তর॥

প্রকৃতিখণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

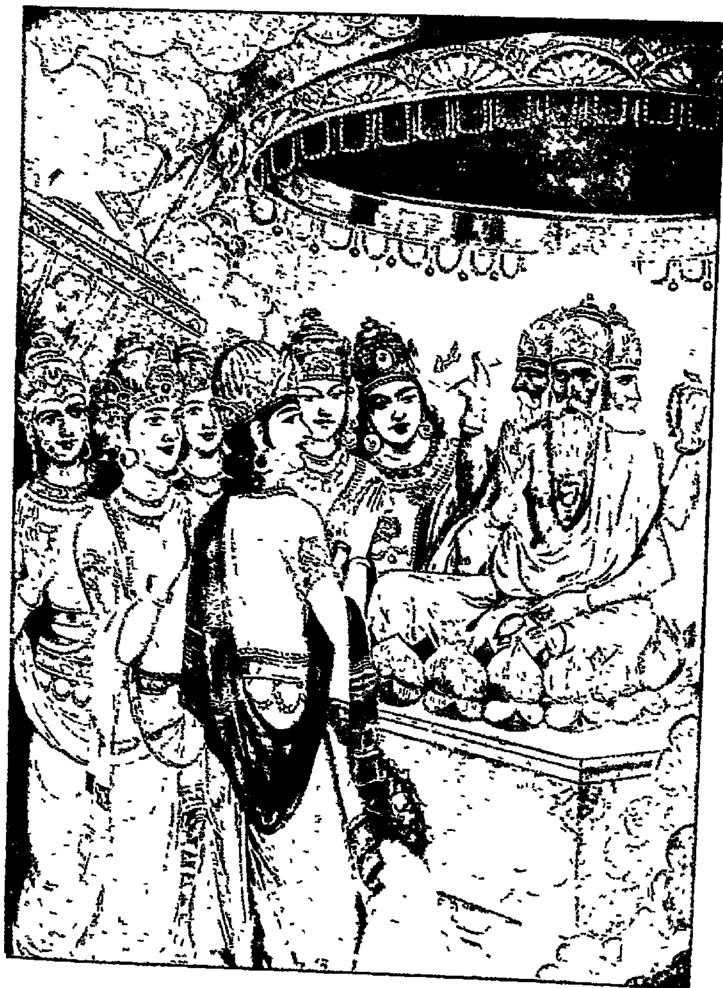
● চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

মনসার উপাখ্যান।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্।
এক্ষণে কহিব আমি মনসা-আখ্যান॥
কশ্যপ মানসে হয় জনম তাঁহার।
তাইত মনসা নামে সর্ব্বত্রে প্রচার॥
পরমাত্মা শ্রীহরিরে পূজে মনে মনে।
সে হেতু মনসা নাম দেয় সর্ব্বজনে॥
তিন যুগ শ্রীহরিরে পূজে অনিবার।
সে হেতু বৈষ্ণবী নাম হইল তাঁহার॥
মনসার পূজা করে কৃষ্ণসনাতন।
জরৎকারী নাম দেবী করিলা ধারণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে পূজা হয় তাঁর।
জগৎগৌরী নামে দেবী খ্যাতা অনিবার॥
শিবশিষ্যা বলি তাঁর শৈবী নাম জানি।
বাসুকি ভগিনী বলি শ্রীনাগভামিনী॥
সর্পযজ্ঞে নাগগণে করেন রক্ষণ।
নাগেশ্বরী এই নামে খ্যাত তিনি হন॥
করিতে পারেন তিনি বিষের হরণ।
বিষহরি নামে তাই ডাকে সর্ব্বজন॥
সিদ্ধিযোগ লাভ করে শিবের নিকটে।
শ্রীসিদ্ধিযোগিনী নাম তাই তাঁর রটে॥
মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা জানা আছে তাঁর।
মহাজ্ঞানী নামে খ্যাতা জগৎমাঝার॥

মম বংশ-অবতংস হইবে কুমার।
অবশ্য করিবে সেই বংশের উদ্ধার॥
তাহার জন্মেতে তুষ্ট হবে পিতৃগণ।
মহানন্দে নৃত্য সবে করিবে তখন॥
শুন পতিব্রতে, শোক কর পরিহার।
তুমি সতী দোষ-শূন্যা জানি অনিবার॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-ধ্যানে হইনু কাতর।
অতএব তোমা ছাড়ি যাইব সত্বর॥
ছল করি পরিত্যাগ করিনু তোমারে।
কৃপা করি ক্ষমা তুমি করহ আমারে॥
কৈলাস নগরে তুমি করহ গমন।
বৃথা চিন্তা করি সতি না কর রোদন॥
শোকেতে মনসাদেবী করে হাহাকার।
মনসারে মুনি লয় কোলের মাঝার॥
অশ্রুজলে উভয়ের নেত্র সিক্ত হয়।
মনসারে মুনি বহু হিতবাক্য কয়॥
অনন্তর জরৎকারু করিলা প্রস্থান।
মনসাও অতি শীঘ্র কৈলাসেতে যান॥
সেথায় পার্ব্বতীদেবী অতি সমাদরে।
প্রবোধ বচনে শোক নিবারণ করে॥
হেরিয়া সতীর দুঃখ দেব মহেশ্বর।
জ্ঞান-উপদেশ তারে দিলেন বিস্তর॥
পঞ্চানন পঞ্চমুখে যা কহে তখন।
গর্ভমাঝে থাকি শিশু করিল শ্রবণ॥
অনন্তর শুভদিনে হেরি শুভক্ষণ।
মনসা প্রসব করে পুত্র সুলক্ষণ॥
মহাদেব করিলেন মঙ্গল বাচন।
জাতকাদি সব কার্য্য হ'ল সমাপন॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু অতি মনোহর।
আস্তিক তাহার নাম রাখেন শঙ্কর॥
গর্ভেতে থাকিয়া শিশু করিয়া শ্রবণ।
মহাজ্ঞানী হয় সেই পুত্র সুদর্শন॥
বহুতর শিক্ষা নিজে দিলা মহেশ্বর।
মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান তারে দিলেন সত্বর॥
শিবের আদেশে পরে মনসা সুন্দরী।
কশ্যপের গৃহে আসে পুত্র কোলে করি॥
সপুত্র দুহিতা হেরি কশ্যপ তখন।
মহানন্দে ধনরত্ন করে বিতরণ॥
মনসা-কাহিনী মুনি করিলে শ্রবণ।
আস্তিকের উপাখ্যান কহিব এখন॥
অভিমন্যু-পুত্র ছিল পরীক্ষিৎ নাম।
পাণ্ডুকুলধুরন্ধর অতি গুণধাম॥
একদিন পরীক্ষিৎ মৃগয়া কারণ।
নিবিড় বনের মাঝে করেন গমন॥
ধ্যানরত মুনি এক হেরিয়া তথায়।
মৃতসর্প দেন তুলে তাঁহার গলায়॥
মহাতেজা শৃঙ্গী মুনি পুত্র তাঁর ছিল।
পরীক্ষিতে মহাক্রোধে অভিশাপ দিল॥
সপ্তাহকালের মধ্যে তক্ষক তোমায়।
দংশন করিবে ধ্রুব মৃত্যু হবে তায়॥
পরীক্ষিৎ অভিশাপ শুনিয়া তখন।
গঙ্গাতীরে অবিলম্বে করিলা গমন॥
বিপ্রমুখে অবিরাম হরিনাম শোনে।
খণ্ডাইবে পাপ এই অভিলাষ মনে॥
সপ্তাহ ভিতরে হবে তক্ষক দংশন।
এই কথা ধন্বন্তরি করিয়া শ্রবণ॥
রাজারে রক্ষার তরে ধন্বন্তরি যায়।
পথমাঝে তক্ষকেরে দেখিবারে পায়॥
তক্ষক তাহার করে সন্তোষ-বিধান।
নিজস্থানে ধন্বন্তরি করিল প্রস্থান॥
গোপনে ছুটিয়া আসি তক্ষক তখন।
উপবিষ্ট পরীক্ষিতে করিল দংশন॥
পরীক্ষিৎ অবিলম্বে জীবন ত্যজিল।
হরির কৃপায় তবে বৈকুণ্ঠে চলিল॥
জন্মেজয় পুত্র তার বসে সিংহাসনে।
পিতার মৃত্যুর লাগি রয় ক্ষুব্ধ মনে॥
অনেক ভাবিয়া স্থির করিল অন্তর।
নাগযজ্ঞ আরম্ভিল অতীব সত্বর॥

ব্রহ্মার নিকট দেবগণের আগমন



দুঃখিত দেবতাগণ শোকার্ত্ত হৃদয়ে।
উপনীত হইলেন ব্রহ্মার সকাশে॥

পৃষ্ঠা ২১০

যত সর্প ছিল সব পুড়িল অনলে।
যেখানে বা ছিল সাপ, আসে দলে দলে॥
তক্ষক প্রাণের ভয়ে আসিয়া তখন।
দেবরাজ ইন্দ্র কাছে লইলা শরণ॥
নাগ ও ইন্দ্রের নামে আহুতি পড়িতে।
তক্ষক ছুটিয়া আসে ইন্দ্রের সহিতে॥
দেবেন্দ্র-দুর্গতি হেরি দেব বিপ্রগণ।
সৃষ্টি নাশ ভয়ে হয় সশঙ্কিত মন॥
অনন্তর দেবগণ আর বিপ্রগণ।
মনসার সমীপেতে করিলা গমন॥
তখন আস্তিক-মুনি জননী-আজ্ঞায়।
যজ্ঞস্থলে উপনীত হইলা ত্বরায়॥
রাজার সকাশে গিয়া মুনিবর কয়।
তক্ষকের প্রাণ রক্ষা কর মহাশয়॥
জন্মেজয় রাজা তাহা করিয়া শ্রবণ।
মুনির প্রার্থনা তিনি করেন পূরণ॥
সর্পযজ্ঞ সমাপন করি নরপতি।
দক্ষিণা প্রদান করে বিপ্রদের প্রতি॥
তখন দেবতা আর যতেক ব্রাহ্মণ।
মনসা-সমীপে গিয়া করিল স্তবন॥
আস্তিক হইতে রক্ষা পেয়ে নাগগণ।
মহানন্দে মনসারে পূজিল তখন॥
দেবরাজ ইন্দ্রদেব নানা উপচারে।
পবিত্র মনেতে আসি পূজে মনসারে॥
এইরূপে মনসারে করিয়া পূজন।
নিজ নিজ স্থানে সবে করিলা গমন॥
মনসার পূজা হয় এরূপে প্রচার।
আখ্যান শুনিলে হয় পুণ্য লাভ তার॥
সর্পভয় যায় দূরে গুহে মুনিবর।
দেহ অন্তে যায় সেই কৈলাস নগর॥

প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্‌ত্রিংশ অধ্যায়

রাধার উপাখ্যান, রাধাশব্দের ব্যুৎপত্তি-কথন।

মনসা আখ্যান শুনি নারদ সুমতি।
হইলেন অবশেষে হৃষ্টচিত্ত অতি॥
নারদ কহিলা, প্রভু দেব-নারায়ণ।
শ্রীরাধার কথা মোরে করুন বর্ণন॥
প্রকৃতির মাঝে হন রাধা পুণ্যবতী।
তাঁহার কাহিনী বটে অপূর্ব্ব ভারতী॥
নারায়ণ কহে শুন নারদ শ্রীমান্।
কহিব তোমারে আজি রাধা-উপাখ্যান॥
বহুবর্ষ আগে এই রাধা-উপাখ্যান।
শ্রীদুর্গারে কহিলেন শিব ভগবান্॥
যেভাবেতে পঞ্চানন কহেন দেবীরে।
সেইভাবে এ কাহিনী কহিব তোমারে॥
শিব কহে প্রাণেশ্বরি শুন দিয়া মন।
শ্রীরাধার কথা আমি করিব বর্ণন॥
গোলোক-মাঝারে আছে বৃন্দাবন বন।
অতি রমণীয় স্থান অতি সুশোভন॥
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতেতে ফুটে নানাফুল।
মালতী মল্লিকা-বাসে পরাণ আকুল॥
ইচ্ছাময় জগন্নাথ কৃষ্ণসনাতন।
রত্নময় সিংহাসনে বসিয়া তখন॥
সহসা কামের ইচ্ছা জাগে মনে তাঁর।
রমণ করিতে মন চাহে অনিবার॥
শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছামত সব কার্য্য হয়।
আপনারে দুই ভাগ করে ইচ্ছাময়॥
দক্ষিণাঙ্গে কৃষ্ণমূর্ত্তি মদন-মোহন।
বামেতে রাধিকা হয়ে অতি সুদর্শন॥
কোটিচন্দ্র-সম রূপ অতি মনোহর।
তপ্তকাঞ্চনের সম দীপ্ত কলেবর॥
নানা রত্নে বিভূষিতা দিব্য শোভা পায়।
সুন্দর মালতী মালা শোভিছে গলায়॥

পতিরে হেরিয়া দেবী কামাতুর অতি।
ধাবমানা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি॥
এ কারণ রাধা নাম হইল তাঁহার।
রাধা নামে খ্যাত দেবী জগৎ-মাঝার॥
শ্রীরাধা কৃষ্ণেরে সদা করে আরাধন।
রাধা-আরাধন করে কৃষ্ণসনাতন॥
উভয়ে সমান তাঁরা সাধুগণ কয়।
যেই কৃষ্ণ সেই রাধা সকল সময়॥
'রা' শব্দেতে মুক্তি পায় যত ভক্তগণ।
'ধা' শব্দেতে হরিপদে ছুটে যায় মন॥
শ্রীরাধার লোমকূপে জন্মে গোপীগণ।
মহালক্ষ্মী শ্রীরাধার বামভাগে হন॥
নারায়ণ-প্রিয়তমা মহালক্ষ্মী সতী।
বৈকুণ্ঠে তাঁহার বাস অতি পুণ্যবতী॥
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে রাধা করে অবস্থান।
সকলের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীহরির প্রাণ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা রাধা ভাগ্যবতী।
মহাবিষ্ণু মাতা তিনি পুণ্যময়ী অতি॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি যে আছে যেখানে।
শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করে রাধার চরণে॥
সাধুগণ পূজা করে রাধার চরণ।
গোপগণ স্বপ্নে তাঁর না পায় দর্শন॥
দ্বাদশ গোপের ছিল আয়ান প্রধান।
রাধিকা তাঁহার ঘরে ছায়ারূপে যান॥
সুদামের অভিশাপে রাধা একবার।
জনম লইয়া আসে জগৎ মাঝার॥
কলাবতী-গর্ভে আসি জন্মিলা তখন।
বৃষভানু-রাজা-গৃহে কন্যা তাঁর হন॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা জানে সর্ব্বজন।
এত বলি পঞ্চানন মৌন হ'য়ে রন॥

প্রকৃতিখণ্ডে ষড়্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরজার বিহার, রাধার ক্রোধ, বিরজার নদীরূপ প্রাপ্তি ইত্যাদি।

পার্ব্বতী কহিলা মোরে কহ প্রাণারাম।
রাধিকারে শাপ কেন দিলেন সুদাম॥
মহাদেব কহিলেন, শুন দিয়া মন।
বিস্তারিয়া সব কথা কহিব এখন॥
একদিন শতশৃঙ্গ পর্ব্বত-মাঝার।
বিরজা সহিত কৃষ্ণ করেন বিহার॥
রাধিকাসমান গোপী ছিলা রূপবতী।
তাই কৃষ্ণ কামাতুর হন তার প্রতি॥
রতন-নির্ম্মিত সেই রাসের মণ্ডল।
চতুর্দ্দিকে রত্নদীপ জ্বলিছে উজ্জ্বল॥
চন্দনচর্চ্চিত ছিল শরীর দোঁহার।
মহাসুখে নানা ভাবে করেন বিহার॥
অবিশ্রাম দুই জনে করেন রমণ।
বহুক্ষণ গেল তবু তৃপ্ত নহে মন॥
বিদিত হইয়া তাহা গোপী চারিজন।
রাধিকারে গিয়া সব করে নিবেদন॥
শুনিয়া দূতীর মুখে সমস্ত বিষয়।
শ্রীরাধিকা হইলেন ক্রুদ্ধ অতিশয়॥
মহাক্রোধে শ্রীরাধার কাঁপে কলেবর।
ভূষণ ছাড়িয়া দূরে ফেলিলা সত্বর॥
বস্ত্রের অঞ্চল দিয়া মুছিলা সিন্দূর।
গাত্রের বসন সব করিলেন দূর॥
জল দিয়া অলক্তাদি করে প্রক্ষালন।
ক্রোধেতে কবরী খুলি ফেলিলা তখন॥
মহাক্রোধে কাঁপে তার ওষ্ঠ ও অধর।
সমস্ত সখীরে কাছে ডাকিলা সত্বর॥
এক কোটি তিন লক্ষ লইয়া গোপিকা।
দ্রুতগামী রথে চড়ি চলেন রাধিকা॥
জানিতে পারিয়া তাহা সুদাম সত্বর।
করিলেন সে সংবাদ শ্রীকৃষ্ণগোচর॥

রাধাভয়ে ভীত কৃষ্ণ অন্তর্হিত হয়।
বিরজা পরাণ ত্যাগ করে সে সময় ॥
গোপীগণ বিরজার লইল শরণ।
বিরজা নদীর রূপ করিলা ধারণ ॥
নদীরূপে গোলোকেতে প্রবাহিত হয়।
গোলোক বেষ্টন করে সকল সময় ॥
বিরজার সখীগণ নদীরূপ ধরে।
প্রবাহিত হয় তারা পৃথিবী মাঝারে ॥
বিরজা করিয়া পরে স্বরূপ ধারণ।
কৃষ্ণসহ করে কেলি আনন্দিত মন ॥
সাতটি তনয় তাতে জনম লভিল।
সাগর নামেতে তারা পরিচিত হৈল ॥
এসব কাহিনী পরে বিস্তৃত শুনিবে।
এখন রাধার কথা শ্রবণ করিবে ॥
রাসের মণ্ডলে রাধা করি আগমন।
কৃষ্ণ বিরজারে নাহি করিল দর্শন ॥
ক্রোধে রাধা নিজ গৃহে করে আগমন।
তুষিবারে কৃষ্ণ যান তাঁহার সদন ॥
শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট সখা সাথে সাথে যায়।
শ্রীরাধার দ্বারপাশে আসিল ত্বরায় ॥
কৃষ্ণেরে হেরিয়া রাধা কোপে বারংবার।
নানাভাবে শ্রীহরিরে করে তিরস্কার ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের নিন্দা সুদাম তখন।
কুপিত হইয়া করে রাধারে ভর্ৎসন ॥
তাহাতে রাধিকা দেবী অতি ক্রুদ্ধমন।
সুদামেরে অভিশাপ দিলেন তখন ॥
তুমি অতি ক্রূরমতি শুন দুরাত্মন্।
অসুরযোনিতে জন্ম করহ গ্রহণ ॥
তাহাতে সুদাম ক্রোধে কহিলা রাধারে।
গোপকুলে জন্ম লহ পৃথিবী-মাঝারে ॥
গোপকন্যারূপে জন্ম করহ গ্রহণ।
কৃষ্ণ-বিরহের দুঃখ পাও অনুক্ষণ ॥
পৃথিবী-মাঝারে যবে কৃষ্ণসনাতন।
ভূভার-হরণ লাগি করিবে গমন ॥
তখন তাঁহার সহ মিলিবে আবার।
দুঃখের খণ্ডন তবে হইবে তোমার ॥
এই অভিশাপ দিয়া সুদাম রাধারে।
অতঃপর জন্ম নিল পৃথিবী মাঝারে ॥
সুবিখ্যাত হ'ল সেই শঙ্খচূড় নামে।
তুলসীর পতি হ'ল এই ধরাধামে ॥
আমার শূলেতে মৃত্যু হইল তাহার।
গোলোক-মাঝারে শেষে গেল সে আবার ॥
বরাহকল্পেতে রাধা লইল জনম।
বৃষভানু-কন্যা হ'ল অতি মনোরম ॥
বৃষভানু পত্নী হয় নাম কলাবতী।
বায়ুভরে গর্ভ তাঁর শুন শুন সতি ॥
সেই বায়ু হ'তে শুন আমার বচন।
অযোনিসম্ভবা কন্যা জন্মিলা তখন ॥
পরমারূপসী কন্যা রাধা নাম তার।
তাহার তুলনা বুঝি নাহি মিলে আর ॥
অতীত হইল ক্রমে দ্বাদশ বৎসর।
সন্ধান করিল পিতা উপযুক্ত বর ॥
আয়ান নামেতে ছিল বৈশ্য একজন।
তার করে রাধিকারে করে সমর্পণ ॥
শ্রীরাধা আপন ছায়া রাখিয়া সেথায়।
অকস্মাৎ অন্তর্হিতা হইলা ত্বরায় ॥
ছায়াসহ আয়ানের হল পরিণয়।
এইরূপে চতুর্দ্দশ বর্ষ গত হয় ॥
কংসের নিধন তরে ভগবান্ হরি।
নরলোকে আসিলেন নররূপ ধরি ॥
এদিকেতে কৃষ্ণ জন্মে কংস-কারাগারে।
বসুদেব তাহে দিল নন্দের আগারে ॥
বসুদেব কৃষ্ণপিতা, দেবকী জননী।
তাহা ছাড়ি ভগবান্ চলিলা আপনি ॥
পালক জনক তার নন্দঘোষ হয়।
যশোদা গোপিনী মাতা সর্ব্বলোকে কয় ॥
কৃষ্ণের মাতুল হয় সম্পর্কে আয়ান।
যশোদার সহোদর শাস্ত্রের প্রমাণ ॥

বৃন্দাবন বনমাঝে রাধা অনিবার।
ভগবান কৃষ্ণসহ করেন বিহার॥
সুদামের অভিশাপ ফলিল তখন।
দোঁহারে ছাড়িয়া পরে গেল দুইজন॥
ভুভার-হরণ করি কৃষ্ণ ভগবান্।
গোলোকমাঝারে পুনঃ করিলা প্রস্থান॥
বৃকভানু নন্দ আদি গোপ যত ছিল।
পুনর্ব্বার সকলেই গোলোকে ফিরিল॥
নন্দরাজ ছিল পূর্ব্বে দ্রোণ প্রজাপতি।
ধরা নামে তাঁর পত্নী ছিল যশোমতী॥
বসুদেব রূপে জন্মে কশ্যপ সুজন।
অদিতি দেবকীরূপ করেন ধারণ॥
পিতৃগণ মন হ'তে জন্ম হয যার।
কলাবতী নামে খ্যাত ভুবন-মাঝার॥
দু'ভাগে বিভক্ত হন কৃষ্ণসনাতন।
চতুর্ভুজ-রূপে তিনি বৈকুণ্ঠেতে র'ন॥
গোলোকে দ্বিভুজরূপে করে অবস্থান।
জগৎমঙ্গল সেই কৃষ্ণ ভগবান্॥
চতুর্ভুজপ্রিয়া হন লক্ষ্মী সরস্বতী।
জাহ্নবী তুলসীদেবী এই চারি সতী॥
দ্বিভুজ কৃষ্ণের প্রিয়া রাধা বিনোদিনী।
কৃষ্ণদেহ-অর্দ্ধরূপা মহাতেজস্বিনী॥
সর্ব্ব-অগ্রে রাধা-নাম করি উচ্চারণ।
পশ্চাৎ কৃষ্ণের নাম করিবে কীর্ত্তন॥
রাধা-অগ্রে যেইজন কৃষ্ণনাম লয়।
ব্রহ্মহত্যা পাপ তার হইবে নিশ্চয॥
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা দিনে কৃষ্ণসনাতন।
রাসমঞ্চে রাধিকারে করিলা পূজন॥
সমারোহে করিলেন রাসের উৎসব।
রাধার কবচ পড়ি করিলেন স্তব॥
যেইজন রাধাকৃষ্ণে ভিন্ন জ্ঞান করে।
সেইজন নরকেতে যাইবে সত্বরে॥
প্রথমে রাধারে পূজে কৃষ্ণ সনাতন।
তারপর পূজে তাঁরে যত দেবগণ॥
অনন্ত বাসুকি চন্দ্র পূজে রাধিকারে।
সুরেন্দ্র মুনীন্দ্র আদি পূজে বারে বারে॥
সুযজ্ঞ নৃপতি ছিল সপ্তদ্বীপপতি।
রাধিকারে পূজা করে ভক্তিভরে অতি॥
দৈবদোষে নরপতি ব্রহ্মশাপ পায়।
অবশেষে স্তব দ্বারা পূজে রাধিকায়॥
রাধার কৃপায় রাজা লক্ষ্মীলাভ করে।
অন্তিমে গমন করে গোলোক নগরে॥
এতেক বলিয়া তবে দেব পঞ্চানন।
মৌনী হ'য়ে রহিলেন দুর্গার সদন॥
শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে আছে এসব কাহিনী।
প্রকৃতিখণ্ডের কথা অপরূপ গণি॥
প্রকৃতি-নিচয় মাঝে রাধা অন্যতমা।
শুনিলে তাঁহার কথা পাপী পায ক্ষমা॥
বৈবর্ত্তপুরাণ-কথা অমৃত সমান।
পাপতাপ শোকদুঃখ সবার প্রয়াণ॥

প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

সুযজ্ঞ রাজার প্রতি ব্রহ্মশাপ।

এত যদি বলিলেন দেব মহেশ্বর।
আনন্দে হইল পূর্ণ পার্ব্বতী-অন্তর॥
রাধা ভজি যে ভাবেতে সুযজ্ঞ বাঁচিল।
তাহার কাহিনী হেতু বাসনা জাগিল॥
অতএব মহাদেবী জুড়ি দুই কর।
সবিনয়ে কহিলেন শিবের গোচর॥
পুনঃ এক নিবেদন করিতেছি আমি॥
সুযজ্ঞ রাজার কথা কহ এবে স্বামি॥
কোন্ স্থানে জন্ম হয় সুযজ্ঞ রাজার।
কহ নাথ, জানিবারে বাসনা আমার॥
ব্রহ্মশাপগ্রস্ত রাজা হ'ল কি কারণ।
কি প্রকারে করিলেন রাধা-আরাধন॥

মহাদেব কহিলেন, শুন দিয়া মন।
সুযজ্ঞ রাজার কথা কহিব এখন ॥
স্বায়ম্ভুব মনু হন মনুর প্রধান।
শতরূপা-স্বামী তিনি অতি পুণ্যবান্ ॥
শ্রীউত্তানপাদ হয় তাঁহার তনয়।
তাঁর পুত্র ধ্রুব নামে সুবিখ্যাত হয় ॥
উৎকল ধ্রুবের পুত্র হরিপরায়ণ।
পুষ্করতীর্থেতে যজ্ঞ করেন সাধন ॥
রাজসূয় যজ্ঞ বহু করে অনুষ্ঠান।
বহু ধনরত্ন আদি বিপ্রে করে দান ॥
উৎকলের যজ্ঞ দেখে ব্রহ্মা মহাশয়।
সুযজ্ঞ নামেতে তাঁর করে পরিচয় ॥
যজ্ঞকালে ধনরত্ন বিপ্রে করে দান।
দশলক্ষ ধেনু নিত্য ব্রাহ্মণেরা পান ॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় মহাতৃপ্তিকর।
একলক্ষ সূপকার খায় নিরন্তর ॥
যজ্ঞ শেষ দিবসেতে সুযজ্ঞ নৃপতি।
স্বর্ণ আদি দান করে ব্রাহ্মণের প্রতি ॥
কোটি কোটি ব্রাহ্মণেরে করে নিমন্ত্রণ।
মহাতৃপ্তিসহ সবে করিলা ভোজন ॥
অনন্তর শূদ্রদের অন্ন করি দান।
রত্ন-সিংহাসনে বসে রাজা পুণ্যবান্ ॥
সহসা সেথায় এক আসিল ব্রাহ্মণ।
শুষ্ক কণ্ঠ শুষ্ক তালু মলিন বসন ॥
রাজারে হেরিয়া সেথা দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
হাত তুলি আশীর্ব্বাদ করিল তখন ॥
আপন আসন হ'তে না উঠি নৃপতি।
নমস্কার করিলেন ব্রাহ্মণের প্রতি ॥
সম্মান নাহিক করে সভাসদ্‌গণ।
ব্রাহ্মণেরে হেরি হাস্য করে সভাজন ॥
ব্রাহ্মণ তাহাতে বোধ করি অপমান।
নৃপতিরে অভিশাপ করিলা প্রদান ॥
শুন শুন রে পামর, মিথ্যা অহঙ্কার।
রাজ্যভ্রষ্ট হও তুমি শাপেতে আমার ॥
অবজ্ঞা করিলে তুমি যেহেতু ব্রাহ্মণে।
সর্ব্বশূন্য হ'বে তুমি আমার বচনে ॥
বিদেশেতে গিয়া তুমি হও শোভাহীন।
কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত হ'য়ে রহ নিশিদিন ॥
বুদ্ধি তব হ'বে নষ্ট জানিবে রাজন্।
জরায় করিবে তব দেহ আক্রমণ ॥
এত বলি ক্রোধে কাঁপে ব্রাহ্মণপ্রবর।
সবে রয় মৌনী হ'য়ে সভার ভিতর ॥
অভিশাপ শুনি তবে সুযজ্ঞ রাজন্।
বিনয় করিয়া কত করেন রোদন ॥
অভিশাপ দিয়া ক্রোধে চলিলা ব্রাহ্মণ।
অন্য অন্য মুনি তাঁরে করে সম্বোধন ॥
শুন শুন মুনিবর, করিও না ক্রোধ।
নৃপতিরে রক্ষা কর, এই অনুরোধ ॥
বিপ্রগণ সবে কহে সম্বোধি ব্রাহ্মণে।
অনুরোধ করি, ক্রোধ নাহি রাখ মনে ॥
মহাগুণবান্ রাজা দানশীল অতি।
ক্রোধ নাহি শোভা পায় হেন জন প্রতি ॥
অতি সকাতরে মোরা করি আবেদন।
কৃপা করি ক্রোধ তব কর সম্বরণ ॥
পুলস্ত্য প্রচেতা ভৃগু অঙ্গিরা পুলহ।
পশ্চাতে পশ্চাতে চলে, ব্রাহ্মণের সহ ॥
মরীচি কশ্যপ চলে ক্ষুণ্ণমনে অতি।
দুর্ব্বাসা লোমশ চলে, চলে বৃহস্পতি ॥
ক্রতু শুক্র কণ্ব কঠ পৈল কাত্যায়ন।
কণাদ পাণিনি বোঢ়ু ঔর্ব্ব সনাতন ॥
আপিশলি মার্কণ্ডেয় সনৎকুমার।
জরৎকারু ভরদ্বাজ সাথে চলে তাঁর ॥
বাল্মীকি উতথ্য অত্রি নর-নারায়ণ।
গৌতম দেবল সাথে করিলা গমন ॥
জামদগ্ন্য বালখিল্য আদি মুনি যত।
ব্রাহ্মণের সাথে সাথে চলে অবিরত ॥
অনন্তর সবে মিলি ঘেরিয়া মুনিরে।
নানাভাবে বুঝাইল অতি ধীরে ধীরে ॥

প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

ঋষিদিগের অতিথি-বিনয়চ্ছলে রাজার প্রতি উপদেশ।

পার্ব্বতী কহিলা, মোরে কহ প্রাণেশ্বর।
কোন্ কথা মুনিগণ কহে অতঃপর॥
শিব কহে পার্ব্বতীরে, শুন প্রাণেশ্বরি।
তোমারে সকল কথা কহিব বিস্তারি॥
সনৎকুমার কহে শুন মুনিবর।
কি কারণে হ'লে তুমি কুপিত অন্তর॥
অভিশাপ দিয়া যেই করিলে গমন।
সাথে সাথে লক্ষ্মীদেবী চলিলা তখন॥
কীর্ত্তি যশ ঐশ্বর্য্যাদি সাথে সাথে যায়।
পিতৃগণ দেবগণ ত্যজিলা রাজায়॥
সুপ্রসন্ন হও মুনি ক্ষম অপরাধ।
নৃপতিরে গিয়া তুমি কর আশীর্ব্বাদ॥
বৃহস্পতি বলিলেন, মুনিবর শুন।
নৃপতির সভামাঝে যাও তুমি পুনঃ॥
পাপমুক্ত কর গিয়া রাজার ভবন।
রাজা প্রতি মিথ্যা ক্রোধ কর সংবরণ॥
যেই জন অতিথির না করে সৎকার।
ব্রহ্মহত্যা পত্নীহত্যা পাপ হয় তার॥
পুলস্ত্য কহেন শুন আমার বচন।
অতিথিরে অনাদর করে যেই জন॥
বহু পাপ হয় তার অশেষ দুর্গতি।
নিজগুণে ক্ষমা কর নৃপতির প্রতি॥
অনন্তর মুনিবরে কহিলা পুলহ।
নিজগুণে নৃপতির দোষ নাহি লহ॥
যেই জন ব্রাহ্মণেরে করে অপমান।
তার গৃহ হ'তে লক্ষ্মী করেন প্রস্থান॥
দ্বিজবর ক্ষমা কর নৃপ-অপরাধ।
তাহার ভবনে গিয়া কর আশীর্ব্বাদ॥
অঙ্গিরা কহেন, শুন বচন আমার।
নৃপতিরে আশীর্ব্বাদ কর পুনর্ব্বার॥
যেই জন ব্রাহ্মণেরে অপমান করে।
বহু কষ্ট পায় সেই সপ্ত জন্ম ধ'রে॥
মরীচি কহেন তাঁরে, শুন দ্বিজবর।
নৃপতির প্রতি কেন কুপিত অন্তর॥
যেই জন বিপ্র কিংবা গুরু নিন্দা করে।
বিষ্ণু-পরিত্যক্ত হয় পৃথিবী ভিতরে॥
রাজার ভবনে তুমি যাও পুনর্ব্বার।
আশীর্ব্বাদ কর তারে কৃপা-অবতার॥
দুর্ব্বাসা বলেন তারে শুন হে ব্রাহ্মণ।
পুনর্ব্বার রাজগৃহে করহ গমন॥
যেইজন দেব বিপ্রে করে অপমান।
বহু পাপ হয় তার শুন মতিমান্॥
অতএব সর্ব্বদোষ করহ মার্জ্জন।
নৃপতিরে আশীর্ব্বাদ করহ এখন॥
এইরূপে নানা মুনি নানা কথা কয়।
রাজা আসি অনন্তর করে অনুনয়॥
অজ্ঞান অবোধ আমি অপরাধী ঘোর।
কৃপা করি ক্ষমা কর অপরাধ মোর॥
নারায়ণ মুনি কহে শুন হে রাজন্।
ষোড়শ কৃতঘ্ন-পাপ শাস্ত্রের বচন॥
যেই জন ব্রহ্মবৃত্তি করিবে হরণ।
কৃতঘ্নের পদবাচ্য হয় সেই জন॥
কীর্ত্তির ব্যাঘাত যদি করে কোন জন।
তাহার কৃতঘ্ন নাম হইবে তখন॥
গুরু বিপ্র দেবতার বিত্ত যেই হরে।
কৃতঘ্ন তাহার নাম পৃথিবী-ভিতরে॥
পিতামাতা যেইজন না করে পালন।
কৃতঘ্নের পদবাচ্য হয় সেই জন॥
যেই জন মিথ্যা সাক্ষ্য করিবে প্রদান।
কৃতঘ্ন সে-জন হয় শুন মতিমান্॥
কোনরূপে পুণ্য নাশ করে যেই জন।
কৃতঘ্ন তাহার নাম হয় সর্ব্বক্ষণ॥
কৃতঘ্ন যে হয় সেই অতি অভাজন।
কুম্ভীপাক নরকে সে করিবে গমন॥

যমের কিঙ্করগণ করিবে তাড়ন।
মল মূত্র অবিরল করিবে ভোজন॥
কাকজন্ম সর্পজন্ম হইবে তাহাব।
মণ্ডূকের রূপ সেই ধরে বারংবার॥
মুনিগণ কহিলেন, শুন হে রাজন্।
ভক্তিভরে ব্রাহ্মণেবে করহ পূজন॥
মুনিবরে ল'যে যাও আপন ভবনে।
আরাধনা কর তাঁরে ভক্তিযুক্ত মনে॥
যেই জন ব্রাহ্মণেরে অপমান করে।
সে-জন গমন করে নরক-ভিতরে॥
ব্রাহ্মণের পদধূলি মস্তকেতে লহ।
তাঁহার পূজন তুমি কর অহরহঃ॥
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ পাইবে আবার।
নিজ রাজ্য ফিরে পাবে সংশয কি তার॥
নৃপতিরে উপদেশ দিযা মুনিগণ।
আপন আপন স্থানে করিলা গমন॥

প্রকৃতিখণ্ডে উনচত্বারিংশ অধ্যায সমাপ্ত।

ও চত্বারিংশ অধ্যায়

বাজাব প্রতি সুতপা অতিথিব উপদেশ।

পার্ব্বতী কহেন শিবে, কহ প্রাণেশ্বর।
অতঃপর কোন্ কার্য্য করে নৃপবর॥
মহাদেব কহিলেন পার্ব্বতীর প্রতি।
কি হইল তারপর শুন শুন সতি॥
লজ্জিত হইযা রাজা বশিষ্ঠ-আদেশে।
ব্রাহ্মণের পদধূলি লয অবশেষে॥
ভক্তিযুক্ত হ'যে করে চরণ বন্দন।
যথারীতি পাদ্য অর্ঘ্য দানিল তখন॥
গলায বসন দিয়া যুড়ি দুই কর।
লুটাইযা পড়ে তাঁর চরণ উপর॥
নৃপ-অশ্রুজলে ভিজে দ্বিজের চরণ।
বার বার মাগে রাজা ব্রাহ্মণশরণ॥
রাজা যদি এইভাবে ক্ষমাভিক্ষা মাগে।
করুণার ভাব তবে বিপ্রমনে জাগে॥
ক্রোধ পরিত্যাগ করি ব্রাহ্মণ তখন।
রাজারে আশিস্ করে অতি হৃষ্ট মন॥
কৃতাঞ্জলিপুটে রাজা দ্বিজবরে কয।
কোন্ বংশে জন্ম তব দেহ পরিচয॥
কোন্ জন পিতা তব, কি নাম তোমার।
কি কারণে আগমন কহ সবিস্তার॥
কেবা তব ইষ্টদেব কহ দ্বিজবর।
তোমারে হেরিয়া মুগ্ধ আমার অন্তর॥
হুতাশন-সম মূর্ত্তি কে তুমি ব্রাহ্মণ।
মম রাজ্য বিত্ত আদি করহ গ্রহণ॥
মম পত্নী দাসী তব, আমি তব দাস।
রত্ন-সিংহাসনে বসি পূর্ণ কর আশ॥
শুনিযা রাজার বাক্য দ্বিজবর কয়।
শুন শুন আজি মোর দিব পরিচয॥
মরীচি ব্রহ্মার পুত্র বিদিত ভুবন।
কশ্যপ তাঁহার পুত্র জানে সর্ব্বজন॥
দেবত্ব পাইল যত কশ্যপ-সন্তান।
তাঁদের ভিতর ত্বষ্টা অতি জ্ঞানবান্॥
বহুবর্ষ সেই ত্বষ্টা থাকিয়া পুষ্করে।
শ্রীহরির ধ্যান করে ভক্তি সহকারে॥
শ্রীহরির অনুগ্রহে ত্বষ্টা অনন্তর।
লাভ করিলেন এক পুত্র মনোহর॥
ত্বষ্টাপুত্র মহাতেজা অতি গুণধাম।
ত্রিভুবনে জানে তার বিশ্বরূপ নাম॥
একদিন দেবগুরু জ্ঞানী বৃহস্পতি।
উপনীত হন আসি ইন্দ্রেব সংহতি॥
হেরিয়া গুরুরে ইন্দ্র না উঠি তখন।
বসিযা রহিল সেথা পূর্ব্বের মতন॥
ইহাতে কুপিত হয গুরুর অন্তর।
কঠোর বচনে তাই কহে অতঃপর॥
আমারে অবজ্ঞা তুমি কর দেবরাজ।
লক্ষ্মীভ্রষ্ট হ'বে সত্য জেনে রাখ আজ॥

গুরু-অভিশাপ শুনি দেবেন্দ্র তখন।
বৃহস্পতি-পদে ধরি করিল রোদন ॥
শিষ্যের আকুতি দেখি গুরু তুষ্ট হন।
অতঃপর নিজগৃহে করেন গমন ॥
অভিশপ্ত দেবরাজ অতীব ব্যাকুল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন নাহি পান কূল ॥
এদিকে দৈত্যেরা করে তাঁহারে পীড়ন।
মুক্তির উপায় ইন্দ্র করেন চিন্তন ॥
বিশ্বরূপে অতঃপর আনিয়া আগারে।
করিলেন বহু যজ্ঞ দৈত্য নাশিবারে ॥
ক্রমে ইন্দ্র জানিলেন তার পরিচয়।
দৈত্যের দৌহিত্র এই বিশ্বরূপ হয় ॥
এতেক জানিয়া ইন্দ্র ক্ষোভিত অন্তর।
বিশ্বরূপে বধ তাই করিল সত্বর ॥
বিশ্বরূপ পুত্র যিনি শুন হে রাজন্।
বিরূপ তাঁহার নাম খ্যাত ত্রিভুবন ॥
তাঁহার তনয় আমি শুন গুণধাম।
সুতপা সকল জনে জানে মোর নাম ॥
কশ্যপের কুলে জন্ম জানিবে সতত।
বিষয় হইতে আমি হইনু বিরত ॥
মহাদেব গুরু মোর বিদ্যা জ্ঞানদাতা।
ইন্দ্রদেব নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ বিধাতা ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-চিন্তা নিত্য আমি করি।
মম ধ্যান মম জ্ঞান শ্রীগোবিন্দ হরি ॥
আসক্তি নাহিক মম তুচ্ছ সম্পদেতে।
শ্রীহরির ধ্যানে আমি রহিয়াছি মেতে ॥
সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য যে আর।
চারি রূপ মুক্তি হয় শাস্ত্রের বিচার ॥
হরির নিকট মুক্তি না করি গ্রহণ।
দিবারাত্রি ধ্যান করি তাঁর শ্রীচরণ ॥
ব্রহ্মত্ব দেবত্ব আদি নশ্বর সকল।
জলবিম্ববৎ তাহা জানি অবিরল ॥
রাজপদে প্রয়োজন নাহিক আমার।
শ্রীহরি-চরণ শুধু করিয়াছি সার ॥
বিষ্ণুভক্তি লাভ তরে আসিনু হেথায়।
বহু মুনি আসিয়াছে তোমার সভায় ॥
তাঁদের দর্শন লাগি মোর আগমন।
অভিশাপ দিনু তোমা মঙ্গল-কারণ ॥
মহাঘোর ভবার্ণবে পড়েছ রাজন্।
মোর শাপে হবে তব বন্ধন মোচন ॥
পুত্রে প্রতি রাজ্যভার করি সমর্পণ।
কানন-মাঝারে তুমি করহ গমন ॥
পত্নীরে রাখিয়া যাও পুত্রের নিকটে।
মঙ্গল হইবে তব কহি অকপটে ॥
ব্রহ্মা আদি যত কিছু মিথ্যা সমুদয়।
শ্রীকৃষ্ণ কেবল নিত্য সকল সময় ॥
রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণেরে কর আরাধন।
সবার ঈশ্বর তিনি মুক্তির কারণ ॥
ব্রহ্মা মহাদেব আদি করে তাঁর ধ্যান।
আনন্দ-স্বরূপ তিনি কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ তা রাজন্।
ক্রমে ক্রমে সব কথা করিব বর্ণন ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অমৃত মধুর।
শুনিলে নিমেষে সর্ব্ব পাপ হয় দূর ॥

প্রকৃতিখণ্ডে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● একচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে কালমান
সুযজ্ঞ রাজার রাধাকৃষ্ণ দর্শন।

সুযজ্ঞ কহিলা মোরে কহ দ্বিজবর।
কোন্ লোক অবস্থিত ব্রহ্মাণ্ড-উপর ॥
মহাত্মন্ কর মোর সংশয়-ছেদন।
বিশেষ রূপেতে সব করহ বর্ণন ॥
শুনিয়া রাজার কথা মুনিবর কয়।
গোলোক বর্ণনা করি শুন মহাশয় ॥
ব্রহ্মাণ্ড উপরে রাজে গোলোক-ভবন।
কৃষ্ণের ইচ্ছায় রহে ডিম্বের মতন ॥



সৃজন ক্রীড়ায় যবে রত সনাতন।
ঘর্ম্মবিন্দু মুখ হ'তে পড়িল তখন॥
সেই জল ব্যাপ্ত হয় ভুবন-মাঝারে।
গোলোক তাহাতে রাজে ডিম্বের আকারে॥
প্রকৃতির গর্ভ হ'তে ডিম্বের উদয়।
গোলোকভবন-রূপে সেই ডিম্ব রয়॥
অপূর্ব্ব কাহিনী কহি, শুন হে রাজন্।
মহান্ বিরাট জলে করয়ে শয়ন॥
শ্রীকৃষ্ণের অংশজাত দূর্ব্বাদল শ্যাম।
চতুর্ভুজ নারায়ণ নয়নাভিরাম॥
পীত-বস্ত্র-পরিহিত সস্মিত বদন।
বৈকুণ্ঠধামেতে সদা বিরাজিত হন॥
চন্দ্রবৎ গোলাকার বৈকুণ্ঠভবন।
তাহাতে রাজেন সদা হরিনারায়ণ॥
দুই রূপে প্রকটিত কৃষ্ণ ভগবান্।
দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ-রূপে বিদ্যমান॥
চতুর্ভুজ-রূপে রহে বৈকুণ্ঠ-মাঝারে।
গোলোকে দ্বিভুজ-রূপে সদা বাস করে॥
বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধলোকে গোলোকভবন।
অতীব বিস্তৃত আর অতি সুশোভন॥
বহুমূল্য রত্নরাজি শোভে অনুক্ষণ।
রত্ন-স্তম্ভ সোপানাদি অতি-সুদর্শন॥
পর্ব্বত শোভিছে সদা শতশৃঙ্গ নাম।
বহিছে বিরজা নদী সেথা অবিরাম॥
তাহার মাঝারে আছে বৃন্দাবন বন।
রাসের মণ্ডলে শোভে গোপ-গোপীগণ॥
তাদের মাঝারে শোভে কৃষ্ণ সনাতন।
দ্বিভুজ মুরলীধারী মদন মোহন॥
গোপ-বালকের বেশ রত্নে বিভূষিত।
পীতবস্ত্র পরিধানে চন্দনচর্চ্চিত॥
রাসের ঈশ্বরী সেথা রাধা বিনোদিনী।
সদাই কৃষ্ণের সেবা করিছেন তিনি॥
হরির বক্ষেতে শোভে রাধা বিনোদিনী।
কৃষ্ণপ্রাণাশ্রিতা তিনি নিত্য সনাতনী॥

রত্ন-সিংহাসনে রাজে কৃষ্ণ সনাতন।
চামর ব্যজন করে যত গোপগণ॥
সুবেশা গোপিকা যত আনন্দিত মনে।
শ্রীহরির সেবা করে মাল্য ও চন্দনে॥
গোলোক ভবন হয় হরির আলয়।
রত্নের নির্ম্মিত কত মন্দিরাদি রয়॥
দর্পণ-রচিত শোভে কপাট উজ্জ্বল।
তাহার মাঝারে রাজে রাসের মণ্ডল॥
পদ্মের মাঝারে শোভে কর্ণিকা যেমন।
গোপের মাঝারে হরি শোভেন তেমন॥
এই হেতু বলি শুন ওহে নরপতি।
কৃষ্ণসেবা সার কর করিয়া ভকতি॥
কৃষ্ণ ছাড়া কেহ নাই জগৎ সংসারে।
তিনি বিনা ভবার্ণবে কেবা পার করে॥
রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি ধ্যান করিবে অন্তরে।
কহিলাম সব কথা তোমার গোচরে॥
তপস্যার তরে কর কাননে প্রস্থান।
এত বলি রাধামন্ত্র করিলেন দান॥
বিপ্রের মুখেতে রাজা শুনিয়া বচন।
জিজ্ঞাসে বিনয় সহ বিপ্রের সদন॥
তব মুখে কৃষ্ণকথা শুনিয়া শ্রবণে।
লভিনু অনেক জ্ঞান আজি এইক্ষণে॥
তব উপদেশ হৃদে করিয়া ধারণ।
যাইতে প্রস্তুত আছি সুদূর কানন॥
কিন্তু এক প্রশ্ন মম, কহি তব ঠাঁই।
কোন্ বনে যাব আমি কহ গো গোঁসাই॥
আর এক কথা আমি চাহি জানিবারে।
জরাদেহে কিপ্রকারে যাইব কান্তারে॥
সমস্যা আমার তুই কর সমাধান।
তবে তো বিপদ্ মাঝে পাই আমি ত্রাণ॥
নৃপতির মুখে শুনি কাতর আকৃতি।
ব্রাহ্মণ তাহারে দান করেন যুকতি॥
যেই রাধানাম আমি দিয়াছি অন্তরে।
সেই রাধানাম তুমি জপ নিরন্তরে॥

বিপ্রপাদোদক তুমি করিবে সেবন।
বিপ্রপদধূলি শিরে করিবে ধারণ॥
বর্ষকাল আচরণ কর এই ভাবে।
তাহাতে তোমার ক্ষোভ দুঃখ ঘুচে যাবে॥
শুনিয়া মুনির বাক্য নৃপতি তখন।
তপস্যা-কারণে করে বনেতে গমন॥
বনের মাঝারে যবে গেলা নরপতি।
বন্ধুরা রোদন করে মনোদুঃখে অতি॥
পতিব্রতা মহিষীরা অতি দুঃখভরে।
নৃপতির বিরহেতে প্রাণ্ ত্যাগ করে॥
পুষ্কর তীর্থেতে গিয়া সুযজ্ঞ রাজন্।
দুশ্চর তপস্যা করে ভক্তিযুক্তমন॥
মহামন্ত্র জপ করে সহস্র বৎসর।
শ্রীরাধা দেবীরে রাজা হেরে অতঃপর॥
গগন-মণ্ডলে দেবী পরম ঈশ্বরী।
সুযজ্ঞ রাজারে দেখা দেন কৃপা করি॥
অনন্তযৌবনা দেবী হেরি সে সময়।
রাজার শরীর হ'তে পাপ দূর হয়॥
ত্যজিয়া মনুষ্য-দেহ সুযজ্ঞ তখন।
দিব্য এক কলেবর করিল ধারণ॥
শ্রীরাধা তাঁহারে ল'যে দিব্য এক রথে।
ত্বরিতে ছুটিযা চলে গোলোকের পথে॥
রথে আরোহণ করি নৃপতি তখন।
যুক্তকরে রাধিকারে করিল স্তবন॥
দূর হ'তে হেরে রাজা গোলোক সুন্দর।
বিরজা তটিনী সেথা বহে নিরন্তর॥
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতের শোভা মনোহর।
বৃন্দাবন শোভা পায রাসের ভিতর॥
গোপ-গোপী গাভীগণ করিছে বিরাজ।
মনোহর মন্দিরাদি গোলোকের মাঝ॥
কল্পবৃক্ষ শোভা পায় সুন্দর উদ্যানে।
পারিজাত প্রস্ফুটিত সর্ব্বদা সেখানে॥
গোলোক সে গোলোকের চন্দ্রবিম্বসম।
আঁধার-রহিত সদা অতি মনোরম॥
শূন্যদেশে বর্ত্তমান সে গোলোকধাম।
নরপতি সে গোলোক হেরে অবিরাম॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু বিরাটাদি ধর্ম্ম নারাযণ।
গঙ্গা লক্ষ্মী সরস্বতী আদি দেবীগণ॥
সাবিত্রী তুলসী আর সনৎকুমার।
পবন বরুণ চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি আর॥
গোলোকধামেতে রাজে কৃষ্ণ সনাতন।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভা পায় কুঙ্কুম চন্দন॥
বহ্নিশুদ্ধ পীত বাস পরিধানে তাঁর।
অনন্ত কিশোর বেশ অতি চমৎকার॥
নবজলধরকান্তি বদন সুন্দর।
দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্যাম নটবর॥
নির্গুণ পরম ব্রহ্ম তিনি ইচ্ছামঘ।
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু সকল সময॥
নানা রত্নে বিভূষিত কৃষ্ণ সনাতন।
সুযজ্ঞ রাজারে রাধা করান দর্শন॥
ভগবানে হেরি রাজা সশঙ্কিত অতি।
রথ হ'তে অবতরি করিল প্রণতি॥
ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর সবার জীবন।
সর্ব্ব সম্পদের দাতা মঙ্গলকারণ॥
সকলের অন্তরাত্মা সবার কারণ।
সুপ্রসন্ন সুমহান্ কৃষ্ণ সনাতন॥
প্রেমপুলকিত নেত্রে সুযজ্ঞ-নৃপতি।
আনত হইযা তাঁরে করিলা প্রণতি॥
পরমাত্মা ভগবান্ হেরি নৃপতিরে।
শুভ আশীর্ব্বাদ তাঁরে করিলেন ধীরে॥
হরি দাস্য নৃপতিরে করিলেন দান।
হরি প্রতি ভক্তি দিলা কৃষ্ণ ভগবান্॥
রথ হ'তে শ্রীরাধিকা নামিযা তখন।
হরি-ক্রোড়ে বসিলেন অতি হৃষ্ট মন॥
প্রিযসখীগণ করে চামর ব্যজন।
ভগবান্ রাধিকারে পূজিলা তখন॥
সর্ব্ব অগ্রে রাধানাম করি উচ্চারণ।
অতঃপর কৃষ্ণনাম কহে সর্ব্বজন॥

দেবের নির্দ্দেশ ইহা-জানিও সদাই।
রাধা-অগ্রে কৃষ্ণনাম উচ্চারিতে নাই॥
রাধা-অগ্রে কৃষ্ণনাম করে যেই জন।
কালসূত্র নরকেতে করে সে গমন॥
মহাদেব কহিলেন দুর্গারে তখন।
শ্রীরাধার উপাখ্যান করিনু কীর্ত্তন॥
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ প্রাণেশ্বরি।
তোমার নিকটে কিছু গোপন না করি॥

প্রকৃতিখণ্ডে একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

রাধিকার পূজাবিধি ও শ্রীকৃষ্ণের কৃত রাধিকার স্তোত্র।

পার্ব্বতী কহিলা প্রভু, দেব মহেশ্বর।
শুনিলাম শ্রীরাধার কাহিনী সুন্দর॥
কহ নাথ, কি কারণে রাজা মহাশয়।
কৃষ্ণমন্ত্র নাহি ল'য়ে রাধামন্ত্র লয়॥
শ্রীরাধার পূজাবিধি মন্ত্র স্তব ধ্যান।
কৃপা করি মোরে আজ কহ ভগবান্॥
মহাদেব কহে, শুন কহি সবিস্তারে।
মুনিবর রাধামন্ত্র দিলেন রাজারে॥
শ্রীরাধার অনুগ্রহে কৃষ্ণলাভ হয়।
রাজার পূজনে তুষ্ট কৃষ্ণ দয়াময়॥
শ্রীরাধিকা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ।
রাধারে পূজিলে ভক্ত পায় ভগবান্॥
এই উপদেশ মুনি দিলেন রাজারে।
রাধিকার মন্ত্র শেষে দিলেন তাঁহারে॥
'ওঁ রাধায়ৈ স্বাহা' এই মন্ত্র ষড়ক্ষর।
নৃপতিরে অবশেষে দিলা মুনিবর॥
মুনির আদেশে শেষে সুযজ্ঞ নৃপতি।
রাধিকার মন্ত্র জপে ভক্তি-চিতে অতি॥
শ্বেতচম্পকের বর্ণ যাঁর কলেবর।
কোটিচন্দ্র-সম যাঁর কান্তি মনোহর॥
পূর্ণ-শশধর-সম সুন্দর বদন।
শরতের পদ্ম-সম যুগল নয়ন॥
সুন্দর নিতম্ব যাঁর স্বভাব সুন্দর।
পক্ক বিল্বফল-সম যাঁহার অধর॥
মনোহর দন্তপংক্তি সহাস্যবদন।
অঙ্গে যাঁর বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র সুশোভন॥
মালতী-মালায় শোভে কবরীর ভার।
মঞ্জীরেতে সুরঞ্জিতা অতি চমৎকার॥
গজেন্দ্রগামিনী যিনি শোভিত চন্দনে।
যাঁহারে পূজন করে সর্ব্ব গোপীগণে॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা নির্গুণরূপিণী।
বিষ্ণুর জননী যিনি সম্পদদায়িনী॥
কৃষ্ণ-প্রেমময়ী যিনি রাসের ঈশ্বরী।
ভক্তিভরে সে রাধারে উপাসনা করি॥
শ্রীকৃষ্ণ-রচিত এই রাধিকার ধ্যান।
করিলেন ভক্তিভরে সুযজ্ঞ মহান্॥
অনন্তর পুষ্প করি মস্তকে প্রদান।
রাধিকার স্তব করে রাজা মতিমান্॥
হে রাধে হে দেবেশ্বরি পরম ঈশ্বরি।
ষোড়শোপচারে তব উপাসনা করি॥
হে দেবী জগৎ-বন্দ্যা সৌভাগ্যরূপিণী।
কৃষ্ণ-প্রেমময়ী তুমি কল্যাণদায়িনী॥
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে রহ নিরন্তর।
রাসের ঈশ্বরী তুমি গোলোক ভিতর॥
কৃষ্ণকান্তা হও তুমি গোলোকধামেতে।
তুলসীর বনে রহ তুলসী-নামেতে॥
চম্পাবতী হ'লে তুমি চম্পক কাননে।
চন্দ্রাবলী নাম তব হয় চন্দ্রবনে॥
সতীরূপে রহ তুমি শতশৃঙ্গ মাঝে।
পদ্মবনে রহ তুমি শ্রীপদ্মার সাজে॥
কৃষ্ণরূপে রহ তুমি কৃষ্ণ সরোবরে।
রম্যারূপে রহ কাম্য বনের ভিতরে॥
মহালক্ষ্মী ভদ্রা তুমি সিন্ধুকন্যা বাণী।
স্বর্গলক্ষ্মী সনাতনী তুমি রাধারাণী॥

সাবিত্রীরূপেতে তুমি কর অবস্থান।
তোমারে পূজন করে কৃষ্ণ ভগবান্॥
প্রতিদিন করে যেই রাধার স্তবন।
গোলোকধামেতে সেই করিবে গমন॥
এইরূপে শ্রীরাধার করিয়া পূজন।
নৃপতি গোলোকধামে করিলা গমন॥
পুত্রহীনে এই স্তব করিলে শ্রবণ।
অবশ্য লভিবে সেই সুপুত্র রতন॥
মহাব্যাধিগ্রস্ত যদি শুনে এই স্তব।
অবশ্যই দূর হবে তার রোগ সব॥
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা দিনে পূজিলে রাধায়।
রাজসূয় যজ্ঞফল লাভ হয় তায়॥
স্ত্রীজাতি রাধার স্তব করিলে শ্রবণ।
স্বামিসোহাগিনী তারা হবে সেই ক্ষণ॥
ভক্তিভরে রাধা-স্তব যেই জন করে।
ভবের বন্ধন মুক্ত হইবে অচিরে॥
যেই জন করে নিত্য রাধা আরাধন।
গোলোকধামেতে সেই করিবে গমন॥
মহাদেবী শিব প্রতি কহিল তখন।
শুনিয়া কৃতার্থ হৈনু অমিয় বচন॥
পঞ্চানন মুখ হৈতে যে বাক্য নিঃসরে।
তাহার তুলনা নাই জগৎ সংসারে॥
রাধার কাহিনী শুনি মুগ্ধ অতি মন।
দয়া করি কহ প্রভু আর বিবরণ॥
কিভাবে সুযজ্ঞ রাজা পূজিল রাধারে।
কি বিধান কিবা ধ্যান বল গো আমারে॥
কী ভাবেতে নৃপ সেই দেবদেহ পায়।
কৃপা করি সবিস্তারে বলহ আমায়॥
মহাদেবী-বাক্য শুনি শিব পশুপতি।
নিঃসংশয়ে হইলেন পুলকিত অতি॥
দুর্গা প্রতি লক্ষ্য করি হাসি পঞ্চানন।
কহিলেন শুন দুর্গা আমার বচন॥
প্রকৃতির অংশভূতা তুমি শ্রেষ্ঠা সতী।
জগতের মাতা তুমি, তুমি ভগবতী॥
তোমার আকাঙ্ক্ষা আমি করিব পূরণ।
যে ভাবেতে নৃপ করে রাধার পূজন॥
দ্বিজবাক্য শুনি তবে সুযজ্ঞ নৃপতি।
সর্ব্ব ত্যজি পুষ্করেতে করিলেন গতি॥
সমাহিত শুদ্ধচিত্ত সুযজ্ঞ হইল।
দেহ-মন এক ক'রে রাধারে পূজিল॥
প্রাণায়াম অঙ্গন্যাস ইত্যাদি বিধান।
সকলি পালন করে রাজা মতিমান্॥
দেহশুদ্ধি করি আর শুদ্ধ করি মন।
সর্ব্ববিধিমতে করে রাধারে পূজন॥
শঙ্খ দীপ ধূপ আদি সব উপাদান।
নৈবেদ্য তুলসী পুষ্প রাখে বিদ্যমান॥
মধুপর্ক পঞ্চগব্য আসন অঙ্গুরী।
ষোড়শোপচারে পূজে ভক্তিশ্রদ্ধা করি॥
শিখেছিল রাজা যত বেদের বিধান।
বীজমন্ত্রে সেইরূপে পূজে মতিমান্॥
প্রথমে পূজিল নৃপ অষ্ট নায়িকায়।
অতঃপর পূজিলেন দেবী শ্রীরাধায়॥
এইরূপে বিধিমতে পূজা সমাপিল।
পূজা অন্তে ভক্তিভরে স্তব আরম্ভিল॥
জগন্মাতা জগন্ময়ী তুমি বিশ্বেশ্বরী।
বিষ্ণুপ্রিয়া সনাতনী পরমা সুন্দরী॥
হরিপ্রিয়া পদ্মাসনা বিশ্ব-প্রসবিনী।
আদ্যাশক্তি তুমি মাতা জগৎ-জননী॥
কৃষ্ণ-বক্ষ নিবাসিনী বিপদ্-তারিণী।
তুমি মাতা মুক্তিদাত্রী বিষ্ণু-প্রসবিনী॥
কলুষনাশিনী দেবী ভকতবৎসলা।
দয়াময়ী পদ্মাবতী তুমি সুমঙ্গলা॥
আমি অতি মূঢ়মতি অতি অভাজন।
আমা প্রতি ক্রোধ নাহি কর অকারণ॥
দেহ দেবী পদছায়া লইনু শরণ।
সুতপা ব্রাহ্মণ-শাপে মুক্তির কারণ॥
সর্ব্বভয় দূরে যায় তুমি রক্ষ যারে।
তোমার তুলনা নাই এ ভব-সংসারে॥

স্তবশেষে রাধিকার উদ্দেশে তখন।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম তবে করেন রাজন্॥
এত বলি মহাদেব মৌনী হ'য়ে রয়।
উপাখ্যান শুনি দুর্গা প্রসন্ন হৃদয়॥
নারদের প্রতি দেব কহেন তখন।
এইভাবে ভবানীরে বলে পঞ্চানন॥
আর কিছু জানিবার সাধ যদি মনে।
অসঙ্কোচে কহ তাহা বলিব এক্ষণে॥

প্রকৃতিখণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিশচত্বারিংশ অধ্যায়

দুর্গার উপাখ্যান।

নারদ কহিলা, প্রভু, কৃপা-অবতার।
তব মুখে শুনিলাম কথা চমৎকার॥
শ্রীরাধার উপাখ্যান অতীব মোহন।
শ্রীদুর্গাকাহিনী মোরে কহ নারায়ণ॥
নারায়ণী বিষ্ণুমায়া অম্বিকা সর্ব্বাণী।
নিত্যা সত্যা সনাতনী পার্ব্বতী ঈশানী॥
মহামায়া গৌরী শিবা শ্রীদুর্গা ও সতী।
সকলের অর্থ প্রভু কহ মোর প্রতি॥
প্রথমে কে শ্রীদুর্গারে পূজন করিল।
শুনিবার সাধ তাহা মনেতে জাগিল॥
কিরূপে দেবীর পূজা হ'ল প্রচলন।
কৃপা করি মোরে আজ কহ নারায়ণ॥
নারায়ণ কহিলেন হৃষ্ট চিত্তে অতি।
শুন শুন, কহি আমি নারদ সুমতি॥
দেবীর ষোড়শ নাম শাস্ত্র-অনুসারে।
অকপটে আজি আমি বর্ণিব তোমারে॥
দুঃখ শোক নাশে যেই সকল সময়।
নাশ করে যেই জন যমদণ্ড-ভয়॥
রোগ ভয় নাশ যেই করে অবিরাম।
পতিতপাবনী তিনি, দুর্গা তাঁর নাম॥
যশ তেজ রূপ গুণ দান করে যেই।
নারায়ণশক্তি তিনি, নারায়ণী সেই॥
সকলেরে ধন দান করে অবিরাম।
ত্রিভুবনে জানে তাঁর শ্রীঈশানী নাম॥
সৃষ্টিকালে বিষ্ণু করে মায়ার সৃজন।
বিষ্ণুমায়া নাম তাঁর হইল তখন॥
কল্যাণদায়িনী ব'লে শিবা নাম হয়।
মঙ্গলকারিণী দেবী সকল সময়॥
জ্ঞান-অধিষ্ঠাত্রী দেবী জানি অনুক্ষণ।
সতী তাই নাম রাখে যত সুধীগণ॥
ভগবান্ সম দেবী নিত্য বিরাজিতা।
নিত্যা নামে তাই দুর্গা হইলা বিদিতা॥
সত্যরূপে বর্ত্তমানা সত্যা তাঁর নাম।
ভগবতী নামে তাঁরে জানি অবিরাম॥
পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী পর্ব্বতনন্দিনী।
পার্ব্বতী বলিয়া তাই অভিহিতা তিনি॥
এইরূপ শ্রীদুর্গার ষোলো নাম হয়।
আরাধনা করে ভক্ত সকল সময়॥
প্রথমে পূজেন তাঁরে কৃষ্ণ সনাতন।
তারপর ব্রহ্মা তাঁরে করিলা পূজন॥
ত্রিপুরের বধ লাগি দেব মহেশ্বর।
শক্তিময়ী শ্রীদুর্গারে পূজে অতঃপর॥
দুর্ব্বাসার অভিশাপ খণ্ডন করিতে।
শ্রীদুর্গারে পূজে ইন্দ্র ভক্তিযুত চিতে॥
সিদ্ধ ঋষি আর যত মুনিবরগণ।
ক্রমে ক্রমে শ্রীদুর্গারে করিল পূজন॥
অসুরের অত্যাচারে হৈয়া জর্জ্জরিত।
দেবতারা দুর্গাপূজা করে বিধিমত॥
দেবতার তেজে দুর্গা আবির্ভূতা হন।
দেবগণ দান করে অস্ত্র ও ভূষণ॥
দুর্গ আদি দৈত্য দেবী করিলা নিধন।
ভ্রষ্টরাজ্য লাভ করে যত দেবগণ॥
অন্য কল্পে পূজে তাঁরে সুরথ নৃপতি।
কবচ ধারণ করে শুদ্ধ চিতে অতি॥

ফল পুষ্প তীর্থজল করি আহরণ।
সুরথ নৃপতি পূজে শ্রীদুর্গা চরণ॥
ছাগল মহিষ মেষ পক্ষী কৃষ্ণসার।
কুষ্মাণ্ড ইত্যাদি বলি দিলা শতবার॥
তুষ্টা হ'য়ে দুর্গাদেবী দিলা দরশন।
বলিলেন কিবা বর মাগহ রাজন্॥
নৃপবর রাজ্যধন দেবীপাশে চায়।
দুর্গাদেবী সেই বর দিলেন রাজায়॥
নিষ্কণ্টক রাজ্যে রাজা গেলা অতঃপর।
রাজ্যসুখ করে ভোগ হরিষ অন্তর॥
বহু বর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়া নৃপতি।
রাজ্যভার সমর্পিলা পুত্রদের প্রতি॥
পুষ্করেতে তারপর করিলা গমন।
যোগ তপ করি প্রাণ ত্যজেন রাজন্॥
অষ্ট মন্বন্তরে নৃপ সাবর্ণি হইল।
সূর্য্যপত্নী গর্ভে আসি জনম লভিল॥
সাবর্ণি মনুর রূপে জানে সর্ব্বজন।
ভার্য্যাসহ শ্রীদুর্গার করে আরাধন॥
এতেক শুনিয়া তবে বিরিঞ্চিতনয়।
ভাবাবেশে অতিশয় পুলকিত হয়॥
প্রকৃতি-প্রধানা সতী দুর্গা মহাদেবী।
শিবের গৃহিণী আর কৃষ্ণ প্রতিচ্ছবি॥
যতই শুনয়ে কথা মিটে না ত' আশা।
মনেতে যতই ভাব, মুখে নাহি ভাষা॥
তথাপি জিজ্ঞাসা করি পূর্ণ বিবরণ।
কি ভাবেতে দুর্গা পূজে সুরথ রাজন্॥
কেবা সেই রাজা, আর কোথা ধাম তার।
কেন বা দুর্গারে পূজে কহ সবিস্তার॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা পবিত্র মহান্।
সেইজন শোনে যেবা অতি ভাগ্যবান্॥

প্রকৃতিখণ্ডে ত্রিশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

সুরথ-বংশ-বর্ণন, তারাহরণ বৃত্তান্ত, বুধের উৎপত্তি।

শুনিয়া নারদ বাক্য প্রভু নারায়ণ।
হাসিমুখে কহিলেন সব বিবরণ॥
ব্রহ্মাপুত্র অত্রিমুনি অতি গুণধর।
তাঁহার তনয় ছিল দেব শশধর॥
রাজসূয় যজ্ঞ বহু করি অনুষ্ঠান।
শশধর হয় সব বিপ্রের প্রধান॥
কামেতে উন্মত্ত হৈয়া দেব শশধর।
বেদবিধি গেলা ভুলি ওহে মুনিবর॥
অবশেষে একদিন মদনে মাতিয়া।
গুরুপত্নী তারারে সে লইল হরিয়া॥
কামবশে তারা সহ করিল বিহার।
তাহাতে তারার হয় গর্ভের সঞ্চার॥
সেই গর্ভ হৈতে জন্মে পুত্র মনোহর।
জ্ঞান-গুণে সর্ব্বভাবে তুল্য শশধর॥
পণ্ডিত বালক সেই বুধ তার নাম।
বুধপুত্র চৈত্র ছিল অতি গুণধাম॥
চৈত্রের তনয় হয় সুরথ নৃপতি।
রূপবান্ গুণবান্ সুমহান্ অতি॥
নারদ কহিলা, প্রভু, সুরথের আগে।
অন্য কথা শুনিবার ইচ্ছা মনে জাগে॥
চন্দ্রের ঔরসে আর তারার উদরে।
কিরূপে সন্তান হয় কহ কৃপা ক'রে॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন হে শ্রীমান্।
তোমারে কহিব আমি অপূর্ব্ব আখ্যান॥
মহাকামী শশধর জাহ্নবীর তীরে।
একদা হেরিলা সেথা গুরুর পত্নীরে॥
স্নানের লাগিয়া যায় সেই রূপবতী।
পীনোন্নত-পয়োধরা মনোহর অতি॥
সুন্দর নিতম্ব শোভে নবীন যৌবন।
পূর্ণিমার চাঁদ সম সুন্দর বদন॥

পক্ক বিম্বফল সম ওষ্ঠ ও অধর।
বঙ্কিম লোচনে দেবী চাহে নিরন্তর॥
স্নান শেষে চলে নিজ ভবনের পানে।
হেরি চন্দ্র জর্জ্জরিত হয় কামবাণে॥
লজ্জা পরিত্যাগ করি কহে শশধর।
শুন মোর কথা ধনি হইয়া তৎপর॥
রমণী-প্রধানা তুমি ওগো রূপবতী।
তোমারে হেরিয়া আমি মোহিত যে অতি॥
তব পতি বৃহস্পতি বৃদ্ধ অতিশয়।
তাহার সঙ্গমে তব কিবা সুখ হয়॥
কামবাণে প্রপীড়িত তোমার অন্তর।
বৃদ্ধ পতি সহ কেন রহ নিরন্তর॥
রূপবান্ যুবা আমি তুমি রূপবতী।
এস সুখ ভোগ করি যুবক যুবতী॥
মধুর বসন্তকাল আগত এখন।
গন্ধভারে আকুলিত কুসুম-কানন॥
মনোহর শয্যা রচি চম্পকের বনে।
মহাসুখে রতি-ক্রীড়া কর মোর সনে॥
শুনিয়া চন্দ্রের এই সকাম বচন।
রোষভরে তারাদেবী কহিলা তখন॥
ওরে ওরে পাপাশয় কুলাঙ্গার শঠ।
ধিক্ তোরে শত ধিক্ পাষণ্ড লম্পট॥
তৃণ-সম আমি তোরে করি হেয়জ্ঞান।
হীনমতি তুই অতি দুরাত্মা-প্রধান॥
পরকামিনীর প্রতি লোভ যার হয়।
সর্ব্ব কর্ম্মে অশুচি সে অতি নীচাশয়॥
আমার সতীত্ব নাশ করিলে এখন।
রাজযক্ষ্মা হবে তোর আমার বচন॥
শুনিয়া তাহার বাক্য ভীত নাহি হয়।
শশাঙ্ক তারার হাত ধরে সে সময়॥
কামেতে আকুল হ'য়ে রথেতে উঠায়।
জাহ্নবীর তীর ছাড়ি রথ বেগে ধায়॥
নন্দন বনেতে কভু পুষ্পিত কাননে।
পুষ্কর তীর্থেতে আর ভদ্রকের বনে॥

এইরূপে বহুদিন করিল শৃঙ্গার।
অনন্তর মনে ভয় জন্মিল তাহার॥
দৈত্যদের গুরু শুক্র তেজস্বিপ্রবর।
তারা সহ যায় শশী তাহার গোচর॥
বলে প্রভু রক্ষা কর হইয়া সদয়।
দৈত্যগুরু শশধরে দিলেন অভয়॥
তারা-শাপে রাজযক্ষ্মা চন্দ্রেরে ঘেরিল।
ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া চন্দ্র কাতর হৈল॥
নিজপাপে শশধর ভীত অতিশয়।
তাহা হেরি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য কয়॥
গুরুপত্নী তারা তব মাতার সমান।
গুরুরে তাঁহার পত্নী করহ প্রদান॥
পাপ কার্য্য করিয়াছ কি কহিব আর।
কলঙ্ক লভিলে তুমি পাপেতে তোমার॥
এত বলি শুক্রাচার্য্য কুশ হস্তে লন।
ভক্তিভরে জনার্দ্দনে করেন স্মরণ॥
তারপর শুক্রাচার্য্য কহেন চন্দ্রেরে।
পাপ আর নাহি রবে তোমার শরীরে॥
জীবনে যতেক ধর্ম্ম করেছি অর্জ্জন।
তোমা তরে সেই ধর্ম্ম করি বিসর্জ্জন॥
আমার পুণ্যের ভাগ তুমি যে লভিবে।
সেই পুণ্যে তব পাব মোচন হইবে॥
যত পাপী আছে এই সংসার ভিতরে।
তব পাপ যেন যায় তাদের শরীরে॥
তারপর শুক্র কহে তারারে তখন।
আমার বচন সতি করহ শ্রবণ॥
পবিত্রহৃদয়া তুমি শুদ্ধ নিরন্তর।
নিষ্কলুষ হয় সদা তোমার অন্তর॥
পাপ কিছু নাহি রবে আমার বচন।
আবার তোমারে পতি করিবে গ্রহণ॥
অকামা নারীরে যদি হরে উপপতি।
দূষিতা না হয় নারী শুন শুন সতি॥
এই কথা বলি শুক্র প্রফুল্ল অন্তরে।
তারা ও শশাঙ্কদেবে আশীর্ব্বাদ করে॥

এই ভাবে শুচিশুদ্ধ করি দুইজনে।
রাখিলেন শুক্রাচার্য্য আপন ভবনে॥
যথাকালে তারা গর্ভে জন্মিল নন্দন।
সেই হয় বিধুসুত বুধ বিমোহন॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অমৃতভাণ্ডার।
শুনিলে আনন্দ লাভ হইবে অপার॥

প্রকৃতিখণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

তারা-শোকে বৃহস্পতির বিলাপ।

নারদ কহিলা, প্রভু, কহ মোর প্রতি।
কি করিল অতঃপর দেব বৃহস্পতি॥
নারায়ণ কহে, শুন নারদ সুজন।
তোমারে সকল কথা করিব বর্ণন॥
জাহ্নবীর তীরে তারা স্নান হেতু যান।
বৃহস্পতি আর কোন সন্ধান না পান॥
হেরিয়া বিলম্ব তার ডাকি শিষ্যগণে।
দিকে দিকে পাঠালেন তারা-অন্বেষণে॥
শিষ্যগণ চারিদিকে করিয়া ভ্রমণ।
তারার হরণ কথা শুনিল তখন॥
অনন্তর ফিরি আসি সেই শিষ্যগণ।
গুরুর সমীপে সব করিল বর্ণন॥
তারারে হরণ করে দেব শশধর।
শুনিয়া ব্যথিত হয় গুরুর অন্তর॥
চন্দ্রের সহিত তারা করে অবস্থান।
জানিয়া এ কথা গুরু শোকে মূর্চ্ছা যান॥
বিলাপ করিয়া গুরু সজল নয়নে।
অতঃপর কহিলেন ডাকি শিষ্যগণে॥
শুন শুন শিষ্যগণ কি কহিব আর।
জানি না কি দোষে ঘটে এ দশা আমার॥
সতী সাধ্বী ভার্য্যা গৃহে নাহিক যাহার।
বনেতে গমন করা উচিত তাহার॥
প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যা যার ঘরে নাহি রয়।
গৃহ বনতুল্য তার, সুধীজন কয়॥
এরূপে বিলাপ করে শিষ্যদের প্রতি।
মনোদুঃখে বারংবার কাঁদে বৃহস্পতি॥
শিষ্যগণ যায় সবে ইন্দ্রের নিকটে।
তারার হরণ কথা কহে অকপটে॥
শুনিলা সকল কথা দেব পুরন্দর।
ক্রোধেতে হইল তাঁর কম্পিত অধর॥
দেবগণ সহ ইন্দ্র আসেন তখন।
গুরুরে কহেন কত প্রবোধ-বচন॥
কহিলেন, গুরুদেব, না করিহ ভয়।
দুরাত্মা চন্দ্রেরে আমি বধিব নিশ্চয়॥
চিন্তা দূর কর প্রভু, করিব সন্ধান।
এত বলি চতুর্দ্দিকে দূতেরে পাঠান॥
ব্রহ্মার নিকটে সবে গেলা অতঃপর।
তাঁহারে সকল কথা কহে পুরন্দর॥
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা ব্রহ্মা ঋষি কয়।
কহিতেছি গূঢ় কথা শুন মহাশয়॥
অপরেরে দুঃখ দেয় যেই অভাজন।
তারে দুঃখ দান করে কৃষ্ণ সনাতন॥
উতথ্য সম্বর্ত্ত আর দেব বৃহস্পতি।
অঙ্গিরার তিন পুত্র বিচক্ষণ অতি॥
উতথ্যের পত্নী ছিল সুদর্শনা অতি।
তাহারে হরণ করে এই বৃহস্পতি॥
যেই জন ভ্রাতৃজায়া করয়ে হরণ।
কুম্ভীপাক নরকে সে করিবে গমন॥
খণ্ডাবে কর্ম্মের ফল নাহিক শকতি।
নিজ কর্ম্মফল তাই পায় বৃহস্পতি॥
অতএব বল ইন্দ্র কিবা আমি করি।
বিহিত করিতে পারে দেব ত্রিপুরারি॥
তাই বলি কৈলাসেতে করহ গমন।
শিবের নিকটে সব কর নিবেদন॥
এত শুনি দেবগণ সহ বৃহস্পতি।
কৈলাসধামেতে যায় অতি শীঘ্রগতি॥

শিবের সমীপে গিয়া যত দেবগণে।
ভক্তিভরে প্রণমিল শিবের চরণে ॥
দেবগণে দেখি শিব পুলক অন্তর।
বসিতে আসন দিলা করিয়া আদর ॥
সকলের প্রতি করে মিষ্ট সম্ভাষণ।
হেরি বৃহস্পতি পানে ক্ষুব্ধ হয় মন ॥
কহিলেন মহেশ্বর, শুন বৃহস্পতি।
তোমার পরাণ হেরি ব্যাকুলিত অতি ॥
কি কারণে দুঃখ তব কেন বা লজ্জিত।
বাষ্পাকুল নেত্রে কেন, কোন্ ভযে ভীত ॥
বৃহস্পতি কহিলেন, শুন মহেশ্বর।
নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে নর ॥
এত বলি আদ্যোপান্ত কহিলা তখন।
শুনিযা সকল কথা শিব রুষ্ট হন ॥
কর হ'তে জপমালা ভূমিতে লুটায।
আরক্তলোচনে শিব কহিলেন তায ॥
কৃষ্ণভক্তজন যত স্বভাব নির্ম্মল।
ক্রোধ কভু নাহি করে বৈষ্ণব সকল ॥
দেব শশধর তব কামিনীরে হবে।
তথাপি না শাপ দিলে দেব শশধরে ॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু কৃষ্ণ সনাতন।
ভক্তের সকল ইচ্ছা করেন পূরণ ॥
ভক্ত-অপরাধ যত ক্ষমেন শ্রীহরি।
নিজ অধিকার যত দেন দযা করি ॥
দুর্ব্বল শশাঙ্ক দেব ভীত অতিশয।
বৈষ্ণব শুক্রের কাছে লইল আশ্রয ॥
বলবান্ শুক্রাচার্য্য বিষ্ণুপরায়ণ।
কোন্ জন বল তারে করিবে নিধন ॥
সত্যাশ্রয ভগবানে কর আরাধন
পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরে করহ ভজন ॥
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণধ্যান কর অনিবার।
অনায়াসে পত্নী তব হইবে উদ্ধার ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ত্যাগ করে যেই।
অমৃত ত্যজিয়া বিষ পান করে সেই ॥

আমি ব্রহ্মা মনু ক্রতু নর-নারায়ণ।
দুর্ব্বাসা বশিষ্ঠ দক্ষ বালখিল্যগণ ॥
ভৃগু শুক্র রাহু সূর্য্য অগ্নি পরাশর।
অঙ্গিরা অনন্ত বলি কশ্যপপ্রবর ॥
কপিল প্রহ্লাদ আর দেব গণপতি।
কার্ত্তিক প্রভৃতি সব বিষ্ণুভক্ত অতি ॥
কৃষ্ণের প্রধান ভক্ত আমরা সকলে।
বিষ্ণুভক্ত বলি তাই খ্যাত ধরাতলে ॥
এই কথা বলি তারে দেব মহেশ্বর।
কৃষ্ণমন্ত্র দানে করে প্রফুল্ল-অন্তর ॥
কৃষ্ণমন্ত্র লাভ করি দেব বৃহস্পতি।
প্রণাম করিযা কহে শঙ্করের প্রতি ॥
তারারে এক্ষণে মোর নাহি প্রয়োজন।
যাইব কাননে আমি তপস্যা কারণ ॥
বিষয-বাসনা মম হইযাছে দূর।
শ্রীহরির মূলমন্ত্র অতি সুমধুর ॥
কৃষ্ণের চরণ আমি লইব শরণ।
সমস্ত জগৎ হেরি বিষের মতন ॥
মহাদেব কহিলেন, শুন মহাশয়।
পত্নী পরিত্যাগ করা উচিত না হয ॥
নর্ম্মদাতীরেতে তুমি করহ গমন।
অবস্থান করে সেথা যত দেবগণ ॥
আমিও যাইব সেথা কহিনু তোমায।
নর্ম্মদার তীরে তুমি যাও হে ত্বরায ॥
শুনিয়া শিবের কথা গুরু বৃহস্পতি।
নর্ম্মদানদীর তীরে আসে শীঘ্রগতি ॥
ভগবান্ মহেশ্বর করে আগমন।
প্রণাম করিল তাঁরে যত দেবগণ ॥
বিষ্ণু ও ব্রহ্মারে শিব করে নমস্কার।
শঙ্করে আশিস্ তাবা করে বারংব র ॥
অতঃপর মহেশ্বর বৃহস্পতি সনে।
বসিলেন একমনে পূজার আসনে ॥
বিধানে কৃষ্ণের পূজা করে দুইজন।
স্তব পাঠ করে গুরু আনন্দিত মন ॥

স্তবেতে হইয়া তুষ্ট দেব জনার্দ্দন।
বলেন শুক্রেরে তবে মধুর বচন॥
সন্তুষ্ট হয়েছি আমি স্তবেতে তোমার।
তারারে পাইবে তুমি চিন্তা নাহি আর॥
সুদর্শন শুক্রাচার্য্যে করিছে রক্ষণ।
শুক্রে পরাজিতে নারে কভু কোন জন॥
যাইয়া তথায় যদি মধুর বচনে।
স্তববাক্যে কর তুষ্ট শুক্র মহাত্মনে॥
অবশ্য তোমারে পত্নী করিবে প্রদান।
ইহাতে সন্দেহ নাহি, কর অবধান॥
এত বলি অন্তর্হিত হন সনাতন।
চিন্তিত হইল পরে যত দেবগণ॥
অনন্তর ব্রহ্মাদেব করি সম্বোধন।
দেবগণে কহিলেন মধুর বচন॥
শুন শুন বৎসগণ বচন আমার।
শুক্রগৃহে যাব আমি সন্ধানে তারার॥
এত বলি ব্রহ্মা ঋষি করিলা গমন।
স্বস্থানে প্রস্থান করে যত দেবগণ॥

প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মার নিকটে শুক্রেব তারা-প্রত্যর্পণ, বুধেব জন্ম, বৃহস্পতিব তারা লাভ।

নারায়ণ কহে, শুন নারদ ধীমান্।
তোমারে কহিব এবে অপূর্ব্ব আখ্যান॥
গমন করিলা ব্রহ্মা শুক্রের ভবনে।
শুক্রাচার্য্য ছিলা বসি রত্নসিংহাসনে॥
তেজস্বী ভৃগুর পুত্র জপে কৃষ্ণনাম।
দৈত্যগণ পূজা তার করে অবিরাম॥
হেরিয়া ব্রহ্মারে সেথা শশব্যস্ত অতি।
কৃতাঞ্জলিপুটে শুক্র করিলা প্রণতি॥
পাদ্য অর্ঘ সবিনয়ে দানিয়া ব্রহ্মারে।
স্তব স্তুতি করিলেন ভক্তি-সহকারে॥
আশীর্ব্বাদ করি তবে ব্রহ্মা অতঃপর।
বসিলেন রত্নসিংহাসনের উপর॥
সনক সনন্দ আর সনৎকুমার।
ব্রহ্মার সহিত তিন পুত্র আছে তার॥
দৈত্যগণ সকলেরে নমস্কার করে।
বসায় আসন 'পরে অতি সমাদরে॥
অতঃপর কহে শুক্র পুলকিত মন।
আজিকে হইল মোর সার্থক জীবন॥
আসিলা শ্রীব্রহ্মাদেব আমার ভবনে।
দেখিলাম নিজ চক্ষে ব্রহ্মাপুত্রগণে॥
হীনমতি শিশু আমি অবোধ অজ্ঞান।
কি কারণে আগমন কহ ভগবান্॥
ব্রহ্মা কহে, শুন শুন শুক্র তপোধন।
তোমার দর্শন হেতু মোর আগমন॥
তুমি মোর পৌত্র হও আসিয়াছি তাই।
সবার অগ্রেতে তব কুশল সুধাই॥
অতঃপর কহি এক অপূর্ব্ব কাহিনী।
সেইরূপ বলিতেছি যেইরূপ শুনি॥
বৃহস্পতি-ভার্য্যা তারা করিয়া হরণ।
তোমার নিকটে চন্দ্র লইল শরণ॥
শিব ধর্ম্ম সূর্য্য ইন্দ্র অষ্টবসুগণ।
দ্বাদশ আদিত্য আদি শুন তপোধন॥
যুদ্ধার্থে সজ্জিত সব সাগরের ধারে।
প্রত্যর্পণ কর শীঘ্র গুরুর ভার্য্যারে॥
কামুক শশাঙ্কে শীঘ্র কর পরিহার।
নতুবা হইবে যুদ্ধ কহি বারংবার॥
শুক্র কহে, দেবগণে কভু না ডরিব।
মহাদেব সনে শুধু রণ না করিব॥
মহেশ্বর গুরু মোর ভক্তি করি অতি।
অস্ত্র মোরা না হানিব কভু তাঁর প্রতি॥
তাঁহার প্রেরিত অস্ত্র করিব বিফল।
তৃণতুল্য অন্য অন্য দেবতা সকল॥
শুনিয়া শুক্রের কথা ব্রহ্মাদেব কয়।
মোর কথা শুন তবে শুক্র মহাশয়॥

বলীদের অগ্রগণ্য রুদ্র মহেশ্বর।
কোন্ জন তাঁর সহ করিবে সমর॥
জগন্মাতা ভদ্রকালী খর্পরধারিণী।
খড়্গ হাতে শিব সাথে আসিবেন তিনি॥
ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি তাঁর আরক্তলোচনা।
ক্রোশ-পরিমিত জিহ্বা ভীষণ-দর্শনা॥
শিবের কিঙ্কর সব অতি ভয়ঙ্কর।
প্রচণ্ড রূপেতে তারা করিবে সমর॥
শিবসম যোদ্ধা আর আছে কোন্ জন।
কেন মিথ্যা যাবে সব যমের ভবন॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য কুতূহলী হ'যে।
প্রহ্লাদ কহিল তারে অতি সবিনযে॥
তোমার নিকটে আমি কি কহিব আর।
কৃষ্ণ-সুদর্শন-চক্র রক্ষে অনিবার॥
কৃষ্ণের অপেক্ষা শিব নহে বলবান্।
আমাদের রক্ষা করে কৃষ্ণ ভগবান্॥
ব্রহ্মা কহে শুন শুন প্রহ্লাদ প্রবর।
অনর্থক মিথ্যা কেন করিবে সমর॥
দেবতা দানবে যুদ্ধ বিনাশ কারণ।
অনুরোধ করি আমি করিও না রণ॥
তারারে ফিরাযে দাও প্রার্থনা আমার।
কল্যাণ হইবে তবে অবশ্য সবার॥
সনৎকুমার কহে ওহে দৈত্যরায।
পরম বৈষ্ণব তুমি কি বলি তোমায॥
বিধাতার বাক্য নাহি করিও লঙ্ঘন।
সর্ব্বদা হইবে তব কল্যাণ সাধন॥
সনন্দ কহেন শুন ওহে দৈত্যপতি।
কৃষ্ণগত প্রাণ তব, কৃষ্ণে সদা মতি॥
অতএব কহি তোমা দৈত্যের ঈশ্বর।
তারারে ফিরায়ে তুমি দাওহে সত্বর॥
এত শুনি করযোড়ে প্রহ্লাদ সুমতি।
কহিলেন, শুন বিধি, আমার ভারতী॥
গুরুপদে সব মোরা করেছি অর্পণ।
যা করিবে গুরুদেব, না হয লঙ্ঘন॥
সর্ব্বকর্ত্তা গুরুদেব আমি দাস তাঁর।
শ্রীগুরু থাকিতে হেথা কি শক্তি আমার॥
এত শুনি সনকাদি ভ্রাতা তিন জন।
বিধিমতে শুক্রাচার্য্যে করেন স্তবন॥
অনন্তর ব্রহ্মাদেব শুক্রাচার্য্যে কয়।
তারারে অর্পণ তুমি কর মহাশয॥
ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তারা ও চন্দ্রেরে শুক্র করিলা অর্পণ॥
কৃপাময ব্রহ্মাদেব দয়া অবতার।
তারারে তুলিয়া লন ক্রোড়ের মাঝার॥
রোদন করিয়া তারা কহিলা তখন।
দুরাত্মা শশাঙ্ক মোরে করিল হরণ॥
ব্রহ্মা কহে, মাতঃ, কর শোক পরিহার।
আমি বর্ত্তমানে দুঃখ কেন কর আর॥
পতির প্রেয়সী হবে দিনু এই বর।
প্রায়শ্চিত্ত করি শুদ্ধ হইবে সত্বর॥
তারপর ব্রহ্মাদেব কন শশধরে।
কলঙ্কী হইলে তুমি জগৎ মাঝারে॥
ইহা ছাড়া আর কিছু না হইবে ক্ষতি।
প্রবোধ দিলেন ব্রহ্মা মধুস্বরে অতি॥
পুত্রেরে লইযা চন্দ্র করিল প্রস্থান।
বৃহস্পতিকরে ভার্য্যা ব্রহ্মা করে দান॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি সুললিত।
শুনিলে হইবে চিত্ত অতি পুলকিত॥

প্রকৃতিখণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

প্রকৃতি পূজার ফল ও কাল-নিরূপণ।

নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ।
অমৃত-সমান কথা করিনু শ্রবণ॥
প্রকৃতি পূজার কথা কহ এইবার।
মনোবাঞ্ছা কৃপা করি পূরাও আমার॥

নারায়ণ কহিলেন, শুন হে সুজন।
প্রতিমা গড়িয়া দেবী করিবে পূজন॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি করিবে অর্পণ।
ফলমূল পূজা আদি যেমন নিয়ম॥
ভক্তিভরে নিবেদিবে ভোগ জল পান।
গীতবাদ্য করিবেক দেবী-বিদ্যমান॥
বীজমন্ত্র করযোড়ে করি উচ্চারণ।
পূজাশেষে যথাবিধি বলি সমর্পণ॥
মেষ-ছাগ আদি পশু বলির বিধান।
পক্ষী ইক্ষু ফলমূল হয় বলি দান॥
যথাবিধি এই সব বলি যদি হয়।
পূজার্থীর বহুপুণ্য হইবে সঞ্চয়॥
বলিরূপে মহিষেরে যেই করে দান।
শতবর্ষকাল তার স্বর্গে হয় স্থান॥
ছাগ যদি বলি দেয় কোন মহামতি।
দশবর্ষকাল তার স্বর্গেতে বসতি॥
কৃষ্ণসার মৃগে যদি বলি দান করে।
সেই জন দশবর্ষ রহে সুরপুরে॥
গণ্ডার ছেদন কৈলে দেবীর গোচরে।
হাজার বছর থাকে অমর নগরে॥
আর্দ্রা নক্ষত্রের যোগে করিয়া বোধন।
শ্রবণা নক্ষত্রযোগে কর বিসর্জ্জন॥
সপ্তমী অষ্টমী আর নবমী তিথিতে।
ভগবতী পূজা কর ভক্তিযুত চিতে॥
এক বর্ষ পূজা করি সুরথ রাজন্।
ভগবতী-স্তব করে হ'যে একমন॥
সবার জননী দেবী ভুবনমোহিনী।
তেজোরূপা গুণাতীতা ব্রহ্মস্বরূপিণী॥
সত্যা নিত্যা সনাতনী সবার পূজিতা।
সর্ব্ববীজস্বরূপিণী আশ্রয়রহিতা॥
সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বতোভদ্রা মঙ্গলদায়িনী।
সর্ব্বেশা পরাৎপরা শক্তিস্বরূপিণী॥
তুমি তৃষ্ণা তুমি নিদ্রা ক্ষুধা কান্তি দয়া।
শ্রদ্ধা পুষ্টি তন্দ্রা লজ্জা তুমি মা অভয়া॥
মায়াময়ী শক্তি তুমি সৃজনকারিণী।
যোগনিদ্রা যোগধাত্রী অসুরঘাতিনী॥
সিদ্ধিরূপা মহেশ্বরী তুমি ভয়ঙ্করী।
বিশ্বের পূজিতা তুমি পরম ঈশ্বরী॥
স্তবেতে হইয়া তুষ্ট দেবী অতঃপর।
আবির্ভূতা হৈয়া তবে দেন তারে বর॥
ভগবতী-স্তব পাঠ করে যেই জন।
অভীষ্ট হইবে সিদ্ধ শাস্ত্রের বচন॥
ভগবতী-স্তোত্র পাঠ যেই জন করে।
মহাপুণ্যবান্ সেই পৃথিবী ভিতরে॥
সুরথ রাজারে দেবী দিলা দরশন।
কহিলেন নৃপতিরে অমৃত বচন॥
তোমার পূজায় আমি সুপ্রসন্না অতি।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে শুন হে নৃপতি॥
সকল শত্রুরে তুমি কর পরাজয়।
নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ কর মহাশয়॥
হইবে সাবর্ণি মনু অষ্ট মন্বন্তরে।
কৃষ্ণভক্তি সদা তব রহিবে অন্তরে॥
নিত্য সত্য পরব্রহ্ম কৃষ্ণ সনাতন।
অহরহঃ ধ্যান কর তাঁর শ্রীচরণ॥
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ তিনি সারাৎসার।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে বহু পুণ্য তার॥
কৃষ্ণমন্ত্র উপাসক জীবন্মুক্ত হয়।
নারায়ণ তুল্য সেই সকল সময়॥
সুরথ রাজারে এই বলিয়া তখন।
পরম প্রকৃতি দেবী অন্তর্হিতা হন॥
প্রকৃতিখণ্ডের কথা শুনে যেই জন।
অন্তিমে-করিবে সেই গোলোকে গমন॥
বৈবর্ত্ত পুরাণ হয় পুরাণের সার।
পাঠে পরিচয় পাবে জগৎ সংসার॥
বেদব্যাস কবি অগ্রে করিল রচন।
ভাষান্তর করে পরে অন্য অন্য জন॥
প্রথমেতে ব্রহ্মখণ্ডে সৃষ্টির কাহিনী।
বর্ণিত হয়েছে ইথে শুন গুণমণি॥

দ্বিতীয়ে প্রকৃতিখণ্ড বেদব্যাস রচে।
প্রকৃতি বিচিত্ররূপ, পাঠে পাপ ঘোচে॥
যত পাপ যত তাপ সব যায় দূরে।
একমনে ভক্তি চিতে যেই পাঠ করে॥
শ্রীহরির গুণরাশি কীর্ত্তিত ইহাতে।
হরি নাম গুণগান স্মরিবেক চিতে॥
বৈবর্ত্তপুরাণ কথা অমৃত সমান।
উপাধ্যায় রচে শুনে দেবের সন্তান॥

প্রকৃতিখণ্ড সমাপ্ত



● গণেশখণ্ড ●

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥
সর্ব্বজ্ঞং নির্ম্মলং শান্তং শঙ্খচক্রধরং প্রভুম্।
নবীননীরদশ্যামং নমামি গোলোকেশ্বরম্॥



● প্রথম অধ্যায়

হরপার্ব্বতীর সম্ভোগভঙ্গ, শঙ্করের নিকট পার্ব্বতীর খেদ ইত্যাদি।

নারায়ণে নমি আমি, নমি নরোত্তমে।
প্রণতি জানাই নরে উত্তমে-অধমে॥
বাক্‌বাদিনী বীণাপাণি পুস্তকধারিণী।
সরস্বতী-পদে নমি সুবিদ্যাদায়িনী॥
প্রণাম সহিত করি জয় উচ্চারণ।
জয় দেবী জয় দেব নিত্য সনাতন॥
সর্ব্বজ্ঞ নির্ম্মল শান্ত শঙ্খচক্রধর।
প্রভু তিনি, বিভু তিনি জগৎ-ঈশ্বর॥
নবীননীরদশ্যাম তনু কান্তিময়।
গোলোক-ঈশ্বর দেব জয় তব জয়॥
প্রণতি জানাই প্রভু কৃষ্ণ নারায়ণ।
ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি অধম তারণ॥
দেব-দেবী নর-নারী জগতের পতি।
প্রণাম করিবে সবে ভক্তিভরে অতি॥
তারপর পুরাণাদি করিবে কীর্ত্তন।
সর্ব্বপাপ দূরে যাবে শুদ্ধ হবে মন॥
নৈমিষ-আশ্রমে যবে তাপস-নিকর।
শৌনকাদি কহে তবে সৌতির গোচর॥
মহাজ্ঞানী তুমি মুনি এ জগৎ-মাঝে।
তোমার কৃপায় চিত্তে আনন্দ বিরাজে॥
তত্ত্বজ্ঞান আদি করি সৃষ্টির কারণ।
সকলি বলিলে প্রভু কৃষ্ণ-পরায়ণ॥
ব্রহ্মখণ্ডের কথা আরম্ভ করিয়া।
প্রকৃতিখণ্ডের কথা গিয়াছ কহিয়া॥
যেভাবে নারদ মুনি বদরিকা বনে।
নারায়ণ-পাশে থাকে ভক্তিযুক্ত মনে॥
শুনিল কাহিনী কত, কৃষ্ণের কৃপায়।
সব কিছু ব্যাখ্যা করি বলিলে আমায়॥
আশা তৃপ্ত নহে কিন্তু তথাপি মোদের।
আরো বল শুনি কথা কৃষ্ণ-নারদের॥
শৌনকাদি মুনি-কথা শুনি সৌতি কন।
অবধান হ'যে শুন, অন্য বিবরণ॥
নারদ কহিলা প্রভু তুমি কৃপাময়।
কহিলে আমার কাছে সকল বিষয়॥
প্রকৃতিখণ্ডের কথা অমৃত সমান।
গণেশের জন্ম কথা কহ ভগবান্॥
কিরূপে জনম লয় দেব গণপতি।
কৃপা করি কৃপাময় কহ মোর প্রতি॥
কিরূপে সন্তান লাভ করেন পার্ব্বতী।
জানিতে বাসনা মোর হইয়াছে অতি॥
কোন্ দেব অংশ জাত গণেশ শ্রীমান্।
সবিস্তারে মোরে আজ কহ ভগবান্॥
অযোনিসম্ভূত কিংবা যোনিজাত তিনি।
কৃপা করি কহ সেই অপূর্ব্ব কাহিনী॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বিদ্যমান যদি।
অগ্রে তাঁর পূজা কেন হয় নিরবধি॥
একদন্ত গজানন কেন লম্বোদর।
কহ সেই অপরূপ কথা মনোহর॥
নারায়ণ কহিলেন, নারদ সুমতি।
গণেশ-জনম কথা সুমধুর অতি॥
বিস্তারিতভাবে সব করিব কীর্ত্তন।
কর্ণসুখকর তাহা মঙ্গলকারণ॥
সর্ব্বপাপ-ক্ষয়কারী অপূর্ব্ব আখ্যান।
কর্ম্মপাশ ছেদ করে মোক্ষ করে দান॥
জীবগণ মুক্তি লভে শাস্ত্রের বিধান।
গণেশখণ্ডের কথা অমৃত সমান॥
ধৈর্য্য ধরি শুন মুনি অপূর্ব্ব কাহিনী।
যেভাবেতে গণপতি জন্মে মহামুনি॥
দেবতাসকল যবে নিপীড়িত হয়।
দৈত্য-বিনাশের তরে দেবীর উদয়॥
যত দৈত্যগণে দেবী করিয়া সংহার।
দক্ষপ্রজাপতি-ঘরে জন্মিলা আবার॥
সতীরূপে সুপ্রসিদ্ধা হইলেন তিনি।
অপরূপ রূপ তাঁর ভুবনমোহিনী॥
শিবহস্তে দক্ষরাজা সমর্পিল তাঁরে।
শিবের ঘরণী সতী বিদিত সংসারে॥
অহঙ্কারে মত্ত হ'যে দক্ষ ভাবে মনে।
শিব হৈতে পূজনীয় শ্বশুর-কারণে॥
এতেক ভাবিয়া মনে সংকল্প করিল।
শিবের বিহনে যজ্ঞ দক্ষ আরম্ভিল॥
ত্রিভুবন নিমন্ত্রিত হ'ল এক ঠাঁই।
বাকী শুধু রহিলেন জগৎ-গোঁসাই॥
দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ যেখানে যে আছে।
সকলি আসিল যজ্ঞে দক্ষের সকাশে॥
সতীর সাতাশ বোন কৃত্তিকাদি তারা।
আসিল তাহারা যজ্ঞে পেযে পিতৃ-সাড়া॥
শিবহীন যজ্ঞ সেথা অনুষ্ঠিত হয।
দেখিয়া অনেকে মানে বিষম বিস্ময॥

সেই কথা ক্রমে যায় সতীর শ্রবণে।
বিরাট সে যজ্ঞ হয় পিতার ভবনে॥
শিবের নাহিক সেথা কোন নিমন্ত্রণ।
বুঝিতে না পারে সতী তাহার কারণ॥
পিতৃগৃহ কথা মনে করিয়া চিন্তন।
দহিতে লাগিল ক্রমে পার্ব্বতীর মন॥
অভিমানে ক্ষণকাল মৌনী হ'যে রয়।
তথাপি তাহার মন শান্ত নাহি হয়॥
ভাবিল নিশ্চয় আছে সকল কন্যার।
পিতৃগৃহে গমনের ন্যায অধিকার॥
এই ভাবি দাক্ষায়ণী বলিল শঙ্করে।
পিতৃগৃহে যাব আমি না ফিরাও মোরে॥
শঙ্কর ধ্যানেতে তবে সকলি জানিল।
পিতৃগৃহ গমনেতে নিষেধ করিল॥
প্রবোধ না মানে সতী দেখিয়া শঙ্কর।
পাঠালেন পার্ব্বতীরে-সহ অনুচর॥
আনন্দিত হ'য়ে সতী পিতৃগৃহে যায়।
দেখিল বিরাট যজ্ঞ চলিছে সেথায॥
সতীরে দেখিযা দক্ষ হৃষ্ট হয মনে।
শিবনিন্দা আরম্ভিল তবু অকারণে॥
ভূত সহ করে বাস ভূতের দেবতা।
পরিচয নাহি কোন, নাহি পিতামাতা॥
গুণের বালাই নাই কপালে আগুন।
পরিধানে বাঘছাল, সিদ্ধিতে নিপুণ॥
আচার-বিচার নাই বিধি নাহি মানে।
কি আছে কপালে তার বিধি নাহি জানে॥
পঞ্চমুখে করে শিব ভূতের কীর্ত্তন।
বৃদ্ধ তবু দেহে নাহি জরার লক্ষণ॥
এইভাবে যদি দক্ষ নিন্দিল শিবেরে।
যোগাসনে বসে সতী দেহ ত্যজিবারে॥
শুনিতে পতির নিন্দা সতী নাহি পারে।
অভিশাপ নাহি দেয আপন পিতারে॥
নবদ্বার রোধ করি মহাদেবী সতী।
ত্যজিলা আপন প্রাণ, পিতার সংহতি॥

ত্রিভুবনে উঠে তবে ক্রন্দনের রোল।
বিক্ষুব্ধ সাগরে যেন উঠিল কল্লোল॥
ভূতপ্রেতগণ মিলি যজ্ঞ পণ্ড করে।
সংবাদ পাইয়া শিব আসিল সত্বরে॥
সতীহারা শিব হয় উন্মাদের প্রায়।
সতীর সে মরা দেহ কাঁধে ল'য়ে যায়॥
নারায়ণ সুদর্শন লইয়া তখন।
খণ্ড খণ্ড করি দেহ করেন কর্ত্তন॥
যেই স্থানে সতীদেহ পড়িল ভূমিতে।
মহাপীঠস্থান বলি বিদিত জগতে॥
পতির নিন্দায় দেবী ত্যজি কলেবর।
মেনকাদেবীর গর্ভে জন্মে অতঃপর॥
শৈলরাজ হিমালয় অতি হৃষ্ট মন।
শঙ্করেরে নিজ কন্যা করে সমর্পণ॥
পার্ব্বতীরে লভি শিব প্রফুল্ল বদনে।
প্রস্থান করিলা পরে একান্ত নির্জ্জনে॥
পুষ্পোদ্যানে শয্যা এক করিয়া রচন।
পার্ব্বতীর সহ শিব করেন রমণ॥
উভয়েতে দৈবমান সহস্র বৎসর।
সুখেতে বিহার করে প্রফুল্ল-অন্তর॥
পার্ব্বতীর অঙ্গ-স্পর্শে শিব কামাতুর।
দিবারাত্র সুখ-ভোগ করিলা প্রচুর॥
কোকিলের কুহুরবে নিনাদিত বন।
কুসুমে কুসুমে জাগে ভ্রমরগুঞ্জন॥
হংস-হংসী কেলি করে সুখে সরোবরে।
মৃদু মন্দ বায়ু সেথা বহিছে মন্থরে॥
সেই রমণীয় স্থানে শঙ্কর পার্ব্বতী।
সুরত করিছে সদা হৃষ্টচিত্তে অতি॥
শঙ্কর-পার্ব্বতী-প্রেম কে পারে বর্ণিতে।
কতভাবে করে কেলি বিভিন্ন ভাবেতে॥
কখন দু'জনে বসি থাকে মুখোমুখী।
আবেশে নিমগ্ন দোঁহে পরস্পরে দেখি॥
কখন তুলিয়া ফুল গাঁথয়ে মালিকা।
কখন অলক্ত পরে পায়েতে বালিকা॥
কখন করেন দেহ চন্দনে লেপন।
গলদেশে কভু হার করেন ধারণ॥
কখন কবরী বাঁধে, কখন খসায়।
কত যে প্রেমের রীতি কহন না যায়॥
কখন পর্ব্বতে কেলি করে পঞ্চানন।
কখন উভয়ে চলে নির্জ্জন কানন॥
কভু বা পার্ব্বতী যায় দ্রুততর গতি।
পশ্চাতে ধাইল শিব পার্ব্বতীর প্রতি॥
উভয়ে বিহার করে আনন্দিত মনে।
জগৎ-সংসার কিছু না পড়ে নয়নে॥
কামদেব অনুক্ষণ পিছু পিছু ফিরে।
সুযোগ বুঝিয়া দোঁহে বিঁধে পুষ্পশরে॥
রতিরসে মগ্ন থাকে পার্ব্বতী-শঙ্কর।
এইরূপে কেটে যায় সহস্র বৎসর॥
নাহি ক্লান্তি, নাহি শ্রান্তি দোঁহে মগ্ন কামে।
না জানে কি ঘটিতেছে স্বীয় স্বর্গধামে॥
কত শত বর্ষ যায় না যায় কখন।
শঙ্কর-পার্ব্বতী রহে সুরতে মগন॥
অতৃপ্ত তথাপি রহে দোঁহার অন্তর।
এদিকেতে বসুমতী কাঁপে থরথর॥
হেরি তাঁহাদের এই সুরত উৎসব।
চিন্তাকুল হইলেন দেবতারা সব॥
নারায়ণ-সমীপেতে করিয়া গমন।
প্রণাম করিয়া সব করে নিবেদন॥
ব্রহ্মা কহে শুন শুন দেব নারায়ণ।
বহু বর্ষ আছে শিব সুরতে মগন॥
অন্য কোন কার্য্যে তাঁর মন নাহি আর।
কি হইবে কহ দেব দয়া-অবতার॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন প্রজাপতি।
কহিব উপায় এক সুগোপন অতি॥
পার্ব্বতীর গর্ভে যদি শিবতেজ পড়ে।
অবশ্য জন্মিবে পুত্র দেবীর জঠরে॥
সুরাসুর-বিমর্দ্দক সেই পুত্র হবে।
তাহার ভয়েতে সবে শশব্যস্ত রবে॥



মহাকামী শশধর জাহ্নবীর তীরে।
একদা হেরিলা সেথা গুরুর পত্নীরে॥

পৃষ্ঠা- ২০৩

শিবতেজ হয় যাহে ভূমিতে পতন।
তাহার উপায় সবে কর দেবগণ ॥
নারায়ণ-কথা শুনি যত দেবগণ।
নর্ম্মদা নদীর তীরে করিলা গমন ॥
ব্রহ্মা আপনার গৃহে করিলা প্রস্থান।
শিবভয়ে দেবগণ হ'ল কম্পমান ॥
ভয়েতে কাতর সবে গুহামুখে রয়।
শিবরতি ভঙ্গ করা সাহস না হয় ॥
অনন্তর ইন্দ্রদেব গিয়া দ্বার-পাশে।
ফিরাইয়া নিজ মুখ শিবেরে সম্ভাষে ॥
শুন শুন যোগিরাজ শুন ভগবন্।
জগৎ-ঈশ্বর তুমি জগৎ-কারণ ॥
ভক্তভয় দূর কর বিপদভঞ্জন।
কোন্ কাজ করিতেছ কহ সনাতন ॥
এত বলি ইন্দ্রদেব করিলা প্রস্থান।
অনন্তর সূর্য্যদেব সেই স্থানে যান ॥
ভয়ে ভয়ে কহে সূর্য্য যুক্ত করি কর।
কোন্ কার্য্য করিতেছ জগৎ-ঈশ্বর ॥
সুরশ্রেষ্ঠ মহাভাগ কি কহিব আর।
বারবার আপনারে করি নমস্কার ॥
এত বলি সূর্য্যদেব করে পলায়ন।
সেই স্থানে চন্দ্র আসি কহিলা তখন ॥
শুন শুন ত্রিলোচন ত্রিলোক-ঈশ্বর।
কোন্ কর্ম্ম করিতেছ হে ভোলা শঙ্কর ॥
যাহা অভিলাষ কর তাহা সিদ্ধ হয়।
নমস্কার করি তোমা সকল সময় ॥
এত বলি চন্দ্রদেব করিলা প্রস্থান।
অনন্তর বায়ুদেব দ্বার-দেশে যান ॥
বায়ু কহে, শুন শুন জগতের নাথ।
ভক্তিভবে তব পায় করি প্রণিপাত ॥
জগতের বন্ধু তুমি কি করিছ আজ।
চতুর্ব্বর্গ ফলদাতা তুমি যোগিরাজ ॥
এই রূপে দেবগণ করিলেন স্তব।
সুপণ্ডিত মহেশ্বর শুনিলেন সব ॥

রতিক্রীড়া পরিহারে অভিলাষী হন।
পার্ব্বতীর ভয়ে তবু ব্যাকুলিত মন ॥
স্তবস্তুতি পুনরায় করে দেবগণ।
পার্ব্বতীরে মহাদেব ত্যজিলা তখন ॥
ত্রস্তভাবে শিব যেই উঠিলা ত্বরিতে।
শঙ্করের বীর্য্যরাশি পড়িল ভূমিতে ॥
পুত্র এক জন্ম লভে সেই বীর্য্য হ'তে।
কার্ত্তিকেয় নামে হয় বিখ্যাত জগতে ॥
রতি পরিহার করি ভোলা মহেশ্বর।
সম্মুখেতে দেবগণে দেখে অনন্তর ॥
হেরিয়া দেবতাগণে কহে ত্রিলোচন।
শীঘ্র শীঘ্র দেবগণ কর পলায়ন ॥
পার্ব্বতীর ভয়ে সবে পলায়ন করে।
মহাদেব রহিলেন কম্পিত অন্তরে ॥
শয্যা হ'তে দুর্গাদেবী করিয়া উত্থান।
সম্মুখেতে দেবগণে দেখিতে না পান ॥
রোষভরে অতঃপর কহেন পার্ব্বতী।
অভিশাপ দিব আমি দেবগণ প্রতি ॥
সতীমুখে হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মধুর বচনে শিব কহেন তখন ॥
শুন শুন প্রিয়তমে শুন গো পার্ব্বতী।
তুমি ধন্যা মনোহরা অতি রূপবতী ॥
মম প্রাণ-অধিষ্ঠাত্রী তুমি প্রাণেশ্বরী।
মোর প্রতি সুপ্রসন্না হও কৃপা করি ॥
তোমাব সংযোগে হয় শিব মোর নাম।
তোমা ছাড়া শব তুল্য হই অবিরাম ॥
পবমাপ্রকৃতি তুমি বুদ্ধি দয়া ক্ষমা।
তুষ্টি পুষ্টি শান্তি তুমি, তুমি মনোরমা ॥
ক্ষুধা ছায়া নিদ্রা তুমি সবার আধাব।
মম প্রতি ক্রোধ তুমি কর পরিহার ॥
রোষভবে কেন কর অশ্রু বিসর্জ্জন।
সংবরণ কর প্রিয়ে তোমার রোদন ॥
তুমি তো সামান্যা নহ জগৎ-তারিণী।
ভকতবৎসলা অতি, তুমি নারায়ণী ॥

মহেশের বাক্য শুনি মনোদুঃখে অতি।
মধুর বচনে তাঁরে কহিলা পার্ব্বতী॥
শুন শুন মহাদেব, তুমি আত্মারাম।
সর্ব্বদেহে অবস্থিত তুমি পূর্ণকাম॥
পরিপূর্ণ জ্ঞান তব জানি অনিবার।
সকলের অন্তর্য্যামী কি কহিব আর॥
যে কথা গোপন করে নারী সমুদয়।
নিজমুখে সেই কথা কহি মহাশয়॥
সম্ভোগ না শেষ হ'তে রতিভঙ্গ হ'লে।
অতি দুঃখ ভোগ করে রমণী সকলে॥
সঙ্গমভঙ্গেতে নারী অতি দুঃখ পায়।
কৃষ্ণপক্ষ চন্দ্রসম হয় ক্ষীণকায়॥
চিন্তাজ্বর মানবের ক্ষয়ের কারণ।
পাইলাম দুঃখ অতি শুন পঞ্চানন॥
রতিভঙ্গ দুঃখে আমি অতীব কাতর।
না পড়িল বীর্য্য মম গর্ভের ভিতর॥
তুমি মোর প্রাণেশ্বর তুমি মোর পতি।
তোমা দ্বারা পুত্র লাভ না হ'ল সম্প্রতি॥
পুত্রহীন রমণীর নিষ্ফল জীবন।
উচ্চবংশজাত পুত্র সুখের কারণ॥
সুপুত্র স্বামীর অংশ বংশদীপ তার।
কুলের দহনকারী পুত্র কুলাঙ্গার॥
শুন শুন যোগিরাজ পাই অতি ক্লেশ।
কিরূপে সুপুত্র পাব দাও উপদেশ॥
তপস্যার ফলদাতা তুমি মহেশ্বর।
পরম ঈশ্বর তুমি করুণাসাগর॥
এই কথা বলি দেবী করিলা রোদন।
মৃদু হাস্যে মহেশ্বর কহিলা তখন॥
তুমি তো জগৎ-মাতা ত্রিলোক-ধারিণী।
সামান্য কারণে কান্না দোষ মনে গণি॥
কহিব তোমায় আমি অতি গুহ্য কথা।
যাহাতে পাইবে পুত্র, না হবে অন্যথা॥
যে ব্রত পালিতে আমি বলিব তোমায়।
কায়মনে আচরণ কর তুমি তায়॥

শুনিয়া শঙ্কর বাক্য পার্ব্বতী তখন।
শান্তচিত্তে সব কথা করেন শ্রবণ॥
বৈবর্ত্ত-পুরাণ কথা অমৃত সমান।
যেইজন শোনে সেই অতি পুণ্যবান্॥

গণেশখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

● দ্বিতীয় অধ্যায়

পুণ্যক ব্রত বিধান কথন।

মহাদেব কহিলেন, শুন হে পার্ব্বতি।
মঙ্গলজনক কথা কহি তব প্রতি॥
শ্রীহরির আরাধনা করি বরাননে।
ব্রত অনুষ্ঠান কর ভক্তিযুক্ত মনে॥
পুণ্যক ব্রতের নাম সুকল্যাণকর।
এই ব্রত কর তুমি একটি বৎসর॥
সকল ব্রতের শ্রেষ্ঠ এ ব্রত পুণ্যক।
সর্ব্ব ইচ্ছা পূর্ণ করে মঙ্গলজনক॥
এই ব্রত সুরেশ্বরি কর অনুষ্ঠান।
অবশ্যই লাভ হবে পুত্র গুণবান্॥
ব্রতকালে শ্রীকৃষ্ণের কর আরাধনা।
পুত্র লাভ হবে তব পূরিবে প্রার্থনা॥
হরিমন্ত্র ল'য়ে যেই হরি-সেবা করে।
অন্তিমেতে যায় সেই বৈকুণ্ঠ-নগরে॥
জনম সফল তার কি কহিব আর।
কোটি কোটি পুরুষের করে সে উদ্ধার॥
ভৃত্য বন্ধু সহোদরে মুক্তি করে দান।
ভগবান্ দেন তারে চরণেতে স্থান॥
শুন শুন যোগেশ্বরি শুন বরাননে।
হরিমন্ত্র জপ কর ভক্তিযুক্ত মনে॥
সুদুর্লভ হরিমন্ত্র জপ সর্ব্বদাই।
মুক্তির কারণ তাহা কহি আমি তাই॥
বিপিন-বিহারী হরি শ্রীমধুসূদন।
সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা প্রভু নারায়ণ॥

তিনি যদি তুষ্ট হন কাহারো উপরে।
অবশ্য পাইবে ফল জানিও অন্তরে॥
হরিমন্ত্র জপি কর ব্রত অনুষ্ঠান।
পুণ্যক ব্রতের ফল না হইবে ম্লান॥
সংসার যাতনা তব দূরেতে যাইবে।
মনোমত ফল তুমি অবশ্য পাইবে॥
দুর্লভ হরির মন্ত্র অবনী মাঝারে।
ইহা ছাড়া সার কিছু নাহি এ সংসারে॥
হরি জ্ঞান হরি ধ্যান হরিতে তন্ময়।
মুক্তিলাভ হবে তাহে নাহিক সংশয়॥
প্রিয়তমে মম কথা না করিও আন।
পুণ্যক ব্রতের ফলে পাবে পরিত্রাণ॥
অতএব শুন প্রিয়ে মিনতি আমার।
হরিনাম হৃদয়েতে জপ অনিবার॥
এত বলি মহাদেব ল'যে পার্ব্বতীরে।
অতিশীঘ্র আসিলেন জাহ্নবীব তীরে॥
হরির কবচ সেথা দিলেন দেবীরে।
কৃষ্ণস্তবমন্ত্র দান করিলেন ধীরে॥
অনন্তর শুদ্ধমনে ব্রত অনুষ্ঠান।
করিতে বলেন তাঁরে শিব ভগবান্॥
শুনিযা ব্রতের কথা আনন্দিতা অতি।
মহেশ্বরে সম্বোধিযা কহিলা পার্ব্বতী॥
শুন শুন দীননাথ, শুন ভগবান্।
কিরূপে করিব কহ ব্রত-অনুষ্ঠান॥
কোন্ কোন্ দ্রব্য আর কোন্ কোন্ ফল।
লাগিবে ব্রতের কালে কহ অবিকল॥
কোন্ কালে ব্রত করি, কি করি আহার।
সকল বিষয় মোরে কহ সবিস্তার॥
ব্রতের নিয়ম কিবা ব্রতেব বিধান।
কিবা এতে ফলোদয় কহ ভগবান্॥
কোন্ পত্র কোন্ পুষ্প লাগিবে ইহাতে।
কী ভাবে পূজিব আমি কহ বিধিমতে॥
আমি তো অবলা নারী, জান পঞ্চানন।
কিরূপে করিব আমি পূজা আযোজন॥
অতএব কৃপা করি ওহে ভগবান্।
পুরোহিত ভৃত্য আদি মোরে কর দান॥
যাহা কিছু আবশ্যক ব্রত অনুষ্ঠানে।
আয়োজন কর প্রভু সত্বর এখানে॥
পতিই সতীর গতি, পতি প্রভু তার।
পতি ছাড়া রমণীর কেহ নাহি আর॥
নারীর উপর যদি পতি রুষ্ট হন।
বিফল সংসার তার বিফল জীবন॥
শাস্ত্রের বচন জান ওগো পশুপতি।
যতদিন বাঁচে নারী পতি তার গতি॥
কুমারী নারীরে পিতা করেন রক্ষণ।
যৌবনকালেতে পতি করেন পালন॥
বার্দ্ধক্যে নারীরে রক্ষা করে পুত্রগণ।
চিরপর ধীনা নারী শাস্ত্রের বচন॥
সকলের সাক্ষী তুমি শিব ভগবান্।
পুত্রহেতু বর মোরে করহ প্রদান॥
পতিব্রতা নারী যদি পুত্রবতী হয।
সেই নারী ধন্যা তবে জানিবে নিশ্চয়॥
এ কারণে তব পদে করি নিবেদন।
বল প্রভু কি করিলে পাব পুত্রধন॥
এত বলি পড়ে দেবী পতির চরণে।
মহাদেব কহে তবে মধুর বচনে॥
শুন দেবি সনাতনি শুন মহেশ্বরী।
তব কাছে ব্রতকথা নিবেদন করি॥
কুসুম-চয়ন-তরে শত বিপ্র চাই।
শত শত দাস দাসী রহিবে সদাই॥
হরিভক্ত পুরোহিত যেইজন হবে।
তাহার দ্বারায় ব্রত সাধন করিবে॥
অরুণ-উদয-কালে ত্যজিয়া শয়ন।
সুনির্ম্মল জলে কর স্নান সমাপন॥
পবিত্র মনেতে হরি করিযা স্মরণ।
যুগ্মবস্ত্র পরি পুনঃ কর আচমন॥
পুরোহিতে অতঃপর করিযা বরণ।
সঙ্কল্প করিয়া কর ঘটের স্থাপন॥

এইরূপে কর দেবী ব্রত-অনুষ্ঠান।
মঙ্গল হইবে তব, শুদ্ধ হবে প্রাণ ॥
বিষ্ণুরে পূজিবে নিত্য ষোড়শোপচারে।
শাস্ত্রের বচন ইহা কহিনু তোমারে ॥
পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক স্বাগত আসন।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য ভূষণ ॥
যজ্ঞসূত্র কর্পূরাদি চন্দন তাম্বুল।
পূজার প্রধান অঙ্গ না করিও ভুল ॥
পারিজাত ফুলে কর বিষ্ণুরে পূজন।
শ্রীকৃষ্ণেরে নীলোৎপল কর সমর্পণ ॥
কেশবে প্রদান কর পবিত্র চামর।
সহস্র সম্পুট যেন লভে গোপীশ্বর ॥
বন্ধূককুসুম কর রাধানাথে দান।
এইরূপে কর দেবী ব্রত-অনুষ্ঠান ॥
হবিষ্যান্ন খাবে দেবী ছয় মাস ধ'রে।
পাঁচ মাস ফল খাবে বিশুদ্ধ অন্তরে ॥
এক পক্ষ ঘৃত খাবে, এক পক্ষ জল।
দিবারাত্র রত্নদীপ রাখিবে উজ্জ্বল ॥
কুশাসনে বসি কর রাত্রি জাগরণ।
যতনে ইন্দ্রিয়গণে করিবে দমন ॥
বস্ত্র ভোজ্য উপবীত ডালা মনোহর।
উৎসর্গ করিবে দেবি শুন অতঃপর ॥
ব্রত সমাপ্তির তরে বিধানানুসারে।
সুবর্ণ দক্ষিণা দান করিবে সবারে ॥
যেই জন এই ব্রত করে অনুষ্ঠান।
অবশ্যই লাভ করে উত্তম সন্তান ॥
স্বামীর সৌভাগ্যলাভ করে সেই জন।
ধন বৃদ্ধি হয় তার-শাস্ত্রের বচন ॥
এই ব্রত তুমি দেবি কর অনুষ্ঠান।
অবশ্যই পাবে তবে পুত্র ভাগ্যবান্ ॥
শুনিযা শিবের কথা কহিলা পার্ব্বতী।
বিস্তার করিযা প্রভু কহ মোর প্রতি ॥
সর্ব্ব-অগ্রে এই ব্রত করে কোন্ জন।
কৃপা করি মোরে আজ কহ পঞ্চানন ॥

জীবন সার্থক করি, করিয়া শ্রবণ।
অমৃত সমান কথা শুনিবারে মন ॥
শুনিযা সতীব বাক্য দেব পঞ্চানন।
মহানন্দে কহে সব হরষিত মন ॥
মহেশ্বর কহিলেন, শুন প্রাণেশ্বরি।
সবিস্তারে সব কথা নিবেদন করি ॥
শতরূপা নামে ছিল মনুর গৃহিণী।
পতিব্রতা সেই নারী ভুবনমোহিনী ॥
কিন্তু তার মনে ছিল দুঃখ অতিশয়।
দীর্ঘ দিন কাটে তবু না হয তনয ॥
মনোদুঃখে থাকে সদা পুত্রের বিহনে।
কী ভাবে পাইবে পুত্র ভাবে মনে মনে ॥
শতরূপা দিবারাত্রি করে অনুতাপ।
পূর্ব্বজন্মে বুঝি কত করেছিনু পাপ ॥
সেই পাপে এ জনমে পুত্র নাহি পাই।
রাজ্যধন মোর কাছে বিষতুল্য তাই ॥
পুত্ররত্ন বিনা প্রাণে কিবা প্রযোজন।
বলিব ব্রহ্মার কাছে মম আকিঞ্চন ॥
এইরূপে চিন্তা করি একদা সুন্দরী।
দ্রুতগতি চলিলেন ব্রহ্মার নগরী ॥
বিধি পাশে শতরূপা করিযা গমন।
চরণে লুটাযে তাঁর করিলা ক্রন্দন ॥
ইহা দেখি ব্রহ্মাদেব বলে সকাতরে।
কেন কন্যা কাঁদ হেন অবিরল ধারে ॥
কিবা দুঃখ কিবা কষ্ট বলহ আমায।
যথাসাধ্য সহাযতা করিব তোমায ॥
বিধি-প্রতিশ্রুতি শুনি শতরূপা নারী।
কহিল বিনয বাক্য হাত যোড় করি ॥
শুন শুন চতুর্ম্মুখ শুন পদ্মাসন।
জগৎ-বিধাতা তুমি সৃষ্টির কারণ ॥
কৃপা করি মোরে আজ কহ ভগবান্।
কি উপাযে লাভ হবে পুত্র ভাগ্যবান্ ॥
যেই জন বন্ধ্যা নারী, অতি দুঃখ তার।
ধন জন সম্পদাদি সকলি অসার ॥

জনম নিষ্ফল তার জানে সর্ব্বজন।
পুত্রহীনা রমণীর কিবা প্রয়োজন ॥
নরক ভীষণ অতি 'পুৎ' তার নাম।
সে নরক হ'তে পুত্র রক্ষে অবিরাম ॥
সুখ মোক্ষ দান করে সুযোগ্য সন্তান।
অশ্বমেধ ফললাভ করে পুত্রবান্ ॥
কৃপা করি হে বিধাতঃ বলুন আমারে।
পুত্ররত্ন লাভ করি আমি কি প্রকারে ॥
নতুবা স্বামীর সহ যাইব কাননে।
পুত্র বিনা অন্ধকার হেরি দু'নয়নে ॥
আমাদের রাজ্য প্রভু করুন গ্রহণ।
সংসার ত্যজিয়া মোরা যাইব কানন ॥
সন্তানহীনের মুখ অমঙ্গলকর।
অগ্নিতে প্রবেশ আমি করিব সত্বর ॥
গরল ভক্ষণ করি ত্যজিব জীবন।
এত বলি শতরূপা করিলা রোদন ॥
শুনিয়া তাহার কথা ব্রহ্মা প্রজাপতি।
কহিলেন হিত-কথা সুমধুর অতি ॥
শুন শুন শতরূপা, বচন আমার।
উপায় তোমারে আমি কহি চমৎকার ॥
সুপুণ্যক ব্রত তুমি কর অনুষ্ঠান।
অবশ্যই লাভ হবে সুযোগ্য সন্তান ॥
কৃষ্ণ-আরাধনা কর ব্রতের সময়।
সুসন্তান লাভ তবে হইবে নিশ্চয় ॥
অগতির গতি তিনি প্রভু নারায়ণ।
তাঁহাকে ভজনা কর রক্ষার কারণ ॥
নারায়ণ তুষ্ট যদি হন তব প্রতি।
অচিরে মোচন হবে যতেক দুর্গতি ॥
এক্ষণে ব্রতের কথা বলিব বিস্তারি।
সেই মতে ব্রত তুমি আচর সুন্দরী ॥
শুক্লা ত্রয়োদশী যোগে শুভ মাঘমাসে।
সুপুণ্যক ব্রত কর সুপুত্রের আশে ॥
পূর্ব্বদিন বিধিমত সংযম করিয়া।
পরদিন ব্রাহ্মকালে শয্যা তেয়াগিয়া ॥
যথাবিধি প্রক্ষালন সারিয়া সত্বর।
মন্ত্রের সাহায্যে স্নান কর অতঃপর ॥
শুদ্ধচিত্তে করি সব পূজা-আয়োজন।
বসিবে আসনে তবে করিতে পূজন ॥
ভক্তিভরে পূজ তুমি হরি নারায়ণ।
প্রথমেই বিষ্ণু স্মরি কর আচমন ॥
পত্র পুষ্প মাল্য ফল ধূপ দীপ আর।
চন্দন বসন গন্ধ কর ব্যবহার ॥
তণ্ডুল শর্করা যোগে নৈবেদ্য সাজাবে।
তাম্বুল পানীয় আদি সব কিছু দিবে ॥
কুশ কোষা শঙ্খ ঘণ্টা আসন অঙ্গুরী।
পুষ্পপাত্র তাম্রঘট সুবাদ্য লহরী ॥
হরষিত মনে সব করি আয়োজন।
ষোড়শোপচারে পূজা করিবে সাধন ॥
এইরূপে সর্ব্বকর্ম্ম করি সমাপন।
একমনে ভগবানে করিবে চিন্তন ॥
সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা কৃষ্ণ নারায়ণ।
তাঁহারে পূজিলে হয় বাসনা পূরণ ॥
স্তবস্তুতি করি পরে ভক্তিযুত চিতে।
উপবাস করি রবে কহি বিধিমতে ॥
অতঃপর হোমকার্য্য করিয়া সাধন।
বিপ্রগণে যত্ন করি করাবে ভোজন ॥
উচিত দক্ষিণা দিবে বিপ্র সবাকারে।
তবে তো হইবে পুণ্য কহিনু তোমারে ॥
অনন্তর লৈয়া সব আত্মবন্ধুজন।
মৌনভাবে একসঙ্গে করিবে ভোজন ॥
এইরূপে প্রতিমাসে পবিত্র অন্তরে।
করিবে পুণ্যক ব্রত অতি ভক্তিভরে ॥
এক বর্ষ পরে পুনঃ পুণ্য মাঘমাস।
ব্রতীর সেদিন হবে পূর্ণ অভিলাষ ॥
উদ্‌যাপন কর ব্রত করি অনুষ্ঠান।
অবশ্যই লাভ হবে সুযোগ্য সন্তান ॥
ব্রতের বিধান এই শুনহ সুন্দরী।
এক বর্ষ দেখ তুমি এ-ব্রত আচরি ॥

সিদ্ধিপ্রদ এই ব্রত করি অনুষ্ঠান।
লাভ কর পুত্র-রত্ন বিষ্ণুর সমান॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য শতরূপা পরে।
সুপুণ্যক ব্রত করে প্রফুল্ল অন্তরে॥
এক বর্ষ এই ব্রত করি অনুষ্ঠান।
শতরূপা লাভ করে দুইটি সন্তান॥
শ্রীউত্তানপাদ আর প্রিয়ব্রত নাম।
দুই পুত্র হয় তার নয়নাভিরাম॥
দেবহূতি এই ব্রত করি অনুষ্ঠান।
কপিল নামেতে লভে পুত্র পুণ্যবান্॥
ব্রত-অনুষ্ঠান করি দেবী অরুন্ধতী।
শক্তি নামে পুত্র পায় মনোহর অতি॥
শক্তিপত্নী এই ব্রত করি অনুষ্ঠান।
পরাশর নামে লভে পুত্র গুণবান্॥
অদিতি করেন এই ব্রত অনুষ্ঠান।
বামন নামেতে হয় পুত্র ভাগ্যবান্॥
ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী এই ব্রত ক'রে।
জয়ন্ত নামেতে পুত্র লভিলা সত্বরে॥
উত্তানপাদের পত্নী এই ব্রত-শেষে।
ধ্রুব নামে পুত্র-রত্ন লভে অবশেষে॥
কুবেরের পত্নী ব্রত করি অনুষ্ঠান।
শ্রীনলকুবর নামে লভিলা সন্তান॥
সূর্য্যপত্নী এই ব্রত করি অনুষ্ঠান।
লাভ করে মনু নামে পুত্র ভাগ্যবান্॥
অত্রিপত্নী এই ব্রত অনুষ্ঠান ক'রে।
পুত্ররূপে লাভ করে দেব শশধরে॥
অঙ্গিরার পত্নী করি ব্রত আচরণ।
পান পুত্র বৃহস্পতি বিদিত ভুবন॥
ভৃগুপত্নী এই ব্রত করি অনুষ্ঠান।
পুত্ররূপে পান শুক্রে অতি গুণবান্॥
এইরূপে ব্রতকথা করিয়া কীর্ত্তন।
সতীরে কহেন পুনঃ দেব পঞ্চানন॥
এই ব্রত কর তুমি একান্ত অন্তরে।
অবশ্য পাইবে পুত্র কহিনু তোমারে॥
বিষ্ণুতুল্য পুত্র হবে জানিও নিশ্চয়।
আমার বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়॥
শুনিয়া শিবের কথা প্রফুল্ল অন্তরে।
সুপুণ্যক ব্রত দেবী অনুষ্ঠান করে॥
অনন্তর নারদেরে করি সম্বোধন।
ধীরে ধীরে কহিলেন দেব নারায়ণ॥
পুণ্যক ব্রতের কথা শুনিলে বিস্তর।
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ অতঃপর॥
গণেশখণ্ডেতে এই পুরাণের কথা।
অমৃত সমান বটে নহেক অন্যথা॥

গণেশখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

● তৃতীয় অধ্যায়

পার্ব্বতীর পুণ্যক ব্রত পালন ও শিবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন।

নারদ কহিল এবে হরষিত মন।
অতঃপর কি ঘটিল বল নারায়ণ॥
নারায়ণ কহে তবে নারদের প্রতি।
শুন শুন সেই কথা অপরূপ অতি॥
শিবের আজ্ঞায় সতী পার্ব্বতী তখন।
ফুল্ল-মনে করিলেন ব্রত-আয়োজন॥
নিযুক্ত করিলা দেবী কিঙ্কর ব্রাহ্মণে।
আরম্ভ করিলা ব্রত অতি শুভক্ষণে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে হয় নিমন্ত্রণ।
আসিল অতিথি কত না যায় গণন॥
যত দেব যত ঋষি কৈলাস নগরে।
একে একে উপনীত হইল সত্বরে॥
পুত্র ভার্য্যা সহ ব্রহ্মা আসেন তখন।
চতুর্ভুজ ভগবান্ দিলা দরশন॥
আসিলেন লক্ষ্মীদেবী ল'য়ে দ্রব্য যত।
স্বর্গ হ'তে দেবগণ আসে শত শত॥
সনক সনন্দ ক্রতু বোঢ়ু সনাতন।
বশিষ্ঠ পুলহ আদি আসে মুনিগণ॥

নর নারায়ণ আর দিক্‌পাল যত।
গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ আসে শত শত॥
পর্ব্বত সকল সেথা উপনীত হয়।
ভার্য্যাসহ আসিলেন নিজে হিমালয়॥
সিদ্ধ যতি মনু বিপ্র বন্দী বিদ্যাধর।
দলে দলে উপনীত হইল সত্বর॥
আসে বিদ্যাধরী যত নর্ত্তকী অপ্সরী।
নানাবিধ বাদ্যকর আসে ত্বরা করি॥
পদ্মরাগমণি শোভে রাজপথ-মাঝে।
আম্রপল্লবের মাল্য সর্ব্বত্র বিরাজে॥
কদলীর স্তম্ভ শোভে অতি মনোহর।
চন্দনের মৃদু গন্ধ আসিছে সুন্দর॥
হইল আলোকময় কৈলাস নগরী।
গীতবাদ্যে পরিপূর্ণ মনোহর পুরী॥
কেহ নাচে কেহ গায় পুলকে উচ্ছ্বসি।
ব্রাহ্মণ দরিদ্র সব অন্নের প্রত্যাশী॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত তৈলে নদী ব’যে যায়।
অমৃতের কুণ্ড বহু বিরাজে সেথায়॥
মিষ্টান্ন শর্করা কত শোভে স্তূপাকারে।
শালিধান্য চিপিটক শোভে ভারে ভারে॥
পায়স পিষ্টক লক্ষ্মী করিলা রন্ধন।
রাঁধিলেন অন্ন আর ঘৃতের ব্যঞ্জন॥
কমলা পাচিকা আর কুবের ভাণ্ডারী।
অনাহূত রবাহূতে পূর্ণ সেই পুরী॥
দ্রব্যাদি যোগায় সূর্য্য আনন্দ অন্তরে।
দানের যাবৎ ভার কশ্যপ-উপরে॥
পরিতোষ সহকারে হইল ভোজন।
আনন্দে প্রফুল্ল যত ব্রাহ্মণ সজ্জন॥
ভোজনান্তে বিষ্ণুদেব বসে সিংহাসনে।
অপ্সরীর নৃত্য হেরে প্রফুল্ল বদনে॥
চামর ব্যজন করে পারিষদ দলে।
নৃত্যগীত করে যত গন্ধর্ব্ব সকলে॥
সানন্দ অন্তরে সেথা যত ঋষিগণ।
যোড়হস্তে করে স্তব প্রভু নারায়ণ॥
জগতের পতি তুমি কিবা মোরা জানি।
অগতির গতি তুমি দেবকুল মণি॥
অনাদি অনন্ত প্রভু নিত্যসনাতন।
যাহার কটাক্ষে হয় ব্রহ্মাণ্ড সৃজন॥
তব কৃপা ব্যতিরেকে সিদ্ধি নাহি হয়।
তব পদে আমাদের মতি যেন রয়॥
এইরূপে করে স্তব যত মুনিগণ।
প্রসন্ন মুখেতে বসি আছে নারায়ণ॥
হেনকালে মহাদেব আসিয়া সত্বর।
ভক্তি-সহকারে কয় যুক্ত করি কর॥
শুন নাথ শ্রীনিবাস বচন আমার।
তপস্যাস্বরূপ তুমি কৃপা-অবতার॥
তুমি যজ্ঞ তুমি জপ তুমি পূজা ব্রত।
সর্ব্বাগ্রে পূজিত তুমি হও অবিরত॥
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি বীজ সবাকার।
কর্ম্মফলদাতা তুমি কি কহিব আর॥
তুমি অনুকূল রহ যাহার উপরে।
ভাবনা কি আছে তার এ তিন-সংসারে॥
পুত্রের লাগিয়া বড় ব্যাকুলিত মন।
পার্ব্বতী শ্রীহরিব্রত করে সে কারণ॥
এই ব্রত করে দেবী আমার আজ্ঞায়।
তুমি তো সকলি জান, কি কহিব হায়॥
যদি নাহি লাভ করে পার্ব্বতী সন্তান।
পুত্রের বিহনে তিনি ত্যজিবেন প্রাণ॥
শুনিয়া আমার নিন্দা সতী একবার।
পিতৃগৃহে নিজ দেহ করে পরিহার॥
শৈলগৃহে জন্ম দেবী লয় পুনর্ব্বার।
সকলি ত’ জান প্রভু কি কহিব আর॥
চঞ্চল রমণী-মন জানি সর্ব্বক্ষণ।
নিবারিতে তাহা নাহি পারে কোন জন॥
নারীর মোহেতে হয় কৃষ্ণভক্তি নাশ।
বৈরাগ্যের বাধা নারী শাস্ত্রের প্রকাশ॥
স্বকার্য্য-সাধনে সদা রমণী তৎপর।
মুখে মিষ্ট, কিন্তু সদা গরল অন্তর॥

রজ্জুর স্বরূপ নারী সংসার বন্ধনে।
মোহের কারণ নারী জানি মনে মনে॥
তোমার নিকটে সব করিনু বর্ণন।
কৃপা করি কহ নাথ কি করি এখন॥
শুনিয়া শিবের কথা নারায়ণ কয়।
তব পত্নী হৈমবতী সাধ্বী অতিশয়॥
মঙ্গল ব্রতের সার সুপুণ্যক ব্রত।
সেই ব্রত তব পত্নী করে অবিরত॥
সুখব্রত সেই ব্রত আরাধ্য সবার।
কামফলপ্রদ তাহা সর্ব্ব-মোক্ষ-সার॥
ভগবান্ জ্যোতিঃরূপী নিত্য নিরঞ্জন।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু তিনি সর্ব্বক্ষণ॥
ভক্ত-অনুগ্রহকারী ভক্তদের প্রাণ।
নিরাশ্রয় নিরাময় কৃষ্ণ ভগবান্॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাঁর অংশে হয়।
মহান্ বিরাট্ তাঁর অংশে জন্ম লয়॥
প্রকৃতি হইতে তিনি ভিন্ন অনুক্ষণ।
নির্লিপ্ত পরমব্রহ্ম হরি সনাতন॥
গ্রহশূন্য উগ্র তিনি পরম ঈশ্বর।
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর॥
হরিভক্তি লভে সবে তোমার কৃপায়।
তব আশীর্ব্বাদে সবে সূর্য্যমন্ত্র পায়॥
সূর্য্যমন্ত্র ভক্তিভরে করি আরাধন।
শিবমন্ত্র অবশেষে পায় সর্ব্বজন॥
সপ্ত জন্ম করি তব সেবা আরাধন।
মায়ামন্ত্র লাভ তবে করে সেই জন।
সুদুর্লভ কৃষ্ণ-ভক্তি তারপর পায়।
শাস্ত্রের বচন ইহা কহিনু তোমায়॥
কৃষ্ণ-ব্রত কৃষ্ণ-মন্ত্র অতি মূল্যবান্।
শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হয় কৃষ্ণের সমান॥
মহাপ্রলয়ের কালে ধ্বংস হয় সবে।
কৃষ্ণ-ভক্ত অবিনাশী ধ্বংস নাহি হবে॥
অক্ষয় গোলোকে রহে কৃষ্ণের কিঙ্কর।
মহানন্দ ভোগ সেই করে নিরন্তর॥
সর্ব্ব জীবে মহেশ্বর পার সংহারিতে।
কৃষ্ণ-ভক্ত জনে কিছু না পার করিতে॥
মায়ায় মোহিত নহে কৃষ্ণ-ভক্ত জন।
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে রহে তার মন॥
মায়া মাতা নারায়ণী প্রকৃতি ঈশ্বরী।
কৃষ্ণ-ভক্তি সর্ব্বজনে দেন কৃপা করি॥
কৃষ্ণ-প্রিয়া কৃষ্ণ-ভক্তা দেবী নিরন্তর।
আপনার ইচ্ছামত ধরে কলেবর॥
অসুর-নিধন-কালে আবির্ভূতা তিনি।
পরম ঈশ্বরী মাতা জগৎ-মোহিনী॥
দক্ষ-গৃহে কন্যারূপে জন্মে অতঃপর।
তব নিন্দা শুনি সতী ত্যজে কলেবর॥
মৃতদেহ কাঁধে তুমি করিয়া ধারণ।
মত্ত হ'য়ে নানাস্থানে করিলে ভ্রমণ॥
শৈলনদী-তীরে আমি করিয়া গমন।
তোমারে বলিয়াছিনু প্রবোধবচন॥
হিমালয়-গৃহে দেবী জন্মে অতঃপর।
পতিরূপে লাভ করে তোমারে সত্বর॥
সুপুত্র লাভের তরে শুন পশুপতি।
পুণ্যক নামেতে ব্রত করিছে পার্ব্বতী॥
কৃষ্ণের অংশেতে হবে তোমার তনয়।
রূপবান্ গুণবান্ হবে অতিশয়॥
পুত্রের সুকীর্ত্তি তব রটিবে ধরায়।
সর্ব্ববিধ শুভ কার্য্যে সে হবে সহায়॥
গণেশ নামেতে খ্যাত হবে ত্রিভুবনে।
বিঘ্নের বিনাশ হবে তাহার স্মরণে॥
বিঘ্নহন্তা নাম তাঁর জানিবে সবাই।
ঘুচিবে সকল দুঃখ কহি তব ঠাঁই॥
বিবিধ ব্রতের দ্রব্য করিবে ভোজন।
লম্বোদর নাম তাঁর হবে এ কারণ॥
শনির দৃষ্টিতে হবে মস্তক ছেদন।
গজমুণ্ড তাই দেব করিবে ধারণ॥
শিশু গজানন বলি জানিবে সকলে।
মহাখ্যাতি হবে তার এই ধরাতলে॥

দক্ষযজ্ঞ-নাশ



ভূত-প্রেতগণ মিলি যজ্ঞ পণ্ড করে।
সংবাদ পাইয়া শিব আসিল সত্বরে॥

পৃষ্ঠা—২৪০

পরশুরামের সহ করি মহারণ।
একদন্ত হইবেক এই গজানন॥
তদবধি গজানন একদন্ত নামে।
খ্যাতি লাভ করিবেক স্বর্গ মর্ত্ত্যধামে॥
সেই পুত্র হবে তব সকলের প্রিয়।
দেবতাগণের সদা হবে পূজনীয়॥
যদি কেহ তার পূজা অগ্রে না করিবে।
অন্য দেবতারা কেহ পূজা নাহি লবে॥
সর্ব্ব-অগ্রে পূজা তার হবে মোর বরে।
সকলে পূজিবে তারে সভক্তি অন্তরে॥
প্রথমে গণেশ পূজা করি সমাপন।
সূর্য্য বিষ্ণু আদি সবে করিবে পূজন॥
সূর্য্যদেব নারায়ণে করিয়া পূজন।
অর্চ্চনা করিতে হয় দেব পঞ্চানন॥
প্রকৃতি-স্বরূপা যিনি দেবী ভগবতী।
করিতে হয় যে পরে তার পূজারতি॥
অগ্নিদেব বৈশ্বানর পূজার ভাজন।
ইঁহাদের পূজা কৈলে বিঘ্নের নাশন॥
সর্ব্ববিঘ্ন নাশ হয় গণেশ-পূজায়।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় দুঃখ দূরে যায়॥
রোগমুক্ত হয় সবে পূজিলে ভাস্করে।
মুক্তি পায় যেইজন বিষ্ণু পূজা করে॥
তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পায় শিবের পূজায়।
সুকল্যাণকর তাহা কহিনু তোমায়॥
দুর্গার পূজনে হয় সর্ব্বপাপ দূর।
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি হইবে প্রচুর॥
মনুষ্যেরা দাতা হয় অগ্নির সেবায়।
জ্ঞান-মৃত্যু লাভ করে মোক্ষ তারা পায়॥
নিত্য সত্য চিরন্তন ইহারা সবাই।
সৃজনে তৎপর সবে জানিও সদাই॥
এত যদি বলিলেন হরি নারায়ণ।
আনন্দে মগন হন দেব পঞ্চানন॥
প্রসন্না হইয়া সতী আনন্দিত মনে।
সভক্তি প্রণাম করে হরির চরণে॥
দেব ঋষি সকলেই আহ্লাদিত অতি।
নারায়ণ পদে সবে জানায় প্রণতি॥

গণেশখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

● চতুর্থ অধ্যায়

ব্রতানুষ্ঠান, পার্ব্বতী কর্ত্তৃক সনৎকুমারকে পতি-দক্ষিণাদান, পার্ব্বতীর শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্।
অনন্তর দেবী করে ব্রত-অনুষ্ঠান॥
চতুর্দ্দিকে বাদ্য বাজে অতি মনোহর।
স্নান সমাপন দেবী করে অতঃপর॥
যুগ্মবস্ত্র পরিলেন বিশুদ্ধ অন্তরে।
ঘটের স্থাপন দেবী করে তারপরে॥
রত্নময় ঘট শোভে আম্রের পল্লবে।
চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত শঙ্খবাদ্য-রবে॥
রত্নে বিভূষিতা দেবী বসিলা আসনে।
বিধিমত পূজা করে মুনিশ্রেষ্ঠগণে॥
পুরোহিত দিক্পালে করিলা অর্চ্চন।
যথাবিধি দেবগণে করিলা পূজন॥
পূজিলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বরে।
আরম্ভিলা ব্রত দেবী প্রফুল্ল অন্তরে॥
প্রথমে শঙ্করী পড়ে স্বস্তির বচন।
হাতে নিল গঙ্গাজল সঙ্কল্প-কারণ॥
অষ্টাঙ্গ দেবেরে পরে করি আবাহন।
যথারীতি পূজে সতী দেব নারায়ণ॥
ঘটমাঝে শ্রীহরিরে করি আবাহন।
ষোড়শোপচারে দেবী করিলা অর্চ্চন॥
ব্রতের বিধেয় মত দ্রব্য দিলা যত।
এইরূপে হৈমবতী করিলেন ব্রত॥
তিলহোম করে দেবী তিনলক্ষবার।
দেব বিপ্র অতিথিরে করান আহার॥
একটি বৎসর করি নিয়ম পালন।
বিধিমত করিলেন ব্রত উদ্যাপন॥

সনৎকুমার মুনি অতীব যতনে।
পৌরোহিত্য কার্য্য করে আহ্লাদিত মনে॥
সমাপ্তি-দিবসে কহে সনৎকুমার।
যথাবিধি কার্য্য আমি করিনু উদ্ধার॥
দক্ষিণা না দিলে ফল নাহি হয় তার।
দক্ষিণাস্বরূপ দাও পতিরে তোমার॥
শুনি এ দারুণ বাক্য পার্ব্বতী তখন।
কাতর বিলাপ করি হয় অচেতন॥
হেরিয়া দেবীর দশা বিষ্ণুসনাতন।
মহেশ্বরে তাঁর কাছে করিলা প্রেরণ॥
মহাদেব কহিলেন পার্ব্বতীর প্রতি।
মঙ্গল হইবে তব উঠ উঠ সতি॥
এত বলি পার্ব্বতীরে বক্ষমাঝে লয়।
তথাপিও শঙ্করীর চেতন না হয়॥
হতজ্ঞান দেবীপ্রতি চাহিয়া শঙ্কর।
বিষণ্ণবদনে ভাবে দুঃখিত অন্তর॥
দেবীরে কোলেতে রাখি যতন করিয়া।
ধীরে ধীরে আশ্বাসিল সান্ত্বনা দানিয়া॥
শিবের আশ্বাসে সতী লভিল চেতন।
তাহা দেখি মহাদেব আনন্দিত হন॥
শঙ্করী নিশ্চিন্তে থাকে শঙ্করের কোলে।
সম্বোধিয়া শঙ্করীরে মহাদেব বলে॥
শুন শুন প্রাণেশ্বরি আমার বচন।
ভয়ে ভীতা হও তুমি কিসের কারণ॥
দক্ষিণা জানিবে দেবী সর্ব্বকর্ম্মসার।
দক্ষিণা যে নাহি দেয় ফল নাহি তার॥
দক্ষিণা বিহনে সব অসার নিষ্ফল।
কর্ম্মকর্ত্তা অবশ্যই যাবে রসাতল॥
দক্ষিণা যে-জন নাহি বিপ্রে করে দান।
কালসূত্রে সেইজন করিবে প্রস্থান॥
মুহূর্ত্ত বিলম্ব হ'লে দক্ষিণা প্রদানে।
দক্ষিণা দ্বিগুণ হয় সর্ব্বলোকে জানে॥
একদিন গত হ'লে চতুর্গুণ হয়।
একপক্ষে শতগুণ শাস্ত্রে ইহা কয়॥
মাসেক বিলম্ব হ'লে দক্ষিণা-প্রদানে।
পঞ্চশতগুণ হয় পণ্ডিতেরা জানে॥
চতুর্গুণ হয় তার ছয়মাস গেলে।
বৎসর অতীত হ'লে ফল নাহি মিলে॥
মহাপাপে মগ্ন হয় সেই দুরাচার।
কহিলাম এই সত্য শাস্ত্রের বিচার॥
নিষ্ফল হইলে কর্ম্ম মহাপাপ হয়।
নরকেতে কর্ম্মকর্ত্তা যাইবে নিশ্চয়॥
দক্ষিণা অর্পণ যদি হয় বহু পরে।
অবশ্য তাহার ঠাঁই নরক ভিতরে॥
তার বংশধর সব মহাপাপী হয়।
সকলেই নিরন্তর মনস্তাপ সয়॥
শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নিজ মনে ভাবে দেবী কি করি এখন॥
তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া।
কহিলেন নারায়ণ তাহে সম্বোধিয়া॥
শুন শুন অয়ি দেবি ভক্তিপরায়ণে।
স্বধর্ম্ম পালন কর ভক্তিযুক্ত মনে॥
ধর্ম্মের কল্যাণে তুমি জানিবে নিশ্চয়।
কোন কালে কাহারও ক্ষতি নাহি হয়॥
ব্রহ্মা কহে শুন শুন আমার বচন।
আপনার ধর্ম্ম দেবি করহ পালন॥
বেদের বচন সতি নিশ্চয় জানিবে।
স্বধর্ম্মপালনে কভু ক্ষতি নাহি হবে॥
স্বামীকে দক্ষিণা দাও ব্রাহ্মণ-বচনে।
কল্যাণ নিশ্চিত হবে জানিবেক মনে॥
ধর্ম্ম কহে, শুন সতি, আমার বচন।
দক্ষিণা দানিয়া কর ধর্ম্মের রক্ষণ॥
আমার বচন শুন হে কল্যাণি সতি।
ব্রাহ্মণে দক্ষিণা-দানে নাহি হবে ক্ষতি॥
বিপ্রমনে দুঃখ দান উচিত না হয়।
ধর্ম্মরক্ষা কর সতী না করি সংশয়॥
দেবগণ কহে দেবি কহি অবিরত।
দক্ষিণা করিয়া দান পূর্ণ কর ব্রত॥

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তব হইবে সত্বর।
পতিরে দক্ষিণা দাও হরিষ অন্তর॥
সনৎকুমার কহে শুন শুন সতি।
দক্ষিণাস্বরূপ মোরে দাও তব পতি॥
কল্যাণ হইবে শুন আমার বচনে।
ব্রতের সুপুণ্য লাভ করহ এক্ষণে॥
মহেশ্বরে যদি মোরে নাহি কর দান।
তপস্যার ফল তবে করহ প্রদান॥
কহিলা পার্ব্বতী দেবী শুন দেবগণ।
স্বামী বিনা ধর্ম্ম পুত্রে কিবা প্রয়োজন॥
দৃষ্টিশক্তি না রহিলে নয়নে কি কাজ।
কেমনে ধরিব প্রাণ স্বামী বিনা আজ॥
স্বামী হয় একশত পুত্রের সমান।
কেমনে করিব আমি স্বামীরে প্রদান॥
ব্রতের কি প্রয়োজন স্বামীর বিহনে।
স্বামী বিনা প্রয়োজন নাহি পুত্রধনে॥
তরুহীন ফলে বল কিবা সুখোদয়।
স্বামীর বিহনে কিসে হবে পুত্রোদয়॥
সকলের মূল স্বামী কি কহিব আর।
স্বামী বিনা ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি অসার॥
অতএব শুন কহি আমার বচন।
স্বামী বিনা চাহ তুমি অন্য কোন ধন॥
বিষ্ণু কহে শুন দেবি কহি আমি তাই।
স্বামী হ'তে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ জানিও সদাই॥
ধর্ম্ম নষ্ট হব যদি, স্বামীতে কি কাজ।
পুত্রে কিবা প্রয়োজন কহ মোরে আজ॥
ব্রহ্মা কহে শুন শুন আমার বচন।
স্বামী হ'তে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ জেন সর্ব্বক্ষণ॥
ধর্ম্ম হ'তে সত্য বড় শুন শুন সতি।
ধর্ম্ম নষ্ট না করিও করি এ মিনতি॥
ইন্দ্র কহে পার্ব্বতীরে ধর্ম্মে রাখ মতি।
ধর্ম্মের তুলনা কোথা, পুত্র কিংবা পতি॥
কহিলা পার্ব্বতী দেবী শুন দেবগণ।
পতি ছাড়া গতি নাই জানি অনুক্ষণ॥

শুনিয়া দেবীর কথা ধর্ম্মদেব কয়।
সতী পতি এক অঙ্গ কভু ভিন্ন নয়॥
উভয়ের দানে আছে ক্ষমতা সমান।
করিবারে পার তুমি স্বামীরে প্রদান॥
শুনিয়া ধর্ম্মের কথা কহিলা পার্ব্বতী।
কন্যাদান করে পিতা জামাতার প্রতি॥
বেদের বচন ইহা শুন দেবগণ।
বিপরীত কথা কেন কহিছ এখন॥
দেবগণ কহিলেন শুন সুরেশ্বরি।
তোমার নিকটে মোরা বুদ্ধি লাভ করি॥
বুদ্ধিস্বরূপিণী তুমি কহি বারে বারে।
কোন্ জন পরাজিত করিবে তোমারে॥
স্বামীরে দক্ষিণা দাও ব্রতের নিয়মে।
পুণ্যকব্রতের বিধি পাল মনোরমে॥
বেদের বচন ইহা কি কহিব আর।
দক্ষিণাস্বরূপ দাও স্বামীরে তোমার॥
ব্রত অনুষ্ঠান করি দক্ষিণা না দিলে।
ধর্ম্ম রক্ষা নাহি হয় কোথা কোনকালে॥
আপনি শঙ্করী তুমি জানহ নিশ্চয়।
দক্ষিণাবিহনে হবে পাপের প্রশ্রয়॥
লোকমাতা হ'যে তুমি কিসের কারণ।
ধর্ম্মকে ছাড়িয়া কর অধর্ম্ম গ্রহণ॥
অধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ঘটিবে প্রলয়।
স্বামীরে ব্রাহ্মণে দান করহ নিশ্চয়॥
পার্ব্বতী কহিলা শুন বচন আমার।
বেদ হ'তে বলবান্ লৌকিক আচার॥
লোকাচার ত্যাগ করা অতি সুকঠিন।
নারী হ'তে শ্রেষ্ঠ নর জানি নিশিদিন॥
বুদ্ধিতে রমণী আমি কি কহিব আর।
কিরূপে করিব ত্যাগ স্বামীরে আমার॥
তোমা সবে কহি আমি করিয়া মিনতি।
অনুরোধ নাহি কর ত্যজিবারে পতি॥
শুনিয়া দেবীর কথা কহে বৃহস্পতি।
আমার বচন তুমি শুন হৈমবতি॥

পুরুষ ব্যতীত কিছু সৃজন না হয়।
প্রকৃতি ব্যতীত সৃষ্টি না হয় নিশ্চয়॥
প্রকৃতি পুরুষে সৃষ্টি করে ভগবান্।
পুরুষ প্রকৃতি তাই উভয়ে সমান॥
কহিলা পার্ব্বতী দেবী, শুন দেবগণ।
সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা কৃষ্ণ সনাতন॥
অবতীর্ণ হন হরি পুরুষ-আকারে।
পুরুষ সবার শ্রেষ্ঠ জানি বারে বারে॥
প্রকৃতি পুরুষ হ'তে শ্রেষ্ঠ কভু নয়।
প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ নিশ্চয়॥
ইহা যদি সত্য হয়, বলহ কেমনে।
করিব প্রদান আমি স্বামী হেন ধনে॥
এইরূপ কথাবার্ত্তা হয় যে সময়।
চতুর্ভুজ নারায়ণ উপনীত হয়॥
রত্নে বিভূষিত দেহ শ্যাম কলেবর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে মনোহর॥
বনমালা দোলে গলে বিপিনবিহারী।
কি অপূর্ব্ব রূপ তার আহা মরি মরি॥
অঙ্গের বিভায় বুঝি সূর্য্য লজ্জা পায়।
ঊষাগমে অন্ধকার যেমন পলায়॥
কৌস্তুভ শোভিত আছে বুকের উপর।
পীতবাস পরিধানে অপূর্ব্ব সুন্দর॥
রথ হ'তে নামিলেন হরি নারায়ণ।
দেবেন্দ্র সকলে তাঁরে করিলা বন্দন॥
লক্ষ্মীসরস্বতীকান্ত কিবা শোভা তার।
কোটিচন্দ্রসম কান্তি অতি চমৎকার॥
বসিলেন নারায়ণ রত্ন-সিংহাসনে।
আনত মস্তকে রহে যত দেবগণে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর করিল প্রণাম।
যুক্ত করে স্তব স্তুতি করে অবিরাম॥
শুনিয়া সকল কথা কহে ভগবান্।
শক্তি দ্বারা জীব সব হয় শক্তিমান্॥
শক্তি ছাড়া কোন জীব না পারে থাকিতে।
শক্তি আছে নদ-নদী অরণ্য-পর্ব্বতে॥
শক্তিহীন জীব হয় মৃতের মতন।
নিশ্চিত জানিবে ইহা শাস্ত্রের বচন॥
প্রকৃতি-স্বরূপা শক্তি সর্ব্বলোকে জানে।
পুরুষের শক্তি নাই প্রকৃতি বিহনে॥
ব্রহ্মা হ'তে তৃণ আদি যত কিছু আছে।
প্রকৃতি হইতে সবে জন্ম লভিয়াছে॥
মায়াশক্তি প্রকাশিত আপন ইচ্ছায়।
সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত তাঁহার মায়ায়॥
সৃজন-কালেতে দেবী আবির্ভূতা হয়।
আমাতে বিলীনা হয় সংহার-সময়॥
সকলের সৃষ্টিকর্ত্রী প্রকৃতি ঈশ্বরী।
সবার জননী তিনি সর্ব্বযুগ ধরি॥
প্রকৃতি আমার মায়া আমার সমান।
নারায়ণী নাম তাঁর দিলা জ্ঞানবান্॥
আমার তপস্যা করে দেব মহেশ্বরে।
এ কারণে মায়া দান করিনু শঙ্করে॥
ব্রত আদি অনুষ্ঠান অন্য সবা লাগি।
প্রকৃতি ইহার নহে কোনরূপে ভাগী॥
অন্যায় বচন সবে বলিছ দুর্গারে।
এই সতী যোগবল অন্যে দিতে পারে॥
প্রকৃতি-স্বরূপা দুর্গা সন্দেহ না কর।
প্রয়োজনহীন ব্রত তাঁহার গোচর॥
যে ব্রতের অনুষ্ঠান করিলা ধরায়।
লোকশিক্ষা তরে তাহা সন্দেহ কি তায়॥
এই ব্রতে কিছুমাত্র স্বার্থ নাহি তাঁর।
লোকশিক্ষা-তরে করে লৌকিক আচার॥
কল্পে কল্পে আবির্ভূতা হন এ ধরাতে।
সর্ব্বজীব মুগ্ধ হয় তাঁহার মায়াতে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাঁর অংশে হয়।
মোর অংশে জন্ম লয় দেব-সমুদয়॥
বিনাবীজে বৃক্ষ কভু জন্ম নাহি লয়।
শক্তি বিনা সৃষ্টি নাহি সম্ভবে নিশ্চয়॥
শক্তিছাড়া সৃষ্টি আমি না পারি করিতে।
শকতি প্রধান হয় এ বিশ্বসৃষ্টিতে॥

আমি আত্মা নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত সদাই।
দেহীদের সাক্ষিরূপী হই সর্ব্বদাই॥
দেহমাত্র প্রাকৃতিক অনিত্য নশ্বর।
পঞ্চভূতময় হয় জীব-কলেবর॥
সকলের দেহে আমি করি অধিষ্ঠান।
সকলের আত্মা আমি সকলের প্রাণ॥
ভক্ত অনুগ্রহ-তরে ধরি কলেবর।
সদা তুষ্ট থাকি আমি ভক্তের উপর॥
প্রকৃতি ঈশ্বরী হন আধার সবার।
সকলের আত্মা আমি জেনো অনিবার॥
আমি আত্মা ব্রহ্মা মন মহেশ্বর জ্ঞান।
বিষ্ণুসনাতন হন জীব পঞ্চপ্রাণ॥
বুদ্ধিস্বরূপিণী হন ঈশ্বরী প্রকৃতি।
মেধা নিদ্রা আমি যত অংশ তাঁর নিতি॥
পর্ব্বতের কন্যারূপে দেবী জন্ম লয।
বেদে নিরূপিত ইহা নাহিক সংশয॥
আমি গোলোকের নাথ আমি সনাতন।
বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর আমি অনুক্ষণ॥
দ্বিভুজরূপেতে রহি গোলোকের মাঝে।
গোপগোপী গাভীগণ সেথায বিরাজে॥
বৈকুণ্ঠেতে থাকি আমি চতুর্ভুজধারী।
দেবতাসকল সদা মম আজ্ঞাধারী॥
লক্ষ্মীসহ থাকি সেথা পুলকিত মনে।
পারিষদগণ সদা রহে মম সনে॥
ব্রতের আরাধ্য মোর দ্বিভুজ মূরতি।
যেই জন ব্রত করে তুষ্ট তার প্রতি॥
যেজন যেরূপে মোর করযে চিন্তন।
সেইরূপে ফল তারে করি সমর্পণ॥
শুন শুন মহেশ্বরী, আমার বচন।
আহুতি অর্পিযা কর ব্রত সমাপন॥
পতিরে দক্ষিণা দাও ভক্তিসহকারে।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে কহিনু তোমারে॥
সমুচিত মূল্য দান করি তারপরে।
আবার গ্রহণ তুমি কর মহেশ্বরে॥
গাভীদেহে বিষ্ণুদেহে ভেদ কিছু নাই।
শিবও বিষ্ণুর দেহ জানিও সদাই॥
ব্রাহ্মণেরে গাভীমূল্য করি সমর্পণ।
স্বামীরে আবার তুমি করহ গ্রহণ॥
পতি আর পত্নী হয় উভয়ে সমান।
ব্রতের দক্ষিণারূপে পতি কর দান॥
আমাব বচনে তুমি না করিও আন।
এই ভাবে পাবে তব পতি পরিত্রাণ॥
এই কথা বলি সেথা বিষ্ণু ভগবান্।
অতি শীঘ্র স্বস্থানেতে করিলা প্রস্থান॥
নারাযণ-বাক্য শুনি আপনি শঙ্করী।
কিছুকাল মৌনী থাকে কর্ম্ম চিন্তা করি॥
অতঃপর হোমাহুতি করি সমাপন।
মুনিরে দক্ষিণা দেন নিজ পতিধন॥
শিবেরে গ্রহণ করে সনৎকুমার।
কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু শুষ্ক হইল দুর্গাব॥
অনন্তর দুর্গাদেবী কম্পিত বচনে।
মহাদুঃখে করযোড়ে কহিলা ব্রাহ্মণে॥
পতি বিনে অবলার কোন গতি নাই।
তুমি ত' সকলি জান ব্রাহ্মণ গোঁসাই॥
আমা প্রতি কৃপা তুমি কর প্রদর্শন।
গাভী মূল্যে স্বামী মোর কর প্রত্যর্পণ॥
লক্ষ গাভী দান আমি করিব তোমায।
পতিরে ফিরাযে তুমি দাওগো আমায॥
সনৎকুমাব তবে কহিলা বিনযে।
বিপ্র আমি কি করিব লক্ষ গাভী ল'যে॥
গাভী-বিনিমযে রত্ন কে করে অর্পণ।
না ছাড়িব কভু আমি দেব পঞ্চানন॥
দান করি পুনরায় চাহ পতিধন।
উচিত কি হয তাহা, দান প্রত্যর্পণ॥
অতএব শুন সতি, বলিতেছি আমি।
ফিরাইযা কভু নাহি দিব তব স্বামী॥
সম্মুখে লইযা আমি দেব দিগম্বরে।
ঘুরিব সকল স্থানে প্রফুল্ল অন্তরে॥

এই কথা বলি সেথা ব্রহ্মার নন্দন।
নিজের নিকটে শিবে রাখিলা তখন॥
দেখিয়া পার্ব্বতী তাহা করে হাহাকার।
প্রাণ পরিত্যাগে হয় বাসনা তাঁহার॥
শিবহীন পার্ব্বতীর বিষণ্ণ হৃদয়।
জীবন ধারণ বুঝি সম্ভব না হয়॥
কেমনে সহিবে দেবী বিরহের শোক।
সহসা আকাশে হেরে উজ্জ্বল আলোক॥
কোটিসূর্য্যসম প্রভা আকৃতি মণ্ডল।
দশদিক্ প্রজ্বলিত করে অবিরল॥
হরির সে তেজোরাশি করিয়া দর্শন।
স্তব স্তুতি করিলেন যত দেবগণ॥
বিষ্ণু সনাতন কহে নমি বার বার।
লোমকূপে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার॥
ষোড়শ অংশের অংশ আমরা যাঁহার।
কোন্ জন হয় বিশ্বে সমান তাঁহার॥
ব্রহ্মা কহে বেদ যাঁরে করয়ে দর্শন।
আমরা কিরূপে তাঁরে করিব বর্ণন॥
অগতির গতি তুমি জীবের জীবন।
ভকতবৎসল দেব অধম তারণ॥
তোমা হৈতে সৃষ্টি স্থিতি, হয় যে প্রলয়।
তোমাতেই জন্মে জীব, তোমাতেই লয়॥
অনন্তর কহিলেন দেব মহেশ্বর।
কিরূপে পূজিব তাঁরে যিনি পরাৎপর॥
তোমার কৃপায লাভ করিয়াছি জ্ঞান।
তবুও তোমাব রূপ না পাই সন্ধান॥
অনাদি অনন্ত তুমি নিত্য নিরঞ্জন।
সংসারের সার তুমি জগৎ জীবন॥
জগৎ-ঈশ্বর তুমি সৃষ্টির কারণ।
কার সাধ্য বর্ণিবারে সত্য সনাতন॥
দেবগণ কহিলেন, ওহে ভগবন্।
কিরূপে আমরা করি তোমার পূজন॥
তব-অংশ অংশ-মাত্র আমরা সবাই।
তোমার করিব স্তব হেন শক্তি নাই॥
সাবিত্রী ও বাণী আদি যত দেবীগণ।
যুক্তকরে ভগবানে কহিলা তখন॥
আমরা রমণী জাতি কি কহিব আর।
কেমনে করিব স্তব ওহে সারাৎসার॥
তব অংশে সৃষ্ট মোরা জানি অনুক্ষণ।
কেমনে করিব বল তোমার পূজন॥
হিমালয কহে, ওহে পরম ঈশ্বর।
কর্ম্মবশে আজি আমি হইনু স্থাবব॥
উদ্যত দেখিযা মোরে তোমার স্তবনে।
পণ্ডিতেরা উপহাস করে মনে মনে॥
এত বলি দেবগণ মৌনী হ'যে রয।
ভগবানে সম্বোধিযা হৈমবতী কয॥
দযাময় কৃষ্ণ তুমি জান মোব কথা।
তোমারে জানিতে মোর নাহিক ক্ষমতা॥
বেদ বা বেদজ্ঞ কেহ না জানে তোমারে।
তোমার মহিমা বল কে বর্ণিতে পারে॥
তব তত্ত্ব তুমি নিজে আছ অবগত।
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম তুমি হও অবিরত॥
স্থূল হ'তে স্থূল তুমি, তুমি বিশ্বরূপ।
বিশ্ব সনাতন তুমি অতি অপরূপ॥
তেজোরূপী নিরাকার তুমি নিরাশ্রয।
নির্লিপ্ত নির্গুণ তুমি নিত্য স্বেচ্ছামায॥
আত্মারাম নিরঞ্জন তুমি পরাৎপর।
নিত্য সত্য সনাতন পরম ঈশ্বর॥
বিরাট-স্বরূপ তুমি সাক্ষী জীবনের।
ফলদাতা হও তুমি সকল কর্ম্মের॥
তব তেজ ধ্যান করে যত যোগিগণ।
লক্ষ্মীকান্ত রূপ তব মদন-মোহন॥
সকল কার্য্যেব মূলে তুমি নিরঞ্জন।
তোমা হেতু হয এই বিশ্বের সৃজন॥
তোমাব নাভিতে জন্মে দেব পদ্মাসন।
জীবসৃষ্টি করিবারে লইল জনম॥
তোমার ক্রোধেতে জন্মে রুদ্র বিভীষণ।
জীবগণে যেই রুদ্র করেন নিধন॥

কে বলিতে পারে প্রভু তোমার মহিমা।
তোমার গুণের নাই সীমা পরিসীমা॥
দেবতার দেব তুমি জনকের পিতা।
তোমা হৈতে হয সব জীবন গ্রহীতা॥
কৃপা কর দযাময় নিত্য সনাতন।
বিপদ্-তারণ প্রভু সত্য নারাযণ॥
বৈষ্ণবেরা ধ্যান করে কিশোরের রূপ।
দ্বিভুজ মুরলীধারী অতি অপরূপ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হাতে শোভা পায।
নব জলধর-সম কান্তি তাঁর গায়॥
নানা রত্নে বিভুষিত অতি জ্যোতির্ম্ময়।
যোগিগণ ধ্যান করে সকল সময়॥
মনোহর শান্তরূপ অতি সুদর্শন।
গোপাঙ্গনাকান্ত তুমি ভুবনমোহন॥
নিত্যনিরঞ্জন তুমি পুরুষ প্রধান।
বেদ্য তুমি বেদান্তের অখিলের প্রাণ॥
কে বুঝিতে পারে বল তোমার মহিমা।
বেদ-বেদান্তাদি নাহি পারে দিতে সীমা॥
তুমি যদি অভাজনে দাও গো আশ্রয।
তবে জীব তরিবারে পাবে কৃপাময়॥
তোমার কৃপায জীব লভে দিব্য জ্ঞান।
তোমার কৃপায সবে পায় পরিত্রাণ॥
তোমার চরণে প্রভু লইনু শরণ।
আমার কামনা পূর্ণ কর নিরঞ্জন॥
জীবের জীবন তুমি হরি নারায়ণ।
তুমি মোরে রক্ষা কর ওগো জনার্দ্দন॥
যোগীর অন্তরে তুমি করহ নিবাস।
মনোবাঞ্ছা হ'যে জ্ঞাত পূর্ণ কর আশ॥
তব নামে জীব তরে ভব পারাবার।
তোমার চরণে প্রভু করি নমস্কার॥
নিত্যা আমি তেজোরূপা রমণীরূপিণী।
সকল জীবের আমি মায়াস্বরূপিণী॥
ব্রহ্মার স্তবনে আমি আসিয়া ধরায়।
অসুর নিধন করি ভুলাযে মাযায়॥
দক্ষ-জায়া গর্ভে জন্ম করিযা গ্রহণ।
পতিরূপে পাই আমি দেব পঞ্চানন॥
দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শুনি অতঃপর।
ত্যাগ আমি করিলাম নিজ কলেবর॥
তার পর আসিলাম হিমালয-ঘরে।
জন্মিলাম হিমালয়-পত্নীর উদরে॥
অভীষ্ট হইল সিদ্ধ বহু তপস্যায।
পতিরূপে মহেশ্বরে লভি পুনরায॥
বহুদিন পতিসহ করিনু শৃঙ্গার।
শিববীর্য্য নাহি গেল গর্ভেতে আমার॥
দেবের ছলনে ভুলি দেব পঞ্চানন।
ভূমি 'পরে বীর্য্য ত্যাগ করিলা তখন॥
পুত্র না পাইযা করি কতই রোদন।
তব মাযাবশে হই বিষাদে মগন॥
পুত্রের অভাবে মোর অতি ক্ষুব্ধ মন।
তব ধ্যান স্তব আমি করি সে কারণ॥
হে দেবেশ পরমেশ ওহে ভগবান্।
তোমার সমান পুত্র মোরে কর দান॥
করিলাম এই ব্রত পুত্রের কারণ।
দক্ষিণা স্বরূপ করি পতিরে অর্পণ॥
পতিরে ব্রাহ্মণ করে করিয়া প্রদান।
পতি বিনা দুঃখে প্রভু দহি অবিরাম॥
করিলাম তব পদে সব নিবেদন।
কৃপা করি মোরে দযা কর জনার্দ্দন॥
এইরূপ স্তব করি শ্রীহরির প্রতি।
মৌনী হ'যে রহিলেন দেবী হৈমবতী॥
হরি-স্তব যেই জন করযে শ্রবণ।
অন্তিমে সে জন যায় বৈকুণ্ঠ ভবন॥
পুত্রহীন পায় পুত্র ধনহীন ধন।
এইরূপ রহিয়াছে শাস্ত্রের বচন॥
অনিত্য সংসারে সুখ কোথাও ত' নাই।
অতএব লহ কৃষ্ণ-চরণেতে ঠাঁই॥
হরিনাম গুণগান যেই জন করে।
সেইজন লভে সিদ্ধি নারাযণ বরে॥

গণেশখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

● পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের নিকট পার্ব্বতীব বরলাভ, সনৎকুমারেব নিকট পতি-প্রাপ্তি এবং গণেশেব জন্ম।

নারদে সম্বোধি তবে বলে নারায়ণ।
শুন মুনিবর এবে অপূর্ব্ব ঘটন॥
শুনিয়া দেবীর স্তব কৃষ্ণ সনাতন।
সবার অদৃশ্য রূপ করান দর্শন॥
হেরিলা পার্ব্বতীদেবী তেজোরাশি মাঝে।
রত্নময় সিংহাসনে শ্রীহরি বিরাজে॥
বহ্নিশুদ্ধ পীতাম্বর শোভে চমৎকার।
গলদেশে বনমালা, অতি শোভা তার॥
বংশীধারী ভগবান্ অনন্ত কিশোর।
চন্দন-অঙ্কিত দেহ রূপ মনোহর॥
মন্দ মন্দ হাস্য করে ভুবনমোহন।
শরতের চন্দ্রসম সুন্দর বদন॥
ময়ূরের পুচ্ছ শোভে মস্তক-চূড়ায়।
চতুর্দ্দিক্ আলোকিত রূপের ছটায়॥
বামেতে রাধিকা সতী পরমা সুন্দরী।
চতুর্দ্দিকে গোপীগণ আছে শোভা করি॥
তাদের রূপের ছটা চারদিকে যায়।
হরিনাম গায় সব পুলকিতকায়॥
হেরিয়া হরির রূপ ভুবনমোহন।
সেইরূপ পুত্র দেবী করিলা প্রার্থন॥
শঙ্করী প্রার্থনা মত দেব জনার্দ্দন।
কহে অতি মিষ্ট ভাষে আশিস্ বচন॥
কামনা তোমার দেবী অবশ্য পূরিবে।
আমার মতন তুমি তনয় লভিবে॥
এত বলি প্রভু কৃষ্ণ মৌনী হ'যে রয।
বর পেযে দেবী তবে প্রার্থনা করয়॥
অগতির গতি প্রভু তুমি নারাযণ।
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কর তুমি জনার্দ্দন॥
কৃপা করি তুমি মোরে দানিয়াছ বর।
এবে দযা করি মোরে দেহ মহেশ্বর॥
শুনিয়া পার্ব্বতী বাক্য কহে নারায়ণ।
আমার বরেতে হবে প্রার্থনা পূরণ॥
দেবতা সকলে করি অভীষ্ট প্রদান।
হইলেন অন্তর্হিত বিষ্ণু ভগবান্॥
সনৎকুমারে ডাকি যত দেবগণ।
বলিলেন শুন ওগো বিপ্রের নন্দন॥
কৃষ্ণ-বর পূর্ণ কর দানিযা মহেশে।
তুমি না ঘটাও বাদ পার্ব্বতীর আশে॥
সনৎকুমার শুনি দেবতা বচন।
পার্ব্বতীরে দিগম্বর করিলা অর্পণ॥
তখন শ্রীদুর্গাদেবী বিশ্বের বন্দিতা।
মহেশ্বরে লাভ করি হন উল্লসিতা॥
ভিক্ষু বন্দী বিপ্রগণে দান করে ধন।
দেবতা ব্রাহ্মণে ডাকি করান ভোজন॥
শঙ্করের পূজা দেবী করে অতঃপর।
দুন্দুভি ও বাদ্য বাজে অতি মনোহর॥
সুমধুর হরিনাম হয সর্ব্বক্ষণ।
স্বামী সহ দুর্গাদেবী করিলা ভোজন॥
দুগ্ধফেননিভ শয্যা অতি মনোহর।
হৃষ্টমনে দুর্গাদেবী রচে অতঃপর॥
রচিযা রত্নের শয্যা অতি সুদর্শন।
স্বামী সহ দুর্গাদেবী করিলা শযন॥
মৃদু মন্দ বায়ু বহে, কোকিল কুহরে।
পুষ্পেব সুবাস আসে, ভ্রমর গুঞ্জরে॥
কৈলাস পর্ব্বতে দেবী চন্দনকাননে।
সুখেতে বিহার করে মহেশ্বর সনে॥
নানামতে উভযেতে করিল রমণ।
আসন্ন হইল তবে বীর্য্যের পতন॥
হেনকালে নারায়ণ ভাবে মনে মন।
পার্ব্বতীর গর্ভে বীর্য্য হইলে পতন॥
জনমিবে মহাকায তনয তাঁহার।
সুরগণে কষ্ট সেই দিবে অনিবার॥
ইহা ভাবি ব্যাকুলিত প্রভু জনার্দ্দন।
উপায় তাহার এক করেন চিন্তন॥

হেন কালে দ্বিজ মূর্ত্তি করিয়া ধারণ।
প্রবেশ করিলা তথা দেব নারায়ণ ॥
কদাকার রূপ তাব অতি রুক্ষ কেশ।
ভিক্ষুক-আকার তার দীনহীন বেশ ॥
কৃশ দেহ অতি বৃদ্ধ তৃষ্ণায় কাতর।
মহেশ্বরে সম্বোধিযা বলে অনন্তর ॥
কোন্ কার্য্য করিতেছ ভোলা মহেশ্বর।
কৃপা করি রক্ষা মোরে করহ সত্বর ॥
সাত দিন আছি আমি না করি আহার।
খাদ্যদ্রব্য দেহ মোরে ওহে গুণাধার ॥
মম বাক্যে শীঘ্র ওঠ দেব ত্রিলোচন।
দযা করি ক্ষুধার্ত্তকে করাও ভোজন ॥
হে পিতঃ হে মহাদেব কৃপা-অবতার।
জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ আমি কি কহিব আব ॥
এত বলি শঙ্করীবে করি সম্বোধন।
হাত জোড় করি বিপ্র কহেন তখন ॥
জননি শ্রীদুর্গা দেবি রক্ষা কর প্রাণ।
কৃপা করি অন্ন আব জল কর দান ॥
জগতের মাতা তুমি করুণারূপিণী।
আমার জননী তুমি ভুবনমোহিনী ॥
অবসন্ন হইযাছি ক্ষুধায তৃষ্ণায।
কৃপা করি দযাময়ি বাঁচাও আমায ॥
শুনিযা বিপ্রের এই মিনতি কাতর।
শয্যা ত্যাগ করিলেন ভোলা মহেশ্বর ॥
যেমনি উঠিলা শিব সহসা তখন।
শয্যা-মাঝে হ'ল তার বীর্য্যের পতন ॥
ত্রস্ত ভাবে দুর্গাদেবী সূক্ষ্ম বস্ত্র পরি।
শিব সহ দ্বারদেশে আসে ত্বরা করি ॥
পার্ব্বতী ও শিবে হেরি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
ভক্তিভরে যুক্ত করে করিল স্তবন ॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণ হেরি কহে মহেশ্বর।
কিবা নাম বিপ্র তব কোথা তব ঘর ॥
পার্ব্বতী কহিলা বিপ্রে শুন হে ব্রাহ্মণ।
কোন্ দেশ হ'তে কহ তব আগমন ॥

জনম সফল আজি অতি শুভক্ষণ।
মোর গৃহে সমাগত অতিথি ব্রাহ্মণ ॥
অতিথির সমাদর যেই জন করে।
বহু পুণ্য হয় তার পৃথিবী ভিতরে ॥
বিরাজে সকল তীর্থ অতিথি-চরণে।
তীর্থফল পায সবে অতিথি-সেবনে ॥
অতিথি যাহার ঘরে আদর না পায়।
পিতৃদেবগণ সেথা লইবে বিদায ॥
অতিথিরে অনাদর করে যেই জন।
ব্রহ্মহত্যা পাপ হয শাস্ত্রের বচন ॥
মহাপাপী হয সেই বিপ্রে না পূজিলে।
সকল পুণ্যের ফল যায় রসাতলে ॥
ব্রাহ্মণ কহিলা তাঁরে শুন হৈমবতি।
ক্ষুধায কাতর আমি হইয়াছি অতি ॥
উপবাসে আছি আমি কাতর তৃষ্ণায।
ইচ্ছামত খাদ্য কিছু দাও গো আমায ॥
পার্ব্বতী কহিলা তারে শুন হে ব্রাহ্মণ।
কহ কহ কোন্ খাদ্য করিবে ভোজন ॥
ইচ্ছামত খাদ্য মাগ না কর সংশয।
তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব নিশ্চয ॥
দেখিযা সার্থক হবে আমার নযন।
কহ বিপ্র কোন্ খাদ্য করি আনয়ন ॥
ব্রাহ্মণ কহিলা দেবি কি কহিব আর।
ব্রত উদ্‌যাপন তুমি করিলে এবার ॥
নানাবিধ খাদ্যে পূর্ণ ভাণ্ডার তোমার।
প্রস্তুত করিলে খাদ্য অনেক প্রকার ॥
সেই সব মিষ্ট খাদ্য করিতে ভোজন।
ত্বরিতে হেথায আমি করি আগমন ॥
দেবের দুর্লভ মিষ্ট মোরে কর দান।
হই আমি দেবি তব পুত্রের সমান ॥
বিপ্রের বচন শুনি কহেন শঙ্করী।
কিরূপে হইলে পুত্র কহ ত্বরা করি ॥
দ্বিজ বলে শুন সাধ্বি বচন আমার।
পঞ্চবিধ পিতা হয জগৎ মাঝার ॥

বহু প্রকারের মাতা এ জগতে আছে।
পঞ্চবিধ পুত্র হয় কহি তব কাছে॥
বিদ্যাদাতা জন্মদাতা অন্নদাতা আর।
ত্রাণকর্ত্তা কন্যাদাতা পিতা সবাকার॥
গুরুপত্নী গর্ভধাত্রী স্তন্যদাত্রী নারী।
মাতার সমান তারা দেখহ বিচারি॥
পিতৃস্বসা মাতৃস্বসা ভার্য্যা তনয়ের।
বিমাতা প্রভৃতি হয় মাতা সকলের॥
ভৃত্য শিষ্য পোষ্য আর যে লয় শরণ।
নিজ গর্ভজাত এই পুত্র পঞ্চ জন॥
ধন অধিকারী হয় গর্ভের সন্তান।
অন্য চারি জন হয় পুত্রের সমান॥
হে মাতঃ লইনু আমি তোমার শরণ।
বৃদ্ধ ও পীড়িত আমি অতি অভাজন॥
তোমার গর্ভেতে দেবি হয়নি সন্তান।
আমি আজি হই তব পুত্রের সমান॥
অনাথ সন্তান আমি কাতর ক্ষুধায়।
অন্ন জল দান করি বাঁচাও আমায়॥
বহুবিধ খাদ্য আছে তোমার ভাণ্ডারে।
ঘৃত দধি শালি অন্ন আছে ভারে ভারে॥
সুবাসিত স্বাদু জল আছে তব কাছে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বুঝি প্রাণ নাহি বাঁচে॥
এই সব অন্ন জল মোরে কর দান।
পান ও ভোজন করি তৃপ্ত করি প্রাণ॥
তব স্বামী মহেশ্বর ত্রিজগৎ-পতি।
তুমি দেবী মহালক্ষ্মী মহেশ্বরী সতী॥
রত্নসিংহাসন মোরে দাও কৃপা করি।
বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র দাও ভুবন-ঈশ্বরি॥
সুদুর্লভ হরিমন্ত্র দান কর মোরে।
হরিপ্রতি ভক্তি দেবি দাও কৃপা ক'রে॥
মোরে তুমি দান কর মৃত্যুঞ্জয়-জ্ঞান।
সর্ব্ববিষয়িণী সিদ্ধি মোরে কর দান॥
চিত্তেরে পবিত্র কর শুদ্ধ সুনির্ম্মল।
তপস্যানিরত যেন রহি অবিরল॥
কামে যেন মন মোর আসক্ত না হয়।
সকল দুঃখের মূল কাম অতিশয়॥
কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত সবে কামের কারণ।
শুভ ও অশুভ ফল ভোগে সর্ব্বজন॥
নিজ কর্ম্মবশে লোক সুখ দুঃখ পায়।
কামেতে আসক্তি দেবি না দিও আমায়॥
কর্ম্মেতে বিরত হয় পণ্ডিত সকল।
শ্রীহরি-চিন্তন তারা করে অবিরল॥
হরিকথা-কীর্ত্তনেতে মহাসুখ হয়।
হরিরে স্মরিলে কভু নাহি তার ভয়॥
চিরজীবী হয় নিত্য হরিভক্ত জন।
স্বচ্ছন্দে সকল স্থানে করয়ে গমন॥
জাতিস্মর সবে তারা হয় নির্ব্বিচারে।
কোটি জন্ম কথা তারা পারে বলিবারে॥
সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করে হরিভক্ত জন।
ইচ্ছা-অনুসারে করে শরীর-ধারণ॥
তীর্থেরে পবিত্র করে হরিভক্ত জন।
শুন শুন দেবি ইহা শাস্ত্রের বচন॥
বিষ্ণুমন্ত্র যার কর্ণে করিবে প্রবেশ।
তীর্থপূত হয় সেই বেদের নির্দ্দেশ॥
ভাগ্যবান্ সেই জন মহাপুণ্য তার।
শত শত পুরুষের করে সে উদ্ধার॥
ভক্তের দর্শনে হয় তীর্থ-যাত্রা-ফল।
ভক্ত-মন হরি-চিন্তা করে অবিরল॥
ভক্তগণ কোন পাপে লিপ্ত নাহি হয়।
হরিধ্যান করে তারা সকল সময়॥
তিন কোটি জন্ম পরে মানব জন্মায়।
কোটি জন্ম পরে তবে ভক্তসঙ্গ পায়॥
ভক্তসঙ্গে জন্ম লয় ভক্তির অঙ্কুর।
বৈষ্ণব-দর্শনে তাহা বাড়িবে প্রচুর॥
সে অঙ্কুর প্রতি জন্মে বিবর্দ্ধিত হয়।
সেই বৃক্ষে দাস্যরূপ ফল জন্ম লয়॥
হরি-পারিষদ হয় হরিভক্ত জন।
তাদের বিনাশ নাহি হয় কদাচন॥

মহাপ্রলযের কালে ব্রহ্মা পায লয।
ভক্তের বিনাশ নাহি হয সে সময॥
তুমি মাতা মহেশ্বরি কি কহিব আর।
বিষ্ণুভক্তি দাও তুমি অন্তরে আমার॥
তব কৃপা ভিন্ন নাহি বিষ্ণুভক্তি হয়।
তোমার কৃপায হয ভক্তির উদয়॥
তুমি দেবী নিত্যরূপা তুমি সনাতনী।
কল্যাণদায়িনী তুমি জগৎ-জননী॥
শুন শুন মহেশ্বরি বচন আমার।
তব পুত্ররূপে কৃষ্ণ আসিছে এবার॥
এই কথা বলি বিপ্র অন্তর্হিত হয।
বালকের রূপ বিপ্র ধরে সে সময॥
শিবের বীর্য্যের সাথে মিশিযা তখন।
সদ্যোজাত শিশুসম চাহে অনুক্ষণ॥
বিশুদ্ধ চম্পকসম বরণ তাহার।
কোটিচন্দ্রসম প্রভা অতি চমৎকার॥
কামদেব-তুল্য রূপ ভুবনমোহন।
শরতের চন্দ্রসম সুন্দর বদন॥
পদ্মসম নেত্রদ্বয অতি মনোহর।
পক্ক-বিম্বসম তার ওষ্ঠ ও অধর॥
কপাল কপোল শোভে অতি চমৎকার।
অপরূপ রূপ তার কি কহিব আর॥
শয্যায শয়ন করি বালক তখন।
নিজ মনে হস্ত পদ করে সঞ্চালন॥
এদিকেতে নারাযণ হ'লে অন্তর্হিত।
শঙ্কর-পার্ব্বতী খোঁজে হইযা চকিত॥
কোথায অতিথি গেল বুঝিতে না পারে।
অন্বেষণ করে তাঁরা ব্যাকুল অন্তরে॥

গণেশখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হরপার্ব্বতীর গণেশ দর্শন।

কহিলেন নারাযণ, শুন মুনি দিযা মন,
বিপ্র যবে অন্তর্হিত হয।
শঙ্কর ও হৈমবতী, খুঁজিলেন তাঁরে অতি,
কোথা গেল বিপ্র মহাশয॥
উচ্চকণ্ঠে কহে সতী, ক্ষুধাতুর বিপ্র অতি,
কোথা গেলে দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
ক্ষুধায় কাতর আহা, জানি আমি জানি তাহা,
কৃপা করি দাও হে দর্শন॥
শিবেরে ডাকিযা কহে, বিপ্র লাগি প্রাণ দহে,
ওহে নাথ কর অন্বেষণ।
অতিথি আসিলে ঘরে, যেজন না সেবা করে,
ধিক্ তার গৃহস্থ জীবন॥
অতিথি সে নারাযণ, কর তাঁর অন্বেষণ,
অবিলম্বে উঠ পঞ্চানন।
না সেবে অতিথি যেই, মহাপাপী হয় সেই,
পিতৃগণ না লয তর্পণ॥
তার পুষ্প তার জল, মদ্যতুল্য অবিকল,
দেবতারা না করে গ্রহণ।
এইরূপে হৈমবতী, কহিলা শিবের প্রতি,
দৈববাণী হইল তখন॥
জগৎজননী শুন, কহি আজি পুনঃ পুনঃ,
শান্ত হও, না করিও ভয।
শুন হে বচন মম, ভগবান্ পূর্ণতম,
পুত্ররূপে তব গৃহে রয়॥
পুণ্যক ব্রতের ফলে, আসিলেন ধরাতলে,
পুত্ররূপে কৃষ্ণ সনাতন।
বৃথা কেন দুঃখ পাও, অবিলম্বে গৃহে যাও,
পুত্রমুখ করহ দর্শন॥
প্রতিকল্পে আনিবার, ধ্যান তুমি কর যাঁর,
নিত্য সত্য সেই ভগবান্।

সেই মুক্তিদাতা হরি, আসিলেন কৃপা করি,
হইলেন তোমার সন্তান ॥
দুঃখ তুমি কর দূর, নহে বিপ্র ক্ষুধাতুর,
ব্রাহ্মণের রূপ ধরি হরি।
অতিথির দীনবেশে, তোমার দ্বারেতে এসে,
রহিয়াছে পুত্ররূপ ধরি ॥
মোর বাক্য মিথ্যা নয়, ইচ্ছা তব পূর্ণ হয়,
পুত্ররূপে রাজে সনাতন।
কোটী কন্দর্পের রূপ, মনোহর অপরূপ,
পুত্রমুখ করহ দর্শন ॥
শুনিযা আকাশবাণী, আনন্দিতা শিবরাণী,
ত্রস্তভাবে গৃহ পানে ধায।
বিস্মিতা হইযা অতি, হেরিলেন হৈমবতী,
জ্যোতির্ম্ময সন্তান সেথায ॥
শত শশধর-সম, মনোহব মনোরম,
কিবা তার রূপ চমৎকার।
রহিযা সে শয্যা'পরে, বলে মা-মা মধুস্বরে,
উর্দ্ধমুখে চাহে বারংবার ॥
অপূর্ব্ব ব্যাপার হেরি, পার্ব্বতী না করে দেরী,
শঙ্করের কাছে গিযা কয।
শীঘ্র এস প্রাণেশ্বর, ভগবান্ পরাৎপব,
পুত্ররূপে গৃহ মাঝে রয় ॥
কল্পে কল্পে ধ্যান যাঁর, করিযাছ অনিবার,
সেই হরি কৃষ্ণ ভগবান্।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ তরে, আসিযা মোদের ঘরে,
হইলেন মোদের সন্তান ॥
হেরিলে পুত্রেব মুখ, বিদুরিত হয দুখ,
তীর্থস্নান ফল তাতে হয।
চল চল মহেশ্বর, চল ভোলা দিগম্বর,
হৈমবতী পঞ্চাননে কয ॥
পুত্রমুখ দরশনে, লভিবে আনন্দ মনে,
পুন্নাম নরক হৈতে ত্রাণ।
যোগ ব্রত তীর্থ তপ, ধ্যান জ্ঞান শ্রাদ্ধ জপ,
পুত্র বিনা সব অকারণ ॥

পার্ব্বতীর এ বচনে, অতীব প্রফুল্ল মনে,
কান্তা সহ চলে মহেশ্বর।
প্রতপ্ত কাঞ্চন সম, মনোহর মনোরম,
পুত্রমুখ হেরিলা সত্বর ॥
পুত্র কহে 'ম.মা' বুলি তাহারে কোলেতে তুলি
পার্ব্বতী চুমিলা তার মুখ।
আনন্দসাগরে ভাসে, মহাসুখে দেবী হাসে,
ঘুচে যায তার যত দুখ ॥
ফুল্লমনে অতিশয, পুত্রেরে সম্ভাষি কয,
বৎস তুমি শ্রেষ্ঠ মোর ধন।
তোমারে লভিযা আমি, ভুলিযাছি দিবাযামী,
মহানন্দে পূর্ণ মোর মন ॥
অন্ধের নযন তুমি, তোমার বদন চুমি,
কি আনন্দ কি কহিব আব।
এত বলি বারংবার, দিলা মুখে স্তন তাব,
চুম্বিল বদন অনিবার ॥
পশুপতি কুতূহলে, পুত্রেরে লইযা কোলে,
গণ্ডস্থল করিলা চুম্বন।
হৃষ্টমনে বারে বারে, আশীর্ব্বাদ করে তারে,
মহাতৃপ্ত দেব পঞ্চানন ॥

গণেশখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

পার্ব্বতী-পুত্র গণপতিকে দর্শনার্থে কৈলাসে দেবগণেব আগমন ও গণেশেব মঙ্গলার্থে মঙ্গলাচাব।

নারদে সম্বোধি বলে দেব নাবাযণ।
অতঃপর যা ঘটিল শুন তপোধন ॥
হেরিযা পুত্রেব মুখ আনন্দিত অতি।
জনে জনে ধন দান করিলা দম্পতী ॥
হৃষ্টমনে সন্তানের মঙ্গলকারণ।
বিপ্রগণে কবিলেন ধন বিতরণ ॥

ভিক্ষুকগণেরে ধন দিলা মহেশ্বর ।
নানাবিধ বাদ্য বাজে অতি মনোহর ॥
হিমালয় বহু রত্ন করিলেন দান ।
লক্ষ লক্ষ হস্তী অশ্ব করিলা প্রদান ॥
মণি ও মাণিক্য দিলা রত্ন ভারে ভারে ।
বহুবিধ দ্রব্য বস্ত্র দিলেন সবারে ॥
হরষিত মনে সতী বিপ্রে করে দান ।
সুদুর্লভ বস্ত্র দিলা শিব ভগবান্ ॥
দেব দেবী মুনি আর গন্ধর্ব্বাদি যত ।
ক্রমে ক্রমে আসিলেন শত কত শত ॥
দুন্দুভি-দামামা বাজে নৃত্যগীত হয় ।
দেবগণ আসে সব কৈলাস আলয় ॥
গণেশে লইয়া কোলে দেব পঞ্চানন ।
দেবগণ সবাকারে করান দর্শন ॥
গণেশের রূপ হেরি মুগ্ধ সবে হয় ।
আশীর্ব্বাদ করে তাঁরা প্রসন্ন হৃদয় ॥
বিষ্ণু কহে, হে বালক হও জ্ঞানবান্ ।
পরমায়ু হোক তব শিবের সমান ॥
মম তুল্য পরাক্রম কর তুমি লাভ ।
সুনির্ম্মল হোক চির তোমার স্বভাব ॥
ব্রহ্মা কহে, হে বালক কহি আমি আজ ।
সকলের পূজ্য হবে জগতের মাঝ ॥
তব যশ চতুর্দ্দিকে হবে প্রচারিত ।
সবার অগ্রেতে তুমি হইবে পূজিত ॥
ধর্ম্ম কহে, মম সম হইবে ধার্ম্মিক ।
দয়াবান্ হবে তুমি হইবে নির্ভীক ॥
হরিতুল্য হবে তুমি হরিপরায়ণ ।
ভক্তিভবে সবে তোমা করিবে পূজন ॥
অনন্তর আশীর্ব্বাদ করে পঞ্চানন ।
মম তুল্য দাতা তুমি হইবে নন্দন ॥
হরিভক্ত হবে তুমি হইবে বিদ্বান্ ।
শান্ত আর দান্ত হবে, হবে পুণ্যবান্ ॥
কহিলেন লক্ষ্মীদেবী, কি কহিব আর ।
চিরস্থিতি হোক মোর গৃহেতে তোমার ॥
মম সম মনোহরা প্রশান্ত স্বভাব ।
পতিব্রতা সতী সাধ্বী পত্নী কর লাভ ॥
সরস্বতী কহিলেন, শুন প্রাণধন ।
সুকবিত্ব স্মৃতিশক্তি করিবে অর্জ্জন ॥
সাবিত্রী কহিলা, বৎস কহি অনিবার ।
বেদজ্ঞাতা হবে তুমি বরেতে আমার ॥
হিমালয় কহিলেন বালকের প্রতি ।
নিত্য নিত্য হোক তব কৃষ্ণপদে মতি ॥
মেনকা কহিলা তারে, হও তুমি ধীর ।
সাগর-সমান তুমি হও সুগম্ভীর ॥
কামদেব-তুল্য তুমি হও রূপবান্ ।
ধর্ম্মনিষ্ঠ হও তুমি ধর্ম্মের সমান ॥
পৃথিবী কহিলা, তুমি ক্ষমাশীল হও ।
সবার আশ্রয়-রূপে বিরাজিত রও ॥
কহিলা পার্ব্বতীদেবী, শুন প্রাণধন ।
মহাযোগী হও তব পিতার মতন ॥
সিদ্ধিপ্রদ হও তুমি, হও মৃত্যুঞ্জয় ।
সুপণ্ডিত হও তুমি সকল সময় ॥
এইরূপে সকলেই প্রফুল্ল অন্তরে ।
ইচ্ছামত বালকেরে আশীর্ব্বাদ করে ॥
গণেশের জন্মকথা বিঘ্নবিনাশন ।
তোমার নিকটে তাহা করিনু কীর্ত্তন ॥
গণেশের জন্মকথা যে করে শ্রবণ ।
অমঙ্গল নাহি তার হয় কদাচন ॥
অপুত্রক পুত্র পায় ধনহীন ধন ।
ভাগ্য লাভ করে যত ভাগ্যহীন জন ॥
রোগমুক্ত হয় রোগী তাহার কৃপায় ।
পুত্রহারা পুত্র লাভ করে পুনরায় ॥
সদানন্দ লাভ করে শোকাবিষ্ট জন ।
সৌভাগ্য ফিরিয়া পুনঃ আসে অনুক্ষণ ॥
নির্ধন পাইবে ধন নাহিক সংশয় ।
বন্ধ্যা নারী অচিরেই পুত্রবতী হয় ॥
যাত্রাকালে যেই লয় গণেশের নাম ।
কামনা সফল তার হয় মতিমান্ ॥

সিদ্ধিপ্রদ গণদেব নামেতে তাঁহার।
সর্ব্বপাপ যায় দূরে, শাস্ত্রের বিচার॥

গণেশখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়

পার্ব্বতী-শনৈশ্চর-সংবাদ।

অতঃপর নারায়ণ, ভগবান্ সনাতন,
আসিলেন দেবের সভাতে।
শ্রেষ্ঠ রত্ন সিংহাসনে, বসিলেন হৃষ্টমনে,
দেবতা ও মুনিগণ সাথে॥
দক্ষিণেতে পশুপতি, বামে বসে প্রজাপতি,
ধর্ম্মদেব বসিলা সম্মুখে।
নর আর নারায়ণ, ইন্দ্র আদি দেবগণ,
চতুর্দ্দিকে বসিলেন সুখে॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত, গান করে অবিরত,
নর্ত্তকীরা নাচে চমৎকার।
দেবের সে সভা মাঝে, মনোহর বাদ্য বাজে,
জয়ধ্বনি উঠে বারংবার॥
শিবপুত্র দেখিবারে, উপনীত হয় দ্বারে,
সূর্য্যপুত্র দেব শনৈশ্চর।
কৃষ্ণে নিয়োজিত মন, কৃষ্ণে স্মরে অনুক্ষণ,
প্রজ্বলিত শ্যাম কলেবর॥
পীতবস্ত্র পরিধানে, আসি ধীরে সেই স্থানে,
বসিলেন দেবের সভায়।
যুক্ত করে ভক্তিভবে, সবারে প্রণাম করে,
শিবপুত্র দেখিতে না যায়॥
শনৈশ্চরে হেরি তবে, বলিলেন মহাদেবে,
একি হেরি ব্যাভার তোমার।
আমার তনয় হৈল, সর্ব্বদেবে নিরখিল,
তব দেখা পাওয়া হ'ল ভার॥
বল শনি কি কারণ, না দেখ মোর নন্দন,
কেন তব এই অভিমান।
মহেশ্বরে যুক্ত-কর, বলে তবে শনৈশ্চর,
ভুল না বুঝহ পঞ্চানন॥
নিতে তব অনুমতি, আসি আমি এ সংহতি,
যাব তব পুত্র দরশনে।
হৃষ্ট মনে দিগম্বর, বলিলেন শনৈশ্চর,
বঞ্চি তোমা কিসের কারণে॥
তবে দেব শনৈশ্চর, শিবেরে প্রণমি পর,
চলিলেন কৈলাস উদ্দেশে।
হৃষ্ট তাঁর চিত্ত অতি, চলে শনি দ্রুতগতি,
অকস্মাৎ থামে দ্বারদেশে॥
প্রধান দ্বারেতে এসে, দেখিলেন অবশেষে,
বিশালাক্ষ শিবের কিঙ্কর।
বলবান্ অতিশয়, হাতেতে ত্রিশূল রয়,
শিশু রক্ষা করে নিরন্তর॥
তাহারে ডাকিয়া কয়, শুন শুন মহাশয়,
দেবতা ও মুনির আজ্ঞায়।
চলিযাছি আমি আজ, শিবের গৃহের মাঝ,
পুত্র তাঁর দেখিতে ত্বরায়॥
তোমারে কহিনু তাই, আর কোন ইচ্ছা নাই,
শিশুকে হেরিব একবার।
তারপর ধীরে ধীরে, নিজ গৃহে যাব ফিরে,
মনোবাঞ্ছা পূরিবে আমার॥
বিশালাক্ষ কহে তারে, নাহি মানি দেবতারে,
নহি আমি শিবের কিঙ্কর।
জননীর আজ্ঞা পেলে, দ্বার ছাড়ি অবহেলে,
কাহারে না করি আমি ডর॥
বিশালাক্ষ এত বলি, গৃহ-মাঝে যায় চলি,
তারপর মাতার আজ্ঞায়।
সন্দেহ ঘুচিল তার, শনিরে ছাড়িল দ্বার,
শনৈশ্চর অন্তঃপুরে যায়॥
পার্ব্বতী প্রফুল্ল মনে, বসি রত্নসিংহাসনে,
সখীগণ সেবা করে তাঁরে।
বক্ষঃস্থলে পুত্র তাঁর, শোভা পায় চমৎকার,
নৃত্য গীত হয় বারে বারে॥

শনি করে নমস্কার, কুশল জিজ্ঞাসি তাঁর,
দেবী তাঁরে কবে সম্ভাষণ।
শনি বাক্য নাহি কয়, অবনত মুখে রয়,
মুখে তার না সরে বচন ॥
দেবী কহে অতঃপর, শুন শুন শনৈশ্চর,
নত কেন তোমার বদন।
বল বল কিবা দুখ, না হেরিছ মোর মুখ,
পুত্রমুখ না কর দর্শন ॥
শনি কহে শুন সতি, কি কব তোমার প্রতি,
সর্ব্বজীব কর্ম্মের অধীন।
নিজ নিজ কর্ম্মফল, ভোগে জীব অবিরল,
কর্ম্মফল না হয় বিলীন ॥
কর্ম্মফলে অবিরত, শুভ বা অশুভ যত,
ফল ভোগ করে জীবগণ।
আপনার কর্ম্মফলে, যায় জীব রসাতলে,
কর্ম্মফলে স্বর্গেতে গমন ॥
কেহ বা রাজেন্দ্র হয়, ভৃত্যরূপে কেহ রয়,
কেহ জন্মে দেবতার ঘরে।
কেহ বা কর্ম্মের ফলে, আসিয়া এ ধরাতলে,
হীন বংশে জন্মলাভ করে ॥
কেহ বা সুন্দর হয়, স্বাস্থ্যবান্ কেহ রয়,
ব্যাধিযুক্ত হয় কারো দেহ।
আপন কর্ম্মের তরে, কেহ ধন ভোগ করে,
দীনহীন হয় কেহ কেহ ॥
আপনার কর্ম্মফলে, লাভ হয় ধরাতলে,
মনোহর ভার্য্যা ও সন্তান।
কেহ পুত্রহীন হয়, ভার্য্যাহীন কেহ রয়,
আপনার কর্ম্মের নিদান ॥
শুন দেবি ভগবতি, কহিব তোমার প্রতি,
গোপনীয় ইতিহাস মোর।
কহিতে লজ্জায় মরি, শুন দেবি কৃপা করি,
লজ্জার বিষয় অতি ঘোর ॥
বাল্য হ'তে কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণপ্রতি অনুরক্ত,
কৃষ্ণ-ধ্যানে মগ্ন মোর মন।
অনাসক্ত বিষযেতে, কৃষ্ণনামে রহি মেতে,
ধ্যান তাঁর করি অনুক্ষণ ॥
চিত্ররথ কন্যা যিনি, মনোহরা তেজস্বিনী,
বিবাহ তাঁহারে আমি করি।
পতিব্রতা সাধ্বী সতী, অনুরক্ত মোর প্রতি,
তপস্বিনী অতীব সুন্দরী ॥
একদা সে প্রাণেশ্বরী, ঋতুস্নান শেষ করি,
আসিলেন নিকটে আমার।
মুখে মৃদু মৃদু হাসি, আমার নিকটে আসি,
মনোভাব জানায় তাহার ॥
শ্রীহরির করি ধ্যান, নাহি মোর বাহ্যজ্ঞান,
হরিপদ স্মরি অবিরল।
চিত্ত মোর নির্ব্বিকার, হেরিয়া এ ব্যবহার,
ঋতু তার হইল নিষ্ফল ॥
ভার্য্যা মোর ক্রুদ্ধ হয়, আমাকে ডাকিয়া কয়,
শুন, শাপ দিলাম তোমায়।
যেদিকে ফিরাবে দৃষ্টি, বিনষ্ট হইবে সৃষ্টি,
শুনে আমি না হেরি উপায় ॥
ধ্যানভঙ্গ হয় মোর, করি আমি করজোড়,
পতিব্রতা-প্রতি আমি কহি।
মিনতি রাখ আমার, শাপ কর প্রত্যাহার,
চক্ষে যায় অশ্রুধারা বহি ॥
নিষ্ঠুরা নির্দ্দয়া অতি, সেই পতিব্রতা সতী,
মম বাক্যে ফিরিল চেতন।
উপায় নাহিক আর, অভিশাপ ফিরাবার,
তবে ত' কাঁদিল সেই জন ॥
অদৃষ্টেতে ছিল যাহা, অবশ্য হইবে তাহা,
অভিশপ্ত আমি শনৈশ্চর।
পত্নীর শাপেতে ভীত, নাহি চাহি ইতস্ততঃ,
কহিলাম তোমার গোচর ॥
শুন শুন সুরেশ্বরি, দৃষ্টিপাত নাহি করি,
সেই হ'তে আমি কারো পানে।
শুনিয়া তাহার বাণী, হাস্য করে শিবরাণী,
নর্ত্তকীরা হাসে সেইখানে ॥

গণেশখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়

শনিব দৃষ্টিতে গণপতির মুণ্ডপতন ও বিষ্ণুকর্ত্তৃক গজমুণ্ড যোজন।

শনির বচন শুনি পার্ব্বতী তখন।
মনে মনে শ্রীহরিরে করিলা স্মরণ॥
কহে দেবী, শুন শনি, কহিনু তোমায়।
এ জগৎ বশীভূত কৃষ্ণের ইচ্ছায়॥
দৈবের বিধান বল কে করে খণ্ডন।
নির্ভয়েতে হের মোর পুত্রের বদন॥
আমার অনিষ্ট করে হেন সাধ্য কার।
তুমি মোর পুত্রমুখ দেখ গুণাধার॥
পার্ব্বতীর কথা শুনি শনি ভাবে মনে।
দেবীর পুত্রের মুখ হেরিব কেমনে॥
হেরিলে বদন তার সর্ব্বনাশ হবে।
কেমনে শিশুর মুখ হেরি আমি তবে॥
বিপদে পড়িল তবে সূর্য্যের তনয়।
না পালিলে দেবী-আজ্ঞা কিবা জানি হয়॥
ধর্ম্মেরে করিয়া সাক্ষী দেব শনৈশ্চর।
হেরিতে শিশুর মুখ চাহে অতঃপর॥
সমুহ বিপদ্ ভাবি কাঁপে তার মন।
বাম নেত্রে শিশু-মুখ করিল দর্শন॥
যেমনি হেরিল মুখ অমনি তখন।
পার্ব্বতী-পুত্রের হ'ল মস্তক পতন॥
গণেশের দেহ হৈতে রক্ত বাহিরায়।
বিপদে পড়িল শনি না দেখে উপায়॥
অবিলম্বে শনৈশ্চর নয়ন ফিরাযে।
অবনত মস্তকেতে রহিল দাঁড়াযে॥
শিশুমুণ্ড যায় চলি গোলোকের মাঝে।
মুণ্ডহীন শিশু-পুত্র মাতা-ক্রোড়ে রাজে॥
হেরিয়া পুত্রের দশা অতি ক্ষুব্ধমন।
শোকার্ত্তা হইযা মাতা করেন রোদন॥
মুণ্ডহীন পুত্র কেন হইল আমার।
কি পাতক করিযাছি পাযে বিধাতার॥
পুত্র যদি হরিবারে ছিল তব মন।
তবে কেন পুত্র মোরে দিলে নারায়ণ॥
এত বলি হৈমবতী করিযা রোদন।
মূর্চ্ছিতা হইযা দেবী পড়িলা তখন॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর শিব ভগবান্।
পুত্তলিকাসম সেথা করে অবস্থান॥
মুখেতে না সরে বাক্য কি করিবে আর।
নির্জ্জীবের মত রহে হেরিযা ব্যাপার॥
এদিকে গরুড়ে চড়ি শ্রীহরি তখন।
পুষ্পভদ্রা-নদীতীরে করিলা গমন॥
হেরিলা সেথায় হরি বনে নিরালায।
গজেন্দ্র হস্তিনী সহ সুখে নিদ্রা যায়॥
সুরত ক্রীড়ায দেহ ক্লান্ত অতিশয।
মস্তক উত্তরে রাখি নিদ্রিত সে রয়॥
গজেন্দ্র হেরিয়া বিষ্ণু সুদর্শন দিয়া।
গোপনে মস্তক তার ফেলিল কাটিযা॥
তারপর মহানন্দে মুণ্ড ল'যে তার।
গরুড়ের পৃষ্ঠে রাখে বিষ্ণু অবতার॥
গজেন্দ্রের এই দশা হেরিল যখন।
হস্তিনী কাতর হ'যে করিল ক্রন্দন॥
শোকেতে কাতর যত শাবকসকল।
উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করে অবিরল॥
হস্তিনী শ্রীভগবানে করিল স্তবন।
রক্ষা কর, রক্ষা কর প্রভু নারায়ণ॥
হস্তিনীর স্তবে তুষ্ট বিষ্ণু ভগবান্।
মহানন্দে হস্তিনীরে করে বর দান॥
ছিন্ন সে মস্তক হ'তে হরি নারাযণ।
নূতন মস্তক এক করে আকর্ষণ॥
সেই মুণ্ড গজদেহে করিযা স্থাপন।
জীবিত করিলা তারে বিষ্ণু সনাতন॥
তারপর কহিলেন, শুন গজরাজ।
কল্পকালাবধি তুমি করিবে বিরাজ॥
সুখে বাস কর তুমি পরিবার সহ।
কল্পকাল ধরি তুমি মহানন্দে রহ॥

এই কথা বলি তারে ভগবান্ হরি।
কৈলাস পর্ব্বতপানে আসে ত্বরা করি॥
পার্ব্বতীর কাছে আসি বিষ্ণু সনাতন।
শিশু-দেহে গজমুণ্ড করিল স্থাপন॥
তার পর ব্রহ্মজ্ঞানে করিয়া হুঙ্কার।
শিশুরে জীবিত করে বিষ্ণু অবতার॥
গণেশে জীবিত দেখি তুষ্ট দেবগণ।
পার্ব্বতী আনন্দনীরে হইল মগন॥
পুত্রে তুলে নিল কোলে পর্ব্বত-দুহিতা।
ঘন ঘন চুম্বে মুখ অতি হরষিতা॥
এইরূপে গণেশের করি প্রাণ দান।
পার্ব্বতীরে ধীরে ধীরে কহে ভগবান্॥
শুনগো শিবানী তুমি আমার বচন।
কর্ম্মফল ভোগ করে যত জীবগণ॥
বুদ্ধিস্বরূপিণী তুমি কি কহিব আর।
সকল বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে তোমার॥
আপন কর্ম্মের ফল ভোগে জীব যত।
শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগে অবিরত॥
আপনার কর্ম্মবশে দেব পুরন্দর।
অবশ্য ধারণ করে কীট-কলেবর॥
নিজ কর্ম্মবলে কীট ইন্দ্রপদ পায়।
শাস্ত্রের বচন ইহা কহিনু তোমায়॥
সুখ দুঃখ ভয় শোক কর্ম্মফলে হয়।
শুভ কর্ম্ম হ'তে হয় সুখের উদয়॥
অশুভ কর্ম্মের ফলে নাহিক মঙ্গল।
দুঃখ শোক ভোগ করে যত জীবদল॥
পূর্ণতম ভগবান্ গোপীনাথ যিনি।
কর্ম্মফলদাতা হন সকলের তিনি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মোরা তিনজন।
মহাবিরাটের অংশ হই অনুক্ষণ॥
প্রতি লোমকূপে যাঁর বিশ্ব বর্ত্তমান।
শ্রীকৃষ্ণের অংশ সেই বিরাট মহান্॥
কেহ বা অংশের অংশ, কেহ অংশ তার।
বিনায়ক নাম তাই হয় বিধাতার॥

শুনিয়া বিষ্ণুর বাক্য পার্ব্বতী তখন।
তুষ্ট হ'য়ে গণেশেরে দান করে স্তন॥
তারপর হৈমবতী করি যোড়কর।
শ্রীবিষ্ণুরে স্তবস্তুতি করিলা বিস্তর॥
আশীর্ব্বাদ করি শেষে বিষ্ণু ভগবান্।
শিশু-গলদেশে করে কৌস্তুভ প্রদান॥
আপন মুকুট দিলা ব্রহ্মা অতঃপর।
ধর্ম্মদেব রত্ন-আদি দিলেন বিস্তর॥
যথোচিত রত্ন দান করে দেবীগণ।
শিব শিবা বহু রত্ন করে বিতরণ॥
শঙ্কর-পার্ব্বতী হয় আনন্দে মগন।
দান ধ্যান জপ তপ চলে অনুক্ষণ॥
এইরূপে কৈলাসেতে চলে মহোৎসব।
চারিদিকে উঠে সেথা বেদপাঠ রব॥
অকস্মাৎ শনৈশ্চরে করি দরশন।
হৈমবতী অতি রুষ্ট হইল তখন॥
রোষভরে শনি প্রতি কহেন পার্ব্বতী।
অভিশাপ তোমা আমি দিব হে সম্প্রতি॥
তোমাহেতু পুত্র মম হারাইল শির।
তুমি হবে বিকলাঙ্গ এই জেনো স্থির॥
সূর্য্য ও কশ্যপ যম নিকটেই ছিল।
ক্রোধে অঙ্গ তাহাদের কাঁপিতে লাগিল॥
আরক্ত হইল নেত্র কাঁপিল বদন।
পার্ব্বতীরে শাপ দিতে উদ্যত তখন॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ দিলেন প্রবোধ।
অনর্থক দেবী প্রতি না করিও ক্রোধ॥
তারপর কহিলেন ডাকিয়া দেবীরে।
শুন হৈমবতী ক্ষমা করহ শনিরে॥
কশ্যপ কহেন, শুন কি দোষ শনির।
খরদৃষ্টি হইয়াছে শাপেতে পত্নীর॥
হেরিল শিশুর মুখ জননী-আজ্ঞায়।
শনির হইল বল কোন্ দোষ তায়॥
কহিলেন সূর্য্যদেব, আমার নন্দন।
ধর্ম্মসাক্ষী করি পুত্রে করেছে দর্শন॥

কোন্ অপরাধে শাপ দিলা হৈমবতী।
আমার পুত্রের করে এহেন দুর্গতি॥
যম কহে, শুন দেবি একি ব্যবহার।
তব আজ্ঞা পেয়ে হেরে সন্তানে তোমার॥
শনির কি অপরাধ, কিবা তার দোষ।
অনর্থক তার প্রতি কেন বা আক্রোশ॥
কহিলেন ব্রহ্মাদেব শুন দেবগণ।
স্বভাবে চপল অতি রমণীর মন॥
অতএব সাধুগণ বৃথা কর ক্রোধ।
পার্ব্বতীরে ক্ষমা কর মম অনুরোধ॥
তারপর কহিলেন, শুন হৈমবতি।
অভিশাপ দিলে কেন অতিথির প্রতি॥
গৃহেতে আগত তব অতিথি নির্দ্দোষ।
তার প্রতি কেন তুমি করিলে আক্রোশ॥
তব আজ্ঞা পেযে শনি হেরিল সন্তান।
কি কারণে অভিশাপ করিলে প্রদান॥
ব্রহ্মার বচন শুনি দেবী তুষ্টা হন।
সূর্য্য যম সবে শান্ত হইলা তখন॥
শনিরে ডাকিযা তবে কহে হৈমবতী।
গ্রহের মাঝারে তুমি হবে শ্রেষ্ঠ অতি॥
শুন শনি, মম বরে দীর্ঘজীবী হবে।
হরি প্রতি ভক্তি তব চিরকাল রবে॥
অমোঘ আমার শাপ বিফলে না যায়।
খঞ্জ হ'য়ে রবে তুমি কি করি উপায॥
এই কথা বলি দেবী আশীর্ব্বাদ করে।
দেবীরে প্রণমে শনি অতি ভক্তিভরে॥
তারপর স্বস্থানেতে করিল গমন।
নিজ নিজ স্থানে যান যত দেবগণ॥

গণেশখণ্ডে নবম অধ্যায সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়

দেবগণ কর্তৃক গণেশের পূজা, স্তব ও গণেশের নামকরণ।

অনন্তর বিষ্ণু আর দেব মুনিগণ।
উপহার দিয়া করে গণেশ-পূজন॥
বিষ্ণুদেব কহিলেন, শুন গণপতি।
দেবতাগণের মাঝে শ্রেষ্ঠ তুমি অতি॥
সকলের আগে পূজা করিনু তোমারে।
সকলের পূজ্য হও এ বিশ্ব-মাঝারে॥
এত বলি বনমালা করিয়া প্রদান।
ব্রহ্মজ্ঞান দান করে বিষ্ণু ভগবান্॥
প্রদান করিলা সিদ্ধি সকলপ্রকার।
দেব মুনিগণ সহ নাম রাখে তাঁর॥
লম্বোদর একদন্ত হেরম্ব গণেশ।
গজানন শূর্পকর্ণ আর শ্রীবিঘ্নেশ॥
বিনাযক আদি এই আট নাম তার।
সনাতন বিষ্ণু হরি রাখে চমৎকার॥
সকলে মিলিয়া করে আশীর্ব্বাদ তাঁরে।
করিল পূজন তাঁর ষোড়শোপচারে॥
সিদ্ধাসন ধর্ম্ম তাঁরে করিলেন দান।
কমণ্ডলু দান করে ব্রহ্মা ভগবান্॥
যোগপট্ট তত্ত্বজ্ঞান দিলেন শঙ্কর।
রত্নসিংহাসন দিলা দেব পুরন্দর॥
দিবাকর দিলা তাঁরে মণির কুণ্ডল।
চন্দ্র দিলা মণিমালা অতীব উজ্জ্বল॥
কুবের কিরীট তারে করিলা অর্পণ।
বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র দেয দেব হুতাশন॥
লক্ষ্মীদেবী দান করে রত্নের কেযূর।
রত্নের বলয আর রত্নের নূপুর॥
সাবিত্রী প্রদান করে কণ্ঠের ভূষণ।
ভারতী দিলেন হার অতি সুদর্শন॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে দেবদেবীগণ।
গণেশেরে যৌতুকাদি করিল অর্পণ॥

মুনিগণ আর যত পর্ব্বতের দল।
মণিরত্ন দান করে অতি সমুজ্জ্বল ॥
বসুন্ধরা রত্ন দান করিযা প্রচুর।
বাহির করিতে এক দিলেন ইঁদুর ॥
তারপর দেব দেবী যক্ষ রক্ষগণ।
স্বাদু ও মধুর দ্রব্য করে আনয়ন ॥
সেই সব দ্রব্য যত গণেশেরে দিযা।
ভক্তিভরে পূজিলেন সকলে মিলিয়া ॥
রত্নসিংহাসনে বসে গণেশ তখন।
তীর্থের জলেতে করে স্নান সমাপন ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দান করে তাহারে পার্ব্বতী।
মধুপর্ক দিলা তারে ফুল্ল মনে অতি ॥
প্রদান করিলা বহু রত্নের ভূষণ।
মালতী-চম্পক-মাল্য করিলা অর্পণ ॥
অগুরু চন্দন আদি করিলেন দান।
তিললাড়ু দান করে পর্ব্বতপ্রমাণ ॥
লক্ষ লক্ষ দুগ্ধভাণ্ড দান করে তারে।
খর্জ্জুর করঞ্জ আদি দিলা ভারে ভারে ॥
সভামধ্যে বিষ্ণুহরি ভক্তি-সহকারে।
গণেশের স্তবস্তুতি করে বারে বারে ॥
হে ঈশ স্বরূপ তব নিরূপিতে নারি।
তোমার ধারণা মোরা না করিতে পারি ॥
ব্রহ্মজ্যোতিঃরূপী তুমি অতীত তর্কের।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হও তুমি যোগীন্দ্রগণের ॥
আদি অন্তহীন তুমি পুরুষ-প্রবর।
তব গুণ বর্ণিবারে নাহি পারে হর ॥
সর্ব্বসাক্ষিরূপী তুমি গুণের সাগর।
ধ্যানের অতীত তুমি সিদ্ধির ঈশ্বর ॥
ভক্ত-অনুগ্রহকারী তুমি দয়াময়।
ধার্ম্মিক ধর্ম্মজ্ঞ তুমি সকল সময ॥
সংসার-বৃক্ষের বীজ তুমি অতিপ্রিয।
সর্ব্ব-অগ্রে সকলের হও পূজনীয ॥
পঞ্চানন পঞ্চমুখে বর্ণিতে না পারে।
সরস্বতী নাহি পারে বর্ণিতে তোমারে ॥
চারি মুখে ব্রহ্মা দেব বর্ণিতে না পারে।
চারি বেদ তব গুণ নারে বর্ণিবারে ॥
কেমনে তোমার গুণ করিব বর্ণন।
এই কথা বলি বিষ্ণু মৌন হ'যে রন ॥
যেইজন পাঠ করে বিষ্ণুকৃত স্তব।
দূর হয তার যত শোক দুঃখ সব ॥
কল্যাণ-বর্দ্ধন হয় বিঘ্ন হয দূর।
সর্ব্বকর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করে সে প্রচুর ॥
এই স্তব পাঠ করে যদি কোন জন।
গ্রহপীড়া নাহি তার হয কদাচন ॥
শত্রুর বিনাশ হয়, বন্ধুলাভ হয়।
লক্ষ্মীদেবী তার গৃহে স্থির হ'য়ে রয ॥
সিদ্ধিদাতা গজানন বিঘ্নবিনাশন।
সর্ব্বকার্য্যে যেই করে গণেশ-স্মরণ ॥
কার্য্যসিদ্ধি অবশ্যই হইবে তাহার।
মিথ্যা কভু নহে ইহা শাস্ত্রের বিচার ॥
এই স্তব পাঠ করে নিত্য যেইজন।
মরণান্তে বিষ্ণুলোকে করিবে গমন ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অমৃত সমান।
যেইজন শোনে সেই হয পুণ্যবান্ ॥

গণেশখণ্ডে দশম অধ্যায সমাপ্ত।

● একাদশ অধ্যায়

কার্ত্তিকের বার্তা-প্রাপ্তি।

মুনিবরে সম্বোধিযা বলে নারাযণ।
অতঃপর যা ঘটিল করিব বর্ণন ॥
অপূর্ব্ব কাহিনী সেই শুন মুনিবর।
জানিবে পুরাণকথা সর্ব্বপাপহর ॥
বিষ্ণুর উৎসব সেথা করিয়া দর্শন।
পুলকিত হইলেন দেবমুনিগণ ॥
মৃদু মৃদু হাস্য করি দেবী হৈমবতী।
সুযোগ বুঝিযা কহে শ্রীবিষ্ণুর প্রতি ॥

জগতের রক্ষাকর্ত্তা তুমি নারায়ণ।
আমিও জগৎ ছাড়া নহি কদাচন॥
তোমার কৃপায় সিদ্ধি লভে জগজন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পায় সর্ব্বজন॥
আমার মনের কথা করি নিবেদন।
দয়া করি কর মোর সন্দেহ ভঞ্জন॥
নর্ম্মদাসৈকতে ছিনু স্বামী ল'যে সুখে।
রতিরসে মজেছিনু অতীব পুলকে॥
তোমার মন্ত্রণাবশে যত দেবগণ।
আমাদের রতিভঙ্গ করেন তখন॥
মহেশের বীর্য্য পড়ে ভূমির উপরে।
কোন্ জন সেই বীর্য্য নিয়ে যায় হ'রে॥
সমস্ত দেবতাগণ সম্মুখে আমার।
সন্ধান করিয়া তাহা করহ বিচার॥
তোমার রাজ্যেতে যদি এত অত্যাচার।
কহ তবে কিবা আছে এর প্রতিকার॥
পার্ব্বতীর কথা শুনি বিষ্ণু সনাতন।
হাসিযা দেবতাগণে করে সম্ভাষণ॥
পার্ব্বতী দেবীর কথা শুনিলে সকলে।
কে হরিলে বীর্য্য তাহা কহ সভাস্থলে॥
শিবের অমোঘ বীর্য্য যে করে হরণ।
উপযুক্ত দণ্ড ধ্রুব পাবে সেইজন॥
মম পাশে কেহ যদি মিথ্যা বাক্য কয।
তাহার উচিত শাস্তি পাইবে নিশ্চয॥
শুনিযা বিষ্ণুর কথা যত দেবগণ।
সকলে মিলিয়া তাহা করে আলোচন॥
ভয়ে ভযে ব্রহ্মাদেব কহিলা তখন।
যেইজন এই বীর্য্য করেছে গোপন॥
পুণ্যদিনে পুণ্যকার্য্যে বঞ্চিত সে হবে।
ভারতে সে ঘোরতর পাপী হ'যে রবে॥
যেইজন শিববীর্য্য করেছে হরণ।
ধর্ম্মহীন পুণ্যহীন হবে সেইজন॥
কহিলেন মহাদেব, শুন দেবগণ।
যেইজন মম বীর্য্য করিলে হরণ॥
বিষ্ণুর পূজায় হবে বঞ্চিত সে জন।
মম বাক্য মিথ্যা নাহি হবে কদাচন॥
মম বীর্য্য ভূমিতলে পতিত হইল।
খুঁজে দেখ নারাযণ, কে তাহা হরিল॥
যম কহে, শিববীর্য্য যে করে গোপন।
একাদশী ব্রতে হবে বঞ্চিত সে জন॥
ইন্দ্র কহে, যেইজন শিববীর্য্য হরে।
যশ নষ্ট হবে তার পৃথিবী ভিতরে॥
কহিলা বরুণ দেব, শুন দেবগণ।
যেইজন শিববীর্য্য করিলে হরণ॥
সেইজন জন্ম লবে শূদ্রের উদরে।
বহু কষ্ট পাবে সেই সংসার-ভিতরে॥
কুবের কহিলা, শুন আমার বচন।
শিববীর্য্য যেইজন করিলে গোপন॥
কৃতঘ্ন হইবে সেই, হবে দুরাচার।
মিথ্যা নাহি হবে কভু বচন আমার॥
কহিলা ঈশান দেব, শুন দেবগণ।
যেইজন শিববীর্য্য করিলে গোপন॥
নরঘাতী রূপে সেই জন্মিবে ভারতে।
মম বাক্য মিথ্যা নাহি হবে কোন মতে॥
রুদ্রগণ কহিলেন, ডাকি দেবগণে।
শিবের অমোঘ বীর্য্য হরে যেই জনে॥
মিথ্যাবাদী শঠরূপে জন্মিবে সে জন।
পরনারী সেইজন করিবে হরণ॥
কামদেব কহিলেন, বীর্য্য যেই হরে।
মহাপাপী হবে সেই ভারত-ভিতরে॥
নিদারুণ শোকতাপ পাবে সেই জন।
জানিবে নিশ্চিত ইহা শাস্ত্রের বচন॥
অশ্বিনীকুমারদ্বয় কহিলা তখন।
শিবের অমোঘ বীর্য্য হরে যেইজন॥
অক্ষম হইবে সেই সংসার-পালনে।
না পালিবে পিতামাতা আত্মীয় স্বজনে॥
দেবতা যতেক ছিল কহিল তখন।
শিববীর্য্য যেইজন করেছে হরণ॥

ভারত-মাঝারে সেই পুত্রহীন হবে।
দীন হীন হ'যে সদা সেইজন রবে॥
অনন্তর কহে যত দেবপত্নীগণ।
যদি কোন নারী বীর্য্য করযে হরণ॥
সেই নারী হবে পরপুরুষ-গামিনী।
পতির করিবে নিন্দা সে হতভাগিনী॥
সকলের বাক্য শুনি বিষ্ণু সনাতন।
ধর্ম্ম সূর্য্য চন্দ্রদেবে কবে আবাহন॥
ধরিত্রী পবন আর ডাকি হুতাশনে।
কহিলেন সকলেরে মধুর বচনে॥
শিববীর্য্য দেবগণ করেনি হরণ।
বল তবে সেই বীর্য্য হরে কোন্ জন॥
সকল কর্ম্মের সাক্ষী তোমরা সবাই।
কে হরিল শিববীর্য্য জানিবারে চাই॥
শুনিযা বিষ্ণুর বাক্য কম্পিত-হৃদয়।
ধর্ম্মদেব ভয়ে ভযে ভগবানে কয॥
শিব যবে রতিক্রীড়া করে পরিহার।
পৃথিবীর তলে বীর্য্য পড়িল তাঁহার॥
এই মাত্র জানি আমি নাহি জানি আর।
অপরাধ ক্ষমা কর কৃপা-অবতার॥
ধরাদেবী কহে, শুন হরি সনাতন।
কেমনে সে বীর্য্য আমি করিব ধারণ॥
সেই গুরুভার আমি না পারি সহিতে।
নিক্ষেপ করিনু তাহা জ্বলন্ত অগ্নিতে॥
কহিলেন অগ্নিদেব, শুন সনাতন।
করিতে না পারি আমি সে বীর্য্য বহন॥
অশক্ত হইয়া ফেলি শরবনে আমি।
কৃপা করি অপরাধ ক্ষমা কর স্বামি॥
বাযু কহে, শুন শুন প্রভু নারাযণ।
শরবনে সেই বীর্য্য পড়িল যেমন॥
স্বর্ণরেখা-নদীতটে হেরি সে সময।
সেই বীর্য্য শিশুরূপে পরিণত হয॥
সূর্য্য কহে, অস্তাচলে করিতে গমন।
হেরিলাম সেই শিশু করিছে ক্রন্দন॥
চন্দ্র কহে, শিশুপুত্র কাঁদে অবিরল।
হেরিল তাহারে যত কৃত্তিকার দল॥
হেরিয়া নির্জ্জনে সেই শিশু সুদর্শন।
আপনার গৃহে তারা করে আনযন॥
জল কহে, শিশুটিরে গৃহেতে আনিয়া।
পালন করিছে তারা স্তন দুগ্ধ দিয়া॥
সন্ধ্যা বলে, কৃত্তিকারা সকলে মিলিয়া।
পালিছে শিশুরে বহু যতন করিয়া॥
পোষ্যপুত্ররূপে শিশু আছে কৃত্তিকার।
কার্ত্তিকেয় নাম তারা দিয়াছে তাহার॥
রাত্রি কহে, শুন শুন আমার বচন।
কৃত্তিকার প্রাণপ্রিয সে শিশু এখন॥
চোখের আড়ালে প্রভু না রাখে কখন।
সুদুর্লভ বস্তু আনি করায ভোজন॥
শুনিযা তাদের মুখে সকল বচন।
আনন্দিত হইলেন বিষ্ণু সনাতন॥
পুত্রের বারতা পেযে দেবী হৈমবতী।
ধনরত্ন দান করে ব্রাহ্মণের প্রতি॥
নানাবিধ বস্ত্র-আদি করে বিতরণ।
ধন দান করিলেন দেবদেবীগণ॥
কার্ত্তিকের জন্মকথা যেই জন শুনে।
ধনেপুত্রে বাড়ে সেই, বাড়ে জনে-মানে॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অমৃত সমান।
শ্রোতা ও পাঠক দোঁহে হয পুণ্যবান্॥

গণেশখণ্ডে একাদশ অধ্যায সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়

কার্ত্তিককে আনিবার জন্য শিবদূতগণের
কৃত্তিকাভবনে গমন।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিবর।
পুত্রের সংবাদ পান পার্ব্বতী শঙ্কর॥
শঙ্করীর নাহি সয কালের ক্ষেপণ।
অবিলম্বে পেতে চান সে পুত্র রতন॥

মহাদেবে লক্ষ্য করি বলেন শঙ্করী।
কার্ত্তিকেরে মহেশ্বর আন ত্বরা করি॥
এখনি না যদি পাই পুত্র দেখিবারে।
তাহলে যাইব আমি প্রাণ ত্যজিবারে॥
পুত্রে আনিবার তবে দেব পঞ্চানন।
বলবান্ দূত সব করিলা প্রেরণ॥
বীরভদ্র বিশালাক্ষ নন্দী-ভৃঙ্গী আর।
শঙ্কুকর্ণ কবন্ধক ভীষণ-আকার॥
মহাকাল বজ্রদন্ত আর ভনন্দন।
গোকামুখ দধিমুখ ভীষণদর্শন॥
হুঙ্কার করিয়া চলে যত সব দূত।
সঙ্গে চলে লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ভূত॥
ডাকিনী যোগিনী চলে আকৃতি ভীষণ।
বৈষ্ণবেরা চলে সাথে চলে রুদ্রগণ॥
নানা অস্ত্র হস্তে ধরি চলে দলে দলে।
কৃত্তিকার বাসগৃহ ঘিরিল সকলে॥
হেরিয়া কৃত্তিকাগণ ব্যাকুলিত হয়।
ভয়ে ভয়ে তারা আসি কার্ত্তিকেরে কয়॥
শুন শুন বৎস তুমি, না জানি কারণ।
ভবন ঘেরিল আজি কার সৈন্যগণ॥
উপায় না হেরি আজি না জানি কি হবে।
কি করি এখন বৎস, শীঘ্র কহ তবে॥
শুনিযা তাদের বাক্য কার্ত্তিকেয় কয়।
যতক্ষণ আমি আছি নাহি কোন ভয়॥
শুন শুন মাতৃগণ কহি সবাকারে।
দৈবলিপি নিবারিতে কেহ নাহি পারে॥
সহসা তথায় নন্দী করে আগমন।
বলিল সবার প্রতি করি সম্বোধন॥
শুন শুন মাতৃগণ, শুন হে কার্ত্তিক।
শিবদূত মোরা সব নিতান্ত নির্ভীক॥
মহাদেব আমাদের করিলা প্রেরণ।
তাঁর শুভময় বার্ত্তা করহ শ্রবণ॥
ভগবান্ গণেশের জন্ম মহোৎসবে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর উপনীত সবে॥
কৈলাসে সভার মাঝে দেবী হৈমবতী।
জিজ্ঞাসে সংবাদ তব শ্রীবিষ্ণুর প্রতি॥
দেবতাগণেরে ডাকি বিষ্ণু অতঃপর।
ক্রমে ক্রমে পাইলেন তোমার খবর॥
করিতেছ বাস তুমি কৃত্তিকা ভবনে।
তাই মোরা আসিযাছি তব অন্বেষণে॥
একদা পার্ব্বতী দেবী শঙ্করের সহ।
নির্জ্জনেতে রতিক্রীড়া করে অহরহঃ॥
সেথায দেবতাগণে করিযা দর্শন।
শঙ্করের বীর্য্য পড়ে ভূমিতে তখন॥
অক্ষম হইল ধরা সে বীর্য্য ধারণে।
নিক্ষেপ করিল তাহা দীপ্ত হুতাশনে॥
বহ্নিদেব না সহিল সে বীর্য্যের ভার।
নিক্ষেপ করিল শরবনের মাঝার॥
সেখানে জনম তুমি করিলে ধারণ।
কৃত্তিকা আনিযা তোমা করেন পালন॥
পার্ব্বতী তোমার মাতা শিব পিতা হয।
তোমার লাগিযা তারা ব্যাকুল হৃদয॥
হে কার্ত্তিক তব শুভ অভিষেক তরে।
সুরগণ আছে বসি কৈলাস ভূধরে॥
এখন মোদের সাথে করহ গমন।
সেনাপতি পদে বিষ্ণু করিবে বরণ॥
তারক নামেতে আছে অসুর ভীষণ।
তাহারে কার্ত্তিক তুমি করিবে নিধন॥
দীপ্তিমান্ তুমি হও শিবের সন্তান।
কোন্ জন ত্রিভুবনে তোমার সমান॥
আপন প্রভাষ তুমি আপনি উজ্জ্বল।
সূর্য্যসম দীপ্তি তব দেখিনু সকল॥
কৃত্তিকার বাসগৃহ তব যোগ্য নয।
চন্দ্রপ্রতিবিম্ব কূপে শোভিত কি হয॥
শুন শুন শম্ভুপুত্র কি কহিব আর।
বিষ্ণুরূপে আছ সর্ব্ব জগৎ-মাঝার॥
আকাশের মত তুমি ব্যাপ্ত সর্ব্ব স্থানে।
কেমন করিয়া বল রহিবে এখানে॥

বিশ্বের ঈশ্বর তুমি বিশ্বের আধার।
কৃত্তিকাগণের গৃহ অযোগ্য তোমার॥
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীদের উদরের মাঝে।
গরুড় পক্ষীর বাস কভু নাহি সাজে॥
তোমার মহিমা কেহ জানিতে না পারে।
কৃত্তিকা কেমনে কহ জানিবে তোমারে॥
যাহার মহিমা কেহ বুঝিতে না পারে।
কেমনে আদর তারা করিবে তাহারে॥
পদ্মের সহিত বাস করে ভেকগণ।
পদ্মের সম্মান তারা না করে রক্ষণ॥
শুনিয়া সকল কথা কার্ত্তিক তখন।
নন্দী প্রতি কহে তবে মধুর বচন॥
মহাজ্ঞানী ওহে নন্দী অতি শক্তিমান্।
কি আর বলিব বল তব বিদ্যমান॥
তোমার প্রশংসা আমি কি করিব আর।
মহাবলশালী তুমি জানি অনিবার॥
ত্রৈকালিক জ্ঞান মোর আছে বিদ্যমান।
জানি ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্ত্তমান॥
কর্ম্মবশে যে যোনিতে জন্ম হয় যার।
পরম নির্বৃতি সেথা প্রাপ্তি হয় তার॥
কর্ম্মভোগ-অনুসারে যে যেখানে রয়।
তার কাছে সেই স্থান শ্রেষ্ঠতম হয়॥
সনাতনী বিষ্ণুমায়া বিশ্বের জননী।
শৈলরাজপত্নীগর্ভে জন্মিলা আপনি॥
কঠোর তপস্যা করি বহু বর্ষ ধ'রে।
পতিরূপে পাইলেন দেব মহেশ্বরে॥
কল্পে কল্পে প্রতিজন্মে জানি অনিবার।
প্রকৃতি ঈশ্বরী হন জননী আমার॥
প্রকৃতি হইতে যত নারীর উদ্ভব।
কেহ অংশ কেহ কলা রমণীরা সব॥
প্রকৃতির কলা হয় এ কৃত্তিকাগণ।
স্তন দান করি মোরে করিল পালন॥
মাতা সম কৃত্তিকারা করিল পোষণ।
ইহাদের পোষ্যপুত্র আমি যে এখন॥
মহেশ্বর-বীর্য্যে আমি জন্মলাভ করি।
তাই মোর পিতা হন দেব ত্রিপুরারি॥
পার্ব্বতীর গর্ভে মোর জন্ম নাহি হয়।
ধর্ম্মমাতা ভিন্ন তিনি অন্য কিছু নয়॥
স্তনদাত্রী গর্ভধাত্রী কন্যা ও ভগিনী।
ইষ্টদেবপত্নী আর গুরুপত্নী যিনি॥
পুত্রবধূ পত্নীমাতা মাতার জননী।
মাতৃষ্বসা পিতৃষ্বসা পিতার রমণী॥
সহোদরপত্নী আর মাতুলানী যারা।
বেদ-অনুযায়ী হয় মাতৃসম তারা॥
ত্রিলোকের পূজনীয়া এ কৃত্তিকাগণ।
ব্রহ্মাকন্যা সবে তারা জানি অনুক্ষণ॥
যখন তোমারে বিষ্ণু করিল প্রেরণ।
অবশ্যই তব সাথে করিব গমন॥
চল তবে ত্বরা করি যাই তব সাথে।
হেরিব দেবতা সবে কৈলাস-সভাতে॥
মনের বাসনা ইথে হইবে পূরণ।
জননীর পাশে আমি করিব গমন॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অমৃত মধুর।
যেইজন শুনে তার পাপ হয় দূর॥

গণেশখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● ত্রয়োদশ অধ্যায়

কৃত্তিকাগণের নিকট কার্ত্তিকের বিদায়গ্রহণ ও কৈলাসে আগমন।

নারদেরে সম্বোধিয়া ক'ন নারায়ণ।
শুন শুন তারপর অপূর্ব্ব কথন॥
নন্দীরে এসব কথা বলিয়া তখন।
কৃত্তিকাগণেরে ডাকি বলে ষড়ানন॥
শুন শুন মাতৃগণ লহ নমস্কার।
শিবের আলয়ে আমি যাইব এবার॥
দেখিব দেবতাগণে দেখিব মাতায়।
কৃপা করি দেহ আজ আমারে বিদায়॥

সংযোগ বিয়োগ আদি দৈবের অধীন।
দৈবের অধীনে বিশ্ব চলে নিশিদিন॥
এই দৈব শ্রীকৃষ্ণের অধীন আবার।
শ্রীকৃষ্ণেরে তাই সবে পূজে অনিবার॥
দৈববল বৃদ্ধি পায় কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
হরির ইচ্ছায় ক্ষয় পায় পুনরায়॥
দৈবে বদ্ধ নাহি হয় কৃষ্ণভক্ত জন।
তাঁহার বিনাশ নাহি হয় কদাচন॥
সুখদ মোক্ষদ আর সারভূত হরি।
তাঁহার ভজনা কর নিশিদিন ধরি॥
দুঃখপ্রদ এই মোহ কর পরিহার।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কৃষ্ণে সেব অনিবার॥
আনন্দের মূলাধার কৃষ্ণ সনাতন।
এ ভব-সমুদ্র-মাঝে আমি কোন্ জন॥
তোমরা কে হও মোর কহ মাতৃগণ।
কর্ম্মস্রোতে হইয়াছে মোদের মিলন॥
সংযোগ বিয়োগ ঘটে হরির ইচ্ছায়।
কৃষ্ণের অধীন বিশ্ব সন্দেহ কি তায়॥
জলবুদ্‌বুদ সম অনিত্য সংসার।
মায়ার প্রভাবে মূঢ় পড়ে অনিবার॥
যাহার আসক্তি আছে কৃষ্ণের উপরে।
নির্লেপ হইয়া সেই অবস্থান করে॥
অতএব মোহ সবে কর পরিহার।
প্রসন্ন মনেতে দাও বিদায় এবার॥
এত বলি কার্ত্তিকেয় প্রণমে সবায়।
তখনি ক্রন্দন রোল উঠিল সেথায়॥
এত যত্নে কার্ত্তিকেরে পালন করিল।
কৃত্তিকাগণের তাই অন্তরে লাগিল॥
অবিরল অশ্রুধারা বহিল নয়নে।
ক্ষণেকে চেতন থাকে, অচেতন ক্ষণে॥
কার্ত্তিকেরে কোলে ল'য়ে কৃত্তিকাসুন্দরী।
বলিলেন বৎস, কোথা যাবি মোরে ছাড়ি॥
তোমা বিনা কী প্রকারে বাঁচিয়া রহিব।
বল তুমি হেথা মোরা কিভাবে থাকিব॥
কিরূপেতে বল মোরা দানিব বিদায়।
কী দোষ করেছি বল দেবতার পায়॥
এত বলি কৃত্তিকারা কাঁদিতে লাগিল।
ধীরে ধীরে ষড়ানন সান্ত্বনা দানিল॥
তখন মাতারা সব প্রবোধ মানিয়া।
কার্ত্তিকে বিদায় দেয় আশিস্ করিয়া॥
মাতাদের আশীর্ব্বাদ লভি অনন্তর।
শিব-পারিষদ সহ চলিল সত্বর॥
বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত রথের উপরে।
কার্ত্তিকেয় বসিলেন প্রফুল্ল অন্তরে॥
পুষ্পের মালায় রথ কিবা শোভা পায়।
উদ্ভাসিত চতুর্দ্দিক্ রত্নের প্রভায়॥
রমণীয় কক্ষরাজি রথেতে বিরাজে।
মণিময় দর্পণাদি শোভে তারি মাঝে॥
মনের মতন গতি শত চক্র তার।
পার্ব্বতী-প্রেরিত রথ অতি চমৎকার॥
কার্ত্তিকেয় সেই রথে উঠিলা যখন।
সহসা কৃত্তিকাগণ হারায় চেতন॥
পুনঃ জ্ঞান লাভ করি করে হাহাকার।
কার্ত্তিকে সম্মুখে হেরি করিলা চীৎকার॥
আলুথালু কেশবাস পাগলিনী-প্রায়।
বক্ষে করাঘাত করি করে হায় হায়॥
কার্ত্তিকে ডাকিয়া কহে কৃত্তিকারা সবে।
আমরা এখন বল যাই কোন্ ভবে॥
কোথা তুমি যাও বৎস, আমাদের ছাড়ি।
তোমারে ছাড়িয়া মোরা রহিতে না পারি॥
করিনু তোমারে মোরা লালন-পালন।
ধর্ম্ম-অনুসারে তুমি মোদের নন্দন॥
কেমনে যাইবে তুমি ছাড়ি মাতৃগণে।
ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কাজ করিবে কেমনে॥
এরূপ বিলাপ করি কৃত্তিকাসকল।
পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা তারা যায় অবিরল॥
অনন্তর কার্ত্তিকেয় বিনম্র কথায়।
বুঝাইয়া তাহাদের লইল বিদায়॥

পারিষদ সহ চলে শিবের নন্দন।
পূর্ণকুম্ভ দধি আদি করিলা দর্শন ॥
বেশ্যা শুক্লধান্য ঘৃত মধু ও দর্পণ।
লাজ পুষ্প দূর্ব্বা বৃষ গজেন্দ্র ব্রাহ্মণ ॥
জ্বলন্ত অনল পান পরিপক্ক ফল।
যাত্রাকালে কার্ত্তিকেয় হেরিল সকল ॥
পতিপুত্রবতী নারী মুক্তা ও চন্দন।
সকল মঙ্গল বস্তু করিল দর্শন ॥
বাম পার্শ্বে হেবে শিবা, দক্ষিণে ময়ূর।
খঞ্জন কোকিল আদি হেবিল প্রচুর ॥
শঙ্খচিল চক্রবাক ধেনু কৃষ্ণসাব।
বৎসযুক্ত ধেনু আদি হেবে অনিবার ॥
শুনিল মঙ্গলবাদ্য, শুনে হরিনাম।
শঙ্খ ও ঘণ্টার শব্দ শুনে অবিরাম ॥
এইরূপে কার্ত্তিকেয় আনন্দিত মনে।
রথে চড়ি চলিলেন পিতার ভবনে ॥
ন্যগ্রোধেব বৃক্ষ ছিল কৈলাস-শিখরে।
তাব মূলে আসি সবে অবস্থান করে ॥
এদিকে পার্ব্বতীদেবী ব্যস্ত অতিশয়।
নানা মণি মুক্তা দিয়া সাজায় আলয় ॥
অলঙ্কৃত করে পথ পল্লব-মালায়।
লক্ষ লক্ষ রত্নদীপ কিবা শোভা পায় ॥
দ্বারে শোভে পূর্ণকুম্ভ কিবা শোভা তার।
কদলীর বৃক্ষ শোভে অতি চমৎকার ॥
নট নটী নৃত্য সেথা করে নিরন্তর।
মহোৎসবে মুখরিত কৈলাস-নগর ॥
অনন্তর হৈমবতী সহাস্য বদনে।
কার্ত্তিকে আনিতে চলে দেবীগণ সনে ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী গঙ্গা অহল্যা তুলসী।
দিতি তারা রতি আর অদিতি রূপসী ॥
শতরূপা শচী সন্ধ্যা রোহিণী আকৃতি।
অনসূয়া স্বাহা সংজ্ঞা মেনকা প্রসূতি ॥
সাবিত্রী বরুণপত্নী দেবী অরুন্ধতী।
মনোরমা দেবহূতি একপর্ণা সতী ॥

মনসা মৈনাকপত্নী আর বসুন্ধরা।
পার্ব্বতী দেবীব সহ চলিলেন ত্বরা ॥
রম্ভা তিলোত্তমা আর ঘৃতাচী ঊর্ব্বশী।
সুশীলা ললিতা কলা সুন্দরী রূপসী ॥
মেনকা প্রভৃতি যত অপ্সরা সকলে।
মনোহর নৃত্য করি সাথে সাথে চলে ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর পর্ব্বতের দল।
কার্ত্তিকে আনিতে গৃহে চলিল সকল ॥
নানারূপ বাদ্যধ্বনি করে বাদ্যকর।
সাথে সাথে চলিলেন ভোলা মহেশ্বর ॥
চলিল ভৈরবদল ক্ষেত্রপালগণ।
শিব-পারিষদ যত চলিল তখন ॥
পার্ব্বতীরে যেই সেথা করিল দর্শন।
কার্ত্তিকেয় রথ হ'তে নামিল তখন ॥
নামিয়া মাতাব পাযে নমস্কার করে।
দেবী তারে ক্রোড়ে লয় অতি স্নেহভরে ॥
হেরিয়া বদন তার করিল চুম্বন।
আশীর্ব্বাদ করে তারে দেবদেবীগণ ॥
অনন্তর কার্ত্তিকেয় আনন্দিত মনে।
সকলের সহ চলে শিবের ভবনে ॥
কার্ত্তিক সেথায় আসি করিল দর্শন।
রত্ন-সিংহাসনে বসি বিষ্ণু সনাতন ॥
ধর্ম্ম ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি ঘেরিয়া তাঁহারে।
স্তবস্তুতি করিতেছে ভক্তি সহকারে ॥
বিষ্ণুর মোহনরূপ করি দরশন।
প্রণমিল তাঁর পদে শিবের নন্দন ॥
আজানুলম্বিত ভুজ সুরূপদর্শন।
হাতে শোভে তীর ধনু বীরের মতন ॥
কার্ত্তিকেযে দেখি বিষ্ণু প্রসন্ন হইল।
দুই হাত তুলি তারে আশিস্ করিল ॥
তারপব সেথা যত দেবগণ ছিল।
ক্রমে ক্রমে কার্ত্তিকেয় সবে প্রণমিল ॥
আশীর্ব্বাদ করে তারে যত দেবগণ।
রত্ন-সিংহাসনে বসে শিবের নন্দন ॥

পার্ব্বতীর সহ মিলি দেব পঞ্চানন।
বিপ্রগণে ধন-রত্ন করে বিতরণ॥
বৈবর্ত্ত-পুরাণ কথা অমৃত মধুর।
শুনিলে পাতক রাশি সব হয় দূর॥

গণেশখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● চতুর্দ্দশ অধ্যায়

কার্ত্তিকের অভিষেক, কার্ত্তিক এবং গণেশের বিবাহ।

পুরাণের কথা শুনি নারদ সুমতি।
নারায়ণ-প্রতি কহে হ'য়ে হৃষ্ট অতি॥
শ্রীহরি-কীর্ত্তন কথা বড়ই মধুর।
যতই শুনেছি প্রভু চিত্ত হয় পূর॥
অতঃপর বল দেব কি ঘটে ঘটন।
সমস্ত শুনিব আমি হরষিত মন॥
নারায়ণ কহে শুন নারদ সুমতি।
পুত্রলোভে হরগৌরী আনন্দিত অতি॥
কার্ত্তিকেরে বসালেন রত্ন-সিংহাসনে।
সুমধুর বাদ্য যত বাজে ক্ষণে ক্ষণে॥
শঙ্খ কাংস্য করতাল বাজিল তখন।
বিষ্ণুহরি বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ॥
তীর্থজলে কার্ত্তিকেরে করালেন স্নান।
কিরীট মুকুট আদি করিলেন দান॥
বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রযুগ্ম রত্নের ভূষণ।
বনমালা চক্র আদি করে সমর্পণ॥
যজ্ঞসূত্র দান করে ব্রহ্মা ভগবান্।
সাবিত্রী করেন তারে কৃষ্ণমন্ত্র দান॥
শ্রীহরি কর্ণেতে মন্ত্র দিলেন তাহারে।
কমণ্ডলু ব্রহ্মা অস্ত্র দিলা নির্ব্বিচারে॥
ধর্ম্মদেব দান করে ধর্ম্ম প্রতি মতি।
দয়া প্রীতি দিলা তারে সর্ব্বজীব প্রতি॥
যোগতত্ত্ব দান করে শিব ভগবান্।
দান করে সিদ্ধিতত্ত্ব আর তত্ত্বজ্ঞান॥
পিনাক পরশু শূল অস্ত্র যত ছিল।
স্নেহভরে মহেশ্বর কার্ত্তিকেরে দিল॥
বরুণ তাহারে করে শ্বেতছত্র দান।
শ্রেষ্ঠ-হস্তী দান করে ইন্দ্র মতিমান্॥
ভক্তিভরে সুধাকুণ্ড দিলা শশধর।
বেগবান্ রথ দান করিল ভাস্কর॥
কামদেব কামশাস্ত্র দিলেন তখন।
নানা উপহার দেয় যত দেবগণ॥
পার্ব্বতী তখন আসি প্রসন্ন-বদনে।
মহাবিদ্যা দান করে আপন নন্দনে॥
বিদ্যা মেধা দয়া আর ভক্তি হরি প্রতি।
শ্রীহরির দাস্য হাসি দিলেন পার্ব্বতী॥
দেবগণ প্রতি বলে পার্ব্বতী তখন।
কার্ত্তিকের বিবাহেতে করেছি মনন॥
দেবসেনা নামে কন্যা জগতমোহিনী।
সুশীলা ও সুবিনীতা রূপসী রমণী॥
তার সনে কার্ত্তিকের বিবাহ দানিতে।
অতিশয় অভিলাষ জাগিয়াছে চিতে॥
ইহা শুনি দেবগণ হরিষ অন্তর।
পুলকে আদেশ দেন দেব মহেশ্বর॥
বেদমন্ত্র পাঠ করি ব্রহ্মা শুভক্ষণে।
কার্ত্তিকে বিবাহ দিলা দেবসেনা সনে॥
সমারোহে অভিষেক করি সম্পাদন।
স্বস্থানে প্রস্থান করে যত দেবগণ॥
অনন্তর মহাদেব ভক্তি সহকারে।
পূজিলেন নারায়ণ ধর্ম্ম ও ব্রহ্মারে॥
মহেশ্বরে ধর্ম্মদেব করি আলিঙ্গন।
প্রণমিল ভক্তিভরে তাঁহার চরণ॥
মহাদেব হিমালয়ে করিলা অর্চ্চন।
আপন আলয়ে সবে করিল গমন॥
তারপর কিছুকাল এইরূপে যায়।
দেবগণে মহেশ্বর ডাকে পুনরায়॥
গণেশের বিভাকার্য্য সমাপন তরে।
হরগৌরী মহানন্দে আয়োজন করে॥

আসিল দেবতাগণ, আসে মুনি সব।
কৈলাস নগরে পুনঃ হইল উৎসব॥
পুষ্টি নামে কন্যা ছিল অতি রূপবতী।
গণেশের সাথে বিভা দিলেন পার্ব্বতী॥
পুষ্টির অপর নাম মহাষষ্ঠী হয়।
নবদুর্গা বলি তার আছে পরিচয়॥
কার্ত্তিকেয় গণেশের বিবাহের পর।
হৈমবতী মহাসুখে রহে নিরন্তর॥
কৃষ্ণের চরণ চিন্তা করে সর্ব্বদাই।
শ্রীহরির ধ্যান ভিন্ন অন্য চিন্তা নাই॥
কার্ত্তিকের অভিষেক হ'ল সমাপন।
করিলাম তাহাদের বিবাহ-বর্ণন॥
কিরূপে পার্ব্বতী দেবী পুত্র লাভ করে।
কহিলাম সব কথা অতি সবিস্তারে॥
দেবতাগণের হ'ল শুভ সম্মিলন।
তোমার নিকটে তাহা করিনু বর্ণন॥
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ মতিমান্।
কহিব তোমারে আমি অপূর্ব্ব আখ্যান॥
পবিত্র গণেশখণ্ডে আছে বিবরণ।
যেই শোনে তার হয় পাপের খণ্ডন॥
বেদব্যাস প্রথমেতে রচিল কাহিনী।
গণ্যমান্য তাই তিনি সর্ব্বলোকে জানি॥

গণেশখণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

গণেশের মস্তকশূন্য হইবার কারণ-কথন।

নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ।
কৃপা করি কর মোর সন্দেহ-ভঞ্জন॥
অগতির গতি তুমি জগতের প্রাণ।
তোমা হৈতে জগতের পতন উত্থান॥
জ্ঞানের নিদান তুমি জগৎ-গোঁসাই।
তোমা কাছে এই হেতু বেদন জানাই॥
দেবতার অধিপতি শিব মহাশয়।
তার পুত্র গণেশের বিঘ্ন কেন হয়॥
পরিপূর্ণতম হরি গোলোক-ঈশ্বর।
পার্ব্বতীর পুত্ররূপে ধরে কলেবর॥
যাহার নামেতে হয় পুণ্যের অর্জ্জন।
সর্ব্বসিদ্ধিদাতা যিনি নিত্য সনাতন॥
ঈশ্বরের অবতার বিঘ্নবিনাশন।
তবে তার মুণ্ড কেন হইল ছেদন॥
শনির দর্শন-মাত্রে বিঘ্ন কেন হয়।
তাহার কারণ মোরে কহ মহাশয়॥
নারদের প্রশ্ন শুনি কহে নারায়ণ।
কহি আমি সবিস্তারে শুন দিয়া মন॥
যেবা এ কাহিনী শোনে ভক্তিসহকারে।
পাপ হৈতে মুক্ত সেই এ ভব সংসারে॥
মালী ও সুমালী নামে ছিল দুইজন।
উভয়েই ছিল অতি ভক্তিপরায়ণ॥
একদিন কি কারণে ক্রোধিত অন্তর।
মালী সুমালীরে শাপ দিলেন ভাস্কর॥
তাহা দেখি মহাদেব অতি ক্রোধ ভরে।
নিক্ষেপিলা শূল সূর্য্যে বধিবার তরে॥
শূলের আঘাতে সূর্য্য অতি ব্যথা পায়।
অচেতন হ'য়ে শেষে ভূমিতে লুটায়॥
পুত্রের দুর্দ্দশা হেরি কশ্যপ তখন।
বক্ষোমাঝে ল'য়ে তারে করিল ক্রন্দন॥
মৃতকল্প ভাবি তারে করে হাহাকার।
দেবগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে বারবার॥
সূর্য্যেরে হারায়ে বিশ্ব অন্ধকারপ্রায়।
দেবমুনিমনুগণ করে হায় হায়॥
পুত্রেরে নিষ্প্রভ হেরি কশ্যপ তখন।
শিব প্রতি অভিশাপ করিলা অর্পণ॥
শুন শুন মহেশ্বর, শুন পঞ্চানন।
শূল দিয়া মম পুত্রে হানিলে যেমন॥
তেমনি তোমারে আমি কহি বারবার।
মস্তক ছেদন হবে পুত্রের তোমার॥

ব্রহ্মশাপ জেনো তুমি কভু না খণ্ডিবে।
তোমার কারণে পুত্র শির হারাইবে॥
ক্রোধশূন্য হ'যে পরে ভোলা মহেশ্বর।
ব্রহ্মজ্ঞানে সূর্য্যদেবে বঁচান সত্বর॥
চেতনা পাইযা সূর্য্য আঁখি মেলি চায।
পিতা ও শ্রীমহেশ্বরে প্রণমিল পায়॥
কশ্যপ শ্রীপঞ্চাননে দিলা অভিশাপ।
ইহা শুনি সূর্য্যদেব করে অনুতাপ॥
কশ্যপেরে কহে সূর্য্য ক্রোধভরে অতি।
বিষয-সুখের প্রতি নাহি মোর মতি॥
বিষয-বাসনা আমি করি পরিহার।
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করি অনিবার॥
ঈশ্বর কেবল সত্য আর তুচ্ছ সব।
করিব কেবল সেই শ্রীহরির স্তব॥
বিষযের সুখ নাহি চাহে সুধীজন।
হরির চরণ ধ্যান করে অনুক্ষণ॥
এত বলি রুষ্ট হৈয়া দেব দিবাকর।
নিজকর্ম্ম ত্যাগ করি রহে নিরন্তর॥
সূর্য্যোদয নাহি হয় করি নিরীক্ষণ।
চিন্তিয়া আকুল হন ব্রহ্মা সনাতন॥
কি হবে উপায় এবে ভাবি অতঃপর।
সূর্য্যপাশে ব্রহ্মাদেব গেলেন সত্বর॥
সান্ত্বনা প্রদান তারে করি বারংবার।
বিষয়ে আসক্ত তারে করে পুনর্ব্বার॥
শিব ব্রহ্মা কশ্যপাদি প্রফুল্ল অন্তরে।
অনন্তর সূর্য্যদেবে আশীর্ব্বাদ করে॥
তারপর স্বস্থানেতে করিল প্রস্থান।
আপনার রাশিমাঝে সূর্য্যদেব যান॥
মালী ও সুম'লী দোঁহে রোগগ্রস্ত হয।
সর্ব্ব অঙ্গ বিগলিত হ'ল অতিশয়॥
শক্তিহীন প্রভাশূন্য হইল তাহারা।
অতীব বিকৃত হ'ল তাদের চেহারা॥
উভযে গমন করে ব্রহ্মার সকাশে।
প্রণমিযা ধীরে ধীরে সবিনয়ে ভাষে॥
উপায মোদের কর ওগো পদ্মাসন।
কিভাবে হইবে বল শাপের মোচন॥
তাহাদের দেখি ব্রহ্মা কহিলা তখন।
সূর্য্য-কোপে হইযাছে অবস্থা এমন॥
শুন শুন চাহ যদি নিজেব মঙ্গল।
সূর্য্যের ভজন তবে কব অবিরল॥
এই কথা বলি শেষে ব্রহ্মা ভগবান্।
সূর্য্যের কবচ আদি করিলা প্রদান॥
সূর্য্যপূজাবিধি আর সুপবিত্র স্তব।
মালী সুমালীরে ব্রহ্মা কহিলেন সব॥
পুষ্করতীর্থেতে যায মিলি দুইজন।
ভক্তিভরে ভাস্করের করে আরাধন॥
সূর্য্য স্তবে জানিবেক পাপের খণ্ডন।
প্রতিদিন সূর্য্য স্তব কর সর্ব্বজন॥
তোমার প্রশ্নের আমি দিলাম উত্তর।
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ অতঃপর॥
পুরাণের পুণ্যকথা শুনে যেইজন।
অবশ্য তাহার হয পাপ-বিমোচন॥

❀ মালী ও সুমালীব শাপ হইতে মুক্তিলাভ।

নারদ কহিলা, প্রভু কহ সবিশেষ।
কীভাবে সুমালী মালী মুক্তি পায শেষ॥
নারাযণ বলে তবে কর অবধান।
অভিশাপ-মুক্তি কথা করিব ব্যাখ্যান॥
রোগযুক্ত হ'যে দোঁহে ভাবে মনে মনে।
এ রোগ হইতে মুক্তি পাইব কেমনে॥
এত ভাবি দুইজনে বিধিপাশে যায।
সাষ্টাঙ্গে লুটাযে পড়ে দোঁহে বিধি-পায॥
শুনিযা তাদেব অতি কাতর বেদন।
মমতায় পূর্ণ হয প্রজাপতি-মন॥
সুমালী-মালীকে নিযে দেব প্রজাপতি।
উপনীত হইলেন বিষ্ণুর সংহতি॥
নারাযণে লক্ষ্য করি বলে প্রজাপতি।
তোমা কাছে আসিযাছি জগতেব পতি॥

এই দুই ভ্রাতা হয় মালী ও সুমালী।
সূর্য্য-অভিশাপে হয় দেহ যেন কালী॥
জরাগ্রস্ত রুগ্ন অতি বিকট দর্শন।
কিরূপে এদের শাপ হয় বিমোচন॥
ইহার উপায় কহ দেব নিরঞ্জন।
অগতির গতি তুমি জানি নারায়ণ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য নারায়ণ কয়।
কেমনে হইবে শুন এই পাপ ক্ষয়॥
অবধান কর, বলি দেব প্রজাপতি।
পুষ্করেতে যায় যেন অতি শীঘ্রগতি॥
তথায় নিবিষ্ট মনে ভজিবে ভাস্করে।
তবেই পাইবে মুক্তি দিনকর-বরে॥
অভিশাপ ইহাদের হইবে মোচন।
মিথ্যা নাহি হবে কভু আমার বচন॥
বিষ্ণুর সকাশে বসি ছিলেন শঙ্কর।
নারায়ণে লক্ষ্য করি বলে অতঃপর॥
সবিশেষ বল দেব পূজার বিধান।
কৃপার ভিখারী এরা তব বিদ্যমান॥
শঙ্কর-ইঙ্গিত পেয়ে দৈত্য দুই ভাই।
উপনীত হৈল যথা জগৎ-গোঁসাই॥
যোড়হস্তে বিষ্ণু পাশে আসি দাঁড়াইল।
কৃপা করি ভগবান্ দৃষ্টি ফিরাইল॥
জরাগ্রস্ত জীর্ণশীর্ণ ক্ষীণকায় অতি।
সর্ব্বদেহে রোগচিহ্ন অশেষ দুর্গতি॥
স্থানে স্থানে পচা মাংস খসি খসি পড়ে।
কত শত কৃমিকীট তাহার ভিতরে॥
দুর্দ্দশা এদের দেখি কৃপান্বিত হ'যে।
কহিলেন নারায়ণ অতি সহৃদয়ে॥
দৈত্য দুই সহোদর করহ শ্রবণ।
তোমরা উভয়ে কর পুষ্করে গমন॥
পুষ্করতীর্থেতে গিয়া শাস্ত্রের বিধানে।
পূজহ ভাস্করে শাপ মোচন-কারণে॥
এত বলি নারায়ণ পূজামন্ত্র দিল।
কিভাবে হইবে পূজা তাহাও বর্ণিল॥
জপতপ প্রাণায়াম পূজার বিধান।
সকল কহিল দেব দৈত্য সন্নিধান॥
বর্ষকাল ধরি পূজা করিলে ভাস্করে।
শাপ হৈতে মুক্তিলাভ হবে তার বরে॥
এতেক শুনিয়া দুই ভ্রাতা সহোদর।
পুষ্করতীর্থেতে যায় অতীব সত্বর॥
বিষ্ণুর বিধান মত মালী ও সুমালী।
পূজিল ভাস্করদেবে হ'যে কৃতাঞ্জলি॥
একটি বৎসর পরে হ'লে অবসান।
ভাস্কর হইয়া তুষ্ট করে বরদান॥
দৈত্যদের হয় তবে শাপ বিমোচন।
ধরিল অপূর্ব্ব মূর্ত্তি পূর্ব্বের মতন॥
শাপমুক্ত হ'যে তারা প্রণমে ভাস্করে।
আপন গৃহেতে যায় হরিষ অন্তরে॥
এত কথা বলি তবে দেব নারায়ণ।
জিজ্ঞাসেন পুনরায় নারদে তখন॥
আর কি শুনিতে ইচ্ছা বলহ আমারে।
অবশ্য করিব চেষ্টা বাঞ্ছা পূরিবারে॥

গণেশখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● ষোড়শ অধ্যায়

গণেশের গজানন হইবার কারণ।

নারদ কহিলা, প্রভু কৃপা-অবতার।
শ্রীহরির অংশ তুমি সংশয় কি তার॥
করিলে আমার আজি সন্দেহ-ভঞ্জন।
মালী ও সুমালী কথা করিনু শ্রবণ॥
এইবার কৃপা করি কহ মহাশয়।
গণেশদেবের কেন গজমুণ্ড হয়॥
কৃষ্ণ বংশে জন্ম যার, যিনি স্বেচ্ছাময়।
কি হেতু এমন রূপ অতীব বিস্ময়॥
অন্য অন্য দেবতারা রূপবান্ সবে।
গণেশ হইল কেন গজানন তবে॥

গণপতি মহেশ্বর শিবের নন্দন।
বিকৃত হইল রূপ কিসের কারণ॥
নারদের এই প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ।
মৃদুভাষে কহিলেন দেব নারায়ণ॥
শুন হে নারদ তুমি কথা রমণীয়।
বেদের দুর্লভ কথা অতি গোপনীয়॥
পুরাতন ইতিহাস করিব বর্ণন।
পিতার নিকটে ইহা করিনু শ্রবণ॥
একদা শ্রীইন্দ্রদেব আনন্দিত মনে।
ঐরাবতে চড়ি যায় কানন-ভ্রমণে॥
পুষ্পভদ্রা-নদীতীর অতি চমৎকার।
দুর্গম অরণ্য মাঝে কিবা শোভা তার॥
কুসুম উদ্যানে বহে মন্থর পবন।
ভ্রমর-গুঞ্জন শুনি ব্যাকুলিত মন॥
কোকিলের কুহু রবে মুগ্ধ হয় প্রাণ।
পুষ্পগন্ধে আমোদিত কানন-উদ্যান॥
হেনকালে রম্ভাদেবী পুলকিত মন।
কামদেব গৃহপানে করিছে গমন॥
একমনে চলে রম্ভা দ্রুত তার গতি।
সুরত ক্রীড়ার লাগি কামাতুরা অতি॥
সুগঠিত শ্রোণিদেশ রূপসী যুবতী।
মুক্তাসম দন্তরাজি সুদর্শন অতি॥
পক্কবিম্বফল-সম ওষ্ঠ ও অধর।
বৃহৎ নিতম্ব তার অতি মনোহর॥
শরতের চন্দ্রসম বদন তাহার।
গলেতে মালতীমালা শোভে চমৎকার॥
নীলোৎপল-সম তার যুগল নয়ন।
সুন্দর কবরীভার সুবর্ত্তুল স্তন॥
রসিকা রূপসী নারী অতি মনোহর।
গজেন্দ্রসমান তার গমন মন্থর॥
অপ্সরীপ্রধানা নারী অতি রমণীয়া।
চলিতেছে একমনে কটাক্ষ হানিয়া॥
রম্ভারে হেরিয়া সেথা দেব পুরন্দর।
কামবাণে হ'ল তার ব্যাকুল অন্তর॥
ঐরাবত হৈতে ইন্দ্র নামিল তখন।
রম্ভার সকাশে ত্বরা করিল গমন॥
ডাকিয়া কহিল তারে, শুন বরাননে।
বল বল যাইতেছ কাহার ভবনে॥
বহুদিন পরে তোমা করিনু দর্শন।
তোমারে হেরিয়া আজি উল্লসিত মন॥
কোন্ জন প্রিয়পাত্র হইল তোমার।
চলিযাছ আজি তুমি ভবনে কাহার॥
শুনিয়া তোমার কথা দূতের বদনে।
আসিয়াছি এই স্থানে তব অন্বেষণে॥
তব প্রতি অনুরক্ত আমি সর্ব্বদাই।
মোর মনে তুমি ছাড়া অন্য চিন্তা নাই॥
সুবাসিত জল পানে ধায যার মন।
পঙ্কযুক্ত জল পান না করে কখন॥
অমৃতে যাহার রুচি, সুরা নাহি চায়।
দুগ্ধে তৃষ্ণা আছে যার, জল নাহি খায়॥
কুসুমশয্যার মাঝে যে করে শয়ন।
অস্ত্রশয্যা-মাঝে নাহি শোয সেই জন॥
নরক চাহে না কভু স্বর্গবাসী নর।
মূর্খসঙ্গ নাহি করে পণ্ডিতপ্রবর॥
একবার যে তোমারে করে দরশন।
অন্য নারী প্রতি তার নাহি ধায মন॥
এই কথা বলি তারে দেব পুরন্দর।
রতির কামনা তারে জানায় সত্বর॥
শুনিয়া ইন্দ্রের বাক্য মধুর বচনে।
রম্ভাদেবী ইন্দ্রদেবে কহে সেইক্ষণে॥
যেথা অভিরুচি মোর সেথা আমি যাই।
মোরে কেন এই কথা বলিছ বৃথাই॥
পুরুষ লম্পট সদা ভ্রমরের মত।
ভিন্ন ভিন্ন কুসুমেতে ভ্রমে অবিরত॥
বায়ুসম সুচঞ্চল পুরুষ প্রকৃতি।
নারীরে বঞ্চনা করা তাহাদের রীতি॥
যতদিন কার্য্য তাব না হয উদ্ধার॥
ততদিন নারীসঙ্গ নাহি ছাড়ে আর॥

সরোবরে জল যবে শুষ্ক হ'য়ে যায়।
জলজীব সেই স্থান ত্যজিবে ত্বরায়॥
সেইরূপ পুরুষেরা কার্য্য সিদ্ধ হ'লে।
রমণীর সঙ্গ ত্যাগ করয়ে সকলে॥
এত শুনি ইন্দ্ররাজ ক্ষুণ্ণ অতি মন।
সকাতরে বলে তবে রম্ভারে তখন॥
ছল ত্যজি আলিঙ্গন দেহ গো ললনে।
তব বশীভূত আমি জানিবেক মনে॥
ইহা শুনি রম্ভা তবে প্রসন্ন হৃদয়।
মৃদুহাস্যে ইন্দ্র প্রতি ধীরে ধীরে কয়॥
শুন শুন ইন্দ্র, তুমি দেব-অধিপতি।
রমণীকুলের তুমি বাঞ্ছনীয় অতি॥
রসিক পুরুষ নারী কবে অন্বেষণ।
সুবেশ যুবকে সদা ধায় তার মন॥
গুণী ধনী শান্ত স্বামী নারীগণ চায়।
বৃদ্ধ স্বামী প্রতি কভু মন নাহি যায়॥
জরাগ্রস্ত রোগী স্বামী নাহি চায় কভু।
আমি আজ দাসী তব, তুমি মোর প্রভু॥
কামবাণে জর্জ্জরিতা হ'যে রম্ভা অতি।
কটাক্ষ নয়নে চাহে পুরন্দর প্রতি॥
কামে জর্জ্জরিত হ'ল দেব পুরন্দর।
পুষ্পশয্যা মাঝে তারে লইল সত্বর॥
ইন্দ্রের বদন রম্ভা করিলা চুম্বন।
দুই জন পরস্পরে করে আলিঙ্গন॥
পক্কবিম্বফল-সম রম্ভার অধর।
পুনঃ পুনঃ চুম্ব দেয় দেব পুরন্দর॥
নানা মতে দুই জন করয়ে বিহার।
রতিসুখে নাহি কিছু বাহ্য জ্ঞান আর॥
দিবারাত্র নাহি জ্ঞান অতি কামাতুর।
দুই জনে রতিক্রীড়া করয়ে প্রচুর॥
এই রূপে স্থল মাঝে করিয়া রমণ।
জলবিহারের তরে করিল গমন॥
পুষ্পভদ্রা-নদী-জলে নামি দুই জনে।
শৃঙ্গার করিল তারা আনন্দিত মনে॥
কভু জলে কভু স্থলে করিছে শৃঙ্গার।
রতিসুখে মগ্ন দোঁহে তৃপ্তি নাহি আর॥
সহসা দুর্ব্বাসা মুনি শিষ্যগণ ল'যে।
সেই পথ দিয়া যান শিবের আলয়ে॥
মুনিরে হেরিয়া ইন্দ্র আসিয়া ত্বরায়।
ভক্তিভরে প্রণিপাত করে দুর্ব্বাসায়॥
ইন্দ্রদেবে হেরি মুনি আশীর্ব্বাদ করে।
পারিজাত পুষ্প এক দেয় স্নেহভরে॥
এই পুষ্প দুর্ব্বাসারে দেন নারায়ণ।
এই পারিজাত পুষ্প বিঘ্নবিনাশন॥
যাহার মাথার 'পরে এই পুষ্প রয়।
সর্ব্বস্থানে সেই জন লাভ করে জয়॥
সকল দেবের শ্রেষ্ঠ হয় সেই জন।
সর্ব্ব-অগ্রে সবে তারে করয়ে পূজন॥
মহালক্ষ্মী তার ঘরে নিরন্তর রয়।
বুদ্ধি তেজে বলে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়॥
অহঙ্কারে মত্ত হ'যে যেই মূঢ়জন।
এই পুষ্প মস্তকে না করয়ে গ্রহণ॥
শোভাহীন হয় সেই স্বজনের সহ।
মহাদুঃখ ভোগ সেই করে অহরহঃ॥
এত বলি মুনি ধীরে করিল গমন।
ঐরাবত পিঠে ইন্দ্র উঠিল তখন॥
বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ'যে দেব পুরন্দর।
ঐরাবতমুণ্ডে পুষ্প রাখে অনন্তর॥
শোভাহীন ইন্দ্ররাজ হইল তখন।
তাহারে ছাড়িয়া রম্ভা করিল গমন॥
ঐরাবত গজ শিরে সেই পারিজাত।
দুর্ব্বাসা মুনির চোখে পড়ে অকস্মাৎ॥
হেন আচরণ দেখি মহাতপোধন।
অতিশয় ক্রোধে হয় অধীর তখন॥
ইন্দ্রকে সম্ভাষি ঋষি দিল ব্রহ্মশাপ।
পারিজাতে অবহেলি করিলি যে পাপ॥
এই মহাপাপে তুই লক্ষ্মীছাড়া হবি।
জরা রোগে শোকে দুঃখে বহু কষ্ট পাবি॥

আমার প্রদত্ত মাল্য দিলে শিরে যার।
অভিশাপ হৈতে সেও পাবে না নিস্তার॥
তাহার মস্তক নাহি রহিবে কখন।
অচিরে আমার শাপে হইবে পতন॥
এত বলি রুষ্ট ঋষি প্রস্থান করিল।
ঐরাবত ইন্দ্র ছাড়ি অন্য দিকে গেল॥
গজরাজ পুরন্দরে করি পরিহার।
প্রবেশ করিল মহা-অরণ্য-মাঝার॥
সেথায় হস্তিনী এক করি দরশন।
গজরাজ তার সাথে করিল রমণ॥
সেই রমণের ফলে জন্মিল সন্তান।
মহাসুখে সবে মিলে করে অবস্থান॥
গোপনে আসিযা হেথা হরি সনাতন।
ঐরাবত-মুণ্ড-ছেদ করিল তখন॥
সেই মুণ্ড ল'যে শেষে হরি নারায়ণ।
গণেশের স্কন্ধে তাহা করিল যোজন॥
গজমুণ্ডকথা আমি করিনু বর্ণন।
সর্ব্ব পাপ দূর হয যে করে শ্রবণ॥
সর্ব্ব কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হইবে তাহার।
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ এইবার॥

গণেশখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায সমাপ্ত।

● সপ্তদশ অধ্যায়

ইন্দ্রের পুনবার লক্ষ্মীলাভ।

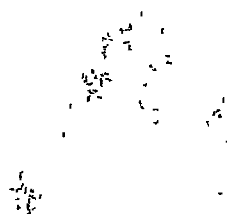
নারদ কহিলা প্রভু, ভুলিব না আমি কভু,
যে আখ্যান করিলে বর্ণন।
দেবতারা সমুদয, কেন শোভাহীন হয,
কৃপা করি কহ নারাযণ॥
কি করিযা দেবগণ, কমলারে প্রাপ্ত হন,
সবিস্তারে কহ মহাশয়।
দেবরাজ পুরন্দর, কি করিলা অতঃপর,
জানিতে বাসনা মম হয॥

কহিলেন নারাযণ, শুন শুন তপোধন,
বিস্তারিযা কহি অতঃপর।
শোভাহীন দেবপতি, মনের দুঃখেতে অতি,
স্বর্গমাঝে গেলেন সত্বর॥
গজেন্দ্রে ত্যজিল তারে, অবহেলা-সহকারে,
রম্ভা তারে করে পরিহার।
দীন ভাবে অতিশয, স্বর্গমাঝে ইন্দ্র রয,
শান্তি সুখ নাহি মনে তার॥
মোহন অমরাবতী, আজি শূন্যময অতি,
চারিদিক্ নিরানন্দময।
নাহি হাসি নাহি গান, সকলেই ম্রিযমাণ,
চতুর্দ্দিকে শত্রুরাজি রয॥
সাথে ল'যে বৃহস্পতি, ইন্দ্রদেব শীঘ্রগতি,
প্রজাপতি ব্রহ্মা কাছে যায।
অনন্তর ভক্তিভরে, প্রণমিযা যুক্তকরে,
স্তবস্তুতি করিলেন তায॥
বৃহস্পতি করি স্তব, কহিলেন তাঁরে সব,
ব্রহ্মা দেব করিযা শ্রবণ।
হইলেন ক্ষুব্ধ অতি, চাহি ইন্দ্রদেব প্রতি,
মৃদু মৃদু কহিলা বচন॥
শুন শুন শচীপতি, কি কহিব তব প্রতি,
তুমি হও প্রপৌত্র আমার।
পত্নী তব সাধ্বী সতী, অনুপমা রূপবতী,
তবু তুমি কর ব্যভিচার॥
পরস্ত্রীতে অনুরক্ত, অন্য কামিনীর ভক্ত,
পররমণীর 'পরে লোভ।
তুমি অতি লজ্জাহীন, ব্যভিচারে নিশিদিন,
কিছু মাত্র নাহি তব ক্ষোভ॥
পররমণীর সাথে, যে জন রমণে মাতে,
শোভা যশ নষ্ট হয তার।
পাপযুক্ত সেই নর, দুঃখ পায নিরন্তর,
নিন্দনীয় হয় অনিবার॥
শ্রীহরির নিবেদিত, পারিজাত সুবাসিত,
দুর্ব্বাসা তোমারে করে দান।



অপ্সরী প্রধানা নারী অতি রমণীয়া।
চলিতেছে একমনে কটাক্ষ হানিয়া॥

পৃষ্ঠা- ২৭৮



রম্ভা'তে আকৃষ্ট হ'য়ে, তুমি সেই পুষ্প ল'য়ে,
নাহি কব মর্য্যাদা প্রদান ॥
ওই পুষ্প ল'য়ে করে, রাখ হস্তী মুণ্ড 'পরে,
পাইয়াছ সমুচিত ফল।
শুন শুন দেবরাজ, রম্ভা কোথা গেল আজ,
কোথা তব বান্ধব সকল ॥
তুমি আজ শোভাহীন, হইয়াছ অতি দীন,
লক্ষ্মীদেবী ত্যজিলেন তাই।
কি আর তোমারে কব, যাহা আছে ভাগ্যে তব,
সুনিশ্চিত ঘটিবে তাহাই ॥
লক্ষ্মী লভিবার তরে, নারায়ণে ভক্তিভরে,
আরাধনা করহ সত্বরে।
এত বলি পুরন্দরে, চতুর্ম্মুখ তারপরে,
শ্রীহরির মন্ত্র দান করে ॥
মন্ত্র লভি দেবরাজ, চলিলা পুষ্কর-মাঝ,
গুরু আর দেবগণ সহ।
একমনে ভক্তিভরে, এক বর্ষ কাল ধ'রে,
সেই মন্ত্র জপে অহরহঃ ॥
শেষে হরি সনাতন, সেথা আবির্ভূত হন,
ইন্দ্রদেবে করে বর দান।
বলিলেন ইন্দ্ররাজে, ক্ষীরোদসাগর মাঝে,
গিয়া লক্ষ্মী করহ সন্ধান ॥
দেবগণে সঙ্গে নিয়া, ক্ষীরোদসাগরে গিয়া,
সে সাগর করিল মন্থন।
ইন্দ্রদেব জোড় করে, অতিশয় ভক্তিভরে,
কমলারে করিল পূজন ॥
তুমি মাতঃ দয়াময়ী, নিত্যা সত্যা বিশ্বজয়ী,
সূক্ষ্ম তুমি তেজঃস্বরূপিণী।
তব পদে নমস্কার, করি মোরা অনিবার,
তুমি মাগো ভুবনমোহিনী ॥
যদি হয় কুসন্তান, মাতা করে স্নেহ দান,
অবহেলা নাহি করে তারে।
আমরা অবোধ অতি, কুসন্তান হীনমতি,
দেখা দাও কহি বারে বারে ॥

শরতের চন্দ্রসমা, লক্ষ্মী দেবী মনোরমা,
স্তবস্তুতি করিয়া শ্রবণ।
আবির্ভূতা হ'য়ে তথা, কহিলেন হিতকথা,
উল্লসিত হন দেবগণ ॥
দেবগণ পুনরায়, লক্ষ্মীরে ফিরিয়া পায়,
পুষ্পবৃষ্টি হয় অনিবার।
যত দেব সমুদয়, পুনঃ শোভাযুক্ত হয়,
ভ্রষ্ট রাজ্য লভিল আবার ॥

গণেশখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়

গণেশের একদন্ত হইবার কারণ-কথন-প্রসঙ্গে
জমদগ্নি কার্ত্তবীর্য্য-সংবাদ।

নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ।
তব মুখে সব কথা করিনু শ্রবণ ॥
কৃপা করি মোরে আজি কহ মহাশয়।
কি কারণে গণপতি একদন্ত হয় ॥
অন্য দন্ত কোন্ স্থানে করিল গমন।
বিস্তারিয়া মোরে আজি কহ নারায়ণ ॥
নারদের এই প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ।
নারায়ণ কহিলেন মধুর বচন ॥
হে নারদ, দূর তব করিব সংশয়।
শুন শুন কেন শিশু একদন্ত হয় ॥
একদা শ্রীকার্ত্তবীর্য্য মৃগয়ার তরে।
প্রবেশ করিয়াছিল বনের ভিতরে ॥
অরণ্যেতে নানা মৃগ করিয়া সংহার।
সৈন্যসহ সেই রাজা ভ্রমে চারিধার ॥
পথশ্রমে শ্রান্ত তার হয় কলেবর।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সবে হইল কাতর ॥
এদিকেতে দ্রুত বেলা হয় অবসান।
অস্তাচলে সূর্য্যদেব করিল প্রয়াণ ॥
অন্ধকারে চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইল।
তা দেখিয়া নৃপবর চিন্তায় পড়িল ॥

সকাতরে সৈন্যদল চারিদিকে চায়।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা না দেখে উপায়॥
চারিদিকে শ্বাপদেরা করিছে গর্জ্জন।
মুহূর্ত্তে বুঝিবা নিভে জীবন স্পন্দন॥
উপায় না দেখি আর সদলে নৃপতি।
বৃক্ষেতে চড়িয়া তবে কাটাইল রাতি॥
অনাহারে অনিদ্রায় রাত্রি কাটাইল।
প্রভাতে সকলে বৃক্ষ হইতে নামিল॥
চলিতে না পারে কেহ অবশ চরণ।
পথশ্রমে দেহ সহ ক্লান্ত হয় মন॥
তৃষ্ণাবশে অশ্বগণ চলিতে না পারে।
ক্ষুধায় সৈন্যের মুখে বাক্য নাহি সরে॥
বনের ভিতর পথ না পায় রাজন্।
ইতস্ততঃ সৈন্যসহ করয়ে ভ্রমণ॥
হেনকালে অকস্মাৎ সদলে নৃপতি।
উপনীত হন এক আশ্রম সংহতি॥
জমদগ্নি মহামুনি আশ্রম তাঁহার।
পবিত্র নির্জ্জন স্থান অতি চমৎকার॥
অতঃপর জমদগ্নি-আশ্রমের ধারে।
সৈন্যসহ রাজা যায় আশ্রয়ের তরে॥
উপনীত হৈয়া তথা রাজা মহামতি।
হরিমন্ত্র জপ করে ভক্তিভরে অতি॥
হেরিয়া রাজার মুখ শুষ্ক অতিশয়।
কুশল শুধান তারে মুনি মহাশয়॥
সূর্য্যসম দীপ্তিময় হেরিয়া মুনিরে।
তাঁর পায়ে নরপতি নমিলেন ধীরে॥
বলিলেন—ওহে মুনি রয়েছি কুশলে।
তবু বড় কষ্টে রাত কাটাই সকলে॥
অনশনে গত রাত্রি করেছি যাপন।
আশ্রমে আসিয়া এবে শান্ত হৈল মন॥
শুনি তাহা মুনিবর দুঃখিত অন্তরে।
বলিলেন কার্ত্তবীর্য্যে অতি সমাদরে॥
শুন শুন মহারাজ আমার বচন।
সৈন্যসহ মোর গৃহে করহ ভোজন॥
শুনিয়া মুনির বাক্য হরষিত মন।
আতিথ্য গ্রহণ রাজা করিল তখন॥
নৃপের সহিত আছে বহু অনুচর।
ভাবিয়া কাতর তাহে হয় মুনিবর॥
লক্ষ্মীসম কামধেনু মুনিগৃহে ছিল।
তাহার নিকটে মুনি সমস্ত কহিল॥
শুনিয়া মুনির কথা কামধেনু কয়।
আমি বর্ত্তমানে তোমা নাহি কোন ভয়॥
সমস্ত বিশ্বের লোক যদি হেথা আসে।
সকলের খাদ্য আমি দিব অনায়াসে॥
রাজভোগ্য খাদ্য দ্রব্য যাহা কিছু চাই।
যতই দুর্লভ হোক দিব আমি তাই॥
নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য নানাবিধ ফল।
পরমান্ন ঘৃত দুগ্ধ মোদক সকল॥
সুস্বাদু লড্ডুক যব উত্তম তণ্ডুল।
কর্পূরেতে সুবাসিত বিচিত্র তাম্বুল॥
সুন্দর বসন আর উত্তম ভূষণ।
কামধেনু সকলেরে করিল অর্পণ॥
নানাবিধ ভোজ্য বস্তু প্রয়োজন যত।
নিমেষেতে কামধেনু যোগায় সতত॥
সৈন্য সহ ভোজনেতে বসে নরপতি।
হেরিয়া বিবিধ খাদ্য আনন্দিত অতি॥
যেমন সুগন্ধ খাদ্য, সুস্বাদু তেমন।
দেখিয়া রাজার জাগে সন্দেহ ভীষণ॥
সচিবে ডাকিয়া ধীরে কার্ত্তবীর্য্য কয়।
খাদ্য হেরি মোর মনে হতেছে বিস্ময়॥
দুর্লভ এ খাদ্যরাজি কভু হেরি নাই।
কোথা হ'তে আনে সব খোঁজ কর তাই॥
সংসারবিরাগী মুনি বনে বাস করে।
এতেক ঐশ্বর্য্য কভু নাহি ইন্দ্রাগারে॥
কোথা হৈতে পায় মুনি বুঝিতে না পারি।
সন্ধান করিতে মন্ত্রি যাও ত্বরা করি॥
অন্বেষণ করি আসি সচিব তখন।
গোপনে নৃপেরে কহে সব বিবরণ॥

অমাত্য কহিল তাবে শুন মহারাজ।
বিস্ময়জনক দৃশ্য হেরিলাম আজ॥
অন্বেষণ করি দেখি মুনিগৃহ-মাঝে।
যজ্ঞকাষ্ঠ চর্ম্ম কুশ ফুল আদি রাজে॥
সুবর্ণাদি পাত্র শস্য কোন কিছু নাই।
পত্নী তাঁর বৃক্ষছাল পরিছে সদাই॥
বৃক্ষচর্ম্ম পরিধান করে পুত্রগণ।
মস্তকে জটার ভার করিছে ধারণ॥
মুনির কুটীরে হেরি পূর্ণচন্দ্রসমা।
কামধেনু আছে এক অতি মনোরমা॥
জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি তার অতি চমৎকার।
লক্ষ্মীসম কপিলা সে গুণের আধার॥
যত ইতি খাদ্য আর বসন-বাসন।
কামধেনু ইচ্ছামাত্র যোগায় আসন॥
এই গাভী যদি থাকে কাহারো আলয়।
কভু কোন দ্রব্যাভাব তাহার না হয়॥
শুনিযা সচিবমুখে সব বিবরণ।
কার্ত্তবীর্য্য করে মনে উপায চিন্তন॥
অনুপম ধেনু আমি লইব নিশ্চয়।
জাগিযাছে মোর মনে ইচ্ছা অতিশয়॥
মন্ত্রীরে বলেন তবে করি সম্বোধন।
ওহে মন্ত্রি মোর বাক্য করহ শ্রবণ॥
ঋষির নিকটে গিয়া চাও কপিলারে।
লইব আমার গৃহে জানাও তাহারে॥
যদি মুনি নাহি দেন নিজের ইচ্ছায।
বলেতে লইব গাভী কহিনু তোমায়॥
মোর ইচ্ছা অপূর্ণ না রহে কদাচন।
ছলে বলে কার্য্য আমি করিব সাধন॥
এরূপ প্রতিজ্ঞা মনে করেন নৃপতি।
কে জানে কেন বা হয এমন দুর্ম্মতি॥
নারাযণ কহে শুন নারদ সুজন।
কালের বিচিত্র গতি কর নিরীক্ষণ॥
কালবশে ভ্রমে জীব সংসার-মাঝারে।
কালের কুটিল গতি কে বুঝিতে পারে॥
কালের অধীন যবে হয় জীবগণ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ কিছু না থাকে তখন॥
শুভাশুভ পুণ্যাপুণ্য সব লোপ পায়।
হিতবাক্যে ধর্ম্মপথে মন নাহি ধায॥
জীবগণ কালবশে মতিভ্রষ্ট হয়।
কাল-বশীভূত হৈলে সব পুণ্য-ক্ষয॥
কর্ম্মফলে জীব করে জনম ধারণ।
যোনিগত হয় সবে কর্ম্মের কারণ॥
কেহ জন্মে রাজবংশে কেহ হীনকুলে।
নরকে গমন করে কেহ কর্ম্মফলে॥
কর্ম্মফলে রোগভোগ করে জীবগণ।
কর্ম্মফলে কালমুখে করযে গমন॥
মুনির সকাশে গিয়া কহে নরপতি।
যোগীর ঈশ্বর তুমি সদাশয অতি॥
সবার প্রার্থনা তুমি করহ পূরণ।
আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর তপোধন॥
আমি প্রভু ভক্ত তব, তুমি ভগবান্।
কৃপা করি কামধেনু কর মোরে দান॥
দধীচি মুনির সম তুমি দাতা অতি।
কৃপাভিক্ষা দান এবে কর মোর প্রতি॥
তপোরাশিরূপী তুমি কি কহিব আর।
ভক্তের ঈশ্বর তুমি কৃপা-অবতার॥
ইচ্ছা যদি কর তুমি এ বিশ্ব সংসারে।
বহু কামধেনু প্রভু পার সৃজিবারে॥
অতিথি প্রার্থিত দ্রব্য না দেয যে জন।
নিশ্চয জানিবে তার নরকে পতন॥
শুনিযা রাজার মুখে এ হেন বচন।
ক্রোধভরে মুনিবর কহিলা তখন॥
ওরে শঠ প্রবঞ্চক ওবে নীচাশয।
এ কথা কহিতে তব মনে নাহি ভয়॥
দানের উচিত পাত্র তুমি কি কখন।
কি হেতু তোমারে দান করিব রাজন্॥
ক্ষত্রিয় নৃপতি তুমি, আমি যে ব্রাহ্মণ।
দান যদি করি হব পাপে নিমগন॥

খলতা শঠতাপূর্ণ তোমার অন্তর।
হেন কথা না বলিও আমার গোচর॥
পরমাত্মা সনাতন কৃষ্ণ ভগবান্।
ব্রহ্মারে এ কামধেনু করিল প্রদান॥
ভৃগুরে প্রদান করে ব্রহ্মা অতঃপর।
আমারে প্রদান করে ভৃগু মুনিবর॥
পৈত্রিক সম্পত্তি হয় কপিলা আমার।
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা কি কহিব আর॥
অতিথির রূপে তুমি এলে মহারাজ।
নতুবা হইতে ভস্ম মোর ক্রোধে আজ॥
নৃপতি বলিয়া তোমা করিলাম ক্ষমা।
জানিবে কপিলা গাভী মম প্রাণসমা॥
যদ্যপি চাহিত ইহা অন্য কোন জন।
এতক্ষণে পাঠাতাম যমের ভবন॥
তৃষ্ণাক্ষুধা প্রপীড়িত ছিলে অতিশয়।
সবা প্রাণ রক্ষিলাম হইয়া সদয়॥
তার যোগ্য প্রতিদান দিলে কি আমায়।
কৃতঘ্নতা সম পাপ নাহি এ ধরায়॥
আমার বচন শুন যদি ভালো চাও।
আপন ভবনে তবে শীঘ্র ফিরে যাও॥
শুনিয়া মুনির বাক্য নৃপতি তখন।
অবিলম্বে সৈন্যমাঝে করিল গমন॥
ক্রোধে কাঁপে কলেবর আরক্ত নয়ন।
ডাকিয়া নৃপতি কহে শুন সৈন্যগণ॥
অবিলম্বে যাও সবে আশ্রম ভিতর।
বল করি কামধেনু আনহ সত্বর॥
শীঘ্র শীঘ্র যাও সব আশ্রম ভিতরে।
দেখিব দুর্ব্বল মুনি কিসে রক্ষা করে॥
রাজার পাইয়া আজ্ঞা যত সৈন্যগণ।
অস্ত্র সহ চলে সবে হরষিত মন॥
দ্রুতগতি যায় তারা আশ্রম ভিতর।
তাহা দেখি মুনি ভয়ে কাঁপে থর থর॥
অবিলম্বে গিয়া মুনি ধেনুর নিকটে।
সমস্ত বৃত্তান্ত তারে কহে অকপটে॥

বলিতে বলিতে মুনি করিল ক্রন্দন।
কামধেনু মৃদু ভাষে কহিলা তখন॥
শুন শুন মুনিবর কি কহিব আর।
নিজ বস্তু দানে আছে ক্ষমতা সবার॥
আপন ইচ্ছায় যদি কর মোরে দান।
স্বেচ্ছায় নৃপের সহ করিব প্রস্থান॥
দান যদি নাহি কর শুন শুন প্রভু।
তোমার ভবন ছাড়ি নাহি যাব কভু॥
বহু সৈন্য দিব আমি শুন যোগিরাজ।
নৃপতিরে বিতাড়িত কর তুমি আজ॥
শুন শুন মুনিবর আমার বচন।
রোদন করিছ তুমি কিসের কারণ॥
কেবা তুমি কেবা আমি জানে কোন্ জন।
কালের প্রভাবে শুধু হইল মিলন॥
কি সাধ্য রাজার আছে লইতে আমারে।
আপন ইচ্ছায় যদি না দাও তাহারে॥
কত তার সৈন্য আছে, কত সাধ্য তার।
কতই ক্ষমতা আর কত অহঙ্কার॥
সম্মুখে দাঁড়ায়ে তুমি দেখ মুনিবর।
কতই দুর্ব্বল তারা আমার গোচর॥
রাজার শরীরে বল কিবা শক্তি আছে।
অতিশয় তুচ্ছ তাহা দৈবশক্তি কাছে॥
না কাঁদিও মুনি তুমি আমার রক্ষক।
দেখিবে কেমনে আমি তাড়াই বঞ্চক॥
কামধেনু এই কথা বলি অতঃপর।
প্রসব করিল সেথা সেনানী বিস্তর॥
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তার সৈন্য কত হয়।
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বাড়ে সংখ্যা নাহি রয়॥
বহু অস্ত্র শস্ত্র ধেনু করিল প্রসব।
ভীষণ-দর্শন আর ভয়ঙ্কর সব॥
শক্তি শেল শূল গদা পট্টিশ তোমর।
খরসান ধনুর্ব্বাণ ভীষণ মুদগর॥
খড়্গধারী শূলধারী ধনুর্দ্ধারী নর।
দণ্ডধারী বীর যত জন্মিল বিস্তর॥

কারো হাতে শক্তি অস্ত্র, কেহ ধরে গদা।
ভয়ঙ্কর হুহুঙ্কার করিছে সর্ব্বদা॥
নানাবিধ বাদ্যভাণ্ড বিনির্গত হয়।
তিনকোটি রাজপুত্র জন্মে সে সময়॥
ধেনু মুখে হয় কত সৈন্যের জনম।
নয়ন হইতে হয় সৈন্যের সৃজন॥
বক্ষ হৈতে পুচ্ছ হৈতে কত সৈন্যদল।
জনমিছে শোভিতেছে বরণ উজ্জ্বল॥
প্রসব করিয়া সব কামধেনু কয়।
এই সব লহ মুনি নাহি কোন ভয়॥
নিজে তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে না কর গমন।
যুদ্ধ তরে সৈন্যদের করহ প্রেরণ॥
অদ্ভুত বিকট সেনা করি নিরীক্ষণ।
রাজার যতেক সৈন্য করে পলায়ন॥
শুনিয়া তাদের মুখে বারতা অদ্ভুত।
নরপতি স্বদেশেতে পাঠালেন দূত॥
সংবাদ পাইয়া শেষে অতীব সত্বর।
রাজ্য হৈতে সৈন্য আদি আসিল বিস্তর॥
এত শুনি বিষ্ণু প্রতি নারদ সুমতি।
কহিল আশ্চর্য্য বটে ওগো মহামতি॥
অতঃপর কী হইল করহ বর্ণন।
শুনিতে আমার হয় বড় আকিঞ্চন॥

গণেশখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● ঊনত্রিংশ অধ্যায়

কপিলার্থিভেব নিকট কার্ত্তবীর্য্যের পরাভব।

নারায়ণ কহে শুন নারদ ধীমান্।
কহিব এবার তবে অপূর্ব্ব আখ্যান॥
কার্ত্তবীর্য্য মনে মনে স্মরি নারায়ণ।
মুনিপাশে দূত এক করেন প্রেরণ॥
রাজাজ্ঞা পাইয়া দূত অতীব সত্বর।
প্রবেশ করিল গিয়া আশ্রম ভিতর॥
মুনির নিকটে আসি দূত কহে তাঁরে।
শুন মুনি, মহারাজ পাঠাল আমারে॥
নৃপতি অতিথি তব শুন মুনিবর।
কামধেনু দান তারে করহ সত্বর॥
কামধেনু দানে যদি নাহি তব মন।
নৃপতির সাথে তুমি কর তবে রণ॥
পরিণাম তার কভু শুভ নাহি হবে।
কেন মিছে মুনিবর সমর করিবে॥
শুনিয়া দূতের মুখে এ হেন বচন।
মৃদু মৃদু হাস্যে মুনি কহিলা তখন॥
হেরিয়া নৃপেরে আমি ক্লিষ্ট অনাহারে।
সমাদরে গৃহে মোর আনিলাম তারে॥
আপনার সাধ্যমত করাই ভোজন।
কামধেনু ভিক্ষা করে নৃপতি এখন॥
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা কপিলা আমার।
তাহারে ছাড়িয়া দিতে সাধ্য নাহি আর॥
বঞ্চক কপট ধূর্ত্ত কার্ত্তবীর্য্য হয়।
কৃতঘ্ন সে মহাপাপী নাহিক সংশয়॥
তপস্বী দরিদ্র দেখি ভাবিয়াছে মনে।
বলেতে লইবে ধেনু আপন ভবনে॥
দুর্বুদ্ধি হয়েছে তার, নাহিক সংশয়।
কর্ম্মফল এই হেতু ভুগিবে নিশ্চয়॥
নৃপতিরে কহ গিয়া ইচ্ছা যদি থাকে।
সমরেতে পরাজিত করুক আমাকে॥
তপস্বী দরিদ্র ভাবি অতি তুচ্ছ করে।
আমার অন্তর নাহি কাঁপে তার ডরে॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা তুচ্ছ মম ঠাঁই।
আমার সহায় আছে জগৎ-গোঁসাই॥
এত বলি জমদগ্নি কাঁপে ক্রোধভরে।
বলে দূত যাও ফিরে নৃপের গোচরে॥
তথাপি না যায় দূত মুনির আদেশে।
মুনিরে সম্বোধি দূত বিনয়ে সম্ভাষে॥
আপনি ত' মুনিবর বনেতে নিবাস।
কি কারণে নৃপ সনে যুদ্ধ অভিলাষ॥

কামধেনু তরে তব কিবা প্রয়োজন।
বনজাত শাকসব্জী তোমার ভোজন॥
বসন বল্কল তব রাজ্যপাট নাই।
কামধেনু দিয়ে তব কি হবে গোঁসাই॥
নৃপতির রাজ্যপাট রক্ষিবার তরে।
কামধেনু বস্তু কত দিবে অকাতরে॥
স্বার্থত্যাগ কর মুনি রাজার কারণে।
কামধেনু ছেড়ে দাও যাই খুসী মনে॥
এ কথা শুনিয়া রুষ্ট হয় মুনিবর।
কহিল, রে রাজদূত, পালাও সত্বর॥
অস্ত্রবল লোকবল সকলি ত' আছে।
তবে কেন হীন হই নৃপতির কাছে॥
রাজার সকাশে গিয়া জানাও সত্বরে।
প্রস্তুত সর্ব্বদা আমি যুদ্ধ করিবারে॥
শুনিয়া মুনির কথা দুত ফিরে যায়।
মুনির সকল কথা নৃপেরে জানায়॥
কপিলারে ডাকি মুনি কহিলা তখন।
কহ কহ কামধেনু কি করি এখন॥
কপিলা কহিল তারে শুন মুনিবর।
যুদ্ধে তব জয় হবে না করিও ডর॥
কিন্তু বিপ্র নিজে তুমি করিও না রণ।
নৃপসহ তব যুদ্ধ হবে না শোভন॥
তারপর মুনিবর যায় রণস্থলে।
অগণন সৈন্য যত সাথে সাথে চলে॥
মুনিরে হেরিয়া রাজা প্রণমিয়া পায়।
আপনার সৈন্য সহ রণস্থলে যায়॥
লাগিল তুমুল যুদ্ধ, চলিল সংগ্রাম।
দুই পক্ষে হতাহত হয় অবিরাম॥
কপিলার সেনাদল ছাড়ি হুহুঙ্কার।
নৃপতির সৈন্যদল করে ছারখার॥
ভাঙ্গিল রাজার রথ ধনু কাটা যায়।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাজা পড়িল ধরায়॥
নৃপতির বহু সৈন্য করে পলায়ন।
বাকী সৈন্য ছিল যত লভিল মরণ॥
বিজয়ী হইয়া রণে সেনা-সমুদয়।
কপিলার দেহে পুনঃ অন্তর্হিত হয়॥
হেরিয়া রাজার দশা দুঃখিত অন্তরে।
রাজার নিকটে মুনি আসিল সত্বরে॥
ভূমির উপরে রাজা ছিল অচেতন।
কমণ্ডলু জল মুনি করিল সিঞ্চন॥
চেতন পাইয়া নৃপ ভূমি হ'তে উঠে।
মুনিরে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে॥
নৃপতিরে মুনিবর আশীর্ব্বাদ করে।
আপন ভবনে লয় অতি সমাদরে॥
স্নান শেষ করি রাজা করিল ভোজন।
তারপর পুনরায় কহিল রাজন্॥
শুন শুন মুনিবর বচন আমার।
কামধেনু ভিক্ষা আমি করি পুনর্ব্বার॥
কপিলারে মোরে তুমি কর সমর্পণ।
নতুবা আমার সাথে কর পুনঃ রণ॥
শুনিয়া রাজার বাক্য বলে মুনিবর।
অহঙ্কারে পূর্ণ অতি তোমার অন্তর॥
উচিত কর্ম্মের ফল লভেছ সম্প্রতি।
অহঙ্কার কেন পুনঃ কহ মহামতি॥
আমার বচন শুন ওহে নৃপধন।
আপন গৃহেতে তুমি করহ গমন॥
তোমার কি শক্তি আছে বুঝেছ এখন।
যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলে তুমি হ'য়ে অচেতন॥
তথাপি তোমার শিক্ষা নাহি হ'ল তায়।
বুদ্ধিমান্ হ'যে থাক অবোধের প্রায়॥
একবার পরিত্রাণ পেয়েছ ভাবিয়া।
আরবার ত্রাণ নাহি রাখহ জানিয়া॥
অতএব শুন রাজা আমার বচন।
নিরাপদে ফিরে যাও আপন ভবন॥
ধর্ম্মবোধ আছে তব জানে সর্ব্ব জন।
মুনি-ঋষি প্রতি ক্রোধ হয় অশোভন॥
অতিথির সেবা আমি করেছি যতনে।
তবে কেন রোষ এত কহ তব মনে॥

ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা চায় নৃপের কুশল।
তবে কেন আমা সাথে তোমাব কোন্দল॥
এতেক প্রবোধ বাক্য বলে মুনিবর।
ক্রোধেতে কাঁপিতে থাকে রাজ-কলেবর।
চাহিযা মুনির প্রতি রুষ্টভাবে বলে।
একবাব জিতিয়াছ বলে কিংবা ছলে॥
পুনর্ব্বার বলিতেছি ওহে ঋষিবর।
কামধেনু ত্যাগ তুমি করহ সত্বর॥
যদি নাহি কামধেনু করিবে প্রদান।
আজিকার রণে তব নাহি পরিত্রাণ॥
কহিলাম সার কথা তোমার গোচর।
ধেনু লাগি পুনঃ আমি কবিব সমর॥
ব্রাহ্মণ বলিযা কভু ক্ষমা না করিব।
ধেনু জয করি আমি গৃহেতে যাইব॥

গণেশখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়

জমদগ্নিব নিকট কার্ত্তবীর্য্যেব পবাভব।

রাজার বচন শুনি,　জমদগ্নি মহামুনি,
শ্রীহরিরে করিযা স্মরণ।
রাজারে ডাকিয়া কয,　শুন শুন মহাশয,
গৃহে তুমি কবহ গমন॥
শুন শুন নরপতি,　কহিতেছি তব প্রতি,
রক্ষা কর ধর্ম্ম সনাতন।
যেইজন ধর্ম্মবীর,　ধর্ম্মে যাব মতি স্থির,
দুঃখ নাহি পায সেইজন॥
তুমি ছিলে অনাহারে,　অতি যত্ন সহকারে,
আনিলাম ভবনে আমার।
গৃহে আনি তারপর,　করিলাম সমাদর,
কবিলাম অতিথি-সৎকার॥
করিতে করিতে রণ,　হ'লে যবে অচেতন,
জ্ঞান তব করিনু প্রদান।
জ্ঞান লভি পুনর্ব্বার,　একি তব ব্যবহার,
মোবে তুমি কর অপমান॥
মুনির বচন শুনি,　রাজা কহে শুন মুনি,
যুদ্ধ তবে করহ এখন।
এত বলি নরপতি,　রথে উঠে শীঘ্র গতি,
সমুদ্যত করিবারে রণ॥
মুনিবর জমদগ্নি,　ক্রোধভরে হয অগ্নি,
যুদ্ধবেশ করিযা ধারণ।
কার্ত্তবীর্য্য রাজা সাথে,　ভীষণ সমরে মাতে,
ঘোর রণ কবে দুইজন॥
কপিলা-প্রদত্ত অস্ত্র,　নৃপে করে শশব্যস্ত,
মুনিবব তীক্ষ্ণ অস্ত্র হানে।
অস্ত্রহীন নরপতি,　নিরুপায হয অতি,
মূর্চ্ছাগত জমদগ্নি-বাণে॥
আবার চেতনা পেযে,　নরপতি যায ধেয়ে,
আগ্নেযাস্ত্র হানিল মুনিরে।
মুনি বরুণাস্ত্র মারি,　কাটে তাহা তাড়াতাড়ি,
অন্য অস্ত্র হানে মুনি ফিরে॥
বরুণাস্ত্র নবপতি,　হানিল মুনির প্রতি,
বায়ব্যাস্ত্র হানে মুনিবর।
রাজা যত অস্ত্র মারে,　মুনিবর কাটে তারে,
এইরূপে চলিল সমর॥
নাগপাশ ভয়ঙ্কর,　ছুঁড়িল নৃপতিবর,
গরুড়াস্ত্রে কাটে মুনি তাহা।
ঘোরতর হয় রণ,　মুনি কাটে অনুক্ষণ,
অস্ত্র রাজা হানে তারে যাহা॥
শৈব অস্ত্র বিভীষণ,　রাজা করে নিক্ষেপণ,
মুনি কাটে বৈষ্ণবাস্ত্র দিযা।
নারাযণ অস্ত্র পরে,　মুনি হানে নৃপবরে,
ভয়ে রাজা উঠিল কাঁপিযা॥
রাজা করি নমস্কার,　লইল শরণ তার,
আর কোন না দেখি উপায়।
নারায়ণ অস্ত্র ধীরে,　নিজস্থানে যায় ফিরে,
হত্যা নাহি করিল রাজায়॥

জৃম্ভণ সে অস্ত্র ছিল, মুনি তারে নিক্ষেপিল,
সেই অস্ত্র অতি ভয়ঙ্কর।
সেই অস্ত্রে অবশেষে, চেতন হারায়ে শেষে,
পড়ে রাজা ভূমির উপর ॥
অচেতন নৃপ হয়, জমদগ্নি সে সময়,
বাণ দ্বারা কাটিল সারথি।
অস্ত্র হানি বার বার, কাটিল মুকুট তার,
ছত্র কাটি করিল দুর্গতি ॥
অস্ত্র ও তূণীর তার, কাটে মুনি অনিবার,
অশ্ব যত করিল ছেদন।
তারপর অনায়াসে, বাঁধে মুনি নাগপাশে,
যত ছিল রাজমন্ত্রিগণ ॥
অতঃপর সুকৌশলে, আপনার মন্ত্রবলে,
নৃপতিরে জ্ঞান দান করে।
কহে, শুন নরপতি, কি কহিব তব প্রতি,
এবে তুমি যাও ফিরে ঘরে ॥
যুদ্ধের নাহিক কাজ, যাও ফিরে মহারাজ,
রণে তব হ'ল পরাজয়।
ঘুচিয়াছে যুদ্ধ-সাধ, করি তোমা আশীর্ব্বাদ,
বৃথা যুদ্ধ কভু ভালো নয় ॥
এই কথা বলে মুনি, নরপতি তাহা শুনি,
ক্রোধে তার কাঁপিল অন্তর।
কুপিত নৃপতিবর, শূল অস্ত্র ভয়ঙ্কর,
মুনি'পর হানিল সত্বর ॥
জমদগ্নি তাহা হেরি, আর না করিয়া দেরী,
শক্তি অস্ত্র হানিল রাজারে।
নৃপতিরে মুনিবর, পুনঃ পুনঃ হানে শর,
মুনিবরে রাজা অস্ত্র মারে ॥
চলে রণ ঘোরতর, অস্ত্রে অস্ত্রে নিরন্তর,
পরস্পরে করিছে আঘাত।
এইরূপে রণ চলে, সহসা সে রণস্থলে,
ব্রহ্মাদেব আসে অকস্মাৎ ॥
নীতিগর্ভ উপদেশে, ব্রহ্মাদেব অবশেষে,
তাহাদের ঘটায় মিলন।
রাজা আর মুনিবর, রণ ছাড়ি অতঃপর,
করে তাঁর চরণ-বন্দন ॥
আপনার রাজ্য প্রতি, যায় চলি নরপতি,
মুনি যায় আপন কুটীরে।
এই রূপে যুদ্ধ থামে, অবশেষে নিজধামে,
ব্রহ্মা পুনঃ যায় চলি ফিরে ॥

গণেশখণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়

কার্ত্তবীর্য্যের সহ যুদ্ধে জমদগ্নির প্রাণত্যাগ
ও পরশুরামের প্রতিজ্ঞা।

আপন ভবনে যায় রাজা মহাশয়।
ঋষির বীরত্ব স্মরি ব্যাকুলিত হয় ॥
তুচ্ছ এক মুনি তারে পরাজিত করে।
এই অপমান সহ্য না হয় অন্তরে ॥
নৃপের সুযশ আর কিছু না রহিল।
তপস্বী ব্রাহ্মণ কাছে পরাজিত হৈল ॥
কিছুতে না সহে হেন নিজ পরাজয়।
ভাবিতে ভাবিতে রাজা কাতর হৃদয় ॥
বাঁচিয়া কি সুখ যদি জিনে মুনিবর।
জমদগ্নি সনে পুনঃ করিব সমর ॥
মুনিরে না পরাজিত করি যদি রণে।
কিছুতে না সুখ পাই জীবনে মরণে ॥
এত ভাবি নৃপবর করিল শপথ।
মুনিরে জিনিব কিংবা লব মৃত্যুপথ ॥
অসহিষ্ণু হ'য়ে রাজা শ্রীহরিরে স্মরি।
মুনির আশ্রমে পুনঃ চলে ত্বরা করি ॥
চারি লক্ষ রথ লয়, দশ লক্ষ রথী।
লক্ষ লক্ষ সৈন্যসহ চলে নরপতি ॥
অসংখ্য পদাতি সেনা রণসাজে চলে।
যোদ্ধাসহ লক্ষ অশ্ব চলে দলে দলে ॥
লম্ফঝম্প করে সৈন্য ছাড়ে হুহুঙ্কার।
গজপৃষ্ঠে সৈন্য কত সংখ্যা নাহি তার ॥

রথরথী চলে কত নাহিক গণনা।
মহারবে বাজিতেছে যুদ্ধের বাজনা॥
কত তুরী কত ভেরী বাজে ঢাক ঢোল।
ঝাঁঝরি কাঁসরি বাজে বাজিল মাদল॥
শিঙ্গা বাজে শঙ্খ বাজে বাজে করতাল।
ঝন ঝন রবে বাজে ঢাল তরোয়াল॥
রণমদে মত্ত সব আনন্দে মগন।
রাজার আদেশে চলে যত সৈন্যগণ॥
কারো হাতে তীর আর পিঠেতে তূণীর।
মনোহর উষ্ণীষেতে শোভে কারো শির॥
কাহারো হাতেতে বর্শা বল্লম ভীষণ।
গদা কেহ লইয়াছে করিবারে রণ॥
কোন সৈন্য খড়্গ ল'য়ে লম্ফঝম্প করে।
কেহ চলে লাফাইয়া যেন বায়ুভরে॥
তার পর জমদগ্নি-আশ্রমেতে গিয়া।
মুনির আশ্রম গৃহ ফেলিল ঘেরিয়া॥
বাজে ভেরী রণবাদ্য শব্দ ভয়ঙ্কর।
আশ্রমের মাঝে রাজা চলিল সত্বর॥
মার্ মার্ কাট্ কাট্ রব চারিদিকে।
বাঁধ বাঁধ ধর ধর সৈন্য সব হাঁকে॥
কপিলা ধেনুরে হেরি আশ্রম মাঝারে।
নরপতি ল'য়ে যায় বল-সহকারে॥
ব্রাহ্মণের কামধেনু রাজা ল'য়ে যায়।
তাহা দেখি মুনিবর মনে দুঃখ পায়॥
মনে মনে ভাবে বিপ্র হেন অত্যাচার।
কিছুতেই সহ্য করা নাহি যায় আর॥
অহঙ্কারে মত্ত বড় ক্ষত্রিয় নন্দন।
সমুচিত প্রতিফল দানিব এখন॥
এত ভাবি ত্বরা করি উঠে ঋষিবর।
ক্রোধেতে কাঁপিছে সারা অঙ্গ থর্থর্॥
অতি ক্রোধে বাক্য মুখে না হয় স্ফুরণ।
মুনিবর দেহে বর্ম্ম করিলা ধারণ॥
তারপর ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে নিজ করে।
হরিরে স্মরণ করি আসিলা সমরে॥

পুনরায় যুদ্ধ চলে অতি ভয়ঙ্কর।
বাণে বাণে জর্জ্জরিত করে মুনিবর॥
নৃপতির সৈন্যগণ শশব্যস্ত বাণে।
কেহ করে পলায়ন কেহ মরে প্রাণে॥
বাণে বাণে চতুর্দ্দিক হয় অন্ধকার।
চারিদিকে উঠিতেছে রব হাহাকার॥
এদিকে রথের 'পরে করি আরোহণ।
মুনি-সাথে কার্ত্তবীর্য্য করে ঘোর রণ॥
খড়্গ বাণ গদা হানে না জানে বিরাম।
শক্তি আদি অস্ত্র নৃপ হানে অবিশ্রাম॥
রাজা যত অস্ত্র হানে কাটে মুনিবর।
এই রূপে চলে রণ অতি ভয়ঙ্কর॥
এইবার মুনিবর হানিল জৃম্ভণ।
সেই অস্ত্রে কার্ত্তবীর্য্য হয় অচেতন॥
আবার চেতনা লভি নৃপতিপ্রবর।
মুনি 'পরে ব্রহ্ম-অস্ত্র হানিল সত্বর॥
ব্রহ্ম-অস্ত্রে মুনিবর কাটে সেই বাণ।
নৃপতির রথ মুনি করে খান্ খান্॥
দুর্ভেদ্য কবচ তার করিল ছেদন।
নৃপতির ধনুর্ব্বাণ করিল কর্ত্তন॥
অতি ক্রোধে নরপতি শক্তি ল'য়ে করে।
মহাবলে সেই অস্ত্র হানে মুনিবরে॥
শত শত সূর্য্যতুল্য দীপ্তিময় অতি।
সেই অস্ত্র হানে রাজা জমদগ্নি প্রতি॥
যতেক দেবতাগণ স্বর্গের উপর।
ত্বরা করি ছুটে আসে দেখিতে সমর॥
শক্তি অস্ত্র হেরি তারা করে হাহাকার।
মুনির এবার বুঝি রক্ষা নাহি আর॥
প্রলয়-অনল যেন উঠিল আকাশে।
যেন শত সূর্য্য পড়ে ভূমিতলে খসে॥
মুনি-সৈন্য পলায়ন করে দলে দলে।
সাগর বেড়িল যেন প্রলয় অনলে॥
সুরগণ থর থর হয় কম্পমান।
দরশন করি সেই শক্তি মহাবাণ॥

নিবারিতে সেই শক্তি সাধ্য আছে কার।
বিধির লিখন যাহা বোঝা অতি ভার॥
দৈবের লিখন বল খণ্ডাবে কি ক'রে।
পড়িল সে বাণ গিযা ঋষি বক্ষোপরে॥
অনন্তর ভেদ করি মুনিব হৃদয।
বিষ্ণুর সমীপে অস্ত্র উপনীত হয়॥
পুরাকালে ঐ শক্তি বিষ্ণু ভগবান্।
দত্তাত্রেয মুনিবরে করেন প্রদান॥
তাহার নিকট হ'তে কার্ত্তবীর্য্য পায়।
সেই অস্ত্র হানে রাজা জমদগ্নি-গায়॥
শক্তির আঘাতে ঋষি অচেতন হয়।
সংজ্ঞাহীন দেহ তার ভূমে পড়ে রয॥
দেখিতে দেখিতে প্রাণ হইল বাহির।
পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশি হ'ল স্থির॥
জ্যোতির্ম্ময় রূপ তবে করিয়া ধারণ।
ব্রহ্মধামে মুনিবর করিল গমন॥
মুনির এ দশা সেথা করিয়া দর্শন।
কামধেনু মনোদুঃখে করিল ক্রন্দন॥
আমারে ছাড়িযা পিতা কোথায চলিলে।
ভাসাইয়া আমাদের অশ্রুর সলিলে॥
আমি গাভী ভাগ্যহীনা না আছে সংশয।
আমা হেতু আজ তব ঘটে পরাজয॥
নিজে কেন প্রভু তুমি সংগ্রাম করিলে।
অকারণে কেন আজ প্রাণ বিসর্জ্জিলে॥
এইরূপে বিলাপিয়া কপিলা তখন।
দিব্যরূপ ধরি গেল গোলোক-ভবন॥
সিংহাসনে ছিলা বসি বিষ্ণু সনাতন।
ঘেরিয়া তাহারে যত গোপ গোপীগণ॥
হরিরে হেরিয়া ধেনু কাঁদি বারে বারে।
মুনির মৃত্যুর কথা কহিল তাঁহারে॥
পুরাকালে ভগবান্ বিষ্ণু সনাতন।
ব্রহ্মা দেবে ঐ ধেনু করিলা অর্পণ॥
ব্রহ্মা দেব দান করে ভৃগু মুনিবরে।
জমদগ্নি ঋষি পরে ধেনু লাভ করে॥
মুনির শোকেতে ধেনু কাঁদে অনিবার।
রত্ন আদি সৃষ্টি হয অশ্রু হ'তে তার॥
ধেনুরে করেন বিষ্ণু সান্ত্বনা প্রদান।
আনন্দে গোলোকে ধেনু করে অবস্থান॥
মুনিরে নিহত করি রাজা তার পরে।
ব্রহ্মহত্যা জাত পাপে প্রাযশ্চিত্ত করে॥
প্রাযশ্চিত্ত কবি রাজা অতি হৃষ্ট মন।
আপন ভবনে শেযে করিল গমন॥
ওদিকে ঋষির পত্নী রেণুকা সুন্দরী।
পতির শোকেতে কাঁদে হাহাকার করি॥
পতিমৃতদেহ বক্ষে করিয়া ধারণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে দেবী হয অচেতন॥
ক্ষণেকে ফিরিছে জ্ঞান, অজ্ঞান ক্ষণেতে।
জ্ঞান লভি অচেতন হয যে চকিতে॥
পাগলিনী প্রায সতী করে হায হায।
প্রাণনাথে ডাকি পুনঃ লুটায় ধরায॥
স্বামিহীনা অবলার কিবা আছে গতি।
বৃথাই জীবন ধরে যার নাই পতি॥
তুমি যদি পুনঃ নাথ না ধর জীবন।
বাঁচিয়া থাকিব আমি কিসের কারণ॥
তব দাসী কাছে বসি করিছে রোদন।
একবার কহ কথা মেলিযা নযন॥
কিবা দোষ অভাগিনী করে তব ঠাঁই।
কি কারণে আমা ছাড়ি চলিলে গোঁসাই॥
আপন কপাল দোষে হারাইনু পতি।
জানি না হইবে মোর কতেক দুর্গতি॥
এইভাবে সতীনারী বিলাপ করিযা।
নিষ্ঠুর বচন বলে যমে সম্ভাষিযা॥
রে নিষ্ঠুর কাল যম কোন্ অপরাধে।
হরিলি স্বামীরে মোর বড় মনোসাধে॥
নিশ্চয পাষাণে তোর গঠিত হৃদয।
অস্ত্রের আঘাতে তাই দুঃখ নাহি হয॥
অকালে সংহার করি স্বামী হেন ধন।
কি ফল লভিলি তুই বল্ রে মরণ॥

আমার বৈধব্য দেখি কিবা পাবি সুখ।
আমার পরাণ নিয়ে ঘোচা সব দুখ॥
এত বলি শোক করে জমদগ্নি-নারী।
কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমে যায় গড়াগড়ি॥
হেনকালে ঋষিপুত্র মহাবীর্য্যবান্।
ভার্গব পরশুরাম আসে সেই স্থান॥
ভৃগুরাম নামে খ্যাত ঋষির কুমার।
ধর্ম্মনিষ্ঠ যোগীশ্রেষ্ঠ গুণের আধার॥
শ্রীহরির সাধনায় পুষ্করেতে ছিল।
শুনিয়া পিতার বার্ত্তা সেথায় আসিল॥
শুনিয়া মাতার মুখে পিতার মরণ।
পিতৃশোকে অভিভূত হয় তার মন॥
জননীরে সম্বোধিয়া ভৃগুরাম কয়।
বল গো পিতাব মৃত্যু কি কাবণে হয়॥
শুনিয়া পুত্রের বাক্য রেণুকা তখন।
সবিস্তারে কহিলেন সব বিবরণ॥
শুনিয়া ক্রোধেতে রাম কাঁপে থর থর।
কিছুতে না শান্ত হয় তাহার অন্তর॥
অবশেষে ধৈর্য্য করি পুত্র ভৃগুরাম।
কাষ্ঠ আনিবার তবে কাননেতে যান॥
চন্দনাদি বহু কাষ্ঠ করি আহরণ।
পিতার সৎকার তরে করে আয়োজন॥
পুত্রেরে বক্ষেতে ধরি দেবী বার বার।
পতিশোকে উচ্চৈঃস্বরে করিল চীৎকার॥
কেমনে ধরিবে প্রাণ পতিব বিহনে।
প্রাণ ত্যাগ করিবে সে ভাবে মনে মনে॥
রেণুকা পরশুরামে করি সম্বোধন।
কহিলেন, শুন বৎস আমার বচন॥
বাঁচিবারে ইচ্ছা আর নাহিক আমার।
পতির বিহনে প্রাণ ত্যজিব এবার॥
গৃহে তুমি সুখে কর জীবন যাপন।
করিও না কভু বৎস যুদ্ধেতে গমন॥
দুর্ব্বৃত্ত ক্ষত্রিয়গণ অতি দুরাচার।
তাহাদের সহ রণ কারও না আর॥

শুনিয়া মাতার মুখে এ হেন বচন।
কহিলা পরশুরাম সরোষে তখন॥
শুন শুন মাতা তুমি প্রতিজ্ঞা আমার।
করিব ক্ষত্রিয়-ধ্বংস একবিংশ বার॥
কার্ত্তবীর্য্য নরপতি অতি দুরাশয়।
তাহারে বিনাশ আমি করিব নিশ্চয়॥
ক্ষত্রিয়ের তপ্ত রক্তে প্রতিজ্ঞা আমার।
তর্পণ করিব আমি পিতৃ সবাকার॥
পিতৃশত্রু যেই জন না করে বিনাশ।
রৌরব নরক মাঝে হয় তার বাস॥
বাসগৃহে অগ্নি দান করে যেই জন।
যে জন অন্নেতে বিষ করয়ে অর্পণ॥
অস্ত্র ধরে যেই জন হত্যার কারণে।
সম্পত্তি ও ভূমি আদি হরে যেই জনে॥
সাধ্বীর সতীত্ব নাশ করে যেই জন।
পিতা কিংবা মাতারে যে করয়ে নিধন॥
পরের অনিষ্ট করে কটু বাক্য কয়।
সে সকল ব্যক্তি হয় পাপী অতিশয়॥
ইহাদের নিধনেতে কোন দোষ নাই।
শাস্ত্রের বিধান ইহা জানি সর্ব্বদাই॥
পুত্রে হেরি ক্রোধান্বিত, রেণুকাসুন্দরী।
পুনরায় বলে তারে নিজ বক্ষে ধরি॥
বলে বৎস ধৈর্য্য ধর শুনহ বচন।
চঞ্চল হইলে এত কিসের কারণ॥
ব্রাহ্মণ সন্তান তুমি ক্রোধ নাহি কর।
ক্রোধে হয় পাপ-তাপ ক্রোধ শান্তিহর॥
আমার বচন বৎস রাখিও স্মরণে।
শান্ত মনে অবস্থিতি কর তপোবনে॥
রাজার সহিত যুদ্ধ না কর কখন।
কৃষ্ণ নারায়ণে সদা করহ ভজন॥
এতেক রেণুকা যদি কহিল পুত্রেরে।
মায়ের চরণ ধরি রাম বলে ধীরে॥
কঠোর আদেশ মাগো কর প্রত্যাহার।
পালন করিতে দাও প্রতিজ্ঞা আমার॥

নহে তো ক্ষমার যোগ্য পিতৃহন্তা জন।
শত্রুর করিবে শেষ শাস্ত্রের বচন॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা পাপী ঘোরতর।
ব্রাহ্মণের আতিথ্যের করে অনাদর॥
যে ব্রাহ্মণ তার এত করে উপকার।
হরণ করিতে চাহে গাভীটি তাহার॥
অন্তরের হীন আশা করিতে পূরণ।
ব্রাহ্মণেরে নির্ব্বিচারে বধিল রাজন॥
মহাপাপী সেই নৃপে না বধিলে মাতা।
আমারে না ক্ষমিবেন বিশ্বের বিধাতা॥
এরূপে পরশুরাম মাতারে বুঝায়।
হেনকালে ভৃগু মুনি আসিল তথায়॥
হেরিয়া ভৃগুরে সেথা মাতা ও নন্দন।
ভক্তিভরে করে তাঁর চরণ বন্দন॥
পরশুরামেরে মুনি করি সম্বোধন।
কহিলেন হিতকর মধুর বচন॥
শুন বৎস, মোর বংশে জন্ম তব হয়।
এরূপ আচার তব শোভনীয় নয়॥
চিরস্থায়ী নহে কিছু এ ভব-সংসারে।
সকলি বিনষ্ট হবে কহিনু তোমারে॥
নিত্য সত্য একমাত্র বিষ্ণু সনাতন।
অহরহঃ কর সেই বিষ্ণুর চিন্তন॥
একবার যাহা যায় ফিরে নাক আর।
তার তরে শোক সদা কর পরিহার॥
বর্ত্তমান সময়েতে যা হয় ঘটন।
তারে নিবারিতে নাহি পারে কোন জন॥
যে ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটিবে আবার।
তারে নিবারিতে কভু সাধ্য নাহি কার॥
পঞ্চভূতে বিনির্ম্মিত জীবকলেবর।
মায়া হ'তে সমুৎপন্ন অনিত্য নশ্বর॥
ক্ষুধা নিদ্রা দয়া মন জ্ঞান সমুদয়।
পরমাত্মা সহ তারা অপহৃত হয়॥
নিত্য সত্য একমাত্র হরি সনাতন।
পরমাত্মরূপী তিনি কর আরাধন॥
কে বা পিতা কে বা পুত্র জগৎমাঝারে।
সকলি অলীক মাত্র কহিনু তোমারে॥
কেহ নহে পিতা, আর কেহ পুত্র নয়।
এরূপ বিলাপ তব উচিত না হয়॥
সংসার-সাগরে পড়ি যত জীবগণ।
স্বীয় কার্য্য-অনুসারে করিছে ভ্রমণ॥
এ সংসারে যত আছে বুদ্ধিমান্ জন।
আত্মীয়-বিরহে তারা না করে রোদন॥
শুন শুন বৎস, তুমি বচন আমার।
পিতার বিরহে শোক করিও না আর॥
আত্মীয়ের শোকে যদি ফেলে অশ্রুজল।
স্বর্গীয় আত্মার তাতে হয় অমঙ্গল॥
একশত বর্ষ ধরি করিলে রোদন।
পুনরায় ফিরে নাহি আসে কোন জন॥
পরমাত্মা দেহ যবে করে পরিহার।
পৃথিবীর অংশ মিশে পৃথিবী-মাঝার॥
আকাশের ভাগ মিশে আকাশে তখন।
বায়ু-ভাগ বায়ু সাথে মিশে সেই ক্ষণ॥
তেজোরাশিমাঝে মিশে তেজোভাগ তার।
আত্মীয় বিলাপে নাহি আসে পুনর্ব্বার॥
যশ কীর্ত্তি মৃত্যু পরে বিদ্যমান রয়।
আর সব চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়॥
শুন রাম গুণধাম শোক পরিহরি।
পিতৃশ্রাদ্ধ তর্পণাদি কর শীঘ্র করি॥
আত্মার যে জন করে হিতের সাধন।
সে-ই পুত্র সে-ই বন্ধু সে-ই পরিজন॥
শুনিয়া পরশুরাম ভৃগুর বচন।
সান্ত্বনা পাইয়া করে শোক-সংবরণ॥
অতঃপর ধীরে ধীরে রেণুকা যুবতী।
কর যোড়ে কহিলেন ভৃগু মুনি প্রতি॥
ভৃগু ও রেণুকা কথা শুনে যেই জন।
পাপ মুক্ত হ'যে যায় গোলোক ভবন॥

গণেশখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ভৃগু-রেণুকা-সংবাদ, পরশুরামের ব্রহ্মলোকে গমন এবং ব্রহ্মার সহিত পরশুরামের কথোপকথন।

রেণুকা কহিল তারে, শুনহে ব্রাহ্মণ।
পতির বিহনে আমি ত্যজিব জীবন॥
শুন শুন গুরুদেব, কি কহিব আর।
ঋতুকাল উপস্থিত হয়েছে আমার॥
চতুর্থ দিবসে আজি শুন তপোধন।
পতি মোর পরলোকে করিল গমন॥
অশুচি রয়েছি আমি কি কহিব আর।
বাঁচিবারে ইচ্ছা আর নাহিক আমার॥
পণ্ডিতের অগ্রগণ্য তুমি মুনিবর।
বল বল কোন্ কার্য্য করি অতঃপর॥
বহু পুণ্যবলে তুমি আসিলে হেথায়।
কোন্ কার্য্য করি এবে কহ তা আমায়॥
রেণুকার বাক্য শুনি কহে ভৃগু-তায়।
সহমৃতা হও দেবী পতির চিতায়॥
ঋতুর চতুর্থ দিনে নারী-সমুদয়।
স্বামীর সকল কার্য্যে অধিকারী হয়॥
যদি কভু নীচাশয় হয় কারো পতি।
স্বর্গধামে লয় তারে পতিব্রতা সতী॥
চতুর্দ্দশ দেবেন্দ্রের পতন অবধি।
স্বামী সহ রহে সতী স্বর্গে নিরবধি॥
রেণুকারে এই কথা কহি মুনিবর।
পরশুরামেরে ডাকি কহে অতঃপর॥
পিতা মাতা প্রতি যার ভক্তি সদা রয়।
এ জগতে সেই জন যথার্থ তনয়॥
যেই নারী পতিব্রতা পতিপরায়ণ।
নারীপদবাচ্যা সেই হয় অনুক্ষণ॥
বিপদে যেজন করে জীবন-রক্ষণ।
এ সংসারে যথার্থই বন্ধু সেই জন॥
গুরুর শুশ্রূষা কার্য্যে অনুরক্ত যেই।
এই বিশ্বে যথাযোগ্য শিষ্য হয় সেই॥
বিপদ কালেতে রক্ষা করে যেই জন।
সেজন অভীষ্টদেব হয় অনুক্ষণ॥
প্রজারে যে জন করে শাসন পালন।
যথাযোগ্য নরপতি হয় সেই জন॥
যে জন পত্নীরে করে ধর্ম্মবুদ্ধি দান।
সেই জন হয় নিত্য স্বামীর প্রধান॥
যেই জন হরিভক্তি শিষ্যে দান করে।
সে জন যথার্থ গুরু পৃথিবী-ভিতরে॥
শুনিয়া ভৃগুর কথা মুনিপত্নী কয়।
দয়া করি মোরে আজি কহ মহাশয়॥
কোন্ নারী সহমৃতা না হইতে পারে।
কোন্ কোন্ নারী পারে বলুন আমারে॥
কহিলেন ভৃগুমুনি শুন শুন সতি।
বিস্তারিয়া সবিশেষ কহি তব প্রতি॥
যে নারীর পুত্র শিশু, নারী গর্ভবতী।
যে নারী কুলটা অতি, নারী ঋতুমতী॥
ঋতুকাল উপস্থিত হয় নাই যার।
গলিতকুষ্ঠের রোগে ভোগে অনিবার॥
স্বামীর শুশ্রূষা আদি না করে যে জন।
স্বামী প্রতি কটুবাক্য কহে অনুক্ষণ॥
এই সব নারী যত, কহি অনিবার।
সহগামী হইবার নাহি অধিকার॥
ইহা ভিন্ন যত নারী আছে এ সংসারে।
স্বামী সহ সহমৃতা হইবারে পারে॥
যেই নারী সহমৃতা হইবে স্বেচ্ছায়।
সেই নারী প্রতিজন্মে নিজস্বামী পায়॥
বিষ্ণুভক্ত কান্ত সহ হ'লে সহগামী।
বৈকুণ্ঠে যাইবে তারা কহিলাম আমি॥
যে পুরুষ উপাসনা করে নারায়ণে।
যেই নারী লক্ষ্মী পূজে ভক্তিযুক্ত মনে॥
বৈকুণ্ঠে রহিবে তারা সকল সময়।
প্রলয়-কালেতে কভু পতন না হয়॥

সজ্ঞানে যে জন মরে তীর্থক্ষেত্র-মাঝে।
পত্নীসহ সেই জন বৈকুণ্ঠে বিরাজে॥
অতএব ওগো সতী মোর কথা শুনে।
সহমৃতা হও তুমি পশিয়া আগুনে॥
চতুর্থ দিবসে পাপ না হ'বে কখন।
অখ্যাতি না হ'বে, ইহা শাস্ত্রের বচন॥
এত বলি আশ্বাসিয়া রেণুকা সতীরে।
পরশুরামের প্রতি কহে ধীরে ধীরে॥
শুনহে পরশুরাম বচন আমার।
বেদের বিহিত কার্য্য কহিব এবার॥
ত্যাগ কর শোক তুমি শুন মতিমান্।
শোক করা নহে কভু শাস্ত্রের বিধান॥
মুনির কুমার তুমি ধৈর্য্য না হারাবে।
মনের চাঞ্চল্য সদা সংযত রাখিবে॥
দৈবের লিখন বল কে পারে খণ্ডাতে।
কালাধীন পিতা তব গেলেন স্বর্গেতে॥
অমঙ্গলকর শোক পরিত্যাগ করি।
শ্মশান ভূমিতে যাও না করিও দেরী॥
মস্তক দক্ষিণে রাখি তোমার পিতার।
চিতার উপর তুমি রাখ দেহ তার॥
নব বস্ত্র আনি তব পিতারে পরাও।
নব উপবীত আনি গলে তার দাও॥
তারপর অশ্রুরাশি করি সংবরণ।
অগ্নি হাতে ল'য়ে কর তীর্থেরে স্মরণ॥
রৈবত বরাহ শৈল সুমেরু প্রযাগ।
বদরী কৈলাস আদি স্মর মহাভাগ॥
বারাণসী হরিদ্বার আর বৃন্দাবন।
হিমালয় আদি সব করিবে স্মরণ॥
কৌশিকী যমুনা গঙ্গা পুষ্পভদ্রা নদী।
নর্ম্মদা কাবেরী ভদ্রা স্মর নিরবধি॥
চন্দ্রভাগা অবকাশা আর সরস্বতী।
স্মরণ করিবে তুমি ভক্তিভরে অতি॥
অগুরু-চন্দন-কাষ্ঠ ল'যে অতঃপর।
পুষ্পসহ রাখ তাহা চিতার উপর॥

এইরূপে শাস্ত্রমত করি অনুষ্ঠান।
পিতার দেহেতে কর অনল প্রদান॥
এই কথা বলি ভৃগু করিলে গমন।
পরশুরামেরে দেবী কহিলা তখন॥
শুন শুন বৎস, তুমি বচন আমার।
কলহ বিবাদ কভু না করিবে আর॥
বিবাদ যে নাহি করে, শুভ তার হয।
বিরোধ বিবাদ করা কভু ভাল নয॥
নিজ সর্ব্বনাশ হয বিবাদ করিলে।
উপদ্রব ভোগে নর এ বিশ্ব-নিখিলে॥
ক্ষত্রিয় নির্দ্দয় অতি নির্ম্মমহৃদয়।
বিবাদে না হবে কভু শুভ ফলোদয॥
ক্ষত্রিয় নাশিবে বলি প্রতিজ্ঞা তোমার।
হে বৎস এক্ষণে বল উপায কি তার॥
যাও তুমি পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে।
তাহাকে সকল কথা বল অকপটে॥
ব্রহ্মা যেই উপদেশ করিবে প্রদান।
পালন করিবে তাহা না করিবে আন॥
এই কথা বলি সতী অতীব সত্বরে।
ফুল্লমনে উঠিলেন চিতার উপরে॥
মৃত স্বামীদেহ বক্ষে করিযা ধারণ।
হরিনাম স্মরি করে চিতাতে শযন॥
তখন পরশুরাম ভ্রাতৃগণে ল'যে।
চিতায আগুন দিল কাতর হৃদযে॥
দাউ দাউ জ্বলে চিতা ভযঙ্কর অতি।
ভস্মীভূতা হ'যে যায় পতিসহ সতী॥
হেনকালে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।
স্বর্গেতে দুন্দুভিনাদ সবাই শুনিল॥
স্বর্গে থাকি দেবগণ করে দরশন।
চারিদিকে হুলুধ্বনি হইল তখন॥
অনন্তর ভৃগুরাম শোকাবিষ্ট মন।
শ্রাদ্ধাদি করেন লৈযা ভ্রাতৃবন্ধুগণ॥
বহু বিপ্র মুনি আদি ভোজন করিল।
যথাবিধি শ্রাদ্ধকার্য্য সমাধা হইল॥

তারপর মাতৃ আজ্ঞা করিয়া স্মরণ।
ব্রহ্মলোকে ভৃগুরাম করিল গমন॥
মনোহর ব্রহ্মলোক অতি সুসজ্জিত।
প্রাসাদ প্রাচীর সব সুবর্ণে গঠিত॥
জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মাদেব প্রফুল্ল বদনে।
বসিয়াছিলেন সেথা রত্ন-সিংহাসনে॥
বিদ্যাধরী নৃত্য করে গাহিছে কিন্নর।
মৃদু মৃদু ব্রহ্মাদেব হাসে মনোহর॥
হেরিয়া তাঁহারে সেথা ভার্গব তখন।
সর্ব্ব-অগ্রে করে তাঁর চরণ-বন্দন॥
তারপর উচ্চৈঃস্বরে কাঁদি অতিশয়।
পিতার নিধন-বার্ত্তা ব্রহ্মাদেবে কয়॥
কহিল পরশুরাম, শুন প্রজাপতি।
তব বংশধর হ'য়ে আজি এ দুর্গতি॥
তুমি পিতামহ মোর কৃপা-অবতার।
তুমি ভিন্ন কারে কহি এ দুঃখ আমার॥
নরপতি কার্ত্তবীর্য্য গিয়াছিল বনে।
খাদ্যের অভাবে সেথা রহে অনশনে॥
কাটাইয়া সারারাত্রি অরণ্যে রাজন।
কত যে পাইল কষ্ট না যায় কথন॥
নিশাশেষে সৈন্য সহ অর্জ্জুন নৃপতি।
পিতার আশ্রমমাঝে আসে শীঘ্রগতি॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তারা ক্লান্ত অতিশয়।
চলিতে না পারে পথ, শুন মহাশয়॥
মোর পিতা জমদগ্নি অতি দয়াবান্।
কপিলা-প্রদত্ত খাদ্যে ভোজন করান॥
পিতৃদত্ত দ্রব্য যত করিয়া ভোজন।
পরম সন্তুষ্ট হয় অর্জ্জুন রাজন॥
অবশেষে পিতারে সে করি সম্বোধন।
কহিল অর্পণ কর কপিলা রতন॥
ভিক্ষার্থী তোমার কাছে ওহে ঋষিবর।
ভিক্ষারূপে দেহ মোরে গাভী মনোহর॥
যদি নাহি কামধেনু করিবে অর্পণ।
সবলে নিশ্চয় তারে করিব হরণ॥
শুনিয়া রাজার বাণী পিতা মহোদয়।
নিতান্ত রোষেতে হন ব্যথিত হৃদয়॥
প্রথমে প্রবোধ কত করেন প্রদান।
না শুনিল তাঁর বাক্য ক্ষত্রিয়-সন্তান॥
অবশেষে দুইজনে সমর বাঁধিল।
কপিলার দেহ হতে সৈন্য বাহিরিল॥
বার বার পরাজিত হ'য়ে নরপতি।
তবু নাহি আশা ছাড়ে ক্ষত্রিয় দুর্ম্মতি॥
অবশেষে শক্তিশেল প্রহারি ভীষণ।
আমার পিতারে দুষ্ট করিল নিধন॥
এই কথা বলি রাম কাঁদে অতিশয়।
তারপর পুনরায় ব্রহ্মাদেবে কয়॥
শুন শুন পিতামহ কি কহিব আর।
সহমৃতা হইলেন জননী আমার॥
একান্ত বান্ধবশূন্য হইয়াছি আমি।
তুমি দেব পিতা কর্ত্তা প্রভু গুরু স্বামী॥
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ।
কৃপা করি মোরে তুমি করহ রক্ষণ॥
মম শত্রুগণে তুমি করিয়া সংহার।
অনাথেরে রক্ষা কর কৃপা-অবতার॥
দীনহীন আমি অতি নাহিক শকতি।
কৃপা করি দৃষ্টিপাত কর মোর প্রতি॥
শুন শুন পিতামহ প্রতিজ্ঞা আমার।
ক্ষত্রিয় করিব ধ্বংস একবিংশবার॥
অন্তিমে জননী মোর দিলেন আদেশ।
তব কাছে পরামর্শ নিতে সবিশেষ॥
তাই আমি তব কাছে এনু মহাশয়।
কহ মোরে কি করিব ওগো সদাশয়॥
শুনিয়া তাহার মুখে কথা গুরুতর।
আশীর্ব্বাদ করি ব্রহ্মা কহে অতঃপর॥
শুন শুন বৎস তুমি আমার বচন।
বহু ক্লেশে এই বিশ্ব করিনু সৃজন॥
সৃষ্টিনাশে তব ইচ্ছা অতি চমৎকার।
হেন বাক্য মোর কাছে না কহিও আর॥

একজন তব কাছে করিয়াছে দোষ।
সেই হেতু সবা প্রতি কেন মিছে রোষ ॥
কার্ত্তবীর্য্য-অপরাধে, প্রতিজ্ঞা তোমার।
ক্ষত্রিয় করিবে ধ্বংস একবিংশবার ॥
অনুচিত কার্য্য ইহা বলিনু তোমায়।
ঋষিপুত্র মুখে ইহা শোভা নাহি পায় ॥
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্র শুন হে নন্দন।
এ তিন জাতিরে হরি করিলা সৃজন ॥
পুনর্ব্বার ভগবান্ করিবে সংহার।
সৃজন সংহার এই দুই কার্য্য তার ॥
বিপ্রকুল-অবতংস ঋষির নন্দন।
কৈলাস পুরীতে তুমি করহ গমন ॥
সেথায় আছেন শিব ভোলা পঞ্চানন।
তাঁহার নিকটে তুমি লও হে শরণ ॥
ধরার নৃপতিগণ শিবের কিঙ্কর।
শঙ্করের কাছে তুমি যাও হে সত্বর ॥
তাঁর অনুমতি ভিন্ন কভু কোন জন।
কাহারেও নাহি পারে করিতে নিধন ॥
শক্তি বিনা ক্ষত্রকুল নারিবে নাশিতে।
তাহার নিকটে যাও কামনা পূরাতে ॥
দাতৃশ্রেষ্ঠ ভূতনাথ শিব ভগবান্।
পাশুপত অস্ত্র তোমা করিবে প্রদান ॥
অতঃপর ভগবান্ শিবের কৃপায়।
করিবে ক্ষত্রিয় ধ্বংস কহিনু তোমায় ॥
প্রতিজ্ঞা সফল তবে হইবে তোমার।
ক্ষত্রিয় করিবে ধ্বংস একবিংশবার ॥
এত বলি ব্রহ্মাদেব মৌন হ'যে রন।
অতঃপর কি ঘটিল শুন দিয়া মন ॥

গণেশখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

পরশুরামের শিবলোকে গমন এবং তৎকর্তৃক শিবস্তোত্র-কথন।

ভৃগুরাম ব্রহ্মাবাক্য করিয়া শ্রবণ।
কৈলাস নগর পানে চলিল তখন ॥
ব্রহ্মলোক হ'তে ঊর্দ্ধে শিবলোক রাজে।
শিবলোক বিরাজিত শূন্যে বায়ু-মাঝে ॥
উত্তরে বৈকুণ্ঠপুরী ধ্রুবলোক নীচে।
বামভাগে গৌরীলোক সদা বিরাজিছে ॥
ইহাদের ঊর্দ্ধভাগে গোলোক নগর।
অতীব বিস্তৃত তাহা অতি মনোহর ॥
মানস গতিতে গিয়া ঋষির নন্দন।
মনোহর শিবলোক করিল দর্শন ॥
কত সিদ্ধ কত যোগী জটাজূটধারী।
ধ্যানেতে রয়েছে মগ্ন, মহাদেবে স্মরি ॥
হেরিলা পরশুরাম শিবলোক-মাঝে।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কত সেথায় বিরাজে ॥
ব্যোমব্যোম গালবাদ্য করে করতালি।
শিবধ্বনি মুহুর্মুহুঃ পড়ে হাততালি ॥
শত শত কল্পবৃক্ষ আছে শিবলোকে।
সংখ্যাহীন কামধেনু বিরাজে পুলকে ॥
ভ্রমর-গুঞ্জনে হয় মুগ্ধ মন প্রাণ।
পল্লবে পল্লবে জাগে কোকিলের গান ॥
পক্ষিকুলতানে হয় চিত্ত চমৎকার।
শ্রবণে পশিল যেন মধুর ঝংকার ॥
কমলনিকর শোভে সরোবর মাঝে।
আর কত শত ফুল সেথায় বিরাজে ॥
মলয়হিল্লোলে পুষ্প ধীরে ধীরে দোলে।
কৈলাস-সৌন্দর্য্য হেরি নাচে তালে তালে ॥
কত শত বৃক্ষ সেথা শোভে পুষ্পসাজে।
পারিজাত বৃক্ষ বহু সেথায় বিরাজে ॥
শেফালিকা জাতি যূথী মল্লিকা মালতী।
কাঞ্চন টগর আদি পুষ্প বহু জাতি ॥

সুরম্য দোপাটী আর স্থলপদ্ম কত।
মাধবী ধাতকী আদি পুষ্প শত শত॥
রমণীয় রাজপথ কিবা শোভা তার।
কত শত বৃক্ষ শোভে তার দুই ধার॥
পারুল বকুল আর কদম্ব খর্জ্জুর।
চন্দন তমাল আর পিয়াল কস্তূর॥
আম জাম শাল তাল পনস শ্রীফল।
কদম্ব শাল্মলী বট আছে সে সকল॥
দিকে দিকে শোভা পায় প্রাসাদ তাহার।
রত্নের প্রাসাদ শোভে অতি চমৎকার॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে ঋষির নন্দন।
শিবের মন্দির সেথা করিল দর্শন॥
ক্ষীরতুল্য শুক্লবর্ণ শিবের ভবন।
রত্নের সোপানরাজি অতি সুদর্শন॥
রত্নময় স্তম্ভ আর রত্নের কবাট।
চতুর্দ্দিকে রত্নগৃহ শোভিছে বিরাট॥
হেরিলা পরশুরাম সিংহদ্বারে গিয়া।
ঘুরিতেছে দুই দ্বারী শূল হাতে নিয়া॥
ভীষণ প্রকৃতি আর বিকৃত আকার।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ জ্বলে অনিবার॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধানে ভীষণ দর্শন।
মস্তকেতে জটাভার শোভে অনুক্ষণ॥
তাদেরে হেরিয়া মনে জাগে মহাভয়।
সম্বোধি পরশুরাম ধীরে ধীরে কয়॥
শুন শুন দ্বারিগণ, আমার বচন।
শিবের সমীপে আমি করিব গমন॥
জমদগ্নি পুত্র আমি আসিনু হেথায়।
শীঘ্র করি লহ মোরে শঙ্কর যেথায়॥
দ্বারী কহে শুন শুন ওহে যোগীবর।
কেন এত ব্যাকুলিত তোমার অন্তর॥
ক্ষণেক বিলম্ব কর ওহে তপোধন।
প্রভুর পাশেতে গিয়া করি নিবেদন॥
অনুমতি দেন যদি প্রভু মহেশ্বর।
তবেই যাইতে পার তাহার গোচর॥
ক্ষোভিত অন্তর মুনি অপেক্ষা না করি।
অন্য দ্বারে যায় রাম সেই দ্বার ছাড়ি॥
সেই দ্বারে অন্য দ্বারী দ্বার রক্ষা করে।
রাম বলে ছাড় দ্বার যাইব সত্বরে॥
সবিনয়ে বলে দ্বারী অনুমতি চাই।
নতুবা পশিতে পুরী না পার গোঁসাই॥
রুষ্ট হ'যে ভৃগুরাম দ্বারে দ্বারে ঘোরে।
হর-অনুমতি ভিন্ন পশিতে না পারে॥
শ্রান্ত ক্লান্ত হ'যে রাম ভাবে মনে মনে।
কেমনে পশিবে তবে শিবের ভবনে॥
ভাবিতে ভাবিতে ঋষি ব্যাকুলিত হন।
অবশেষে অন্য দ্বারে করিলা গমন॥
সেথায় যে ছিল দ্বারী মহা বলবান্।
তার প্রতি কহিলেন, শুন মতিমান্॥
তুমি অতি শিবভক্ত জানি অনুক্ষণ।
সেই হেতু তোমা প্রতি করি নিবেদন॥
তুমি যদি দয়া কর ওহে মতিমান্।
তবে আমি যেতে পারি শিব-সন্নিধান॥
শুনিয়া বিনয় বাক্য দ্বারী শীঘ্রগতি।
শিবের নিকট হ'তে আনে অনুমতি॥
তখন পরশুরাম হরিনাম স্মরি।
শঙ্করের নিকটেতে আসে ত্বরা করি॥
সিংহাসনে উপবিষ্ট ভোলা মহেশ্বর।
রত্নের ভূষণে তাঁর শোভে কলেবর॥
ত্রিশূল পট্টিশধারী শিব ভগবান্।
সুমোহন ব্যাঘ্রচর্ম্ম করে পরিধান॥
বিভূতি-লেপিত অঙ্গে বহু সর্প রাজে।
বিরাজিত ভগবান্ ভক্তবৃন্দ-মাঝে॥
মঙ্গল-নিদান তিনি মঙ্গল-আধার।
আত্মারামরূপী তিনি জীব সবাকার॥
কোটিসূর্য্যতুল্য তেজ প্রসন্ন সদাই।
ভক্ত-অনুগ্রহকারী কোন ভুল নাই॥
সনাতন জ্যোতির্ম্ময় ভোলা মহেশ্বর।
ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধরে কলেবর॥

জটাজূট-বিমণ্ডিত শিব ভগবান্।
তপস্যার যথাযোগ্য ফল করে দান ॥
সুনির্ম্মল শ্বেতবর্ণ স্ফটিক-সমান।
পাঁচটি বদন তার চির শোভমান ॥
কপিলাদি মুনিগণ ঘেরিয়া তাঁহারে।
স্তবস্তুতি করে তারে ভক্তি-সহকারে ॥
চামর ব্যজন করে পার্ষদের দল।
ভক্তগণ স্তব তাঁর করে অবিরল ॥
পরিপূর্ণতম যিনি কৃষ্ণ সনাতন।
ত্রিগুণ-অতীত যিনি জীবের জীবন ॥
মৃত্যুভয়নাশকারী যিনি পরাৎপর।
সেই ভগবানে শিব ভজে নিরন্তর ॥
সর্ব্ব অঙ্গ রোমাঞ্চিত কৃষ্ণনামে তাঁর।
শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করে অনিবার ॥
একাদশ রুদ্র আর ক্ষেত্রপালগণ।
তাঁহাবে ঘেরিযা সেথা আছে অনুক্ষণ ॥
শিবের করিছে স্তব প্রফুল্ল অন্তরে।
করযোড়ে সবে মিলি পূজে হরিহরে ॥
ভবানীপতিরে হেরি ভৃগু হৃষ্ট মন।
নতজানু হৈযা করে চরণ-বন্দন ॥
বামপার্শ্বে কার্ত্তিকেয অতি মনোহর।
দক্ষিণেতে গণপতি শোভে নিরন্তর ॥
নন্দিক-ঈশ্বর শোভে সম্মুখে তাঁহার।
একপার্শ্বে ভগবতী শোভে অনিবার ॥
হেরিযা পরশুরাম প্রফুল্ল অন্তরে।
ভক্তিভরে সকলেরে নমস্কাব করে ॥
শিবের মোহন রূপ করি দরশন।
পবশুরামেব হয পুলকিত মন ॥
মুখে নাহি সরে বাক্য কাঁপে দেহ তার।
অশ্রুতে নযন পূর্ণ হয বার বার ॥
তারপর দীনভাবে শিবে ডাকি কয।
তব গুণ বর্ণিবারে শক্তি নাহি হয ॥
দেব দেব মহাদেব পরম ঈশ্বর।
বুদ্ধির অতীত তুমি জানি নিরন্তর ॥
সত্ত্ব রজ তম গুণ করিয়া ধারণ।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় তুমি করিছ সাধন ॥
সত্ত্বগুণে বিষ্ণুরূপে পাল সর্ব্বজনে।
ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি কর তুমি রজোগুণে ॥
তমোরূপী রুদ্ররূপে করহ সংহার।
তোমার তুলনা নাহি ত্রিজগতে আর ॥
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি বিশ্বময়।
সবার আরাধ্য ধন তুমি গুণময় ॥
পাপাচারী আমি মূঢ় না জানি পূজন।
ক্ষমা কর নিজগুণে ওহে পঞ্চানন ॥
কাম আদি রিপু দেহে আছে দুর্নিবার।
কিরূপে করিব বল ভজন তোমার ॥
বিঘ্ন নাশি আশুতোষ কর কৃপাদান।
অজ্ঞান-তিমির নাশ গুণের নিদান ॥
কি স্তব করিব তব আমি বুদ্ধিহীন।
সংসার-জলধি হেরি হইতেছি ক্ষীণ ॥
এ ভব সংসারে জানি তুমি কর্ণধার।
জীবন বাঁচাও মোরে করি ভবপার ॥
তুমি সনাতনরূপী নিত্য-নিরঞ্জন।
গুণের অতীত তুমি গুণের কারণ ॥
দেবের দেবতা তুমি ভুবন ঈশ্বর।
ত্রিতাপ-নাশক তুমি ওহে মহেশ্বর ॥
তুমি রক্ষা কর দেব এ তিন ভুবন।
অজ্ঞানের জ্ঞান তুমি নির্ধনের ধন ॥
তুমি জীব তুমি শিব তুমি সর্ব্বময।
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তোমাতেই লয ॥
পুরুষ প্রকৃতি জানি তব রূপান্তর।
কে জানে মহিমা তব ওহে মহেশ্বর ॥
কখন সাকাব তুমি কভু নিরাকার।
বুঝিতে নিগূঢ় তত্ত্ব কে পারে তোমার ॥
অপার মহিমা তব বিদিত ভুবনে।
মূঢ় হ'যে তত্ত্ব আমি জানিব কেমনে ॥
কিবা বেদ কিবা তন্ত্র সকলি অসার।
জগত-মাঝারে দেব তুমি মাত্র সার ॥

বিশ্বের বিধাতা তুমি ধরায় প্রচার।
পাপাচারী জন লীলা না বুঝে তোমার॥
যারে তুমি কর দয়া ওহে দয়াময়।
এ সংসারে নাহি থাকে তার মৃত্যুভয়॥
পরম পুরুষ তুমি সবার কারণ।
আশুতোষ নিরঞ্জন সত্য-সনাতন॥
তোমার তুলনা দেব নাহিক সংসারে।
কৃপা কর কৃপানিধি এই দুরাচারে॥
তোমার তপস্যা করে কত যোগিগণ।
কত কষ্টে অনাহারে কাটায় জীবন॥
তথাপি দর্শন তব তারা নাহি পায়।
ভাগ্যবশে দেখা আজ পাইনু তোমায়॥
ধ্যানের ঈশ্বর তুমি নাহিক সংশয়।
হেরিয়া তোমারে আজি কৃতার্থ হৃদয়॥
তোমা হৈতে জন্মে দেব যত সুরগণ।
তোমার আজ্ঞায় তাঁরা করেন সৃজন॥
তুমি গ্রহ তুমি তারা তুমি দিবাকর।
তুমি নদ তুমি নদী তুমি শশধর॥
বিশ্বের বান্ধব তুমি তুমি জগন্ময়।
যত কিছু কার্য্য হেরি তব সমুদয়॥
তুমি প্রভু জ্ঞান দান করহ যাহায়।
অজ্ঞানতা ঘোচে তার তোমার কৃপায়॥
সর্ব্বভূতহিতে রত দয়ার আধার।
তোমার চরণে দেব করি নমস্কার॥
কিবা মনোহর কান্তি ধবল বরণ।
পরিধানে বাঘছাল ওহে ত্রিলে'চন॥
পরম ঈশ্বর তুমি জগতের সার।
তব পদে কোটী কোটী করি নমস্কার॥
পরাৎপর গুণাতীত নির্গুণ সগুণ।
কিরূপে তোমার তত্ত্ব জানিবে নির্গুণ॥
ভক্তিভবে তব পূজা করে যেই জন।
নিত্য তব নাম যেবা করিবে স্মরণ॥
তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি হইবে তোমার।
তব পদে কোটী কোটী করি নমস্কার॥
তব পদ দিবানিশি ভাবে যেই জন।
মনে মনে তব চিন্তা করে অনুক্ষণ॥
তার কাছে তুচ্ছ বোধ এ তিন সংসার।
তব পদে কোটী কোটী করি নমস্কার॥
যেই জন তব স্তব করে নিরন্তর।
পাপমুক্ত হৈয়া হয় শুদ্ধ কলেবর॥
চিরসুখী হয় সে যে অবনী-মাঝার।
তব পদে কোটী কোটী করি নমস্কার॥
শূলপাণি খড়্গপাণি তুমি ত্রিলোচন।
আমার পাতকরাশি কর বিমোচন॥
যে জন তোমারে ভজে পবিত্র অন্তরে।
অন্তিমে নিশ্চয় যায় তোমার গোচরে॥
তুমি গতি তুমি মতি তুমি দেবপতি।
কায়মনোবাক্যে করি তোমারে প্রণতি॥
ত্রিদশ ঈশ্বর তুমি দয়ার আধার।
তব পদে কোটী কোটী করি নমস্কার॥
দিবানিশি তব পদ ভাবে যেই জন।
রোগভয় তার দেহে না থাকে কখন॥
পুত্রলাভ ধনলাভ হইবে তাহার।
তব পদে কোটী কোটী করি নমস্কার॥
তব ভক্তজন সবে অবনী-মাঝারে।
পুত্র পৌত্র সহকারে সুখে বাস করে॥
বিদ্যার্থী হইয়া তোমা ভজে যেই জন।
সে জন নিশ্চয় পায় বিদ্যারত্ন ধন॥
তব ভক্ত কভু যদি ব্রহ্মহত্যা করে।
তোমার নামেতে তার সর্ব্বপাপ হরে॥
তব নাম দিবানিশি করিলে কীর্ত্তন।
কোটীকল্প কাল থাকে কৈলাস-ভবন॥
যে জন শঙ্কর নাম জপে অনিবার।
পাপমুক্ত হৈয়া করে সুখেতে বিহার॥
ত্রিসন্ধ্যা ভকতি ভরে করিলে কীর্ত্তন।
অন্তিমে কৈলাসধামে করিবে গমন॥
জগতের জীব যত সকলি অসার।
ভ্রমেও না ভাবে তব পদ একবার॥

ধন জন লৈয়া সবে করে অহঙ্কার।
ইন্দ্রিয়সুখেতে থাকে মত্ত অনিবার॥
ভ্রমেও না ভ'বে কভু অনিত্য জীবন।
কোথায় রহিবে সব মুদিলে নয়ন॥
দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম করিয়া ধারণ।
মায়াবশে মুগ্ধ হৈয়া থাকে অকারণ॥
বৃথা তার নরজন্ম সংসারেতে হয়।
পশু সহ ভেদ তার কিছু নাহি রয়॥
দীনবন্ধো আশুতোষ হে করুণাময়।
মোর প্রতি কর কৃপা হইয়া সদয়॥
বিপদে পড়িয়া আজি ডাকি বার বার।
কৃপা কর আশুতোষ দয়া অবতার॥
সার্থক জনম মোর সফল জীবন।
তোমার চরণ আজি করিনু দর্শন॥
স্বপ্নেও যাঁহারে নাহি দেখে ভক্তগণ।
চর্ম্মচক্ষে আজি তাঁরে করিনু দর্শন॥
চন্দ্ররূপে তুমি সুধা করিছ বর্ষণ।
বহ্নিরূপে পাকক্রিয়া কর সমাপন॥
জলরূপে শস্য তুমি কর উৎপাদন।
হে শিব তোমার করি চরণ-বন্দন॥
পরম ঈশ্বর তুমি সবার আধার।
চরণে তোমার আমি করি নমস্কার॥
গিরিকন্যা হৈমবতী বহু তপস্যায়।
যেই মহেশ্বরে তাঁর পতিরূপে পায়॥
কল্পবৃক্ষসম যিনি স্নেহপরায়ণ।
ভক্তজনে যিনি ফল করেন অর্পণ॥
চির ভোলানাথ যিনি অল্পে তুষ্ট হন।
সেই মহেশ্বরে করি চরণ-বন্দন॥
কাল-অগ্নিরূপে যিনি করেন সংহার।
ভয়ঙ্কর সেই শিবে করি নমস্কার॥
কালের স্বরূপ যিনি, যাঁর জন্ম নাই।
পরমাত্মারূপী যিনি জানি সর্ব্বদাই॥
দৈত্যের নিধনে যিনি ধরেন আকার।
সেই মহেশ্বরে আমি করি নমস্কার॥

এইরূপে স্তব করে ভৃগু তপোধন।
ভূতনাথ আশীর্ব্বাদ করিলা তখন॥
পরশুরামের কৃত এই পুণ্য স্তব।
ভক্তি-সহকারে করে যে সব মানব॥
সর্ব্ব পাপ দূরে যায় সেই ভাগ্যবান্।
অন্তিমে কৈলাসে সেই করিবে প্রস্থান॥

গণেশখণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

শঙ্কর-পরশুরাম-সংবাদ।

পরশুরামের প্রতি প্রসন্ন-বদনে।
কহিলেন মহেশ্বর মধুর বচনে॥
শুন শুন জ্ঞানবান্ বিপ্রের নন্দন।
কেবা তুমি কোথা হ'তে তব আগমন॥
কোন্ জন পিতা তব কি নাম তাহার।
কি কারণে মম স্তব কর অনিবার॥
কিবা অভিলাষ তব কহ সবিস্তারে।
কিরূপে সাহায্য বল করিব তোমারে॥
পার্ব্বতী কহিলা তারে, ব্রাহ্মণ-কুমার।
শোকাকুল হেরিতেছি অন্তর তোমার॥
নিতান্ত বালক তুমি প্রশান্ত-স্বভাব।
নিবেদন কর কিবা তোমার অভাব॥
অতি জ্ঞানবান্ তুমি হেরি হয় বোধ।
কিবা দুঃখ কহ বৎস মম অনুরোধ॥
হর পার্ব্বতীর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভৃগুরাম নিজ বার্ত্তা কহিল তখন॥
জমদগ্নি-পুত্র আমি শুন মহাশয়।
বিখ্যাত ভৃগুর বংশে মোর জন্ম হয়॥
রেণুকা জননী মোর অতি সাধ্বী সতী।
আমি শ্রীপরশুরাম দীনহীন অতি॥
হে প্রভু, তোমার কাছে লইনু শরণ।
কৃপা করি মোর দুঃখ করহ শ্রবণ॥

সৈন্যসহ কার্ত্তবীর্য্য ক্ষুধিত হৃদয়ে।
একদিন যায় মোর পিতার আলয়ে॥
রাজারে কাতর দেখি জনক আমার।
করিলেন সযতনে অতিথি সৎকার॥
কপিলা প্রদত্ত দ্রব্য করিয়া ভোজন।
পরিতৃপ্ত হয় রাজা আর সৈন্যগণ॥
কামধেনু যোগাইল দ্রব্য বহুতর।
তাহা দেখি লুব্ধ হয় রাজার অন্তর॥
পিতার সকাশে চাহে গাভী মনোহর।
দিতে তাহা নাহি চাহে পিতার অন্তব॥
তখন অর্জ্জুন রাজা সবলে চাহিল।
কামধেনু হরি নিতে, সসৈন্যে আইল॥
কপিলার দেহ হ'তে সৈন্য বাহিরিয়া।
নৃপতির সৈন্য যত দিল খেদাইয়া॥
বার বাব পরাজিত হযে নরপতি।
পুনঃ পুনঃ আসে মোর পিতার সংহতি॥
অবশেষে শক্তিশেল করিযা ক্ষেপণ।
আমার পিতারে দুষ্ট করিল নিধন॥
কপিলাও গেল চলি গোলোক-মাঝার।
সহমৃতা হইলেন জননী আমার॥
এক্ষণে জনক তুমি হে শিব বিধাতা।
মহেশ্বরী ভগবতী আজি মোর মাতা॥
ব্যাকুলিত হইযাছি পিতৃ-মাতৃ শোকে।
তোমাদের কাছে তাই আসি শিবলোকে॥
করিযাছি পণ আমি পৃথিবী-মাঝার।
ক্ষত্রিয করিব ধ্বংস একবিংশবার॥
পিতৃশত্রু কার্ত্তবীর্য্য অতি দুরাশয।
সমরে নিধন তারে করিব নিশ্চয॥
যেরূপে প্রতিজ্ঞা পারি করিতে পূরণ।
তাহার উপায বল ওহে পঞ্চানন॥
শুনিয়া বালক-মুখে এ হেন বচন।
কণ্ঠ তালু শুষ্ক হয় শিবের তখন॥
পার্ব্বতী কহিলা শুন ব্রাহ্মণ-নন্দন।
ক্ষত্রিয করিবে ধ্বংস কবিযাছ পণ॥
বিপ্রকুলজাত তুমি তপস্বি-কুমার।
অসীম সাহস আজি হেরি যে তোমার॥
অস্ত্র নাই শস্ত্র নাই একি কথা কহ।
কেমনে যুঝিবে তুমি কার্ত্তবীর্য্য সহ॥
কার্ত্তবীর্য্য নরপতি অতি বল ধরে।
রাবণ রাজারে নিজে পরাজিত করে॥
দত্তাত্রেয মুনি তারে শক্তি করে দান।
সেই শক্তি ল'য়ে রাজা অতি শক্তিমান্॥
কার্ত্তবীর্য্য নরপতি করি ঘোর রণ।
তোমার পিতারে যুদ্ধে করিল নিধন॥
হরিমন্ত্র জপ করে রাজা নিরন্তর।
শ্রীহরির ধ্যানে মগ্ন তাহার অন্তর॥
তাহারে বিনাশ করে হেন সাধ্য কার।
নিরস্ত্র বালক তুমি কি শক্তি তোমার॥
শুন শুন কহি তোমা বিপ্রের নন্দন।
আপনার গৃহে তুমি করহ গমন॥
ক্ষত্রিয় ভূপতি যত আমার কিঙ্কর।
কি আব করিবে বল ভোলা মহেশ্বর॥
তুমি মূর্খ অর্ব্বাচীন ব্রাহ্মণ-নন্দন।
কেমনে করিবে বল ক্ষত্রিয নিধন॥
আমি বর্ত্তমানে নাহি তাহাদের ভয।
নৃপতিগণের নাহি হবে পরাজয॥
মনে মনে হাসি আমি হেরি তব সাধ।
বামন ধরিতে চাহে আকাশের চাঁদ॥
আমার কিঙ্কব ক্ষত্র নরপতিগণ।
শিবের সাহায্যে চাহ করিতে নিধন॥
শুনিযা দেবীর কথা শোকাকুল মনে।
সমুদ্যত হয রাম প্রাণ-বিসর্জ্জনে॥
তখন স্নেহার্দ্রচিত্তে দেব পঞ্চানন।
সম্বোধি পরশুরামে কহিলা বচন॥
শুন বৎস, শোক তুমি কর পরিহার।
আজ হ'তে পুত্র-তুল্য হইলে আমার॥
সুদুর্লভ মন্ত্র আদি যাহা ত্রিভুবনে।
ঋষির কুমার তোমা দিব তা গোপনে॥

আশ্চর্য্য কবচ তোমা করিব অর্পণ।
কার্ত্তবীর্য্যে অনায়াসে করিবে নিধন॥
হেরিয়া তোমার কার্য্য কহি অনিবার।
ত্রিভুবনে হবে তব যশের বিস্তার॥
এই কথা বলি তারে শিব ভগবান্।
মন্ত্র ও কবচ আদি করিলা প্রদান॥
নাগপাশ শিব-অস্ত্র ব্রহ্ম-অস্ত্র আর।
গরুড়াস্ত্র জৃম্ভণাস্ত্র ভীষণ-আকার॥
অগ্নি-অস্ত্র বায়ব্যাস্ত্র গদা সুবিপুল।
শক্তি-অস্ত্র পাশ-অস্ত্র অমোঘ-ত্রিশূল॥
নারায়ণ-অস্ত্র আদি অস্ত্র যত ছিল।
ক্ষত্রকুল-ধ্বংস তরে শিব তারে দিল॥
নানাবিধ শিক্ষা তারে দিল অতঃপর।
এই অস্ত্রে কিরূপে সে করিবে সমর॥
শিক্ষা দিলা মায়া-যুদ্ধ শিব ভগবান্।
কিরূপে হইবে জয়ী করে শিক্ষাদান॥
নারায়ণী বিদ্যা শিব তারে দান করে।
কৌশল শিখায় কত অতি-স্নেহ-ভরে॥
এইরূপে শিক্ষাশেষে ভৃগু তপোধন।
প্রফুল্ল অন্তরে করে স্বস্থানে গমন॥
ভৃগুরাম শঙ্করের এই সম্ভাষণ।
যেই জন শোনে হয় বাঞ্ছার পূরণ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অমৃত মধুর।
যেই শোনে যেই পড়ে পাপ হয় দূর॥

গণেশখণ্ডে চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

পরশুরামের যুদ্ধযাত্রা ও স্বপ্নদর্শন।

মহাদেব-পাশে অস্ত্র লভি ভৃগুরাম।
অবশেষে কিভাবেতে পূরে মনস্কাম॥
নারায়ণে প্রশ্ন করে নারদ সুমতি।
বলে তবে নারায়ণ নারদ-সংহতি॥
ঘটে কি ইহার পরে শুন তপোধন।
পুষ্কর তীর্থেতে যায় ভার্গব তখন॥
শিবদত্ত কৃষ্ণমন্ত্র জপে অবিরাম।
কৃষ্ণচিন্তা করে সদা শ্রীপরশুরাম॥
একমাস ধরি লয় অনাহার-ব্রত।
হরির চরণ ধ্যান করে অবিরত॥
একদিন হেরিলেন ঋষির নন্দন।
গগন মাঝারে মূর্ত্তি অতি সুদর্শন॥
মৃদু হাস্য মুখে তার, অতি জ্যোতির্ম্ময়।
রত্নময় রথ মাঝে উপবিষ্ট রয়॥
হেরিয়া পরশুরাম বুঝিলা তখন।
কৃপা করি কৃপাময় দিলেন দর্শন॥
প্রণাম করিয়া কহে ব্রাহ্মণ-কুমার।
শুন শুন দীননাথ কৃপা-অবতার॥
কৃপা করি অভিলাষ পূরাও আমার।
ক্ষত্রিয় করিব ধ্বংস একবিংশবার॥
তব পদে ভক্তি দাও হরি দয়াময়।
তোমার কিঙ্কর কর সকল সময়॥
পরশুরামের কথা শুনি অতঃপর।
ভগবান্ সনাতন দিলা তারে বর॥
দক্ষিণাঙ্গ কাঁপে তার অতি ফুল্ল মন।
আপন ভবনে আসে ভৃগু তপোধন॥
গৃহে আসি নিদ্রাগত হইলা যখন।
করিলা পরশুরাম সুস্বপ্ন দর্শন॥
আনন্দের সীমা নাই কিবা কব আর।
সমস্ত বৃত্তান্ত সবে কহে বারংবার॥
নিজ শিষ্য পিতৃশিষ্য বান্ধব স্বজনে।
সকলেরে ডাকি আনে আপন ভবনে॥
বিস্তারিয়া কহিলেন সমস্ত ঘটনা।
সকলের সাথে করে বিবিধ মন্ত্রণা॥
তারপর একদিন হেরি শুভক্ষণ।
যুদ্ধের মানসে চলে ভার্গব তখন॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে হরিধ্বনি হয়।
মধুর দুন্দুভি-ধ্বনি শুনে সে সময়॥

সহসা আকাশ-মাঝে দৈববাণী হয়।
ওহে ভৃগুরাম তব হোক চিরজয়॥
হেরিলা পরশুরাম সুমঙ্গলকর।
কৃষ্ণসার মৃগ হস্তী পথের উপর॥
দ্বীপী রাজহংস শুক ময়ূর ঘোটক।
চক্রবাক শঙ্খচিল চকোর চটক॥
হেরিলা পরশুরাম সূর্য্যের মণ্ডল।
হেরে শঙ্খ সুবর্ণাদি মাণিক্য উজ্জ্বল॥
দধি লাজ শ্বেতধান্য নবীন পল্লব।
দুগ্ধ গব্য ঘৃত আদি হেরিলেন সব॥
এরূপে পরশুরাম চলে ধীরে ধীরে।
সন্ধ্যাকালে আসিলেন নর্ম্মদার তীরে॥
বটবৃক্ষ ছিল এক অতি মনোরম।
তার নীচে হেরে রাম সুন্দর আশ্রম॥
পূর্ব্বে শ্রীপুলস্ত্য ঋষি বহুকাল ধ'রে।
তপস্যা করিলা সেই আশ্রম-ভিতরে॥
বন্ধুগণ সহ সেথা শ্রীপরশুরাম।
পুষ্পময় শয্যা'পরে করিলা বিশ্রাম॥
নিশীথে পরশুরাম গভীর নিদ্রায়।
সুমধুর নানা স্বপ্ন হেরিলা সেথায়॥
প্রাতঃকালে উঠিলেন শ্রীপরশুরাম।
ভক্তিসহকারে করে শ্রীহরির নাম॥
নিশীথের স্বপ্নকথা করিয়া স্মরণ।
প্রফুল্ল হইল অতি ভৃগু তপোধন॥
মনে মনে ভাবে রাম আর নাহি ভয়।
কার্ত্তবীর্য্যে বধ আমি করিব নিশ্চয়॥

[illegible]

ষড়্‌ত্রিংশ অধ্যায়

কার্ত্তবীর্য্যের নিকট ভার্গবের দূত-প্রেরণ, [illegible]
[illegible] প্রতি কার্ত্তবীর্য্যের [illegible]
বৃত্তান্ত [illegible]।

এত শুনি বলে তবে ব্রহ্মার নন্দন।
অতঃপর কী ঘটিল বল নারায়ণ॥
তোমার কৃপায় প্রভু লভি কত জ্ঞান।
সে কারণে অনুরোধ করি ভগবান্॥
নারদের কাতরতা দেখি জনার্দ্দন।
নারদের প্রতি কহে সুমিষ্ট ভাষণ॥
উঠিয়া প্রত্যূষকালে ভৃগু তপোধন।
সন্ধ্যা আর বন্দনাদি করে সমাপন॥
বন্ধু সহ মন্ত্রণাদি করিয়া ত্বরায়।
কার্ত্তবীর্য্য-সমীপেতে দূতেরে পাঠায়॥
পরশুরামের দূত অতি শীঘ্র গিয়া।
হেরিল নৃপতি আছে সভায় বসিয়া॥
সিংহাসনে উপবিষ্ট ক্ষত্রিয় নৃপতি।
সম্বোধন করি দূত কহে তার প্রতি॥
শুন শুন মহারাজ, মোর নিবেদন।
মোরে শ্রীপরশুরাম করিলা প্রেরণ॥

এই কথা বলি দূত করিল প্রস্থান।
দূতের বচনে রাজার ব্যাকুল পরাণ॥
রাজার অন্তর কাঁপে ভযে থর থর।
যেদিকে তাকায দেখে বিপদ বিস্তর॥
শক্তিতে বাঁধিয়া বুক রাজা তারপরে।
আদেশিল সৈন্যদলে যাইতে সমরে॥
চতুরঙ্গ সাজে তার, যোদ্ধা সাজে কত।
তালে তালে বাদ্যভাণ্ড বাজে অবিরত॥
সৈন্যদল সাজিযাছে ঢাল-তরোয়ালে।
কার্ত্তবীর্য্য নরপতি সমরেতে চলে॥
কার্ত্তবীর্য্য-প্রিয়তমা মনোরমা সতী।
নিবারণ করে তারে, মনোদুঃখে অতি॥
কার্ত্তবীর্য্য কহে তারে শুন বরাননে।
জমদগ্নি-পুত্র সহ যাব আজ রণে॥
নর্ম্মদানদীর তীরে ঋষির নন্দন।
স্পর্দ্ধাসহ যুদ্ধে মোরে করে আবাহন॥
তাহারে ভবানীপতি শিব ভগবান্।
কৃষ্ণমন্ত্র কবচাদি করিয়াছে দান॥
শুন শুন প্রিয়তমে প্রতিজ্ঞা তাহার।
ক্ষত্রিয় করিবে ধ্বংস একবিংশ বার॥
শুনিয়া প্রতিজ্ঞা তার আন্দোলিত মন।
বাম অঙ্গ নৃত্য মোর করে অনুক্ষণ॥
হেরিযাছি স্বপ্ন আমি অমঙ্গলকর।
সেই কথা ভাবি মোর কাঁপিছে অন্তর॥
হেরিলাম সর্ব্ব-অঙ্গে লোহিত চন্দন।
জবাপুষ্প মালা গলে করেছি ধারণ॥
রক্তবস্ত্র পরিধানে কিবা শোভা তার।
লৌহ-অলঙ্কার দেহে শোভে অনিবার॥
অঙ্গার লইয়া আমি খেলি অনুক্ষণ।
করিযাছি গর্দ্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ॥
গগনমণ্ডলে নাহি সূর্য্য নিশাকর।
অন্ধকারে ঘেরিয়াছে বিশ্ব চরাচর॥
রক্তবস্ত্র-পরিহিতা অতি ভযঙ্কর।
বিধবা রমণী এক হাসে নিরন্তর॥
আলুথালু কেশপাশ ছিন্ন নাসা তার।
অট্ট অট্ট হাস্য করি করিছে চীৎকার॥
হেরিলাম শ্মশানেতে চিতার উপর।
ভস্ম-রাশি-পরিপূর্ণ মৃত কলেবর॥
ভস্মবৃষ্টি রক্তবৃষ্টি হয অনিবার।
চতুর্দ্দিকে রাশি রাশি ঝরিছে অঙ্গার॥
হেরিলাম পুনর্ব্বার লবণ-পাহাড়।
কপর্দ্দক রহিয়াছে অতি স্তূপাকার॥
স্থানে স্থানে চূর্ণরাশি তৈলের সাগর।
এইরূপ স্বপ্ন দেখি অমঙ্গলকর॥
হেরিলাম পুনর্ব্বার সূর্য্য নিশাকর।
খসিয়া পড়িছে যেন পৃথিবী উপর॥
হইতেছে উল্কাপাত হেরি অনুক্ষণ।
হইযাছে সূর্য্য আর চন্দ্রের গ্রহণ॥
ভীষণ পুরুষ এক বিকট-আকার।
উলঙ্গ হইযা আসে সম্মুখে আমার॥
হেরিলাম বালা এক অতি সুদর্শন।
মম গৃহ হ'তে যেন করে পলাযন॥
তারপর হেরিলাম হে প্রিয়ে তোমায়।
মম গৃহ হ'তে যেন লইছ বিদায॥
হেরিলাম বিপ্র আর সন্ন্যাসী সকল।
মোরে অভিশাপ দান করে অবিরল॥
স্বপ্নযোগে হেরিলাম আমি পুনর্ব্বার।
গৃধ্রগণ কাকগণ করিছে চীৎকার॥
বিবাদ করিছে হেরি কাক ও কুকুর।
স্থানে স্থানে পিণ্ডরাশি পতিত প্রচুর॥
হেরিলাম নিশাকালে কৃষ্ণবর্ণা নারী।
মোরে আলিঙ্গন তরে আসে তাড়াতাড়ি॥
নাপিত আসিযা করে মস্তক মুণ্ডন।
নিশাকালে স্বপ্নযোগে করিনু দর্শন॥
হেরিলাম চতুর্দ্দিকে উঠিয়াছে ঝড়।
কবন্ধেরা মহোল্লাসে ভ্রমে নিরন্তর॥
ভূতগণ করিতেছে অনল-উদগার।
অট্ট অট্ট হাসিতেছে সম্মুখে আমার॥

বারংবার হইতেছে বজ্রের পতন।
গৃহমাঝে করিতেছে শৃগাল রোদন॥
হেরিলাম স্বপ্নযোগে নগ্ন এক নর।
মস্তক রাখিয়া নিম্নে ভ্রমে নিরন্তর॥
আলুথালু কেশ তার বিকট আকার।
বিবস্ত্র হইয়া আসে সম্মুখে আমার॥
রাত্রিশেষে হেরিলাম স্বপ্ন ভয়ঙ্কর।
রাজ্য-অধিষ্ঠাতৃ-দেব কাঁদে নিরন্তর॥
অতি উচ্চৈঃস্বরে দেব করে হাহাকার।
শুনিতে শুনিতে নিদ্রা টুটিল আমার॥
হেরিলাম স্বপ্ন অতি অমঙ্গলকর।
ভার্গব আপনি আসে করিতে সমর॥
কি উপায় করি এবে কহ বরাননে।
উপদেশ দান কিছু কর সুলোচনে॥
শুনিয়া নৃপের কথা মনোরমা সতী।
হাহাকার করিলেন মনোদুঃখে অতি॥
তারপর ধীরে ধীরে নৃপতিরে কয়।
আমার বচন তুমি শুন মহাশয়॥
কুমার পরশুরাম অংশ শ্রীহরির।
জমদগ্নি-পুত্র তিনি অতিশয় বীর॥
জগৎ-সংহারকর্ত্তা দেব পঞ্চানন।
তাঁর শিষ্য হয় এই ঋষির নন্দন॥
ক্ষত্রিয় নিধন তরে প্রতিজ্ঞা তাহার।
তার সনে যুদ্ধ করি কে পারিবে আর॥
শুন শুন মহারাজ, বচন আমার।
যুদ্ধের বাসনা তুমি কর পরিহার॥
পাপাচার রাবণেরে করি পরাজয়।
আপনারে বলবান্ ভাব অতিশয়॥
ধর্ম্মরক্ষা কভু নাহি করে যেই জন।
কেহ তারে রক্ষা নাহি করে কদাচন॥
সে জন বিনষ্ট হয় পাপে আপনার।
কেহ না করিতে পারে তাহার উদ্ধার॥
অন্তর্য্যামী ভগবান্ হরি সনাতন।
শুভাশুভ কর্ম্ম সব করেন দর্শন॥

জলবিম্ব সম সব অনিত্য সংসারে।
স্বপ্নসম মিথ্যা সব কহিনু তোমারে॥
পুত্র ভার্য্যা পরিজন ঐশ্বর্য্য বিভব।
জলবুদ্বুদের প্রায় ক্ষণস্থায়ী সব॥
এ সংসার স্বপ্নসম করিয়া দর্শন।
ধর্ম্ম-চিন্তা করে সদা যত সাধুজন॥
দত্তাত্রেয়-মুনি-দত্ত জ্ঞান উপদেশ।
সকলি বিস্মৃত তুমি হইলে নৃপেশ॥
মৃগয়ার তরে যবে গিয়াছিলে বনে।
আশ্রয় লইলে তুমি মুনির ভবনে॥
মুনি তব সযতনে করায় ভোজন।
সেই মুনিবরে তুমি করিলে নিধন॥
যে জন আশ্রয় তব করিল প্রদান।
হত্যা কর তুমি সেই ব্রাহ্মণের প্রাণ॥
গুরু বিপ্র দেবগণে হত্যা যেই করে।
অভীষ্ট দেবতা তার নাহি রহে ঘরে॥
শুন শুন নৃপবর, মূঢ় তুমি অতি।
নিজ পাপে হবে তব অশেষ দুর্গতি॥
দত্তাত্রেয় মুনিবরে করহ স্মরণ।
ধ্যান কর ভক্তিভরে তাঁর শ্রীচরণ॥
পরশুরামের কাছে যাও শীঘ্র করি।
ক্ষমা ভিক্ষা কর তাঁর চরণেতে ধরি॥
বিপ্রগণ দেবগণ যদি তুষ্ট হয়।
ক্ষত্রিয় কুলের তবে নাহি কোন ভয়॥
ক্ষত্রিয় চাহিলে ক্ষমা বিপ্রের নিকটে।
ইহাতে কদাপি নাহি অপযশ রটে॥
পরশুরামের কাছে যাও মহারাজ।
পায়ে ধরি ক্ষমা ভিক্ষা কর তুমি আজ॥
আমার বচন রাখ ওগো প্রাণপতি।
আমার জীবনে তুমি একমাত্র গতি॥
রামের সকাশে তুমি অবিলম্বে যাও।
আমা মুখপানে প্রভু একবার চাও॥
অধর্ম্ম না হবে তব ব্রাহ্মণে আশ্রয়।
ক্ষত্রিয়ের পূজনীয় বিপ্র সদাশয়॥

ইহাতে তোমার কোন কুযশ না হবে।
সার্থক থাকিবে তব নাম এই ভবে॥
অবলার বাক্য প্রভু না কর লঙ্ঘন।
রাম সহ যুদ্ধ-ইচ্ছা করহ দমন॥
তোমার বিহনে মম কি হইবে গতি।
এতেক চিন্তিয়া কার্য্য সাধ মোর প্রতি॥
সমর বাসনা ত্যজি ভজ ভৃগুরাম।
জানিবে ইহাতে তব সিদ্ধ হবে কাম॥
এত বলি মনোরমা কাঁদিতে লাগিল।
আপনার মনে কত বিলাপ করিল॥
পুনরায় কহে সতী শুন প্রাণেশ্বর।
স্নান সমাপন তুমি করহ সত্বর॥
ইচ্ছামত দ্রব্য তোমা করাব ভোজন।
করিব শরীরে তব চন্দন-লেপন॥
অগুরু কুঙ্কুম দিয়া সাজাব তোমায়।
সজ্জিত করিব তোমা পুষ্পের মালায়॥
রত্নসিংহাসনে তুমি ব'স মহারাজ।
তোমার বদনপদ্ম হেরি আমি আজ॥
পতিব্রতা রমণীর পতিমাত্র সার।
পতি বিনা তাহাদের গতি নাহি আর॥
শুনিয়া রাজ্ঞীর কথা কহে নরপতি।
আমার বচন তুমি শুন শুন সতি॥
সুখ দুঃখ শোক ক্ষোভ আনন্দ ও ভয়।
কর্ম্ম-ভোগ-কালে সব উপস্থিত হয়॥
কালের অধীন হয় জীব নিরন্তর।
কালবশে চলে এই বিশ্ব-চরাচর॥
কালে লোকে রাজা হয়, কালে হয় দীন।
সমস্ত বিশ্বের জীব কালের অধীন॥
কালেতে সৃজন হয়, কালেতে সংহার।
কালই পালন করে এ বিশ্ব-সংসার॥
সনাতন কৃষ্ণ যিনি সর্ব্বশক্তিমান্।
কালের বিধানকর্ত্তা সেই ভগবান্॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আজ্ঞাধীন তাঁর।
জীবের অদৃষ্টদাতা তিনি অনিবার॥
তাঁর ইচ্ছাবলে হয় জনম মরণ।
তাঁহার ইচ্ছায় চলে এ তিন ভুবন॥
তাঁহার আজ্ঞায় চলে বায়ু নিরন্তর।
তাঁহার আজ্ঞায় তাপ দিতেছে ভাস্কর॥
তাঁর আজ্ঞা-বলে অগ্নি করিছে দাহন।
তাঁহার ইচ্ছায় কাল করিছে ভ্রমণ॥
তাঁহার ইচ্ছায় হয় পৃথিবী সৃজন।
তাঁহার ইচ্ছায় হয় জীবের নিধন॥
যাহার অদৃষ্টে তিনি লিখেছেন যাহা।
অবশ্য ফলিবে রোধ কে করিবে তাহা॥
মানুষের ইচ্ছামত কিছু নাহি হয়।
সকলি কৃষ্ণের ইচ্ছা জানিও নিশ্চয়॥
নারায়ণ-অংশ-জাত ভৃগু তপোধন।
ক্ষত্রিয় করিবে ধ্বংস করিয়াছে পণ॥
অবশ্য সফল হবে প্রতিজ্ঞা তাহার।
আঁটিবে তাহার কাছে হেন সাধ্য কার॥
তার কাছে যাই যদি ক্ষমা চাহিবারে।
কদাপি মার্জ্জনা নাহি করিবে আমারে॥
রাখিবে প্রতিজ্ঞা তার করিবে সে রণ।
বিশ্বের ক্ষত্রিয় যত করিবে নিধন॥
সতি তুমি ক্ষান্ত হও ভাবিও না আর।
কেন বা করিব বৃথা হীনতা স্বীকার॥
এই ধরাধামে যদি অপযশ হয়।
মৃত্যু শ্রেয়স্কর তবে জানিও নিশ্চয়॥
রাক্ষস নৃপতি বধি বীর খ্যাতি পাই।
ত্রিভুবনে আমা তুল্য অন্য বীর নাই॥
আমি যদি নাহি যাই আজি এ সমরে।
তবে মোর অপযশ রটিবে সংসারে॥
কাপুরুষ বলি লোকে করিবে প্রচার।
অগৌরব তাহে সতি হইবে আমার॥
বৃথা চিন্তা নাহি সতি করহ অন্তরে।
কর্ম্মফল কেহ নাহি পাবে খণ্ডিবারে॥
তুমি তো অবোধ নহ, কেন বৃথা ভয়।
কপালে লিখিত যাহা ঘটিবে নিশ্চয়॥

কার্ত্তবীর্য্য এই কথা বলি অতঃপর।
উদ্যোগী হইয়া চলে করিতে সমর॥
শত শত নরপতি সাথে সাথে যায়।
লক্ষ লক্ষ সৈন্য আদি চলিল ত্বরায়॥
অশ্ব হস্তী পদাতিক চলিল বিস্তর।
রণবাদ্য চতুর্দ্দিকে বাজে নিরন্তর॥
যোদ্ধার বেশেতে হেরি পতিরে তখন।
মনোরমা সাধ্বী সতী করিল রোদন॥
কোথায় চলিলে নাথ ত্যজিয়ে আমায়।
তোমার বিহনে দাসী রহিবে কোথায়॥
এত বলি নৃপতিরে করি আকর্ষণ।
কেলিগৃহপানে রাণী করিল গমন॥
সেথায় পতিরে বক্ষে রাখিয়া তাহার।
চুম্বন করিল রাণী তারে বার বার॥

গণেশখণ্ডে ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● সপ্তবিংশ অধ্যায়

মনোরমার পরলোকপ্রাপ্তি, ভার্গব-কার্ত্তবীর্য্য-সংবাদ, মৎস্যরাজ ও পরশুরামের যুদ্ধ-বর্ণন।

নারায়ণ কহিলেন, ওহে তপোধন।
তারপর কি ঘটিল শুন বিবরণ॥
কার্ত্তবীর্য্য-প্রিয়তমা মনোরমা সতী।
পতিরে বক্ষেতে রাখে মনোদুঃখে অতি॥
পুত্র আর জ্ঞাতিবর্গে করি আনয়ন।
শ্রীহরির পাদপদ্ম করিল স্মরণ॥
তারপরে পতিশোকে করিয়া রোদন।
ষট্‌চক্র ভেদ করে যোগেতে তখন॥
প্রাণবায়ু মস্তকেতে আনি অতঃপর।
শ্রীহরিরে স্মরি দেবী ত্যজে কলেবর॥
মৃত্যুকালে নাহি পারে পতি ছাড়িবারে।
মুহুর্মুহুঃ আলিঙ্গন করে সতী তারে॥
সেই ভাবে থাকি সতী ত্যজে দেহ তার।
তাহা দেখি নরপতি করে হাহাকার॥
পত্নীরে নিজের বক্ষে করিয়া ধারণ।
কার্ত্তবীর্য্য সকাতরে কহিলা তখন॥
উঠ উঠ প্রাণেশ্বরী করি অঙ্গীকার।
রণস্থলে কভু আমি নাহি যাব আর॥
শুন শুন মনোরমে আমার বচন।
পরশুরামের সহ না করিব রণ॥
চল চল সুলোচনে করিব বিহার।
তব সনে জলক্রীড়া করিব আবার॥
শুন শুন মনোরমে শুন বরাননে।
বিহার করিব চল চন্দনের বনে॥
মলয় পর্ব্বতে চল করিব রমণ।
নধর অধরে তব করিব চুম্বন॥
অগুরু-চন্দনে শোভে মোর কলেবর।
নয়ন মেলিয়া হের রূপ মনোহর॥
মধুর বচন প্রিয়ে কহ পুনর্ব্বার।
তোমার বিহনে হেরি সকলি আঁধার॥
বিলাপ করিল কত অর্জ্জুন রাজন্।
কিছুতে না হয় তার শোকাশ্রু মোচন॥
অবিরল বহে চক্ষে অশ্রুবারিধার।
বলে কাল, কি করিলি ওরে দুরাচার॥
ওরে যম, তোর কিরে নাহি দয়া মনে।
নিশ্চয় পরাণ তোর গঠিত পাষাণে॥
নাশিলি সতীরে তুই বল কি কারণ।
পাইলি কোথায় বল দোষ আচরণ॥
এরূপ বিলাপ মনে করিল রাজন্।
সহসা আকাশবাণী হইল তখন॥
স্থির হও মহারাজ কেন কর শোক।
অনর্থক ক্লিষ্ট হয় যত মূঢ় লোক॥
দত্তাত্রেয়-শিষ্য তুমি জ্ঞানীর প্রধান।
এ সংসার হের জলবিম্বের সমান॥
তব পত্নী মনোরমা সাধ্বী অতিশয়।
কমলার অংশজাতা নাহিক সংশয়॥

গিয়াছেন মনোরমা লক্ষ্মীর ভবনে।
তার লাগি বৃথা দুঃখ করিও না মনে॥
শীঘ্র করি যাও তুমি করিতে সমর।
বৈকুণ্ঠধামেতে যাবে মরণের পর॥
শুনিয়া আকাশবাণী নৃপতি তখন।
চন্দন-কাষ্ঠেতে করে চিতা বিরচন॥
পুত্রগণ হুতাশনে করিলে সংস্কার।
কার্ত্তবীর্য্য করিলেন পত্নীর সৎকার॥
তারপর নরপতি অতি হৃষ্ট মনে।
ধন বস্ত্র দান করে যত বিপ্রগণে॥
সমারোহে শ্রাদ্ধ আদি করে সমাপন।
শত শত বিপ্র আসি করিল ভোজন॥
ধনাগারে নৃপতির ধন যত ছিল।
ব্রাহ্মণগণেরে রাজা সব বিতরিল॥
তারপর কার্ত্তবীর্য্য সাজি রণ-সাজে।
সৈন্যসহ চলিলেন রণক্ষেত্র-মাঝে॥
পথে নৃপ দেখে দৃশ্য অমঙ্গলকর।
হেরিয়া সে সব দৃশ্য কাঁপিল অন্তর॥
উলঙ্গিনী নারী এক করিল দর্শন।
মুক্তকেশী ছিন্ননাসা করিছে ক্রন্দন॥
হেরিল নৃপতিবর পথের মাঝার।
সর্পজীবী কুম্ভকার আর তৈলকার॥
চিতা-ভস্ম সর্প গোধা পিণ্ড ও মোটক।
শূদ্রের পাচক আর শূদ্রের যাজক॥
শূন্য-কুম্ভ ভগ্ন-কুম্ভ তৈল ও লবণ।
এই সব পথে রাজা করিল দর্শন॥
দক্ষিণে শৃগাল ডাকে অমঙ্গলকর।
গৃধ্র শ্যেন বায়সাদি হেরিল বিস্তর॥
নৃপতির বাম অঙ্গ কাঁপে অনিবার।
ভয়ে ব্যাকুলিত প্রাণ হইল তাহার॥
তথাপি সাহসে ভর করিয়া নৃপতি।
সৈন্য সহ রণক্ষেত্রে চলে শীঘ্রগতি॥
হেরিযা পরশুরামে সম্মুখে তাহার।
ভক্তিভরে তাঁরে রাজা করে নমস্কার॥

আশীর্ব্বাদ করে তারে ভার্গব সুজন।
বৈকুণ্ঠে তোমার গতি হইবে রাজন্॥
সহসা দুন্দুভিধ্বনি হইল তখন।
কার্ত্তবীর্য্য করিলেন রথে আরোহণ॥
নৃপতিরে ডাকি কহে ঋষির কুমার।
শুন শুন মহারাজ বচন আমার॥
চন্দ্রবংশজাত তুমি ক্ষত্র নরপতি।
তোমার হইল কেন এ হেন দুর্ম্মতি॥
বিষ্ণু-অংশভূত তুমি জ্ঞানীর প্রধান।
দত্তাত্রেয়-শিষ্য তুমি অতীব বিদ্বান্॥
কামধেনু-লোভে বিপ্রে করিলে নিধন।
এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল রাজন্॥
ব্রাহ্মণের সাধ্বী পত্নী অতি ক্ষুণ্ণ মনে।
স্বামি-শোকে সহমৃতা হয পতি সনে॥
কহ রাজা কেন তব হইল দুর্ম্মতি।
বিনাশ করিলে তুমি ব্রাহ্মণ-দম্পতি॥
পদ্মপত্রস্থিত জল তুল্য এ সংসার।
অবশিষ্ট থাকে শুধু কীর্ত্তি সবাকার॥
যে ধেনুর লাগি কর বিপ্রেরে নিধন।
সেই ধেনু কোথা আজ করিল গমন॥
বিদ্বান্ নৃপতি হ'যে করিলে যে কাজ।
সমুচিত ফল তার পাবে মহারাজ॥
বনের মাঝারে তুমি ছিলে অনশনে।
তোমারে খাওয়ায বিপ্র আপন ভবনে॥
তার উপযুক্ত ফল তুমি তারে দিলে।
কামধেনু-লোভে তাঁরে নিধন করিলে॥
বার্দ্ধক্যেতে উপনীত তোমার বয়স।
অর্জ্জন করিলে কেন এই অপযশ॥
তোমার সমান দাতা নাহি ভূমণ্ডলে।
ধার্ম্মিক যশস্বী বলি খ্যাত ধরাতলে॥
পণ্ডিতপ্রবর তুমি জ্ঞানী অতিশয।
এরূপ অযশ তব উচিত না হয॥
কটুবাক্য নাহি কয সাধু ব্যক্তিগণ।
তব প্রতি কটুবাক্য না বলি রাজন্॥

বহু নরপতি আজ হেথা বিদ্যমান।
সবার সম্মুখে কর উত্তর প্রদান॥
কেন বা করিলে তুমি ঘৃণিত এ কাজ।
সকলেব সম্মুখেতে কহ মহারাজ॥
শুনিযা রামের মুখে এ হেন বচন।
ধীরে ধীরে কার্ত্তবীর্য্য কহিল তখন॥
শুন রাম গুণধাম কিবা কব আর।
হরি-অংশজাত তুমি সন্দেহ কি তার॥
হরিভক্ত জিতেন্দ্রিয তুমি ধর্ম্মপ্রাণ।
এ জগতে কেবা আছে তোমার সমান॥
দ্বিজকুলে জন্ম যার বিপ্রের নন্দন।
তাহার কর্ত্তব্য সদা স্বধর্ম্ম-পালন॥
ব্রহ্ম-চিন্তা করে যেই ভক্তি-সহকারে।
ব্রাহ্মণ বলিযা সেই উক্ত এ সংসারে॥
সংযত বচন যার মৌনভাবে রয।
মুনি বলি সেই জন সুবিদিত হয়॥
সুবর্ণ ও লোষ্ট্রে যাঁর রয় সমজ্ঞান।
অরণ্য ও গৃহ যিনি দেখেন সমান॥
সমজ্ঞান রহে যাঁব পঙ্কে ও চন্দনে।
যোগী বলি সেইজন বিদিত ভুবনে॥
সর্ব্বজীবে বিষ্ণু যিনি করেন দর্শন।
প্রকৃত সেজন হয হবিপবাযণ॥
তপস্যাই কামধেনু ব্রাহ্মণ সবার।
তপস্যাই একমাত্র জীবনের সার॥
ঐশ্বর্য্যাতে মত্ত হয ক্ষত্রিয সকল।
ব্যবসা বাণিজ্য করে বৈশ্যদের দল॥
ব্রাহ্মণ-সেবায রত শূদ্রগণ যত।
শাস্ত্রেব বচন ইহা বেদের সম্মত॥
তপস্যায ইচ্ছা যদি ক্ষত্রিযেরা করে।
নিন্দিত হইবে তারা পৃথিবী-ভিতরে॥
বিবাদের ইচ্ছা যদি ব্রাহ্মণেব হয।
অতি নিন্দা হবে তার নাহিক সংশয॥
রাজসিক ভাবে যেই নিজ কর্ম্ম করে।
রাজা বলি খ্যাত সেই সংসার-ভিতরে॥
অনুরাগী ক্ষত্র আমি কামধেনু চাই।
ক্ষত্রিয রাজার এতে কোন দোষ নাই॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ইহা অধর্ম্ম কে কয।
রাজার উচিত কর্ম্ম করি মহাশয়॥
কিন্তু আমি হেরিলাম কাণ্ড বিপরীত।
যুদ্ধ ভোগে বাঞ্ছা নহে মুনির উচিত॥
তব পিতা জমদগ্নি মুনি মহাশয়।
কামধেনু ভোগে তার বাঞ্ছা কেন রয়॥
আরও বিচিত্র হেরি তব আচরণ।
হেথায আসিলে তুমি করিবারে রণ॥
শুনিযাছি ভযঙ্কর প্রতিজ্ঞা তোমার।
ক্ষত্রিয করিবে ধ্বংস একবিংশবার॥
সমরে আসিলে যদি বিপ্রের নন্দন।
তব বধে পাপ নাহি হবে কদাচন॥
তব পিতা জমদগ্নি ঘোরতর রণে।
নিধন করেছে যত নরপতিগণে॥
তাহাদের পুত্র সব মৃত্যু করি পণ।
আসিযাছে তব সনে করিবারে রণ॥
তোমার প্রতিজ্ঞা আজ করহ পালন।
যদি পার ক্ষত্রকুল করহ নিধন॥
যুদ্ধ ক্ষত্রিযের ধর্ম্ম জানিও নিশ্চয়।
যুদ্ধে মৃত্যু কোনকালে নিন্দনীয নয়॥
ব্রাহ্মণের যুদ্ধ করা বিড়ম্বনা সার।
বেদের সম্মত নহে জানি অনিবার॥
ব্রাহ্মণের কার্য্য সদা শান্তি স্বস্ত্যযন।
যুদ্ধ নাহি করে কভু ব্রাহ্মণ-নন্দন॥
ক্ষত্রিযের যুদ্ধ বল বাণিজ্য বৈশ্যের।
ভিক্ষা মাত্র বল হয ভিক্ষুকগণের॥
শূদ্রদের বল সদা ব্রাহ্মণ সেবনে।
বৈষ্ণবের বল সদা হরির পূজনে॥
খলদের হিংসা বল নারীর যৌবন।
শিশুর রোদন বল জানি অনুক্ষণ॥
বেশ্যাদেব বল হয বেশের বিন্যাসে।
জন্তুদের বল সদা হিংসা অভিলাষে॥

পতি-সেবা বল হয় সাধ্বী রমণীর।
গুণীদের গুণ বল জানি তাহা স্থির॥
ব্রাহ্মণের বল হয় শান্তি নিরন্তর।
যুদ্ধ তরে হেরি তব অশান্ত অন্তর॥
হেরি নাই কভু ইহা, শুনি নাই আর।
যুদ্ধ তরে সমুদ্যত ব্রাহ্মণ-কুমার॥
শুনিয়া নৃপের বাণী রাম ঋষিবর।
মহারোষে পরিপূর্ণ হইল অন্তর॥
হৃদয়েতে পিতৃশোক জাগিয়া উঠিল।
রোষভরে থর থর কাঁপিতে লাগিল॥
ভৃগুরাম ডাক ছাড়ে অতি ঘনে ঘন।
ধনুকেতে গুণ তবে করেন যোজন॥
আকর্ণ টানিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার।
সুগম্ভীর শব্দ কানে লাগে চমৎকার॥
প্রথমে সমরে আসে মৎস্য-অধিপতি।
মুনিসৈন্য বাণ মারে নৃপতির প্রতি॥
মহাবল নরপতি সংগ্রামে অটল।
পশ্চাতে তাহার চলে চতুরঙ্গ দল॥
সুযোগ বুঝিয়া সবে তীক্ষ্ণ অস্ত্র হানে।
মৎস্য নৃপতির দেহ জর্জ্জরিত বাণে॥
কাটিল সারথি আর ধনু কাটে তার।
দিব্য অস্ত্রে ধনু রথ করে ছারখার॥
নৃপতিরে অস্ত্রহীন হেরিয়া তখন।
মহেশের শূল হাতে ধায় মুনিগণ॥
সহসা আকাশবাণী হইল তখন।
অমোঘ শিবের শূল না কর ক্ষেপণ॥
শিবের কবচ আছে মৎস্যরাজ-গলে।
কবচ প্রার্থনা কর তোমরা সকলে॥
তারপর শিবশূল করিধা ক্ষেপণ।
মৎস্য নৃপতিরে সবে করহ নিধন॥
জমদগ্নি-পুত্র ছিল শৃঙ্গী নাম তার।
ধারণ করিল সেই সন্ন্যাসী-আকার॥
তারপর মৎস্যরাজ-সমীপেতে গিয়া।
শিবের কবচ সেই আনিল চাহিয়া॥
অতঃপর শিবশূল করি নিক্ষেপণ।
মৎস্য নৃপতিরে সবে করিল নিধন॥

গণেশখণ্ডে সপ্তবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশতি অধ্যায়

সুচন্দ্র রাজার সহিত পরশুরামের যুদ্ধ, যুদ্ধস্থলে ভদ্রকালীর গমন, পরশুরাম কর্ত্তৃক ভদ্রকালীর স্তব এবং সুচন্দ্র বধ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
সমরেতে মৎস্যরাজ হইল নিধন॥
কার্ত্তবীর্য্য রাজা ডাকি অন্য নৃপগণে।
শত শত সৈন্য সহ পাঠালেন রণে॥
বৃহদ্বল সোমদত্ত মিথিলা-ঈশ্বর।
সকলে মিলিয়া চলে করিতে সমর॥
ভীষণ ধনুক হাতে করিল টঙ্কার।
ঘন ঘন লাফ ঝাঁপ করে হুহুঙ্কার॥
ঘন ঘন রাম প্রতি তীর বরিষণ।
শত শত তীর রাম করেন ছেদন॥
তারপর আরম্ভিল ঘোরতর রণ।
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অস্ত্র হানে ঋষির নন্দন॥
অগ্নিশিখা-তুল্য তেজী শ্রীপরশুরাম।
পিনাক ধারণ করি যুঝে অবিরাম॥
কত শত সৈন্য বাণে পড়িতে লাগিল।
কত শত রথ-রথী নিহত হইল॥
কত হস্তী কত সাদী কত শত হয়।
সংগ্রামে পড়িল তার কে করে নির্ণয়॥
কত যে কবন্ধ পড়ে সংগ্রামের মাঝে।
যুদ্ধ সহ রণবাদ্য তালে তালে বাজে॥
লক্ষ লক্ষ সৈন্য মরে ভয়ঙ্কর রণে।
সংহার করিল রাম ক্ষত্র নৃপগণে॥
কান্যকুব্জ নরপতি সৌরাষ্ট্র নৃপতি।
মহারাষ্ট্র অধিপতি বঙ্গীয় ভূপতি॥

কলিঙ্গের অধীশ্বর গুর্জ্জর রাজন্।
সংহার করিল সব ঋষির নন্দন॥
ভীমবেগে ধায় যত মুনি-সেনাদল।
মুহুর্মুহুঃ সিংহনাদ করে অবিরল॥
নৃপতির সেনাদল না হেরি উপায়।
অবশিষ্ট যারা ছিল ভয়েতে পলায়॥
তখন আসিল যুদ্ধে সুচন্দ্র নৃপতি।
অতিশয় বলবান্ রণে দক্ষ অতি॥
তার সহ যুদ্ধ করে ভার্গব তখন।
দুই পক্ষে আরম্ভিল ঘোরতর রণ॥
নাগ-অস্ত্র মারে রাম সুচন্দ্রের প্রতি।
গরুড়াস্ত্র দিয়া তাহা কাটিল নৃপতি॥
শতসূর্য্যসম দীপ্ত অস্ত্র নারায়ণ।
নৃপেরে হানিল তাহা ঋষির নন্দন॥
নারায়ণ-অস্ত্র হেরি সুচন্দ্র নৃপতি।
রথ হ'তে নামিলেন অতি শীঘ্রগতি॥
তারপর নিজ অস্ত্র করি পরিহার।
নারায়ণে স্তবস্তুতি করে অনিবার॥
নারায়ণ-অস্ত্র তবে সুচন্দ্রেরে ছাড়ি।
নারায়ণ সমীপেতে যায় তাড়াতাড়ি॥
তখন পরশুরাম অতি ক্রোধভরে।
নিক্ষেপ করিল গদা কুপিত অন্তরে॥
হানিল পট্টিশ শক্তি পরশু মুষল।
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অস্ত্র আদি হানে অবিরল॥
শিবদত্ত ভয়ঙ্কর শূল ল'য়ে করে।
নিক্ষেপ করিল রাম অতি ক্রোধভরে॥
সুচন্দ্র নৃপতি সব কাটিল হেলায়।
ভাবিয়া না পায় রাম কি করে উপায়॥
হেনকালে সম্মুখেতে ঋষির নন্দন।
ভদ্রকালী জননীরে করিল দর্শন॥
বিকটরূপিণী দেবী করাল বদনা।
মুক্তকেশী ত্রিলোচনী ভীষণ দর্শনা॥
অরুণ-লোচনা দেবী সুদীর্ঘ রসনা।
শবোপরি নৃত্য করি ভ্রূকুটি বদনা॥
ভুজঙ্গ ভূষিত অঙ্গ ভীম দরশন।
করেতে শাণিত অসি লোহিত বরণ॥
সুচন্দ্রের রথে থাকি জগৎজননী।
নৃপতিরে রক্ষা তিনি করেন আপনি॥
হেরিয়া মাতারে সেথা ব্রাহ্মণ-কুমার।
অস্ত্র পরিহার করি করে নমস্কার॥
কহিলা পরশুরাম ভক্তি-সহকারে।
তুমি মাতা জগদ্ধাত্রী প্রণমি তোমারে॥
দুর্গতিনাশিনী তুমি ভুবন-ঈশ্বরী।
শঙ্করের প্রিয়া তুমি নমস্কার করি॥
জগৎজননী তুমি করি নমস্কার।
কৃপা করি মনস্কাম পূরাও আমার॥
তুমি দেবী জগদ্ধাত্রী জগৎপালিনী।
অসুর-নাশিনী মাতঃ জগৎজননী॥
কৃপাময়ী জগন্ময়ী তুমি মহামায়া।
তুমি গঙ্গা তুমি জয়া তুমিই বিজয়া॥
পরমা প্রকৃতি দেবী তুমি সারাৎসারা।
বিশ্বের আরাধ্যা মাতা ওগো পরাৎপরা॥
বিমুখ হইলে তুমি কে করে রক্ষণ।
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ॥
তোমার সেবক আমি ওগো মা শঙ্করী।
প্রসীদ প্রসীদ দেবী মাতা বিশ্বেশ্বরী॥
তোমার চরণে মাতা লইনু শরণ।
তব নামে হয় মাগো বিঘ্নের নাশন॥
অজিতা অপরাজিতা তুমি কাত্যায়নী।
তুমি উমা তুমি ধূমা ভবানী ঈশানী॥
কৃপা কর কৃপাময়ী হইয়া সদয়।
রক্ষা কর মাগো তব অধম তনয়॥
আমি তব ভক্ত মাগো কি কহিব আর।
পরিপূর্ণ কর তুমি প্রতিজ্ঞা আমার॥
শিবলোকে তুমি আর দেব মহেশ্বর।
দুইজনে স্নেহ-ভরে দিয়াছিলে বর॥
সে বর সফল কর মাগো দয়াময়ী।
মনস্কাম পূর্ণ কর, কর রণজয়ী॥

পরশুরামের কথা করিয়া শ্রবণ।
ভয় নাই বলি দেবী অন্তর্হিতা হন॥
সহসা শ্রীব্রহ্মাদেব করি আগমন।
রামেরে কহিলা কথা অতি সুগোপন॥
শুন শুন কহি তোমা ঋষির নন্দন।
সুচন্দ্রে কেমনে তুমি করিবে নিধন॥
একদা দুর্ব্বাসা মুনি অতি স্নেহ-ভরে।
দশাক্ষরী মহাবিদ্যা নৃপে দান করে॥
ভদ্রকালী কবচাদি করে তারে দান।
সুচন্দ্রের গলে তাহা আছে বর্ত্তমান॥
যতদিন সে কবচ গলে তার রবে।
ততদিন নৃপতি না পরাজিত হবে॥
ভিক্ষুকের বেশে যাও ভৃগু তপোধন।
কবচ তাহার কাছে করহ প্রার্থন॥
ধার্ম্মিক সুচন্দ্র রাজা দাতা অতিশয়।
কবচ প্রদান তোমা করিবে নিশ্চয়॥
তখন পরশুরাম সন্ন্যাসীর বেশে।
কবচ প্রার্থনা করে নৃপ-কাছে এসে॥
কবচ প্রদান করে সুচন্দ্র রাজন্।
অমোঘাস্ত্র পাইলেন ভার্গব তখন॥
মণিহারা ফণী যেন সুচন্দ্র নৃপতি।
ঘন ঘন বাণ মারে রাম তার প্রতি॥
দুইজনে শরযুদ্ধ বাধে ঘোরতর।
সবশেষে শূল অস্ত্র ছাড়ে ঋষিবর॥
সুচন্দ্রের বক্ষে সেই শূল আসি পড়ে।
অবিরত রক্তধারা বহে তীর ধারে॥
পড়িল ভূমির 'পরে সুচন্দ্র রাজন্।
ঋষি হস্তে নরপতি হইল নিধন॥
বৈবর্ত্ত-পুরাণে আছে বর্ণনা ইহার।
যে শুনিবে পাপ হৈতে পাইবে উদ্ধার॥

গণেশখণ্ডে অষ্টাবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

● ঊনত্রিংশ অধ্যায়

পুষ্করাক্ষের সহিত পরশুরামের যুদ্ধ-বর্ণন।

নারায়ণ কহিলেন, শুন হে ব্রাহ্মণ।
এইরূপে সুচন্দ্রের হইল পতন॥
সুচন্দ্রের পুত্র ছিল পুষ্করাক্ষ নাম।
মহালক্ষ্মী-উপাসক অতি গুণধাম॥
সূর্য্যের সমান তেজী সুচন্দ্র-নন্দন।
সৈন্যগণ সহ আসে করিবারে রণ॥
লক্ষ্মীর কবচ তার গলে বিদ্যমান।
ত্রিলোক-বিজয়ী রাজা বীরের প্রধান॥
পুনরায় আরম্ভিল ভয়ঙ্কর রণ।
অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপিল মুনি-সেনাগণ॥
অনায়াসে কাটি তাহা পুষ্করাক্ষ বীর।
বাণে বাণে সকলেরে করিল অস্থির॥
দুই পক্ষে চলে রণ অতি ভয়ঙ্কর।
অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনৎকার উঠে নিরন্তর॥
কাটিল রাজার রথ মুনি-সৈন্যগণ।
তিন লক্ষ সেনা তার করিল নিধন॥
তারপর শিবদত্ত শূল ল'যে করে।
হুঙ্কার ছাড়িয়া তাহা হানে নৃপবরে॥
নৃপতির গলদেশে সেই শূল যায়।
পরিণত হ'ল তাহা পদ্মের মালায়॥
ক্রোধে জ্ঞানহারা হ'যে ব্রাহ্মণ সকল।
গদা শক্তি মুদ্গরাদি হানে অবিরল॥
সেই সব অস্ত্র যত বিচূর্ণিত হয়।
হেরিয়া মুনির দলে জাগিল বিস্ময়॥
ঘোরতর রণ করে নৃপতি তখন।
নিবারিতে নাহি পারে মুনি-সেনাগণ॥
তখন পরশুরাম অতি-ক্রোধ-ভরে।
সিংহনাদ করি ঘন আসিল সমরে॥
বিশাল কুঠার তুলি ভার্গব-সুজন।
মহাবলে নৃপতিরে করিল ক্ষেপণ॥

রাজার কিরীট ছেদ করিয়া কুঠার।
পতিত হইল পরে ভূমির মাঝার॥
শিবদত্ত শূল ল'য়ে ঋষির কুমার।
নৃপতির প্রতি ক্রোধে হানিল আবার॥
কুণ্ডল ছেদন করি সে শূল তখন।
মহেশের সমীপেতে করিল গমন॥
হেরিয়া পরশুরামে সুচন্দ্র-কুমার।
বাণে বাণে চতুর্দ্দিক্ করে অন্ধকার॥
ভৃগুরাম সেই বাণ কাটিল হেলায়।
নৃপতির প্রতি অস্ত্র ছাড়ে পুনরায়॥
শক্তিমান্ ভৃগুরাম যত অস্ত্র ছাড়ে।
বিপরীত অস্ত্রে তাহা নৃপতি নিবারে॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র ছাড়িলেন ভার্গব তখন।
সেই অস্ত্র নরপতি করে নিবারণ॥
সব অস্ত্র ব্যর্থ হেরি ঋষির কুমার।
পাশুপত অস্ত্র হাতে লইল আবার॥
তখন শ্রীভগবান্ হরি নারায়ণ।
ব্রাহ্মণের বেশে সেথা করে আগমন॥
আসিয়া ভার্গবে কহে, শুন তপোধন।
পাশুপত অস্ত্র হান কিসের কারণ॥
সামান্য মানবরাজে নিধনের তরে।
পাশুপত অস্ত্র তুমি লইয়াছ করে॥
পাশুপত অস্ত্র যদি করহ ক্ষেপণ।
অবিলম্বে ভস্মীভূত হইবে ভুবন॥
পাশুপত অস্ত্র আর চক্র সুদর্শন।
সকল অস্ত্রের সার শুন তপোধন॥
ইহাদেরে নিবারিতে কেহ নাহি পারে।
গোপনীয় কথা শুন কহিব তোমারে॥
পুষ্করাক্ষ মহাবীর এ ভুবন-মাঝে।
লক্ষ্মীর কবচ সদা তার কণ্ঠে রাজে॥
যতক্ষণ সে কবচ করিবে ধারণ।
তারে পরাজিতে নাহি পারে কোন জন॥
বিপ্রমুখে হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভৃগুরাম কহিলেন, শুন হে ব্রাহ্মণ॥
ছদ্মবেশধারী তুমি হও কোনজন।
আপনার পরিচয় দেহ মহাত্মন্॥
পরশুরামের বাক্যে হইযা সদয।
আমি বিষ্ণু বলি বিপ্র দেন পরিচয॥
পরিচয় পেযে তবে রাম মুনিবর।
স্তবস্তুতি করিলেন যুড়ি দুই কর॥
দযা করি বল প্রভু হয়েছি অধীর।
কেমনে বধিব আমি পুষ্করাক্ষ বীর॥
প্রবল ক্ষত্রিয়-পুত্র আঁটিতে না পারি।
যদি না উপায় কর পাশুপত মারি॥
বিষ্ণু তাঁরে আশ্বাসিযা করি আশীর্ব্বাদ।
বলিলেন পূরাইব তব মনোসাধ॥
শুন শুন ভৃগুরাম তার কাছে গিযা।
লক্ষ্মীর কবচ আমি আনিব চাহিযা॥
ইহা বলি ছদ্মবেশ করিযা ধারণ।
পুষ্কর নৃপতি কাছে করিল গমন॥
সুচন্দ্রের পুত্র রাজা দানে মহাবীর।
জ্ঞানে গরিমায তিনি অতীব সুধীর॥
বিপ্রবেশে বিষ্ণু সেথা যাইযা ত্বরায়।
লক্ষ্মীর কবচখানি তার কাছে চায॥
পুষ্করাক্ষ নরপতি হরিষ অন্তরে।
কবচ করিল দান বিপ্রে অকাতরে॥
কবচ গ্রহণ করি বিষ্ণু সনাতন।
অতি শীঘ্র বৈকুণ্ঠেতে করিলা গমন॥
অতঃপর ভৃগুরাম পুষ্করের সনে।
অবিলম্বে পুনরায় মাতে মহারণে॥
ঘন ঘন অস্ত্রবাণে করিয়া জর্জ্জর।
ভৃগুরাম পুষ্করাক্ষে বধিল সত্বর॥

গণেশখণ্ডে ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● ত্রিংশ অধ্যায়

কার্ত্তবীর্য্যসহ পরশুরামের যুদ্ধে মহাদেব কর্ত্তৃক
কার্ত্তবীর্য্যের নিকটে ছলপূর্ব্বক কবচগ্রহণ,
রাজা ও পরশুরামের কথোপকথন,
কার্ত্তবীর্য্যের পরলোকগমন এবং
ব্রহ্মা-ভার্গব সংবাদ।

যুদ্ধে যবে পুষ্করাক্ষ হইল নিধন।
কার্ত্তবীর্য্য রাজা আসে করিবারে রণ॥
লক্ষ লক্ষ সৈন্য আদি সাথে আসে তার।
রথেতে বসিলা রাজা অতি চমৎকার॥
হেরিলা পরশুরাম রণক্ষেত্র-মাঝে।
নৃপতি-বেষ্টিত হয়ে কার্ত্তবীর্য্য রাজে॥
মস্তকেতে রত্নছত্র কিবা শোভা তার।
সর্ব্ব-অঙ্গে বিভূষিত রত্ন-অলঙ্কার॥
চন্দন-চর্চ্চিত দেহ সহাস্য বদন।
মনোহর কান্তি তার অতি সুশোভন॥
হেরিয়া মুনিরে রাজা করে নমস্কার।
মুনি আশীর্ব্বাদ তারে করে বার বার॥
আরম্ভ হইল যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর।
দুই পক্ষ অবিরাম বাণেতে জর্জ্জর॥
মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য অতি দক্ষ রণে।
মুহুর্মুহুঃ বাণ মারে মুনি-সেনাগণে॥
কার্ত্তবীর্য্য আরম্ভিল ঘোরতর রণ।
পলায়ন করে সব মুনি-সেনাগণ॥
বাণে বাণে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার হয়।
বিপদে পড়িল ঋষিপুত্র অতিশয়॥
দেখিতে না পায় কিছু উপায় কি করে।
অগ্নিবাণ ল'য়ে মুনি মারিল সত্বরে॥
চতুর্দ্দিক্ অগ্নিময় হইল তখন।
নরপতি বরুণাস্ত্র করিল ক্ষেপণ॥
অঝোর ধারায় বৃষ্টি বরিষণ হ'ল।
শীতল ধারায় সেই অনল নিভিল॥
হানিল গন্ধর্ব্ব-বাণ ঋষির নন্দন।
বায়ব্যাস্ত্র বাণ রাজা নিক্ষেপে তখন॥
বায়ুর চাপেতে সেই বাণ বেগে ধায়।
আকাশের কোলে গিয়া ত্বরিতে মিশায়॥
নাগ-অস্ত্র মারে রাম অতি ভয়ঙ্কর।
গরুড়াস্ত্রে নরপতি কাটিল সত্বর॥
নাগদল পক্ষীরাজে যেমনি দেখিল।
ভয়েতে অমনি সব কোথা লুকাইল॥
ক্রোধেতে পরশুরাম পাশুপত ধরি।
শরাসনে যুড়িলেন মন্ত্রপূত করি॥
ভীষণ গর্জ্জন উঠে আকাশ ভেদিয়া।
মনে হয় সপ্ত স্বর্গ পড়িল ভাঙ্গিয়া॥
স্বর্গ হৈতে দেবগণ ব্যাকুল নয়নে।
দেখে কিবা কাণ্ড হয় ঘোরতর রণে॥
মন্ত্র পড়ি যথাবিধি ভৃগুর নন্দন।
রাজার উপর অস্ত্র করিল ক্ষেপণ॥
বৈষ্ণবাস্ত্র শরাসনে যুড়িল রাজন্।
অর্দ্ধপথে করিলেন তাহা নিবারণ॥
অতি ক্ষুব্ধ হয় তবে ঋষির নন্দন।
ঘন ঘন কাঁপে ওষ্ঠ লোহিত লোচন॥
দিব্যাস্ত্র ভীষণ এক ধনুকে যুড়িয়া।
নৃপপ্রতি নিক্ষেপিল মন্ত্র উচ্চারিয়া॥
অবহেলে নৃপ তাহা করেন ছেদন।
দিব্য অস্ত্র শরাসনে করেন যোজন॥
মুনি ব্রহ্ম-অস্ত্র মারে নৃপেরে বধিতে।
সেই অস্ত্র কার্ত্তবীর্য্য কাটিল ত্বরিতে॥
দত্তাত্রেয়-দত্ত শূল ল'য়ে নরপতি।
মন্ত্রপাঠ করি ছাড়ে ভার্গবের প্রতি॥
শত-সূর্য্য সম দীপ্ত শূল ভয়ঙ্কর।
পতিত হইল গিয়া মুনির উপর॥
দুর্নিবার্য্য সেই শূল কে রোধিবে তারে।
দেবগণ কভু তাহা নিবারিতে নারে॥
শূলের আঘাতে মুনি চেতনা হারায়।
মূর্চ্ছিত হইয়া ত্বরা পড়িল ধরায়॥
হেরিয়া মুনির দশা যত দেবগণ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সাথে করে আগমন॥

জ্ঞানিবর মহেশ্বর বিষ্ণুর আদেশে।
ভার্গবের প্রাণ দান করে অবশেষে॥
চেতনা পাইয়া মুনি মেলিয়া নয়ন।
হেরিলেন ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ॥
লজ্জিত বদনে রাম ভক্তি-সহকারে।
স্তবস্তুতি করিলেন দেবতা সবারে॥
ভগবান্ দত্তাত্রেয় ভক্তের ঈশ্বর।
কার্ত্তবীর্য্য-রক্ষা-তরে আসিলা সত্বর॥
কুপিত হইয়া রাম পাশুপত লয়।
হেরিল অপূর্ব্ব দৃশ্য মুনি সে সময়॥
আপনি শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ সনাতন।
কার্ত্তবীর্য্য নৃপতিরে করেন রক্ষণ॥
নবজলধর-শ্যাম কান্তি মনোহর।
গোপবেশধারী হরি শ্যাম নটবর॥
সুদর্শন চক্র হাতে সহাস্য বদন।
গোপ-গোপী-পরিবৃত মদনমোহন॥
মৃদু মৃদু বংশী বাজে অতি মনোহর।
সহসা আকাশবাণী শুনে মুনিবর॥
যে কবচ দত্তাত্রেয় মুনি করে দান।
রাজার হাতেতে তাহা আছে বিদ্যমান॥
যোগিগুরু মহাদেব নৃপ কাছে গিয়া।
কৃষ্ণের কবচ সেই অ নুক চাহিয়া॥
তারপর কার্ত্তবীর্য্যে করিবে নিধন।
তাব পূর্ব্বে মৃত্যু নাহি হবে কদাচন॥
শুনিয়া আকাশবাণী দেব মহেশ্বর।
কার্ত্তবীর্য্য সমীপেতে চলিল সত্বর॥
ব্রাহ্মণেব রূপ ধরি নৃপপাশে গিযা।
কৃষ্ণের কবচ ত্বরা আনিল চাহিযা॥
তারপর ভৃগুরামে করিয়া প্রদান।
আপন স্থানেতে শিব করিল প্রস্থান॥
শিবের অভয লাভ কবি ভৃগুরাম।
অহঙ্কারে মত্ত হয তাহাব পরাণ॥
আনন্দ বাড়িল হৃদে অতি গুরুতর।
পশিল সমরে বীর ভৃগুবংশধর॥

অতঃপর ভৃগুরাম নৃপতিরে কয।
উঠ উঠ নরপতি কেন কর ভয॥
সাহসে করিয়া ভর কর তুমি রণ।
নিরাশ হইলে তুমি কিসের কারণ॥
তুমি দাতা তুমি ধীর জ্ঞানী তুমি অতি।
নৃপতি-মাঝারে তুমি শ্রেষ্ঠ নরপতি॥
তোমা সহ যুদ্ধে আমি হই অচেতন।
সে যশ হইবে তব শুন হে রাজন্॥
সমস্ত নৃপতিগণে কর পরাজিত।
রাবণে হারালে তুমি ভুবনে বিদিত॥
তোমার শূলেতে মম হয় পরাজয়।
আমারে বাঁচান পুনঃ শিব মহাশয়॥
আজিকার সমরেতে পাবে মনস্তাপ।
ঘুচাইব আজি তব যত ছিল পাপ॥
শঙ্কর-প্রদত্ত বাণে বধিব তোমায়।
আজিকার রণে মোর শঙ্কর সহায॥
হৃদযেতে পিতৃশোক জ্বলিছে দ্বিগুণ।
তোমারে নিধন করি নিভাব আগুন॥
শুনিযা রামের বাক্য কহে নরপতি।
কি কব তোমারে আমি তুমি জ্ঞানী অতি॥
আমার সমান কত নৃপ শত শত।
এই মহীতলে লয় পায় অবিরত॥
কিবা মোর জ্ঞান আর কিবা মোর দান।
লক্ষ লক্ষ নৃপ আছে আমার সমান॥
মোর বুদ্ধি তেজ শোভা প্রতিষ্ঠা বিনয।
মনোরমা সাথে সাথে অপগত হয়॥
সাধ্বী প্রিয়া মনোরমা তাহার বিহনে।
দেহে মোর বল নাই, শান্তি নাই মনে॥
মনোরমা ছিল মোর প্রাণের ঈশ্বরী।
শযনে ভোজনে রণে ছিল সহচরী॥
বিষহীন সর্প সম তেজ নাহি আর।
ভার্য্যার বিহনে হেরি সকলি আঁধার॥
সে যদি থাকিত, শুন ঋষির নন্দন।
সর্পের নিকট হ'তে ভেকের মতন॥

আমার পূর্ব্বের যদি হেরিতে সমর।
স্তম্ভিত হইতে তবে তুমি মুনিবর॥
হায় হায আজ মোর ভাগ্য-বিড়ম্বনে।
পরাজিত হ'তে হবে ব্রাহ্মণের সনে॥
কালের কুটিল গতি শুন তপোধন।
কালে হয শিবা-হাতে সিংহের মরণ॥
মহিষেরে হত্যা করে মক্ষিকার দল।
গজেন্দ্রে নিহত করে হরিণসকল॥
গরুড় নিহত হয় সর্পের কবলে।
ভৃত্যের ভজন করে নৃপতির দলে॥
কালের বিচিত্র গতি শুন মুনিবর।
কালেতে মানব হয দেব পুরন্দর॥
কালের অধীন সবে শুন মহাশয়।
কালেতে বিলীন হয় জীব-সমুদয়॥
কালেতে প্রকৃতিদেবী তিরোভূতা হয়।
শ্রীকৃষ্ণ কেবল মাত্র কালাধীন নয়॥
কালেতে সৃজন করে কৃষ্ণ-সনাতন।
তাঁহার ইচ্ছায় চলে সর্ব্ব জীবগণ॥
স্থূল হ'তে স্থূলতম কৃষ্ণ সনাতন।
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতম তিনি অনুক্ষণ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অংশ মাত্র তাঁর।
তাঁহার আজ্ঞায় সবে চলে অনিবার॥
উৎপন্ন প্রকৃতি হ'তে যত দেবগণ।
প্রকৃতি সবার মাতা শুন তপোধন॥
রাধিকা সাবিত্রী দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী।
প্রকৃতির পঞ্চরূপ মনোহর অতি॥
বিরাজিতা শ্রীপ্রকৃতি পঞ্চরূপ ধরি।
নিত্যা সত্যা মাযারূপা ভুবন-ঈশ্বরী॥
মায়া বিনা নাহি হয সংসার-সৃজন।
মাযায মোহিত হয সর্ব্বজীবগণ॥
অসার সংসার এই সকলি নশ্বর।
জন্মিলে মরিতে হবে নাহি তাতে ডর॥
বৃথা আস্ফালন কর ব্রাহ্মণ-কুমার।
মরিতে কদাপি ভয় নাহিক আমার॥
যাহার হাতেতে যার মরণ-লিখন।
নিবারিতে তাহা বল পারে কোন্ জন॥
গর্ব্বভরে রণমত্ত হয়েছ এখন।
একদা তুমিও যাবে কালের ভবন॥
কেন তবে বৃথা গর্ব্ব কর ঋষিবর।
সার কথা বলিলাম তোমার গোচর॥
লহ অস্ত্র ভৃগুরাম বৃথা কাল যায।
মরিব অথবা রণে মারিব তোমায়॥
এতেক বলিযা নৃপ সহাস্য বদনে।
রামে প্রণিপাত করে আনন্দিত মনে॥
ধনু শর ল'যে রাজা চড়ি রথে তার।
হুহুঙ্কারে ছুটে যায রণের মাঝার॥
ভৃগুরাম সহ যুদ্ধ হয ঘোরতব।
ধরাদেবী ঘন ঘন কাঁপে ভযঙ্কর॥
সৈন্যদল হুহুঙ্কার গর্জ্জন করিছে।
অশ্বখুরে ধূলি উঠি গগন ঢাকিছে॥
চলিল ভীষণ যুদ্ধ কিবা কব আব।
বাণে বাণে চতুর্দ্দিক্ হইল আঁধার॥
সিংহনাদ ক'রে ধায় ভৃগু তপোধন।
দুই দলে বহু সৈন্য হইল নিধন॥
কার্ত্তবীর্য্য বাণ মারে কাটে মুনিবব।
মুনির বাণেতে রাজা হইল জর্জ্জর॥
লক্ষ লক্ষ সৈনিকেরা করিছে চীৎকার।
ভযঙ্কর রণবাদ্য বাজে অনিবার॥
কেহ করে আর্ত্তনাদ কেহ বা ক্রন্দন।
রণে ভঙ্গ দিযা কেহ করে পলায়ন॥
ক্ষত্রসৈন্যে মুনিসৈন্যে না জানে বিশ্রাম।
রণক্ষেত্রে রক্তস্রোত বহে অবিরাম॥
অস্ত্রের ঝঙ্কারে আব ধনুর টঙ্কাবে।
প্রকম্পিত চতুর্দ্দিক্ হয বাবে বারে॥
বহু সেনা বিনাশিল রাম ঋষিবর।
হেরিযা ব্যাকুল হ'ল রাজার অন্তর॥
হেনকালে ভৃগুরাম ল'যে নিজ করে।
পাশুপত অস্ত্র হানে নৃপতি উপরে॥

অমোঘ সে অস্ত্রাঘাত সহিতে না পারে।
কার্ত্তবীর্য্য রাজা পড়ে ভূমির উপরে॥
প্রবল প্রতাপ রাজা গড়াগড়ি যায়।
ভূমিতল যায় ভাসি রক্তের ধারায়॥
মৃত্যুকালে নারায়ণে করিয়া স্মরণ।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা ছাড়িল জীবন॥
ইহা দেখি সৈন্যগণ করে হাহাকার।
রোদনধ্বনিতে পূর্ণ হয় চারিধার॥
এদিকে অর্জ্জুন রাজা ত্যজি কলেবর।
গোলোকধামেতে যায় পুলক অন্তর॥
নারায়ণ জনার্দ্দন জগতের পতি।
স্বীয় পাশে দেন ঠাঁই করিতে বসতি॥
সহচর রূপে থাকে অর্জ্জুন রাজন্।
আপনি আশ্রয় তাঁরে দিল নারায়ণ॥
এদিকে পরশুরাম সমরে মাতিল।
ক্ষত্রিয় সন্তান সব বধিতে লাগিল॥
যেথায় ক্ষত্রিয় যত করে দরশন।
পরশু আঘাতে করে সবারে নিধন॥
শিশু বৃদ্ধ যুবা যত ছিল এ ধরায়।
সকলে বিনাশ রাম করিল ত্বরায়॥
ক্ষত্রিয়-কুমার যত গর্ভমাঝে ছিল।
প্রতিজ্ঞা পালন তরে সবে বিনাশিল॥
পরশুর সাহায্যেতে ঋষিব কুমাব।
ক্ষত্রিয় করিল ধ্বংস একবিংশবার॥
প্রতিজ্ঞা সফল হৈল আনন্দিত মন।
আহ্লাদে পরশুরাম করে বিচরণ॥
কতিপয় ক্ষত্রনারী হ'যে ভীত মন।
গোপনে বিপ্রের গৃহে লইল শরণ॥
ধরামাঝে ইহারাই পাইল নিস্তার।
তাহাতেই পায ক্ষত্রবংশের বিস্তার॥
ব্রাহ্মণ ঔরসে আর তাদের জঠরে।
ক্ষত্রিয সন্তান কত পুনঃ জন্ম ধরে॥
ভার্গবের যুদ্ধ-ক্রীড়া হেরি চমৎকার।
শঙ্কর পরশুরাম নাম দিলা তার॥

দেব দেবী গণ সবে হরিষ অন্তরে।
করিল পুষ্পের বৃষ্টি ভৃগুরাম শিরে॥
স্বর্গের দুন্দুভি বাদ্য লাগিল বাজিতে।
জগৎ প্লাবিত হ'ল তার যশোগীতে॥
ব্রহ্মা ভৃগু শুক্র আদি যত মুনিগণ।
আশীর্ব্বাদ তরে সেথা করে আগমন॥
আশীর্ব্বাদ করি তারে ব্রহ্মা মহাশয।
ধীরে ধীরে হিতকর বেদবাক্য কয॥
শুন শুন বৎস তুমি বচন আমার।
মন্ত্রদাতা গুরু হয শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর।
গুরুই পরম ব্রহ্ম জেনো নিরন্তর॥
হরিভক্তিদাতা যিনি মন্ত্রদাতা যিনি।
এ জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুজন তিনি॥
অজ্ঞান-তিমির যিনি করেন বিনাশ।
যাঁহার কৃপায় পাই হরির আভাস॥
সেই জন শ্রেষ্ঠ বন্ধু শুন তপোধন।
পরম আত্মীয তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জন॥
অহঙ্কারে মত্ত হয যেই মূঢ় জন।
আপন গুরুরে কভু না করে ভজন॥
সেই জন মহাপাপী হয অনিবার।
কোন কর্ম্মে তার নাহি রহে অধিকার॥
অভীষ্ট দেবতা তব কৃষ্ণ সনাতন।
গুরুদেব হন তব শিব পঞ্চানন॥
এক্ষণে শরণ লহ গুরুর নিকটে।
বেদের বিহিত কথা কহি অকপটে॥
মঙ্গলকারণ সদা শিব মহেশ্বর।
তাঁহার নিকটে তুমি যাও হে সত্বর॥
গোলোকের অধিপতি কৃষ্ণ সনাতন।
তাঁর অংশে জন্ম লয দেব পঞ্চানন॥
শ্রীকৃষ্ণ জীবের আত্মা, মহাদেব জ্ঞান।
আমি তার চিত্তরূপে সদা বিদ্যমান॥
প্রাণস্বরূপিণী হয প্রকৃতি ঈশ্বরী।
শিবের শরণ তুমি লহ ত্বরা করি॥

জ্ঞানদাতা জ্ঞানরূপী জ্ঞানের নিদান।
সনাতন গুরু তব শিব ভগবান্॥
বহুবর্ষ জপ তপ করিয়া ধরায়।
প্রকৃতি ঈশ্বরী তাঁরে পতিরূপে পায়॥
শুন শুন ভৃগুরাম আমার বচন।
শিবের নিকটে গিয়া লও হে শরণ॥
এই কথা বলি ব্রহ্মা করিল গমন।
কৈলাসের পানে চলে ভার্গব তখন॥
এতেক কহিয়া তবে দেব নারায়ণ।
নারদে সম্বোধি বলে মধুর বচন॥
তোমার মনের বাঞ্ছা পূরে মুনিবর।
জমদগ্নি-পুত্র কথা বলিনু বিস্তর॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অমৃত সমান।
যেজন শুনিবে সেই হয পুণ্যবান্॥

গণেশখণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশ অধ্যায়

পরশুরামের কৈলাসে গমন।

নারাযণ কহে, শুন নারদ সুজন।
ক্ষত্রিয় করিযা ধ্বংস ভৃগু তপোবন॥
কৈলাসধামেতে যায অতি হৃষ্ট মনে।
প্রণাম করিতে সেথা শ্রীগুরু-চরণে॥
গুরুপত্নী দুর্গামাতা বিরাজে সেথায।
চলিল পরশুরাম প্রণমিতে পায॥
কার্ত্তিক গণেশ দুই পুত্র সুমোহন।
চলিল শ্রীভৃগুরাম করিতে দর্শন॥
হেরিল পরশুরাম কৈলাস নগর।
যেমনি বিশাল তাহা তেমনি সুন্দর॥
মণির সোপান শোভে অতি চমৎকার।
রত্নের কপাট গৃহ কিবা শোভা তার॥
বিরাজিত শত কোটি যক্ষের ভবন।
রত্নময় রাজমার্গ অতি সুশোভন॥
সিন্দূর মণির বেদী রমণীয় অতি।
স্ফটিকের স্তম্ভ শোভে কিবা তার জ্যোতি॥
রত্নে বিভূষিতা যত সুন্দরী ললনা।
নৃত্য গীত করে সদা সহাস্যবদনা॥
নিরন্তর সুকুমার শিশু-সমুদয়।
হাস্যমুখে ক্রীড়া করে প্রফুল্ল-হৃদয়॥
মন্দাকিনীতীরে শোভে কৈলাস নগর।
পারিজাত বৃক্ষ কত শোভে নিরন্তর॥
প্রস্ফুট কুসুম গন্ধে আকুলিত মন।
গুন্ গুন্ রবে হয ভ্রমর-গুঞ্জন॥
শত শত কামধেনু বিরাজে সেথায।
আশ্রমাদি আছে কত বলা নাহি যায॥
শত শত সরোবর পুষ্পের উদ্যান।
শাখে শাখে অবিরত পক্ষী করে গান॥
হেরিয়া কৈলাসধাম পুলকিত মন।
শঙ্কর-আশ্রম হেরে ভার্গব-সুজন॥
বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত অতি চমৎকার।
মণি রত্নে বিরচিত কিবা শোভা তার॥
রত্নের কপাটে শোভে চিত্র মনোহর।
মণিময় স্তম্ভ শোভে অতীব সুন্দর॥
হেরিলা পরশুরাম দ্বারের নিকট।
শিবের কিঙ্কর সব ভ্রমিছে বিকট॥
নন্দী ভৃঙ্গী আর সেথা আছে বৃষবর।
বিশালাক্ষ বিরূপাক্ষ বাণ ভয়ঙ্কর॥
মহাবল বিকটাক্ষ বিকট উদর।
উৎকট ঈশান আদি শিবের কিঙ্কর॥
সিদ্ধেন্দ্র যোগীন্দ্র আর জটাধরগণ।
সদাই শিবের দ্বার করিছে রক্ষণ॥
হেরিয়া তাদের সেথা ঋষির কুমার।
সম্ভাষণ করি ধীরে করে নমস্কার॥
অতঃপর নন্দী কাছে অনুমতি ল'য়ে।
প্রবেশ করিল রাম শিবের আলযে॥
হেরিলা পরশুরাম দৃশ্য সুমোহন।
মণিময স্তম্ভ আদি অতি সুদর্শন॥

মণির সোপান শোভে অতি জ্যোতির্ম্ময়।
রত্নের কপাটরাজি দীপ্ত অতিশয়॥
শত শত মন্দিরাদি চিত্রিত সুন্দর।
মণির মালিকা কত শোভে নিরন্তর॥
বিস্মিত হইয়া রাম হেরে চতুর্দ্দিক্।
দেখিতে পাইল সেথা গণেশ কার্ত্তিক॥
তাদের হেরিয়া সেথা ভার্গব-সুজন।
ধীর নম্র বচনেতে করে সম্ভাষণ॥
সম্বোধিয়া কহিলেন কোথায় শঙ্কর।
তাঁহার নিকটে আমি যাইব সত্বর॥
আমি শ্রীপরশুরাম ঋষির কুমার।
ক্ষত্রিয় করেছি ধ্বংস একবিংশবার॥
গুরু মোর মহেশ্বর দেব পঞ্চানন।
আসিয়াছি হেথা তাঁর পূজিতে চরণ॥
শুনিয়া তাঁহার বাক্য গণপতি কয়।
শঙ্কর নিদ্রিত এবে শুন মহাশয়॥
মাতাপিতা দুইজন নিদ্রায় মগন।
উচিত নহেক এবে হেথায় গমন॥
ক্ষণকাল হেথা তুমি কর অবস্থান।
ক্ষণপরে জাগিবেন শিব ভগবান্॥
ঋষির কুমার তুমি জানহ নিশ্চয়।
কোন্ কর্ম্ম বৈধ আর কোন্ বৈধ নয়॥
নিদ্রা-ভঙ্গ হ'লে পরে শুন হে ব্রাহ্মণ।
তাঁহার নিকটে মোরা করিব গমন॥
এই কথা ভৃগুরামে কহে গণপতি।
শুনিয়া পরশুরাম কহে তার প্রতি॥

গণেশখণ্ডে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

গণেশ-ভার্গব সংবাদ।

কহিলা পরশুরাম, শুন গণপতি।
আসিয়াছি মহেশ্বরে করিতে প্রণতি॥
মাতায় হেরিয়া সেথা করিব বন্দন।
তারপর নিজ গৃহে করিব গমন॥
ক্ষত্রিয় করেছি ধ্বংস যাঁহার কৃপায়।
সেই মহাদেবে আমি প্রণমিব পায়॥
তিনি মোর গুরুদেব তিনি ভগবান্।
তাঁহার নিকট আমি লভিয়াছি জ্ঞান॥
গুণের অতীত তিনি দয়ার সাগর।
পুরুহূত পুরুষ্টুত তিনি পরাৎপর॥
দীনবন্ধু দীননাথ অব্যক্ত ঈশান।
মঙ্গলকারণ তিনি মঙ্গল-নিদান॥
পরমাত্মা আশুতোষ তিনি আত্মারাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যদাতা তিনি সত্য পূর্ণকাম॥
প্রসন্নবদন সদা ভুবন-ঈশ্বর।
ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধরে কলেবর॥
তাঁহার নিকটে আমি করিব গমন।
বন্দনা করিব তাঁর যুগল চরণ॥
শুনিয়া রামের কথা গণপতি কয়।
ক্ষণকাল অবস্থান কর মহাশয়॥
ভার্য্যাসহ মহাদেব নিদ্রিত এখন।
কেমনে তাঁহারে বল করিবে দর্শন॥
ভার্য্যাসহ যেই জন নির্জ্জনেতে রহে।
তাহারে দর্শন করা শোভনীয় নহে॥
যেই জন এই দৃশ্য করয়ে দর্শন।
কালসূত্র নরকে সে করিবে গমন॥
পিতা গুরু রাজা যবে করয়ে রমণ।
সেই দৃশ্য কভু নাহি করিবে দর্শন॥
এই দৃশ্য হেরে যেই সকাম অন্তরে।
পত্নীহীন হয় সেই সপ্তজন্ম ধ'রে॥
পরস্ত্রীর বক্ষ মুখ নিতম্ব সুন্দর।
সকামে দর্শন করে যেই মূঢ় নর॥
অন্ধ হ'য়ে জন্ম লয় যেই মূঢ় জন।
নরক-মাঝারে সেই করিবে গমন॥
গণেশের বাক্য শুনি ভার্গব নন্দন।
নিষ্ঠুর বচনে তাঁরে কহিলা তখন॥

শুনিলাম তব কথা দেব গণপতি।
এই বাক্য যুক্ত নয় সন্তানের প্রতি ॥
যাহারা কামুক আর অবিবেকী হয়।
তাহারা কেবলমাত্র এই কথা কয় ॥
অবোধ বালক তুমি কহ কি বচন।
শিবের নিকটে আমি করিব গমন ॥
জগতের পিতা মাতা শঙ্কর পার্ব্বতী।
তাঁদের নিকট আমি যাব শীঘ্রগতি ॥
শঙ্কর পুরুষ আর প্রকৃতি শঙ্করী।
তাঁদের দর্শন লাগি যাব ত্বরা করি ॥
গুণাতীত পঞ্চানন কৃপা-অবতার।
ক্রীড়া লজ্জা ভয় আদি কিছু নাহি তাঁর ॥
বিশ্বের ঈশ্বর যিনি নিত্য স্বেচ্ছাময়।
তাঁহার রহিবে কেন লজ্জা ক্রোধ ভয় ॥
অবোধ সন্তান আমি, চিত্ত নির্ব্বিকার।
মোরে হেরি লজ্জা কিবা পিতা ও মাতার ॥
নিজে যিনি লজ্জানাথ তাঁর কিবা লাজ।
তাঁহারে দর্শন তরে যাব আমি আজ ॥
কি কথা কহিলে তুমি মোরে গণপতি।
হেরিতে চলিনু আমি শঙ্কর পার্ব্বতী ॥
শুনিয়া গণেশদেব এহেন বচন।
ভৃগুরামে সম্বোধিয়া কহিলা তখন ॥
জ্ঞানীদের কাছে তুমি লভিয়াছ জ্ঞান।
জ্ঞানে আমি নহি কভু তোমার সমান ॥
তথাপি আমার কথা শুন মহাশয়।
জ্ঞানহীন শিশু আমি মূর্খ অতিশয় ॥
ত্রিগুণ-অতীত যিনি কৃষ্ণ সনাতন।
সংসার-সৃজনে যবে নাহি যায় মন ॥
শক্তি-বিরহিত হ'য়ে রহেন তখন।
সৃজন-কালেতে করে শক্তিরে গ্রহণ ॥
যত কিছু ভোগদেহ আছে সমুদয়।
প্রকৃতি হইতে সবে সমুৎপন্ন হয় ॥
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন কৃষ্ণ-কলেবর।
গুণের অতীত তিনি বিশ্বের ঈশ্বর ॥
নিরাকাররূপ ধ্যান করে যোগিগণ।
দেহের অতীত তিনি কৃষ্ণ সনাতন ॥
দ্বিভুজ রূপেতে করে বৈষ্ণবেরা ধ্যান।
গোলোকবিহারী হরি কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
মনোহর শান্ত রূপ, কান্তি মনোহর।
পীতাম্বরধারী নিত্য শ্যাম-কলেবর ॥
সৃজনে ইচ্ছুক যবে হন ভগবান্।
প্রকৃতি-যোনিতে হরি বীর্য্য করে দান ॥
বীর্য্য হ'তে ডিম্ব এক হয় উৎপাদন।
মহান্ বিরাট ডিম্বে জন্মিল তখন ॥
বিরাটের গাত্রে যত লোমকূপ রয়।
প্রতি লোমকূপে সেথা বিশ্ব এক হয় ॥
প্রতি বিশ্বে বিরাজিত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব।
দেব মুনি আদি আরো আছে যত জীব ॥
মহান্ বিরাট হয় আশ্রয় সবার।
মহাবিষ্ণু ভগবান্ অংশ মাত্র তার ॥
নানারূপ মূর্ত্তি যবে ধরে সনাতন।
সগুণ রহেন তবে দেব পঞ্চানন ॥
নিরন্তর ভোগাসক্ত মহেশ যখন।
কিরূপে নির্লজ্জ পিতা হইবে তখন ॥
পর্ব্বত-দুহিতা হন জননী পার্ব্বতী।
রূপসী কামিনী তিনি অতি লজ্জাবতী ॥
মহাদেবপ্রিয়া তিনি সতীর প্রধান।
লজ্জা আদি গুণ তাঁর নিত্য বিদ্যমান ॥
ক্ষণেক বিলম্ব কর ঋষির নন্দন।
সুরত-ক্রীড়ায় রত দেব পঞ্চানন ॥
এত বলি গণপতি মৌন হ'য়ে রন।
অতঃপর কি ঘটিল শুন দিয়া মন ॥

গণেশখণ্ডে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।



পরশুর সাহায্যেতে ঋষির কুমার।
ক্ষত্রিয় করিল ধ্বংস একবিংশবার॥

পৃষ্ঠ — ৩০৭

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

পরশুরামের সহিত যুদ্ধে গণেশের দন্তভঙ্গ।

নারায়ণ কহিলেন, নারদ সুজন।
তারপর কি ঘটিল কহিব এখন ॥
গণেশের বাক্য শুনি ঋষির কুমার।
চলিল শিবের কাছে লইয়া কুঠার ॥
নিষেধ করিল তারে দেব গণপতি।
শুন হে পরশুরাম কহি তব প্রতি ॥
কিছুকাল এইস্থানে কর অবস্থান।
এত বলি গণপতি করে বাধা দান ॥
নাহি মানে ভৃগুরাম তাহার বচন।
সমুদ্যত হয় পুনঃ করিতে গমন ॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া কহে না মানি বারণ।
শিবের নিকটে আমি করিব গমন ॥
আমারে করিবে মানা সাধ্য হেন কার।
ক্ষত্রিয় করেছি ধ্বংস একবিংশ বার ॥
অবশ্যই যাব আমি শ্রীগুরুর কাছে।
রুধিবে আমার পথ সাধ্য কার আছে ॥
গণেশ কহিল আমি দিব বাধা দান।
এইস্থানে ক্ষণকাল কর অবস্থান ॥
এত বলি গণপতি পথ করে রোধ।
পরশুরামের তাহে উপজিল ক্রোধ ॥
বাগ্‌যুদ্ধ বাহুযুদ্ধ চলে তারপর।
ঠেলাঠেলি উভয়ের চলিল বিস্তর ॥
গণেশ না ছাড়ে পথ করে তিরস্কার।
কুঠার হানিতে যায় ঋষির কুমার ॥
হেরিয়া বিপদ্ কহে কার্ত্তিকেয় তারে।
গুরুর পুত্রেরে তুমি মার কি বিচারে ॥
গুরুর সমান হয় তাহার নন্দন।
বিদিত সকলি তুমি, অতি বিচক্ষণ ॥
গুরু প্রতি কত ভক্তি আছয়ে তোমার।
বুঝিলাম হেরি আজ তব ব্যবহার ॥
যেইজন অস্ত্র তোলে গুরুর নন্দনে।
দুরাচার সেই জন শাস্ত্রের বচনে ॥
পুনঃ পুনঃ বলি শুন ঋষির নন্দন।
আমার আদেশ তুমি না কর লঙ্ঘন ॥
আদেশ অমান্য যদি কর আরবার।
সত্য বলি, তুমি নাহি পাইবে নিস্তার ॥
অব্যর্থ কুঠার তুমি কর সংবরণ।
এই কার্য্য তব যোগ্য নহে কদাচন ॥
অতি ক্রুদ্ধ ভৃগুরাম কিছু নাহি মানে।
কুঠার নিক্ষেপ করে গণেশের পানে ॥
প্রচণ্ড সে কুঠারের পাইয়া আঘাত।
গণেশ পতিত হয় ভূমে অকস্মাৎ ॥
ক্রোধহীন গজানন উঠিয়া তখন।
ভৃগুরামে সম্বোধিয়া কহিল বচন ॥
ক্ষান্ত হও ভৃগুরাম বৃথা কর ক্রোধ।
ক্ষণেক বিলম্ব কর মোর অনুরোধ ॥
মহেশের শিষ্য তুমি ঋষির নন্দন।
তুমি মোর গুরুভ্রাতা জানি অনুক্ষণ ॥
সে কারণ ক্ষমিলাম তব অপরাধ।
আমার সহিত তুমি না কর বিবাদ ॥
নহি আমি কার্ত্তবীর্য্য ক্ষত্রিয় নৃপতি।
মহেশের পুত্র আমি দেব গণপতি ॥
আমারে না জান তুমি তাই কর ক্রোধ।
সমরে নিবৃত্ত হও মোর অনুরোধ ॥
ক্ষণকাল হেথা তুমি কর অবস্থান।
তারপর শিব কাছে করিও প্রস্থান ॥
আমিও যাইব সাথে শুন মহাশয়।
শিবের নিকট তব দিব পরিচয় ॥
এতেক শুনিয়া হাসে ঋষির কুমার।
সমুদ্যত হয় পুনঃ হানিতে কুঠার ॥
পরশুরামের হেরি এই ব্যবহার।
গণপতি করে তার শুণ্ডের বিস্তার ॥
ক্রোধেতে যোজন কোটি শুণ্ড তার হয়।
রামেরে বেষ্টন করে ক্রোধে অতিশয় ॥

গরুড় যেমন ধরে সামান্য নাগেরে।
সেরূপ শুণ্ডেতে ধরে পরশুরামেরে॥
উত্তোলন করি তারে শিবের নন্দন।
সপ্তদ্বীপ আদি তারে করায় দর্শন॥
কাঁপিতে লাগিল ভয়ে ঋষির কুমার।
অবশ হইয়া পড়ে শক্তি নাহি আর॥
শুণ্ডে করি ভৃগুরামে দেব গণপতি।
ঘুরাইয়া নানাস্থানে করিল দুর্গতি॥
নানালোকে ল'যে তারে করায ভ্রমণ।
গভীর সাগর-জলে করিল ক্ষেপণ॥
তারপর পুনঃ ল'য়ে শুণ্ডেতে তাঁহার।
ঘূর্ণিত করিয়া ফেলে বৈকুণ্ঠ মাঝার॥
তারপর ল'য়ে যায় গোলোকের মাঝে।
সনাতন কৃষ্ণ হরি যেথায বিরাজে॥
দ্বিভুজ মুরতি তাঁর সহাস্য বদন।
মুরলী ধারণ করে মদনমোহন॥
শুণ্ডে ধরি গণপতি ব্রাহ্মণকুমারে।
দর্শন করায় সেই মূর্ত্তি বারে বারে॥
কৃষ্ণেরে দর্শন করি ঋষির কুমার।
ভ্রূণহত্যা পাপ যত দূর হয় তার॥
তারপর গণপতি অতি ক্রুদ্ধ মনে।
ভূমিতলে ফেলিলেন ঋষির নন্দনে॥
উঠিযা পরশুরাম ক্রোধভরে অতি।
পাশুপত অস্ত্র হানে গণেশের প্রতি॥
পিতার অমোঘ অস্ত্র করিয়া দর্শন।
বামদন্তে গণপতি করিল গ্রহণ॥
পাশুপত অস্ত্র সেথা মহাবলে গিয়া।
গণেশের বামদন্ত ফেলে উৎপাটিযা॥
অচেতন গণদেব পড়িল ধরায়।
তাহা দেখি সকলেই করে হায় হায॥
কার্ত্তিকেয় হাহাকার করে অনিবার।
ক্ষেত্রপাল দেবগণ করিল চীৎকার॥
মহাশব্দে গণেশের দন্ত ভূমে পড়ে।
স্ফটিক পর্ব্বতসম অতি শোভা ধরে॥
ত্রিলোক কাঁপিল সেই ঘোর রব শুনি।
হাহাকার করি কান্দে যত সব প্রাণী॥
বিরাট গর্জ্জনে জীব করে অনুমান।
প্রলযের কাল বুঝি হয আগুযান॥
ভয়ে ভীত জীবগণ কাঁপে থর থর।
শব্দ শুনে স্তব্ধ যত জীবের অন্তর॥
ভয়ঙ্কর সেই শব্দে কাঁপে ত্রিভুবন।
কৈলাসের অধিবাসী হয অচেতন॥
মহেশ্বর পার্ব্বতীর নিদ্রা ভাঙ্গি যায।
ছুটিযা বাহিরে তাঁরা আসিলা ত্বরায॥
ভগ্নদন্ত গণেশেরে করিযা দর্শন।
দুর্গাদেবী কার্ত্তিকেবে জিজ্ঞাসে তখন॥
কহ কহ বৎস তুমি, কি আজ ঘটিল।
কোন্ জন গণেশের এ দশা কবিল॥
কার্ত্তিক সমস্ত কথা করে নিবেদন।
শুনিযা পার্ব্বতী দেবী করিলা রোদন॥
গণেশেরে বক্ষে ল'যে কাঁদে বারবার।
সস্নেহে বুলায হস্ত মস্তকে তাঁহার॥
কুপিত অন্তরে কহে, কে সে দুরাচার।
করিল এমন দশা পুত্রের আমার॥
তারপর মহেশ্বরে করি সম্বোধন।
ক্রোধভরে মহেশ্বরী কহিলা তখন॥
এতেক শুনিযা ভাবে দেবর্ষি নারদ।
নারাযণ প্রতি বলে ভক্তি গদগদ॥
বল প্রভু কৃপাময় অতীব সত্বরে।
যে ভাবে শঙ্করী ভণে দেব মহেশ্বরে॥

গণেশখণ্ডে ত্রযস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

পার্ব্বতী কর্তৃক ভর্ৎসিত পরশুরামের প্রতি
শ্রীবিষ্ণুর উপদেশ এবং গণেশ
স্তোত্র কথন।

নারায়ণ বলে শুন বিধির নন্দন।
গণেশে মূর্চ্ছিত দেখি দুর্গা রুষ্টা হন ॥
গণপতি ল'য়ে কোলে ভবের গৃহিণী।
মহাদেব প্রতি বলে সুকঠোর বাণী ॥
ওহে দেব পঞ্চানন, তুমি মোর স্বামী।
ভুবন ঈশ্বর তুমি, দাসী মাত্র আমি ॥
বিশ্বের জনক তুমি, গুণের আধার।
সর্ব্বজীব সমভাবে নিকটে তোমার ॥
তব পদে সবিনয়ে করি নিবেদন।
কেন বা পুত্রের দশা হইল এমন ॥
ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য তুমি মহেশ্বর।
কৃপা করি সুবিচার করহ সত্বর ॥
সাক্ষী আছে কার্ত্তিকেয় পারিষদগণ।
সকল ব্যাপার তারা করেছে দর্শন ॥
মিথ্যা তারা না কহিবে তোমার নিকটে।
কহিবে সকল কথা তারা অকপটে ॥
সকলেই ভ্রাতৃতুল্য ওহে পঞ্চানন।
মিথ্যা কথা তারা নাহি কবে কদাচন ॥
মিথ্যা সাক্ষ্য যেই জন করয়ে প্রদান।
কুম্ভীপাক নরকেতে করিবে প্রস্থান ॥
যতদিন গগনেতে চন্দ্র সূর্য্য রয়।
ততদিন নরকেতে বহু ক্লেশ হয় ॥
বিশ্বের জনক যিনি শিব ভগবান্।
উচ্চনীচ তাঁর কাছে সকলি সমান ॥
পর্ব্বত হইতে তুচ্ছ ক্ষুদ্র তৃণদল।
সমান তাহার কাছে হয় অবিরল ॥
শত্রুমিত্র ভেদাভেদ কিছুমাত্র নাই।
তোমার নিকটে প্রভু সুবিচার চাই ॥
জানি জানি প্রভু আমি অপরাধ কার।
তোমারে না কব তুমি করহ বিচার ॥
হৃদয়ের রাজা তুমি আমি দাসী তব।
তোমার নিকটে প্রভু আমি কিবা কব ॥
গগনে যখন হয় সূর্য্যের উদয়।
শোভাহীন হয় যত খদ্যোতনিচয় ॥
হেথায় থাকিতে তুমি মোরা শোভাহীন।
মহান্ ঈশ্বর তুমি জ্ঞানেতে প্রবীণ ॥
কতকাল তপ জপ করি দিবাযামী।
তোমার চরণ তবে লভিয়াছি আমি ॥
নিরন্তর ভয় হয় মনেতে আমার।
আমারে বুঝি বা তুমি কর পরিহার ॥
ক্ষমা কর ক্ষমা কর কৃপা-অবতার।
পরিত্যাগ মোরে কভু করিও না আর ॥
পুত্রের দুর্দ্দশা হেরি ক্ষুব্ধ মোর মন।
তোমারে কহিনু তাই এমন বচন ॥
ক্ষমা কর কৃপাময় দয়ার সাগর।
তুমি মোর প্রাণাধিক প্রাণের ঈশ্বর ॥
যদি পরিহার মোরে কর পঞ্চানন।
পুত্র দিয়া তবে মোর কিবা প্রয়োজন ॥
শত পুত্র হ'তে প্রিয় রমণীর পতি।
পতিব্রতা রমণীর পতি মাত্র গতি ॥
পতি প্রতি অবহেলা যেই নারী করে।
দুষ্টা নারী হয় সেই পৃথিবী মাঝারে ॥
নীচ কুলে জন্ম যার হীনা অতিশয়।
সেই নারী স্বামী প্রতি কটুবাক্য কয় ॥
উচ্চবংশে জন্ম লয় যেই নারীগণ।
স্বামীরে বিষ্ণুর মত করয়ে পূজন ॥
কুরূপ পতিত মূর্খ পতি যদি হয়।
তথাপি তাহারে নাহি কটুকথা কয় ॥
পুত্র পিতা বন্ধু কিংবা সহোদরগণ।
পতির সমান তারা নহে কদাচন ॥
এই কথা মহেশ্বরে কহি হৈমবতী।
কহিলেন অতঃপর ভৃগুরাম প্রতি ॥

শুন শুন ভৃগুরাম ব্রাহ্মণ-কুমার।
তোমার সমান জ্ঞানী কেহ নাহি আর॥
জমদগ্নি-পুত্র তুমি ভৃগু-বংশধর।
মন্ত্রদাতা গুরু তব হন মহেশ্বর॥
রেণুকা জননী তব পতিব্রতা সতী।
তাহার তুলনা নাই গুণবতী অতি॥
পতির সহিত তিনি সহমৃতা হ'যে।
আনন্দে গমন করে অমর-আলযে॥
বিষ্ণুযশা নরপতি মাতুল তোমার।
ব্রাহ্মণ-সন্তান তুমি কি কহিব আর॥
তোমার স্বভাব কেন উদ্ধত এমন।
ব্রাহ্মণ হইয়া কেন হেন আচরণ॥
শিব কাছে পাশুপত অস্ত্র করি লাভ।
উদ্দাম অশান্ত হেরি তোমার স্বভাব॥
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে ক্ষত্র কর নাশ।
আমার পুত্রের পুনঃ কর সর্ব্বনাশ॥
নিঃক্ষত্র করিলে পৃথ্বী একবিংশ বার।
মহাদেব-বরে তুমি এত বলাধার॥
অহঙ্কারে আত্মবোধ হইযাছে লয।
তাই ত অন্তরে এত ক্রোধের উদয॥
শিষ্যের কর্ত্তব্য তুমি করিলে কুমার।
আর কি করিতে ইচ্ছা কহ এইবার॥
শুন শুন কহি আমি ঋষির নন্দন।
গণেশের কাছে তুমি ভেকের মতন॥
লক্ষ লক্ষ ভৃগুরাম হেথা যদি আসে।
গণেশ নিহত সবে করে অনায়াসে॥
কিন্তু সে ত' কৃপাময জিতেন্দ্রিয় অতি।
সামান্য মক্ষিকা নাহি মারে গণপতি॥
কৃষ্ণ-অংশভূত সেই কৃষ্ণের মতন।
সর্ব্ব অগ্রে পূজা পায দেব গজানন॥
ব্রতের প্রভাবে আমি অতিশয ক্লেশে।
পুত্ররূপে গণেশেরে পাই অবশেষে॥
প্রাণাধিক প্রিয মোর দেব গণপতি।
তাহার এরূপ কেন করিলে দুর্গতি॥
তুমি অতি হীনমতি অতি দুরাচার।
শিবশিষ্য বলি তব এত অহঙ্কার॥
তব দর্প চূর্ণ আমি অবশ্য করিব।
যেরূপ করিলে কার্য্য শাস্তি তার দিব॥
এত বলি মহেশ্বরী অতি ক্রোধ ভরে।
ত্রিশূল ভীষণ এক লইলেন করে॥
সংহাররূপিণী দেবী করি দরশন।
থর থর কবি কাঁপে ভার্গব তখন॥
ভযে ভীত হ'যে রাম হৃদয-মাঝারে।
স্মরে নারাযণ-মূর্ত্তি সভক্তি-অন্তরে॥
কোথা দেব নারাযণ বিপদ-ভঞ্জন।
রক্ষা মোরে কর প্রভু দেব জনার্দ্দন॥
তুমি না রক্ষিলে এই অধম কিঙ্করে।
অবশ্য যাইব আমি যমের আগারে॥
অগতির গতি তুমি প্রভু নারাযণ।
রমাপতি বিশ্বপতি করহ তারণ॥
যুড়ি দুই কর, কহে ঋষিবর,
জগতের পতি তুমি।
আমি অভাজন, অতি অকিঞ্চন,
তোমার চরণ চুমি॥
নিত্য সনাতন, প্রভু নারাযণ,
ভূভার হরণকারী।
বিভিন্ন রূপেতে, এ মহী জগতে,
কত রূপে অবতারী॥
নাশিলে অধমে, রক্ষিলে উত্তমে,
রক্ষা হ'ল ত্রিভুবন।
তোমার কারণ, দুষ্টের দমন,
তুমি প্রভু নিরঞ্জন॥
শক্তি নাহি মম, ক্ষুদ্র কীট সম,
পদানত সদা থাকি।
কি সাধ্য আমার, ধ্যান করিবার,
অন্তরে তোমারে ডাকি॥
পঞ্চানন নিজে, তব নামে মজে,
না পায তোমার সীমা।

কি কহিব আমি, জগতের স্বামী,
আমারে করিও ক্ষমা ॥
পড়িয়া বিপাকে, ভক্ত তোমা ডাকে,
নিশ্চিত উদ্ধার পায়।
ওগো মহাশয়, তুমি সদাশয়,
প্রণমি তোমার পায় ॥
আপনি শঙ্করী, শূল হাতে ধরি,
ক্রোধে হয় আগুয়ান।
পথ নাহি পাই, জগৎ গোঁসাই,
যায় বুঝি আজ প্রাণ ॥
কৃপা কর প্রভু, আর নাহি কভু
পাপে মোর মতি হবে।
রক্ষা কর মোরে, এ বিপদ্ ঘোরে,
নহিলে মরিতে হবে ॥
এইরূপে সকাতরে ঋষি ভৃগুরাম।
কোথা জনার্দ্দন হরি ডাকে অবিরাম ॥
অন্তর্য্যামী ভগবান্ বিপদভঞ্জন।
ভক্তেরে করিতে রক্ষা বিচলিত মন ॥
দুর্গাদেবী ভৃগুরামে বধিবারে যায়।
সহসা অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিবারে পায় ॥
হেরিলা পার্ব্বতী দেবী সম্মুখে তাঁহার।
ব্রাহ্মণ বালক এক অতি সুকুমার ॥
খর্ব্বাকৃতি দেহ তার অতি অপরূপ।
কোটি-সূর্য্য-সম তার জ্যোতির্ম্ময় রূপ ॥
শুক্লবর্ণ দন্তরাজি বস্ত্র শুক্ল তার।
শুক্ল উপবীত গলে শোভে অনিবার ॥
দণ্ডছত্রধারী সেই ব্রাহ্মণ-নন্দন।
রত্নময় কেয়ূরাদি করেছে ধারণ ॥
গলেতে তুলসীমালা চরণে নূপুর।
মৃদু মৃদু হাস্য করে অতি সুমধুর ॥
রত্নের মুকুট শোভে মস্তকে তাহার।
রত্নের কুণ্ডল গণ্ডে শোভে চমৎকার ॥
অপূর্ব্ব সে রূপ দেখি বিস্মিত সকলে।
হেরিতে তাঁহারে সবে আসে দলে দলে ॥
পুলকিত হ'য়ে সবে করিল দর্শন।
কৈলাসের অধিবাসী আনন্দে মগন ॥
হেরিয়া তাঁহারে নিজে দেব মহেশ্বর।
সসম্ভ্রমে ভক্তিভরে প্রণমে সত্বর ॥
ভক্তিভরে পার্ব্বতীও করে প্রণিপাত।
ব্রাহ্মণ-কুমার সবে করে আশীর্ব্বাদ ॥
মহাদেব পূজে তাঁরে ষোড়শোপচারে।
স্তবস্তুতি করিলেন ভক্তি-সহকারে ॥
আত্মারাম তুমি প্রভু মঙ্গল-আধার।
কহ কহ কি শুধাব কুশল তোমার ॥
সার্থক জনম মম, সফল জীবন।
অতিথিরূপেতে এলে তুমি নারায়ণ ॥
পরিপূর্ণতম তুমি কৃষ্ণ সনাতন।
ধরাতে জন্মিবে তুমি নিস্তার কারণ ॥
অতিথিরে পূজা যদি করে কোন জন।
পূজিত হইবে সাথে সর্ব্ব দেবগণ ॥
অতিথি সন্তুষ্ট হয় যাহার সেবায়।
তার প্রতি তুষ্ট হরি সন্দেহ কি তায় ॥
সকল তীর্থের স্নানে যেই ফল হয়।
দান ব্রত উপবাসে যে পুণ্য সঞ্চয় ॥
তাহার ষোড়শ গুণ পুণ্য লাভ হয়।
ভক্তিসহকারে যদি অতিথি সেবয় ॥
অতিথি নিরাশ হ'য়ে যদি ফিরে যায়।
সঞ্চিত সকল পুণ্য লোপ পাবে তায় ॥
তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন দেব নারায়ণ।
তাহার পাপের কথা না যায় কথন ॥
বিপ্রহত্যা পত্নীহত্যা করে যেই জন।
গুরুর পত্নীর প্রতি লুব্ধ যার মন ॥
পিতা মাতা গুরুজনে নিন্দা যেই করে।
নরহত্যা করে যেই কুপিত অন্তরে ॥
হরির নিন্দক হয় যেই অভাজন।
ব্রাহ্মণের বিত্ত যেই করয়ে হরণ ॥
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যেই করে অপকার।
সে জন কৃতঘ্ন হয় ভুবন-মাঝার ॥

শূদ্রাণী গমন করে যে সব ব্রাহ্মণ।
শূদ্রের শ্রাদ্ধান্ন যেই করযে ভোজন॥
কন্যারে বিক্রয় ক'রে যেই দুরাচার।
মাংস লৌহ ল'য়ে যেই করে কারবার॥
একাদশী দিনে নাহি কৃষ্ণনাম লয়।
ত্রিলোক-নিন্দিত তারা পাপী অতিশয়॥
যেই জন নাহি করে অতিথি-সেবন।
সবার অধিক পাপী হয় সেই জন॥
শুনিয়া শিবের বাক্য বিপ্রের নন্দন।
শঙ্করে সম্বোধি কহে গম্ভীর বচন॥
তোমাদের কোলাহল করিয়া শ্রবণ।
কুতূহলী হ'যে আমি করি আগমন॥
কৃষ্ণভক্ত ভৃগুরাম রক্ষিতে তাহায়।
শ্বেত দ্বীপ হ'তে আমি আসিনু হেথায়॥
শ্রীহরির ভক্তদের অশুভ না হয়।
তাদের মঙ্গল হয় সকল সময়॥
বিপদে না পড়ে কভু কৃষ্ণভক্ত জন।
সুদর্শন চক্রে আমি রক্ষি অনুক্ষণ॥
কিন্তু যদি গুরু-কোপে পড়ে সেই জন।
তাহারে না পারি আমি করিতে রক্ষণ॥
যেই জন গুরু প্রতি অবহেলা করে।
অতিশয় পাপী সেই পৃথিবী ভিতরে॥
গুরু-অপমান যেই করে অনিবার।
তাহার সমান পাপী কেহ নাহি আর॥
সবার অধিক পূজ্য পিতা জন্মদাতা।
তার শত গুণ পূজ্য স্নেহময়ী মাতা॥
মাতার অধিক পূজ্য অন্নদাতা যিনি।
তার শত গুণ পূজ্য ইষ্টদেব তিনি॥
ইষ্টদেব হ'তে শ্রেষ্ঠ গুরু মন্ত্রদাতা।
জ্ঞানচক্ষুরূপী তিনি শিষ্যের বিধাতা॥
যেই গুরু নাশ করে অজ্ঞান আঁধার।
তার সম বন্ধু নাহি ত্রিভুবনে আর॥
গুরুদত্ত মন্ত্রে সবে মুক্তি লাভ করে।
গুরুসম কেবা আছে সংসার ভিতরে॥
গুরুদত্ত বিদ্যাবলে সবে জয়ী হয়।
গুরুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন জন নয়॥
অহঙ্কারে মত্ত হ'যে যেই মূঢ় জন।
গুরুর না করে কভু ভজন পূজন॥
ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত সেই জন হয়।
নরক-মাঝারে সেই যাইবে নিশ্চয়॥
ক্ষুদ্র বা দরিদ্র যদি হয় গুরু কভু।
হীনচক্ষে কোন দিন না হেরিবে তবু॥
পিতা মাতা ভার্য্যা আর গুরুরে যে জন।
সক্ষম হইযা কভু না করে পালন॥
মহাপাপী সেই জন কহি বার বার।
নিশ্চয় গমন করে নরক-মাঝার॥
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর।
গুরুই পরম ব্রহ্ম কহি নিরন্তর॥
সূর্য্যের স্বরূপ গুরু বায়ু হুতাশন।
গুরু ইন্দ্র গুরু চন্দ্র গুরু সনাতন॥
শাস্ত্র মাঝে বেদ শ্রেষ্ঠ শুন পঞ্চানন।
সকল দেবের শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ সনাতন॥
গঙ্গা তুল্য তীর্থ নাই কহি আমি তাই।
তুলসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন পুষ্প নাই॥
পৃথিবীর সম কেহ ক্ষমাশীল নয়।
পুত্রের অধিক প্রিয় কেহ নাহি হয॥
সকল ব্রতের শ্রেষ্ঠ একাদশী ব্রত।
দৈববল শ্রেষ্ঠ বল জানি অবিরত॥
সকল শিলার শ্রেষ্ঠ শিলা শালগ্রাম।
সকল ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ এ ভারত ধাম॥
পবিত্র স্থানের শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন বন।
সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ কাশী সুমোহন॥
বৈষ্ণবগণের শ্রেষ্ঠ দেব মহেশ্বর।
পার্ব্বতী সতীর শ্রেষ্ঠ জানি নিরন্তর॥
গণেশ অপেক্ষা কেহ নহে বলবান্।
বন্ধু কভু নহে কেহ বিদ্যার সমান॥
গুরুপুত্র গুরুভার্য্যা গুরু-সম হয।
শুন ভোলানাথ এতে নাহিক সংশয়॥

সেই গুরুপত্নী আর গুরুপুত্র প্রতি।
ভৃগুরাম অবহেলা করিয়াছে অতি ॥
সে দোষ ক্ষালন তরে মোর আগমন।
পরশুরামেরে আমি করিব রক্ষণ ॥
কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ ঋষির কুমার।
তাই তার প্রতি এত মমতা আমার ॥
এইরূপে মহাদেবে করি সম্ভাষণ।
পার্ব্বতীরে কহিলেন বিষ্ণু সনাতন ॥
শুন শুন দুর্গাদেবী শুন হৈমবতী।
নীতিগর্ভ বাক্য আমি কহি তব প্রতি ॥
কার্ত্তিক গণেশ তব তনয় যেমন।
তেমনি তনয় তব ঋষির নন্দন ॥
দৈবদোষে পুত্রে পুত্রে বিবাদাদি হয়।
দৈব হ'তে কেহ কভু বলবান্ নয় ॥
শুন শুন বরাননে, কহি তব প্রতি।
একদন্ত নামে খ্যাত দেব গণপতি ॥
গণপতি একদন্ত লম্বোদর আর।
শূর্পকর্ণ গজানন নাম হয় তার ॥
শ্রীহেরম্ব গুহাগ্রজ শ্রীবিঘ্ননাশক।
তব পুত্র গণেশের এ নাম অষ্টক ॥
সকল স্তবের সার এই অষ্ট নাম।
সমস্ত বিপদ্ নাশ করে অবিরাম ॥
বৃথা কোপ কর দেবী বৃথা কর খেদ।
গণেশে পরশুরামে নাহি কোন ভেদ ॥
গণপতি যেইরূপ তোমার তনয়।
ভৃগুরাম সেইরূপ তব পুত্র হয় ॥
তুমি জগন্ময়ী মাতা স্নেহের আধার।
ভৃগুরাম প্রতি বৃথা ক্রোধ কেন আর ॥
একদন্ত হইয়াছে দেব গণপতি।
তাহাতে তাহার কান্তি বৃদ্ধি পায় অতি ॥
কল্যাণরূপিণী তুমি জানি অনুক্ষণ।
ভার্গবের প্রতি ক্রোধ কর সংবরণ ॥
বিপ্রের মধুর বাণী করিয়া শ্রবণ।
শঙ্করীর ক্রোধ কিছু হয় নিবারণ ॥
বৈবর্ত্তপুরাণ কথা সুমধুর অতি।
যেই শোনে হয় তার অমরায় গতি ॥

গণেশখণ্ডে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

পরশুরামের কৃত ভগবতী স্তোত্র।

এইরূপে পার্ব্বতীরে করি সম্ভাষণ।
পরশুরামেরে বিপ্র কহিলা তখন ॥
শুন শুন ভৃগুরাম, কহি তব প্রতি।
শাস্ত্রমতে হ'লে তুমি অপরাধী অতি ॥
গণেশের দন্তভঙ্গ কর রোষভরে।
অন্যায় এ কার্য্য অতি কহিনু তোমারে ॥
কেন তব ক্রোধ হেন বল মহামতি।
কেনই বা হ'লে রুষ্ট গণেশের প্রতি ॥
ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয়।
বুদ্ধিমান্ জনে ক্রোধ না করে নিশ্চয় ॥
ক্রোধের সমান পাপ নাহি এ সংসারে।
জ্ঞানীজন অবশ্যই ত্যজে যে ইহারে ॥
রোষভরে নষ্ট হয় জীবন রতন।
অতএব ক্রোধ নাহি করিবে কখন ॥
গণেশের স্তব কর ভক্তিসহকারে।
তারপর স্তব কর পার্ব্বতী মাতারে ॥
কৃষ্ণবুদ্ধিস্বরূপিণী বিশ্বপ্রসবিনী।
প্রকৃতি ঈশ্বরী তিনি ভুবন-মোহিনী ॥
কুপিতা হইলে তিনি বুদ্ধি লোপ পায়।
ভক্তিসহকারে স্তব করহ মাতায় ॥
সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী ইনি অনুক্ষণ।
ইহার শক্তিতে কৃষ্ণ শক্তিমান্ হন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জগৎসংসার।
পার্ব্বতী হইতে জাত সংশয় কি তার ॥
পূর্ব্বে যবে দেবাসুরে হয় ঘোর রণ।
দেবতার তেজে দেবী আবির্ভূতা হন ॥

কৃষ্ণের আদেশ-ক্রমে জননী তখন।
সমস্ত অসুরগণে করিলা নিধন॥
তারপর জন্ম লয় দক্ষরাজঘরে।
পতিরূপে লাভ দেবী করে মহেশ্বরে॥
শুনিযা পতির নিন্দা ত্যজে কলেবর।
হিমালয় পত্নী গর্ভে জন্মে অতঃপর॥
তপস্যা করিয়া পায মহেশ্বর পতি।
পুত্ররূপে পায সতী দেব গণপতি॥
কৃষ্ণ-অংশ-জাত এই গণেশ কুমার।
সনাতন কৃষ্ণ ধরে পুত্রের আকার॥
যাঁহার নিয়ত ধ্যান কর একমনে।
সেই ভগবান্ আজি শিবের ভবনে॥
ভাবিও না তুচ্ছ তুমি গণেশ কুমারে।
স্তবস্তুতি কর তাঁর ভক্তিসহকারে॥
কৃতাঞ্জলিপুটে কর দেবীর স্তবন।
মঙ্গল-ঈশ্বরী তিনি মঙ্গল-কারণ॥
এইরূপ উপদেশ করিযা প্রদান।
বিপ্ররূপী বিষ্ণু ত্বরা করিলা প্রস্থান॥
শুনিয়া পরশুরাম বিপ্রের বচন।
স্থির শান্ত হয তার ব্যাকুলিত মন॥
শঙ্করীর প্রতি তার ভক্তি জাগে অতি।
শঙ্করী পূজিতে ইচ্ছা করে মহামতি॥
অতঃপর ভৃগুরাম করিলেন স্নান।
সুপবিত্র ধৌত বস্ত্র করে পরিধান॥
গুরুরে প্রণাম করি অতি ভক্তিভরে।
সবিনযে পার্ব্বতীরে নমস্কার করে॥
তারপর ধীরে ধীরে ঋষির নন্দন।
একমনে পার্ব্বতীরে করেন বন্দন॥
দুর্গতিনাশিনি দুর্গে তুমি বিশ্বস্ততা।
শ্রীকৃষ্ণের দেহে তুমি হও আবির্ভূতা॥
কোটিসূর্য্যসম তব দীপ্ত কলেবর।
সিন্দুরবিন্দুতে তুমি শোভিছ সুন্দর॥
নবীনা যুবতী তুমি ভুবন-মোহিনী।
মোক্ষদাত্রী তুমি মাতঃ বিশ্বের পালিনী॥
ভুবন-ঈশ্বরী তুমি রাধা তব নাম।
প্রকৃতি-ঈশ্বরী তুমি জানি অবিরাম॥
তোমার আহ্বান করি কৃষ্ণ ভগবান্।
সৃষ্টির ইচ্ছায শেষে করে বীর্য্যাধান॥
সেই বীর্য্যে ডিম্ব এক সমুৎপন্ন হয।
মহান্ বিরাট্ সেই ডিম্বে জন্ম লয॥
কৃষ্ণের সহিত যবে করিলে শৃঙ্গার।
মহাবায়ু জন্ম লয নিশ্বাসে তোমার॥
তুমি রাধা, তুমি লক্ষ্মী, তুমি সরস্বতী।
বেদ-অধিষ্ঠাত্রী তুমি শ্রীসাবিত্রী সতী॥
শিবারূপে আছ তুমি শিবের ভবনে।
রাধারূপে রহিযাছ কৃষ্ণের সদনে॥
তব অংশভূতা হয সকল কামিনী।
বীজস্বরূপিণী তুমি ভুবন-মোহিনী॥
তুমি ছাযা, তুমি মাযা, তুমি দেবী রতি।
শতরূপা দেবহূতি তুমি অরুন্ধতী॥
তুলসী ও গঙ্গা তুমি কি কহিব আর।
নদীরূপে বহিতেছ পৃথিবী-মাঝার॥
জ্যোতিরূপা সত্বরূপা শক্তিস্বরূপিণী।
তুমি মাতঃ রাজলক্ষ্মী মঙ্গলদায়িনী॥
প্রভারূপে আছ তুমি সূর্য্যের মাঝার।
শোভারূপে চন্দ্র মাঝে রহ অনিবার॥
শব্দরূপে আছ তুমি গগনমণ্ডলে।
শক্তিরূপে বিরাজিতা এই ধরাতলে॥
ক্ষুধা তুমি, তৃষ্ণা তুমি জীব সকলের।
স্মৃতি মেধা বুদ্ধি তুমি পণ্ডিতগণের॥
মৃত্যুঞ্জযী বিদ্যা তুমি সকলের সার।
ভক্তিভবে তব পদে করি নমস্কার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের শক্তিরূপা হও।
সকল জীবের মাঝে শক্তিরূপে রও॥
মধু-কৈটভেব ভযে বিষ্ণু সনাতন।
যে দেবীরে ভক্তিভবে করে আরাধন॥
তুমি সেই শক্তিময়ী জানি অনিবার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥

ত্রিপুর-সংগ্রাম-কালে সর্ব্বদেবগণ।
যে দেবীরে ভযে ভযে করিল স্তবন॥
তুমি সেই দুর্গাদেবী মঙ্গল-আধার।
ভক্তিসহকারে আমি করি নমস্কার॥
যাঁহার আজ্ঞায চলে বায়ু নিরন্তর।
যাঁহার আদেশ মানে সূর্য্য নিশাকর॥
যাঁহার আজ্ঞায হয সৃজন সংহার।
সেই জননীর পদে করি নমস্কার॥
আমি অতি দীন হীন কব আশীর্ব্বাদ।
ক্ষমা কর ওগো মাতঃ মোর অপরাধ॥
শিশুরা কখনো যদি অপরাধ কবে।
মাতা নাহি রুষ্টা হয তাদের উপবে॥
স্নেহময়ী মাতা তুমি দযার আধার।
মোর অপরাধ তুমি ধরিও না আব॥
ক্ষমা কর আমি তব অধম তনয।
এত বলি ভৃগুরাম কাঁদে অতিশয॥
শুনিযা তাঁহাব স্তব শঙ্কবী তখন।
মৃদু ভাযে ভৃগুরামে করে সম্ভাষণ॥
শুন শুন ভৃগুরাম আমার বচন।
চিরজয়ী হবে তুমি না কর ক্রন্দন॥
অমর হইবে তুমি করি আশীর্ব্বাদ।
ক্ষমিনু তোমার আমি সব অপবাধ॥
তোমা প্রতি তুষ্ট হবে কৃষ্ণ সনাতন।
নিরন্তর হবে তুমি কৃষ্ণপরাযণ॥
হরি আর গুরু প্রতি ভক্তি যার থাকে।
কেহ কভু নাহি পারে নাশিতে তাহাকে॥
যদ্যপি কুপিত হয দেব-সমুদয।
ভক্তদেব কভু নাহি হবে পরাজয॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তুমি ভক্তিপরাযণ।
মন্ত্রদাতা গুরু তব দেব পঞ্চানন॥
গুরুব পত্নীবে তুমি কবিছ স্তবন।
এ জগতে তোমা সম আছে কোন্ জন॥
কৃষ্ণভক্তদের কভু অশুভ না হয।
কদাপি তাদের নাহি হবে পবাজয॥
শুন শুন ভৃগুরাম না কর ক্রন্দন।
মঙ্গল হইবে তব কহিনু বচন॥
আশীর্ব্বাদ করি দুর্গা ঋষির নন্দনে।
সন্তুষ্ট হইযা যান আপন ভবনে॥

গণেশখণ্ডে পঞ্চত্রিংশ অধ্যাব সমাপ্ত।

● ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

তুলসী ব্যতিবেকে ভৃগুবামেব গণেশপূজন ও তুলসী এবং গণেশেব পবস্পব অভিসম্পাত-কথন।

নারাযণ কহিলেন, শুন তপোধন।
পার্ব্বতীরে স্তব করে ভার্গব-সুজন॥
গণেশেব পূজা করে ভক্তি-সহকারে।
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি নানা উপচারে॥
কেবল তুলসী পুষ্প না করে গ্রহণ।
অন্য অন্য ফুলে তার করিল পূজন॥
তারপর দুর্গা-শিবে করি নমস্কার।
ষড়াননে নতি করে ঋষির কুমার॥
সর্ব্বশেষে পুনবায অতি ফুল্ল মন।
হর-পার্ব্বতীর করে চরণবন্দন॥
দোঁহার নিকট হৈতে লইয়া বিদায।
ভৃগুব'ম আপনার গৃহে ফিরে যায॥
নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারাযণ।
অপূর্ব্ব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ॥
কিন্তু মনে হইতেছে সংশয উদয।
তুলসী কুসুমে কেন পূজা নাহি হয॥
তুলসী সবার শ্রেষ্ঠ কুসুমের মা৷ে।
গণেশ-পূজায কেন নাহি লাগে কাজে॥
তুলসীরে গণপতি কেন নাহি লয।
কৃপা করি মোরে তুমি কহ মহাশয॥
নারাযণ কহিলেন, শুন মতিমান্।
কহিব তোমাবে আমি অপূর্ব্ব আখ্যান॥

একদা তুলসীদেবী জাহ্নবীর তীরে।
হেরিলা যৌবনযুক্ত শ্রীগণপতিরে॥
চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গে রত্ন-অলঙ্কার।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যান করে অনিবার॥
সুন্দরী রূপসী অতি তুলসী যুবতী।
হেরিয়া গণেশে হয় কামাতুরা অতি॥
সম্বোধন করি তারে শ্রীতুলসী কয়।
কার ধ্যান করিতেছ তুমি মহাশয়॥
গজমুণ্ড হয় তব কিসের কারণ।
লম্বোদর কেন তুমি কহ বিবরণ॥
একমাত্র দন্ত কেন বদনে তোমার।
শুনিতে ব্যাকুল অতি অন্তর আমার॥
সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে আজ।
ধ্যান পরিত্যাগ তুমি কর যোগিরাজ॥
অসংখ্য নক্ষত্ররাজি উঠিছে গগনে।
একাকী নির্জ্জনে তুমি রহিবে কেমনে॥
শুন শুন মহাভাগ বচন আমার।
ধ্যান পরিত্যাগ তুমি কর এইবার॥
এত বলি মৃদু হাসে তুলসী যুবতী।
তর্জ্জনী আঘাত করে গণেশের প্রতি॥
গঙ্গাবারি ল'য়ে করে মস্তকে ক্ষেপণ।
গণেশের ধ্যানভঙ্গ হইল তখন॥
হেরিয়া সম্মুখে এক রূপসী যুবতী।
ধীরে ধীরে কহিলেন দেব গণপতি॥
কেবা তুমি কার কন্যা কোথায় ভবন।
মোর ধ্যান ভঙ্গ কর কিসের কারণ॥
তপস্বীর ধ্যানভঙ্গ করে যেই জন।
অবশ্য নরকে সেই করিবে গমন॥
কিন্তু শুন বরাননে বচন আমার।
কোন অপরাধ আমি না লব তোমার॥
বিঘ্ন দূর করিবেন কৃষ্ণ ভগবান্।
মম আশীর্ব্বাদে তব হইবে কল্যাণ॥
গণেশের বাক্য শুনি তুলসী তখন।
মৃদু মৃদু হাস্য করে অতি সুমোহন॥
কামবাণে জর্জ্জরিত হয় দেহ তার।
গণেশে কটাক্ষ দেবী হানে বারবার॥
সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপে তার সহিতে না পারে।
মধুর বচনে পরে কহিল তাঁহারে॥
ধর্ম্মধ্বজকন্যা আমি শ্রীতুলসী নাম।
তপস্বিনী-বেশে আমি ঘুরি অবিরাম॥
হের মহাশয় আমি নবীনা যুবতী।
তপস্যা আমার শুধু লভিবারে পতি॥
তুমি দেব সুকুমার অতি রূপবান্।
হেথায় আসিয়া পাই তোমার সন্ধান॥
আমি অতি ভাগ্যবতী সার্থক জীবন।
জাহ্নবীর তীরে পাই তোমার দর্শন॥
শুন শুন প্রভু তুমি মোর নিবেদন।
মোর পতি হ'য়ে তুমি বাঁচাও জীবন॥
তুলসীর বাক্য শুনি দেব গণপতি।
মধুর বচনে কহে তুলসীর প্রতি॥
শুন শুন মাতঃ তুমি বচন আমার।
দারপরিগ্রহে মোর ইচ্ছা নাহি আর॥
দারপরিগ্রহ শুধু দুঃখের কারণ।
সুখের কারণ নাহি হয় কদাচন॥
হরিভক্তি-অন্তরায় দারপরিগ্রহ।
তপস্যানাশক তাহা জানি অহরহঃ॥
সংসার-বন্ধনে তাহা রজ্জুরূপ হয়।
মোক্ষের কপাটরূপ সকল সময়॥
সাধুগণ নারীসঙ্গ করে পরিহার।
দুঃখের কারণ নারী হয় অনিবার॥
গণেশ আমার নাম শিবের নন্দন।
দিবারাত্রি করি আমি শ্রীহরি বন্দন॥
কামাতুরা তুমি অতি বুঝিয়াছি আমি।
অন্বেষণ কর কোন কামাতুর স্বামী॥
জিতেন্দ্রিয় আমি হই শিবের নন্দন।
আমা হ'তে মনোবাঞ্ছা না হবে পূরণ॥
শান্ত হও বরাননে স্থির কর মন।
তোমার সুযোগ্য পতি কর অন্বেষণ॥

গণেশের মুখে শুনি এ হেন বচন।
ক্রোধেতে তুলসী দেবী কহিল তখন॥
অভিশাপ দিনু আমি শুন মহাশয়।
দারপরিগ্রহ তুমি করিবে নিশ্চয়॥
তোমারে দর্শন করি ভাবিলাম আমি।
তুমি মোর একমাত্র উপযুক্ত স্বামী॥
পূরণ না কর তুমি মোর অভিলাষ।
আসিলাম তব কাছে করিলে নিরাশ॥
অবহেলা তুমি মোরে করিলে যেমন।
সংসারী হইবে তুমি শুন গজানন॥
তুলসীর কথা শুনি দেব গণপতি।
ক্রোধভরে কহিলেন তুলসীর প্রতি॥
তুলসী যুবতী শুন কহি যে তোমায়।
অসুরগৃহিণী তুমি হইবে ধরায়॥
তারপর বৃক্ষরূপে জন্ম তুমি লবে।
মোর অভিশাপ কভু ব্যর্থ নাহি হবে॥
গণেশের কথা শুনি তুলসী তখন।
মহাদুঃখে পুনঃ পুনঃ করিল রোদন॥
ক্ষমা কর ক্ষমা কর মোর অপরাধ।
কৃপা করি তুমি মোরে কর আশীর্ব্বাদ॥
তব মনোহর রূপ করিয়া দর্শন।
কামেতে ব্যাকুল অতি হ'ল মোর মন॥
শিবের নন্দন তুমি দয়া অবতার।
সব অপরাধ তুমি ক্ষমহ আমার॥
পতিতপাবন তুমি মঙ্গল-কারণ।
মোর অপরাধ ক্ষম দেব গজানন॥
আমি তুচ্ছ নারী মাত্র কি কহিব আর।
নারায়ণ অংশ তুমি মহিমাবতার॥
ক্ষমা কর মোরে তুমি নিজ মহিমায়।
ভক্তিভবে প্রণিপাত করি তব পায়॥
তুলসীর স্তব শুনি দেব গণপতি।
প্রসন্ন বদনে কহে তুলসীর প্রতি॥
শুন শুন বরাননে বচন আমার।
প্রধানা হইবে তুমি পুষ্পের মাঝার॥
নারায়ণ-প্রিয়া তুমি হবে মোর বরে।
পূজনীয়া হবে অতি পৃথিবী ভিতরে॥
কিন্তু শুন মনোরমে কহিনু তোমায়।
পরিত্যজ্য হবে তুমি আমার পূজায়॥
তুলসীরে এই কথা বলি গজানন।
বদরিকা শ্রমেতে করিলা গমন॥
পুষ্করতীর্থের পানে শ্রীতুলসী যায়।
এক লক্ষ বর্ষ তপ করিল সেথায়॥
গণেশের শাপে শেষে তুলসী যুবতী।
শঙ্খচূড়ে পতিরূপে লাভ করে সতী॥
দানবের প্রিয়া-রূপে বহুকাল ধ'রে।
তুলসী যুবতী নানা সুখ ভোগ করে॥
শঙ্খচূড় শিবশূলে হইল নিধন।
বৃক্ষরূপ ধরে শেষে তুলসী তখন॥
নারায়ণ-প্রিয়ারূপে বৈকুণ্ঠেতে যায়।
মহাসুখে বাস করে তুলসী সেথায়॥
শ্রেষ্ঠ মোক্ষপ্রদ এই শুভ বিবরণ।
ধর্ম্মমুখ হ'তে আমি করিনু শ্রবণ॥
শুন শুন হে নারদ, তোমার নিকটে।
যাহা জানি তাহা আমি কহি অকপটে॥
তারপর দুর্গা শিবে করিয়া প্রণাম।
গণেশেরে পূজা করে শ্রীপরশুরাম॥
পূজা-শেষে ভৃগুরাম অতি ফুল্ল মন।
তপস্যার তরে বনে করিল গমন॥
গণেশেরে পূজা করে দেব মুনি যত।
স্তবস্তুতি সবে তাঁরে করে অবিরত॥
গণেশেরে ক্রোড়ে করি পার্ব্বতী তখন।
স্নেহভবে করে তার বদন চুম্বন॥
মস্তকে বুলায় হাত দেব মহেশ্বর।
শিব-দুর্গা মিলি করে আদর বিস্তর॥
আশীর্ব্বাদ করে তাঁরে শঙ্কর পার্ব্বতী।
এইরূপে সুখে রয় দেব গণপতি॥
গণপতিখণ্ড যেই করিবে শ্রবণ।
রাজসূয়-যজ্ঞ-ফল লভিবে সেজন॥

অপুত্রক পুত্র পায়, ধনহীন ধন।
বন্ধ্যানারী লাভ করে সুপুত্র-রতন ॥
মৃতবৎসা কিংবা যদি কাকবন্ধ্যা হয়।
তথাপি সুপুত্র লাভ করিবে নিশ্চয় ॥
গণপতিখণ্ড যেই শুনে ভক্তিভরে।
গণপতি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তার করে ॥
অমঙ্গল দূর হয় করিলে শ্রবণ।
মোক্ষপ্রদ এই খণ্ড বিঘ্ন-বিনাশন ॥
শ্রবণ করিয়া এই গণেশ-আখ্যান।
স্বর্ণ যজ্ঞসূত্র আদি বিপ্রে কর দান ॥
শ্বেত ছত্র অশ্বমাল্য পরিপক্ক ফল।
ব্রাহ্মণে করিলে দান হইবে মঙ্গল ॥
সৌতি-পাশে সনকাদি যত মুনিচয়।
শুনিতে চাহিল কথা হরিভক্তিময় ॥
মুনিগণ বাক্য শুনি সৌতি ঋষিবর।
কহিল পুরাণ কথা অতি মনোহর ॥
নারদ-প্রসঙ্গে যবে এলো মুনিবর।
কহিতে লাগিল কথা অতি মনোহর ॥
গৃহধর্ম্মে নারদের নাহি ছিল মতি।
অনেক বুঝান তারে পিতা প্রজাপতি ॥
পিতার আদেশে তবে নারদ ধীমান্।
পরামর্শ তরে যায় হরি সন্নিধান ॥
তথায় শ্রীহরি তাঁকে বলে বিবরণ।
প্রকৃতিরহস্য আর গণেশ-কথন ॥
প্রকৃতিরহস্যে তিনি বিশদ ভাবেতে।
প্রকৃতির কথা যত বর্ণে বিধিমতে ॥
গণপতিখণ্ডে কহে গণেশ-কাহিনী।
দেবমধ্যে অগ্রগণ্য একদন্ত যিনি ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা সকলের সার।
হয় অজ্ঞানতা নাশ, মায়ার সংহার ॥
সর্ব্ববিধ পাপতাপ দূর হ'যে যায়।
যেজন পুরাণ কথা শুনিবারে পায় ॥

গণপতিখণ্ড হেথা হয় সমাপন।
পুণ্যবান্ ভণে, শোনে ভাগ্যবান্ জন ॥

গণেশখণ্ড সমাপ্ত



● শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ●

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥
নির্গুণো সগুণো যশ্চ গুণাতীতো গুণাধিকঃ।
সাকারাশ্চ নিরাকারো তং নমামি জগৎপতিম্॥
গোকুলে গোপরূপেণ যঃ সাক্ষাৎ জগতঃ পতিঃ।
নমামি পরমা ভক্ত্যা তং বিভুং দেবকীসুতম্॥
নিষ্কলং পরমং শান্তং সারাৎসারং পরাৎপরম্।
শিবদং শুভদং দেবং নমামি জগতঃ পতিম্॥

—∞—

● প্রথম অধ্যায়

নারায়ণের প্রতি নারদের হরিবিষয়ক প্রশ্ন এবং তৎপ্রতি নারায়ণের হরিকথাকথন-প্রসঙ্গে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের গুণ-কথন।

নারায়ণে নমস্কারি নমি নরোত্তমে।
বন্দন করিনু নরে—উত্তমে-অধমে॥
বাক্‌বাদিনী সরস্বতী করি নমস্কার।
সভক্তি হৃদয়ে গাহি জয়গান তার॥
নির্ম্মল পরম শান্ত সার হৈতে সার।
শিবদ শুভদ দেব, সর্ব্বগুণাধার॥
জগৎপতিকে হৃদে করিনু বন্দন।
নির্গুণ আবার যিনি সগুণ কখন॥
গুণের অতীত যিনি, গুণাধিক যিনি।
কভুবা সাকার কভু নিরাকার তিনি॥
তিনি যে জগৎপতি প্রণমি চরণে।
গোপরূপে অবস্থিতি গোকুল ভবনে॥
দেবকীনন্দন বিভু জগতের পতি।
প্রণমি হৃদয়ে লৈয়া পরমা ভকতি॥
তারপর ব্যাসদেবে করি নমস্কার।
বৈবর্ত্তপুরাণ কথা লিখিত যাঁহার॥
সর্ব্বদেবে প্রণমিয়া গুরু ও ব্রাহ্মণে।
শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড বর্ণিব এক্ষণে॥
নৈমিষ অরণ্যবাসী সনকাদি মুনি।
সৌতিরে সম্বোধি বলে, কহ ঋষি শুনি॥
শ্রীহরি-গুণাদি কথা অতি মনোহর।
হরিনাম সংকীর্ত্তন সর্ব্বপাপহর॥
কৃপা করি আবো বল সে সব কাহিনী।
শ্রীহরি-নারদ কথা ভক্তিচিতে শুনি॥
গণপতিখণ্ড পরে আর কিবা হয়।
শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিগাথা কহ সমুদয়॥
যে কথা শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন।
ভবনদী পার হয় যাহার কারণ॥
বিরিঞ্চিনন্দনে যাহা বলে নারায়ণ।
প্রকাশ করহ তাহা সবার সদন॥
এত শুনি সৌতিমুনি সহাস্য বদনে।
মুনিবর্গে সম্বোধিয়া মধুর বচনে॥
কহিলেন, মুনিগণ কর অবধান।
নারদ সকাশে যাহা বলে ভগবান্॥
নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ।
অপরূপ ব্রহ্মখণ্ড করিনু শ্রবণ॥

উৎকৃষ্ট প্রকৃতিখণ্ড শুনিলাম পরে।
গণপতিখণ্ড শুনি অতি ভক্তিভরে॥
জনম সফল মম, সার্থক জীবন।
তবু পরিতৃপ্ত নাহি হয় মোর মন॥
কৃষ্ণজন্মখণ্ড এবে শুনিতে বাসনা।
কৃপা করি পূর্ণ কর আমার প্রার্থনা॥
কৃষ্ণজন্মখণ্ড-কথা করিলে শ্রবণ।
মানবের জন্ম মৃত্যু না হয় কখন॥
জ্ঞানের প্রদীপ রূপ হরির আখ্যান।
সর্ব্বজীবগণে করে হরিভক্তি দান॥
কর্ম্মচ্ছেদকারী তাহা মুক্তির কারণ।
বৈরাগ্যজনক তাহা জানি অনুক্ষণ॥
যেই জন হরিকথা করিবে শ্রবণ।
ভবসাগরের পারে যাবে সেই জন॥
কর্ম্মভোগ দূর হবে, রোগ হবে দূর।
শ্রীহরির প্রতি ভক্তি হইবে প্রচুর॥
কহ কহ নারায়ণ কৃষ্ণের আখ্যান।
শুনিয়া জুড়াবে হিয়া, তৃপ্ত হবে প্রাণ॥
পরিপূর্ণতম হরি কৃষ্ণসনাতন।
মহীতলে কি কারণে করে আগমন॥
কোন্ যুগে কোন্ কালে আসিলেন হরি।
বিস্তারিয়া সব কথা কহ কৃপা করি॥
জনক শ্রীবসুদেব কোন্ জন হয়।
জননী দেবকী কেবা কহ মহাশয়॥
কোন্ কুলে জন্ম তাঁর হইল ধরায়।
কংসভয়ে কেন হরি গোকুলেতে যায়॥
গোকুলে কি করে হরি ধরি গোপবেশ।
গোপীদের সাথে কিবা করে পরমেশ॥
কোন্ জন গোপাঙ্গনা, গোপাল কাহারা।
যশোদা ও নন্দ আদি কে হয় তাহারা॥
যশোমতী কেন হয় জননী তাহার।
কেনই বা পিতা নন্দ গোপের কুমার॥
গোলোক-ঈশ্বরী দেবী রাধা পুণ্যবতী।
গোপকন্যারূপে কেন ব্রজে আসে সতী॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা হইল কেমনে।
কেমনে কৃষ্ণেরে লাভ করে গোপীগণে॥
তাহাদের পরিত্যাগ করি সনাতন।
মথুরাপুরীতে কেন করিলা গমন॥
কৃষ্ণ-প্রণয়িনী সব হইল কেমনে।
রাধিকা সহিত ছেদ হ'ল কি কারণে॥
রাধা সতী কিবা পাপে হেন দশা পায়।
কহ দেব দয়া করি সে সব আমায়॥
ব্রজধাম পরিত্যজি কেন বা শ্রীহরি।
গেলেন মথুরাপুরে শ্রীকৃষ্ণ মুরারি॥
কিরূপে শ্রীহরি করি কংস বিনাশন।
গোলোকেতে পুনরায় করেন গমন॥
সুন্দরী রাধিকা সতী কৃষ্ণ-অদর্শনে।
কিভাবে কাটায় দিন গোকুল-বিজনে॥
শুন শুন নারায়ণ করি নিবেদন।
সবিস্তারে সব কথা করহ বর্ণন॥
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা অতি সুমধুর।
কোটি-জন্ম-কৃত যত পাপ করে দূর॥
সর্ব্বক্লেশ দূরে যায় শান্তি আনে প্রাণে।
সুধাতুল্য বোধ হয় মানবের কাণে॥
সুদুর্লভ হরিকথা অপরূপ অতি।
কৃপা করি নারায়ণ কহ মোর প্রতি॥
অমৃত-সাগর-পানে বাসনা আমার।
দুর্লভ হরির কথা কহ সবিস্তার॥
নারায়ণ কহিলেন নারদের প্রতি।
হে কুলপাবন তুমি পুণ্যবান্ অতি॥
সুপবিত্র চিত্ত তব ভক্তিপরায়ণ।
জীবের মঙ্গল তরে করিছ ভ্রমণ॥
সুদুর্লভ হরিকথা করিতে শ্রবণ।
আমার নিকট তুমি কর আগমন॥
সুপবিত্র কৃষ্ণকথা যেইখানে হয়।
তীর্থতুল্য হয় তাহা নাহিক সংশয়॥
মুনি ঋষি দেবগণ সেথা বিদ্যমান।
যে জন শ্রবণ করে সেই পুণ্যবান্॥

হরিকথা বলে যেই অতি ভক্তিভরে।
শত শত পুরুষেরে উদ্ধাব সে করে॥
শ্রীহরির কথা যেই করিবে শ্রবণ।
পবিত্র হইবে কুল শুদ্ধ হবে মন॥
শ্রীকৃষ্ণের কথা যেই শুনিবারে চায।
তাহার সমান কেহ নাহি এ ধবায॥
জনম সফল হয কথামৃত-পানে।
তাপদগ্ধ নরনারী শান্তি পায় প্রাণে॥
অর্চ্চনা বন্দনা সেবা স্মরণ কীর্ত্তন।
মন্ত্র জপ আর তাহে আত্মসমর্পণ॥
হরিদাস্য আর তাঁর গুণাদি-শ্রবণ।
এই নয প্রকারেব ভক্তির লক্ষণ॥
যার মাঝে আছে সেই হবিপরাযণ।
তাহার বিপদ্ নাহি হয় কদাচন॥
আয়ুঃক্ষয নাহি হয় নাহি তার ভয।
শ্রীহরি রহেন কাছে সকল সময॥
অনিষ্ট তাহার কেহ করিতে না পারে।
যমের কিঙ্করগণ নাহি লয তারে॥
রোগ শোক কভু নাহি কাছে আসে তার।
সুদর্শন চক্র তারে রক্ষে অনিবাব॥
শঙ্কাহীন রহে সদা হরিভক্ত জন।
তাব প্রতি তুষ্ট রহে দেবমুনিগণ॥
তুমি অতি পুণ্যবান্ নারদ সুজন।
হরিকথা তব কাছে করিব বর্ণন॥
শ্রীহরি-কথার প্রতি ভক্তি আছে যাব।
হরিনামে হয যার পুলক-সঞ্চার॥
কৃষ্ণনামে অশ্রু যার ঝবে অনুক্ষণ।
এ সংসারে প্রকৃতই সেই ভক্ত জন॥
নাবাযণ মুখে শুনি কৃষ্ণ গুণগান।
হইলেন আনন্দিত নারদ ধীমান্॥
যুক্ত করে ভক্তি ভরে কবিযা প্রণতি।
করিতে লাগিল মুখে কৃষ্ণ স্তবস্তুতি॥
জয় জয নারাযণ ব্রহ্ম সনাতন।
জয জগন্নাথ প্রভু জগৎ কারণ॥

নমি কূর্ম্ম অবতার মন্দার-ধারক।
নমি আমি ভৃগুরামে ক্ষত্রকুলান্তক।
নমো রাম-অবতার রাবণ-নাশন।
প্রণমি বামনে বলি দমন কারণ॥
প্রণমি ধন্বন্তরিকে অমৃতধারক।
কৃষ্ণে নমি হিরণ্যাক্ষ বক্ষ-বিদারক॥
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুর মোহন।
নৃসিংহকে নমি মহাদৈত্যবিনাশন॥
রামকৃষ্ণ রূপে নমি গোকুল বিহার।
প্রণমি তোমার পদে বুদ্ধ-অবতার॥
ভাবী অবতার তুমি নমঃ কল্কি-রূপ।
নমো হবি নারাযণ নমো বিশ্বভুপ॥
সচ্চিদানন্দকে নমি বিশ্ব-পরায়ণ।
নমো নমো বিশ্বপতি ব্রহ্মসনাতন॥
ইন্দ্র তুমি যম তুমি তুমি পশুপতি।
তুমি ত্রিলোকের নাথ ত্রিভুবনপতি॥
বরুণ-স্বরূপ তুমি সূর্য্য কলেবর।
কুবের শমন তুমি পৃথিবী-ঈশ্বর॥
তোমার মাযায বদ্ধ বিশ্বচরাচর।
ত্রিগুণ অতীত তুমি প্রকৃতির পর॥
রক্ষ তুমি যক্ষ তুমি গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
জল তুমি স্থল তুমি তুমি কলেবর॥
তোমার অনন্তরূপ জাতিগুণ হীন।
বর্জ্জিত গুণেতে তুমি গুণেতে প্রবীণ॥
জ্ঞানের স্বরূপ তুমি মাযাব ঈশ্বর।
নির্ম্মায নির্ম্মোহ তুমি, তুমি মায়াধর॥
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে করহ বিহার।
অসার সংসারে তুমি একমাত্র সার॥
অন্তরীক্ষ তব নাভি পাতাল চরণ।
মস্তক আকাশ তব অরুণ লোচন॥
দশদিক কর্ণ তব শশী বামেক্ষণ।
তোমার শরীর মাঝে চরাচরগণ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুরস্ত্র ধারী।
নানা অলঙ্কারে তনু ভূষিত শ্রীহরি॥

পরিধানে পীতবাস রাজীব-লোচন।
বনমালা গলে শোভে গরুড়বাহন॥
দলিত ত্রিভঙ্গ রূপ বেশ মনোহর।
বিকসিত নবদল শ্যাম কলেবর॥
অচিন্ত্য তোমার রূপ কল্পনা অতীত।
সাধ্য কার গুণে তাহা ওগো গুণাতীত॥
পৃথিবীর রেণু যদি গণিবারে পারি।
কলসীতে যদি ভরি সমুদ্রের বারি॥
আকাশে নক্ষত্র যদি পারি বা গণিতে।
ঈশ্বরের তত্ত্ব তবু না পারি কহিতে॥
কৃপা কর দয়াময় মুই অতি ছার।
না পারি সংসারে কোন কার্য্য করিবার॥
শক্তি দাও ভক্তি দাও ধর্ম্ম দাও চিতে।
প্রীতি দাও ক্ষমা দাও বুদ্ধি লোকহিতে॥
তোমার চরণে প্রভু মাগিনু শরণ।
আমারে করহ রক্ষা প্রভু নারায়ণ॥

● বৈষ্ণবের গুণ বর্ণন।

এইরূপে স্তবস্তুতি করিয়া নারদ।
মনে মনে চিন্তে মুনি নারায়ণ পদ॥
অতঃপর জিজ্ঞাসিল বল নারায়ণ।
কিবা গুণ বৈষ্ণবের, করহ কীর্ত্তন॥
শুনিয়া নারদ বাক্য অতি ফুল্লমনে।
নারায়ণ কহিলেন মধুর বচনে॥
মহাজ্ঞানী ভক্ত যেই বৈষ্ণব-প্রধান।
ধন্য ধন্য সেই জন অতি পুণ্যবান্॥
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম যেবা ধ্যান করে।
প্রকৃত বৈষ্ণব বলি খ্যাত এ সংসারে॥
নিরন্তর হরিনামে মগ্ন যেই রয়।
বৈষ্ণব বলিয়া তারে জানিবে নিশ্চয়॥
খাদ্যদ্রব্য লাভ করি যেই ভক্ত জন।
মহানন্দে শ্রীহরিরে করে নিবেদন॥
সেই জন হয় নিত্য বৈষ্ণব-প্রধান।
জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সেই জন অতি পুণ্যবান্॥

অন্তরে বাহিরে যেই লয় কৃষ্ণনাম।
দিবারাত্র হরিচিন্তা করে অবিরাম॥
গুরুমুখে কৃষ্ণনাম যে করে শ্রবণ।
বৈষ্ণব নামেতে উক্ত হয় সেই জন॥
তীর্থ চাহে বৈষ্ণবের দর্শন স্পর্শন।
বৈষ্ণবে হেরিলে পাপ করে পলায়ন॥
যেই স্থানে বৈষ্ণবেরা করে অবস্থান।
সেই স্থান হয় নিত্য তীর্থের সমান॥
বৈষ্ণব-দর্শনে মন সুপবিত্র রয়।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ দূরীভূত হয়॥
হরিভক্তিপরায়ণে নিন্দা যেই করে।
কুম্ভীপাক নরকে সে যাইবে সত্বরে॥
চন্দ্র সূর্য্য যত দিন বিদ্যমান রয়।
তত দিন তার কভু মুক্তি নাহি হয়॥
কিন্তু যদি বৈষ্ণবেরে করে সে স্পর্শন।
তার পাপ নাশ করে শ্রীমধুসূদন॥
প্রকৃত বৈষ্ণব মুনি যেই জন হয়।
সর্ব্ব পাপ হৈতে দূরে সেই জন রয়॥
যে কুলেতে হয় কোন বৈষ্ণবজনম।
তার কুলে পাপ নাহি হয় সংঘটন॥
প্রকৃত বৈষ্ণব যদি হয় দরশন।
হয় তার সর্ব্ববিধ পাপের মোচন॥
বৈষ্ণবের গুণ যত ব্যাখ্যা কেবা করে।
মৃত্যুকালে যায় সেই কৃষ্ণের গোচরে॥
কৃষ্ণসঙ্গ পায় সেই গোলোক-ভবনে।
সর্ব্বপাপ মুক্ত হয় বৈষ্ণব দর্শনে॥
বৈষ্ণবের গুণ তাই গাহিবে সদাই।
বৈষ্ণব-নিন্দাতে ক্রুদ্ধ দেবতা সবাই॥
বহুতর পুণ্য যদি করে উপার্জ্জন।
বৈষ্ণব-নিন্দাতে হয় সব বিসর্জ্জন॥
যতদিন ধরাতলে চন্দ্র সূর্য্য রয়।
তাবৎ নরকে থাকে সেই দুরাশয়॥
কৃষ্ণনাম হৃদয়েতে জপে যেই জন।
সেই জন হয় হরিভক্তিপরায়ণ॥

প্রকৃত বৈষ্ণব মাঝে তার শ্রেষ্ঠ স্থান।
ভবার্ণবে অবহেলে পায় পরিত্রাণ॥
যেই সাধুজন পূজা বৈষ্ণবে করিবে।
তার সব মনোবাঞ্ছা অবশ্য পূরিবে॥
বিষ্ণু ও বৈষ্ণব গুণ কহিনু কীর্ত্তন।
কৃষ্ণজন্মলীলা-কথা শুন তপোধন॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

● দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের বিরজার সহিত বিহার, রাধিকার ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান এবং বিরজার নদীরূপপ্রাপ্তি।

এতেক শুনিয়া তবে মহর্ষি নারদ।
ভক্তিভরে বন্দে দেব নারায়ণ-পদ॥
সবিনয় বাক্যে কহে নারায়ণ প্রতি।
কৃপা করি কহ মোরে জগতের পতি॥
গোলোক ছাড়িয়া কেন বিনোদ-বিহারী।
গোপকুলে জন্ম নিল, বলহ বিস্তারি॥
জন্মস্থান ছাড়ি কেন বৃন্দার ভবনে।
জনার্দ্দন রহিলেন গোপীগণ সনে॥
কি হেতু বা আদ্যাশক্তি রাধিকা সুন্দরী।
ছাড়িয়া আসেন দিব্য গোলোক-নগরী॥
রাধাকৃষ্ণ লীলাকথা অতি সবিস্তারে।
কৃপা করি দয়াময় বলহ আমারে॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
কহিতেছি শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিবরণ॥
কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ আসে ব্রজের মাঝার।
রাধিকা কিরূপে হয় প্রিয়তমা তাঁর॥
কেন গোপালের বেশ ধরে সনাতন।
সবিস্তারে কহি সব শুন দিয়া মন॥
পূর্ব্বকালে গোলোকেতে রাধিকার সহ।
কৃষ্ণসখা শ্রীদামের হইল কলহ॥

রাধিকার অভিশাপে শ্রীদাম তখন।
শঙ্খচূড় দৈত্যরূপ করিল ধারণ॥
ক্রোধভরে শাপ দিলা শ্রীদাম রাধারে।
মানবীরূপেতে যাও পৃথিবী-মাঝারে॥
ব্রজাঙ্গনা হও তুমি গিয়া ব্রজধামে।
বিখ্যাত হইবে সেথা রাধারাণী নামে॥
শ্রীদামের অভিশাপ শুনি ভয়ঙ্কর।
রাধিকার অঙ্গ ভয়ে কাঁপে থর থর॥
শ্রীকৃষ্ণেরে ডাকি কহে শ্রীরাধা তখন।
কি করি উপায় আমি কহ সনাতন॥
অগতির গতি তুমি প্রভু ভগবান্।
কৃপা করি কর মোরে সান্ত্বনা প্রদান॥
বিপদভঞ্জন তুমি করুণা-সাগর।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু পরম ঈশ্বর॥
তুমি মোর প্রাণাধিক হৃদয়ের স্বামী।
কিরূপে তোমারে ছাড়ি যাই বল আমি॥
শ্রীদামের অভিশাপে গোপী আমি হব।
তোমারে ছাড়িয়া আমি কিরূপে রহিব॥
তোমার বিরহ আমি সহিব কেমনে।
কেমনে রহিব নাথ তোমার বিহনে॥
ক্ষণকাল যদি তোমা না করি দর্শন।
পাগলিনী-প্রায় আমি হই যে তখন॥
পলকে প্রলয় গণি নাহি হেরি যদি।
তব রূপ ধ্যান আমি করি নিরবধি॥

তোমারে ছাড়িয়া প্রভু, রহিতে পারি না কভু,
তুমি নাথ জীবনের সার।
তুমি হৃদয়ের স্বামী, তোমার বিহনে আমি,
চারিদিক্ হেরি অন্ধকার॥
না হেরিলে তব মুখ, দূরে যায় সব সুখ,
প্রাণ মোর ব্যাকুলিত হয়।
তোমারে যদি না হেরি, বিন্দুমাত্র হয় দেরী,
প্রাণত্যাগ করিব নিশ্চয়॥
তুমি নাথ প্রিয়তম, তুমি প্রাণারাম মম,
তব সম কেহ নাহি আর।

শুন প্রভু ভগবান্, আমি দেহ তুমি প্রাণ,
দৃষ্টিশক্তি তুমি যে আমার ॥
স্বপনে ও জাগরণে, স্মরি আমি এক মনে,
তব দুটি ও রাঙা চরণ।
কি আর তোমারে কব, আমি চিরদাসী তব,
তুমি মোর জীবন মরণ ॥
তোমার চরণে নাথ, করি আমি প্রণিপাত,
কৃপা করি চাহ দাসী প্রতি।
তুমি প্রভু সনাতন, তুমি মম প্রাণধন,
তুমি প্রভু অগতির গতি ॥
পূর্ণিমা শশীর সম, মুখ তব মনোরম,
মনোহর মূরতি তোমার।
নয়নচকোরে আমি, পান করি দিবাযামী,
ধ্যান করি আমি অনিবার ॥
কেমনে গোপিনী হব, তোমারে ছাড়িয়া রব,
হায় হায় কি আর কহিব।
তোমারে ছাড়িয়া আমি, কেমনে রহিব স্বামী,
অবশ্যই পরাণ ত্যজিব ॥
তুমি ধ্যানে তুমি জ্ঞানে, তুমি মোর মনে প্রাণে,
তুমি মোর নয়নের তারা।
তোমা ছাড়া চারিধার, হেরি আমি অন্ধকার,
কেমনে রহিব তোমা ছাড়া ॥

এইরূপে রাধারাণী কাঁদে অবিরল।
ঝর ঝর ঝরে তার নয়নের জল ॥
বক্ষেতে ধরিয়া তারে কৃষ্ণ সনাতন।
স্নেহভরে বার বার করিলা চুম্বন ॥
তারপর কহিলেন মধুর বচনে।
বৃথা ভয় কর তুমি শুন বরাননে ॥
বরাহকল্পেতে আমি ভূতলেতে যাব।
ব্রজধামে গিয়া আমি তব দেখা পাব ॥
ব্রজাঙ্গনারূপে তুমি ব্রজধামে রবে।
তোমার সহিত সেথা মোর দেখা হবে ॥
তুমি মোর প্রাণাধিকা কি কহিব আর।
তব সনে ব্রজধামে করিব বিহার ॥
বৃথা ভয় করিও না রাধা বিনোদিনী।
তুমি মোর প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনী ॥
রহিতে না পারি আমি তোমাকে ছাড়িয়া।
তুমি মোর প্রেমময়ী তুমি মোর প্রিয়া ॥
যেখানে রহিবে তুমি আমিও সেথায়।
এইরূপে ভগবান্ রাধারে বুঝায় ॥
এ কারণে জগন্নাথ হরি সনাতন।
ছল করি গোকুলেতে করে আগমন ॥
তারপর গোপবেশ করিয়া ধারণ।
রাধার সহিত মিলে শ্রীমধুসূদন ॥
ব্রজধামে জন্ম লয় রাধা বিনোদিনী।
গোপের ঘরেতে হয় গোপের কামিনী ॥
সেথায় গোপের বেশে আসি সনাতন।
রাধিকার সহ সুখে করিলা রমণ ॥
শ্রীব্রহ্মার প্রার্থনায় শ্রীহরি ত্বরায়।
ভূভার-হরণ তরে আসিলা ধরায় ॥
তারপর নিজকার্য্য করি সমাপন।
গোলোক-মাঝারে হরি করিলা গমন ॥
নারদ কহিলা প্রভু কৃপা করি কহ।
রাধিকা শ্রীদামে হয় কিসের কলহ ॥
সবিস্তারে কহ প্রভু দেব নারায়ণ।
বিবাদ করিল তারা কিসের কারণ ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
বিস্তারিয়া সব কথা করিব বর্ণন ॥
একদা গোলোকমাঝে হেরিয়া নির্জ্জন।
রাধা সহ কেলি করে হরি সনাতন ॥
রাসের মণ্ডল মাঝে শ্রীরাধিকা সতী।
হরি সহ রমণেতে পুলকিত অতি ॥
সুখের আবেশে বাহ্য জ্ঞান নাহি তাঁর।
রতিক্রীড়া করে দোঁহে বিবিধ প্রকার ॥
কিছুতেই তৃপ্তি নাহি হয় রাধিকার।
সহসা শ্রীকৃষ্ণ তারে করে পরিহার ॥
তারপর ভগবান্ শৃঙ্গার কারণ।
অন্য গোপিকার কাছে করিলা গমন ॥

নিরজনে ছিল বসি বিরজা যুবতী।
কৃষ্ণ-আদরিণী নারী অতি রূপবতী॥
সহসা হরিরে সেথা করিয়া দর্শন।
মৃদু মৃদু হাসে দেবী অতি সুমোহন॥
নবীনা যুবতী দেবী অতি মনোহর।
পকবিম্বসম তার ওষ্ঠ ও অধর॥
হানিছে কটাক্ষবাণ কুটিল নয়নে।
অপরূপ শোভা তার রত্নের ভূষণে॥
বিপুল নিতম্বভার পীন পয়োধর।
শরতের চন্দ্রসম বদন সুন্দর॥
হরিরে হেরিয়া দেবী রহিতে না পারে।
কামে ব্যাকুলিত দেহ হয় বারে বারে॥
সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপে তাব কামাতুরা অতি।
ঘন ঘন দৃষ্টি হানে শ্রীহরিব প্রতি॥
কামাতুরা বিরজারে হেরি সনাতন।
নির্জ্জনেতে পুষ্পশয্যা করিলা রচন॥
তারপর বক্ষে তারে করিয়া ধারণ।
মহাসুখে কেলি করে শ্রীমধুসূদন॥
কোটি-কামদেব-তুল্য শ্রীহরিব সাথে।
বিরজা বিবিধ ভঙ্গে রতিরঙ্গে মাতে॥
নানারূপে কেলি করে তৃপ্তি নাহি আর।
নানা রঙ্গে নানা ভঙ্গে করিল বিহার॥
এইরূপে বহু ক্ষণ ভোগ কবি রতি।
মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ে বিরজা যুবতী॥
রাধিকার সখীগণ কবিয়া দর্শন।
রাধার নিকটে গিয়া কহিল তখন॥
শুন লো রাধিকা দেবী কি কহিব আর।
বৃন্দাবনে হেরিলাম অদ্ভুত ব্যাপার॥
তব প্রাণকান্ত হরি কৃষ্ণ প্রাণধন।
বিরজা সহিত সুখে কবিছে রমণ॥
নানা রঙ্গে ভঙ্গে সেথা করিছে বিহার।
দুই জনে মনসুখে করিছে শৃঙ্গার॥
কপট তোমাব শ্যাম জানিলাম আজ।
বিরজার বক্ষে হরি কবিছে বিরাজ॥

শুন রাধা বিনোদিনি একি ব্যবহার।
অন্য সখী সনে হরি করে ব্যভিচার॥
শুনিয়া তাদের বাক্য রাধিকা তখন।
মনোদুঃখে বারংবার করিল ক্রন্দন॥
ঘন ঘন দেহ কাঁপে চরণ অচল।
রোষে জ্বলে চক্ষু যেন প্রচণ্ড অনল॥
রক্তবর্ণ হ'ল যবে লোচন তাঁহার।
সখীগণে ডাকি তবে বলে বারংবার॥
একি কথা শুনিলাম তোমাদের মুখে।
বিরজা সহিত কৃষ্ণ বিহরিছে সুখে॥
বিশ্বাস না হয় মোর, কহ সত্য করি।
বিষম যাতনাবিষে আমি যে গো মরি॥
মোর প্রাণধন কৃষ্ণ আমারে ছাড়িয়া।
শৃঙ্গার করিছে সুখে বিরজারে নিয়া॥
হায় হায় কি করিব শুন সখীগণ।
চল চল সেই স্থানে করিব গমন॥
বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ও বিরজা মিলন।
আপনার চক্ষে আমি করিব দর্শন॥
যদি সত্য হয় তাহা, রক্ষা নাহি আর।
সমুচিত শাস্তি দিব প্রতিজ্ঞা আমার॥
বিরজারে আমি যদি শাস্তি করি দান।
কেমনে রক্ষিবে দেখি কৃষ্ণ ভগবান্॥
চরিত্রের দোষ নাহি কোন কালে যায়।
চর্ম্মচক্ষে তাহা আজ দেখিব তথায়॥
মুখে সুধা শ্রীহরির অন্তরে গরল।
আজ আমি দিব তার সমুচিত ফল॥
কুটিল কৃষ্ণের আমি করিব বিচার।
হেরিব আজিকে কত স্পর্দ্ধা বিরজার॥
হেরিয়া রাধার ক্রোধ সব সখীগণে।
কৃতাঞ্জলিপুটে কহে মধুর বচনে॥
শুন রাধা বিনোদিনি, শুন রাধা সতি।
বৃন্দারণ্য-মাঝে মোরা যাব শীঘ্রগতি॥
কেলিরসে মত্ত কৃষ্ণ-বিরজা সেথায়।
যুগল-মিলন সেই দেখাব তোমায়॥

সত্য কথা কহি কিনা বুঝিবে তখন।
এই বলি সখীগণ করিল গমন॥
তখন রাধিকাদেবী আরোহিলা রথে।
গোপীগণ সহ চলে বৃন্দাবন পথে॥
কোটি-সূর্য্য-সম দীপ্ত রথ মনোহর।
বিনির্ম্মিত মণিরত্নে অতীব সুন্দর॥
মণিময় কলসাদি শোভে রথ-মাঝে।
বহুবিধ চিত্ররাজি উহাতে বিরাজে॥
বিচিত্র পতাকা উড়ে রথের উপরে।
এক লক্ষ চক্র তার কিবা শোভা ধরে॥
মনের সমান গতি অতি বেগবান্।
মণিময় কোটি স্তম্ভ সদা শোভমান॥
রত্নশয্যা সুশোভিত রথের মাঝারে।
সুবর্ণ-বেদিকা আদি রাজে চারিধারে॥
শতেক যোজন উচ্চ কিবা শোভা তার।
প্রস্থেতে যোজন দশ রথের বিস্তার॥
কি বিচিত্র পুষ্পোদ্যান রথেতে বিরাজে।
মনোহর সরোবর তাহাদের মাঝে॥
পারিজাত কুন্দ যূথি চম্পক করবী।
মল্লিকা মালতী আর কদম্ব মাধবী॥
নানাবিধ কুসুমের মাল্য শোভা পায়।
রাধিকারে ল'য়ে রথ বায়ুবেগে যায়॥
মণ্ডপের দ্বারে আসি রাধিকা তখন।
বেত্রহস্তে শ্রীদামেরে করিল দর্শন॥
লক্ষ লক্ষ গোপগণ রক্ষা করে দ্বার।
শ্রীদাম রাধারে হেরি হাসে অনিবার॥
শ্রীদামে হেরিয়া রাধা রথ হ'তে নামে।
আরক্তলোচনে ক্রোধে কহিল শ্রীদামে॥
লম্পট কিঙ্কর তুমি অতি দুরাচার।
আমারে রোধিতে দ্বার সাধ্য আছে কার॥
যাইব কৃষ্ণের কাছে হেরিব লম্পটে।
কপটতা না চলিবে আমার নিকটে॥
হেরিব বিরজাদেবী কত রূপবতী।
করিব তাহার আমি অশেষ দুর্গতি॥
সমুচিত ফল পাবে কৃষ্ণ সনাতন।
দেখি কার সাধ্য আছে করিতে রক্ষণ॥
তুমি অতি দুরাশয় অতি দুরাচার।
ভালো যদি চাও তবে শীঘ্র ছাড় দ্বার॥
এত বলি শ্রীরাধিকা অগ্রসর হয়।
শ্রীদাম আসিয়া বাধা দেয় সে সময়॥
শ্রীদাম কহিল তারে শুন শুন সতী।
ফিরে যাও শ্রীহরির নাহি অনুমতি॥
শ্রীহরির দাস মোরা শুন রাধারাণি।
তাঁর আজ্ঞা পালি মোরা অন্য নাহি জানি॥
শ্রীদামের বাক্য শুনি ক্রোধে অতিশয়।
রক্তিম লোচনে রাধা সখীগণে কয়॥
শুন শুন সখীগণ আমার বচন।
বল করি মণ্ডপেতে করিব গমন॥
শুনিয়া রাধার বাক্য শ্রীদাম সুমতি।
হাসিয়া বলিল নাই তোমার শকতি॥
শ্রীকৃষ্ণের দাস আমি আজ্ঞা মানি তার।
তোমা ভয়ে কোন মতে না ছাড়িব দ্বার॥
তার চেয়ে ক্ষণকাল অপেক্ষা করহ।
ফিরিয়া আসিব আমি কৃষ্ণবার্ত্তাসহ॥
শ্রীদাম বাক্যেতে রাধা প্রবোধ না মানে।
আরক্তনয়নে চাহে শ্রীদামের পানে॥
তখন সখীরা মিলি বল-সহকারে।
শ্রীরাধিকা সহ চলে মণ্ডপ-মাঝারে॥
গোলোকবিহারী হরি কৃষ্ণ সনাতন।
দ্বারদেশে কোলাহল শুনিলা তখন॥
কুপিত রাধিকা আসে সন্ধানে তাঁহার।
হেরিলে বিরজা সাথে রক্ষা নাহি আর॥
ভয়ে ভয়ে ভগবান্ অন্তর্হিত হন।
মহাভয়ে বিরজাও ত্যজিলা জীবন॥
বিরজার দেহ ধরে নদীর আকার।
বর্ত্তুল আকারে বহে গোলোক-মাঝার॥
বহিছে তটিনী আহা কিবা শোভা তার।
তীরে তার পুষ্পবন অতি চমৎকার॥

মরাল-মরালী আদি জলক্রীড়া করে।
জলচর পক্ষী সব কলরব করে॥
বিরজা নদীর তটে সিদ্ধ যোগিগণ।
বসিযা তপস্যা করে শুদ্ধ শান্ত মন॥
বিরজার জল পানে ক্ষুধা নাহি রয।
তৃষ্ণার বিনাশ তার হইবে নিশ্চয॥
প্রস্থেতে যোজন দশ বিস্তাব তাহার।
দশগুণ দৈর্ঘ্য তার অতি চমৎকার॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি সুমধুব।
শ্রবণ করিলে হয সর্ব্বপাপ দূর॥
হরি প্রতি ভক্তি বাড়ে শুদ্ধ হয প্রাণ।
ধন্য ধন্য সেইজন মহাভাগ্যবান্॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বিতীব অধ্যায সমাপ্ত।

● তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণেব অভিশাপে বিবজাব সাত পুত্রেব সাগব-রূপ ধাবণ, শ্রীকৃষ্ণেব প্রতি বাধিকাব শাপ এবং বাধিকা ও শ্রীদামেব পবস্পব অভিসম্পাত-কথন।

বিধিব নন্দন তবে বলে নারাযণে।
ঘুচাও সন্দেহ মোর যাহা আছে মনে॥
বিরজা নদীর রূপ কবিলে ধাবণ।
কি কবিল কৃষ্ণ প্রভু কহ জনার্দ্দন॥
নাবাযণ কহিলেন, শুন তপোধন।
রতিগৃহে রাধাদেবী করিল গমন॥
কিন্তু সেথা শ্রীহবিরে দেখিতে না পায।
নদীরূপা বিরজাবে হেরিল সেথায॥
কি আব করিবে রাধা না হেরি উপায।
অন্তবে চাপিযা ক্রোধ গৃহে ফিরি যায॥
নদীরূপা বিবজাবে কবিযা দর্শন।
উচ্চৈঃস্ববে ভগবান্ করিলা বোদন॥

কোথা তুমি প্রিযতমে, প্রাণাধিকে মনোরমে,
কোথা তুমি বিবজা সুন্দরী।
তোমা বিনা চারিধার, হেরি ঘোর অন্ধকার,
কেমনে এ প্রাণ মোর ধরি॥
সাধ্বী তুমি মূর্ত্তিমতী, তুমি দেবী তুমি সতী,
মোর প্রতি কৃপা কর আজ।
প্রাণপ্রিযে শুন শুন, আসি দেখা দাও পুনঃ,
লব তোমা মোর বক্ষ মাঝ॥
আশীর্ব্বাদ করি তোমা, শুন সতী মনোরমা,
নদী অধিষ্ঠাত্রী দেবী হও।
কহিলাম তব প্রতি, পূর্ব্বাপেক্ষা রূপবতী,
গুণবতী হ'যে তুমি রও॥
কি আর তোমারে কব, সৌভাগ্য উদিবে তব,
শুন দেবি কি ভয় তোমার।
পুনরায দেহ ধরি, শুন সতি ত্বরা করি,
এস পুনঃ নিকটে আমার॥
পুবাতন দেহ ধরি, নদীরূপ পরিহরি,
ধর তুমি নব কলেবব।
সেই নব কলেবরে, এস সখি ত্বরা ক'রে,
তব তরে ব্যাকুল অন্তর॥
তোমার বিরহভাব, সহিতে না পারি আর,
দহে মন তোমার লাগিযা।
এস এস প্রিযতমে, প্রাণাধিকা মনোরমে,
স্নিগ্ধ কর তাপিত এ হিযা॥

এরূপে বিলাপ হবি করেন যখন।
নদীরূপা বিরজাব ব্যাকুলিত মন॥
সহিতে না পারে দুঃখ বিরজা সুন্দরী।
ধরিয়া নূতন বেশ আসে ত্ববা কবি॥
পীতবস্ত্র পরিধানে অতি মনোহব।
মৃদু মৃদু হাস্য দেবী করে নিরন্তর॥
বিপুল নিতম্বভার পীন পযোধর।
পক্কবিম্বফলসম ওষ্ঠ ও অধর॥
গজেন্দ্র-সমান গতি কিবা শোভা তার।
চম্পকবরণ কান্তি অতি চমৎকার॥
পূর্ণিমা শশীব প্রায বদন সুন্দর।
ললাটে সিন্দূরবিন্দু শোভে মনোহর॥

সুন্দর কবরীভার দোলে পৃষ্ঠে তার।
রত্নের কুণ্ডল শোভে গণ্ডের মাঝার॥
গলে শোভে মুক্তাহার মুক্তা নাসিকায়।
শোভিতেছে অপরূপ রত্নের মালায॥
রত্নের কঙ্কণ করে রত্নের বলয়।
রত্নের কেয়ূর শোভে অতি জ্যোতির্ম্ময়॥
চলিতে কিঙ্কিণী বাজে অতি সুমধুর।
মৃদু মৃদু বাজে পায়ে রত্নের নূপুর॥
কামাতুরা বিরজারে হেরি সনাতন।
আলিঙ্গন করি তারে করিল চুম্বন॥
নির্জ্জনে পাইযা হরি রূপসী প্রিয়ারে।
শৃঙ্গার করিল সুখে বিবিধ প্রকারে॥
কভু জলে কভু স্থলে করয়ে বিহার।
কামেতে জর্জ্জর দোঁহে তৃপ্তি নাহি আর॥
এইরূপে কেলি করে মনসুখে অতি।
হইল বিরজাদেবী সদ্যঃ গর্ভবতী॥
হরির অমোঘ বীর্য্য ধরিয়া উদরে।
দৈব শত-বর্ষ-ব্যাপী দেবী গর্ভ ধরে॥
অনন্তর সপ্ত পুত্র জন্ম লয় তার।
শ্রীমান্ ধীমান্ পুত্র অতি চমৎকার॥
এইরূপে লাভ করি সাতটি সন্তান।
বিরজা মনের সুখে করে অবস্থান॥
একদা বিরজা দেবী কামাতুরা হ'য়ে।
বিহার করিতেছিল শ্রীহরিরে ল'যে॥
নানাভাবে নানারূপে করিছে বিহার।
শৃঙ্গারে উন্মত্ত দোঁহে তৃপ্তি নাহি আর॥
এ সময়ে বিরজার কনিষ্ঠ নন্দন।
ভ্রাতাদের ভয়ে সেথা করে আগমন॥
সপ্তভ্রাতা মিলি তারা বিরোধ করিল।
মীমাংসার হেতু মাতৃসকাশে আসিল॥
পুত্রকে দেখিযা কৃষ্ণ কোপ-পরায়ণ।
শৃঙ্গার ছাড়িযা উঠে অতৃপ্ত মদন॥
বিরজা তনযে তুলি লইলেন কোলে।
কুপিত হইয়া তবে নারায়ণ বলে॥
অবৈধ করিলি কাজ ভাই সাত জন।
এই হেতু অভিশাপ দিতেছি এখন॥
সাতটি সাগর হবি তোরা সপ্ত জন।
কনিষ্ঠ হইবি তুই সাগর লবণ॥
তোর জল কোন জীব না করিবে পান।
জম্বুদ্বীপ মাঝে হবে তোর অবস্থান॥
ক্রৌঞ্চ শাক জম্বু কুশ পুষ্কর শাল্মলী।
আর শ্বেত যোগে হয় সপ্ত দ্বীপাবলী॥
সাতটি দ্বীপেতে তোরা ভাই সাত জন।
সপ্ত সাগরের রূপে থাক্ সর্ব্বক্ষণ॥
এত বলি কৃষ্ণ চলি যান শীঘ্রগতি।
ফিরিয়া না চাহিলেন বিরজার প্রতি॥
বিরজারে ত্যাগ করি কৃষ্ণ সনাতন।
রাধিকার ভবনেতে করিলা গমন॥
ভয়ার্ত্ত কনিষ্ঠ পুত্রে বিরজা সুন্দরী।
চাপিয়া ধরেন বক্ষে স্তনদান করি॥
কৃষ্ণ অভিশাপ শুনি বিরজা নন্দন।
মাতৃ অঙ্কে স্থান লভে আতঙ্কিত মন॥
সান্ত্বনা প্রদানি পুত্রে বিরজা যুবতী।
প্রিযতম শ্রীকৃষ্ণেরে না হেরিল সতী॥
হরিসহ শৃঙ্গারেতে তৃপ্ত নহে মন।
কোথা প্রিযতম বলি করে সে রোদন॥
আমারে ছাড়িযা তুমি কোথা গেলে হরি।
বিহার করিব পুনঃ এস ত্বরা করি॥
কামেতে জর্জ্জর দেহ তৃপ্তি নাহি আর।
এস নাথ লহ মোরে বক্ষের মাঝার॥
তোমার বিরহ প্রভু সহিতে না পারি।
কৃপা কর আমি অতি অভাগিনী নারী॥
এস প্রভু প্রেমময় প্রাণাধিক মোর।
অভাগিনী প্রতি কেন হইলে কঠোর॥
আমারে এমন ভাবে করি পরিহার।
গমন করিলে কোথা দেবতা আমার॥
এরূপে বিরজাদেবী করে হাহাকার।
শ্রীহরির দেখা তবু না মিলিল আর॥

তখন বিরজাসতী ব্যথিত হৃদয়।
অতি ক্রোধভরে নিজ পুত্রে প্রতি কয়॥
যে ভাবেতে নারায়ণ দিল অভিশাপ।
সে ভাবে পাইবি তোরা অতি মনস্তাপ॥
শুন শুন পুত্র তুমি বচন আমার।
সাগর-রূপেতে যাও পৃথিবী-মাঝার॥
জম্বুদ্বীপ আছে সেথা অতি মনোহর।
সেইস্থানে হও তুমি লবণ-সাগর॥
নিরন্তর জম্বুদ্বীপে কর অবস্থান।
তব জল প্রাণিগণ কবিবে না পান॥
শ্রীহরির অভিশাপে অন্য পুত্রগণ।
অবশ্য সাগর রূপ করিবে ধারণ॥
ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে তারা যাইবে সবাই।
ফলিবে কৃষ্ণের বাক্য কোন ভুল নাই॥
কনিষ্ঠ নন্দন আসি অন্য ভ্রাতৃগণে।
কহিল মাতার কথা অতি ক্ষুব্ধ মনে॥
দুঃখিত হইয়া সবে করি আগমন।
মাতার চরণ সবে করিল বন্দন॥
তারপব মাতৃবাক্য শুনিযা সকলে।
সপ্ত সাগরের রূপে আসে ধরাতলে॥
লবণ ও ইক্ষু সুরা সর্পি দধি আর।
দুগ্ধ জল হয় এই সপ্ত পারাবার॥
এইরূপে রহে তারা পৃথিবীর মাঝে।
সপ্ত সাগরের জলে সপ্তদ্বীপে রাজে॥
পুত্রের বিচ্ছেদ-শোকে বিরজা তখন।
শিরে কবাঘাত করি করিল রোদন॥
হেরিয়া সতীর দুঃখ কৃষ্ণ সনাতন।
সহাস্য বদনে পুনঃ দিলা দরশন॥
হরিরে হেরিযা সতী ক্রন্দন থামায়।
প্রফুল্ল অন্তরে তাঁর প্রণমিলা পায॥
তারপর কামবাণে জর্জ্জরিতা হ’যে।
কবিল বিহার সতী শ্রীহরিরে ল’য়ে॥
কান্তরে লইযা দেবী বাহুডোরে বাঁধে।
মহোল্লাসে বতিক্রীড়া করে নানা ছাঁদে॥

বিরজার প্রতি হরি তুষ্ট অতিশয়।
স্নেহভবে সমাদরে ধীরে ধীরে কয॥
শুন শুন মনোরমে কহি অকপটে।
সর্ব্বদা আসিব আমি তোমার নিকটে॥
রাধিকা যেমন মোর তুমিও তেমন।
মোর প্রিয়তমা তুমি হবে অনুক্ষণ॥
ভাবনা ঘুচিবে তব বরেতে আমার।
রক্ষণ করিব সদা সন্তানে তোমার॥
তুমি মোর প্রাণপ্রিযা নিত্য নিত্য হবে।
শুন সতি তব প্রতি মোর চিত্ত রবে॥
এইরূপ কহে যবে কৃষ্ণ সনাতন।
গোপনে শুনিল যত রাধা-সখীগণ॥
সকলে মিলিযা যায রাধার নিকটে।
সমস্ত বৃত্তান্ত তারে কহে অকপটে॥
শুন রাধা বিনোদিনী কি কহিব আর।
বিরজা সহিত কৃষ্ণ করিছে বিহার॥
স্নেহভরে বিরজারে কত কথা কয।
তব নটবর শ্যাম শঠ অতিশয়॥
কপট নিঠুর অতি শুন শুন সতি।
তার মন হরিযাছে বিবজা যুবতী॥
সখীগণ এই কথা কহিল যখন।
অভিমানে শ্রীরাধিকা করিল রোদন॥
অন্য সখী সনে কৃষ্ণ করিছে বিহার।
কিরূপে এ বার্ত্তা রাধা সহ্য করে আব॥
কৃষ্ণ তার প্রাণধন প্র.ণের দেবতা।
কেমনে সহিবে এই নিঠুর বারতা॥
ক্রোধাগারে গিযা রাধা করিল শযন।
না হেরিবে আর শঠ কৃষ্ণের বদন॥
এমন সময় কৃষ্ণ শ্রীদামেরে ল’যে।
অতি শীঘ্র আসিলেন বাধার আলযে॥
হরিরে হেরিযা দেবী রক্তিম নযনে।
সম্বোধন করি তাবে কহে সরোদনে॥
এখানে আসিলে কেন হে কৃষ্ণ নিঠুর।
গোলোকেতে কান্তা তব রযেছে প্রচুর॥

লম্পট নিষ্ঠুর তুমি শ্যাম নটবর।
মুখে মিষ্ট কিন্তু তব গরল অন্তর ॥
যথা ইচ্ছা যাও কর যাহা মন চায।
আমার সম্মুখে কেন আস পুনরায ॥
আমাপেক্ষা বহুতর প্রিযা তব আছে।
হে কপট, যাও তুমি তাহাদের কাছে ॥
আমারে লইয়া তব কিবা প্রয়োজন।
না হেরিব আর আমি তোমার বদন ॥
কত ছল জান তুমি হে কৃষ্ণ লম্পট।
তুমি অতি প্রবঞ্চক, তুমি অতি শঠ ॥
বিরজা আমার ভযে নদীরূপ ধরে।
তবু তার নিকটেতে যাও প্রেমভরে ॥
বিরজা তোমার প্রিযা শুন ভগবান্।
বিরজার তীরে তুমি কর অবস্থান ॥
মন্দির রচিযা সেথা সুখে কর বাস।
অবশ্য মিটিবে তবে তব অভিলাষ ॥
বিরজা রূপসী এবে নদীরূপে বয।
নদরূপ ধর তুমি শুন মহাশয় ॥
নদ নদী রূপে দোঁহে করিবে বিহার।
নিরন্তর মনসাধ পূরিবে তোমার ॥
চাহি না তোমারে আমি শুন সনাতন।
এতদিনে বুঝিলাম তোমার ছলন ॥
রাধানাথ নহ তুমি বিরজার স্বামী।
যাও যাও তব মুখ না হেরিব আমি ॥
শুন হে বিরজাকান্ত শুন রতিচোর।
দযাময় নহ, অতীব নিঠুর কঠোর ॥
আমার নিকট হ'তে করহ প্রস্থান।
বৃথা কেন মোর কাছে কর অবস্থান ॥
রত্নমালা মনোরমা দেবী পদ্মাবতী।
বনমালা আদি সব রূপসী যুবতী ॥
তাদের সমীপে তুমি করহ গমন।
বিলম্ব করিছ হেথা কিসের কারণ ॥
দেবের ঈশ্বর তুমি পরম ঈশ্বর।
মানবী লইযা তুমি রহ নিরন্তর ॥
যেমন করিছ কর্ম্ম তার ফল পাবে।
মানবরূপেতে তুমি ভারতেতে যাবে ॥
কোথা আছ শশিকলা কোথা পদ্মাবতি।
কোথায সুশীলা তুমি রূপসী যুবতী ॥
ত্বরা করি এস সবে আমারে বাঁচাও।
তোমাদের প্রাণকান্তে শীঘ্র ল'যে যাও ॥
ধূর্ত্ত শ্যাম নটবর শঠ ব্যভিচারী।
তাহার বদন আর হেরিতে না পারি ॥
হেরিয়া রাধার ক্রোধ যত সখীগণ।
কৃষ্ণেরে ডাকিযা সবে কহিল তখন ॥
শ্রীরাধা কুপিতা অতি শুন ভগবান্।
ক্ষণকাল অন্য স্থানে কর অবস্থান ॥
বিদূরিত হবে যবে শ্রীরাধার ক্রোধ।
আবার আসিও প্রভু করি অনুরোধ ॥
কোন কোন গোপী কহে, শুন সনাতন।
ক্ষণকাল গৃহান্তরে করহ গমন ॥
তোমা ভিন্ন নাহি জানে রাধিকা শ্রীমতী।
তোমা ছাড়া শ্রীরাধার নাহি অন্য গতি ॥
যতক্ষণ রাধিকার নাহি যায ক্রোধ।
অন্য স্থানে যাও তুমি করি অনুরোধ ॥
কোন কোন গোপী কহে, পবিহাস কবি।
অন্য কামিনীর কাছে যাও তুমি হরি ॥
কামুক লম্পট তুমি অতি ব্যভিচারী।
শীঘ্র শীঘ্র যাও তুমি এই স্থান ছাড়ি ॥
কেহ কহে, শুন শুন শ্রীকৃষ্ণ লম্পট।
ক্ষমা ভিক্ষা কর তুমি রাধার নিকট ॥
কোন কোন গোপী কহে শুন সনাতন।
রাধিকার মান তুমি করহ ভঞ্জন ॥
কেহ কহে, হরি যদি না শুন বাবণ।
বল করি অন্য স্থানে করিব প্রেবণ ॥
যথা ইচ্ছা যাও তুমি কহি বারবাব।
শ্রীরাধা তোমার মুখ হেরিবে না আর ॥
এইরূপে গোপীগণ করিলে বারণ।
স্থানান্তরে ভগবান্ করিলা গমন ॥

হেরিয়া হরির দশা শ্রীদাম তখন।
ক্রোধভরে রাধিকারে করে সম্বোধন ॥
মোর প্রভু ভগবান্ কৃষ্ণ সনাতন।
তাহারে গঞ্জনা দাও কিসের কারণ ॥
বৃথা কটুবাক্য কহ, নাহিক বিচার।
শ্রীকৃষ্ণে লাঞ্ছনা দাও স্পর্দ্ধা কি তোমার ॥
গুণাতীত আত্মারাম কৃষ্ণ সনাতন।
তাঁর প্রতি কটুবাক্য কহ কি কারণ ॥
সুরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর।
অনন্ত ইত্যাদি যাঁরে ভজে নিরন্তর ॥
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা।
লক্ষ্মী সরস্বতী যাঁরে করেন বন্দনা ॥
পরম ঈশ্বর যিনি কৃপা অবতার।
তাঁর প্রতি কেন কর হেন ব্যবহার ॥
দেবতা মানব মনু সাধু যোগিগণ।
নিরন্তর যোগে যাঁর ধ্যানপরায়ণ ॥
তপস্যায় কত জন্ম বৃথা কেটে যায়।
স্বপ্নযোগে তবু যাঁর দর্শন না পায় ॥
ভক্ত-বাঞ্ছা ইচ্ছাময় জীবের জীবন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি যাঁহার কারণ ॥
সেই ভগবান্ হরি কৃষ্ণ সনাতন।
তাঁহারে ভর্ৎসনা কর কিসের কারণ ॥
ঈশ্বরী হ'য়েছ তুমি যাঁহার কৃপায়।
সেই ভগবানে তুমি চিনিলে না হায় ॥
ইচ্ছা যদি করে কভু কৃষ্ণ সনাতন।
কোটি কোটি রাধা পারে করিতে সৃজন ॥
বেদ-চতুষ্টয় যাঁরে বর্ণিতে না পারে।
কিরূপে সামান্যা তুমি বুঝিবে তাঁহারে ॥
চতুর্মুখে ব্রহ্মা দেব স্তব করে যাঁর।
পঞ্চমুখে শিব যাঁরে ভজে অনিবার ॥
অনন্ত যাঁহার কভু অন্ত নাহি পায়।
সুরাসুর রত সদা যাঁহার সেবায় ॥
পূর্ণতম ভগবান্ সেই সনাতন।
শীঘ্র তুমি কর তাঁর চরণ বন্দন ॥

নারীকুল জন্ম লয় তাঁহার ইচ্ছায়।
যাও রাধে অবিলম্বে ধর তাঁর পায় ॥
শ্রীদামের বাক্য শুনি ক্রোধে কাঁপে সতী।
আরক্তলোচনে কহে শ্রীদামের প্রতি ॥
শোন শোন মহামূঢ় লম্পট কিঙ্কর।
শ্রীকৃষ্ণ কাহার প্রভু জানি নিরন্তর ॥
করহ আমার নিন্দা কিসের কারণ।
তুমি অতি নীচাশয় জানি অনুক্ষণ ॥
লম্পটের দাস তুমি অতি পাপাচার।
হরির প্রশংসা তাই মুখেতে তোমার ॥
অভিশাপ দিনু তোমা ওহে মূঢ়জন।
অসুরযোনিতে তুমি করিবে গমন ॥
দেখি তোমা রক্ষা আজি করে কোন্ জন।
কেমনে রক্ষিবে দেখি কৃষ্ণ সনাতন ॥
জানিবে নিশ্চিত তুমি আমার বচন।
খণ্ডাবার সাধ্য নাহি ধরে নারায়ণ ॥
রাধিকার বাক্য শুনি কুপিত অন্তরে।
শ্রীদাম কহিল তারে অতি ক্রোধভরে ॥
কি দোষ করিনু দেবি, জানি না কারণ।
বিনাদোষে অভিশাপ করিলে অর্পণ ॥
আমি শাপ দিনু তোমা করহ শ্রবণ।
মানবযোনিতে তুমি করিবে গমন ॥
ভূতলে হইবে তুমি আয়ান-কামিনী।
ছায়া ও অংশেতে তুমি হবে কলঙ্কিনী ॥
শ্রীহরির অংশজাত বৈশ্য একজন।
আয়ান রূপেতে জন্ম করিবে গ্রহণ ॥
সেই আয়ানের পত্নী হবে তুমি সতী।
এই অভিশাপ আমি দিনু তব প্রতি ॥
কৃষ্ণ সহ বৃন্দাবনে করিবে বিহার।
রহিবে হরির সহ সেথা অনিবার ॥
তারপর শত বর্ষ বিরহ সহিবে।
শ্রীকৃষ্ণের লাগি তব পরাণ দহিবে ॥
পুনরায় হরি সহ হইবে মিলন।
দোঁহে মিলি গোলোকেতে করিবে গমন ॥

রাধিকারে এই কথা বলিয়া শ্রীদাম।
শ্রীহরির কাছে গিয়া করিল প্রণাম॥
কাঁদিতে কাঁদিতে সব করে নিবেদন।
শাপের বৃত্তান্ত তাঁরে করিল বর্ণন॥
শ্রীদামের কথা শুনি ভগবান্ কয়।
অসুরের শ্রেষ্ঠ হবে নাহিক সংশয়॥
তব পরাজয় নাহি হবে ত্রিভুবনে।
রাজত্ব করিবে তুমি অতি ফুল্ল মনে॥
তারপর শিবশূলে ত্যজি কলেবর।
আমার নিকটে তুমি আসিবে সত্বর॥
শ্রীহরির বাক্য শুনি কহিল শ্রীদাম।
তব পদে ভক্তি যেন রহে অবিরাম॥
তারপর শ্রীহরিরে করি নমস্কার।
অসুর রূপেতে যায় পৃথিবী মাঝার॥
শঙ্খচূড়-দৈত্য-রূপে জন্ম তার হয়।
তুলসী তাহার ভার্য্যা হয় সে সময়॥
এদিকে রাধিকা আসে শ্রীকৃষ্ণ সকাশে।
সমস্ত বৃত্তান্ত কহি আঁখিজলে ভাসে॥
রাধারে সান্ত্বনা দিয়া কহে ভগবান্।
পৃথিবী মাঝারে তুমি করহ প্রস্থান॥
গোকুলে জনম লহ গোপের ভবনে।
আমিও যাইব সেথা ভয় কেন মনে॥
শুনিয়া হরির কথা শ্রীরাধা তখন।
শ্রীদামের শাপে করে ধরায় গমন॥
বৃষভানুকন্যারূপে জন্ম লয় সতী।
হইল গোপিনী সেথা অতি রূপবতী॥
বরাহকল্পেতে সেথা যায় কৃষ্ণধন।
রাধিকার সহ তার হইল মিলন॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি সুধাময়।
যে জন শ্রবণ করে নাহি তার ভয়॥
পাপ তাপ দূরে যায় শুদ্ধ হয় মন।
তৃপ্ত হয় প্রাণ তার জুড়ায় জীবন॥
শ্রীকৃষ্ণচরিতকথা কহিনু তোমায়।
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ পুনরায়॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

● চতুর্থ অধ্যায়

স্বীয় ভাব-হরণ-কথনের নিমিত্ত বসুন্ধরার ব্রহ্মলোকে গমন, ব্রহ্মার নিকট দুঃখকাহিনী নিবেদন।

নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ।
বেদবিদ্ মাঝে প্রভু তুমি শ্রেষ্ঠ জন॥
কৃপা করি কহ নাথ, করি নিবেদন।
ধরাধামে আসে হরি কিসের কারণ॥
কার প্রার্থনায় হরি আসিলা ধরায়।
সবিস্তারে সব কথা বলহ আমায়॥
শুনিয়া হরির নাম কথা ও কীর্ত্তন।
অন্তর করিব তৃপ্ত জুড়াব জীবন॥
নারদের বাক্য শুনি পুলকিত হরি।
নারদে সম্ভাষি কহে সকল বিস্তারি॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন মহাশয়।
বরাহকল্পেতে ধরা ভারাক্রান্ত হয়॥
সাতিশয় শোকাতুরা হ'য়ে বসুন্ধরা।
ব্রহ্মার শরণ গিয়া লইল সে ত্বরা॥
অসুরের নিপীড়নে জর্জ্জরিতা হ'য়ে।
দেবগণ সহ যায় ব্রহ্মার আলয়ে॥
ঋষীন্দ্র মুনীন্দ্র আর সিদ্ধেন্দ্র সকল।
ব্রহ্মারে ঘেরিয়া সেবা করে অবিরল॥
তাঁদের মাঝারে বসি ব্রহ্মা সনাতন।
অপ্সরাগণের নৃত্য করিছে দর্শন॥
মৃদু মৃদু হাস্য মুখে অতি মনোহর।
আনন্দে গাহিছে গান গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
নিরন্তর জপে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের নাম।
রোমাঞ্চিত দেহ তার হয় অবিরাম॥
জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তার অতি সুদর্শন।
কৃষ্ণনামে আনন্দাশ্রু ঝরে অনুক্ষণ॥
অপরূপ ব্রহ্মলোক অতীব সুন্দর।
রত্নময় পথ ঘাট শোভে নিরন্তর॥

ব্রহ্মারে হেরিয়া সেথা পৃথিবী তখন।
দেবগণ সহ তাঁরে করিল বন্দন॥
সৃষ্টিমূলে আছ তুমি দেব প্রজাপতি।
ব্রহ্মাণ্ড-উদরে তব, অগতির গতি॥
জগৎ-বিধাতা তুমি, সবার জীবন।
তুমিই করেছ দান ওগো পদ্মাসন॥
বসুধার রক্ষাহেতু তোমা হেন ঠাঁই।
ত্রিভুবন মাঝে আর না হেরি গোঁসাই॥
আশ্রিত জনের তুমি অনন্যশরণ।
রক্ষা কর, হে বিধাতা করি নিবেদন॥
চরণে প্রণাম করি অতি ভক্তিভরে।
দৈত্যের পীড়ন কথা নিবেদন করে॥
বলিতে বলিতে কাঁপে কলেবর তার।
ব্রহ্মার সমীপে দেবী করে হাহাকার॥
পৃথিবীর সব কথা করিয়া শ্রবণ।
ব্রহ্মাদেব অতঃপর করে সম্বোধন॥
শুন ভদ্রে, কহ কহ কি তব প্রার্থনা।
মঙ্গল হইবে তব পূরিবে বাসনা॥
না কর রোদন, শুন বচন আমার।
আমি বর্ত্তমানে তব কিবা ভয় আর॥
স্থির কর মন তব ভাবিও না সতী।
আশীর্ব্বাদ কবি তব ঘুচিবে দুর্গতি॥
বসুধারে এই কথা কহি প্রজাপতি।
সম্বোধন করি কহে দেবগণ প্রতি॥
কহ কহ দেবগণ কিসের কারণ।
আমার নিকটে সবে কর আগমন॥
কিবা অভিযোগ তব কহ দেবগণ।
শুনিয়া দেবতা সবে কহিলা তখন॥
ধরাদেবী সনে মোরা আসি তব পাশে।
নিবেদন আছে প্রভু তোমার সকাশে॥
ভারাক্রান্তা পৃথ্বী দেবী দৈত্যের পীড়নে।
সে কারণে আমাদের সুখ নাহি মনে॥
আমরাও জর্জ্জরিত দৈত্য-অত্যাচারে।
অসুর রাজত্ব করে পৃথিবী-মাঝারে॥
দিবারাত্র চিন্তা করি মনোদুঃখে অতি।
কিরূপে ঘুচিবে কহ মোদের দুর্গতি॥
তুমি প্রভু বিশ্বস্রষ্টা, তুমি ভগবান্।
একমাত্র গতি তুমি কর পরিত্রাণ॥
তাপিতা পৃথিবী সতী অতি শোকাতুর।
কৃপা করি তুমি নাথ দুঃখ কর দূর॥
শুন শুন পিতামহ কিবা কব আর।
হরণ করহ তুমি পৃথিবীর ভার॥
তোমা বিনা যাইবার নাহি অন্য ঠাঁই।
সুবিচার কর দেব জগৎ-গোঁসাই॥
শুনিয়া সকল কথা ব্রহ্মাদেব কয়।
শুন শুন পৃথ্বী তব নাহি কোন ভয়॥
আমার নিকটে তুমি কর অবস্থান।
অবশ্য তোমারে মুক্তি করিব প্রদান॥
বহিতে না পার তুমি অসুরের ভার।
সে ভার করিব দূর চিন্তা নাহি আর॥
মঙ্গল হইবে তব করি আশীর্ব্বাদ।
ভারমুক্তা হবে তুমি পূর্ণ হবে সাধ॥
এত বলি প্রজাপতি পুনরায় কহে।
কি ভার বহিছ তুমি বল নিঃসন্দেহে॥
বিস্তৃত শুনিয়া আমি বিধান দানিব।
অসুরে বিনাশ করি ধরা উদ্ধারিব॥
ব্রহ্মার বচন শুনি পৃথ্বীসতী কয়।
আমার মনের ব্যথা শুন মহাশয়॥
জগতের পিতা তুমি জানি অনুক্ষণ।
কৃপা করি মোরে তুমি করিলে সৃজন॥
তুমি মোর সৃষ্টিকর্ত্তা জানি সর্ব্বদাই।
তোমারে কহিতে কথা কোন লজ্জা নাই॥
সহিতে না পারি আমি যাহাদের ভার।
তাহাদের কথা আমি কহি সবিস্তার॥
কৃষ্ণপ্রতি ভক্তি যার নাহি কদাচন।
ভক্তের নিন্দুক যেই হয় অনুক্ষণ॥
আচারবিহীন যেই হয় অনিবার।
না সহিতে পারি আমি তাহাদের ভার॥

সন্ধ্যা আদি নিত্য কার্য্য যেই নাহি করে।
বেদ প্রতি শ্রদ্ধা যার নাহিক অন্তরে॥
পিতা মাতা গুরু আদি না করে পোষণ।
মিথ্যাবাদী নিরন্তর হয় যেই জন॥
দয়া মায়া কিছু নাহি অন্তরে যাহার।
সহিতে না পারি আমি তাহাদের ভার॥
গুরু ও দেবতাগণে নিন্দা যেই করে।
মিত্রদ্রোহী হয় যেই অবনী-ভিতরে॥
কৃতঘ্ন যে জন হয় অতি দুরাচার।
পারি না সহিতে কভু তাহাদের ভার॥
মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারী বিশ্বাসঘাতক।
জীবহিংসাকারী যেই শঠ প্রবঞ্চক॥
গুরুদ্রোহী হয় যেই সংসার-মাঝার।
কেমনে সহিব বল তাহাদের ভার॥
শূদ্র-অন্ন-ভোজী যেই শূদ্রের যাজক।
শবদাহী যেই জন যে হয় লুব্ধক॥
হরিনাম যেই জন নাহি লয় চিতে।
তাহাদের ভার আমি না পারি সহিতে॥
পূজা যজ্ঞ উপবাস নিয়ম-পালন।
নিয়মিত নাহি করে যেই মূঢ় জন॥
গাভী বিপ্র দেবতারে হিংসা করে মনে।
তাহাদের ভার আমি সহিব কেমনে॥
বৈষ্ণবেরে উপহাস করে যেই জন।
শ্রীহরির নাম যেই না করে শ্রবণ॥
হরিভক্ত প্রতি নিত্য দ্বেষ আছে যার।
সহিতে না পারি আমি তাহাদের ভার॥
পাপীদের ভারে আমি অতীব পীড়িতা।
এক্ষণে কি করি আমি কহ মোরে পিতা॥
সবিস্তারে সব কথা কহিনু তোমায়।
কহ কহ প্রভো আমি কি করি উপায়॥
তুমি প্রভু তুমি নাথ কিবা কব আর।
কৃপা করি কৃপাময় কর প্রতিকার॥
ব্রহ্মারে সকল কথা কহিয়া তখন।
মনোদুঃখে পৃথ্বীদেবী করিল রোদন॥

পৃথিবীর কথা শুনি ব্রহ্মা মহাশয়।
সম্বোধন করি তারে ধীরে ধীরে কয়॥
স্থির হও বসুন্ধরা, করিও না ভয়।
শ্রীকৃষ্ণ তোমার ভার হরিবে নিশ্চয়॥
যন্ত্র কুম্ভ শিবলিঙ্গ কুঙ্কুম চন্দন।
তোমার উপরে যেই করিবে স্থাপন॥
কস্তুরী স্ফটিক মধু কাষ্ঠ খড়্গ জল।
রুদ্রাক্ষ তুলসীমালা মাণিক্য উজ্জ্বল॥
পদ্মরাগ কুশমূল শঙ্খ ও দর্পণ।
যজ্ঞসূত্র গোরোচনা রজত কাঞ্চন॥
শুক্তা মুক্তি তীর্থজল অগ্নি ও কর্পূর।
প্রবাল গোমূত্র গব্য গোময় প্রচুর॥
তোমার উপরে যেই করিবে স্থাপন।
কালসূত্র নরকে সে করিবে গমন॥
অযুত বরষ ধরি নরকে সে রবে।
ভুঞ্জিবে অশেষ ক্লেশ মুক্তি নাহি হবে॥
ক্রন্দন না কর সতী স্থির কর মন।
চল সবে মিলে যাই কৈলাস ভবন॥
সেথায় আছেন শিব দেব মহেশ্বর।
সব কিছু নিবেদিব তাঁহার গোচর॥
নিশ্চয় দিবেন তিনি ইহার বিধান।
চল অবিলম্বে যাই শিব সন্নিধান॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

● পঞ্চম অধ্যায়

ব্রহ্মার কৈলাস যাত্রা, দেবগণের হরিভবনে গমন ও গোলোক দর্শন।

এই কথা কহি ব্রহ্মা সকলেরে ল'য়ে।
কৈলাসের পানে চলে শিবের আলয়ে॥
এইরূপে কৈলাসেতে করি আগমন।
মন্দাকিনী-তটে শিবে করিলা দর্শন॥
অক্ষয়বটের মূলে আসীন শঙ্কর।
ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত তাঁর কলেবর॥

শিবানীব অস্থিরাজি ভূষণ তাঁহার।
ত্রিশূল পট্টিশ কবে শোভে অনিবার॥
পঞ্চমুখ ত্রিনয়না অতি ফুল্ল মন।
অপ্সরাগণের নৃত্য করিছে দর্শন॥
সিদ্ধ ও যোগীন্দ্রগণ সেবা করে তাঁর।
গন্ধর্ব্ব সঙ্গীত করে অতি চমৎকার॥
শিবের পার্শ্বেতে বসি দেবী হৈমবতী।
শুনিতেছে সেই গান ফুল্ল মনে অতি॥
মন্দাকিনীতীরে শোভে কৈলাসনগর।
পারিজাত বৃক্ষ কত শোভে নিরন্তব॥
প্রস্ফুট কুসুমগন্ধে আকুলিত মন।
গুন্ গুন্ ববে হয ভ্রমর গুঞ্জন॥
বিবাজিত শত কোটি যক্ষের ভবন।
রত্নময রাজমার্গ অতি সুশোভন॥
সিন্দূবমণির বেদী রমণীযা অতি।
স্ফটিকের স্তম্ভ শোভে কিবা তার জ্যোতি॥
নিবন্তর সুকুমাব শিশু-সমুদয।
হাস্যমুখে ক্রীড়া কবে প্রসন্ন হৃদয॥
শত শত কামধেনু বিরাজে সেথায।
আশ্রমাদি আছে কত বলা নাহি যায॥
শত শত সরোবর পুষ্পের উদ্যান।
গাছে গাছে পক্ষী কবে সুমধুর গান॥
ব্রহ্মা সেথা হেরিলেন দেব পঞ্চাননে।
শ্রীহরির নাম জপ কবে এক মনে॥
শিবেবে হেরিযা সবে কবে নমস্কাব।
ভক্তিভরে স্তবস্তুতি করে বারবার॥
ব্রহ্মাবে হেবিযা শিব শশব্যস্ত হ'যে।
শীঘ্র উঠি প্রণিপাত করে সবিনযে॥
অতঃপর প্রজাপতি ব্রহ্মা সনাতন।
পার্ব্বতীবে সব কথা করিল বর্ণন॥
শুনিযা সকল কথা পার্ব্বতী শঙ্কর।
দেবগণে সম্বোধিযা কহে অতঃপর॥
শুন শুন দেবগণ, শুন বসুন্ধবে।
শুনিনু সকল কথা ব্যথিত অন্তরে॥
তোমাদের ক্লেশে হই ক্ষুণ্ণ অতিশয।
উপায করিব মোরা নাহি কোন ভয॥
চিন্তা নাহি কিছু, মোরা আছি যতক্ষণ।
আপন গৃহেতে এবে করহ গমন॥
এরূপে কবিলে সবে সান্ত্বনা-প্রদান।
নিজ নিজ গৃহে সবে কবিল প্রস্থান॥
অনন্তব ব্রহ্মা ধর্ম্ম আর পঞ্চানন।
হরির নিকটে যান বৈকুণ্ঠ ভবন॥
বৈকুণ্ঠ পরমধাম ঊর্দ্ধে বায়ু-মাঝে।
ব্রহ্মলোক হ'তে বহু উচ্চেতে বিরাজে॥
বিচিত্র বৈকুণ্ঠধাম অতি সুমোহন।
বর্ণিতে না পারে তারে কভু কবিগণ॥
পদ্মবাগবিনির্ম্মিত রাজমার্গ রাজে।
ইন্দ্রনীলমণি কত আছে তার মাঝে॥
মনোরম বৈকুণ্ঠেতে আসি তিনজন।
শ্রীহরির অন্তঃপুরে করিলা গমন॥
পরিধানে পীতবস্ত্র সহাস্য বদনে।
আসীন শ্রীভগবান্ রত্ন-সিংহাসনে॥
সর্ব্ব অঙ্গে শোভে তাঁর বত্ন-অলঙ্কার।
রত্নের নূপুর পাযে অতি চমৎকার॥
গলদেশে বনমালা শোভিছে সুন্দর।
কর্ণেতে কুণ্ডল শোভে অতি মনোহর॥
চতুর্ভুজ ভগবান্ সরস্বতীপতি।
অপরূপ কান্তি তাঁর জ্যোতির্ম্ময অতি॥
কমলা চরণসেবা করে অনিবার।
চন্দন-চর্চ্চিত দেহ কিবা শোভা তার॥
সুনন্দ কুমুদ নন্দ পারিষদগণ।
ভক্তিভরে সেবা তাঁর করে অনুক্ষণ॥
হরিবে হেবিযা ধর্ম্ম ব্রহ্মা ও শঙ্কর।
ভক্তিভবে প্রণিপাত করিলা সত্বব॥
বোমাঞ্চিত কলেবরে শ্রীব্রহ্মা তখন।
ভক্তিভবে শ্রীহবিবে করিলা স্তবন॥
কমলার কান্ত প্রভো তুমি নারাযণ।
সবার ঈশ্বব তুমি নিত্য নিবঞ্জন॥

অচ্যুত শ্রীভগবান্ কি কহিব আর।
তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার॥
তব অংশ-জাত মোরা, জানি অনুক্ষণ।
কলাংশেতে সৃষ্ট তব যত দেবগণ॥
তোমা হ'তে সৃষ্ট যত জঙ্গম স্থাবর।
তোমার ইচ্ছায় সৃষ্ট বিশ্ব চরাচর॥
মনু মুনি মনুষ্যাদি সৃজন তোমার।
তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার॥
মহাদেব কহে, প্রভু দেব নারায়ণ।
অব্যক্ত অক্ষয় তুমি সিদ্ধির কারণ॥
তুমি নিত্য তুমি সত্য বিশ্বের ঈশ্বর।
সর্ব্বরূপে বিরাজিত তুমি নিরন্তর॥
অনাদি অনন্ত তুমি সবার কারণ।
সিদ্ধিদাতা সিদ্ধিরূপী তুমি সনাতন॥
তোমারে করিবে তুষ্ট সাধ্য আছে কার।
ভক্তিভরে পদাম্বুজে করি নমস্কার॥
ধর্ম্মদেব কহে, শুন প্রভু নারায়ণ।
তোমারে বর্ণিতে নাহি পারে কোন জন॥
তুমি নিত্য নিরঞ্জন নির্গুণ ঈশ্বর।
চিন্তার অতীত তুমি করুণা-সাগর॥
বেদ যাঁরে কোন কালে বর্ণিতে না পারে।
কেমনে অজ্ঞান মোরা বর্ণিব তোমারে॥
গুণাতীত তুমি প্রভু হরি সনাতন।
কিরূপে তোমার মোরা করিব স্তবন॥
দেবতাগণের স্তব করিয়া শ্রবণ।
মৃদুভাষে কহিলেন হরি সনাতন॥
শুন শুন সুরগণ বচন আমার।
অবিলম্বে যাও সবে গোলোক-মাঝার॥
তোমাদের অভিযোগ শুনিব সেথায়।
লক্ষ্মীসহ আমি সেথা যাইব ত্বরায়॥
যাইবে অনন্তদেব নরনারায়ণ।
বেদমাতা সাবিত্রীও করিবে গমন॥
কার্ত্তিকেয় যাবে সেথা যাবে গণপতি।
গমন করিবে সেথা দেবী সরস্বতী॥
গোলোকে দ্বিভুজরূপে প্রকাশিত আমি।
গোপীগণ সহ সেথা রহি দিবাযামী॥
রাধানাথ হ'যে সেথা রহি অনুক্ষণ।
গোলোকে দ্বিভুজ আমি কৃষ্ণ সনাতন॥
বিষ্ণুরূপে এই স্থলে রহি অহরহঃ।
নিরন্তর বাস করি কমলার সহ॥
শ্বেতদ্বীপবাসী যিনি হরিনারায়ণ।
আমারই স্বরূপ তিনি হন অনুক্ষণ॥
যেই আমি সেই কৃষ্ণ নাহিক সংশয়।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ মম অংশে হয়॥
সুরাসুর মনুষ্যাদি যত জীবগণ।
আমার অংশের অংশ হয় সর্ব্বক্ষণ॥
গমন করহ সবে গোলোক-মাঝারে।
উদ্দেশ্য হইবে সিদ্ধ কহিনু সবারে॥
শ্রীহরির কথা শুনি আনন্দিত মন।
গোলোক উদ্দেশ্যে সবে করিল গমন॥
জরামৃত্যুবিবর্জ্জিত অতি মনোহর।
শোভিছে গোলোকধাম বায়ুর উপর॥
বৈকুণ্ঠের অতি উর্দ্ধে গোলোক বিরাজে।
হরির ইচ্ছায় রহে শূন্যে বায়ু-মাঝে॥
ধর্ম্ম ব্রহ্মা শিব আদি সেই পথে যায়।
বিরজা নদীর তীর দেখিবারে পায়॥
অতি অপরূপ নদী বহে নিরন্তর।
স্ফটিকের তুল্য তীর কিবা মনোহর॥
মণিমুক্তা রাশি রাশি শোভিছে সেথায়।
কিবা শোভা মনোলোভা কহা নাহি যায়॥
স্থানে স্থানে বিরাজিত রত্নের আকর।
নানাবিধ রত্নরাজি শোভে মনোহর॥
ইন্দ্রনীলমণি আর মণি মরকত।
আকর বিরাজে সব বিস্তৃত বৃহৎ॥
রুচক মণির খনি কিবা শোভা তার।
স্যমন্তক মণি কত সংখ্যা নাহি আর॥
কৌস্তুভ মণির খনি কে গণিতে পারে।
কত মণি আছে কেহ নারে বর্ণিবারে॥

হেরিয়া দেবতাগণ বিস্ময়ে মগন।
নদীর অপর তীরে করিলা গমন॥
শতশৃঙ্গ নামে এক উচ্চ মহীধর।
সেখানে আসিয়া তারা হেরিলা সত্বর॥
কত পারিজাত বৃক্ষ সেথায় বিরাজে।
কল্পবৃক্ষ শোভে কত তাহাদের মাঝে॥
কামধেনুগণ সেথা করে বিচরণ।
নিরন্তর মন্দ মন্দ বহিছে পবন॥
বিশাল পর্ব্বত সেই অতি শোভাময়।
উচ্চ যত দৈর্ঘ্যে তার দশগুণ হয়॥
যোজন পঞ্চাশ কোটি তাহার বিস্তার।
রাসের মণ্ডল শোভে শিখরে তাহার॥
সুবিস্তীর্ণ সুবর্ত্তুল রাসের মণ্ডল।
পুষ্পের উদ্যান সেথা শোভে অবিরল॥
মধুকর গান করে কুসুম-উদ্যানে।
প্রাণ মন মুগ্ধ হয় বিহগের গানে॥
বিরাজিছে কোটি কোটি রতির ভবন।
রত্নের মণ্ডপ কত কে করে বর্ণন॥
রত্নের সোপানরাজি স্তম্ভ মণিময়।
বিরাজিত গোলোকেতে সকল সময়॥
বেষ্টিত সকল দিকে রত্নের প্রাকার।
মণির কপাটযুক্ত শোভে চতুর্দ্বার॥
দিকে দিকে শোভিতেছে রত্ন সুদুর্লভ।
কদলীর স্তম্ভ আর রসালপল্লব॥
শোভিতেছে চতুর্দ্দিকে কিবা শোভা তার।
অগুরু চন্দন গন্ধ আসে বারবার॥
এক কোটি গোপকন্যা বিরাজে সেথায়।
কিবা শোভা অপরূপ রত্নের মালায়॥
রত্ন-অলঙ্কার দেহে অতি মনোহর।
রত্নের মুকুটে সবে শোভিছে সুন্দর॥
ধারণ করেছে সবে রত্নের কেয়ূর।
চরণে বাজিছে মৃদু রত্নের নূপুর॥
রত্নময় কুণ্ডলাদি শোভে গণ্ডস্থলে।
বিরাজিত গোপীগণ রাসের মণ্ডলে॥
রূপের তুলনা নাহি অতি রূপবতী।
শ্রীরাধার সহচরী রূপসী যুবতী॥
পরিধানে পীতবস্ত্র কিবা শোভা তার।
নাসার মাঝারে শোভে মুক্তা-অলঙ্কার॥
ললাটে সিন্দূর-বিন্দু অতীব উজ্জ্বল।
শরতের চন্দ্রসম বদনমণ্ডল॥
ওষ্ঠ ও অধর শোভে বিম্বফলসম।
পদ্মসম নেত্ররাজি অতি মনোরম॥
নয়নে কজ্জলরেখা অতি চমৎকার।
পৃষ্ঠেতে দুলিছে সদা কবরীর ভার॥
গজেন্দ্রনিন্দিত গতি অতি মনোহর।
মৃদু মৃদু সখীগণ হাসিছে সুন্দর॥
দন্তাবলি পরিপক্ক দাড়িম্বের মত।
গরুড়সদৃশ নাসা শোভিছে সতত॥
বিশাল নিতম্ব শোভে সুবর্ত্তুল স্তন।
শ্রোণিভারে অবনত যত সখীগণ॥
কামবাণে জর্জ্জরিত তাদের অন্তর।
দর্পণে আপন মুখ হেরে নিরন্তর॥
শ্রীরাধার পদ-সেবা করে অনুক্ষণ।
দেবগণ তাহাদের করিল দর্শন॥
রাসের মণ্ডলে রাজে লক্ষ সরোবর।
নানাবিধ পদ্ম তাহে শোভে নিরন্তর॥
সুমধুর রব করে ভ্রমরের দল।
কুসুমের গন্ধে হয় পরাণ চঞ্চল॥
মনোহর কুসুমের উদ্যানের মাঝে।
পুষ্পশয্যা-সমন্বিত ভবন বিরাজে॥
কোটি কোটি কুঞ্জগৃহ নাহি তার তুল।
সুশোভিত তার মাঝে কর্পূর তাম্বূল॥
নানা বস্ত্র অলঙ্কার সেথায় সজ্জিত।
চতুর্দ্দিকে দর্পণাদি সদা বিরাজিত॥
প্রজ্বলিত রত্নদীপে কিবা শোভা হয়।
সুচিত্রিত পুষ্পমালা থরে থরে রয়॥
রাসের মণ্ডল সেথা হেরি দেবগণ।
আনন্দ-জলধি-নীরে হলেন মগন॥

● দেবগণের বৃন্দাবন দর্শন।

মনোহর দৃশ্য সব করিয়া দর্শন।
হেরিলেন দেবগণ বৃন্দাবন বন ॥
রাধামাধবের প্রিয় বৃন্দাবন ধাম।
সুরম্য সুন্দর বন নয়নাভিরাম ॥
বিরজানদীর তীরে বৃন্দাবন বন।
বহিতেছে নিরন্তর মৃদু সমীরণ ॥
রমণীয় ক্রীড়াস্থান আছে কত শত।
ভ্রমর গুঞ্জন করে কুঞ্জে অবিরত ॥
কল্পতরু কত শত করিছে বিরাজ।
বেষ্টিত কুসুমবৃক্ষে অরণ্যের মাঝ ॥
কেলিকদম্বের শাখে নব পত্র শোভে।
বিহগ কূজন করে সুমধুর রবে ॥
প্রফুল্ল কমলদল শোভে বিরজায়।
হেলে দুলে হাসে যেন মলয়ের বায় ॥
চন্দন মন্দার-গন্ধে আকুলিত মন।
চম্পকের গন্ধ বহি ফিরিছে পবন ॥
কস্তুরী কহ্লার আর কুমুদ কাঞ্চন।
নানাজাতি পুষ্পে বৃক্ষে শোভিত কানন ॥
নবীন পল্লবে কত শোভা ধরে তার।
বর্ণিতে পারিবে বল, সাধ্য আছে কার ॥
আম্র নাগরঙ্গ আর নারিকেল তাল।
মনোহর যক্ষ যত শোভিছে বিশাল ॥
বদরী গুবাক জম্বু জম্বীর খর্জ্জুর।
আম্রাতক বৃক্ষ আদি শোভিছে প্রচুর ॥
কদলী বৃক্ষ শোভে কিবা মনোহর।
দাড়িম্ব শ্রীফল বৃক্ষ শোভিছে সুন্দর ॥
অশ্বত্থ শাল্মলী নিম্ব তিন্তিড়ী পিয়াল।
নবীন পল্লবে সবে শোভিছে বিশাল ॥
সফুল পনস বৃক্ষে কত ফল ধরে।
অবনত রহে বৃক্ষ পনসের ভারে ॥
ফলেতে আবৃত যত বৃক্ষ সমুদয়।
কাণ্ড পত্র আদি কিছু দৃষ্ট নাহি হয় ॥
কল্পবৃক্ষ আছে কত কহা নাহি যায়।
আরো কত বৃক্ষ আছে কে বর্ণিবে তায় ॥
মল্লিকা কেতকী কুন্দ যূথিকা মালতী।
থরে থরে ফুটিয়াছে মনোহর অতি ॥
মন্দার পলাশ আদি গন্ধ নাহি তায়।
রক্তিম আভাতে বন-শোভা বৃদ্ধি পায় ॥
বর্ণে গন্ধে অপরূপ কি কহিব আর।
অনুক্ষণ আমোদিত হয় চারিধার ॥
পুষ্প ঘেরি মক্ষিকারা ঘুরিয়া বেড়ায়।
মধুলোভে মত্ত মক্ষি, শুধু মধু খায় ॥
কোকিল পাপিয়া আদি যত পাখীদল।
নাচে গায় মহানন্দে করে কোলাহল ॥
বনে উপবনে পূর্ণ বৃন্দাবনধাম।
মর্ত্ত্যেতে গোলোক যেন পূর্ণ মনস্কাম ॥
নিকুঞ্জকুটীর সব বেষ্টিত প্রাচীরে।
কত শত কোটি সংখ্যা কে গুণিতে পারে ॥
কোটি কোটি চারুকুঞ্জ সেথায় বিরাজে।
সুন্দর কুটীর শোভে তাহাদের মাঝে ॥
রত্নের প্রদীপ জ্বলে কুটীরে কুটীরে।
ধূপগন্ধ মাখি গায় বায়ু বহে ধীরে ॥
সুবাসিত দ্রব্য কত বিরাজে সেথায়।
পুষ্পশয্যা আছে কত বর্ণন না যায় ॥
মনের উল্লাসে তথা থাকে গোপগণ।
কোটি কোটি সংখ্যা তার নাহি নিরূপণ ॥
কৃষ্ণতুল্য গোপী সব জরামৃত্যু নাই।
বিধির কল্যাণে তারা থাকে সেই ঠাঁই ॥
যোজন বিস্তার কোটি এই বৃন্দাবন।
মুগ্ধ হ'য়ে দেবতারা করে নিরীক্ষণ ॥
বর্ত্তুল আকার বন চারিটি দুয়ার।
রতন নির্ম্মিত তাহা কিবা চমৎকার ॥
সহস্র গোপাল সেথা রক্ষা করে দ্বার।
অনুরক্ত গোপভৃত্য নাহি জ্ঞান আর ॥
সেথা বাস করে যত গোপকন্যাগণ।
রাধার কানন সবে করিছে রক্ষণ ॥



যথা ইচ্ছা যাও, কর যাহা মন চায়।
আমার সম্মুখে কেন আস পুনরায়॥

পৃষ্ঠা—৩১১

বৃন্দাবন-অভ্যন্তরে আছে শ্রেষ্ঠ বন।
রমণীয় স্থান তাহা অতীব নির্জ্জন॥
গোষ্ঠধেনু যত সেথা করে বিচরণ।
কৃষ্ণের সমান সেথা রহে গোপগণ॥
কত শত পুষ্পোদ্যান আছে মনোহর।
মধুলুব্ধ মধুকর ভ্রমে নিরন্তর॥
রমণীয় বৃন্দাবন হেরি দেবগণ।
পরম গোলোকধামে করিলা গমন॥

● দেবগণের গোলোকধাম দর্শন।

সুন্দর গোলোকধাম বর্ত্তুল আকার।
চতুর্দ্দিকে বিরাজিত রত্নের প্রাকার॥
সেই প্রাচীরের মাঝে আছে চতুর্দ্বার।
দ্বারপালগণ তাহা রক্ষে অনিবার॥
কোটি কোটি-আশ্রমাদি আছে মনোহর।
বাস করে সেই স্থানে কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
শতকোটি আশ্রমাদি আছে ভক্ত তরে।
কৃষ্ণভক্ত গোপগণ সেথা বাস করে॥
কৃষ্ণপারিষদগণ বিরাজে সেথায়।
তাদের আশ্রম কত কে গণিবে তায়॥
রাধিকার সহচরী যত সখীগণ।
রত্নের নির্ম্মিত গৃহে রহে অনুক্ষণ॥
কৃষ্ণভক্ত হয় যারা হরিপরায়ণ।
স্বপ্নে জ্ঞানে ধ্যান করে কৃষ্ণের চরণ॥
শত জন্ম তপস্যায় শুদ্ধ হয় মন।
কর্ম্মের বন্ধন যারা করেছে ছেদন॥
ভক্তচূড়ামণি যারা হয় অবিরাম।
নিরন্তর লয় মুখে রাধাকৃষ্ণনাম॥
সেই সব হরিভক্ত গোলোকেতে রয়।
কৃষ্ণের দর্শন পায় সকল সময়॥
সুন্দর গোলোকধাম করি নিরীক্ষণ।
হেরিলা অক্ষয়বট যত দেবগণ॥
যোজন দশেক উচ্চ বিশাল বিপুল।
সুবিস্তীর্ণ অতিশয় নাহি তার তুল॥
অগণন স্কন্ধ তার, শাখা সংখ্যাহীন।
রত্নময় পক্কফল শোভে নিশিদিন॥
রত্নময় বেদী শোভে চতুর্দ্দিকে তার।
মনোহর শোভা তার অতি চমৎকার॥
হেরিলা দেবতাগণ বৃক্ষের তলায়।
গোপশিশুগণ সেথা খেলে নিরালায়॥
কৃষ্ণের স্বরূপ যত গোপশিশুগণ।
পরিধানে পীত বস্ত্র অতি সুদর্শন॥
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ কিবা শোভা তার।
রত্নের ভূষণ শোভে অতি চমৎকার॥
অনন্তর তাহাদের করিয়া দর্শন।
মণিময় রাজমার্গ হেরে দেবগণ॥
পদ্মরাগ ইন্দ্রনীল মণি কত শত।
হীরক মাণিক্য আদি শোভে অবিরত॥
অগুরু-চন্দন-গন্ধে চিত্ত ভরপূর।
রত্নের মণ্ডল আদি বিরাজে প্রচুর॥
স্থানে স্থানে রম্ভাস্তম্ভ অতি মনোহর।
পল্লবের মালা তাহে শোভে নিরন্তর॥
দধি পর্ণ লাজ ফল পুষ্প দূর্ব্বাঙ্কুর।
মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি যত বিরাজে প্রচুর॥
রত্নের কলস শোভে অতি দীপ্তিময়।
পুষ্পমাল্য শাখা আদি তার পরে রয়॥
কুঙ্কুম-সংযোগে হয় গন্ধ সুমধুর।
মঙ্গল কলস শোভে তথায় প্রচুর॥
অলক্ত সিন্দুর গন্ধ চন্দনে চর্চ্চিত।
পুষ্পমালা শোভে কত সংখ্যা অগণিত॥
রাজপথে ক্রীড়া করে গোপকন্যাগণ।
মৃদু মৃদু হাস্য করে ভুবনমোহন॥
হেরিলা দেবতাগণ রত্নের সোপান।
রত্নের প্রাকার হেরে অতি জ্যোতিষ্মান্॥
ষোলদ্বার রক্ষা করে দ্বারপালগণ।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ অতি সুদর্শন॥
শতেক পরিখাযুক্ত পুরীর বাহিরে।
দেবগণ অতিক্রমি আসে ধীরে ধীরে॥

হেরিলেন দেবগণ রাধার আশ্রম।
রমণীয় দ্রব্যযুক্ত অতি মনোরম॥
দেবতাবাঞ্ছিত ধাম কৃষ্ণপ্রিয় স্থান।
রাধার বসতি হেথা আসে ভগবান্॥
সুবিশাল সুবর্ত্তুল আশ্রম সুন্দর।
রত্নের প্রভায় দীপ্ত রহে নিরন্তর॥
শত শত মন্দিরাদি শোভে তার মাঝে।
অগণন কল্পবৃক্ষ সেথায় বিরাজে॥
শত শত পুষ্পোদ্যান কিবা শোভা তার।
চতুর্দ্দিকে মনোহর রত্নের প্রাকার॥
প্রাকারের মাঝে মাঝে আছে সপ্তদ্বার।
রত্নের বেদিকা শোভে কিবা চমৎকার॥
নানাবিধ রত্ন-চিত্র শোভিতেছে দ্বারে।
ষোড়শ দুয়ার তার আছে চারিধারে॥
কিবা শোভা আশ্রমের কে বর্ণিতে পারে।
পণ্ডিত সকলে তাহা বর্ণিবারে নারে॥
অপরূপ সে আশ্রম করিয়া দর্শন।
দেবতা সকলে হয় বিস্ময়ে মগন॥
চলিতে চলিতে তারা হেরে অবিরাম।
নানাবিধ আশ্রমাদি নয়নাভিরাম॥
নির্ম্মিত গোলোকধাম কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
মঙ্গল-আলয় তাহা সন্দেহ কি তায়॥
মনোহর নৃত্যগীত অবিরত হয়।
শুনিয়া মোহিত যত দেবতা-হৃদয়॥
রাধা-কৃষ্ণ গুণ-গান হয় অনুক্ষণ।
শুনিয়া মোহিত হয় যত দেবগণ॥
চেতনা লভিয়া পরে তাহারা তখন।
রূপবতী গোপীগণে করিলা দর্শন॥
মৃদঙ্গ বাজায় কেহ, নৃত্য কেহ করে।
চামর ঢুলায় কেহ প্রফুল্ল অন্তরে॥
কেহ করে বীণাধ্বনি অতি সুমধুর।
চরণে কাহারো বাজে রত্নের নূপুর॥
কেহ দেয় করতালি কেহ গায় গান।
শুনি সুমধুর গীত মুগ্ধ হয় প্রাণ॥
পুরুষের বেশ কেহ করেছে ধারণ।
কাহারো নায়িকা বেশ অতি সুদর্শন॥
কৃষ্ণবেশ ধরে কেহ, কেহ রাধা হয়।
পরস্পর আলিঙ্গন করে মধুময়॥
কেহ কেহ ক্রীড়া করে আনন্দিত মনে।
সংযোগনিরতা কেহ গোলোক ভবনে॥
তারপর দেবগণ করিলা দর্শন।
রাধা-সখীদের বহু আশ্রম ভবন॥
রাধিকার সখীগণ অতি রূপবতী।
দেখিতে সমান সবে অনন্ত যুবতী॥
সুশীলা যমুনা কুন্তি শশিকলা রতি।
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী গঙ্গা সরস্বতী॥
শুভা পদ্মা পারিজাত কালিকা মাধবী।
কমলা ভারতী দুর্গা সাবিত্রী জাহ্নবী॥
সুধামুখী কৃষ্ণপ্রিয়া চম্পা মধুমতী।
অপর্ণা নন্দনা গৌরী সুন্দরী যুবতী॥
সতীন নন্দিনী আর যুবতী অম্বিকা।
এই সব রাধিকার প্রধানা গোপিকা॥
রত্নময় ইহাদের আশ্রম সুন্দর।
বহু চিত্রে সুশোভিত অতি মনোহর॥
শিখরে রত্নের কুম্ভ সদা বিরাজিত।
মণিযুক্ত শুভ্রবর্ণ রত্নের রচিত॥
ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে বিরাজে গোলোক।
তাহার ঊর্দ্ধেতে আর নাহি কোন লোক॥
ঊর্দ্ধে সব শূন্যময় কিছু নাহি আর।
সৃষ্টি-শেষে বিরাজিত সপ্ত পারাবার॥
সপ্তসাগরের নীচে সৃষ্টি কিছু নাই।
অধোভাগে অন্ধকার বিরাজে সদাই॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা সুমধুর অতি।
শ্রবণ করিলে পরে ঘুচিবে দুর্গতি॥
শান্তি লাভ করে নর দুঃখ দূরে যায়।
যে জন শ্রবণ করে মুক্তি সেই পায়॥
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা অতি পুণ্যময়।
শ্রবণ করিলে পরে হয় পাপ-ক্ষয়॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্রহ্মাদির গোলোক গমন এবং ব্রহ্মকৃত
শ্রীহরির স্তোত্র।

এত শুনি মুনিবর, পুলকিত অতঃপর,
সবিনয়ে বলে নারায়ণে।
প্রভু তুমি দয়াময়, কহ মোরে সমুদয়,
দেবগণ দেখিল নয়নে ॥
জগৎপতি নারায়ণ, সেথা কবে নিবসন,
অতীব মধুর সেই কথা।
কহ দেব কৃপা করি, শুনিতে বাসনা করি,
দেবগণ দেখিলেন যথা ॥
কহিলেন নারায়ণ, তারপর দেবগণ,
হেরিয়া গোলোক মনোহর।
অতি পুলকের ভরে, সত্বর গমন করে,
রাধিকার দ্বারে অতঃপর ॥
মণি-বিনির্ম্মিত দ্বার, অতিশয় চমৎকার,
রত্ন কত কপাটের মাঝে।
সুন্দর বেদিকাদ্বয়, শোভা পায় অতিশয়,
হীরকাদি তাহাতে বিরাজে ॥
সেথা গোপ একজন, নিযোজিত অনুক্ষণ,
বীরভানু নাম তার হয়।
পীতবস্ত্র অঙ্গে তার, শোভা তার কি বাহার,
রত্নের মুকুট মাথে রয় ॥
বীরভানু হৃষ্ট মনে, বসি রত্ন সিংহাসনে,
সর্ব্ব অঙ্গে শোভে অলঙ্কার।
অন্য অন্য গোপ সহ, সেই স্থানে অহরহঃ,
রক্ষা করে শ্রীরাধার দ্বার ॥
তাদের নিকট গিয়া, মৃদু মৃদু সম্ভাষিয়া,
কহিলেন দেবতা সবাই।
শুন দ্বারপালগণ, আছে বড় প্রযোজন,
শ্রীকৃষ্ণের কাছে যেতে চাই ॥
শুনি বীরভানু কয়, শুন শুন মহাশয়,
কহি আমি তোমাদের প্রতি।
কেমনে ভিতরে যাবে, কৃষ্ণের দর্শন পাবে,
শ্রীহরির নাহি অনুমতি ॥
যদি অনুমতি পাই, তোমাদের ল'যে যাই,
কিছুকাল কর অবস্থান।
এত বলি সেই ক্ষণে, পাঠাইল ভৃত্যগণে,
যেথা আছে কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
শুনিয়া শ্রীসনাতন, ধর্ম্ম ব্রহ্মা পঞ্চানন,
উপস্থিত তাঁহার দুয়ারে।
কহে দ্বারপাল প্রতি, যাও যাও শীঘ্র অতি,
অবিলম্বে আন সবাকারে ॥
কৃষ্ণের আদেশ পেযে, ভৃত্যগণ আসে ধেযে,
কহিল সকল বিবরণ।
বীরভানু দ্বার ছাড়ি, তাঁহাদের তাড়াতাড়ি,
অন্তঃপুরে করিল প্রেরণ ॥
তারপর দেবগণ, অতি পুলকিত মন,
আসিলেন দ্বিতীয় দুয়ারে।
করিলেন নিরীক্ষণ, গোপ বসি একজন,
পঞ্চ লক্ষ গোপের মাঝারে ॥
শ্যামবর্ণ রূপ তার, শোভিতেছে অনিবার,
মণিময় সিংহাসন-মাঝে।
নাম তার চন্দ্রভাণ, অতিশয় রূপবান্,
স্বর্ণ-বেত্র হস্তে তার রাজে ॥
করি তারে সম্ভাষণ, অনন্তর দেবগণ,
আসিলেন তৃতীয় দুয়ারে।
বিচিত্র রত্নের দ্বার, জ্যোতির্ম্ময শোভা তার,
মণিতেজে জ্বলে বারে বারে ॥
দ্বিভুজ মুরলীধর, শ্যামবর্ণ কলেবর,
মনোহর গোপ একজন।
প্রশান্ত কিশোর রূপ, কিবা বেশ অপরূপ,
করিতেছে দুয়ার রক্ষণ ॥
তাহার কপোলতলে, মণির কুণ্ডল দোলে,
সুশোভিত রত্ন অলঙ্কারে।
সূর্য্যভান নাম তার, শোভা পায় অনিবার,
নব লক্ষ গোপের মাঝারে ॥

তখন দেবতাগণ, করি তারে সম্ভাষণ,
আসিলেন চতুর্থ দুয়ারে।
অতি রমণীয় স্থান, দীপ্তিময় অবিরাম,
সেই দ্বার কিবা শোভা ধরে॥
সেথা গোপ একজন, অতিশয় সুদর্শন,
দণ্ড হাতে রক্ষা করে দ্বার।
অতি আনন্দিত মনে, ব'সে আছে সিংহাসনে,
বসুভাণ নাম হয় তার॥
মহা-পুলকের ভরে, মৃদু মৃদু হাস্য করে,
বিম্বসম ওষ্ঠ ও অধর।
রত্নসিংহাসন মাঝে, অপরূপ রত্ন সাজে,
উপবিষ্ট সেই ব্রজেশ্বর॥
করি তারে সম্ভাষণ, তারপর দেবগণ,
আসিলেন পঞ্চম দুয়ারে।
অতিশয় সমুজ্জ্বল, মণিরত্নে ঝলমল,
কিবা শোভা কে বর্ণিতে পারে॥
সেথা রত্নসিংহাসনে, অতি আনন্দিত মনে,
গোপ এক রয়েছে বসিয়া।
দেবভাণ নাম তার, কিবা রূপ চমৎকার,
রক্ষে দ্বার বেত্র হস্তে নিয়া॥
রত্নমালা শোভে গলে, মণির কুণ্ডল দোলে,
চর্চ্চিত সে অগুরু চন্দনে।
চূড়াতে ময়ূরপুচ্ছ, কদম্ব-কুসুম-গুচ্ছ,
সুশোভিত রত্নের ভূষণে॥
করি তারে সম্ভাষণ, অনন্তর দেবগণ,
উপনীত ষষ্ঠ দ্বারদেশে।
মণিময় মনোহর, সেই দ্বার নিরন্তর,
হেরিলেন সেই স্থানে এসে॥
পুষ্পমালা-বিভূষিত, নানাচিত্রে বিরাজিত,
অপূর্ব্ব সে অপরূপ দ্বার।
বসি রত্নসিংহাসনে, শক্রভাণ একমনে,
দ্বার রক্ষা করে অনিবার॥
কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে, মণিমালা শোভে গলে,
বিভূষিত রত্ন অলঙ্কারে।
রূপ তার মনোহর, বিরাজিছে গোপেশ্বর,
দশ লক্ষ গোপের মাঝারে॥
দেবগণ বারে বারে, সম্ভাষণ করি তারে,
আসিলেন সপ্তম দুয়ারে।
হেরিলেন দেবগণ, গোপ বসি একজন,
বার লক্ষ গোপের মাঝারে॥
নাম তার রত্নভাণ, রূপবান্ গুণবান্,
বিরাজিছে রত্নসিংহাসনে।
অনন্ত কিশোররূপ, কিবা শোভা অপরূপ,
সুসজ্জিত রত্নের ভূষণে॥
রত্নমালা শোভে গলে, রত্নের কুণ্ডল দোলে,
বেশভূষা অতি চমৎকার।
চন্দনাক্ত দেহ তার, শোভা পায় অনিবার,
বেত্র হস্তে রক্ষা করে দ্বার॥
করি তারে সম্ভাষণ, তারপব দেবগণ,
উপনীত অষ্টম দুয়ারে।
অতি রম্য মনোহর, জ্যোতির্ম্ময় নিরন্তর,
সেই দ্বার শোভে চারিধারে॥
হেরিলেন দেবগণ, দৌবারিক একজন,
নিরন্তর রক্ষে সেই দ্বার।
সুপার্শ্ব তাহার নাম, শোভিতেছে অবিরাম,
বার লক্ষ গোপের মাঝার॥
তাহার কপোলতলে, রত্নের কুণ্ডল দোলে,
চর্চ্চিত অগুরু চন্দনে।
অতি পুলকের ভরে, মৃদু মৃদু হাস্য করে,
সুশোভিত রত্নের ভূষণে॥
সম্ভাষণ করি তারে, দেবগণ এই বারে,
আসিলেন নবম দুয়ারে।
রত্নমালে সুশোভিত, নানাচিত্রে সুসজ্জিত,
কিবা শোভা কে বর্ণিতে পারে॥
সেথায় সুবল নাম, অতি নয়নাভিরাম,
বিরাজিছে গোপ একজন।
বার লক্ষ গোপমাঝে, সুবল সেথায় রাজে,
বেত্র তার হস্তে অনুক্ষণ॥

করি তারে সম্ভাষণ, তারপর দেবগণ,
আসিলেন দশম দ্বারেতে।
বিশ লক্ষ গোপগণ, করিলেন দরশন,
বিরাজিত মোহন বেশেতে॥
কৃষ্ণের সমান রূপ, মনোহর অপরূপ,
কিবা শোভা বর্ণন না যায়।
সেথায় সুদাম নাম, গোপ এক শক্তিমান্,
দণ্ড হস্তে রাজে সর্ব্বদায়॥
করি তারে সম্ভাষণ, অনন্তর দেবগণ,
আসিলেন একাদশ দ্বারে।
সেথায় শ্রীদাম নাম, গোপ এক গুণধাম,
অবিরত দ্বার রক্ষা করে॥
চন্দনাক্ত কলেবর, শোভে কিবা মনোহর,
সুসজ্জিত রত্নের ভূষণে।
পরিধানে পীতবাস, মুখে মৃদু মৃদু হাস,
বসিয়াছে রত্ন-সিংহাসনে॥
মনোরম গণ্ডস্থলে, রত্নের কুণ্ডল দোলে,
রত্নের মুকুট শোভে মাথে।
জ্যোতির্ম্ময় কান্তি তার, শোভিতেছে অনিবার,
বনমালা শোভিছে গলাতে॥
সেই গোপ মনোহর, বিরাজিছে নিরন্তর,
বহু লক্ষ গোপের মাঝারে।
তারপর দেবগণ, করি তারে সম্ভাষণ,
উপনীত দ্বাদশ দুয়ারে॥
পরম সুন্দর দ্বার, নানা চারু চিত্র তার,
চতুর্দ্দিকে বেদিকা বিরাজে।
হীরকের ভিত্তি তার, শক্তি নাহি বর্ণিবার,
সুদুর্লভ ত্রিভুবন-মাঝে॥
নানা বর্ণে সুশোভিত, রত্নমালে সুসজ্জিত,
মনোহর দ্বাদশ দুয়ার।
সেথায় দেবতাগণ, করিলেন দরশন,
গোপী শোভে হাজার হাজার॥
রূপসী যুবতী যত, বিরাজিছে অবিরত,
সর্ব্ব অঙ্গে রতন ভূষণ।
তাদের চরণ-মাঝে, রত্নের নূপুর বাজে,
বাজিতেছে রত্নের কঙ্কণ॥
কমনীয় গণ্ডস্থলে, রত্নের কুণ্ডল দোলে,
অবনত হয় স্তনভারে।
পরিধানে পীত বাস, মুখে সুমধুর হাস,
হেরিলেন কোটি গোপিকারে॥
করি সবে সম্ভাষণ, অনন্তর দেবগণ,
দ্বারত্রয় করে অতিক্রম।
হেরিলেন প্রতি দ্বারে, গোপীগণ সারে সারে,
শোভিতেছে অতি মনোরম॥
রাধিকার প্রিয়তমা, মনোহরা মনোরমা,
সকলেই নবীনা যুবতী।
কত রত্ন অলঙ্কার, দেহে শোভে সবাকার,
গোপীগণ অতি রূপবতী॥
তারপর দেবগণ, করিলেন আগমন,
রাধিকার ষোড়শ দুয়ারে।
জ্যোতির্ম্ময় সেই দ্বার, কিবা শোভা চমৎকার,
সুধীগণ নিরূপিতে নারে॥
বয়স্যা গোপিকাগণ, রক্ষে দ্বার অনুক্ষণ,
বিভূষিতা রত্ন অলঙ্কারে।
রমণীয় গণ্ডস্থলে, রত্নের কুণ্ডল দোলে,
নূপুর বাজিছে বারে বারে॥
সকলে রূপসী অতি, অতিশয় গুণবতী,
গলে শোভে মালতীর মালা।
পূর্ণ-শশধর-সম, ফুল্ল মুখ মনোরম,
বিরাজিছে গোপাঙ্গনা বালা॥
পৃষ্ঠে কবরীর ভার, শোভিতেছে অনিবার,
বিভূষিত বিবিধ কুসুমে।
অতি আনন্দের ভরে, মৃদু মৃদু হাস্য করে,
অঙ্গ শোভে অগুরু কুঙ্কুমে॥
পক্কবিম্বসমতুল, ওষ্ঠাধর নাহি ভুল,
দন্তরাজি অতি মনোহর।
অপরূপ নাসিকায়, খগরাজ লাজ পায়,
গজমুক্তা শোভে নিরন্তর॥

বিপুল নিতম্বভার, ক্ষীণ কটি সবাকার,
বর্ণ-শোভা চম্পকের মত।
পীন শ্রোণি সুদর্শন, শোভা পায় অনুক্ষণ,
স্তনভারে সদা অবনত ॥
শ্রীহরির প্রতি মন, করিয়াছে সমর্পণ,
এক মনে ধ্যান করে তাঁর।
ষোড়শ দুয়ারে এসে, দেবগণ অবশেষে,
এই দৃশ্য দেখে অনিবার ॥
গোপিকাগণেরে হেরি যত দেবগণ।
রাধার মন্দিরদ্বার করিলা দর্শন ॥
অভ্যন্তর দ্বারে শোভে বেদিক-যুগল।
অবিরত মণিরত্নে করে ঝলমল ॥
রত্নময় স্তম্ভ শোভে অতি জ্যোতির্ম্ময়।
রক্তবর্ণ মণি তাহে বিরাজিত রয় ॥
পারিজাত কুসুমেতে চতুর্দ্দিক্ সাজে।
গন্ধ ল'য়ে মন্দ বায়ু বহে মাঝে মাঝে ॥
রোমাঞ্চিত কলেবর যত দেবগণ।
ভবনের অভ্যন্তরে করিলা গমন ॥
রাধার মন্দির সেথা অতি মনোহর।
নানা রত্নে বিনির্ম্মিত অতীব সুন্দর ॥
পারিজাত পুষ্পমালা শোভে চারিধারে।
কত মণিমুক্তা শোভে কে বর্ণিতে পারে ॥
চামর দর্পণ কত বিরাজে সেথায়।
রত্নের কলস কত কহা নাহি যায় ॥
পট্টসূত্রে ঝুলিতেছে শ্রীখণ্ড পল্লব।
বহুবিধ বস্তু শোভে অতি সুদুর্লভ ॥
মণিময় স্তম্ভ রাজে প্রাঙ্গণের মাঝে।
রত্নময় কুম্ভ কত সেথায় বিরাজে ॥
কস্তুরী কুঙ্কুম দ্রব্যে চর্চ্চিত প্রাঙ্গণ।
শোভিতেছে অপরূপ অগুরু চন্দন ॥
শুক্ল ধান্য শুক্ল পুষ্প পূর্ণপাত্র ফল।
আতপ তণ্ডুল আর লাজ দূর্ব্বাদল ॥
বিরাজে সকল বস্তু প্রাঙ্গণের মাঝে।
পারিজাতমালা কত রত্নকুম্ভে রাজে ॥
মনোহর রত্নশয্যা কত শোভা পায়।
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্ত্র কত শোভিছে সেথায় ॥
নানা প্রকারের বাদ্য বাজে অনুক্ষণ।
সুমধুর গান করে গোপাঙ্গনাগণ ॥
রত্নপাত্রে শোভিতেছে রত্নের কুণ্ডল।
মৃদঙ্গের বাদ্যধ্বনি হয় অবিরল ॥
রাধাকৃষ্ণগুণ গায় গোপগোপীগণ।
অবিরাম নৃত্য করি আনন্দে মগন ॥
মনোহর বেশভূষা অতীব সুন্দর।
হরিনামে রোমাঞ্চিত হয় কলেবর ॥
রাধাকৃষ্ণ-নাম-গানে দেবতা সবার।
নয়ন হইতে ঝরে অশ্রু অনিবার ॥
ঘন ঘন দেহ কাঁপে পুলকের ভরে।
নামসুধা পান করে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
শত-ধনু-পরিমিত চতুর্দ্দিকে তার।
সিংহাসন বিরাজিছে মণ্ডল-আকার ॥
রত্নময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলস সকল।
সিংহাসন চারিপার্শ্বে শোভে অবিরল ॥
চিত্রপুষ্পে সুশোভিত সেই সিংহাসন।
চিত্রপুত্তলিকা রাজে নয়নলোভন ॥
কোটিসূর্য্যসম দীপ্ত তেজ জ্যোতির্ম্ময়।
চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করি সেই স্থানে রয় ॥
জ্যোতির্ম্ময় সেই তেজ করি দরশন।
প্রণাম করিল তাঁরে যত দেবগণ ॥
ঘন ঘন দেহ কাঁপে হয় রোমাঞ্চন।
দেবতা সকলে তবে করিল স্তবন ॥
এতেক শুনিয়া তবে দেবর্ষি নারদ।
মনে মনে স্মরে প্রভু নারায়ণ পদ ॥
ভক্তিপূর্ণ চিত্তে বলে নারায়ণ-প্রতি।
কিভাবে দেবতাগণ করিলেন স্তুতি ॥
কৃপা করি কহ দেব এই অভাজনে।
পাপ তাপ দূরে যাবে যেই স্তব শুনে ॥
নারায়ণ কহিলেন, ওহে তপোধন।
কহিতেছি সব কথা শুন দিয়া মন ॥

বামভাগে ধর্ম্মে রাখি দক্ষিণে শঙ্করে।
ব্রহ্মাদেব অনন্তর হরি স্তব করে॥
বরেণ্য বরদ তুমি প্রভু সনাতন।
তেজোরূপে তুমি নাথ সবার কারণ॥
মঙ্গল্য মঙ্গলপ্রদ মঙ্গল-আধার।
তোমার চরণে প্রভু করি নমস্কার॥
পরাৎপর অবিতর্ক্য তুমি নির্ব্বিকার।
তোমার চরণে প্রভু নমি বারংবার॥
সগুণ নির্গুণ তুমি ব্রহ্মজ্যোতি রূপ।
স্বেচ্ছারূপ তুমি প্রভু তুমি অপরূপ॥
কখনো সাকার তুমি কভু নিরাকার।
তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার॥
বেদাতীত তুমি প্রভু অনির্ব্বচনীয়।
অব্যক্ত ঈশ্বর হরি তুমি অদ্বিতীয়॥
তেজোরূপে বিরাজিছ তেজের আধার।
তব পাদপদ্মে মোরা করি নমস্কার॥
সংখ্যাহীন তব গুণ কে বর্ণিতে পারে।
কেমন করিয়া প্রভু বর্ণিব তোমারে॥
বিরাজ করিছ প্রভু সবার মাঝার।
তোমার চরণপদ্মে করি নমস্কার॥
অদেহী কখনো তুমি কভু ধর দেহ।
তোমার মহিমা নারে বর্ণিবারে কেহ॥
কখনো ইন্দ্রিয়যুক্ত কভু অতীন্দ্রিয়।
সর্ব্বসাক্ষিরূপী তুমি ভক্তজনপ্রিয়॥
চতুর্দ্দিক্ দীপ্তিমান্ তেজেতে তোমার।
তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার॥
চরণবিহীন তবু গমনে সক্ষম।
তুমি নাথ প্রিয়তম অতি মনোরম॥
চক্ষু নাই তবু কর সকল দর্শন।
হস্ত মুখ নাহি তবু করহ ভোজন॥
তেজোময় জ্যোতির্ম্ময় কিবা কব আর।
তোমার চরণে মোরা নমি বারংবার॥
সবার ঈশ্বর তুমি মহিমাবতার।
তোমার ঈশ্বর প্রভু কেহ নাহি আর॥
অনাদি মহান্ তুমি আত্মা সবাকার।
তোমার চরণ ধ্যান করি অনিবার॥
বিশ্বের বিধাতা আমি বেদসৃষ্টিকারী।
তোমার মহিমা কিছু বর্ণিতে না পারি॥
ধর্ম্মদেব তব স্তুতি করিতে না পারে।
পঞ্চানন পঞ্চমুখে বর্ণিবারে নারে॥
তোমার আদেশে চলে ধর্ম্ম পঞ্চানন।
তোমার নিয়ম আমি মানি অনুক্ষণ॥
তব সেবকের সংখ্যা বলা নাহি যায়।
কোন্ শক্তি বলে প্রভু বর্ণিব তোমায়॥
মহান্ বিরাটরূপী মহাবিষ্ণু হয়।
ষোড়শ অংশের অংশ জন্ম সেই লয়॥
যোগিগণ নিরন্তর করে তব ধ্যান।
সবার জনক তুমি প্রভু ভগবান্॥
তব দাস্য চাহে যারা তারা অবিরল।
ভক্তিভরে সেবে তব চরণ-যুগল॥
কিশোর বেশেতে প্রভু দাও দরশন।
সে রূপ নেহারি হবে সার্থক জীবন॥
ধ্যান-মন্ত্র-অনুসারে যে রূপ তোমার।
সেই রূপে প্রভু দেখা দাও একবার॥
নবীন নীরদসম শ্যাম কলেবর।
দ্বিভুজ মুরলীধারী অতি মনোহর॥
চন্দনচর্চ্চিত দেহ মদনমোহন।
সেই বেশে ভগবান্ দাও দরশন॥
মণ্ডিত মালতীজালে রত্নে বিভূষিত।
অগুরু কস্তূরী আর কুঙ্কুমে চর্চ্চিত॥
ময়ূরপুচ্ছের চূড়া কিবা শোভা তার।
কৃপা করি দেখা দাও কৃপা অবতার॥
শরতের পদ্মসম শ্রীমুখ সুন্দর।
পক্কবিম্ব-বিনিন্দিত ওষ্ঠ ও অধর॥
দাড়িম্ববীজের সম দন্ত মনোরম।
অপরূপ রূপ প্রভু বর্ণিতে অক্ষম॥
যেমন করিয়া প্রভু কদম্বের তলে।
রেখেছিলে রাধিকারে তব বক্ষঃস্থলে॥

সেই অনবদ্য রূপ দেখাও আবার।
তোমার চরণে প্রভু করি নমস্কার॥
এইরূপে হরিস্তব করি অবিরাম।
ব্রহ্মাদেব শ্রীহরিরে করিল প্রণাম॥
ধর্ম্ম ও শঙ্কর পরে করিযা স্তবন।
প্রণাম করিল তাঁরে ভক্তিযুক্ত মন॥
যেই জন এই স্তব করিবে শ্রবণ।
হরিপূজা-কালে যেই করিবে পঠন॥
হরিভক্তি লাভ সেই করিবে নিশ্চয।
অবশ্য লভিবে সেই মুক্তি চতুষ্টয়॥
বাক্যসিদ্ধ হবে আর মন্ত্রসিদ্ধ হবে।
সকল জনের পূজ্য হইবে সে ভবে॥
সৌভাগ্য উদিবে তার রোগ হবে দূর।
এ সংসারে যশ লাভ করিবে প্রচুর॥
পুত্রবান্ হবে সেই হবে ধনবান্।
অবশ্য সেজন হবে নরের প্রধান॥
পতিব্রতা হবে পত্নী বংশবৃদ্ধি হবে।
অন্তিমে সে নিরন্তর কৃষ্ণ কাছে রবে॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, ব্রহ্মাদিকৃত ভগবানের স্তোত্র এবং ভগবানের সহিত তাঁহাদের কথোপকথন।

নারাযণ কহিলেন, শুন মুনিবর।
এইরূপ হরিস্তব করি অতঃপর॥
কৃষ্ণের তেজের কাছে আসি দেবগণ।
মোহন শরীর এক করিলা দর্শন॥
জলপূর্ণ মেঘসম কান্তি মনোহর।
ত্রিভুবনচিত্তহারী অপূর্ব্ব সুন্দর॥
উজ্জ্বল কুণ্ডল তার শোভে গণ্ডস্থলে।
রত্নের নূপুর শোভে চরণযুগলে॥
বহ্নিশুদ্ধ পীতবাস পরিধানে তাঁর।
সারা অঙ্গে বিভূষিত রত্ন-অলঙ্কার॥
বিনোদ মুরলীযুক্ত তাঁর বিম্বাধর।
মেলিয়া প্রসন্ন দৃষ্টি চাহে নিরন্তর॥
কপাটসমান বক্ষে মণি শোভা পায।
কিবা রূপ অপরূপ বর্ণন না যায়॥
তেজোরাশি অভ্যন্তরে হেরে দেবগণ।
অপরূপা শ্রীরাধিকা বিরাজিতা র'ন॥
শ্রীহরির পানে চাহে কটাক্ষ নযনে।
মৃদু মৃদু হাস্য দেবী করে ক্ষণে ক্ষণে॥
মুক্তাসম দন্তরাজি কিবা শোভা তার।
পদ্মসম নেত্রদ্বয় অতি চমৎকার॥
পূর্ণ শশধরসম বদন সুন্দর।
পক্ক বিম্বফলসম ওষ্ঠ ও অধর॥
মঞ্জুরী বিরাজ করে যুগল চরণে।
কিবা শোভা মনোলোভা বর্ণিব কেমনে॥
নখশ্রেণী মনোহর অতি জ্যোতির্ম্ময।
মণীন্দ্র তাহার কাছে পরাজিত হয॥
পদতলে রাগ শোভে অতি সুদর্শন।
রত্নের পাশকাবলি করেছে ধারণ॥
অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্র শোভে শরীরে তাহার।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভিতেছে রত্ন-অলঙ্কার॥
কিঙ্কিণী শোভিছে কিবা অতি মনোহর।
কুণ্ডলযুগল কর্ণে শোভে নিরন্তর॥
নাসিকার অগ্রভাগে মুক্তা শোভা পায।
শোভিছে কবরীভার মুক্তার মালায॥
কৌস্তুভের মণি শোভে বক্ষঃস্থল-মাঝে।
রত্নময অঙ্গুরীয় অঙ্গুলীতে রাজে॥
পারিজাত-পুষ্পমালা গলে শোভে তার।
করেতে বিরাজে শাঁখা বিচিত্র-আকার॥
প্রতপ্ত কাঞ্চনসম বর্ণ জ্যোতির্ম্ময।
রক্তসূত্রে রত্নগুটি শোভে অতিশয॥
বিপুল নিতম্ব তাঁর অতি গুরুভার।
সুবর্ত্তুল স্তন শোভে বক্ষের মাঝার॥

মনোহর শ্রোণিদ্বয় অতি সুদর্শন।
আপন প্রভায় দেবী দীপ্তা অনুক্ষণ॥
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের রূপ হেরি অনন্তর।
দেবগণ স্তবস্তুতি করিল বিস্তর॥
ব্রহ্মা কহে, দয়াময় করুণাবতার।
তোমার চরণে আমি নমি বারবার॥
তোমার চরণপদ্মে যেন মোর মন।
ভ্রমরের মত সদা করয়ে ভ্রমণ॥
অহৈতুকী ভক্তি দাস্য মোরে কর দান।
শান্তি দান কর মোরে প্রভু ভগবান্॥
শঙ্কর কহিলা, প্রভু কিবা কব আর।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
চিত্তরূপ মীন মম ভবসিন্ধু জলে।
ভ্রমিতেছে নিরন্তর এ সংসার-তলে॥
মুক্তিদান কর প্রভু তুমি দয়াময়।
তোমার চরণে যেন চিত্ত মোর রয়॥
ধর্ম্মদেব কহিলেন, মহিমাবতার।
তোমার চরণপদ্মে নমি বারংবার॥
তব ভক্ত সঙ্গে যেন রহি অনুক্ষণ।
তোমার চরণে যেন রহে মোর মন॥
তব ভক্ত সহ বাস করে যেইজন।
অনায়াসে ছেদ করে বিষয়-বন্ধন॥
তুমি প্রভু দয়াময়, তুমি ভগবান্।
তোমার চরণে ভক্তি কর মোরে দান॥
এইরূপ স্তবস্তুতি করিয়া তখন।
করযোড়ে অবস্থান করে দেবগণ॥
শুনিয়া তাদের স্তব হরি সনাতন।
মৃদু মৃদু হাস্য করি কহিলা তখন॥
শুন শুন দেবগণ, তুষ্ট আমি আজ।
বিশ্রাম করহ মম ভবনের মাঝ॥
আমার আশ্রয় সবে লইলে যখন।
বৃথা চিন্তা ত্যাগ তবে কর দেবগণ॥
নিশ্চিন্ত ভাবেতে হেথা কর অবস্থান।
ভয় নাহি যতক্ষণ আমি বর্ত্তমান॥
সর্ব্বজীবে লীন ভাবে বিদ্যমান রই।
স্তবকালে মূর্ত্তি ধরি আবির্ভূত হই॥
তোমাদের অভিপ্রায় বল দেবগণ।
আসিয়াছ মম পাশ কিসের কারণ॥
এত শুনি করযোড়ে বলে পদ্মাসন।
শুন শুন প্রভু আমি করি নিবেদন॥
তোমার আদেশ শিরে করিয়া ধারণ।
অখিল জগৎ আমি করিনু সৃজন॥
কত ভার সহিতেছে ধরা অবিরত।
তুমি তো সকলি জান কহিব সে কত॥
দুষ্টের দুঃসহ ভার না পারে সহিতে।
তুমি বিনে কেবা পারে তাহারে রক্ষিতে॥
বিধান ইহার ত্বরা কর দয়াময়।
নতুবা জগৎ বুঝি এবে ধ্বংস হয়॥
এতেক বচন শুনি দেব নিরঞ্জন।
বলিলেন, ভয় কেন কর অকারণ॥
শুভাশুভ সব কার্য্য কালক্রমে হয়।
কালের অধীন সবে সকল সময়॥
মহত্তর ক্ষুদ্রতর যত কার্য্য আছে।
কালের বিধান সব কহি তব কাছে॥
নির্দ্দিষ্ট কালেতে বৃক্ষে হয় পক্ক ফল।
কালক্রমে গাছে গাছে ফুটে ফুলদল॥
সুখ দুঃখ শোক চিন্তা এই ধরাতলে।
কালক্রমে ঘটে সব স্বীয় কর্ম্মফলে॥
কালে জীব প্রিয় হয়, কালেতে অপ্রিয়।
কালক্রমে হয় সব শত্রু বা আত্মীয়॥
কালের বিধানে নর হয় নরপতি।
কালে লোকে মনু হয়, কহি তব প্রতি॥
আমার কালের চক্র ঘুরে নিরন্তর।
কালের বশতাপন্ন বিশ্ব চরাচর॥
ইন্দ্র মনু রাজগণ কালের অধীন।
কালের অধীন জীব হয় নিশিদিন॥
কালক্রমে সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
পৃথিবী ও কীর্ত্তি পুণ্য অবিনষ্ট রয়॥

বর্ত্তমানে পৃথিবীতে যত নৃপগণ।
হরির নিন্দক সবে হবে অনুক্ষণ॥
মহাপরাক্রমশালী নৃপতিনিচয়।
কালবশে নষ্ট হবে নাহিক সংশয়॥
সেই কাল উপস্থিত আমার আজ্ঞায়।
আমার আদেশে সদা বায়ু বহি যায়॥
মোর আজ্ঞাবলে বহ্নি করিছে দহন।
আমার আদেশে রবি দিতেছে কিরণ॥
মোর আজ্ঞা ব্যাধিগণ করিছে পালন।
আমার আদেশে মৃত্যু করে বিচরণ॥
মোর আজ্ঞা অবিরত মানে জলধর।
মোর আজ্ঞাবলে বিপ্র ধর্ম্মেতে তৎপর॥
আমার আজ্ঞায় তপ করে তপোধন।
মোর আজ্ঞাবলে যোগী যোগপরায়ণ॥
ব্রহ্মর্ষিরা ব্রহ্মনিষ্ঠ আদেশে আমার।
আমার আদেশ সবে মানে অনিবার॥
কর্ম্মের ছেদন করে মোর ভক্তগণ।
তাহাদের কোন ভয় নাহি কদাচন॥
বিধির বিধাতা আমি কালের ঈশ্বর।
পালক সংহারকর্ত্তা হই নিরন্তর॥
মোর আজ্ঞাক্রমে হর করিছে সংহার।
সৃজন করিছে ব্রহ্মা আজ্ঞায় আমার॥
আমার আদেশে ধর্ম্ম করিছে রক্ষণ।
আমি ভগবান্ হরি আমি সনাতন॥
ব্রহ্মা হ'তে তৃণ আদি যত কিছু রয়।
সবার ঈশ্বর আমি নাহিক সংশয়॥
কর্ম্ম-অনুযায়ী ফল আমি করি দান।
কর্ম্মেরে নির্ম্মূল করি আমি ভগবান্॥
যাহারে বিনাশ আমি করি ইচ্ছাবলে।
কার সাধ্য আছে তারে রক্ষে ভূমণ্ডলে॥
যাহাদের করি আমি রক্ষণ পালন।
তাদের বিনাশ বল করে কোন্ জন॥
সংহারের কর্ত্তা আমি, কর্ত্তা সৃজনের।
পালনের কর্ত্তা আমি জীব সকলের॥
দেহধারী ভক্ত যত বিরাজে আমার।
নাহি পারি তাহাদের করিতে সংহার॥
যেই সব ভক্তগণ মোর অনুগত।
আমার চরণ-ধ্যান করে অবিরত॥
তাহাদের কভু নাহি হইবে বিনাশ।
তাদের সমীপে করি নিরন্তর বাস॥
পুনঃ পুনঃ যত জীব ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।
আবার উৎপন্ন হয় জীব সমুদয়॥
কিন্তু মোর ভক্তগণ সদা নিরাপদ্।
তাদের বিনাশ নাহি, নাহিক বিপদ্॥
একারণে পণ্ডিতেরা মোর দাস্য চায়।
মোর দাস্য সকলের মুক্তির উপায়॥
যে জন প্রার্থনা করে দাসত্ব আমার।
ধন্য ধন্য সেই জন, কি ভয় তাহার॥
সমুদয় জীবগণ ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-ভয় ভোগ করে॥
কিন্তু যারা মোর ভক্ত হয় অনুক্ষণ।
তাহাদের কিছু নাহি করয়ে স্পর্শন॥
মোর ভক্তগণ কভু কর্ম্মে লিপ্ত নয়।
ত্রিভুবনে তাহাদের নাহি কোন ভয়॥
ভক্তদের কর্ম্মভোগ আমি করি নাশ।
তাদের অন্তরে করি নিরন্তর বাস॥
ভক্তদের প্রাণ আমি, তারা মোর প্রাণ।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু আমি ভগবান্॥
যেই ভক্ত মোর ধ্যান নিত্য করে চিতে।
সেই প্রকাশিত থাকে আমার স্মৃতিতে॥
মোর সুদর্শন-চক্র রক্ষে ভক্তগণে।
তাদের অনিষ্ট বল করে কোন্ জনে॥
গোলোকধামেতে যেথা রাধিকা বিরাজে।
অথবা সুস্থিরভাবে বৈকুণ্ঠের মাঝে॥
রহিতে না পারি আমি, শুন দেবগণ।
ভক্তদের কাছে আমি রহি অনুক্ষণ॥
রাধিকা আমার বক্ষে করে অবস্থান।
তিনি মোর প্রিয়তমা, তিনি মোর প্রাণ॥

লক্ষ্মীদেবী সদা মোর প্রিয়তমা হন ।
ভক্তদের তুল্য তবু নহে কদাচন ॥
তোমরা আমার প্রিয়, শুন দেবগণ ।
তাহার অধিক প্রিয় মোর ভক্তজন ॥
ভক্তের প্রদত্ত খাদ্য করি যে ভোজন ।
অভক্তের দত্ত দ্রব্য না করি গ্রহণ ॥
মোর অভক্তের দত্ত খাদ্যবস্তু যত ।
পাতালেতে বলিরাজ লয় অবিরত ॥
পুত্র পরিবার সব করি পরিহার ।
ভক্তগণ মোর ধ্যান করে অনিবার ॥
তোমাদের সব কথা ভুলি সেকারণ ।
ভক্তদের স্মৃতিপথে রাখি অনুক্ষণ ॥
মোর ভক্তদের প্রতি দ্বেষ যেই করে ।
বিনষ্ট হইবে সেই অতীব সত্বরে ॥
যক্ষ ও দেবতাগণে হিংসা করে যেই ।
বহ্নিতে তৃণের ন্যায় ধ্বংস হবে সেই ॥
তাহাদের করি আমি বিনাশ-সাধন ।
তাদের রক্ষিতে নাহি পারে কোন জন ॥
শুন শুন দেবগণ, আমার বচন ।
আপন ভবনে সবে করহ গমন ॥
অবতীর্ণ হব আমি পৃথিবীর তলে ।
অংশরূপে যাবে সেথা তোমরা সকলে ॥
তারপর সম্বোধিয়া গোপগোপীগণে ।
কহিলেন ভগবান্ মধুর বচনে ॥
আমার বচন সবে করহ শ্রবণ ।
ব্রজধামে যাও সব গোপগোপীগণ ॥
নন্দের ব্রজের ধামে করিয়া গমন ।
মানবরূপেতে জন্ম লহ সর্ব্বজন ॥
তারপর রাধিকারে সম্বোধন করি ।
মৃদু মৃদু সম্ভাষিয়া কহিলেন হরি ॥
শ্রীরাধিকে প্রাণাধিকে শুনহ বচন ।
বৃষভানু গৃহে তুমি করহ গমন ॥
বৃষভ তনয়া [illegible] কলাবতী ।
লক্ষ্মী-অংশ-স্বরূপিণী অতি সাধ্বী সতী ।

সেই সাধ্বী কলাবতী বৃষভানু-প্রিয়া ।
মানস-দুহিতা তিনি ধন্যা মাননীয়া ॥
পূর্ব্বকালে একদিন শাপে দুর্ব্বাসার ।
মনুষ্যযোনিতে ব্রজে জন্ম হয় তার ॥
ব্রজধামে যাও তুমি অতি ত্বরা ক'রে ।
জনম গ্রহণ কর তাহার উদরে ॥
আমিও সেথায় যাব শুন বরাননে ।
গ্রহণ করিব তোমা কমল কাননে ॥
তুমি মোর প্রাণাধিকা শুন শুন সতি ।
তুমি মোর প্রিয়তমা প্রেমময়ী অতি ॥
আমি তব প্রাণাধিক হই সর্ব্বদাই ।
তোমাতে আমাতে দেবি কোন ভেদ নাই ॥
এক অঙ্গ মোরা দোঁহে পৃথক্ না হই ।
তোমারে ছাড়িয়া বল কি প্রকারে রই ॥
গোপগণে ডাকি কহে কৃষ্ণ সনাতন ।
পৃথিবীতে গোপগৃহে করহ গমন ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য রাধিকা সুন্দরী ।
সজল নয়নে থাকে মাথা হেট করি ॥
কৃষ্ণের বচন তার অন্তরে লাগিল ।
রাধাসতী সে কারণে কাঁদিতে লাগিল ॥
বিষণ্ণ বদন হৈল, মেঘে ঢাকা শশি ।
কোথায় লুকাল যেন তার রূপরাশি ॥
কৃষ্ণে সম্ভাষণ করি বলে রাধা সতী ।
কি কারণে হ'ল প্রভু এহেন দুর্গতি ॥
গো লোক ছাড়িয়া মর্ত্ত্যে কেমনে যাইব ।
তোমার বিহনে সেথা কেমনে থাকিব ॥
কেন প্রভু অভাগিনে করিছ ছলনা ।
স্বামী বিনা কিপ্রকারে রহিবে ললনা ॥
শ্রীদামের অভিশাপ [illegible] হ'ল ।
আমার অদৃষ্টে [illegible]
তোমারে না পাই যদি [illegible] ভবনে ।
[illegible] প্রভু [illegible]
দয়া করি কহ [illegible]
কেমনে রহিব [illegible]

রাধিকার হেন বাক্য শুনি জনার্দ্দন।
সস্নেহে বক্ষেতে ধরি করে আলিঙ্গন॥
আশ্বাস বাক্যেতে তাঁরে বলেন শ্রীহরি।
কেন প্রিয়ে, বৃথা কাঁদ অমঙ্গল স্মরি॥
আমার বচনে তুমি করহ প্রত্যয়।
তোমা সহকারে মর্ত্ত্যে যাইব নিশ্চয়॥
গোলোক ছাড়িয়া মোরা যাব ব্রজধাম।
এক সঙ্গে সেথা সবে র'ব অবিরাম॥
এই ভাবে নারায়ণ মধুর বচনে।
সান্ত্বনা দিলেন কত রাধিকার মনে॥
এইরূপ ভগবান্ কহিলা যখন।
মণিময় রথ এক করিলা দর্শন॥
হীরকখচিত রথ অপূর্ব্ব উত্তম।
মুনিগণ বর্ণিবারে না হয় সক্ষম॥
চামর দর্পণ কত শোভে তার মাঝে।
কুসুমের মালা কত তাহাতে বিরাজে॥
রত্নের নির্ম্মিত দীপ কুম্ভ শত শত।
রথ-মাঝে চতুর্দ্দিকে শোভে অবিরত॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ।
রমণীয় সেই রথে উপবিষ্ট র'ন॥
পরিধানে পীতবাস কিরীট মাথায়।
কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে কিবা শোভা তায়॥
গলে শোভে বনমালা অতি-মনোহর।
চন্দনে চর্চ্চিত তার শ্যাম কলেবর॥
চতুর্ভুজ নারায়ণ বিষ্ণু ভগবান্।
মনোহর সেই রথে করে অবস্থান॥
বামভাগে বিরাজিতা দেবী সরস্বতী।
হস্তে তার বেণু বীণা মনোহর অতি॥
পরিধানে শুভ্রবস্ত্র অতি শোভা তার।
বিদ্যা-অধিষ্ঠাত্রী দেবী শোভে চমৎকার॥
দক্ষিণে কমলাদেবী করিছে বিরাজ।
বদন-সৌন্দর্য্যে তাঁর চন্দ্র পায় লাজ॥
তপ্ত কাঞ্চনের তুল্য দীপ্ত কলেবর।
উজ্জ্বল কুণ্ডল কর্ণে শোভে মনোহর॥
পরিধানে রত্নবস্ত্র মূল্যবান্ অতি।
রত্নের কেয়ূরে শোভে কমলা যুবতী॥
পারিজাতপুষ্পমালা শোভে বক্ষ-মাঝে।
চরণে মঞ্জীর তার মৃদু মৃদু বাজে॥
মালতীমালায় শোভে কবরীর ভার।
ললাটে সিন্দুরবিন্দু শোভে চমৎকার॥
পদ্মসম নেত্রদ্বয়ে শোভিছে কজ্জল।
নারায়ণ-পানে দেবী চাহে অবিরল॥
হাতে তাঁর লীলাপদ্ম কিবা শোভা তার।
শোভিছেন লক্ষ্মীদেবী রথের মাঝার॥
পারিষদবর্গ আর ভার্য্যাগণ সাথে।
আসিলেন নারায়ণ হরির সভাতে॥
হেরিলেন নারায়ণ সে সভার মাঝে।
যুক্তকরে গোপ গোপী সেথায় বিরাজে॥
কৃতাঞ্জলিপুটে রহে যত দেবগণ।
দেবর্ষিরা শ্রীহরির করিছে স্তবন॥
কোটি সূর্য্যসম দীপ্ত হেরি নারায়ণে।
প্রণাম করিল সবে ভক্তিযুত মনে॥
ভগবান্ নারায়ণ সেথায় আসিয়া।
শ্রীকৃষ্ণের শরীরেতে গেলেন মিলিয়া॥
হরি দেহে লীন হয় দেব নারায়ণ।
হেরিয়া সকলে হয় বিস্ময়ে মগন॥
অনন্তর দেবগণ করিলা দর্শন।
স্বর্ণময় রথ এক অতি সুশোভন॥
বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রে রথ শোভে চমৎকার।
নানারত্ন বিভূষিত রথের মাঝার॥
চামর দর্পণ আদি শোভে তার মাঝে।
রত্নময় কলসাদি তাহাতে বিরাজে॥
পারিজাত-কুসুমের মালা শোভা পায়।
চিত্র পুত্তলিকা কত শোভিছে সেথায়॥
মন-সম ক্ষিপ্রগামী সে রথ সুন্দর।
সহস্র চক্রেতে তাহা চলে নিরন্তর॥
মুক্তা আর মাণিক্যাদি শোভে অবিরল।
দিনমণি সম রথ অতীব উজ্জ্বল॥

মনোহর সরোবর রাজে সেইখানে ।
সুশোভিত রথখানি পুষ্পের উদ্যানে ॥
বিশ্বকর্ম্মা শঙ্করের প্রীতির নিদান ।
অতি যত্নে এই রথ করিলা নির্ম্মাণ ॥
পঞ্চাশ যোজন উচ্চ অতীব বিস্তৃত ।
রতিশয্যাযুক্ত বহু মন্দির-শোভিত ॥
সভাস্থ সকলে হেরে রথের ভিতর ।
জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি অতি মনোহর ॥
সহস্র হস্তেতে শোভে নানা প্রহরণ ।
মৃদু মৃদু হাস্য দেবী করে অনুক্ষণ ॥
ঈশ্বরী প্রকৃতি তিনি তেজঃস্বরূপিণী ।
অপরূপ রূপ তাঁর ভুবনমোহিনী ॥
রত্নের কুণ্ডল শোভে কপোল-যুগলে ।
মন্দারের পুষ্পমালা শোভে তাঁর গলে ॥
চরণ-কমলে বাজে মঞ্জীর যুগল ।
কটিতে মেখলা শোভে অতীব উজ্জ্বল ॥
হস্তেতে শোভিছে তাঁর কেয়ূর কঙ্কণ ।
দেহে রত্ন-অলঙ্কার শোভে অনুক্ষণ ॥
বিপুল নিতম্বভার দৃঢ় শ্রোণি তার ।
সুবর্ত্তুল স্তন তাঁর কিবা চমৎকার ॥
সুধাকর-বিনিন্দিত বদনমণ্ডল ।
কজ্জল-শোভিত চারু নয়ন-যুগল ॥
পক্কবিম্বফলসম ওষ্ঠ ও অধর ।
অগুরু চন্দনে কিবা শোভে কলেবর ॥
মুক্তাসম দন্তরাজি অতি সুদর্শন ।
সুন্দর কবরী কেশে করেছে ধারণ ॥
গরুড়-সদৃশ নাসা নাহি তার তুল ।
তাহাতে শোভিছে দীপ্ত গজমুক্তাফুল ॥
বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র দেবী পরিধান করি ।
পুত্রদ্বয় সহ রহে সিংহপৃষ্ঠে চড়ি ॥
রথ হ'তে উমাদেবী নামি অতঃপর ।
কৃষ্ণেরে প্রণাম সেথা করিল সত্বর ॥
গণেশ কার্ত্তিক দোঁহে বন্দিয়া হরিরে ।
শিব ধর্ম্ম ব্রহ্মা দেবে প্রণমিল ধীরে ॥

তাঁদের হেরিয়া সেথা যত দেবগণ ।
মহানন্দে আশীর্ব্বাদ করিলা তখন ॥
অনন্তর কমলারে করি সম্বোধন ।
মধুর বচনে তারে কহে সনাতন ॥
ভীষ্মক-ভবনে তুমি যাও ত্বরা ক'রে ।
জন্ম লহ গিয়া সেথা বৈদর্ভী-উদরে ॥
কুণ্ডিন নগরে আমি যাব সুনিশ্চয় ।
তব সাথে মোর সেথা হবে পরিণয় ॥
পার্ব্বতীরে সম্বোধিয়া কহে সনাতন ।
ব্রজধামে তুমি দেবী করহ গমন ॥
অংশ-রূপে জন্ম লহ যশোদা-উদরে ।
পূজিতা হইবে তুমি পৃথিবী-ভিতরে ॥
নন্দ-গৃহে যশোমতী মাতার উদরে ।
লইবে জনম তুমি জানিবে অচিরে ॥
জনম মুহূর্ত্তে তব হবে চারিধারে ।
ঝড়বজ্র বারিপাত মুষল আকারে ॥
অন্ধকার দিগ্বিদিক্ গ্রাসিবে মেদিনী ।
আমার মায়ায় মুগ্ধ হইবে অবনী ॥
মম পিতা বসুদেব লইয়া আমারে ।
যাইবে নন্দের গৃহে রাতের আঁধারে ॥
আমারে তথায় রাখি তোমারে আনিবে ।
কংস কারাগারে তুমি স্থান যে লভিবে ॥
দুষ্টমতি কংস পেয়ে তোমার সন্ধান ।
আসিবে লইতে তথা তোমার পরাণ ॥
মম বরে বধিতে না পারিবে তোমারে ।
নিধন করিব আমি কংস দুরাচারে ॥
যেই তুমি কংসরাজে করিবে দর্শন ।
পুনর্ব্বার শিব কাছে করিবে গমন ॥
ভূভার হরণ করি আমি তারপর ।
আপন ভবনে পুনঃ যাইব সত্বর ॥
তারপর ষড়াননে সম্বোধন করি ।
মৃদু মৃদু বচনেতে কহিলেন হরি ।
অংশ-রূপে রহিবেন বাপু ষড়ানন ।
জাম্ববতী-গর্ভে লহ জনম-দেহ ।

অনন্তর দেবগণে করি সম্বোধন।
মধুর বচনে কহে হরি সনাতন॥
অবতীর্ণ হও সবে পৃথিবী-মাঝার।
হরণ করিব আমি বসুধার ভার॥
এত বলি জনার্দ্দন মৌন হ'য়ে রন।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা শুন দিয়া মন॥

● দেবগণের মর্ত্ত্যভূমিতে জন্মগ্রহণ।

কৃষ্ণের আদেশ ব্রহ্মা করিয়া শ্রবণ।
সবিনয়ে হরিপদে করে নিবেদন॥
শুন প্রভো দয়াময় দেব জনার্দ্দন।
কৃপা করি কর মোর সন্দেহ-ভঞ্জন॥
কিভাবে কে জন্ম লবে পৃথিবী-মাঝারে।
বুঝিতে না পারি তাহা, কহ সবিস্তারে॥
কোন্ রূপে দেবদেবী মহীতলে যাবে।
কহ প্রভু, তারা সবে কোন্ নাম পাবে॥
তুমি প্রভু ভগবান্ কৃপা-অবতার।
আমরা সকলে হই কিঙ্কর তোমার॥
ব্রহ্মার বচন শুনি কহে সনাতন।
সবিস্তারে কহি সব শুন হে ব্রাহ্মণ॥
রুক্মিণীতনয়-রূপে কাম জন্ম লবে।
শম্বরভবনে রতি ছায়ারূপে রবে॥
রুক্মিণীর পৌত্র তুমি হবে ধরাতলে।
অনিরুদ্ধ নামে তোমা জানিবে সকলে॥
শোণিতপুরেতে গিয়া দেবী শ্রীভারতী।
বাণের নন্দিনী হবে অতি রূপবতী॥
ঊষা নাম সরস্বতী করিবে গ্রহণ।
অনিরুদ্ধ পত্নীরূপে বিদিত ভুবন॥
অনন্ত জন্মিবে অগ্রে দেবকী-উদরে।
জন্মিবে রোহিণী-গর্ভে কিছুকাল পরে॥
মম মায়াবশে জেনো ওগো দেবগণ।
দৈবকী উদর হৈতে হবে আকর্ষণ॥
সঙ্কর্ষণ নাম তাই হইবে তাহার।
জগতে বিখ্যাত হবে সন্দেহ কি আর॥
কালিন্দী-রূপেতে গঙ্গা জন্মিবে ধরায়।
তুলসী, লক্ষ্মণা নামে জন্মিবে ত্বরায়॥
সাবিত্রী জন্মিবে শীঘ্র নাগ্নজিতী নামে।
সরস্বতী শৈব্যা হবে এই ধরাধামে॥
মিত্রবিন্দা-রূপে সেথা জন্মিবে রোহিণী।
রত্নমালা নাম লবে সূর্য্যের কামিনী॥
দুর্গাদেবী অংশে হবে জাম্ববতী নাম।
এইরূপে দেবীগণ যাবে ধরাধাম॥
এত শুনি কৌতূহলে মহামুনিবর।
জিজ্ঞাসা করিল তবে শ্রীহরি গোচর॥
স্বয়ং প্রকৃতি দেবী দুর্গা ভগবতী।
কি কারণে ধরাতলে করিলেন গতি॥
নারায়ণ বলে, তবে কর অবধান।
যে কারণে এইরূপ হয় মতিমান্॥
কৈলাস নগরে যবে দয়াময় হরি।
অতিথি রূপেতে যান চতুর্ভুজধারী॥
দুর্গারে তখন বলে দেব পঞ্চানন।
বিষ্ণুদেবে গিয়া তুমি কর আলিঙ্গন॥
শুন শুন সুলোচনে আদেশ আমার।
কিছুমাত্র দোষ তাহে না হবে তোমার॥
শঙ্করী বলিল প্রভু তোমার আজ্ঞায়।
পরজন্মে রতিদানে তুষিব তাঁহায়॥
প্রতিজ্ঞা রক্ষার তরে দেবী ভগবতী।
পরজন্মে জন্মিবেন হ'যে জাম্ববতী॥
শুনিয়া হরির কথা ব্রহ্মাদেব কয়।
তোমার বচন শুনি জাগিছে সংশয়॥
কহ প্রভু জগদীশ, কহ সনাতন।
কৈলাসে শ্রীহরি যান কিসের কারণ॥
হেন বিপরীত কথা শিবানীর প্রতি।
কেন বা বলেন সেই দেব পশুপতি॥
শুনিয়া ব্রহ্মার প্রশ্ন কহে সনাতন।
বিস্তারিয়া কহিতেছি শুন হে ব্রহ্মন্॥
গণেশ-দর্শন-তরে যত দেবগণ।
একদা কৈলাসধামে করিল গমন॥

শঙ্করের স্তবে তুষ্ট হইয়া তখন।
শ্বেতদ্বীপ হ'তে বিষ্ণু করে আগমন॥
গণেশে দর্শন করি আনন্দিত মনে।
সভামাঝে বিষ্ণুদেব বসিলা আসনে॥
ত্রৈলোক্যমোহন কান্তি অতি জ্যোতির্ম্ময়।
হেরিয়া বিস্মিত হয় দেব-সমুদয়॥
পরিধানে পীতবস্ত্র কিবা শোভা তার।
সারা অঙ্গে শোভা পায় রত্ন-অলঙ্কার॥
অপরূপ শ্যাম-রূপ জলধর সম।
অনন্ত যৌবনযুক্ত অতি মনোরম॥
কিরীটকুণ্ডল শোভে অতি চমৎকার।
মৃদু মৃদু হাস্য মুখে শোভে অনিবার॥
পূর্ণ-শশধর-সম-বদনমণ্ডল।
বন্দনা করিছে সবে চরণ-যুগল॥
বিষ্ণুরে হেরিয়া সেথা দেব পঞ্চানন।
ভক্তিভরে যুক্তকরে করিলা স্তবন॥
বিষ্ণুর বদন সেথা হেরিয়া পার্ব্বতী।
আচ্ছাদন করে মুখ সরমেতে অতি॥
পুনঃ পুনঃ বিষ্ণুমুখ করয়ে দর্শন।
লজ্জাভরে পুনঃ মুখ করে আচ্ছাদন॥
রোমাঞ্চিত হয় দেহ, থাকিতে না পারে।
বিষ্ণুর বদন পানে হেরে বারে বারে॥
কখনো শিবের পানে চাহে হৈমবতী।
কখনো ফিরায় আঁখি শ্রীবিষ্ণুর প্রতি॥
চতুর্ভুজ নারায়ণে হেরি বার বার।
কামে রোমাঞ্চিত দেহ হইল তাহার॥
মনে মনে বিষ্ণুদেবে স্মরে হৈমবতী।
বুঝিয়া মনের ভাব কহে পশুপতি॥
শুন শুন দেবি তুমি আমার বচন।
পরমাত্মা শ্রীহরিরে কর আলিঙ্গন॥
আমি আর ব্রহ্মা বিষ্ণু অভিন্ন সবাই।
মূর্ত্তিতে বিভিন্ন শুধু জানিও সদাই॥
প্রকৃতি ঈশ্বরী তুমি সবার জননী।
দুর্গারূপে হও তুমি আমার রমণী॥
বাণীরূপা হও তুমি ব্রহ্মাদেব প্রতি।
বিষ্ণু কাছে লক্ষ্মীরূপে রহ তুমি সতী॥
শুনিয়া শিবের বাক্য হৈমবতী কয়।
অবহেলা মোরে কেন কর মহাশয়॥
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু করুণাসাগর।
এত অনাদর কেন আমার উপর॥
বহুবর্ষ তপ করি লভিনু তোমায়।
আজি কেন পরিহার করিছ আমায়॥
অযোগ্য এরূপ বাক্য কহিও না আর।
আমারে কদাপি নাহি কর পরিহার॥
তব বাক্য অবশ্যই করিব পালন।
অন্য জন্মে শ্রীবিষ্ণুর করিব ভজন॥
শুনিয়া সতীর বাক্য শিব ভগবান্।
উচ্চহাস্যে তারে করে অভয় প্রদান॥
প্রতিজ্ঞাপালন তরে তাই সে পার্ব্বতী।
জাম্ববান্-গৃহে গিয়া হবে জাম্ববতী॥
হরির সকল কথা করিয়া শ্রবণ।
ব্রহ্মাদেব যুক্তকরে কহিলা তখন॥
বুঝিতে না পারি আমি শ্রীমধুসূদন।
কৃপা করি কর মোর সন্দেহ-ভঞ্জন॥
বহুবিধ রাজকুল পৃথিবীতে আছে।
হৈমবতী যাবে কেন ভল্লুকের কাছে॥
ব্রহ্মার বচন শুনি কহে ভগবান্।
তোমার প্রশ্নের আমি করি সমাধান॥
ত্রেতাযুগে দেব-অংশে বানর জন্মায়।
রাম-অবতারে তারা মহীতলে যায়॥
ভল্লুকের অধিপতি বীর জাম্ববান্।
রামের কিঙ্কর ছিল সবার প্রধান॥
হিমালয়-অংশে জাত সেই বীরবর।
রাম-বরে হইয়াছে অজর অমর॥
অপরূপ রূপ তার, অতি সুদর্শন।
কোটি সিংহ সম বল করয়ে ধারণ॥
সেই জাম্ববান্ গৃহে যাইবে পার্ব্বতী।
সবিস্তারে কহিলাম আমি তব প্রতি॥

রাজপুত্ররূপে জন্ম লবে দেবগণ।
আমার সহায় তারা হবে অনুক্ষণ॥
লক্ষ্মী-অংশে জন্ম লবে দেবীদের দল।
আমার মহিষী তারা হইবে সকল॥
ধর্ম্ম-অংশে জন্ম লবে নাম যুধিষ্ঠির।
বায়ু-অংশে জন্মিবেক ভীম মহাবীর॥
অর্জ্জুন-রূপেতে জন্ম লবে পুরন্দর।
কর্ণ-রূপে অংশে জন্ম লইবে ভাস্কর॥
অশ্বিনী-কুমারদ্বয় নিজ অংশে তবে।
নকুল ও সহদেব নামে জন্ম লবে॥
কলি তার অংশ-রূপে হবে দুর্য্যোধন।
বিদুর হইবে সেথা অংশেতে শমন॥
শান্তনু-রূপেতে জন্ম লইবে সাগর।
অশ্বত্থামা-রূপে জন্ম লবে মহেশ্বর॥
দ্রোণ-রূপে জন্ম লবে দেব হুতাশন।
অভিমন্যু-রূপে চন্দ্র জন্মিবে তখন॥
ভীষ্ম-রূপে জন্ম লবে বসু-অংশে তার।
নন্দগোপ-রূপে বসু জন্মিবে আবার॥
কশ্যপ-অংশেতে তার বসুদেব হবে।
অদিতি দৈবকী-রূপে সেথা জন্ম লবে॥
জন্মিবে যশোদা-রূপে বসুর কামিনী।
লক্ষ্মী-অংশে জন্ম লবে দ্রৌপদী মোহিনী॥
অনলের অংশ হ'তে ধৃষ্টদ্যুম্ন হবে।
সুভদ্রা সে শতরূপা-অংশে জন্ম লবে॥
ভূভার-হরণ-তরে শুন দেবগণ।
ত্বরা করি ভূমিতলে করহ গমন॥
শুন শুন দেবীগণ বচন আমার।
স্বীয় অংশে যাও সবে পৃথিবী-মাঝার॥
এই কথা বলি মৌনে রহে ভগবান্।
ব্রহ্মাদেব শুনি সেথা করে অবস্থান॥
শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে শোভে সরস্বতী।
দক্ষিণে কমলাদেবী অতি রূপবতী॥
শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে রাধাদেবী রয়।
সম্মুখে বিরাজ করে দেব-সমুদয়॥
শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে গোপ-গোপী রাজে।
হরির সম্মুখভাগে পার্ব্বতী বিরাজে॥
ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তে রক্ষিবারে।
কৃপাদৃষ্টি দেন সদা ভক্তের উপরে॥

● শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার প্রশ্ন ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধিকাকে সান্ত্বনা দান।

শ্রীহরির বাক্য শুনি রাধিকা তখন।
সকাতরে ভগবানে করে নিবেদন॥
শুন শুন ভগবান্ বচন আমার।
হৃদয় বিদগ্ধ মোর হয় অনিবার॥
আন্দোলিত মন মোর হয় অনুক্ষণ।
কেমনে বিরহ তব সহি সনাতন॥
বিন্দুমাত্র অদর্শনে চিত্তে জাগে দুখ।
অনিমেষ নেত্রে তাই হেরি তব মুখ॥
তোমারে ত্যজিয়া প্রভু না পারি রহিতে।
কেমন করিয়া আমি যাব পৃথিবীতে॥
তুমি মোর প্রাণবন্ধু, তুমি প্রাণধন।
গোকুলে আবার কবে হইবে মিলন॥
কহ কহ প্রাণনাথ, সত্যরূপে কহ।
কেমনে সহিব আমি তোমার বিরহ॥
পলকে প্রলয় গণি তব অদর্শনে।
বল বল সে বিরহ সহিব কেমনে॥
কোথায় যাইব আমি কহ সনাতন।
কোন্ জন মোরে প্রভু করিবে পালন॥
প্রাণের ঈশ্বর তুমি কৃপা অবতার।
তুমি বিনা ত্রিভুবনে কেহ নাহি আর॥
মায়াময় তুমি প্রভু জানি অনিবার।
মায়াজালে মোরে তুমি বাঁধিও না আর॥
মম মনোভৃঙ্গ যেন তোমার চরণে।
সতত ভ্রমণ করে আনন্দিত মনে॥
এ মোর প্রার্থনা প্রভু করহ পূরণ।
অহরহ করি যেন তোমারে স্মরণ॥

পৃথিবীতে যেই স্থানে জন্ম আমি লই।
তব স্মৃতি কভু যেন বিস্মৃত না হই॥
আমি রাধা তুমি কৃষ্ণ ভুলিও না কভু।
আমি তব চিরদাসী তুমি মোর প্রভু॥
তনু সাথে ছায়া যথা করয়ে গমন।
তোমা পাশে আমি যেন রহি সে মতন॥
এই বর মোরে প্রভু করহ প্রদান।
তুমি মোর প্রাণেশ্বর, তুমি ভগবান্॥
কদাপি তোমারে যেন নাহি ছেড়ে থাকি।
সতত তোমাতে যেন রহে মোর আঁখি॥
তব দেহ অর্দ্ধভাগে আমার সৃজন।
তোমাতে আমাতে ভেদ নাহি কদাচন॥
তোমার চরণে মোর নিয়োজিত মন।
ধ্যান করি অহরহঃ তোমার চরণ॥
মোর মন প্রাণ ল'য়ে যেন কোন জন।
তোমার দেহের মাঝে করেছে আপন॥
নিমেষের বিরহেতে বহু কষ্ট হয়।
বিরহের নামে হয় যাতনা উদয়॥
এরূপ বিলাপ করি রাধিকা তখন।
কৃষ্ণের চরণ ধরি করিল রোদন॥
রাধিকারে ক্রোড়ে ল'য়ে কৃষ্ণ অতঃপর।
বলিলেন নানাবিধ বাক্য হিতকর॥
বৃথা শোক কর দেবি কিসের কারণ।
আধ্যাত্মিক যোগ-কথা করহ শ্রবণ॥
আমার আধেয়-রূপে ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে।
আধার ব্যতীত কোথা আধেয় না রাজে॥
ফলের আধার পুষ্প হের অনিবার।
পল্লব আবার হের পুষ্পের আধার॥
শাখা সে আধার হয় যত পল্লবের।
বৃক্ষেরা আধার হয় শাখা-সমূহের॥
অঙ্কুর সদাই হয় বৃক্ষের আধার।
অঙ্কুর আধার অষ্টি ভুল নাহি তার॥
অষ্টির আধার পৃথ্বী জেনো অনিবার।
পৃথ্বীর আধার হয় অনন্ত আবার॥
অনন্ত আধার রূপে কচ্ছপ বিরাজে।
কচ্ছপ আধার বায়ু ভূমণ্ডল-মাঝে॥
বায়ুর আধার আমি হই সর্ব্বক্ষণ।
আমার আধার তুমি জানে সর্ব্বজন॥
তোমাতে নিয়ত আমি করি অবস্থান।
ত্রিভুবনে কেহ নহে তোমার সমান॥
প্রকৃতি ঈশ্বরী তুমি ভুবনমোহিনী।
তুমি নিত্য ত্রিগুণের আধার-রূপিণী॥
নির্ব্বিকার আত্মা আমি নিরীহ সদাই।
তোমারে ছাড়িয়া মোর কোন শান্তি নাই॥
দেহ ভিন্ন আত্মা কভু রহিতে না পারে।
আত্মা ভিন্ন দেহ কভু রহিবারে নারে॥
শুন রাধে, বৃথা শোক কর পরিহার।
তোমাতে আমাতে নাহি ভেদ কভু আর॥
বীজের স্বরূপ মোরা সংসার ভিতরে।
আমার আধার তুমি চিরকাল ধরে॥
যেই স্থানে দেহ আছে, আত্মা সেই স্থানে।
দেহ আত্মা মাঝে ভেদ নাহি কোনখানে॥
ধবলতা যেইরূপ ক্ষীর-মাঝে রয়।
অগ্নির দাহিকা শক্তি সেইরূপ হয়॥
জলেতে যেরূপ শৈত্য করে অবস্থান।
সেরূপ তোমাতে আমি রহি বিদ্যমান॥
শুন শুন বিনোদিনী কহি আমি তাই।
আমাদের বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই॥
আমা ভিন্ন তুমি রহ নির্জীবের মত।
তোমা ভিন্ন আমি রহি অদৃশ্য সতত॥
তোমা ছাড়া সৃজনেতে সক্ষম না হই।
শুন সতি, নিরন্তর তোমা কাছে রই॥
তুমি নিত্যা, তুমি সত্যা, তুমি সনাতনী।
সবার আধার-রূপা প্রকৃতি রমণী॥
লক্ষ্মী বাণী সবে মোর প্রাণতুল্যা হয়।
তুমি মোর প্রাণাধিকা সকল সময়॥
যত দেবদেবীগণ সম্মুখে বিরাজে।
তুমি দেবি বিরাজিছ মোর বক্ষ-মাঝে॥

শুন রাধে, বৃথা শোক কর পরিহার।
বৃষভানু-গৃহে যাও পৃথিবী-মাঝার॥
কলাবতী-জঠরেতে যাও তুমি প্রিয়া।
বায়ু দ্বারা গর্ভ তার রোধ কর গিয়া॥
দশ মাস কাল গত হ'লে তারপরে।
আবির্ভূতা হও তুমি শিশু রূপ ধ'রে॥
অযোনিসম্ভবা-রূপে জন্ম তুমি লবে।
অযোনিসম্ভব-রূপে মোর জন্ম হবে॥
তোমা সহ নিজে আমি যাইব ভূতলে।
আমারে পাইবে তুমি গোপনারী কোলে॥
দুর্জ্জয় কংসের ধ্বংস অবশ্য করিব।
নরকুলে এই হেতু জনম লইব॥
ভূমিষ্ঠ হইলে আমি জনক আমার।
রাখিয়া আসিবে মোরে গোকুল-মাঝার॥
নন্দপুত্র বলি আমি হব পরিচিত।
যশোদার স্নেহে হব লালিত-পালিত॥
তারপর বৃন্দাবনে গিয়া অনিবার।
তোমার সহিত আমি করিব বিহার॥
তিনসপ্ত শতকোটি গোপীদের ল'যে।
গোকুলেতে অবতীর্ণা হও তুমি প্রিয়ে॥
প্রিয়তর গোপগণ অতি ত্বরা ক'রে।
আমার সহিত যাবে ব্রজে ক্রীড়া-তরে॥
আমার বচন প্রিয়ে করহ শ্রবণ।
শোক না করিবে কভু তুমি অকারণ॥
দ্রুতগতি যাও তুমি অবনী মাঝার।
আমার বচন কভু নহে খণ্ডিবার॥
নির্ভয় হৃদয়ে যাও মানব-ভবনে।
আমিও যাইব সেথা তোমার কারণে॥
আবার ভূতলে মোরা একত্র হইব।
তোমার সহিত লীলা আনন্দে করিব॥
এই কথা সভামাঝে বলিয়া তখন।
মৌনী হ'য়ে রহিলেন শ্রীমধুসূদন॥
অনন্ত ও ব্রহ্মা শিব লক্ষ্মী সরস্বতী।
শ্রীহরির স্তব করে ভক্তিভরে অতি॥
সভার মাঝারে যত গোপগোপীগণ।
হরিরে প্রণাম করি করিল স্তবন॥
কাঁদিতে কাঁদিতে রাধা বিরহ-ব্যথায়।
শ্রীহরির স্তবস্তুতি করিল সেথায়॥
পুনরায় হরি তারে দিলেন প্রবোধ।
কাঁদিও না রাধা সতি, মোর অনুরোধ॥
স্থির হও প্রাণাধিকে কি ভয় তোমার।
বৃথা চিন্তা তুমি দেবি কর পরিহার॥
আমি বর্ত্তমানে কভু নাহি তব ভয়।
তুমি আমি একরূপ সকল সময়॥
তথাপি তোমার কিছু অমঙ্গল আছে।
শুন শুন দেবি তাহা কহি তব কাছে॥
শ্রীদামের অভিশাপে অতি দুর্ব্বিষহ।
একশত বর্ষ ধরি ঘটিবে বিরহ॥
সে সময় মথুরাতে করিব গমন।
করিব পিতার সেথা বন্ধন-মোচন॥
মালাকার তন্তুবায় কুব্জিকা সবার।
কারাগার হ'তে আমি করিব উদ্ধার॥
যবনরাজের আমি করিব নিধন।
তারপর মুচুকুন্দে করিব রক্ষণ॥
সেথায় করিয়া আমি দ্বারকা-নির্ম্মাণ।
যুধিষ্ঠির কাছে শেষে করিব প্রস্থান॥
তারপর যুধিষ্ঠির-সভা-মাঝে গিয়া।
রাজসূয়যজ্ঞ তার আসিব দেখিয়া॥
ষোড়শ সহস্র কন্যা করি পরিণয়।
শত্রুর দমন আমি করিব নিশ্চয়॥
মিত্রের করিব আমি বহু উপকার।
বাণপুরী দগ্ধ হবে হস্তেতে আমার॥
বাণ-হস্ত-ছেদ আমি করি তারপর।
পারিজাত হরণেতে যাইব সত্বর॥
অনন্তর মুনিদের করিতে দর্শন।
নানা তীর্থ মাঝে আমি করিব গমন॥
তারপর পিতৃযজ্ঞ করি সম্পাদন।
তোমার সহিত পুনঃ করিব মিলন॥

অতঃপর আমাদের বিচ্ছেদ না হবে।
চিরকাল রাধে তুমি মোর বক্ষে রবে ॥
ব্রজধামে দুইজনে যাব পুনর্ব্বার।
মনসুখে নানা ভাবে করিব বিহার ॥
বিচ্ছেদের কালে সখি না হবে বিরহ।
স্বপ্নযোগে তব সনে মিলিব প্রত্যহ ॥
এরূপে হরণ করি বসুধার ভার।
দোঁহে মিলে গোলোকেতে আসিব আবার॥
আসিবে গোলোকে পুনঃ গোপগোপীগণ।
নারায়ণ বৈকুণ্ঠেতে করিবে গমন ॥
লক্ষ্মী আর সরস্বতী তাঁর সাথে রবে।
নিজ নিজ স্থানে যাবে দেব দেবী সবে ॥
শুন শুন বরাননে, বৃথা কেন ভয়।
কহিলাম শুভাশুভ সকল বিষয় ॥
ত্রিভুবনে আমি যাহা করি নিরূপণ।
কার সাধ্য আছে তাহা করিতে খণ্ডন ॥
এই কথা বলি সেথা কৃষ্ণ ভগবান্।
রাধিকারে বক্ষে ল'য়ে করে অবস্থান ॥
ক্ষণকাল পরে হরি কহে দেবগণে।
নিজ কার্য্য তবে যাও আপন ভবনে ॥
তারপর কহিলেন পার্ব্বতীর প্রতি।
স্বামী পুত্র সহ যাও কৈলাসেতে সতি ॥
মোর বাক্য মিথ্যা নাহি হবে কদাচন।
কালক্রমে সব কার্য্য হবে সম্পাদন ॥
গণেশ ব্যতীত আর দেবতা সকলে।
অংশ-রূপে অবতীর্ণ হবে ধরাতলে॥
হরিরে প্রণাম করি যত দেবগণ।
নিজ নিজ অংশে করে ধরাতে গমন ॥
তারপর ভগবান্ রাধিকারে কয়।
বৃষভানু-গৃহে তুমি যাও এ সময় ॥
বসুদেবালয়ে আমি যাব মথুরায়।
গোকুলে তোমার কাছে যাব পুনরায়॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য রাধিকা তখন।
আসন্ন বিচ্ছেদ-ভয়ে করিল রোদন ॥

চলিতে চরণ বাধে বাক্য নাহি মুখে।
হরিরে প্রণাম দেবী করে মনোদুখে ॥
শ্রীহরির পানে রাধা চাহে বারবার।
ঝরঝর অশ্রু ঝরে নয়নে তাহার ॥
ক্ষণে যায় ক্ষণে দেবী করে অবস্থান।
হরির বদন-সুধা করে সতী পান ॥
শরতের চন্দ্রসম হরির বদন।
কেমনে সে মুখ হ'তে ফিরায় নয়ন ॥
নির্নিমেষ নয়নেতে চাহে তাঁর পানে।
কে বুঝিবে শ্রীরাধার কত ব্যথা প্রাণে ॥
সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া হরিরে।
সপ্তবার প্রণিপাত করে দেবী ধীরে ॥
কোটি কোটি গোপগোপী করে আগমন।
হরিরে প্রণাম করে ভক্তিযুক্ত মন ॥
কিছুকাল পরে রাধা গোপগোপী সাথে।
হরিরে প্রণাম করি আসিল ধরাতে ॥
বৃষভানু-গৃহে আসি রাধা জন্ম লয়।
অন্য গোপ-গৃহে জন্মে গোপী সমুদয় ॥
এদিকে বৈকুণ্ঠপতি কৃষ্ণ নারায়ণ।
ক্ষীরোদসাগরশায়ী হরি সনাতন ॥
জগতের নাথ যিনি গোলোকবিহারী।
তিন দেহ মিলে তারা একত্রিত করি ॥
নরলোকে জন্ম লয় মথুরা নগরে।
বসুদেব পুত্ররূপে দৈবকী-উদরে ॥
পূর্ব্ব পুণ্যবলে মাতা দৈবকী সুন্দরী।
সুতরূপে পায় বিষ্ণু নারায়ণ হরি ॥
দৈবকী ধর্ম্মিষ্ঠা সতী অতি পুণ্যবতী।
দুষ্ট ভ্রাতা কংসহস্তে বন্দিনী সম্প্রতি ॥
বসুদেব সহ থাকে কংস কারাগারে।
ছয়টি নন্দনে ধরে আপন জঠরে॥
জন্মমাত্র কংস সবে বিনষ্ট করিল।
সপ্তম গর্ভেতে মাতা কৃষ্ণে জন্ম দিল ॥
কিভাবে বাঁচাবে সুতে ভাবিয়া না পায়।
মনোভাব বুঝি কৃষ্ণ করিল উপায় ॥

দৈবকীর গর্ভ গেল রোহিণী-উদরে।
বসুদেব পত্নী সেও ধরিল জঠরে॥
তাহার গর্ভেতে জন্মে বলদেব নাম।
মূল কৃষ্ণ অংশভূত পরিচয় রাম॥
বলদেব জন্মমাত্র গোকুল নগরে।
উলুধ্বনি জযকার পড়ে ঘরে ঘরে॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতীব মধুর।
যেই জন শুনে তার পাপ হয দূর॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তম অধ্যায সমাপ্ত।

● অষ্টম অধ্যায়

বসুদেব ও দৈবকীব পূর্ব্বজন্ম পবিচয পূর্ব্বক উভযেব বিবাহ বর্ণন, কংস দ্বাবা তাঁহাদেব পুত্রষট্কেব নিধন, ব্রহ্মাদি-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র, সংক্ষেপে ভগবানেব জন্মবৃত্তান্ত, বসুদেব-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র এবং প্রকৃতি-বৃত্তান্ত কথন।

নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারাযণ।
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা করুন বর্ণন॥
শ্রীহরির জন্মকথা অতি সুমধুর।
শ্রবণ করিলে হয় জরা মৃত্যু দূর॥
পুণ্যপ্রদ সে বৃত্তান্ত কহ মহাশয।
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা অতি মধুময॥
কহ প্রভু, বসুদেব কাহার নন্দন।
দৈবকী কাহার কন্যা, কহ নারায়ণ॥
তাহাদের বিবাহের দেহ বিবরণ।
ছয পুত্র কেন কংস করিল নিধন॥
কোন্ দিনে ভগবান্ জন্ম লাভ করে।
জানিতে ব্যাকুল অতি হইনু অন্তরে॥
কৃপা করি নারায়ণ আমার নিকটে।
সবিস্তারে সব কথা কহ অকপটে॥
নারাযণ কহিলেন, শুন হে সুজন।
তোমার নিকটে কিছু না করি গোপন॥
সবিস্তারে সব কথা কহিব তোমায।
শুনিলে সকল পাপ দূর হ'যে যায॥
মহাত্মা কশ্যপ মুনি, শুন তপোধন।
বসুদেব-রূপে করে জনম-গ্রহণ॥
অদিতি দৈবকী-রূপে জন্ম লয এসে।
শ্রীহরিরে পুত্র-রূপে পায অবশেষে॥
দেবমীঢ়-ঔরসেতে মারিষা-উদরে।
বসুদেব পৃথিবীতে জন্ম লাভ করে॥
দেবক নৃপতি ছিল আহুক-নন্দন।
দৈবকী আসিযা শেষে তাঁর কন্যা হন॥
যদুকুলাচার্য্য ছিল গর্গ-মুনিবর।
বসুদেব সহ দেয বিবাহ সত্বর॥
তারপর সমারোহে বসুদেব প্রতি।
যৌতুক প্রদান করে দেবক নৃপতি॥
অশ্ব আর স্বর্ণপাত্র করিলা প্রদান।
রত্নময় দ্রব্য কত করে সম্প্রদান॥
শত শত দাসদাসী সাথে দিল তার।
আরো কত দিল তারে দ্রব্যের সম্ভার॥
দৈবকী মোহিনী নারী অতি রূপবতী।
বিভূষিতা অলঙ্কারে রূপসী যুবতী॥
শরতের চন্দ্রসম শ্রীমুখ সুন্দর।
পক্কবিম্বসম তার ওষ্ঠ ও অধর॥
পদ্মসম নেত্রদ্বয অতি মনোহর।
মৃদু মৃদু হাস্য দেবী করে নিরন্তর॥
ত্রৈলোক্যমোহিনী রূপ বর্ণিব কেমনে।
বসুদেব তারে ল'যে চলিল ভবনে॥
দৈবকীর ভ্রাতা কংস সাথে সাথে যায।
সহসা আকাশবাণী শুনিবারে পায॥
শুন হে রাজেন্দ্র কংস, আমার বচন।
দৈবকীর পুত্র তোমা করিবে নিধন॥
অষ্টম গর্ভেতে তার হবে যে সন্তান।
সেই পুত্র হবে তব মৃত্যুর নিদান॥
শুনিযা আকাশবাণী হয মহাভয়।
দৈবকী বধিতে কংস সমুদ্যত হয়॥

ইহা দেখি বসুদেব অতি ভীত মনে।
কহেন কংসের প্রতি বিনীত বচনে॥
দৈবকীর কিবা দোষ শুন নরপতি।
ইহারে বধিলে হবে নরকেতে গতি॥
ইহার অষ্টম গর্ভে হবে যে সন্তান।
সে সন্তান হবে তব মৃত্যুর নিদান॥
শুন শুন নৃপবর ঘটে যদি তাই।
দৈবকী বধিয়া বৃথা কোন লাভ নাই॥
হিংস্র জন্তু বধে হয পাপ অতিশয়।
অহিংস্রক জন্তু বধে আরো পাপ হয॥
জীবহত্যা করে কভু স্বেচ্ছায যে জন।
ঘোরতর অপরাধী হইবে সে জন॥
তার শত গুণ পাপ ম্লেচ্ছবধে হয।
হত্যাকারী নিরন্তর নরকেতে রয॥
শূদ্র হত্যা কোনজন কভু যদি করে।
নরকেতে রয সেই বহুকাল ধ'রে॥
গোবধ করিলে হয পাপ অতিশয।
হত্যাকারী বহুকাল নরকেতে রয॥
তার দশগুণ পাপ ব্রহ্মবধে হয।
পত্নীবধে সেই রূপ হয পাপোদয॥
দৈবকী ভগিনী তব শুন মহারাজ।
তাহারে বধিলে হবে অতি পাপ কাজ॥
স্বীয ভগিনীরে যদি হত্যা কর তবে।
শতপত্নী হত্যা পাপে অপরাধী হবে॥
এ ভব-ভবনে হের যত নরগণ।
দান পূজা আদি করে স্বর্গের কারণ॥
সাধু-মুনি-ঋষি যত, তারা অনিবার।
জলবিম্বসম দেখে এ ভব-সংসার॥
ধার্ম্মিকপ্রবর তুমি জ্ঞানীর প্রধান।
আপন বংশের তুমি ভাস্কর-সমান॥
অনর্থক ক্রোধ তব কর পরিহার।
ভগিনীরে বধ তুমি করিও না আর॥
উপনীত আছে হেথা বহু সুধীজন।
তাঁদের জিজ্ঞাসা তুমি কর হে রাজন্॥

তুমি মোর বন্ধুজন, কি কহিব আর।
তোমার নিকটে শুন মোর অঙ্গীকার॥
অষ্টম গর্ভেতে তার হবে যে সন্তান।
তাহারে তোমার করে করিব প্রদান॥
তোমার মঙ্গল তরে শুন হে রাজন্।
সকল সন্তান তোমা করিব অর্পণ॥
বৃথা ভয দূর কর, না করিও ক্রোধ।
ভগিনীরে ক্ষমা কর মোর অনুরোধ॥
কন্যা-তুল্য প্রিয়তমা ভগিনী তোমার।
তাহারে এবার তুমি কর পরিহার॥
বসুদেব এইরূপ কহিলা যখন।
কংস রাজা ভগিনীরে ত্যজিলা তখন॥
অনন্তর বসুদেব দৈবকীরে ল'যে।
অবিলম্বে আসিলেন আপন আলযে॥
দৈবকীর গর্ভে হয ছয়টি সন্তান।
বসুদেব কংসরাজে করিল প্রদান॥
ঘুচাইতে আপনার সকল বিপদ্।
একে একে তাহাদের কংস করে বধ॥
সপ্তম গর্ভের কালে কংস নরপতি।
রক্ষক নিযুক্ত করে ভয়ে ভযে অতি॥
সেই গর্ভ মাযাদেবী করি আকর্ষণ।
রোহিণীর গর্ভ-মাঝে করিলা স্থাপন॥
রক্ষিগণ সে সংবাদ জানিতে না পারে।
গর্ভ নষ্ট হইয়াছে কহিল রাজারে॥
অষ্টম গর্ভের কাল আসিল যখন।
গর্ভ প্রতি দৃষ্টি রাখে কৃষ্ণ সনাতন॥
আসিলে দশম মাস দৈবকী যুবতী।
পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ হয় রূপবতী॥
দেখে কংস নরপতি তাহার ভগিনী।
রূপেতে হযেছে যেন ভুবনমোহিনী॥
তেজোময়ী মূর্ত্তি তার অতি মনোহর।
প্রফুল্ল অন্তরে দেবী হাসে নিরন্তর॥
হেরিয়া তাহার এই রূপ অতুলন।
মহাভযে অসুরেন্দ্র ভাবিল তখন॥

এইবার দৈবকীর হবে যে সন্তান।
সে জন আমার হবে মৃত্যুর নিদান ॥
এই কথা ভাবি রাজা ডাকে রক্ষিগণে।
সাবধানে রাখিলেন তাদের ভবনে ॥
ক্রমে ক্রমে দশ মাস পূর্ণ হ'ল যবে।
দৈবকীর গর্ভকাল পূর্ণ হ'ল তবে ॥
সন্তান-প্রসব-কাল আসিল যখন।
দৈবকী জড়ের প্রায় রহে অচেতন ॥
গর্ভ বায়ু পূর্ণ করি কৃষ্ণ ভগবান্।
দৈবকীর হৃদয়েতে করে অধিষ্ঠান ॥
গর্ভের যাতনা দেবী সহিতে না পারে।
অতি কষ্টে রহে সতী গৃহের মাঝারে ॥
কভু উঠে, কভু বসে, কভু নিদ্রা যায়।
বিশ্বম্ভরগর্ভা দেবী অতি ক্লেশ পায় ॥
দৈবকীর এই ভাব করিয়া দর্শন।
বসুদেব শ্রীহরিরে করিল স্মরণ ॥
ক্রমে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল অতীত।
আত্মীয় বান্ধব সবে হয় উপনীত ॥
মেঘমুক্ত জ্যোৎস্নালোকে হাসিল আকাশ।
অষ্ট প্রকারের মৃদু বহিল বাতাস ॥
নিদ্রাঘোরে রক্ষিগণ হ'ল অচেতন।
সমবেত হইলেন যত দেবগণ ॥
ব্রহ্মা শিব ধর্ম্মদেব আসিয়া তখন।
গর্ভস্থিত ঈশ্বরের করিলা স্তবন ॥
অযোনী হে জগদ্‌যোনি অনন্ত অব্যয়।
জ্যোতির স্বরূপ তুমি সকল সময় ॥
অনঘ সগুণ তুমি নির্গুণ মহান্।
নিরঙ্কুশ নির্ব্বিকার তুমি ভগবান্ ॥
নিরাকার স্বেচ্ছাময় তুমি পরাৎপর।
ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধর কলেবর ॥
সর্ব্বেশ সুখদ তুমি সর্ব্বগুণাশ্রয়।
নির্লিপ্ত নিরীহ তুমি প্রভু দয়াময় ॥
দুঃখপ্রদ তুমি প্রভু দুর্জ্জন-নাশক।
মঙ্গল-আধার তুমি মঙ্গলদায়ক ॥
নির্ব্যূহ নির্দ্দোষ তুমি নিত্যনিরঞ্জন।
অগতির গতি তুমি বিপদ-ভঞ্জন ॥
পরমাত্মরূপী তুমি বাগ্মী পূর্ণকাম।
সুভগ দুর্ভগ বিভু তুমি প্রাণায়াম ॥
বেদের স্বরূপ তুমি বেদের কারণ।
বেদাঙ্গ ও বেদবেত্তা তুমি সনাতন ॥
এইরূপে স্তবস্তুতি করি অবিরাম।
ভক্তিভরে দেবগণ করিলা প্রণাম ॥
প্রাতঃকালে এই স্তব যে করে পঠন।
হরিপদে ভক্তিলাভ করে সেইজন ॥
এইরূপ স্তব করি যত দেবগণ।
নিজ নিজ ভবনেতে করিলা গমন ॥
আকাশ আচ্ছন্ন মেঘে ঘন অন্ধকার।
ঝর ঝর বৃষ্টিধারা ঝরে অনিবার ॥
নিস্তব্ধ মথুরাপুরী রাত্রি দ্বিপ্রহর।
মুহুর্মুহুঃ বজ্রনাদ হয় ভয়ঙ্কর ॥
হইবেন আবির্ভূত কৃষ্ণ সনাতন।
সুপ্রসন্ন হয় তবে যত গ্রহগণ ॥
অশুভ গ্রহের দল লুক্কায়িত রয়।
স্নিগ্ধভাব ধরে যত দিক্-সমুদয় ॥
মন্দ মন্দ বহি যায় বায়ু সুশীতল।
আকাশ হইতে ধারা ঝরে অবিরল ॥
ঋষি মনু যক্ষ আর দেবদেবীগণ।
সকলেই হইলেন আনন্দে মগন ॥
অপ্সরীরা নৃত্য করে প্রফুল্ল অন্তরে।
মনোহর গান করে যত বিদ্যাধরে ॥
নদী যত মহাসুখে প্রবাহিত হয়।
হুতাশন প্রজ্বলিত হয় সে সময় ॥
স্বর্গ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি হইল প্রচুর।
মৃদঙ্গ দুন্দুভি বাজে অতি সুমধুর ॥
চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি উঠে অনিবার।
শঙ্খের মধুর শব্দে মুগ্ধ চারিধার ॥
হরিধ্বনি বারবার উঠে ঘরে ঘরে।
মথুরাবাসীর মনে আনন্দ না ধরে ॥

অনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণ সনাতন।
দৈবকী-জঠর হ'তে আবির্ভূত হন॥
কিবা অপরূপ রূপ অতি জ্যোতির্ম্ময়।
কমনীয় সেই মূর্ত্তি বর্ণিবার নয়॥
দ্বিভুজ মুরলীধারী, কিবা শোভা তার।
কর্ণেতে কুণ্ডল তাঁর শোভে চমৎকার॥
পরিধানে পীতবস্ত্র অতি মনোহর।
নব-জলধর-সম শ্যাম কলেবর॥
সুসজ্জিত ভগবান্ রত্ন-অলঙ্কারে।
মৃদু মৃদু হাস্য হরি করে বারে বারে॥
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ অপরূপ অতি।
ক্ষণে ক্ষণে দেহ ছাপি উঠিতেছে জ্যোতি॥
শরতের চন্দ্রসম শ্রীমুখ সুন্দর।
বিম্বফলসম তাঁর ওষ্ঠ ও অধর॥
ময়ূরের পুচ্ছরাজি শিরে শোভা পায়।
রত্নের নির্ম্মিত চূড়া শোভিছে মাথায়॥
মধ্যদেশ সুবঙ্কিম, ত্রিভঙ্গ শরীর।
বনমালা বিরাজিত গলেতে হরির॥
অনন্ত কিশোর রূপ কিবা শোভাময়।
দৈবকী-উদর হ'তে হরি জন্ম লয়॥
শ্রীহরিরে সম্মুখেতে করিয়া দর্শন।
দৈবকী ও বসুদেব বিস্ময়ে মগন॥
অশ্রুপূর্ণ নয়নেতে ভক্তিসহকারে।
বসুদেব হরি স্তব করে বারে বারে॥
তুমি প্রভো অতীন্দ্রিয় অব্যক্ত অক্ষয়।
নির্গুণ নির্লিপ্ত তুমি প্রভু দয়াময়॥
পরমাত্মরূপী তুমি কৃষ্ণ সনাতন।
স্বেচ্ছাময় সর্ব্বরূপ বিপদভঞ্জন॥
সকলের ধ্যানাবাধ্য পরম ঈশ্বর।
স্বেচ্ছারূপধারী তুমি ওহে পরাৎপর॥
স্থূলতম কভু তুমি, সূক্ষ্মতম কভু।
প্রকৃতি-ঈশ্বর তুমি জগতের প্রভু॥
প্রাকৃত পরমব্রহ্ম সবার ঈশ্বর।
সবার আধার তুমি হও নিরন্তর॥
সর্ব্বরূপ তুমি প্রভু, তুমি নিরাকার।
তোমারে করিব স্তব কি সাধ্য আমার॥
অনন্ত প্রভৃতি যাঁর স্তবনে অক্ষম।
কিরূপে তাঁহার স্তবে হইব সক্ষম॥
সরস্বতী তব স্তব করিতে না পারে।
কেমন করিয়া স্তব করিব তোমারে॥
পঞ্চমুখে পঞ্চানন সক্ষম না হয়।
চতুর্মুখে অসমর্থ ব্রহ্মা মহাশয়॥
গণেশ যাঁহার স্তব করিতে না পারে।
কেমন করিয়া স্তব করিব তাঁহারে॥
মুনি মনু ঋষি আর যত দেবগণ।
স্বপ্নযোগে যাঁর কভু না পায় দর্শন॥
শ্রুতি যাঁর স্তবস্তুতি করিতে না পারে।
তাঁহার চরণে আমি নমি বারে বারে॥
তুমি প্রভু ভগবান্, তুমি সনাতন।
মনোহর শিশুরূপ করিলে ধারণ॥
বসুদেব-কৃত এই স্তব যেই জন।
তিন সন্ধ্যা ভক্তিভরে করিবে পঠন॥
কৃষ্ণের চরণে তার ভক্তি-লাভ হবে।
তার মন নিরন্তর হরিপদে রবে॥
গুণশালী পুত্রলাভ হবে সুনিশ্চয়।
বিদূরিত হবে তার বিঘ্ন-সমুদয়॥
বসুদেব-কৃত স্তব করিয়া শ্রবণ।
প্রসন্ন বদনে কহে কৃষ্ণ সনাতন॥
পূর্ব্বজন্মকৃত তব তপস্যার ফলে।
তব পুত্র-রূপে আমি আসি ধরাতলে॥
আমার নিকটে তুমি চাহ কিছু বর।
তোমার মঙ্গল হবে কিছু নাহি ডর॥
পূর্ব্বজন্মে খ্যাত তুমি ছিলে পৃশ্নি নামে।
প্রজাপতি-রূপে পরে এলে ধরাধামে॥
এই তপস্বিনী ছিল তোমার কামিনী।
মহাসতী ছিল দেবী ভুবনমোহিনী॥
বহুবর্ষ তুমি মোরে করি আরাধনা।
মোর সম পুত্র তুমি করিলে প্রার্থনা॥

মোর সম কেবা আছে এ তিন ভুবনে।
পুত্র-রূপে নিজে আসি তোমার ভবনে॥
কশ্যপ-রূপেতে তুমি আসিলে ধরায়।
অদিতি-রূপেতে তব কামিনী জন্মায়॥
বসুদেবরূপে তুমি জন্মিলে এক্ষণে।
অদিতি দৈবকীরূপে আসিল ভুবনে॥
পূর্ব্বে আমি একবার অদিতি-উদরে।
বামনের রূপ ধরি আসি ধরা'পরে॥
পুনরায় তোমাদের তপস্যার ফলে।
পুত্ররূপে আসিলাম এই ধরাতলে॥
আমারে পুত্রের রূপে পাইলে যখন।
জীবন্মুক্ত হবে তুমি শুন তপোধন॥
শুন তাত, কহি আমি অতি সঙ্গোপনে।
আমারে রাখিয়া এস যশোদা ভবনে॥
মায়াদেবী কন্যা-রূপে বিরাজে সেথায়।
আমারে রাখিয়া তারে আনহ হেথায়॥
এই কথা বলি হরি শিশুরূপ ধ'রে।
নগ্ন-রূপে প'ড়ে রয় ভূমির উপরে॥
শিশুর রূপেতে আলো হয় কারাগার।
পুত্র কোলে লয় মাতা আনন্দ অপার॥
শিশুরূপে ভগবান্ অবতীর্ণ হন।
অপূর্ব্ব তাঁহার লীলা না যায় কথন॥
এই কৃষ্ণনামে হয় বিপদ্ উদ্ধার।
দিবানিশি এই নাম জপ অনিবার॥

● শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বসুদেবের নন্দালয়ে গমন।

বিষ্ণুর মায়ায় মুগ্ধ বসুদেব হয়।
স্বপ্নসম মনে হয় সমস্ত বিষয়॥
কৃষ্ণের মায়ায় মুগ্ধ হয় চরাচর।
দ্বারেতে প্রহরীবৃন্দ ঘুমেতে কাতর॥
সাড়া সংজ্ঞা নাই দেহে অচেতনপ্রায়।
কারাগার দ্বারে সবে ভূমিতে লুটায়॥
বসুদেব শিশুপুত্রে লইলেন তুলে।
দৈবকীর ক্রোড় হ'তে আপনার কোলে॥
দুঃখেতে পরাণ কাঁদে মাতা দৈবকীর।
পিতার দু'চোখে বহে বেদনার নীর॥
বহু কষ্টে ধৈর্য্য মনে করিয়া ধারণ।
বসুদেব ধীরে ধীরে করেন গমন॥
দ্বারদেশে রক্ষিগণ অচেতন প্রায়।
তাই কোন কিছু তারা জানিতে না পায়॥
তমসা-আচ্ছন্ন রাত্রি গাঢ় অন্ধকার।
কোন দিকে কিছু দেখা নাহি যায় আর॥
বিদ্যুৎ চমকি তবে আলোকিত করে।
সে আলোকে বসুদেব চলিবারে পারে॥
এদিকে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়।
পুত্র রক্ষা হেতু হয় চিন্তার উদয়॥
অনন্তবাসুকি তবে ছত্রের আকারে।
শিশুর মস্তকে থাকি তারে রক্ষা করে॥
যমুনার তীরে আসি পথ নাহি পায়।
শিবারূপে যোগমায়া আসেন তথায়॥
আগে শিবা চলে পিছে বসুদেব তার।
অনায়াসে যমুনা সে হইলেন পার॥
শিশুরে লইয়া ক্রোড়ে অতি সঙ্গোপনে।
বসুদেব যায় চলি নন্দের ভবনে॥
ধীরে ধীরে গিয়া সেথা দেখিবারে পায়।
যশোদা সূতিকাগৃহে গাঢ় নিদ্রা যায়॥
ঘুমে অচেতন যত ব্রজবাসিগণ।
নন্দ আদি সকলেই নিদ্রায় মগন॥
বসুদেব হেরিলেন সূতিকা-ভবনে।
কন্যা এক ক্রীড়া করে আনন্দিত মনে॥
তপ্ত কাঞ্চনের সম বরণ তাহার।
জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি তার অতি চমৎকার॥
ঊর্দ্ধভাগে সেই কন্যা করে নিরীক্ষণ।
হেরিয়া শ্রীবসুদেব বিস্ময়ে মগন॥
বালকে রাখিয়া সেথা সেই কন্যা ল'য়ে।
শীঘ্র আসে বসুদেব আপন আলয়ে॥
দৈবকীর গৃহে গিয়া বসুদেব পরে।
পুত্রস্থানে সেই কন্যা রাখে সমাদরে॥

মহামায়ারূপিণী সে কন্যা মনোহর।
দৈবকী তাহারে কত করিল আদর ॥
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে কন্যা, না শোনে রাবণ।
ক্রন্দন শুনিয়া জাগে যত রক্ষিগণ ॥
গাত্রোত্থান করি সবে বালিকারে ল'য়ে।
অবিলম্বে যায় ছুটি কংসের আলয়ে ॥
দৈবকী ও বসুদেব ব্যাকুল অন্তরে।
তাহাদের পিছে পিছে যায় ত্বরা ক'রে ॥
কন্যারে হেরিয়া কংস অতি ক্রোধভরে।
নিক্ষেপ করিতে যায় কঠিন প্রস্তরে ॥
দৈবকী দেখিয়া তাহা অতি দুঃখ মনে।
বলিলেন কংসরাজে কাতর বচনে ॥
তুমি অতি জ্ঞানী-গুণী অতি সদাশয়।
ইহার হননে বল কিবা ফল হয় ॥
আমাদের ছয় পুত্র করিলে নিধন।
বালিকারে বধ তুমি কর কি কারণ ॥
জগতে ঘোষিবে তব কাপুরুষ নাম।
কন্যা হৈতে হয় ভীত যেই গুণধাম ॥
দয়া মায়া কিছু তব অন্তরে কি নাই।
ইহাতে কি ফল তব কহ তুমি তাই ॥
অতএব মোর বাক্য কর অবধান।
নিতান্ত অবলা কন্যা দেহ পরিত্রাণ ॥
এত বলি সকাতরে দৈবকী তখন।
মনোদুঃখে বারংবার করিল রোদন ॥
দৈবকীরে কহে তবে কংস নরপতি।
আমার বচন তুমি শুন শুন সতি ॥
এ জগতে কিছু নাহি হয় অসম্ভব।
দৈবযোগে এ সংসারে হ'তে পারে সব ॥
পর্ব্বত বিনষ্ট হয় ক্ষুদ্র তৃণ দিয়া।
তুচ্ছ কীট শার্দ্দূলেরে ফেলিছে হানিয়া ॥
শিশুহস্তে মহাবীর ধ্বংস হ'তে পারে।
সামান্য মূষিক পারে হানিতে মার্জ্জারে ॥
তুচ্ছ ভেক সর্পে পারে করিতে নিধন।
সাগর শুষিতে পারে দীপ্ত হুতাশন ॥
পূর্ব্বকালে একজন ব্রাহ্মণ-সন্তান।
সমস্ত সাগরজল করেছিল পান ॥
বিধাতার গতি কেহ বুঝিতে না পারে।
দুর্জ্ঞেয় শ্রীভগবান্ এ তিন সংসারে ॥
এই কন্যা পারে মোরে করিতে নিধন।
অবশ্য ইহারে হত্যা করিব এখন ॥
এই কথা বলি কংস ল'য়ে বালিকারে।
উদ্যত হইল তারে বধ করিবারে ॥
তাহা দেখি বসুদেব কহিল তখন।
বৃথা কেন বালিকারে করিছ নিধন ॥
কন্যা হৈতে তব হানি না হবে কখন।
দয়া করি কন্যা মোরে করহ অর্পণ ॥
বসুদেব কংসে কহে এরূপ যখন।
অকস্মাৎ দৈববাণী হইল তখন ॥
সাবধান সাবধান কংস নরপতি।
বুঝিতে না পার তুমি বিধাতার গতি ॥
অতিশয় মূঢ় তুমি হবে সর্ব্বনাশ।
বৃথা এই বালিকারে ক'রো না বিনাশ ॥
তোমারে বধিবে যেই শুন মহারাজ।
অন্য স্থানে সেই জন করিছে বিরাজ ॥
এইরূপ দৈববাণী করিয়া শ্রবণ।
বালিকারে কংস ত্যাগ করিল তখন ॥
দৈবকী ও বসুদেব পাইয়া কন্যারে।
হৃদয়ে ধারণ দোঁহে করিল তাহারে ॥
তারপর আনি তারে আপন ভবনে।
ফুল্ল মনে ধন দান করে বিপ্রগণে ॥
পরমা প্রকৃতি সেই কন্যা অদ্বিতীয়া।
কালক্রমে হইলেন দুর্ব্বাসার প্রিয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা অতি মধুময়।
শ্রবণ করিলে হয় বহু পুণ্যোদয় ॥
সুমধুর শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বিবরণ।
জরা মৃত্যু নাহি হয় করিলে শ্রবণ ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা সকলের সার।
যে জন শ্রবণ করে মুক্তি হয় তার ॥

● নবম অধ্যায়

জন্মাষ্টমী ব্রতাদি-নিরূপণ।

নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ।
কহিলাম শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বিবরণ॥
এ জগতে সমুদয় ব্রত আছে যত।
তাহার মাঝারে শ্রেষ্ঠ জন্মাষ্টমী ব্রত॥
কৃপা করি মোরে আজ কহ মহাশয়।
ব্রতকালে ভোজনেতে কোন্ দোষ হয়॥
জয়ন্তী-যোগের ফল হয় বা কেমন।
উপবাসে কিবা ফল বল নারায়ণ॥
সংযম পারণ আর ব্রতের বিধান।
কৃপা করি মোরে আজি কহ ভগবান্॥
নারদের বাক্য শুনি কহে নারায়ণ।
বিস্তারিয়া কহি সব শুন তপোধন॥
প্রথমতঃ সপ্তমীতে হ'যে সুসংযত।
হবিষ্য করিয়া কর এই মহাব্রত॥
পারণ-দিবসে পুনঃ হবিষ্য করিবে।
অষ্টমীতে সূর্য্যোদয়ে শয়ন ত্যজিবে॥
প্রাতঃকৃত্য সমাপন করি তারপরে।
সঙ্কল্প করিবে পরে প্রফুল্ল অন্তরে॥
কৃষ্ণের প্রীতির তরে উপবাস-ব্রত।
এই কথা মনে মনে জানিবে সতত॥
ভাদ্রপদী অষ্টমীতে ব্রত যেই করে।
বহু পুণ্য হয় তার অবনী-ভিতরে॥
মন্বাদি দিনেতে স্নান পূজনে যেমন।
ভাদ্রাষ্টমী-স্নানে পুণ্য হইবে তেমন॥
এই দিনে পিতৃগণে দেয় যেই জল।
শতবর্ষ গয়াশ্রাদ্ধ তুল্য হয় ফল॥
ব্রতদিনে স্নান আদি করি সমাপন।
নির্ম্মাণ করিবে এক সূতিকা-ভবন॥
লৌহ খড়্গ অগ্নি আদি করি আনয়ন।
সূতিকা-গৃহেতে সব করিবে স্থাপন॥
নাড়ী-ছেদনের যন্ত্র আনি তারপরে।
যতনে রাখিবে সেই সূতিকার ঘরে॥
ধাত্রীরূপা নারী এক চাই সে সময়।
সুপণ্ডিত একজন সেথা যেন রয়॥
অষ্ট প্রকারের ফল করিবে যোগাড়।
মিষ্ট খাদ্য দ্রব্য চাই বিবিধ প্রকার॥
জাতিফল নারিকেল দাড়িম্ব শ্রীফল।
জম্বীর কুষ্মাণ্ড আদি চাই এ সকল॥
মধুপর্ক অর্ঘ্য বস্ত্র পাদ্য ও আসন।
জল শয্যা গন্ধ পুষ্প তাম্বুল ভূষণ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি ব্রতকালে চাই।
শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিও সদাই॥
প্রথমে করিয়া ধীরে পাদ-প্রক্ষালন।
পরিবে তাহার পর বিশুদ্ধ বসন॥
আসনে বসিয়া শেষে করি আচমন।
উচ্চারণ কর ধীরে স্বস্তির বচন॥
স্থাপন করিয়া ঘট ভক্তি-সহকারে।
তাহাতে পূজন কর পঞ্চ দেবতারে॥
অনন্তর সেই ঘটে ভক্তিযুক্ত মন।
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরে কর আবাহন॥
দৈবকী যশোদা নন্দ ষষ্ঠী বসুদেব।
বসুন্ধরা ব্রহ্মা বলী ব্যাস বলদেব॥
অশ্বত্থামা হনুমান্ আর বিভীষণ।
কৃপাচার্য্য আদি সবে কর আবাহন॥
তারপর একমনে ভক্তি-সহকারে।
শ্রীহরির স্তবস্তুতি কর বারে বারে॥
সামবেদ-উক্ত ধ্যান অতি মধুময়।
সনৎকুমারে কহে ব্রহ্মা মহাশয়॥
শ্রীকৃষ্ণ বালকরূপী অতি মনোহর।
নব-জলধর-সম শ্যাম কলেবর॥
বিকশিত পদ্মসম সুন্দর বদন।
পঙ্কজের তুল্য তাঁর যুগল নয়ন॥
অনন্ত ও ব্রহ্মা শিব চিরকাল ধ'রে।
একমনে শ্রীহরির নাম ধ্যান করে॥

ঋষীন্দ্র মুনীন্দ্র আদি করে তাঁর ধ্যান।
ধ্যানযোগে যোগী তাঁর অন্ত নাহি পান॥
অচিন্ত্য অতুল তিনি কৃষ্ণ সনাতন।
ভক্তিভরে আমি করি তাঁহার ভজন॥
এইরূপ ভগবানে ধ্যান করি ব্রতী।
আরম্ভ করিবে ব্রত ভক্তিভরে অতি॥
দানমন্ত্র কহি তোমা শুন দিয়া মন।
ব্রতকালে এই সব করিবে অর্পণ॥
শুন শুন ভগবান্ হরি সনাতন।
তোমারে প্রদান করি বিচিত্র আসন॥
বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র তোমা করিনু প্রদান।
চিত্রযুক্ত সেই বস্ত্র লহ ভগবান্॥
স্বর্ণপাত্রে অবস্থিত অতি সুনির্ম্মল।
পাদপ্রক্ষালন-তরে দান করি জল॥
মধু ঘৃত দধি দুগ্ধ শর্করাদি যত।
প্রদান করিয়া তোমা করি এই ব্রত॥
দূর্ব্বাদল শুক্লপুষ্প অগুরু চন্দন।
কস্তুরী প্রভৃতি তোমা কবিনু অর্পণ॥
সুবাসিত বিষ্ণুতৈল করিনু প্রদান।
কৃপা করি তাহা তুমি লহ ভগবান্॥
রত্নময শয্যা তোমা করিনু অর্পণ।
সেই মনোহর শয্যা কবহ গ্রহণ॥
কস্তূরীর রসযুক্ত সুবাসিত জল।
ভক্তিসহকারে তোমা অর্পিনু সকল॥
সুগন্ধি কুসুম তোমা কবিনু প্রদান।
তুষ্ট হ'যে তুমি তাহা লহ ভগবান্॥
মিষ্ট দ্রব্য আর যত পক্ক মিষ্ট ফল।
তোমার চরণে আমি অর্পিনু সকল॥
লড্ডুক মোদক ঘৃত ক্ষীর মধু গুড়।
ভক্তিভরে আজি আমি অর্পিনু প্রচুর॥
কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বুল মোহন।
ভক্তি-সহকারে আমি কবি নিবেদন॥
সুবাসিত আবীরাদি করিনু প্রদান।
এই সব দ্রব্য তুমি লহ ভগবান্॥
প্রীতিকর গন্ধ ধূপ করিনু অর্পণ।
সন্তুষ্ট হইযা তুমি করহ গ্রহণ॥
দীপ্তিকর দীপ তোমা করিনু প্রদান।
কৃপা করি আজি তুমি লহ ভগবান্॥
তোমারে অর্পণ করি জল সুনির্ম্মল।
প্রদান করিনু তোমা নানাবিধ ফল॥
নানা পুষ্প গন্ধযুক্ত গ্রথিত সুন্দর।
রচনা করিনু এই মাল্য মনোহর॥
সুবাসিত পুষ্পমাল্য করিনু অর্পণ।
কৃপা করি দয়াময করহ গ্রহণ॥
এই মত নানা দ্রব্য করি নিবেদন।
ভক্তিভাবে করিবেক শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ॥
অষ্টফল নিবেদন করিবেক পরে।
বংশবৃদ্ধি হেতু ব্রতী পূজিবে ঈশ্বরে॥
পুষ্পাঞ্জলিত্রয পরে করিযা ভকতি।
অর্পণ করিযা পরে করিবে প্রণতি॥
এইরূপে সব বস্তু কবিযা অর্পণ।
আবাহিত দেবগণে করিবে পূজন॥
সুনন্দ কুমুদ নন্দ আদি গোপগণ।
রাধিকা ভারতী লক্ষ্মী ব্রহ্মা পঞ্চানন॥
গণেশ কার্ত্তিক আর যত গ্রহগণে।
পূজন করিবে পরে ভক্তিযুক্ত মনে॥
সকলেরে পূজা করি প্রণাম করিবে।
ব্রাহ্মণগণেরে ডাকি দক্ষিণাদি দিবে॥
বিত্ত সাধ্য নাহি করি উপবাস করে।
সর্ব্ববিধ ফল তবে পায সেই নরে॥
সর্ব্ববস্তু এইভাবে করি নিবেদন।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ স্মরি করিবে অর্পণ॥
এইরূপে পূজা আদি করি সমাপন।
শ্রীহরির জন্মকথা করিবে শ্রবণ॥
কুশাসনে অবস্থান করি ব্রতী জন।
সমস্ত রজনীকাল কর জাগরণ॥
প্রভাতে আহ্নিকপূজা করি সমাপন।
ভক্তিভরে শ্রীহরিব করিবে পূজন॥

তারপর ব্রাহ্মণেরে ভোজন করাও।
সর্ব্বশেষে শ্রীহরির নাম গান গাও॥
নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ।
ব্রতের বিধান আমি করিনু শ্রবণ॥
জানিতে আমার বড় অভিলাষ হয়।
উপবাসে জাগরণে কোন্ ফলোদয়॥
ব্রতকালে ভোজনেতে কোন্ পাপ হয়।
কৃপা করি মোরে আজ কহ মহাশয়॥
নারাযণ কহিলেন, শুন মহামতি।
সবিস্তারে সব কথা কহি তব প্রতি॥
জয়ন্তীযোগেতে যেই করে জাগরণ।
সেই দিনে উপবাস করে যেই জন॥
কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ দূর হয় তার।
সেই জন জীবন্মুক্ত হয় অনিবার॥
রোহিণীনক্ষত্রযোগে শুন তপোধন।
জনম গ্রহণ করে দৈবকী-নন্দন॥
শ্রীহরির জন্ম-কথা অমৃত সমান।
সাবাৎসর পরাৎপর শোনে ভক্তিমান্॥
অর্দ্ধরাত্রে অষ্টমীতে নক্ষত্র রোহিণী।
একত্র হইলে যুক্ত জন্মকাল মানি॥
সেই মুখ্যকালে ঘটে কৃষ্ণের জনম।
জীবন্মুক্ত হয় জীব করিলে শ্রবণ॥
ইহাকে জয়ন্তী বলি সর্ব্বলোক জানে।
উপবাস জাগরণ করে ভক্তিমানে॥
সমস্ত পণ্ডিত মিলি অতি কুতূহলে।
কাল মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহাকেই বলে॥
বেদবাণী বলে ইহা বেদবিৎ জন।
উপবাস ব্রত আর রাত্রি জাগরণ॥
কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ ইহাতে বিনাশে।
সর্ব্বদুঃখ দূর হয় সন্দেহ না আসে॥
সপ্তমী সহিত ঘটে অষ্টমী মিলন।
সেই তিথি অবশ্যই কবিবে বর্জ্জন॥
কৃষ্ণের জনমক্ষণে ভক্তিযুক্ত মনে।
পালিবে জয়ন্তী বেদ-বেদাঙ্গ বিধানে॥
রোহিণী নক্ষত্র যবে হইবে অতীত।
ব্রতের পারণ করা বেদের বিহিত॥
তিথি যবে অন্ত হবে দেখি সেইক্ষণ।
হরিরে স্মরণ করি করিবে পারণ॥
উপবাস পারণেতে বহু পুণ্য হয়।
শুদ্ধির কারণ তাহা শুন মহাশয়॥
ব্রত উপবাস যদি অঙ্গহীন হয়।
কোন কালে হয় নাহি তাহে ফলোদয়॥
শাস্ত্রমতে শ্রেষ্ঠ হয় দিবসে পারণ।
অন্যথায় ফল নাহি হয় কদাচন॥
অতএব ব্রতী জ্ঞানী জানিবে সদাই।
সাবধান মতে ব্রত পালিবে সবাই॥
যামিনীতে কোনজন না কর পারণ।
রোহিণী ব্রতের শুধু না আছে বারণ॥
পূর্ব্বাহ্নে পারণ শ্রেয়ঃ দেবতা অর্চ্চন।
রোহিণী ব্রতের আছে অন্য আচরণ॥
বুধ কিংবা সোমবারে জয়ন্তী তিথিতে।
ব্রত উপবাস কবে ভক্তিযুক্ত চিতে॥
পুনর্জ্জন্ম লাভ আর না হ'বে তাহাব।
নিশ্চিত জানিবে ইহা শাস্ত্রের বিচার॥
ব্রত যদি নাহি করে ধনহীন জনে।
উপবাস করে শুধু ভক্তিযুক্ত মনে॥
তাহার উপরে তুষ্ট হন সনাতন।
বহু পুণ্য হয় তার শুন তপোধন॥
জন্মাষ্টমীরাত্রে যেই করে জাগরণ।
ভক্তিসহকারে ব্রত করে যেইজন॥
শতজন্মার্জ্জিত পাপ দূর হয় তার।
সেইজন মুক্তিলাভ করে অনিবার॥
শুধু যদি উপবাস করে কোন জন।
অশ্বমেধ ফললাভ হইবে তখন॥
কৃষ্ণজন্মদিবসেতে যে করে ভোজন।
ব্রহ্মহত্যা পাপে পাপী হয় সেইজন॥
কোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্য নষ্ট তার হয়।
অবিশুদ্ধ রহে সেই সকল সময়॥

যতদিন চন্দ্র সূর্য্য বর্ত্তমান রয়।
নরকে রহিবে সেই নাহিক সংশয় ॥
সেই নরাধম পাপী আসি তারপরে।
ভারতেতে বিষ্ঠামাঝে কৃমিরূপ ধরে ॥
ক্রমে ক্রমে গৃধ্ররূপে জন্মিবে সেজন।
শূকরের জন্ম শেষে করিবে গ্রহণ ॥
শ্বাপদ হইবে আর হইবে শৃগাল।
সর্প-কাক-রূপে সেই রবে বহুকাল ॥
তারপর মানুষের রূপে জন্ম লবে।
দরিদ্রের ঘরে সেই কুষ্ঠরোগী হবে ॥
ব্যাধ-রূপে জন্ম পরে লইবে সে জন।
অতঃপর দস্যুদেহ করিবে ধারণ ॥
রজক ও তেলীরূপে জন্মিবে আবার।
দেবল ব্রাহ্মণ-রূপে জন্ম হবে তার ॥
উপবাসে অসমর্থ হ'লে কোন জন।
অবশ্য করায় যেন ব্রাহ্মণ-ভোজন ॥
অথবা সাবিত্রীমন্ত্র যেন জপ করে।
প্রাণায়াম করে যেন বিশুদ্ধ অন্তরে ॥
ধর্ম্মমুখে ব্রতকথা শুনিলাম যাহা।
তোমার নিকটে আমি কহিলাম তাহা ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি সুমধুর।
শ্রবণ করিলে হয় সর্ব্ব পাপ দূর ॥
সর্ব্ব দুঃখ দূরে যায়, পুণ্য লাভ হয়।
অন্তিমেতে মুক্তিলাভ করিবে নিশ্চয় ॥
সংসারের তাপে দগ্ধ নরনারী যত।
পুরাণের সুধা-পান কর অবিরত ॥
প্রাণে শান্তি লাভ সবে করিবে প্রচুর।
বিপদ্ ঘুচিবে সব বিঘ্ন হবে দূর ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

● দশম অধ্যায়

নন্দ, যশোদা, রোহিণী এবং বলরামের জন্মবৃত্তান্ত।

নারদ কহিলা, প্রভু কি কহিব আর।
শুনিলাম তব মুখে কথা চমৎকার ॥
আরো কিছু শুনিবারে বাসনা আমার।
কৃপা করি সেই কথা কহ এইবার ॥
কৃষ্ণেরে আপন গৃহে পাইল যখন।
কিরূপ উৎসব নন্দ করিল তখন ॥
নন্দের ভবনে কৃষ্ণ কত কাল রয়।
সেই কথা মোরে আজ কহ মহাশয় ॥
শ্রীহরির বাল্যলীলা করহ বর্ণন।
কোন্ প্রকারের কহ বৃন্দাবন বন ॥
রাধার নিকটে হরি করিলা যে পণ।
কিরূপে রাখিল তাহা কহ নারায়ণ ॥
কিরূপ দেখিতে হয় রাসের মণ্ডল।
সবিস্তারে সব কথা কহ অবিকল ॥
রাসক্রীড়া জলক্রীড়া যত কিছু আছে।
অনুগ্রহ করি প্রভু কহ মোর কাছে ॥
যশোদা রোহিণী নন্দ কত কাল ধ'রে।
তপস্যা করিয়াছিল, কহ প্রভু মোরে ॥
হরিপূর্ব্বে বলদেব কোথায় জন্মায়।
প্রকাশ করিয়া তাহা বলহ আমায় ॥
কৃষ্ণ-অংশজাত তুমি হরি নারায়ণ।
আরাধনা করে তোমা যোগী ঋষিগণ ॥
তোমার মুখের কথা অমৃত সমান।
কহ প্রভু সুধাময় কৃষ্ণের আখ্যান ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
তোমারে সকল কথা করি নিবেদন ॥
অনন্ত ও ব্রহ্মাদেব কার্ত্তিক গণেশ।
ধর্ম্ম কূর্ম্ম আমি নব আর শ্রীমহেশ ॥
শ্রীকৃষ্ণের অংশজাত এই নয় জন।
শ্রীহরির ধ্যান মোরা করি অনুক্ষণ ॥

কৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলা বর্ণিতে কে পারে।
তাঁহার মহিমা কেহ বর্ণিবারে নারে॥
আমরা না পারি তাঁরে করিতে বর্ণন।
কিরূপে বর্ণিবে তাঁরে যত সুধীগণ॥
বরাহ বামন কল্কী বুদ্ধ মীন আর।
কপিল প্রভৃতি হয তাঁর অবতার॥
পূর্ণ অবতার হন নৃসিংহ ও রাম।
শ্বেতদ্বীপে বিরাজিত দোঁহে অবিরাম॥
বৈকুণ্ঠধামেতে আর গোকুলের মাঝ।
পরিপূর্ণতম কৃষ্ণ করেন বিরাজ॥
রাধাকান্ত রূপে হরি কৃষ্ণ সনাতন।
গোকুলে ও গোলোকেতে বিরাজিত রন॥
কমলার কান্ত রূপে বৈকুণ্ঠের মাঝ।
চতুর্ভুজরূপে হরি করেন বিরাজ॥
তাঁহার মহিমা চিন্তা করে যোগিগণ।
ভক্তগণ ধ্যান করে তাঁর শ্রীচরণ॥
রোহিণী যশোদা নন্দ উগ্র তপস্যায়।
কিরূপে হরিরে পায কহিব তোমায॥
পূর্ব্বে নন্দ দ্রোণ নামে ছিল তপোধন।
তার পত্নী ছিল ধরা শুন দিযা মন॥
যশোদার রূপে ধরা জন্ম লাভ করে।
রোহিণী রূপেতে কদ্রু আসে ধরা'পরে॥
ইহাদের জন্মকথা করিব বর্ণন।
বিচিত্র কাহিনী তাহা শুন হে সুজন॥
একদা ধরা ও দ্রোণ ভারত-মাঝারে।
আসিল শ্রীগৌতমের আশ্রমের ধারে॥
সুপ্রভা নদীর তীরে কৃষ্ণের কারণ।
অযুত বৎসর তপ করে দুইজন॥
তবুও কৃষ্ণের দেখা তাঁরা নাহি পায।
ভাবিযা আকুল অতি ক্ষীণ হয় কায॥
ভাবে মনে যদি নাহি পাই কৃষ্ণধন।
রাখিয়া কি ফল তবে এ ছার জীবন॥
কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তাই বলে সকাতরে।
কোথা কৃষ্ণ দেখা দাও বারেকের তরে॥
এত যে কঠোর তপ করিনু সাধন।
তথাপি তোমার নাহি পাই দরশন॥
জীবনেতে কিবা কাজ বলহে গোঁসাই।
তোমা বিনা মোরা আর কিছু নাহি চাই॥
কাতর বচনে তাঁরা কৃষ্ণে স্তব করে।
সজল নয়ন আর ভক্তিযুক্ত করে॥
হরির দর্শন তবু নাহি তাঁরা পায।
অগ্নি-মাঝে প্রাণত্যাগ করিবারে যায॥
সহসা আকাশবাণী শুনিল তখন।
শুন শুন দ্রোণ, তুমি আমার বচন॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করে যাঁর ধ্যান।
যোগী মুনি স্বপ্নে যাঁর দর্শন না পান॥
তোমাদের পুত্ররূপে সেই সনাতন।
জন্মান্তরে গোকুলেতে করিবে গমন॥
অতএব মোর বাক্য করহ শ্রবণ।
না কর জীবন ত্যাগ বৃথা অকারণ॥
তোমাদের মনোবাঞ্ছা অবশ্য পূরিবে।
ধৈর্য্য ধরি কিছু কাল প্রতীক্ষা করিবে॥
শুনিযা আকাশবাণী আনন্দিত মনে।
দ্রোণ আর ধরা যায় আপন ভবনে॥
শুনহ নারদ ঋষি কৃষ্ণ বিবরণ।
যাহার শ্রবণে হয পাপের মোচন॥
কৃষ্ণ-পিতা দ্রোণ এই পরজন্মে হয।
ধরা সতী কৃষ্ণ-মাতা হইল নিশ্চয॥
কালক্রমে দোঁহে জন্ম লয পুনর্ব্বার।
হেরিলা হরির মুখ গোকুল-মাঝার॥
যশোদা নন্দের কথা করিনু বর্ণন।
রোহিণীর কথা এবে শুন তপোধন॥
দেব ও নরের পিতা কশ্যপ সুমতি।
প্রধানা দুইটি পত্নী কদ্রু ও অদিতি॥
ত্রয়োদশ পত্নী মধ্যে ইহারা দু'জন।
গুণে-জ্ঞানে সর্ব্বভাবে শ্রদ্ধার ভাজন॥
অদিতি গর্ভেতে জন্মে যতেক দেবতা।
এইহেতু তিনি হন সর্ব্বদেব-মাতা॥

অপরা রমণী যিনি কদ্রু নাম ধরে।
পরমা সুন্দরী নারী খ্যাত চরাচরে॥
একদা অদিতি তাঁরে শাপ দান করে।
পাঠালেন নরলোকে মানব মাঝারে॥
এতেক শুনিয়া তবে বিধির নন্দন।
হরিকে জিজ্ঞাসে সেই শাপের কারণ॥
নারদের বাক্য শুনি দেব নারায়ণ।
কহিলেন, শুন তবে সেই বিবরণ॥
একদা অদিতিদেবী হ'য়ে ঋতুমতী।
সংবাদ পাঠায় স্বামী কশ্যপের প্রতি॥
তারপর ঋতু-স্নান করি ফুল্লমনে।
সজ্জিতা হইলা সতী বস্ত্রের ভূষণে॥
বেশভূষা করি দেবী বিবিধ প্রকার।
দর্পণে নিজের মুখ হেরে বারংবার॥
ললাটে সিন্দূরবিন্দু শোভে চমৎকার।
কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে কিবা শোভা তার॥
নাসিকায় গজমুক্তা শোভিছে উজ্জ্বল।
শরতের চন্দ্রসম বদনমণ্ডল॥
পদ্মসম নেত্রদ্বয় অতি সুদর্শন।
তাহাতে করেছে দেবী কজ্জল রচন॥
দাড়িম্ব বীজের সম দন্তরাজি তার।
মনোহর হাস্য দেবী করে অনিবার॥
সর্ব্বদেহে অলঙ্কার শোভিছে সুন্দর।
পকবিম্বসম তার ওষ্ঠ ও অধর॥
কামবাণে প্রপীড়িত তাহার অন্তর।
পতি-আগমন-পথ চাহে নিরন্তর॥
কিন্তু হায়, সব আশা ব্যর্থ তার হয়।
দারুণ সংবাদ সতী পায় সে সময়॥
অদিতি বারতা পায় সহচরীমুখে।
কশ্যপের সহ কদ্রু ক্রীড়া করে সুখে॥
কশ্যপের ক্রোড়ে কদ্রু করিছে বিরাজ।
শুনিয়া তাহার যেন শিরে পড়ে বাজ॥
কামবাণে ব্যাকুলিতা অদিতি তখন।
কদ্রুর উদ্দেশ্যে বলে কঠোর বচন॥

পাপীয়সী কদ্রু অতি মত্ত ব্যভিচারে।
অভিশাপ আমি আজ দিলাম তাহারে॥
দেবালয়ে রহিবার উপযুক্ত নয়।
মানবযোনিতে গিয়া জন্ম যেন লয়॥
নিরন্তর থাকিবেক নরের ভিতর।
পতির অভাবে সদা হইবে কাতর॥
চরমুখে এই কথা করিয়া শ্রবণ।
অদিতিরে কদ্রু শাপ দানিল তখন॥
অদিতি ধরাতে গিয়া জরাযুক্তা হ'য়ে।
জন্ম লাভ করে যেন মানব-আলয়ে॥
অতঃপর নিজ ভাগ্য করিয়া স্মরণ।
কান্দিয়া বলিল কদ্রু কশ্যপে তখন॥
সতীনের অভিশাপে বক্ষ জ্বলে যায়।
তুমি না রাখিলে প্রভু কি হবে উপায়॥
সান্ত্বনা প্রদান করি কশ্যপপ্রবর।
সম্বোধি কদ্রুরে ধীরে কহে অতঃপর॥
শুন শুন সুহাসিনি করিও না ভয়।
তব সহ মর্ত্ত্যে আমি যাইব নিশ্চয়॥
সেথায় হেরিবে তুমি শ্রীহরির মুখ।
সুপ্রসন্না হও দেবী করিও না দুখ॥
এই কথা বলি তারে কশ্যপ তখন।
অদিতির ভবনেতে করিলা গমন॥
অদিতির মনোবাঞ্ছা পূরিল এবার।
দেবরাজ জন্মিলেন গর্ভমাঝে তার॥
অদিতি দৈবকী-রূপে জন্মে তারপর।
রোহিণী-রূপেতে জন্মে কদ্রু অনন্তর॥
বসুদেব-রূপে জন্মে কশ্যপপ্রবর।
তাঁর পুত্ররূপে হরি জন্মে অতঃপর॥
গোপনীয় সব কথা করিনু বর্ণন।
বলরাম-জন্মকথা শুন তপোধন॥
বলরাম-রূপে জন্মে অনন্ত মহান্।
সহস্রটি ফণা যার শুন মতিমান্॥
রোহিণী-রূপেতে পরে ধরাতে আসিয়া।
হইলেন কদ্রুদেবী বসুদেবপ্রিয়া॥

দুরন্ত কংসের ভয়ে শুন তপোধন।
রোহিণী গোকুল মাঝে করে পলায়ন॥
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পেয়ে মায়া তারপরে।
দৈবকীর গর্ভ রাখে রোহিণী-জঠরে॥
সপ্তম সে গর্ভ রাখি রোহিণী-উদরে।
মায়াদেবী কৈলাসেতে যায় তারপরে॥
এইরূপে কিছুদিন কাটিল যখন।
রোহিণী প্রসব করে সুপুত্র রতন॥
তপ্ত রজতের সম বরণ সুন্দর।
কৃষ্ণ-অংশরূপী পুত্র অতি মনোহর॥
ব্রহ্মতেজে জ্যোতির্ম্ময় অতীব উজ্জ্বল।
শরতের চন্দ্রসম বদনমণ্ডল॥
জন্মমাত্রে আনন্দিত হয় দেবগণ।
স্বর্গেতে দুন্দুভিধ্বনি হয় অনুক্ষণ॥
চতুর্দ্দিকে শঙ্খ বাজে, হয় হরিনাম।
স্বর্গমাঝে জয়ধ্বনি হয় অবিরাম॥
উৎসব করিয়া নন্দ আনন্দিত মনে।
ধন দান করিলেন যত বিপ্রগণে॥
ধাত্রী আসি বালকের নাড়ী ছেদ করে।
স্নিগ্ধজলে স্নান তারে করাইল পরে॥
হুলুধ্বনি করে সেথা যত গোপীগণ।
গোকুলের লোক যত আনন্দে মগন॥
ব্রাহ্মণীগণেরে ডাকি যশোদা তখন।
মহানন্দে করিলেন ধন বিতরণ॥
এইরূপে বলরাম গোকুলে জন্মায়।
কৃষ্ণের সমান পুত্র কহিনু তোমায়॥
কৃষ্ণ আর বলরামে ভেদ নাহি হয়।
এক আত্মা দুই দেহে জানিবে নিশ্চয়॥
কৃষ্ণ-বলরামে যেই বিভেদ ভাবিবে।
অনন্তনরক ভোগ অবশ্য করিবে॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল নারদ সুজন।
নন্দপুত্রোৎসব কথা বলহ এখন॥
নারায়ণ বলে তবে প্রফুল্ল অন্তরে।
কহি আমি সেই কথা শুন সবিস্তারে॥
শ্রীকৃষ্ণ-জনমকথা অতি মধুময়।
শুনিলে সকল পাপ দূরীভূত হয়॥
সুখমোক্ষপ্রদ তাহা মঙ্গলজনক।
জন্ম মৃত্যু জরা আর বিঘ্ন বিনাশক॥
যেজন শ্রবণ করে ভক্তিযুক্ত মনে।
শ্রীহরির দাস্য ভক্তি পায় সেই জনে॥

● নন্দোৎসব বর্ণনা।

নারদেরে সম্বোধিয়া কহে নারায়ণ।
অপূর্ব্ব কাহিনী এবে করহ শ্রবণ॥
বসুদেব নিজপুত্রে রাখি নন্দঘরে।
নন্দের কন্যারে ল'য়ে আসে ত্বরা ক'রে॥
কন্যার সকল কথা পূর্ব্বে তপোধন।
আমার মুখেতে তুমি করেছ শ্রবণ॥
এক্ষণে কৃষ্ণের কথা শুন মহাশয়।
মঙ্গলজনক তাহা অতি সুধাময়॥
বসুদেব স্বভবনে করিলে গমন।
যশোদা ও নন্দ দোঁহে করিলা দর্শন॥
মদনমোহন পুত্র অতি মনোহর।
নব-জলধর-সম শ্যাম কলেবর॥
শারদীয়-চন্দ্র-সম বদন তাহার।
ঊর্দ্ধভাগে সেই পুত্র চাহে অনিবার॥
নীল-ইন্দীবর-সম সুন্দর লোচন।
ক্ষণে হাস্য করে, ক্ষণে করিছে ক্রন্দন॥
ধূলি-ধূসরিত দেহে সেই পুত্রধন।
বারে বারে হস্তপদ করে সঞ্চালন॥
পুত্রের মোহন কান্তি করিয়া দর্শন।
যশোদা ও নন্দ হয় আনন্দে মগন॥
শীতল জলেতে স্নান করায়ে তাহারে।
নাড়ী ছেদ করে ধাত্রী যত্ন সহকারে॥
জয় জয় ধ্বনি করি যত গোপীগণ।
নন্দের ভবনপানে করে আগমন॥
বালকে দর্শন করি পূর্ণ হয় সাধ।
ক্রোড়েতে করিয়া সবে করে আশীর্ব্বাদ॥



বদন বিকৃত করি করিয়া চীৎকার।
পূতনা রাক্ষসী পড়ে ভূমির মাঝার॥

রূপের প্রশংসা তার করে কোন জন।
কেহ তার বদনেতে করিল চুম্বন ॥
যেই জন তার পানে চাহে একবার।
ফিরাতে না পারে আর নয়ন তাহার ॥
এমন মোহন রূপ কে দেখেছে কবে।
শিশু ল'যে কাড়াকাড়ি করে গোপী সবে ॥
কেহ তারে বক্ষে ধরে সোহাগের ভরে।
মস্তকে বুলায় হাত প্রফুল্ল অন্তরে ॥
স্নানাহার ত্যাগ করি গোপিনী সকলে।
হেরিতে শিশুর মুখ আসে দলে দলে ॥
স্নান সমাপন করি নন্দ তারপরে।
বিশুদ্ধ যুগল বস্ত্র পরিধান করে ॥
বিধিমত সব কার্য্য করি সমাপন।
করাইল হৃষ্টমনে ব্রাহ্মণ-ভোজন ॥
বাজিল মঙ্গল বাদ্য অতি সুমধুর।
ধন দান নন্দ সবে করিল প্রচুর ॥
ধন রত্ন প্রবালাদি হীরা আদি যত।
বিপ্রগণে নন্দ দান করে অবিরত ॥
স্বর্ণ কাঞ্চন রৌপ্য দুগ্ধ নবনীত।
ধান্য চিনি দধি মধু মিষ্টান্ন ও ঘৃত ॥
লড্ডুক মোদক আদি করে বিতরণ।
ভূমি গাভী ঘোটকাদি করিল অর্পণ ॥
পুত্রের মঙ্গল তরে সূতিকা-ভবনে।
নিযুক্ত করিল নন্দ মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণে ॥
বেদপাঠ করে সবে নন্দের ভবনে।
সুমধুর হরিনাম উঠে ক্ষণে ক্ষণে ॥
দেবতাব পূজা করে ব্রাহ্মণ সকল।
শ্রীহরির কীর্ত্তনাদি হয় অবিরল ॥
বৃদ্ধা ও বয়স্থা যত বিপ্রপত্নীগণ।
নন্দের ভবনে সবে করে আগমন ॥
সকলেরে দেয় নন্দ নানা উপহার।
ধন রত্ন আদি দেয় বিবিধপ্রকার ॥
নন্দের ভবনে আসে গো-পালিকাগণ।
রৌপ্য বস্ত্র গাভী নন্দ করে বিতরণ ॥

শাস্ত্রবিশারদ আসে গণকের দল।
শিশুরে আশিস্ সবে করে অবিরল ॥
এইরূপে গোকুলেতে সুখে দিন যায়।
চন্দ্রকলা-সম শিশু ক্রমে বৃদ্ধি পায় ॥
যশোদা রোহিণী দোঁহে আনন্দিত মনে।
সিন্দুর তাম্বুল ধন দেয জনে জনে ॥
যশোদা রোহিণী দুই হরষিত অতি।
পেয়ে কৃষ্ণ বলরাম অগতির গতি ॥
গোপ-গোপী সবে লভে আনন্দ অপার।
কৃষ্ণ বলরাম নাম হইল প্রচার ॥
রাম-কৃষ্ণ জন্মকথা যে শুনিবে কাণে।
অনবদ্য ভক্তিরস উছলিবে প্রাণে ॥
বিঘ্ন দূরে যাবে তার, নাহি কোন ভয়।
শান্তি লাভ করিবে সে সকল সময় ॥
শ্রীহরির জন্মকথা সুধার সমান।
যে জন শ্রবণ করে জুড়ায় পরাণ ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দশম অধ্যায সমাপ্ত।

● একাদশ অধ্যায়

পূতনা বধ।

একদিন সভামধ্যে সভাসদ সনে।
বসিয়াছিলেন কংস স্বর্ণ-সিংহাসনে ॥
সহসা আকাশবাণী শোনে নরপতি।
শুন শুন কংসরাজ, কহি তব প্রতি ॥
তুমি অতি মূঢ়জন কি কহিব আর।
স্বীয মঙ্গলের চিন্তা কর অনিবার ॥
তোমার করিবে যেই বিনাশ-সাধন।
ধরণীতে জন্ম লাভ করেছে সে জন ॥
বসুদেব তার পুত্র রাখি নন্দ-ঘরে।
তার কন্যা নিজ ঘরে আনয়ন করে ॥
সেই কন্যা মহামায়া কহিনু তোমায়।
বসুদেব পুত্র-রূপে শ্রীহরি জন্মায় ॥

তোমার বিনাশকারী সেই সনাতন।
নন্দের ভবনে বৃদ্ধি হতেছে এখন॥
দৈবকী-সপ্তমগর্ভে যেই পুত্র রয়।
তাহারে আকৃষ্ট করে মায়া সে সময়॥
রোহিণীর গর্ভে পরে করিল স্থাপন।
সেই গর্ভে বলরাম জন্মিল তখন॥
তোমার হনন তরে কৃষ্ণ-বলরাম।
নন্দের ভবনে বৃদ্ধি পায় অবিরাম॥
সুখে তুমি আছ রাজা, চিন্তা কিছু নাই।
পরিণাম চিন্তা কর কহিলাম তাই॥
শুনিয়া আকাশবাণী কংস নরপতি।
পরিণাম ভাবি হয় চিন্তামগ্ন অতি॥
আহারাদি নরপতি করি পরিহার।
নিজের মঙ্গল চিন্তা করে অনিবার॥
মুখে তার হাসি নাহি চিন্তামগ্ন মুখ।
নিরন্তর করে ভয়ে দুরু দুরু বুক॥
কপালে লিখন কি যে ভাবিয়া না পায়।
দিনরাত একমনে ভাবিছে উপায়॥
বকের ভগিনী ছিল পূতনা নামেতে।
তাহারে ডাকিয়া কহে সভার মাঝেতে॥
প্রিয়তমা ভগ্নী তুমি শুন লো পূতনে।
মোর কথা শুন, যাও নন্দের ভবনে॥
আপনার স্তনে তুমি গরল মিশাও।
নন্দের নন্দন-মুখে সেই স্তন দাও॥
মায়াশাস্ত্র জান তুমি, সেই মায়াবলে।
মানবীর রূপ তুমি ধর সুকৌশলে॥
রাক্ষসীর রূপ তুমি কর পরিহার।
নন্দের আলয়ে যাও আদেশে আমার॥
দুর্ব্বাসার মন্ত্রবলে তুমি অনুক্ষণ।
সর্ব্বত্র করিতে পার গমনাগমন॥
ইচ্ছামত ধর রূপ বিবিধপ্রকার।
মানবীর রূপে যাও গোকুল-মাঝার॥
নিজের ভ্রাতার ইষ্ট যদি তুমি চাও।
নন্দ-পুত্রহত্যা-তরে গোকুলেতে যাও॥

এইরূপ কথা কহি পূতনার প্রতি।
বিরত হইল তবে কংস নরপতি॥
কংসেরে প্রণাম করি পূতনা তখন।
গোকুলের উদ্দেশেতে করিলা গমন॥
পূতনা রাক্ষসী ধরে মানবী-আকার।
মায়া অঙ্গে শোভে তার রত্ন-অলঙ্কার॥
তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ দেহ হয় তার।
মস্তকে ধারণ করে কবরীর ভার॥
সিন্দুরের বিন্দু শোভে ললাটের মাঝে।
সুন্দর মালতীমালা গলায় বিরাজে॥
রূপসীর বেশে চলি পূতনা তখন।
গোকুলে দেখিতে পায় নন্দের ভবন॥
গভীর পরিখা শোভে চারিদিকে তার।
নন্দের আলয় রাজে তাহার মাঝার॥
বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত নন্দের ভবন।
বহুবিধ মণিরত্নে দীপ্ত অনুক্ষণ॥
ইন্দ্রনীল মরকত মণি শোভা পায়।
পদ্মরাগ মণি কত শোভিছে তাহায়॥
স্বর্ণের কলস শোভে ভবন-শিখরে।
বিপুল প্রাকার রাজি আশ্রম ভিতরে॥
প্রাকারের চতুর্দ্দিকে আছে চতুর্দ্বার।
লৌহের কপাট রাজে তাদের মাঝার॥
চারিদ্বারে রহিয়াছে দ্বারপালগণ।
রক্ষণ করিছে সদা নন্দের ভবন॥
পূতনা গোকুলে আসি করিল দর্শন।
সুন্দরী রূপসী কত করে বিচরণ॥
নানাবিধ মণিমুক্তা রত্ন স্বর্ণধন।
নন্দের আশ্রম মাঝে শোভে অনুক্ষণ॥
কোটি কোটি দুগ্ধবতী গাভী-সমুদয়।
বিচরিছে গোষ্ঠ মাঝে সকল সময়॥
নিরন্তর কর্ম্মে ব্যস্ত দাসদাসীগণ।
গোকুলে প্রবেশ করে পূতনা তখন॥
পূতনা ধরিয়াছিল মানবীর দেহ।
দুষ্টা বলি কেহ তারে না করে সন্দেহ॥

অপরূপ রূপ তার করিয়া দর্শন।
মনে মনে চিন্তা করে যত গোপীগণ॥
লক্ষ্মী কিংবা দুর্গাদেবী কৃষ্ণে দেখিবারে।
কৃপা করি আসে বুঝি গোকুল-মাঝারে॥
চরণে প্রণাম্ করি গোপিনীর দল।
বসাইযা সিংহাসনে শুধায় কুশল॥
সকলের মাঝখানে সিংহাসনে বসি।
মনে-মনে হাস্য করে পূতনা রাক্ষসী॥
যুক্তকরে গোপীগণ শুধায় তখন।
কহ দেবি, কোথা হতে তব আগমন॥
কি নাম তোমার দেবি কহ কৃপা করি।
কি কারণে এই স্থানে আসিলে ঈশ্বরী॥
কোথায় নিবাস তব কহ ভগবতি।
সকল জানিতে মন ব্যাকুলিত অতি॥
তাদের সকল প্রশ্ন করিযা শ্রবণ।
পূতনা মধুর স্বরে কহিল তখন॥
মথুরাবাসিনী আমি, শুন গোপীগণ।
হেরিতে আসিনু আমি নন্দের নন্দন॥
বারতা পাইনু আমি মুখেতে চরের।
মনোহর পুত্র এক হইল নন্দের॥
ব্রাহ্মণের ভার্য্যা আমি হইযাছে সাধ।
করিব তাহারে আমি শুভ আশীর্ব্বাদ॥
যে কারণে গোকুলেতে মোর আগমন।
নন্দের নন্দন শীঘ্র কর আনয়ন॥
হেরিযা তাহাব মুখ, আশীর্ব্বাদ ক'রে।
ফিরিয়া যাইব পুনঃ মথুরা-নগরে॥
যশোদা তাহার কথা করিযা শ্রবণ।
পুত্রেরে তাহার কাছে করে আনয়ন॥
বালকেরে ক্রোড়ে করি পূতনা তখন।
বারবার-মুখ তার করিল চুম্বন॥
কপট-সোহাগ ভবে বুকে চাপি ধরে।
তারপর বালকেরে স্তন্য দান করে॥
যশোদারে ডাকি কহে পূতনা সুন্দরী।
নারায়ণ-তুল্য পুত্র আহা মরি মরি॥

যত দেখি তত হয ইচ্ছা দেখিবারে।
মনে হয় মুখচন্দ্র হেরি বারে বারে॥
কিবা অপরূপ কান্তি মদনমোহন।
আসিয়া জন্মিল যেন হরি নারাযণ॥
বিষাক্ত স্তনের দুগ্ধ প্রফুল্ল অন্তরে।
সুধার সমান যেন শিশু পান করে॥
এইরূপে শিশু যত পান করে স্তন।
ব্যথায় কাতর হয পূতনা তখন॥
শিশু স্তন নাহি ছাড়ে চুষিয়া চুষিয়া।
পূতনার প্রাণ যেন লইল শুষিয়া॥
বদন বিকৃত করি করিয়া চীৎকার।
পূতনা রাক্ষসী পড়ে ভূমির মাঝার॥
এইরূপে স্থূল দেহ পরিহার করি।
পূতনা গোলোকে যায রত্নরথে চড়ি॥
রত্নের নির্ম্মিত রথ অতি মনোহর।
দর্পণ, চামর শোভে তাহার ভিতর॥
নানাবিধ চিত্র শোভে সে রথের মাঝে।
রত্নের কলস কত তাহাতে বিরাজে॥
একশত চক্রযুক্ত সে রথ সুন্দর।
পারিষদগণ রহে তাহার ভিতর॥
সেই রথে আরোহণ করি তারপর।
পূতনা গোলোকধামে চলিল সত্বর॥
দেখিয়া গোকুলবাসী মুগ্ধ হয় অতি।
শুনিয়া বিস্মিত হয কংস নরপতি॥
শিশুরে কোলেতে করি যশোদা তখন।
স্নেহভরে বক্ষে চাপি দান করে স্তন॥
শিশুর মঙ্গলকার্য্য করিল ব্রাহ্মণ।
শাস্ত্রবিদ্ আদি করে শান্তি স্বস্ত্যযন॥
পূতনার শবদেহ করিয়া সৎকার।
নন্দরাজ শাস্ত্রমতে ক্রিয়া করে তার॥
নারদ কহিলা প্রভু, হরি নারায়ণ।
অপূর্ব্ব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ॥
কৃপা করি ভগবান্ কহ মোর প্রতি।
রাক্ষসী-আকারে ছিল কোন্ পুণ্যবতী॥

কোন্ ভাগ্যগুণে তার কৃষ্ণে দেয় স্তন।
কিবা পুণ্যফলে তার গোলোকে গমন॥
সন্দেহ ভঞ্জন কর ওগো দয়াময়।
আমার মনেতে জাগে বিষম সংশয়॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
পূতনার পরিচয় দিতেছি এখন॥
বলিকন্যা রত্নমালা, যজ্ঞের সময়।
বামনের রূপ দেখি অতি মুগ্ধা হয়॥
পুত্রস্নেহবশে কন্যা ভাবে অনিবার।
পুত্রতুল্য হয় যদি বামন আমার॥
স্নেহভরে বক্ষে তারে করিয়া ধারণ।
মনের আনন্দে আমি দিব তারে স্তন॥
জানিয়া মনের ভাব হরি ভগবান্।
জন্মান্তরে স্তন তার করিলেন পান॥
রত্নমালা জন্মান্তরে শুন তপোধন।
পূতনা-রাক্ষসী-রূপ করিল ধারণ॥
তার অভিলাষ পূর্ণ করি সনাতন।
শিশু-রূপে পান করে বিষমাখা স্তন॥
এইরূপে মাতৃগতি লাভ করি শেষে।
গোলোকে পূতনা যায় মনোহর বেশে॥
নিরন্তর ভজ সবে শ্রীকৃষ্ণের নাম।
সুধামাখা কৃষ্ণনাম কর অবিরাম॥
অসার-সংসার-মাঝে কৃষ্ণনাম সার।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বদনেতে বল অনিবার॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি সুমধুর।
শ্রবণ করিলে সব পাপ হয় দূর॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● দ্বাদশ অধ্যায়

তৃণাবর্ত্তাসুর বধ ও তাহার শাপ-মোচন।

নারায়ণ কহিলেন, শুন হে সুমতি।
বিচিত্র কাহিনী আমি কহিব সম্প্রতি॥
একদিন গোকুলেতে যশোদা যখন।
বালকেরে বক্ষ-মাঝে করিয়া ধারণ॥
গৃহকর্ম্মে আপনার ব্যস্ত অতিশয়।
বায়ু-রূপে তৃণাবর্ত্ত আসে সে সময়॥
মনে মনে জানি তাহা হরি সনাতন।
হইলেন ভারযুক্ত যশোদা নন্দন॥
সহিতে না পারি সতী বালকের ভার।
স্থাপন করিলা তারে শয্যার মাঝার॥
এইরূপে বালকেরে রাখিয়া শয্যায়।
যশোদা যমুনাতীরে স্নান তরে যায়॥
বাত্যারূপধারী সেথা তৃণাবর্ত্তাসুর।
বায়ু-রূপে শ্রীহরিরে ল'য়ে যায় দূর॥
ক্রোধেতে গর্জ্জন করি সেই দুরাচার।
শ্রীকৃষ্ণেরে তুলিলেক আকাশ মাঝার॥
কৃষ্ণ নিধনের ইচ্ছা ছিল তার মনে।
উঠাইল তাই তাঁরে শূন্য গগনে॥
মনে মনে হাসি তবে দেব নিরঞ্জন।
অসুরের গলা চাপি করিল নিধন॥
শ্রীহরির স্পর্শ লাভ করে তৃণাসুর।
দুর্ব্বাসার অভিশাপ হয় তার দূর॥
মুক্তিলাভ করি শেষে রথ-আরোহণে।
হরির মন্দিরে যায় আনন্দিত মনে॥
পূর্ব্বকালে তৃণাবর্ত্ত ছিল নরপতি।
পাণ্ড্যদেশে ছিল তার প্রতিপত্তি অতি॥
দুর্ব্বাসার অভিশাপে সেই নৃপবর।
অসুরযোনিতে আসি জন্মে অতঃপর॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণস্পর্শে শাপ হয় দূর।
গোলোকে গমন করে তৃণাবর্ত্তাসুর॥
যমুনা হইতে ফিরি যশোদা তখন।
শয্যা-মাঝে বালকেরে না করে দর্শন॥
চারিধারে অন্বেষণ করে বারবার।
বক্ষে করাঘাত করি করে হাহাকার॥
ভিতরে বাহিরে খোঁজে শিশুরে না পায়।
ব্রজবাসিগণ সবে করে হায় হায়॥

উচ্চৈঃস্বরে কেহ কেহ করিল রোদন।
মূর্চ্ছিত হইয়া সেথা পড়ে কোনজন॥
খুঁজিতে খুঁজিতে সবে পুষ্পের উদ্যানে।
নন্দের বালকে তারা হেরিল সেখানে॥
সরোবরতীরে পদ্মে করিয়া শয়ন।
ভীত হ'য়ে কাঁদিতেছে নন্দের নন্দন॥
ধূলিধূসরিত তার শ্যাম কলেবর।
ঊর্দ্ধে আকাশের পানে চাহে নিরন্তর॥
বালকে হেরিয়া নন্দ অতি দ্রুত গিয়া।
পুত্রেরে লইল ক্রোড়ে বক্ষেতে চাপিয়া॥
বারে বারে মুখ তার করি নিরীক্ষণ।
মনের আনন্দে নন্দ করিল ক্রন্দন॥
রোহিণী যশোদা দোঁহে অশ্রুপূর্ণ চোখে।
চাপিয়া বক্ষের মাঝে ধরিল বালকে॥
পাগলিনী প্রায় করে বদন চুম্বন।
উদ্দেশ করিয়া পুত্রে করে সম্বোধন॥
ওরে প্রাণধন, ওরে নয়নের মণি।
তোরে ছাড়া পলকেতে প্রলয় যে গণি॥
তোর চন্দ্রমুখ যদি না করি দর্শন।
অন্ধকার মনে হয় এ ভব ভবন॥
অঞ্চলের নিধি তুই, কি কহিব আর।
এত বলি মুখ তার চুমে বারংবার॥
তারপর করি তার স্নান সমাপন।
করায় মঙ্গলকর শান্তি স্বস্ত্যয়ন॥
এত শুনি শ্রীনারদ নারায়ণে কয়।
জানিতে বাসনা মোর একটি বিষয়॥
পাণ্ড্যদেশী নৃপতিরে দুর্ব্বাসা প্রবর।
কেন অভিশাপ দিলা কহ অতঃপর॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
সেই কথা তব কাছে করিব বর্ণন॥
পাণ্ড্যদেশী নরপতি সহস্রাক্ষ বীর।
একদিন হয় অতি কামেতে অধীর॥
পুষ্পের উদ্যানে সুখে করিতে বিহার।
সহস্র রমণী ল'য়ে যায় নদীধার॥
নানাভাবে সহস্রাক্ষ করিল রমণ।
প্রিয়াদের বুকে মুখে করিল চুম্বন॥
নখদন্ত-ক্ষত করে কুচের মাঝার।
কভু জলে কভু স্থলে করিল শৃঙ্গার॥
উলঙ্গিনী নারীগণ নগ্ন নৃপ সাথে।
পুষ্পভদ্রা নদীতীরে রতিরঙ্গে মাতে॥
না জানে বিরাম কেহ, তৃপ্তি নাহি আর।
আলিঙ্গন চুম্বনাদি করে বারবার॥
সহস্রাক্ষ ধরি সেথা সহস্র মুরতি।
নারীদের সহ সুখে ভোগ করে রতি॥
লক্ষ শিষ্য পরিবৃত দুর্ব্বাসা তখন।
কৈলাসধামের পানে করেন গমন॥
কামেতে উন্মত্ত সেথা রহে নরপতি।
দুর্ব্বাসারে হেরি তাঁরে না করে প্রণতি॥
জল হ'তে না উঠিল নৃপতি তখন।
মুনিবরে রাজা নাহি করে সম্ভাষণ॥
নৃপতির ব্যবহার হেরি মুনিবর।
ক্রোধভরে অঙ্গ তাঁর কাঁপে থর থর॥
ধৃষ্টতা দেখিয়া মুনি করি সম্বোধন।
নৃপতিরে অভিশাপ দিলেন তখন॥
শোন্ ওরে দুরাত্মন্ বচন আমার।
এ পাপ হইতে তোর নাহিক নিস্তার॥
প্রজার মঙ্গল ইচ্ছা নাহি কদাচন।
রমণী ভোগেতে মত্ত আছ অনুক্ষণ॥
মোর প্রতি করেছিস্ ঘোর অপমান।
তাই তোরে করিলাম অভিশাপ দান॥
দানব কুলেতে তোর হইবে জনম।
আমার এ অভিশাপ না হবে খণ্ডন॥
এক লক্ষ বর্ষ ধরি অসুর-আকারে।
বর্ত্তমান র'বি তুই পৃথিবী-মাঝারে॥
শ্রীহরির পাদস্পর্শে হবে পাপ নাশ।
অভিশাপ অন্তে হবে গোলোকেতে বাস॥
এইরূপে সহস্রাক্ষে অভিশাপ দিয়া।
নারীগণে মুনিবর কহিল ডাকিয়া॥

ভারতের রাজগৃহে জন্ম সবে লও।
ভুবনমোহিনী সবে রাজকন্যা হও॥
এই কথা কহি শেষে দুর্ব্বাসা-প্রবর।
কৈলাসধামের পানে চলিলা সত্বর॥
দুর্ব্বাসার অভিশাপ করিয়া শ্রবণ।
হাহাকার করে তাঁর যত শিষ্যগণ॥
পুষ্পভদ্রা নদীতীরে বসি নরপতি।
বিলাপ করিল কত মনোদুঃখে অতি॥
বিরহকাতর যত রমণীর দল।
অভিশাপ শুনি সবে কাঁদে অবিরল॥
নৃপতিরে সম্বোধিয়া কহে নারীগণ।
ওহে নাথ, কোথা তুমি করিবে গমন॥
তোমারে ছাড়িয়া মোরা কোন্‌খানে যাব।
কহ নাথ, কোথা আর রতিসুখ পাব॥
রমণে সুদক্ষ তুমি, বীর কামরণে।
তোমারে ছাড়িয়া মোরা রহিব কেমনে॥
তোমার সহিত কবে করিব বিহার।
সেই কথা সবে মোরা ভাবি অনিবার॥
এমন সুখের রাজ্য করি পরিহার।
কেমনে ধরিবে নাথ অসুর-আকার॥
কেমনে ফিরিয়া পুনঃ যাইব ভবনে।
তোমার বিরহে কাল কাটাব কেমনে॥
শরতের চন্দ্র সম তোমার বদন।
আর কবে বল নাথ করিব দর্শন॥
প্রাণের বল্লভ তুমি ওহে প্রাণধন।
আর কবে বক্ষে তোমা করিব ধারণ॥
সহস্রাক্ষ নৃপতির ধরিয়া চরণ।
এইরূপে হাহাকার করে নারীগণ॥
অগ্নিকুণ্ড বিরচিয়া নৃপ অতঃপর।
নারীগণ সহ তাতে প্রবেশে সত্বর॥
দেবগণ হাহাকার করে সে সময়।
দৈববল শ্রেষ্ঠ বল, মুনিগণ কয়॥
সেই রাজা সহস্রাক্ষ শুন তপোধন।
তৃণাবর্ত্তাসুর রূপে করে আগমন॥
নৃপতির মহিষীরা আসি ধরাতলে।
রাজেন্দ্রগণের গৃহে জন্মিল সকলে॥
তৃণাবর্ত্ত বায়ুরূপ করিয়া ধারণ।
গোকুলে কৃষ্ণেরে যায় করিতে নিধন॥
কৃষ্ণের চরণস্পর্শে পাপ দূরে যায়।
নৃপতি গোলোকধামে চলিল ত্বরায়॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি মধুময়।
শ্রবণ করিলে হয় পবিত্র হৃদয়॥
পাপ তাপ দূরে যায় বিঘ্ন হয় নাশ।
অনায়াসে পূর্ণ হয় সর্ব্ব-অভিলাষ॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হরি সনাতন।
ভক্তজনে অনুক্ষণ করেন রক্ষণ॥
যেই জন কৃষ্ণনাম লয় অনিবার।
এ তিন ভুবনে আছে কি ভয় তাহার॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শকটভঞ্জন ও কবচন্যাস।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্।
কহিব তোমারে আমি অপূর্ব্ব আখ্যান॥
একদিন নন্দপত্নী আপন ভবনে।
বক্ষে ল'য়ে স্তন দান করিছে নন্দনে॥
এমন সময় সেথা করে আগমন।
কতিপয় যুবতী ও বৃদ্ধা গোপীগণ॥
স্তন্যপানে পরিতৃপ্ত না হইতে হরি।
উঠিল যশোদাদেবী অতি ত্বরা করি॥
পুত্রেরে শয্যায় রাখি যশোদা তখন।
সকলেরে মিষ্টভাবে করে সম্ভাষণ॥
বসিতে আসন দিয়া নমস্কার করে।
সিন্দূরাদি দান করে প্রফুল্ল অন্তরে॥
মায়াময় শিশুরূপী কৃষ্ণ সনাতন।
কাঁদিতে কাঁদিতে করে চরণ-ক্ষেপণ॥

যশোদা ছিলেন মত্ত কথা আলাপনে।
পুত্রের রোদনধ্বনি না পশে শ্রবণে॥
প্রাচীন শকট ছিল পায়ের নিকট।
হরি-পদাঘাতে সেই ভাঙ্গিল শকট॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি শকটেতে ছিল।
সহসা সকল দ্রব্য ভূমিতে পড়িল॥
হেরিল গোপিনীগণ কাষ্ঠরাশি মাঝে।
যশোদার শিশুপুত্র কাঁদিযা বিরাজে॥
অদ্ভুত সে দৃশ্য হেরি যত গোপীগণ।
ভযে সবে সেথা হ'তে করে পলায়ন॥
যশোদা হেরিয়া সেই অদ্ভুত ব্যাপার।
ছুটিয়া আসিল সেথা করি হাহাকার॥
পুত্রেরে বক্ষেতে দেবী করিয়া ধারণ।
তাড়াতাড়ি মুখে স্তন করিল অর্পণ॥
সেথা উপনীত ছিল বালকের দল।
তাদেব জিজ্ঞাসা করে গোপেরা সকল॥
শকট ভাঙ্গিল কেবা কহ কহ আজ।
তোমাদের মাঝে কেবা করিল এ কাজ॥
কহিল বালকদল তাদের নিকট।
যশোদার শিশুপুত্র ভাঙ্গিল শকট॥
তাহাদের মুখে শুনি এরূপ বচন।
উচ্চ হাস্য করে যত ব্রজবাসিগণ॥
যশোদার শিশুপুত্র কি শক্তি তাহার।
অবিশ্বাসে সকলেই হাসে বারংবার॥
শাস্ত্রবিদ্ আসে যত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
করিল মঙ্গলকর শান্তি স্বস্ত্যয়ন॥
শিশুর মস্তকে হস্ত করিযা অর্পণ।
করিল কবচ দান বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ॥
বিঘ্নবিনাশন সেই কবচ বিষয়।
শুন শুন তব কাছে কহি মহাশয়॥
যে কবচ ব্রহ্মাদেবে মায়া করে দান।
সেই কবচের কথা কর অবধান॥
মধু কৈটভের ভযে ভীত ব্রহ্মা যবে।
যোগনিদ্রা ব্রহ্মাদেবে কহিলেন তবে॥

শুন শুন কহি তোমা ব্রহ্মা মহাশয়।
সুখে অবস্থান কর দূর কর ভয়॥
আমি আর হরি তোমা করিব রক্ষণ।
মিথ্যা চিন্তা পরিহার কর হে ব্রাহ্মণ॥
তোমার বদন হরি করুন রক্ষণ।
রক্ষণ করুন শির শ্রীমধুসূদন॥
রক্ষা যেন করে কৃষ্ণ তোমার নয়ন।
নাসা যেন রক্ষা করে রাধিকারমণ॥
কর্ণ কণ্ঠ শ্রীমাধব রক্ষা যেন করে।
কপোল করুন বক্ষা গোবিন্দ ঈশ্বরে॥
কেশব স্বয়ং যেন রক্ষা করে কেশ।
অধরোষ্ঠ রক্ষা যেন করে হৃষীকেশ॥
দন্তপংক্তি গদাগ্রজ করুন রক্ষণ।
তালুকা করুন রক্ষা সদাই বামন॥
রসনা রক্ষণ যেন করে রাসেশ্বর।
দৈত্যারি করুন রক্ষা তোমার জঠর॥
বক্ষঃস্থল শ্রীমুকুন্দ করুন রক্ষণ।
নাভি রক্ষা করে যেন হরি জনার্দ্দন॥
বিষ্ণুদেব গণ্ড যেন রক্ষে অনিবার।
করুন রক্ষণ গুহ্য নিতম্ব তোমার॥
জানকীর পতি যেন রক্ষে জানুদ্বয়।
নৃসিংহ রক্ষিবে হস্ত সঙ্কট-সময়॥
বরাহ করিবে রক্ষা যুগল চরণ।
ঊর্দ্ধদেশ রক্ষা যেন করে নারায়ণ॥
লক্ষ্মীপতি অধোদেশ করিবে রক্ষণ।
রক্ষণ করিবে পূর্ব্বে শ্রীগোপাল-ধন॥
অগ্নিকোণে রারণারি রক্ষিবে তোমারে।
হে ব্রহ্মন্, চিন্তা কেন কর বারে বারে॥
বৈকুণ্ঠ ও বনমালী বাসুদেবগণ।
শত্রুজিৎ রাঘবাদি করিবে রক্ষণ॥
হে ব্রহ্মন্, শুন শুন বচন আমার।
অদ্ভুত কবচ-কথা কহি সবিস্তার॥
পূর্ব্বকালে শম্ভুসহ করি যবে রণ।
এ কবচ কৃষ্ণ মোরে করেন অর্পণ॥

কবচের প্রভাবেতে শুন হে ব্রহ্মন্।
শুম্ভ অসুরের আমি করিনু নিধন॥
শুম্ভাসুর মৃত্যুমুখে পড়িল যখন।
কবচ দিলেন মোরে কৃষ্ণ সনাতন॥
সকল বৃত্তান্ত তোমা কহি মহাশয়।
এ কবচ বিদ্যমানে নাহি কোন ভয়॥
যাহা কিছু হেরিতেছ নশ্বর সকল।
নিত্য হই আমি আর শ্রীহরি কেবল॥
কোটি কোটি ব্রহ্মা বিষ্ণু লভিবে পতন।
নিত্য সত্য শুধু আমি আর সনাতন॥
এত বলি করি তাঁরে কবচ প্রদান।
সহসা শ্রীযোগমায়া করে অন্তর্দ্ধান॥
কবচ পাইয়া ব্রহ্মা শঙ্কাহীন হয়।
নাভি-কমলের মাঝে মন-সুখে রয়॥
সুবর্ণ গুটির মাঝে যদি কোন জন।
এ কবচ রাখি করে কণ্ঠেতে বন্ধন॥
অথবা বাহুতে তার এ কবচ রাখে।
সর্প শত্রু হ'তে তার ভয় নাহি থাকে॥
বিষে ও অনলে তার নাহি কোন ভয়।
তাহারে রক্ষেণ হরি সকল সময়॥
এ কবচ যেই জন করিবে ধারণ।
বজ্রাঘাতে ভয় তার নাহি কদাচন॥
সংগ্রামে সে জন জয়ী নিরন্তর হয়।
বিপদকালেতে তার নাহি কোন ভয়॥
এ কবচ কণ্ঠমাঝে করিয়া ধারণ।
ত্রিপুরেরে নাশ করে ভোলা পঞ্চানন॥
এ কবচ হৃদে তাঁর করিয়া ধারণ।
রক্তবীজে কালীদেবী করিলা ভক্ষণ॥
কবচ ধারণ করি অনন্ত সদাই।
পৃথিবী মস্তকে রাখে কোন ভুল নাই॥
কবচের প্রভাবেতে শুন তপোধন।
সর্ব্বত্র বিজয়ী মোরা হই অনুক্ষণ॥
সে কবচ নন্দপুত্রে দান করে দ্বিজে।
নিজের কবচ হরি পরিলেন নিজে॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা সুধার সমান।
শ্রবণ করিলে তৃপ্ত হয় মন প্রাণ॥
বিদূরিত হয় বিঘ্ন, দূর হয় ভয়।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি সুধাময়॥
তাপদগ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে।
পুরাণ শ্রবণ কর প্রফুল্ল অন্তরে॥
অসার সংসারে দিন বৃথা কেটে যায়।
ভুলিয়া রয়েছে সবে বিষ্ণুর মায়ায়॥
মোহনিদ্রা হ'তে সবে কর জাগরণ।
একমনে ভজ সেই হরির চরণ॥
হরি সত্য ত্রিভুবনে, মিথ্যা সমুদয়।
কৃষ্ণনাম কর জীব সকল সময়॥
জুড়াবে তাপিত প্রাণ ভয় কেন আর।
হরির চরণ ধ্যান কর অনিবার॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● চতুর্দ্দশ অধ্যায়

গর্গমুনির নন্দালয়ে আগমন ও শ্রীকৃষ্ণ বলরামের নামকরণ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিরাজ।
শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য কিছু নিবেদিব আজ॥
একদা যশোদাদেবী বসি সিংহাসনে।
স্তন দান করিছেন কৃষ্ণ সনাতনে॥
ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত বিপ্র একজন।
সহসা তাঁহার কাছে করে আগমন॥
শিষ্যদল-পরিবৃত দণ্ডছত্রধর।
পরব্রহ্ম-নাম-জপ করে নিরন্তর॥
পরিধানে শুভ্রবস্ত্র অতি চমৎকার।
মুক্তাসম শুভ্রবর্ণ দন্তরাজি তার॥
জ্যোতিষের শাস্ত্রে বিপ্র দক্ষ অতিশয়।
বেদশাস্ত্রে তার তুল্য কেহ নাহি হয়॥
শিরে শোভে জটারাশি অপূর্ব্ব বাহার।
শরতের চন্দ্রসম বদন তাহার॥

বালক শ্রীকৃষ্ণ ও মাতা যশোদা



অঞ্চলের নিধি তুই কি কহিব আর।
এত বলি মুখ তার চুমে বারবার॥

বিকসিত পদ্মসম যুগল নয়ন।
গৌরবর্ণ অঙ্গ তার অতি সুদর্শন ॥
গদাধর ভক্ত সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
তার মন্ত্রগুরু হন দেব পঞ্চানন ॥
কণ্ঠেতে বিরাজে তার দেবী সরস্বতী।
শ্রীহরির ধ্যান করে ভক্তিভরে অতি ॥
জীবন্মুক্ত সে ব্রাহ্মণ সিদ্ধির ঈশ্বর।
সিদ্ধান্তে সুদক্ষ বিপ্র হয় নিরন্তর ॥
যশোদা তাহারে হেরি গাত্রোত্থান করে।
প্রণাম করিল পায়ে অতি ভক্তিভরে ॥
পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক করিয়া প্রদান।
বালকের দ্বারা বিপ্রে বন্দনা করান ॥
মনে মনে শ্রীহরিরে করিয়া স্মরণ।
প্রীত হ'যে বেদমন্ত্র করে উচ্চারণ ॥
যশোদা সকল শিষ্যে করে নমস্কার।
শিষ্যগণ আশীর্ব্বাদ করে বার বার ॥
শিষ্যগণ সহ করি পাদ-প্রক্ষালন।
আসনেতে উপবিষ্ট হইল ব্রাহ্মণ ॥
তখন যশোদা সতী জুড়ি দুই কর।
ভক্তিভবে কহিলেন সাধুর গোচর ॥
ঋষির প্রধান প্রভু তুমি আত্মারাম।
কৃপা করি কহ প্রভু কিবা তব নাম ॥
অঙ্গিরা মরীচি অত্রি পুলস্ত্য পুলহ।
কোন্ জন হও প্রভু কৃপা করি কহ ॥
দুর্ব্বাসা প্রচেতা ক্রতু অথবা গৌতম।
বশিষ্ঠ কপিল কিংবা দেবল কর্দ্দম ॥
সনক সনন্দ বোঢ়ু কচ সনাতন।
ইঁহাদেব মাঝে তুমি হও কোন্ জন ॥
পঞ্চশিখ বিশ্বামিত্র গুরু বৃহস্পতি।
কোন্ জন হও প্রভু কহ মোর প্রতি ॥
সম্বর্ত্ত উতথ্য ভৃগু সৌরভি চ্যবন।
অথবা কি বামদেব নরনারায়ণ ॥
শক্তি ব্যাস পরাশর কণ্ব কাত্যায়ন।
এঁদের মাঝারে তুমি হও কোন্ জন ॥
জৈমিনি আস্তীক শৃঙ্গী পৈল শরদ্বান্।
ইঁহাদের কেবা তুমি কহ ভগবান্ ॥
মার্কণ্ডেয় ঋষ্যশৃঙ্গ যাজ্ঞবল্ক্য যতি।
কোন্ জন হও প্রভু কহ মোর প্রতি ॥
অষ্টাবক্র পিপ্পলাদ ঔর্ব্ব ভরদ্বাজ।
কোন্ জন হও প্রভু কহ মোরে আজ ॥
ভাগুরি সুমন্ত বৎস শৌনক আরুণি।
কে আসিলে তুমি আজ কহ কহ শুনি ॥
মোর প্রশ্ন শুনি প্রভু করিও না ক্রোধ।
পরিচয় দেহ প্রভু করি অনুরোধ ॥
আমার ভবনে তব পড়িল চরণ।
জনম সফল মোর সার্থক জীবন ॥
তোমার চরণধূলি লইযা মাথায।
কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ দূর হ'যে যায ॥
যত সব পুণ্যশ্লোক মহাত্মাদি রাজে।
কোন্ জন হও প্রভু তাহাদের মাঝে ॥
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর-সম শিষ্য-সমুদয়।
মূর্ত্তিমান্ দেব যেন তুমি মহাশয় ॥
পাদরেণু স্পর্শে আজি ধন্য মোর কুল।
সুপবিত্র হয আজি সমস্ত গোকুল ॥
সকলে মিলিযা মোর পূর্ণ কর সাধ।
বালকে প্রসন্ন মনে কর আশীর্ব্বাদ ॥
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ মঙ্গল-জনক।
স্বস্ত্যয়নরূপী তাহা বিঘ্ন-বিনাশক ॥
নন্দপত্নী এইরূপ করি সম্ভাষণ।
নন্দেরে আনিতে চর করিলা প্রেরণ ॥
যশোদার বাক্য শুনি হাসিল ব্রাহ্মণ।
মৃদু মৃদু হাস্য করে যত শিষ্যগণ ॥
তারপর যশোদারে করি সম্বোধন।
প্রীতিকর বাক্যে মুনি কহিলা তখন ॥
যে কথা বলিলে তুমি অতি সুধাময়।
তোমার উপর মোরা তুষ্ট অতিশয় ॥
পদ্মাবতী কন্যা তুমি যশোদা যুবতী।
গোপশ্রেষ্ঠ নন্দরাজ হয় তব পতি ॥

কেবা তুমি কেবা নন্দ কেবা এ নন্দন।
নির্জ্জনে নন্দের কাছে করিব বর্ণন॥
যদুকুল-পুরোহিত আমি সুপ্রাচীন।
গর্গনামে অভিহিত হই নিশিদিন॥
বসুদেব পাঠালেন বিশেষ কারণে।
তাই আমি আসিলাম তোমার ভবনে॥
এইরূপ মুনিবর কহিছে যখন।
সংবাদ পাইয়া নন্দ করে আগমন॥
ভক্তিভরে মুনিবরে করি নমস্কার।
শিষ্যগণে প্রণিপাত করিল আবার॥
নন্দ আর যশোদারে লইয়া তখন।
গর্গমুনি গৃহ-মাঝে করিলা গমন॥
নির্জ্জনে ডাকিয়া নন্দে কহে মুনিবর।
শুন শুন বাক্য মোর অতি হিতকর॥
যে কারণে বসুদেব পাঠান আমারে।
সেই গোপনীয় কথা কহিব তোমারে॥
বসুদেব এই পুত্রে সূতিকাভবনে।
গোপনে রাখিয়াছিল অতি সযতনে॥
কংসভয়ে এই পুত্র রাখি তব ঘরে।
তোমার কন্যারে লয় মথুরানগরে॥
অন্নপ্রাশনের তরে আমারে গোপনে।
বসুদেব পাঠালেন তোমার ভবনে॥
পূর্ণব্রহ্মরূপী এই শিশু সুমোহন।
ভূভার হরণ তরে আবির্ভূত হন॥
গোলোকের নাথ ইনি কৃষ্ণ সনাতন।
বৈকুণ্ঠের পতি ইনি হরি নারায়ণ॥
জন্মিলেন ভগবান্ বসুদেব-ঘরে।
তোমার ভবনে হরি আসিলেন পরে॥
মায়া-বলে মাতৃগর্ভ বায়ুপূর্ণ করি।
বসুদেব-ঘরে হন আবির্ভূত হরি॥
অযোনিসম্ভব ইনি শুন মহাশয়।
যুগে যুগে নামভেদ বর্ণভেদ হয়॥
প্রথমেতে ধরে হরি শুভ্র কলেবর।
রক্তবর্ণ দেহ হরি ধরে তারপর॥
তারপর পীতবর্ণ হইলেন হরি।
বর্ত্তমানে আসিলেন কৃষ্ণরূপ ধরি॥
সত্যযুগে শুভ্রবর্ণ মূর্ত্তি ছিল তাঁর।
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ হন চমৎকার॥
দ্বাপরেতে পীতবর্ণ ধরে কলেবর।
কলিকালে কৃষ্ণরূপ ধরেন ঈশ্বর॥
এ কারণে শ্রীহরির কৃষ্ণ নাম হয়।
পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম নাহিক সংশয়॥
শ্রীহরির কোটি নামে যেই পুণ্য হয়।
একবার কৃষ্ণনামে সেই ফলোদয়॥
কৃষ্ণনাম স্মরিলে ও করিলে শ্রবণ।
কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ হয় বিনাশন॥
কৃষ্ণনাম সুমধুর সুমঙ্গলময়।
এই নামে মুক্তি লভে জীব সমুদয়॥
সকলের সারভূত এই কৃষ্ণনাম।
ভক্তি আর দাস্যপ্রদ হয় অবিরাম॥
যেই স্থানে হয় কভু শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণের কিঙ্কর সেথা করে আগমন॥
সুরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর।
অনন্ত ইত্যাদি যাঁরে ভজে নিরন্তর॥
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা।
লক্ষ্মী সরস্বতী যাঁরে করেন বন্দনা॥
স্থূল হ'তে স্থূলতর শরীর যাঁহার।
লোমকূপে স্থিত যাঁর এ বিশ্ব-সংসার॥
সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম করে যেই জন।
অবশ্য ঘুচিবে তার ভবের বন্ধন॥
অপার নামের গুণ নাহি তার সীমা।
শিবমুখে শুনিয়াছি নামের মহিমা॥
গুরুর মুখেতে আমি শুনিয়াছি নাম।
তোমার নিকটে কহি শুন গুণধাম॥
কংসধ্বংসী পীতাম্বর দৈবকী-নন্দন।
অচ্যুত সর্ব্বেশ হরি বিষ্ণু সনাতন॥
সর্ব্বাধার সর্ব্বগতি রাধিকারমণ।
রাধাকান্ত রাধাধন রাধিকা জীবন॥

রাধিকার সহচর রাধিকার প্রাণ।
রাধিকেশ রাধাবন্ধু প্রভু ভগবান্॥
পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম রাধা-প্রাণেশ্বর।
গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ সর্ব্বরূপধর॥
শুন শুন ব্রজপতি আমার বচন।
শিশুর এ-সব নাম করহ রক্ষণ॥
কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কহিলাম আমি।
জ্যেষ্ঠপুত্র-নাম কথা শুন ব্রজস্বামী॥
গর্ভে যবে এই পুত্র বিদ্যমান রয়।
সঙ্কষ্ট হইল গর্ভ শুন মহাশয়॥
একাদশ নাম তার হবে সঙ্কর্ষণ।
অনন্ত ও বলদেব রেবতীরমণ॥
সিতিবাস নীলবাস হলী বলরাম।
মুষলী ও রৌহিণেয় হবে তার নাম॥
যাহা যাহা শুনিয়াছি করিনু বর্ণন।
এক্ষণে গৃহেতে আমি করিব গমন॥
অবস্থান কর তুমি সুখে নন্দরাজ।
আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই তোমাদের আজ॥
ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া সেথায়।
যশোদা ও নন্দ রাজা হয় স্তব্ধপ্রায়॥
মহানন্দে অনন্তর নন্দের নন্দন।
খেলাছলে মৃদু মৃদু হাসে অনুক্ষণ॥
করযোড় করি নন্দ মুনিবরে কয়।
আরো কিছু দিন তুমি রহ মহাশয়॥
তব সম যোগ্য আর কোন্ জন আছে।
অন্নপ্রাশনের তরে যাব কার কাছে॥
শুভদিন স্থির তুমি করহ সত্বর।
অন্য এক কথা কহি শুন মুনিবর॥
শ্রীকৃষ্ণ হইবে নাকি রাধিকারমণ।
এখন বলহ প্রভু রাধা কোন্ জন॥
গর্গমুনি কহিলেন, শুন নন্দরাজ।
শিবমুখে যাহা শুনি কহি তাহা আজ॥
গোলোকেতে একদিন দেবদেব হরি।
বিহার করিছে সহ বিরজাসুন্দরী॥
রাধা কাছে এ কাহিনী পৌঁছিল যখন।
ক্রোধেতে রাধার হয় অরুণলোচন॥
সখীদলবলসহ অতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে।
রাধাসতী চলিলেন ক্রীড়ার আলয়ে॥
দ্বারেতে প্রহরী সেথা ছিলেন শ্রীদাম।
রাধার না হয় তাই পূর্ণ মনস্কাম॥
দ্বার রোধ করি সেই শ্রীদাম তখন।
রাধার সকাশে বলে বিনয় বচন॥
ধৈর্য্য ধর রাধা সতী ক্ষণকাল তরে।
কৃষ্ণ আজ্ঞা আনি দেই, প্রবেশিও পরে॥
রাধিকা উদ্বিগ্না অতি নাহি সহে দেরী।
সে কারণে প্রবেশিতে চাহে ত্বরা করি॥
দুজনে বিবাদ বাধে অতি ঘোরতর।
অভিশাপ দেয় রাধা শ্রীদামে তৎপর॥
ইহাতে শ্রীদাম অতি কুণ্ঠিত অন্তরে।
রাধিকারে লক্ষ্য করি শাপ দান করে॥
শ্রীরাধার অভিশাপে শ্রীদাম তখন।
দৈত্যের যোনিতে করে জনম গ্রহণ॥
শ্রীদামের অভিশাপে শ্রীরাধিকা সতী।
গোকুলে আসিয়া হয় গোপিকা যুবতী॥
বৃষভানুসুতা রাধা অতি রূপবতী।
তাহার মাতার নাম কলাবতী সতী॥
অযোনিসম্ভবা রাধা প্রকৃতি-ঈশ্বরী।
জননীর গর্ভ রাখে বায়ুপূর্ণ করি॥
তারপর শিশুরূপ করিয়া ধারণ।
পৃথিবী-মাঝারে তিনি আবির্ভূতা হন॥
সেই কন্যা শ্রীরাধিকা ব্রজের মাঝারে।
চন্দ্রের কলার ন্যায় দিনে দিনে বাড়ে॥
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজাতা শ্রীরাধিকা সতী।
কৃষ্ণের অর্দ্ধেক তেজে তিনি মূর্ত্তিমতী॥
এক মূর্ত্তি কৃষ্ণ আর রাধা রূপে রাজে।
কোন্ জন ভেদ করে তাঁহাদের মাঝে॥
কৃষ্ণ আর রাধা মাঝে ভেদ কিছু নাই।
রূপে গুণে দুইজনে সমান সদাই॥

বুদ্ধি জ্ঞানে পরাক্রমে উভয়ে সমান।
এক মূর্ত্তি কৃষ্ণরাধা-রূপে বর্ত্তমান॥
শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বে রাধা আসে এ ভবেতে।
কৃষ্ণের অপেক্ষা তাই জ্যেষ্ঠা বয়সেতে॥
শ্রীরাধার ধ্যান কৃষ্ণ নিরন্তর করে।
কৃষ্ণধ্যান করে রাধা প্রফুল্ল অন্তরে॥
রাধার প্রাণেতে কৃষ্ণ রহে জাগরিত।
কৃষ্ণের প্রাণেতে রাধা সদা বিরাজিত॥
রাধার নিকটে হরি করিলেন পণ।
রাধাপ্রতি বলিলেন অমিয় বচন॥
তুমি যবে আবির্ভূ্তা হবে ধরণীতে।
আমিও যাইব তথা মানব রূপেতে॥
কংসভয়ে ত্যাগ করি মথুরা নগরী।
আনন্দে যাইব আমি মধুব্রজপুরী॥
দুজনে মনের সুখে থাকিব তথায়।
উৎফুল্ল হইবে প্রাণ শিহরিত কায়॥
এক আত্মা দুই দেহ অভিন্ন সদাই।
বাহিরে পৃথক্ বটে, মনে ভিন্ন নাই॥
অতএব দুঃখ নাহি কর গো রাধিকা।
তুমিই হইবে মোর উদ্দেশ্য-সাধিকা॥
রাধিকারে আশ্বাসিয়া বলেন বচন।
সে কারণে গোকুলেতে আবির্ভূত হন॥
সুমধুর রাধা-নাম যে করে শ্রবণ।
ছেদন হইবে তার ভবের বন্ধন॥
কর্ম্মভোগ দূর হবে, পূর্ণ হবে আশ।
আর কভু নাহি তার হবে গর্ভবাস॥
রাধার নামেতে ভক্তি হয় কৃষ্ণ প্রতি।
হরির দাসত্ব লভি ঘুচিবে দুর্গতি॥
রাধানাম যেই জন করে উচ্চারণ।
মোহজাল সেই জন করিবে ছেদন॥
রোগ শোক জরা মৃত্যু দূরীভূত হয়।
পাপ তাপ দূরে যায় নাহি আর ভয়॥
যম না আসিতে পারে তাহার নিকটে।
উদ্ধার হইবে সেই সকল সঙ্কটে॥

আমি যাহা জানিয়াছি শ্রীরাধার কথা।
তোমার নিকটে সেই দিলাম বারতা॥
অতীতে হইল যাহা গোলোক ভবনে।
সংক্ষেপে কহিনু তাহা তোমার সদনে॥

● শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যৎ লীলা বর্ণন।

শুন রাণী যশোমতী নন্দ গোপরাজ।
অতঃপর যা ঘটিবে কহি তবে আজ॥
অপূর্ব্ব কাহিনী সেই অতি মনোহর।
গোপনীয় কথা বলি তোমার গোচর॥
সাধ্য-অনুসারে আমি দিনু পরিচয়।
বৃন্দাবনে ইঁহাদের হবে পরিণয়॥
পুরোহিত হবে সেথা ব্রহ্মা প্রজাপতি।
মিলিবেন কৃষ্ণ আর রাধিকা যুবতী॥
কুবের-পুত্রেরে কৃষ্ণ করিবে উদ্ধার।
মেনকা অসুরে বধ করিবে আবার॥
ক্ষীর নবনীত আদি করিবে ভক্ষণ।
বক কেশী প্রভৃতিরে করিবে নিধন॥
বিপ্রপত্নী কাছে করি মিষ্টান্ন ভোজন।
মুক্তিদান করিবেন কৃষ্ণ সনাতন॥
শক্রদের যজ্ঞ আদি করি ছারখার।
করিবেন অতঃপর গোকুল উদ্ধার॥
গোপীদের বস্ত্র আদি করিয়া হরণ।
পুনর্ব্বার তাহাদের কবিবে অর্পণ॥
মধুব মুরলী তার করিয়া শ্রবণ।
বিমুগ্ধ হইবে যত ব্রজগোপীগণ।
মোহন বসন্তকালে পূর্ণিমা নিশীথে।
করিবেন রাসোৎসব সুপ্রসন্ন চিতে॥
মুরলী বাজাবে হরি রাসের সভাতে।
করিবেন জলক্রীড়া গোপীদের সাথে॥
শ্রীদামের অভিশাপে রাধিকার সহ।
একশত বর্ষ ধরি ঘটিবে বিরহ॥
বিচ্ছেদের কালে কৃষ্ণ মথুরায় যাবে।
তাঁহার বিচ্ছেদে সবে অতি দুঃখ পাবে॥

অক্রূরে রক্ষণ করি কৃষ্ণ ভগবান্।
সান্ত্বনা প্রদান করি দিবে তত্ত্বজ্ঞান ॥
তারপর মথুরায় করি আগমন।
সন্ধ্যাবেলা করিবেন নগর-দর্শন ॥
কুব্জা আর তন্তুবায়ে করিবে উদ্ধার।
তাহার কৃপায় মুক্তি পাবে মালাকার ॥
শঙ্করের ধনু সেথা ভাঙ্গিয়া হেলায়।
যাইবেন সনাতন যজ্ঞের সভায় ॥
গজমল্লদের হরি করিয়া নিধন।
রাজসভা তারপর করিবে দর্শন ॥
অতঃপর কংসবধ করি সনাতন।
পিতার করিবে হরি উদ্ধার-সাধন ॥
উগ্রসেনে সিংহাসনে অভিষিক্ত করি।
পুত্রবধূদের শোক ঘুচাবেন হরি ॥
কৃষ্ণ আর বলরাম গুরুর ভবনে।
বিদ্যাশিক্ষা করিবেন আনন্দিত মনে ॥
যমালয় হ'তে আনি গুরুর নন্দনে।
দক্ষিণা-স্বরূপ দিবে গুরুর চরণে ॥
জরাসন্ধ বধে হরি হইবে সহায়।
মুচুকুন্দে রক্ষা করি যাবে দ্বারকায় ॥
পাণ্ডবগণের সহ মিলি সনাতন।
করিবেন অতঃপর ভূভার-হরণ ॥
রাজসূয় যজ্ঞ হরি করি সমাপন।
পারিজাত হরিবেন কৃষ্ণ সনাতন ॥
বাণের যুগল হস্ত করিয়া কর্ত্তন।
শঙ্করের সৈন্য হরি করিবে দমন ॥
এইরূপ নানা কার্য্য করি সমাপন।
আবার করিবে হরি ব্রজেতে গমন ॥
পুনরায় রাধাসহ হইবে মিলন।
অতঃপর করিবেন গোলোকে গমন ॥
গোলোকে যাইবে যবে গোলোকের পতি।
লক্ষ্মী-নারায়ণ যাবে বৈকুণ্ঠের প্রতি ॥
ধর্ম্মের ভবনে যাবে নর-নারায়ণ।
ক্ষীরোদ-সাগরে বিষ্ণু করিবে গমন ॥
তোমার নিকটে আমি শুন নন্দরাজ।
সবিস্তারে সব কথা কহিলাম আজ ॥
কেন আমি তব কাছে করি আগমন।
কহিলাম তোমা পাশে তাহার কারণ ॥
মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশী দিনে।
রেবতী নক্ষত্রে চন্দ্র বিরাজিবে মীনে ॥
সে দিবসে শুভযোগে আছে শুভক্ষণ।
সেই দিনে শুভকার্য্য কর সম্পাদন ॥
পণ্ডিতগণের সহ আলোচনা ক'রে।
অন্নপ্রাশনের কার্য্য করহ সত্বরে ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রাশন ও গর্গমুনি কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

মুনির বচনে তুষ্ট নন্দ নরপতি।
যশোদাও হইলেন আনন্দিতা অতি ॥
গর্গমুনিবরে সেথা করিতে দর্শন।
বালক বালিকা যত করে আগমন ॥
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর-সম শোভে মুনিবর।
ব্রহ্মতেজ-প্রভাবেতে দীপ্ত নিরন্তর ॥
শিষ্যগণ-পরিবৃত মুনি-মহাশয়।
কহিছেন শিষ্যদের নিগূঢ় বিষয় ॥
করে তাঁর যোগমুদ্রা করেন ধারণ।
জ্ঞান-চক্ষে তিনকাল করেন দর্শন ॥
অন্তরে হরির রূপ হেরে অনুক্ষণ।
সম্মুখে হেরিছে মুনি যশোদা-নন্দন ॥
কৃষ্ণ-ভক্ত গর্গমুনি আনন্দিত অতি।
যোড়করে ভক্তিভরে করয়ে প্রণতি ॥
আনন্দে পূর্ণিত তার দেহ আর মন।
গর্গমুনি বলিলেন অপূর্ব্ব বচন ॥
নমো হরি নারায়ণ জগৎ কারণ।
শিষ্টের পালক আর অশিষ্ট দমন ॥

নিরাকার নিরঞ্জন নিত্য সনাতন।
পরব্রহ্ম পরমাত্মা ব্রহ্ম নারায়ণ॥
সাকার কখন তুমি জীব উদ্ধারিতে।
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম শোভে চারি হাতে॥
পীতবাস গুঞ্জমালা পরিধান করি।
কভু বা মুরলী হস্তে শিখিপুচ্ছধারী॥
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম মুকুন্দ মুরারি।
শত্রুর দমনে প্রভু ভিন্নরূপধারী॥
কখন ধর গো দেব বামনের রূপ।
কখন নৃসিংহ মূর্ত্তি অতি অপরূপ॥
রামরূপে কর ধ্বংস রাক্ষস বাহিনী।
বরাহরূপেতে প্রভু উদ্ধার মেদিনী॥
কত যে তোমার রূপ কে বর্ণিতে পারে।
পঞ্চমুখে পঞ্চানন বর্ণিবারে নারে॥
বেদেতে বেদাঙ্গে আর সব পুরাণেতে।
তোমার কীর্ত্তির কথা লেখে বিধিমতে॥
অসংখ্য তোমার লীলা, কণা মাত্র তার।
দেব-নর ভাগ্যে ঘটে কভু জানিবার॥
আমি তো অধম অতি কিছু নাহি জানি।
তোমাকে সম্মুখে দেখি বহু ভাগ্য মানি॥
স্বরূপেতে মম কাছে দিয়াছ দর্শন।
তোমা পদে প্রভু আমি লইনু শরণ॥
অগতির গতি দেব তুমি নারায়ণ।
তোমা কৃপা ভিন্ন মুক্তি নাহি কদাচন॥
কৃপা কর মোরে প্রভু আমি অভাজন।
তব পদে এই মোর শেষ নিবেদন॥
এই ভাবে গর্গমুনি সভক্তি মনেতে।
করিলেন কৃষ্ণস্তব যথা-বিধি মতে॥
স্তব শেষ করি মুনি প্রণাম করিল।
অতঃপর কৃষ্ণপাশে উঠিয়া বসিল॥
শ্রীহরির নামে দেহ রোমাঞ্চিত হয়।
ঘেরিয়া তাঁহারে আছে শিষ্য-সমুদয়॥
গোপগোপীগণ তাঁরে নমস্কার করে।
আশীর্ব্বাদ করে মুনি প্রফুল্ল অন্তরে॥

অনন্তর নন্দ রাজা আনন্দিত মনে।
প্রেরণ করিল পত্র আত্মীয় ভবনে॥
দুগ্ধ দধি তৈলাদির নদী বয়ে যায়।
গুড় মধু ঘৃত নদী বহিল সেথায়॥
শালিতণ্ডুলের হয় শতেক পাহাড়।
স্বর্ণের পর্ব্বত শত শোভে চমৎকার॥
লবণ-পর্ব্বত আর পর্ব্বত ফলের।
পর্ব্বত শোভিল কত গোধূমচূর্ণের॥
পর্ব্বত আকারে শোভে সুমিষ্ট মোদক।
শোভিতেছে রাশি রাশি লড্ডুক পিষ্টক॥
চন্দন অগুরু আর সুবাসিত জল।
নানাবিধ রত্ন আর রম্য মুক্তাফল॥
প্রবাল হীরক আর বসন ভূষণ।
উৎসব গৃহের শোভা করিল বর্দ্ধন॥
কদলীস্তম্ভেতে হ'ল প্রাঙ্গণ বেষ্টিত।
সূক্ষ্ম বস্ত্র তার মাঝে হইল গ্রথিত॥
আম্রের পল্লবে কিবা শোভে চারিধার।
মঙ্গল-কলস শোভে হাজার হাজার॥
গাভী মধুপর্ক পদ্ম আসনাদি ফল।
উৎসব-ভবন-মাঝে শোভে অবিরল॥
ঢক্কা বাজে মনোহর, বাজিছে পটহ।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে মুরলীর সহ॥
মুরজ আনক কাংস্য বাজে সুমোহন।
নৃত্য-গীত করে যত বিদ্যাধরগণ॥
মনোহর সুসজ্জিত প্রাঙ্গণের মাঝে।
নানাস্থানে রথ আর সিংহাসন রাজে॥
এমন সময় সেথা আসি এক চর।
নন্দ নৃপতির কাছে কহিল সত্বর॥
শুন শুন মহারাজ কহিনু তোমায়।
পত্নী সহ গিরিভানু আসিলা হেথায়॥
শত শত দাসদাসী অনুচরগণ।
দোঁহার সহিত হেথা করে আগমন॥
লক্ষ লক্ষ রথ গজ শিবিকা ও হয়।
তাঁহার সহিত আসে শুন মহাশয়॥

ঋষীন্দ্র মুনীন্দ্র বিপ্র সুপণ্ডিতগণ।
তাঁর সাথে সাথে হেথা করে আগমন॥
কোটি কোটি গোপগোপী সাথে আসে তাঁর।
বর্ণনা করিব আমি কি সাধ্য আমার॥
বাহিরে আসিয়া তুমি হের মহারাজ।
গিরিভানু আসিলেন তব গৃহে আজ॥
এ-সংবাদ যবে আসি কহিলেক চর।
আনন্দে বাহিরে আসে নৃপতিপ্রবর॥
সকলেরে হেরি রাজা প্রফুল্ল অন্তরে।
পাদ্য অর্ঘ্য দান করে অতি সমাদরে॥
ঋষীন্দ্র মুনীন্দ্র আদি যারা যারা ছিল।
ভক্তিভরে নন্দ রাজা পায়ে প্রণমিল॥
নন্দের যতেক ছিল আত্মীয় স্বজন।
ক্রমে ক্রমে সকলেই করে আগমন॥
অনন্তর কোলাহল ক্রমে বৃদ্ধি পায।
কেহ না আসিতে বাকী উৎসব-সভায॥
কুবের আসিয়া নিজে কৃষ্ণ-প্রীতি তরে।
ক্ষণে ক্ষণে গোকুলেতে স্বর্ণবৃষ্টি করে॥
নন্দের আত্মীযবর্গ বান্ধব স্বজন।
নন্দের নন্দনে করে যৌতুক অর্পণ॥
তারপর নন্দ রাজা আহ্নিকাদি করে।
সুপবিত্র কলেবরে ধৌত বস্ত্র পরে॥
চন্দন অগুরু আদি অঙ্গে মাখি তার।
পাদপ্রক্ষালন নন্দ করে বার বার॥
মনোহর স্বর্ণপীঠে বসিয়া তখন।
মুনিদের আজ্ঞা ল'যে করে আচমন॥
তারপর বিষ্ণুদেবে করিয়া স্মরণ।
শুদ্ধ-মনে করে নন্দ স্বস্তি উচ্চারণ॥
বেদ উক্ত সর্ব্বকার্য্য করি সম্পাদন।
তারপর বালকেরে করান্ ভোজন॥
গর্গবাক্য অনুসারে নন্দ নরপতি।
কৃষ্ণনাম রাখে তাঁর হৃষ্টচিত্তে অতি॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে অতি সুমধুর।
চারিদিকে শঙ্খরব হইল প্রচুর॥

অনন্তর নন্দ রাজা আনন্দিত মনে।
ধনরত্ন আ'দি দান করে জনে জনে॥
কতশত ভক্ষ্যদ্রব্য বসন ভূষণ।
বন্দী আর ভিক্ষুকেরে করিল অর্পণ॥
তারপর সমারোহে আত্মীয় স্বজনে।
ভোজন করায় নন্দ পরিতৃপ্ত মনে॥
রাশি রাশি সুবর্ণাদি দেয় অকাতরে।
যে যাহা প্রার্থনা করে দেয় সমাদরে॥
চারিদিকে উঠে শুধু দাও দাও রব।
মহামূল্য বস্তু লভি পরিতুষ্ট সব॥
অতঃপর নন্দ রাজা যাহা কিছু ছিল।
গর্গের চরণতলে সব সমর্পিল॥
বহুতর রত্ন আর বসন ভূষণ।
ভক্তিভরে গর্গদেবে করিল অর্পণ॥
গর্গশিষ্যগণে ডাকি নন্দ নরপতি।
সুবর্ণাদি দান করে সমাদরে অতি॥
গর্গদেব শ্রীকৃষ্ণেরে করিযা গ্রহণ।
নিভৃত গোপন স্থানে করিলা গমন॥
তারপর পাযে তাঁর করি নমস্কার।
ভক্তি-সহকারে করে স্তবস্তুতি তাঁর॥
জগতের নাথ তুমি হরি সনাতন।
ভক্তের সকল ভয করহ ভঞ্জন॥
অগতির গতি তুমি কি কহিব আর।
দাসত্ব প্রদান কর চরণে তোমার॥
তব পিতা যেই ধন করিল অর্পণ।
সেই ধন দিয়া মোর কিবা প্রয়োজন॥
তোমার চরণে প্রভু ভক্তি কর দান।
অভয় প্রদান কর তুমি ভগবান্॥
অণিমাদি ঐশ্বর্য্যেতে স্পৃহা কিছু নাই।
সিদ্ধিযোগ মুক্তি জ্ঞান কিছু নাহি চাই॥
অমরত্বে অভিলাষ নাহি কদাচন।
সেবা যেন করি সদা তোমার চরণ॥
ইন্দ্রপদ নাহি চাই, মনুত্ব না চাই।
চিরকাল স্বর্গভোগে অভিলাষ নাই॥

সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য মুকতি।
নাহি চাই, শুধু চাহি তব পদে মতি ॥
শঙ্করের সমীপেতে লভি বেদ-জ্ঞান।
শুন প্রভু, হইয়াছি কিছু শক্তিমান্ ॥
সর্ব্বজ্ঞ হয়েছি আমি শিবের কৃপায়।
ইচ্ছামত যেতে পারি যথায় তথায় ॥
সর্ব্বদর্শী হইয়াছি শঙ্করের বরে।
চরণেতে ভক্তি প্রভু দেহ কৃপা ক'রে ॥
কৃপাসিন্ধো দীনবন্ধো কৃপা অবতার।
শুদ্ধা ভক্তি দাও প্রভু চরণে তোমার ॥
অভয় প্রদান কর প্রভু সনাতন।
তোমার চরণে যেন রহে মোর মন ॥
অভয় প্রদান যদি করহ আমারে।
তুচ্ছ মৃত্যু তবে মোর কি করিতে পারে ॥
তোমার চরণ সেবা করি অনুক্ষণ।
মৃত্যুঞ্জয় হয়েছেন দেব পঞ্চানন ॥
তোমার কৃপায় শিব যোগিগুরু আজ।
বিনাশের কর্ত্তা রূপে করিছে বিরাজ ॥
তব পাদপদ্ম সদা করিয়া সেবন।
জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা চতুর্ম্মুখ হন ॥
তোমার চবণ সেবা করি নিরন্তর।
ধর্ম্মদেব হয়েছেন অজর অমর ॥
সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী ধর্ম্ম তব কৃপাবলে।
রক্ষাকর্ত্তা হন তিনি এই ধরাতলে ॥
তোমার চরণ সেবা করি অনুক্ষণ।
অনন্ত মস্তকে পৃথ্বী করেন ধারণ ॥
লক্ষ্মীদেবী আপনার কেশে অবিরল।
মার্জ্জনা করেন তব চরণ যুগল ॥
সকলের শক্তিরূপা প্রকৃতি ঈশ্বরী।
তব পাদপদ্ম স্মরে যুগ যুগ ধরি ॥
সকল দেবীর দেবী ঈশ্বরী পার্ব্বতী।
তব পাদপদ্ম স্মরি শিবে পায় পতি ॥
বিদ্যা-অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঈশ্বরী ভারতী।
তব পাদপদ্ম স্মরি পূজ্যা হন অতি ॥
সাবিত্রী সেবন করি তোমার চরণ।
ব্রাহ্মণের গতিরূপা হন অনুক্ষণ ॥
বসুন্ধরা ধ্যান করি তোমার চরণ।
জগতেরে অনায়াসে করেন ধারণ ॥
আপনি শ্রীরাধাদেবী প্রেয়সী তোমার।
তোমার চরণ ধ্যান করে অনিবার ॥
শিব আদি প্রভু তব কৃপার ভাজন।
সেইরূপ কৃপা মোরে কর সনাতন ॥
তুমি প্রভু কৃপাময় কৃপা-অবতার।
আপন গৃহেতে আমি নাহি যাব আর ॥
তোমার পিতার ধন নাহি আমি লব।
তব পদ সেবা লাগি চিরদাস হব ॥
তুমি প্রভু সনাতন তুমি সারাৎসার।
তোমারে ছাড়িয়া আমি কোথা যাব আর ॥
তুমি প্রভু সত্য আর অনিত্য সকল।
সেবন করিব তব চরণ-যুগল ॥
এই কথা বলি গর্গ করিল রোদন।
মৃদু হাস্য করি কৃষ্ণ কহিলা তখন ॥
শুন শুন গর্গমুনি হইবে মঙ্গল।
মম পদে ভক্তি তব হইবে নিশ্চল ॥
গর্গকৃত এই স্তব যে করে শ্রবণ।
কৃষ্ণপদে ভক্তি সেই লভে আজীবন ॥
হরির দাসত্ব পায়, স্মৃতি-লাভ হয়।
জরা মৃত্যু হ'তে তার নাহি কোন ভয় ॥
তিন সন্ধ্যা এই স্তব যে করে পঠন।
শোক মোহ হ'তে মুক্তি পায় সেইজন ॥
বিদূরিত হয় বিঘ্ন, শান্তি পায় মনে।
অন্তিমে যাইবে সেই কৃষ্ণের ভবনে ॥
চিরকাল বাস করে শ্রীকৃষ্ণের সহ।
কৃষ্ণের সহিত তার না হবে বিরহ ॥
এইরূপে শ্রীহরিরে করিয়া স্তবন।
গর্গমুনি নন্দপুত্রে করে সমর্পণ ॥
তারপর কহিলেন, শুন মহারাজ।
আপন ভবনে আমি যাব চ'লে আজ ॥

মোহমেঘে আচ্ছাদিত বিচিত্র সংসার।
বিচ্ছেদ মিলন হেথা ঘটে অনিবার॥
মুনির বচন শুনি কাঁদে নরপতি।
সাধুর বিচ্ছেদে মনে দুঃখ হয় অতি॥
যত গোপগোপীগণ আসিয়া ত্বরায়।
ভক্তিসহকারে তাঁর প্রণমিল পায়॥
নন্দ রাজা বারে বারে করে নমস্কার।
ঝরঝর ঝরে অশ্রু নয়নে তাহার॥
সকলেরে আশীর্ব্বাদ করিয়া তখন।
গর্গমুনি করিলেন মথুরা গমন॥
তারপর নৃপতির আত্মীয় স্বজন।
ধনরত্ন ল'য়ে করে স্বগৃহে গমন॥
মুনি ঋষি যত সব লইল বিদায়।
বন্দিগণ ধনরত্ন সাথে ল'য়ে যায়॥
কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দিত মনে।
ভিক্ষুকেরা পরিতুষ্ট মিষ্টান্ন ভোজনে॥
স্বর্ণভার ল'যে কেহ চলিতে না পারে।
পথ-মাঝে শ্রান্ত হ'যে পড়ে বারে বারে॥
পুরাতন গাথা কেহ করিল কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মুখে কেহ করে উচ্চারণ॥
মরুত্ত সগর শ্বেত নহুষের কথা।
শ্রীরামের অশ্বমেধ, নলের বারতা॥
এই সব পুরাতন ইতিহাস ল'যে।
কেহ কেহ গান গায় প্রফুল্ল হৃদযে॥
এইরূপে সকলেই আনন্দিত মনে।
ক্রমে ক্রমে যায় চলি আপন ভবনে॥
বালকেরে বক্ষমাঝে করিয়া ধারণ।
যশোদা ও নন্দ হয় সুখেতে মগন॥
কৃষ্ণ আর বলরাম শশধর-সম।
দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় অতি মনোরম॥
আধ আধ কথা বলে অতি সুমধুর।
স্নেহরসে যশোদার চিত্ত ভরপূর॥
গাভীদের পুচ্ছ ধরি দাঁড়াইতে যায়।
আছাড় খাইযা ভূমে পড়ে পুনরায়॥
হামাগুড়ি দিযা চলে প্রাঙ্গণের মাঝে।
মা মা বুলি সুধাসম অন্তরেতে রাজে॥
হাঁটিতে শিখিল ক্রমে কৃষ্ণ সনাতন।
দেখি পুলকিত হয় ব্রজবাসিগণ॥
সুখের নাহিক সীমা নন্দ যশোদার।
বক্ষে তুলি চুমা তারে খায় বারবার॥
প্রাঙ্গণ ছাড়িযা শিশু হেথা হোথা চলে।
যে তাহারে দেখে সেই তুলে লয় কোলে॥
নিত্য নব বাক্য শিশু করে উচ্চারণ।
অমৃত-সমান বুলি অতি অতুলন॥
তারপর গর্গমুনি মথুরায় যায়।
হেরি তাঁরে বসুদেব প্রণমিল পায়॥
গর্গমুনি হৃষ্টমনে তাহার নিকটে।
কৃষ্ণের উৎসব-কথা কহে অকপটে॥
তাঁহার মুখেতে সব করিযা শ্রবণ।
বসুদেব আনন্দাশ্রু করে বিসর্জ্জন॥
দৈবকীও কৃষ্ণকথা শুনিয়া তখন।
আনন্দেতে মুহুর্মুহুঃ করিল রোদন॥
আশীর্ব্বাদ করি সবে আনন্দিত মনে।
গর্গমুনি যান চলি আপন ভবনে॥
দৈবকী ও বসুদেব কংস কারাগারে।
কাটাইল কিছুকাল ব্যর্থ হাহাকারে॥
নারদেরে অতঃপর কহে নারায়ণ।
তোমার কাহিনী কহি শুন দিযা মন॥
যে কল্পের কথা আমি করিনু বর্ণন।
গন্ধর্ব্ব নৃপতি তুমি আছিলে তখন॥
শ্রীউপবর্হণ তথা ছিল তব নাম।
মনোহর যুবা ছিলে নযনাভিরাম॥
পঞ্চাশ কামিনী সাথে তুমি অনিবার।
মনসুখে নানামতে করিতে শৃঙ্গার॥
তারপর দ্বিজশাপে শুন মহাশয।
দাসীর গর্ভের মাঝে তব জন্ম হয॥
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট পরে ক'রিয়া ভোজন।
ব্রহ্মা-পুত্ররূপে তুমি জন্মিলে এখন॥

সর্ব্বদর্শী হইযাছ হরিসেবা-ফলে।
সর্ব্বজ্ঞ হয়েছ তুমি এই ধরাতলে॥
কি কহিব জাতিস্মর তুমি মহাশয়।
স্মৃতিতে জাগ্রত তব সমস্ত বিষয়॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা সুধা হ'তে সুধা।
শ্রবণ করিলে দূর হয় তৃষ্ণা ক্ষুধা॥
তাপদগ্ধ নরনারী পরিতৃপ্ত হয়।
ঘুচে যাবে অনাযাসে এ ভবের ভয়॥
কৃষ্ণের চরণে মতি রয়েছে যাহার।
ত্রিভুবন-মাঝে আছে কি ভয তাহার॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব, বৃথা কাটে কাল।
কৃষ্ণ নামে ছিন্ন হয় মিছে মায়াজাল॥
দুস্তর ভবের সিন্ধু পার হ'তে হ'লে।
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করহ সকলে॥
মায়াময় এ সংসারে কেহ নহে কার।
একমাত্র কৃষ্ণনাম সকলের সার॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায সমাপ্ত।

● ষোড়শ অধ্যায়

যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন এবং কুবেরতনযের শাপমোচন-কথন।

নারায়ণ কহিলেন, কর অবধান।
কহিব-তোমারে আমি বিচিত্র আখ্যান॥
একদিন নন্দপত্নী যশোদা যুবতী।
স্নান তরে যমুনায় যায় শীঘ্র অতি॥
একাকী শ্রীকৃষ্ণ তবে গৃহেতে রহিল।
দুষ্টবুদ্ধি অকস্মাৎ মনেতে জাগিল॥
হেরিলেন শিশুকৃষ্ণ ভবনের মাঝে।
ভাণ্ডপূর্ণ থরে থরে দধি দুগ্ধ রাজে॥
সুযোগ বুঝিয়া সেথা যশোদানন্দন।
সমস্ত দধি ও দুগ্ধ করিল ভোজন॥
মনসাধে খায় হরি খেয়াল না করে।
কতক লাগিল গায় কত যায় পড়ে॥
ভাঙ্গিয়া কতক ভাণ্ড গড়াগড়ি যায়।
শিকা হৈতে কত ভাণ্ড পড়িল ধরায়॥
কিছুক্ষণ এইভাবে করিয়া ভোজন।
দুরন্ত কৃষ্ণের তবে তৃপ্ত হয মন॥
পীতবস্ত্রে মুখ যবে মুছিলেন হরি।
যশোদাও আসিলেন অতি ত্বরা করি॥
গৃহেতে প্রবেশ করি যশোদা তখন।
লণ্ডভণ্ড দেখি সব বিস্ময়ে মগন॥
বুঝিতে না পারে দেবী কি হ'ল ব্যাপার।
বালকগণেরে ডাকি কহে বারবার॥
বল বল শিশুগণ, কে করে এ কাজ।
দধি দুগ্ধ যাহা ছিল, খাইল কে আজ॥
যশোদার কথা শুনি কহে শিশুগণ।
একা একা কৃষ্ণ সব করিল ভোজন॥
আমরা সম্মুখে তার করি অবস্থান।
আমাদের কিছুমাত্র না করে প্রদান॥
তোমার প্রাণের কৃষ্ণ অতি স্বার্থপর।
একাকী খাইয়া সব ভরিল উদর॥
শিশুদের বাক্য শুনি আরক্তলোচনে।
বেত্র হস্তে ধায় সতী অতি ক্রুদ্ধমনে॥
যশোদারে হেরি কৃষ্ণ করে পলায়ন।
পাছে পাছে যশোমতী ধাইল তখন॥
পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়ে মাতা যশোমতী।
কৃষ্ণেরে ধরিতে তার নাহিক শকতি॥
ঘর্ম্মবিন্দু ঝরে তার কলেবর হ'তে।
কৃষ্ণেরে ধরিতে নাহি পারে কোনমতে॥
জননীরে পরিশ্রান্ত হেরি সনাতন।
মাতার সম্মুখে আসি দাঁড়ায় তখন॥
কৃপা করি কৃপাময নিজে ধরা দিল।
অমনি যশোদারাণী তাহাকে ধরিল॥
বস্ত্র দিয়া দুটি হাত করিযা বন্ধন।
লইয়া চলিল ধীরে পুত্র কৃষ্ণধন॥
যমল-অর্জ্জুন বৃক্ষ নিকটেই ছিল।
কৃষ্ণকে তাহার সাথে বাঁধিযা রাখিল॥

এইরূপে নন্দ রাজা করে তিরস্কার।
যশোদা লজ্জিত হ'য়ে কাঁদে বারংবার॥
এতেক কহিয়া তবে দেব নারায়ণ।
কিছুকাল নতমুখে মৌন হ'য়ে রন॥
ইহা দেখি শ্রীনারদ ধীরে ধীরে কয়।
বৃক্ষ হ'তে কোন্ মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়॥
কেন বা বৃক্ষত্ব রূপ পাইল সে-জন।
কৃপা করি সেই কথা কহ নারায়ণ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্।
কহিতেছি তব কাছে অপূর্ব্ব আখ্যান॥
শ্রীনলকুবর নামে কুবের-তনয়।
একদিন কামবাণে ব্যাকুলিত হয়॥
রম্ভাসহ যায় নল নন্দন কাননে।
রতিক্রীড়া করে সেথা আনন্দিত মনে॥
পুষ্পশয্যা মনোহর করিয়া রচন।
নানাভাবে দুইজন করিল রমণ॥
সরোবর-তীরে কভু পুষ্পের কাননে।
সম্ভোগ করিল রতি রম্ভাদেবী সনে॥
কভু জলে কভু স্থলে করিল বিহার।
বিপরীতভাবে কত করিল শৃঙ্গার॥
ছয় প্রকারের সুখে করিল চুম্বন।
তিন প্রকারের দোঁহে করে আলিঙ্গন॥
কামশাস্ত্র-বিশারদ কুবের-তনয়।
নানাভাবে ক্রীড়া করে, তৃপ্তি নাহি হয়॥
এইরূপে রতিভোগ করিছে যখন।
মহর্ষি দেবলে সেথা করিল দর্শন॥
হেরিলেন ঋষিবর তাঁহার সম্মুখে।
উলঙ্গিনী রম্ভাদেবী বিরাজিছে সুখে॥
পীন-শ্রোণি-পযোধরা নখদন্ত-ক্ষতা।
কুবের-তনয় সহ রতিসুখে রতা॥
বক্রভঙ্গীযুক্তা রম্ভা এলায়িত কেশ।
নানারত্ন অলঙ্কারে শোভিতেছে বেশ॥
কপালে সিন্দূরবিন্দু, কিবা শোভা তার।
কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে অতি চমৎকার॥
চরণে নূপুর বাজে অতি সুমধুর।
শোভিছে কিঙ্কিণী আর রত্নের কেয়ূর॥
দেবল মুনিরে সেথা করিযা দর্শন।
গাত্রোত্থান না করিল কুবের-নন্দন॥
সেই অপমানে মুনি ক্রোধে অতিশয।
অভিশাপ দিয়া তারে সম্বোধিযা কয॥
তুই অতি হীনমতি, অতি দুরাচার।
ধারণ করিবি তুই বৃক্ষের আকার॥
রম্ভারে ডাকিয়া মুনি কহে ক্রোধভরে।
ধরায় লইবি জন্ম মানবের ঘরে॥
জন্মেজয়পত্নীরূপে করিবি বিরাজ।
ইন্দ্রের সম্ভোগে পুনঃ যাবি স্বর্গমাঝ॥
তারপর কহিলেন কুবের-নন্দনে।
গোকুলে হইবি বৃক্ষ নন্দের ভবনে॥
স্পর্শন করিবে যেই কৃষ্ণ সনাতন।
নিজের ভবনে পুনঃ করিবি গমন॥
এত বলি কাঁপে মুনি ক্রোধে অতিশয়।
কুবের-তনয় তবে বৃক্ষরূপী হয়॥
হরি অঙ্গ স্পর্শে এবে মুক্ত হ'ল তাই।
শ্রীকৃষ্ণচরণ ভিন্ন অন্য গতি নাই॥

● রম্ভার উপাখ্যান।

কুবের-নন্দন-কথা করিনু বর্ণন।
রম্ভার কাহিনী এবে শুন তপোধন॥
সুচন্দ্র নামেতে এক ছিল নরপতি।
পৃথিবীতে ছিল তার প্রতিপত্তি অতি॥
তার কন্যা-রূপে রম্ভা আসিল ধরায।
অতি অপরূপ রূপ বর্ণন না যায়॥
বিবাহের কাল যবে আসিল কন্যার।
যোগ্য পতি অন্বেষিল নৃপ চারিধার॥
তারপর শুভদিনে দেখি শুভক্ষণ।
জন্মেজয়-হাতে কন্যা করে সমর্পণ॥
নানাবিধ যৌতুকাদি দিয়া নরপতি।
কন্যার বিবাহ দিলা হৃষ্টচিত্তে অতি॥

জন্মেজয় রাজা ছিল অতি গুণবান্।
রূপেতে ছিল না কেহ তাহার সমান ॥
সুচন্দ্র রাজার কন্যা যুবতী সুন্দরী।
সকল মহিষী মাঝে হইল ঈশ্বরী ॥
জন্মেজয় রাজা তারে লইয়া নির্জ্জনে।
বহুবিধ রতিক্রীড়া করে তার সনে ॥
রূপবতী রম্ভাবতী অতীব সুন্দরী।
আনন্দ পাইল কত রতিক্রীড়া করি ॥
এইরূপে বহুকাল করিয়া যাপন্।
ধর্ম্মেকর্ম্মে মতিগতি দিলেন রাজন্ ॥
নৃপশ্রেষ্ঠ জন্মেজয় হরিষ অন্তরে।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে মহা আড়ম্বরে ॥
যজ্ঞের যে অশ্ব ছিল নৃপের ভবনে।
সজ্জিত সে মনোহর নানা আভরণে ॥
কৌতূহলে একদিন রাজার কামিনী।
দর্শন করিতে অশ্ব আসে একাকিনী ॥
ইন্দ্রদেব সেই স্থানে ছিলেন গোপনে।
সহসা রাণীরে তার পড়িল নয়নে ॥
ধীরে ধীরে আসে রাণী মরাল-গামিনী।
রূপেতে উজল করে যেন সৌদামিনী ॥
সুযোগ বুঝিয়া ইন্দ্র ত্যজি গুপ্তস্থান।
মহিষীর সম্মুখেতে হয় আগুয়ান ॥
কামেতে উন্মত্ত হ'যে দেব পুরন্দর।
ধরিতে সতীর হাত ধাইল সত্বর ॥
বিপদে পড়িয়া রাণী না হেরে উপায়।
সতীত্ব বুঝিবা আর নাহি রাখা যায় ॥
করযোড়ে সম্বোধিয়া কহে পুরন্দরে।
চরণে মিনতি করি, ক্ষমা কর মোরে ॥
অবলা কামিনী আমি কি কহিব আর।
কৃপা করি আজি মোরে কর পরিহার ॥
কোন কথা ইন্দ্রদেব নাহি লয় কাণে।
চিত্ত তার জর্জ্জরিত হয় কামবাণে ॥
রাণীরে প্রবলভাবে করিয়া ধারণ।
নানাভাবে তার সহ করিল রমণ ॥
সুরত-ক্রীড়ার সুখে ইন্দ্র মুহ্যমান।
রতিসুখে নাহি তার দিবারাত্রি-জ্ঞান ॥
পুরন্দর সহ রাণী করিয়া বিহার।
যোগবলে দেহ তার করে পরিহার ॥
নৃপতির ভয়ে ভযে দেব পুরন্দর।
চুপি চুপি স্বর্গধামে পলায সত্বর ॥
মহিষীর মৃত্যুবার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
শোকভরে নৃপ অতি করিল রোদন ॥
বলে হে নির্দ্দয় বিধি কিবা অপরাধে।
ঘটাইলে বাদ কেন মম মনসাধে ॥
পত্নী বিনা কিভাবেতে কাটাই জীবন।
ত্যজিব আমার প্রাণ পত্নীর কারণ ॥
অতঃপর যজ্ঞ আদি করি সমাপন।
বিপ্রেরে দক্ষিণা দান করিল তখন ॥
মানবীর দেহ রম্ভা করি পরিহার।
শাপমুক্তা হ'যে যায স্বর্গের মাঝার ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি মধুময়।
শ্রবণ করিলে হয সর্ব্বপাপ-ক্ষয় ॥
যমভয় নাহি থাকে কদাপি তাহার।
এ জগতে কৃষ্ণনাম সকলের সার ॥
পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু আত্মীয় স্বজন।
শূন্যেতে মিলাযে যাবে স্বপ্নের মতন ॥
কেবা তুমি, কেবা আমি, সব স্বপ্নময।
অনিত্য জগতে শুধু কৃষ্ণ সত্য হয ॥
এ ভবসংসারে যদি মুক্তি পেতে চাও।
নিরন্তর একমনে কৃষ্ণগুণ গাও ॥
শ্রীকৃষ্ণের নামগান অতি হিতকর।
অগতির গতি তিনি দয়ার সাগর ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায সমাপ্ত।

● সপ্তদশ অধ্যায়

রাধাকৃষ্ণ-সংবাদ, ব্রহ্মা-কৃত শ্রীরাধা স্তোত্র-কথন
এবং রাধাকৃষ্ণের বিবাহ-বর্ণন।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিরাজ।
শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র কিছু বর্ণিতেছি আজ॥
একদিন নন্দ রাজা শ্রীকৃষ্ণের সনে।
গোচারণ তরে যায় বৃন্দাবন বনে॥
বৃন্দাবন কাছে ছিল ভাণ্ডীরের বন।
সেই স্থানে গিয়া তারা করে গোচারণ॥
কাননের মাঝখানে ছিল সরোবর।
সুস্বাদু তাহার জল অতি মনোহর॥
সেই জলে গাভীদের তৃষ্ণা করি দূর।
নন্দ রাজা নিজে পান করিল প্রচুর॥
তারপর শ্রীকৃষ্ণেরে ল'যে তার কোলে।
পরিতৃপ্ত হ'য়ে নন্দ বসে বৃক্ষতলে॥
এমন সময় সেথা কৃষ্ণের মায়ায়।
আকাশ আচ্ছন্ন হয় মেঘের ঘটায়॥
চাহিয়া দেখিল নন্দ আকাশের মাঝে।
রাশি রাশি জলপূর্ণ জলদ বিরাজে॥
মহাশব্দে বনমাঝে বহিতেছে ঝড়।
বজ্রের গভীর শব্দে কাঁপে চরাচর॥
বায়ুবেগে বৃক্ষ যেন উপড়িয়া পড়ে।
মুষলধারেতে বৃষ্টি ঝরঝর ঝরে॥
তাহা হেরি নন্দ রাজা ভাবে মনে মনে।
কেমনে যাইব আমি আপন ভবনে॥
এইসব গাভীগণে করি পরিহার।
কিরূপে যাইব আমি গৃহের মাঝার॥
কেমনে পুত্রেরে ল'য়ে যাইব ভবনে।
কি করিব ভেবে কিছু নাহি পাই মনে॥
কপট ক্রন্দন করি শ্রীহরি তখন।
ভয়েতে পিতার কণ্ঠ করিল ধারণ॥
এমন সময়ে রাধা রাজহংসী প্রায়।
মৃদু মৃদু গমনেতে আসিল তথায়॥
শরতের চন্দ্রসম বদন তাহার।
বিকচ-কমল-সম নেত্র চমৎকার॥
নয়নে রচিত তার কজ্জল সুন্দর।
গরুড়ের সম নাসা অতি মনোহর॥
নাসিকায় শোভিতেছে মুক্তাফল তার।
মস্তকেতে শোভা পায় কবরীর ভার॥
উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয় শোভে গণ্ডস্থলে।
সুন্দর মালতীমালা দুলিতেছে গলে॥
পক্কবিম্বসম তার ওষ্ঠ ও অধর।
মুক্তাসম দন্তরাজি শোভে মনোহর॥
ললাটে কস্তুরীবিন্দু কিবা শোভা তার।
সুন্দর কুঙ্কুম শোভে তাহার মাঝার॥
বক্ষোদেশে বিলম্বিত মুক্তাময় হার।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভে তার রত্ন-অলঙ্কার॥
শ্রীফলসদৃশ স্তন কঠিন বর্ত্তুল।
ত্রিবলি সংযুক্ত নাভি নাহি তার তুল॥
রাধিকার ঊরুদেশ অতি সুদর্শন।
কটিতে মেখলা তার শোভে অনুক্ষণ॥
বিপুল নিতম্ব তার দেখিতে সুন্দর।
রঞ্জিত চরণদ্বয় অতি মনোহর॥
চলিতে চরণে তার বাজিছে নূপুর।
মৃদু মৃদু হাস্য রাধা করে সুমধুর॥
বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র দেবী করে পরিধান।
অঙ্গপ্রভা মনোহর চম্পক সমান॥
দশদিক্ দীপ্তিময় তাহার প্রভায়।
বিস্মিত হইল নন্দ হেরিয়া তাহায়॥
সম্বোধন করি নন্দ কহিল তখন।
গর্গমুখে সব কথা করিনু শ্রবণ॥
শুন শুন বিনোদিনী কহি তব প্রতি।
শ্রীহরির প্রিয়তমা তুমি রাধা সতী॥
মোর ক্রোড়ে যেই শিশু করিছে বিরাজ।
পূর্ণতম ব্রহ্ম তিনি জানি তাহা আজ॥
মহাবিষ্ণু হ'তে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ সনাতন।
অনুগ্রহ করি তারে করহ গ্রহণ॥

তব প্রাণনাথে তুমি করিবা গ্রহণ।
পুনরায় মোরে তুমি কর সমর্পণ॥
এই কথা বলি তারে নন্দ নরপতি।
শ্রীকৃষ্ণেরে দান করে শ্রীরাধার প্রতি॥
শ্রীকৃষ্ণে পাইয়া রাধা আনন্দিত হয়।
মৃদু মৃদু হাস্য করি নন্দরাজে কয়॥
শুন শুন গোপরাজ আমার বচন।
বহুপুণ্যফলে মোরে করিলে দর্শন॥
গর্গমুখে সব কথা করিলে শ্রবণ।
এক্ষণে গোকুলে তুমি করহ গমন॥
সুপ্রসন্না আমি আজি, শুন ব্রজেশ্বর।
আমার নিকটে তুমি চাহ কিছু বর॥
আমার দর্শন তুমি পাইলে যখন।
দেবতা-দুর্লভ বর করিব অর্পণ॥
রাধার বচন শুনি নন্দরাজ কয়।
তোমাদের পদে যেন ভক্তি মোর রয়॥
আর কোন অভিলাষ নাহিক আমাব।
দাস্য ভক্তি দাও দেবি কি কহিব আর॥
তোমাদের সুদুর্লভ যুগল চরণ।
ভক্তিভরে যেন ধ্যান করি অনুক্ষণ॥
তোমার নিকটে দেবি এই বর চাই।
অন্য কোন বিষয়েতে স্পৃহা মোর নাই॥
নন্দের বচন শুনি রাধা দেবী কয়।
যেরূপ প্রার্থনা কর, হবে মহাশয়॥
আমাদেব চরণেতে ভক্তি তব রবে।
তুমি ও যশোদা দেবী চির সুখী হবে॥
অনায়াসে মায়াজাল করিবে ছেদন।
অন্তিমে গোলোকধামে করিবে গমন॥
ইহা শুনি নন্দরাজা পুলকিত মনে।
কৃষ্ণে রাখি চলে গেল আপন ভবনে॥
তারপর রাধাদেবী কামাতুরা হয়।
সযতনে শ্রীকৃষ্ণেরে বক্ষে চাপি লয়॥
রোমাঞ্চিত অঙ্গে তারে করে আলিঙ্গন।
বারবার বদনেতে করিল চুম্বন॥

মায়াবলে অনন্তর কৃষ্ণ সনাতন।
রাসের মণ্ডল সেথা করিল সৃজন॥
রত্নের নির্ম্মিত সেই রাসের মণ্ডল।
মণিমুক্তা শোভে কত অতীব উজ্জ্বল॥
শত শত রত্নকুম্ভ শোভে তার মাঝে।
রত্নময় মণিস্তম্ভ তাহাতে বিরাজে॥
মণ্ডলের মধ্যভাগে চিত্ররাজি রয়।
বিবিধ দর্পণে তার কত শোভা হয়॥
মনোহর পুষ্পশয্যা বিরাজে সেথায়।
পুষ্পের উদ্যান কত কহা নাহি যায়॥
কত শাখে কত পাখী কুহরে কাকলি।
পুষ্প ঘেরি ঘোরে কত মধুলোভী অলি॥
কোকিল পঞ্চম তান মধুরে গাইল।
অকালে বুঝিবা সেথা বসন্ত আইল॥
মণ্ডলের ঊর্দ্ধভাগে উড়িছে কেতন।
বিরাজিছে শত শত বসন ভূষণ॥
রত্নকুম্ভ মাঝে রহে সুধাতুল্য জল।
যেমনি সুস্বাদু তাহা তেমনি শীতল॥
অকস্মাৎ শিশু সেই রূপ পরিহরি।
ধরিল অপূর্ব্ব এক রূপ মনোহারী॥
মণ্ডলে বিরাজে এক পুরুষ সুন্দর।
কমনীয় শ্যামমূর্ত্তি অতি মনোহর॥
কোটি কোটি কন্দর্পের শোভা অঙ্গে তার।
সারা দেহে শোভে কত রত্ন-অলঙ্কার॥
পীত বস্ত্র পরিধানে অতি চমৎকার।
কুণ্ডল বিরাজ করে কর্ণেতে তাহার॥
শরতের চন্দ্রসম সুন্দর বদন।
বিকশিত পদ্মসম যুগল নয়ন॥
কজ্জল বিলিপ্ত তাহা অতি শোভাকর।
বঙ্কিম চাহনি তাতে কিবা মনোহর॥
শিখিপুচ্ছ শোভিতেছে চূড়ায় তাহার।
কৌস্তুভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার॥
পারিজাত মালা দোলে তাহার গলায়।
আহা কিবা মনোহর শোভা ধরে তায়॥

রাসের মণ্ডল সেথা করিয়া দর্শন।
হইল রাধিকা দেবী বিস্ময়ে মগন ॥
নন্দপুত্রে শ্রীরাধিকা না হেরিয়া আর।
শ্যামমূর্ত্তি পানে এবে চাহে অনিবার ॥
অপূর্ব্ব দর্শন রূপ কে ভুলিতে পারে।
অপলক নেত্রে রাধা সে রূপ নেহারে ॥
তবুও মনের সাধ নাহি মিটে তায়।
শ্রীকৃষ্ণের রূপে হয় বিমোহিত কায় ॥
কামবাণে রোমাঞ্চিত হয় কলেবর।
যুবার মুখের পানে চাহে নিরন্তর ॥
ভুবনমোহন সেই যুবকের সনে।
সঙ্গমের ইচ্ছা হয় রাধিকার মনে ॥
থর থর কাঁপে অঙ্গ মদনের বাণে।
বারে বারে চাহে রাধা যুবকের পানে ॥
মৃদু মৃদু হাস্য করি কৃষ্ণ সনাতন।
রাধিকারে সম্বোধিয়া কহিল তখন ॥
শুন শুন রাধা সতি আমার বচন।
গোলোক-বৃত্তান্ত তুমি করহ স্মরণ ॥
তোমার নিকটে পূর্ব্বে করিনু যে পণ।
সে প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিব এখন ॥
তুমি মোর প্রিয়তমা তুমি প্রাণাধিকা।
প্রাণের প্রেয়সী তুমি শুন গো রাধিকা ॥
কিছুমাত্র ভেদ নাই তোমায় আমায়।
যেই রাধা সেই কৃষ্ণ ভুল নাহি তায় ॥
যথা ধবলতা রহে দুগ্ধ-ক্ষীর মাঝে।
যেমন দাহিকা শক্তি অগ্নিতে বিরাজে ॥
যেরূপ ধরাতে গন্ধ রহে অবিরত।
তোমাতে সেরূপ আমি বিরাজি নিয়ত ॥
তোমা ছাড়া সৃষ্টি আমি করিতে না পারি।
তুমি আমি এক হই দেখহ বিচারি ॥
আমি বীজ-রূপী তুমি সৃষ্টির আধার।
এস এস তুমি মোর বক্ষের মাঝার ॥
যেরূপ অঙ্গের শোভা বাড়ে অলঙ্কারে।
সেরূপ শোভিত তুমি করহ আমারে ॥
অবস্থান করি আমি তুমি ছাড়া যবে।
শুধু মাত্র কৃষ্ণ নামে ডাকে মোরে সবে ॥
তব সনে অবস্থান করি আমি যবে।
তখন শ্রীকৃষ্ণ বলি ডাকে মোরে সবে ॥
বিশ্বের আধার তুমি নিদান সবার।
সকলের শোভা তুমি হও অনিবার ॥
পুরুষ প্রকৃতি মোরা হই অনুক্ষণ।
তুমি শ্রীরাধিকা আমি কৃষ্ণ সনাতন ॥
সর্ব্বশক্তিরূপা তুমি স্ত্রীরূপধারিণী।
প্রকৃতি ঈশ্বরী তুমি তেজঃস্বরূপিণী ॥
শক্তি বুদ্ধি জ্ঞানে তুমি সমান আমার।
তেজেতে আমার তুল্য হও অনিবার ॥
তোমার আমার মাঝে ভেদ যেই করে।
নরকে সেজন রয় বহুকাল ধ'রে ॥
সেইজন নরাধম অতি দুরাশয়।
কোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্য নষ্ট তার হয় ॥
আমাদের নিন্দা যদি করে কোন জন।
নরক মাঝারে সেই করিবে গমন ॥
রাধা-শব্দ যেই জন করে উচ্চারণ।
তারে ভক্তি দান করি যাবৎ জীবন ॥
যেই জন পূজে মোরে ষোড়শোপচারে।
সেই জন প্রিয় মোর কহিনু তোমারে ॥
যেই জন রাধা-নাম করে উচ্চারণ।
সে জন অধিক প্রিয় হয় অনুক্ষণ ॥
অনন্ত ও ব্রহ্মা ধর্ম্ম কপিল মহেশ।
নর-নারায়ণ আর কার্ত্তিক গণেশ ॥
সাবিত্রী প্রকৃতি দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী।
সকলেই প্রিয়জন হয় মোর অতি ॥
তোমার সমান তবু প্রিয় নহে তারা।
রহিতে না পারি আমি কভু তুমি ছাড়া ॥
ভিন্ন স্থানে বাস তারা করে অবিরত।
তুমি বাস কর মোর বক্ষেতে নিয়ত ॥
এই কথা বলি তারে কৃষ্ণ ভগবান্।
মনোহর শয্যা মাঝে করে অবস্থান ॥



পাচনায় বকাসুর হইল অস্থির।
বদন বিদারিয়া মারে হরিল বাহির

পৃষ্ঠা—৪১৮

তখন রাধিকা দেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি।
কহিল মধুর বাক্য ভক্তিভরে অতি ॥
ভুলি নাই প্রভু আমি পূর্ব্বের বিষয়।
সমস্ত বৃত্তান্ত মনে হতেছে উদয় ॥
শুন শুন হৃদয়েশ, শুন প্রাণ-স্বামী।
মায়াজালে সমাচ্ছন্ন হইয়াছি আমি ॥
অভিশাপ দিল মোরে ভক্ত একজন।
সেই শাপে গোপী-রূপে করি আগমন ॥
একশত বর্ষ ধরি প্রভু তব সহ।
বিচ্ছিন্ন ভাবেতে ভোগ করিব বিরহ ॥
শায়িত রয়েছ তুমি প্রভু সনাতন।
মম বক্ষঃস্থলে রাখ তোমার চরণ ॥
কোটি শশধর সম বদন তোমার।
সেই মুখ পানে আমি চাহি অনিবার ॥
শ্রীরাধার বাক্য শুনি কহে সনাতন।
শুন শুন শ্রীরাধিকে আমার বচন ॥
কিছুকাল অবস্থান কর এইবার।
মনোরথ পরিপূর্ণ করিব তোমার ॥
যাহার অদৃষ্টে আমি লিখিব যেমন।
কেহ নাহি পারে তাহা করিতে খণ্ডন ॥
বিধির বিধাতা আমি কহিনু তোমারে।
আমার লিখন ব্রহ্মা খণ্ডিতে না পারে ॥
এইরূপ সুমধুর অনেক বচন।
শ্রীরাধারে বলিলেন শ্রীকৃষ্ণ তখন ॥
রাধাকৃষ্ণ গুপ্ত কথা যে শুনে শ্রবণে।
কোন পাপ নাহি স্পর্শে তাহারে জীবনে ॥
এত যদি বলিলেন দেব নারায়ণ।
কৌতূহলে জিজ্ঞাসেন বিরিঞ্চি নন্দন ॥
অতঃপর কি ঘটিল কহ মহাশয়।
তাহা শুনি নারায়ণ মৃদু হাসি কয় ॥
রাধাকৃষ্ণ একাসনে বসিয়া নির্জ্জনে।
পূর্ব্বজন্মকথা তারা বলে সঙ্গোপনে ॥
অকস্মাৎ প্রজাপতি জগৎ-বিধাতা।
কমণ্ডলু করে ধরি আসিলেন সেথা ॥
অক্ষমালা অন্য করে ধরি পদ্মাসন।
মুহুর্মুহুঃ কৃষ্ণনাম করে উচ্চারণ ॥
মালা কমণ্ডলু তার হাতে শোভা পায়।
হরির চরণে গিয়া প্রণমে ত্বরায় ॥
যুক্ত করে ব্রহ্মা দেব ভক্তি-সহকারে।
শ্রীহরির স্তবস্তুতি করে বারে বারে ॥
অনন্তর রাধা কাছে করিয়া গমন।
কমণ্ডলু-জলে ধৌত করিল চরণ ॥
চরণে প্রণাম করি ব্রহ্মা মহাশয়।
কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করে সে সময় ॥
তুমি মাতঃ দয়াময়ী প্রকৃতি ঈশ্বরী।
ভক্তিভরে চরণেতে প্রণিপাত করি ॥
সার্থক জনম মম, সফল জীবন।
তোমার চরণ-পদ্ম করিনু দর্শন ॥
পূর্ব্বে আমি একবার পুষ্কর তীর্থেতে।
কৃষ্ণ আরাধনা করি ভক্তিযুক্ত চিতে ॥
সন্তুষ্ট হইয়া পরে কৃষ্ণ সনাতন।
বর দান করিবারে করে আগমন ॥
সনাতনে কহিলাম ভক্তিভরে অতি।
এই বর দান তুমি কর মোর প্রতি ॥
স্বপ্নযোগে কেহ যার না পায় দর্শন।
আমারে দেখাও সেই রাধার চরণ ॥
আমার বচন শুনি সনাতন কয়।
কিছুকাল অবস্থান কর মহাশয় ॥
তব ইচ্ছা পূর্ণ হবে শুন হে ব্রহ্মন্।
হেরিবে দুর্লভ তুমি রাধার চরণ ॥
ঈশ্বরের বাক্য কভু মিথ্যা নাহি হয়।
তোমার চরণ আমি দেখি এ সময় ॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ হ'তে তুমি আবির্ভূতা সতি।
প্রকৃতি ঈশ্বরী তুমি কৃপাময়ী অতি ॥
কেবা কৃষ্ণ কেবা রাধা কহা নাহি যায়।
কেমন করিয়া কহ বর্ণিব তোমায় ॥
ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে গোলোক বিরাজে।
নিরন্তর অবস্থান কর তার মাঝে ॥

তুমি নিত্য তুমি সত্য অজর অমর।
তোমার চরণ ধ্যান করি নিরন্তর॥
সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী তুমি ভগবতী।
কি কব তোমার কথা ক্ষুদ্র আমি অতি॥
শ্রীহরির অংশ হ'তে পুরুষেরা হয়।
তব অংশজাতা হয় নারীসমুদয়॥
আত্মার সমান হয় কৃষ্ণ-সনাতন।
দেহের স্বরূপা তুমি হও অনুক্ষণ॥
জগতের মাতৃরূপা তুমি অনিবার।
তোমার চরণে আমি নমি বারংবার॥
নিত্য সত্য যেইরূপ কৃষ্ণ সনাতন।
সেইরূপ নিত্য সত্য তুমি অনুক্ষণ॥
বিশ্বের বিধাতা আমি বেদ স্মৃষ্টি-কারী।
তোমার মহিমা তবু বর্ণিতে না পারি॥
চারিমুখে নাহি পারি বর্ণিতে তোমায়।
ভক্তিভবে প্রণিপাত করি তব পায়॥
অম্বিকা বলিযা তুমি খ্যাত চরাচরে।
চরণে প্রণাম তব করি ভক্তিভরে॥
বিশ্বের জননী তুমি জানি অনিবার।
তোমারে বর্ণিতে হেন সাধ্য আছে কার॥
আমি ও অনন্তদেব ভোলা পঞ্চানন।
করিতে না পারি কভু তোমার স্তবন॥
দুর্ব্বল অক্ষম আমি ক্ষুদ্র আমি অতি।
সাধ্যমত স্তুতি-বাক্য কহি তব প্রতি॥
অধম সন্তান আমি, শক্তি কিছু নাই।
অপরাধ হয় যদি ক্ষমা কর তাই॥
সন্তানের অপরাধ যদি কভু হয়।
মার্জ্জনা কবেন তারে জননী নিশ্চয়॥
এইরূপ স্তবস্তুতি করি অবিরাম।
ব্রহ্মাদেব রাধিকারে করিল প্রণাম॥
ব্রহ্মাকৃত এই স্তব যে করে শ্রবণ।
হরির দাসত্ব লাভ করে সেইজন॥
অনায়াসে সেইজন করে মৃত্যু জয।
এ ভব-সংসারে তার নাহি কোন ভয॥

শুনিয়া ব্রহ্মার স্তব তুষ্টা হ'য়ে সতী।
মৃদু মৃদু হাস্য করি কহে ব্রহ্মা প্রতি॥
সন্তুষ্ট হয়েছি আমি তোমার উপর।
এক্ষণে প্রার্থনা কর ইচ্ছামত বর॥
রাধিকার কথা শুনি ব্রহ্মা মহাশয়।
অতি-ভক্তি সহকারে রাধিকারে কয়॥
কৃপা করি মোরে মাতঃ দেহ এই বর।
চরণেতে ভক্তি যেন রহে নিরন্তর॥
অহরহঃ স্মরি যেন রাধাকৃষ্ণ-নাম।
পাদপদ্ম ধ্যান যেন করি অবিরাম॥
পুনর্ব্বার নমস্কার করি ভক্তিভরে।
হরিরে স্মরিয়া ব্রহ্মা হোম আদি করে॥
শয্যা ছাড়ি উঠিলেন কৃষ্ণ সনাতন।
বিধিমত হোম আদি করে সমাপন॥
অনন্তর ব্রহ্মাদেব শ্রীকৃষ্ণ রাধারে।
প্রদক্ষিণ করিলেন ভক্তি-সহকারে॥
এইরূপে প্রদক্ষিণ করি সপ্তবার।
শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণেরে করে নমস্কার॥
রাধিকার হস্ত কৃষ্ণ করিলা ধারণ।
চতুর্ম্মুখ করিলেন বেদ-উচ্চারণ॥
বেদ-উক্ত সপ্তমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে।
রাধিকার পৃষ্ঠদেশ সনাতন ধরে॥
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল ধরি রাধা সতী।
কৃষ্ণেরে পরায় মালা মনোহর অতি॥
ভক্তিভরে শ্রীরাধারে কৃষ্ণ সনাতন।
মনোরম মালা গলে করিল অর্পণ॥
অতঃপর চতুর্ম্মুখ ভক্তি-সহকারে।
শ্রীকৃষ্ণের বাম পার্শ্বে বসায় রাধারে॥
তারপর রাধাকৃষ্ণ মিলি দুইজন।
বেদ-উক্ত পঞ্চমন্ত্র করে উচ্চারণ॥
এইরূপে মন্ত্রপাঠ করি সমাপন।
রাধিকা কৃষ্ণের পায়ে প্রণমে তখন॥
অতঃপর ব্রহ্মাদেব আনন্দিত মনে।
রাধিকারে সমর্পণ করে সনাতনে॥

স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে অতি সুমধুর।
পুষ্পবৃষ্টি চারিধারে হইল প্রচুর॥
সুমধুর গান করে গন্ধর্ব্ব সকল।
অপ্সরারা নৃত্য গীত করে অবিরল॥
তারপর ব্রহ্মাদেব কহে জোড় করে।
দক্ষিণা-স্বরূপ দেহ ভক্তি দাস্য মোরে॥
ব্রহ্মার বচন শুনি কহে সনাতন।
তব অভিলাষ আমি করিব পূরণ॥
ভক্তি-লাভ হবে তব কহি সুনিশ্চয়।
করিবে চরণ ধ্যান সকল সময়॥
যাবচ্চন্দ্র দিবাকর রহিবে গগনে।
আমাদের প্রতি ভক্তি রবে তব মনে॥
আমার বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়।
এই কথা পদ্মাসন জানিবে নিশ্চয়॥
মঙ্গল হইবে তব শুন হে ব্রহ্মন্।
স্বস্থানে এক্ষণে তুমি করহ গমন॥
কৃষ্ণের বিবাহ-কথা অমৃত সমান।
যেই শুনে সেই করে গোলোকে পয়ান॥
ধনে-জনে বাড়ে সিদ্ধ হয় মনস্কাম।
যেই জন লয় মুখে রাধাকৃষ্ণ নাম॥
শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনি আনন্দিত মনে।
ব্রহ্মাদেব যায় চলি আপন ভবনে॥
এতেক শুনিয়া তবে দেবর্ষি নারদ।
মনে মনে বন্দিলেন রাধাকৃষ্ণপদ॥
নারায়ণ প্রতি পরে সবিনয়ে কয়।
অতঃপর কি হইল বল দয়াময়॥
রাধাকৃষ্ণ পুণ্য কথা অতি মনোহর।
শুনিলে পবিত্র হয় সবার অন্তর॥

● শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার বিহার।

নারদের বাক্য শুনি হরষিত অতি।
নারায়ণ বলিলেন নারদের প্রতি॥
তারপর ঘটে যাহা শুন দিয়া মন।
হইবে বাসনা পূর্ণ শুনিবে যথন॥

প্রস্থান করিলে ব্রহ্মা শ্রীরাধিকা সতী।
কটাক্ষ নয়নে চাহে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি॥
কৃষ্ণের বদন সতী করিয়া দর্শন।
লজ্জাভরে নিজ মুখ করে আচ্ছাদন॥
মৃদু মৃদু হাস্য করে পুলকের ভরে।
সকটাক্ষ দৃষ্টিপাত ক্ষণে ক্ষণে করে॥
কামবাণে রাধা-অঙ্গ হইল পীড়িত।
সমস্ত শরীর তার হয় রোমাঞ্চিত॥
থর থর কাঁপে অঙ্গ মদনের বাণে।
ঘন ঘন চাহে দেবী শ্রীকৃষ্ণের পানে॥
প্রণাম করিয়া রাধা কৃষ্ণের চরণে।
শ্রীহরির সহ যায় শয়ন-ভবনে॥
সেথায় রাধিকাদেবী করিয়া গমন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে করিলেন চন্দন-লেপন॥
সুধা আর মধুপাত্র ল'য়ে তারপর।
শ্রীহরিরে দান রাধা করিল সত্বর॥
সুবাসিত তাম্বুলাদি কৃষ্ণে করে দান।
রাধারে তাম্বুল দান করে ভগবান্॥
রাধিকার সর্ব্ব অঙ্গে কৃষ্ণ সনাতন।
যত্নসহকারে করে চন্দন-লেপন॥
ধ্যান করে কাম নিত্য যাঁহার চরণ।
সেই কৃষ্ণ কামবশ রাধার কারণ॥
কামবাণে জর্জ্জরিত হরির অন্তর।
রাধিকার পানে হরি চাহে নিরন্তর॥
রাধিকারে বক্ষে চাপি কৃষ্ণ ভগবান্।
আলিঙ্গন করি করে চুম্বন প্রদান॥
হরিষে হরিলা হরি রাধার বসন।
কৃষ্ণপীতবাস রাধা করে আকর্ষণ॥
তারপর কামাতুর হরি সনাতন।
রাধাসহ নানা ভাবে করিলা রমণ॥
সর্ব্ব অঙ্গ পুলকিত হয় শ্রীরাধার।
নবসঙ্গমের বশে তৃপ্তি নাহি আর॥
আলিঙ্গন চুম্বনের নাহিক বিরতি।
আবেশে মূর্চ্ছিত-প্রায় রাধিকা যুবতী॥

দিবারাত্রি জ্ঞান কিছু না রহিল আর।
হরিসহ নানা ভাবে করিল শৃঙ্গার॥
কামশাস্ত্রবিশারদ কৃষ্ণ ভগবান্।
রাধারে বিবিধ ভাবে করে তৃপ্তি দান॥
রাধিকার প্রতি অঙ্গ করি আলিঙ্গন।
অষ্ট প্রকারের রতি করিলা তখন॥
রাধিকারে বারে বারে করি আকর্ষণ।
সর্ব্ব অঙ্গে নখক্ষত করে সনাতন॥
রাধিকার পায়ে বাজে মঞ্জীর সুন্দর।
কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর॥
আলুথালু কেশ তার গাত্র বস্ত্রহীন।
মহাসুখে রতি-ভোগ করে নিশিদিন॥
এইরূপে সাঙ্গ যবে হয় কামরণ।
রাধার করিলা হরি কবরী-বন্ধন॥
ললাটে সিন্দুরবিন্দু আঁকে সনাতন।
অঙ্গে তার পত্রাবলি করিলা রচন॥
সহসা কৈশোর-রূপ করি পরিহার।
পুনরায় ধরে হরি শিশুর আকার॥
নন্দের নন্দন-বেশী শিশু সনাতন।
ক্ষুধায় পীড়িত হ'যে করিল ক্রন্দন॥
তাহা হেরি রাধাদেবী ব্যথিত হৃদযে।
কৃষ্ণেরে উদ্দেশ করি কহে সবিনযে॥
মায়ার ঈশ্বর প্রভু কি কহিব আর।
মোর প্রতি মায়া কেন করিছ বিস্তার॥
মোরে পরিত্যাগ কেন কর সনাতন।
কেন শিশু-রূপ তুমি করিলে ধারণ॥
এইরূপে রাধা সতী কাঁদিছে যখন।
সহসা আকাশবাণী শুনিল তখন॥
শুন রাধা বিনোদিনি আমার বচন।
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম করহ স্মরণ॥
শুন সতি, মুছ তব নযনের জল।
যত দিন বিরাজিবে রাসের মণ্ডল॥
ছায়ামাত্র গৃহে রাখি আসিবে হেথায।
মিলিবে হরির সহ কহিনু তোমায॥
প্রতি রাত্রিকালে আমি আসিব হেথায।
শিশু-রূপ পরিত্যজি নটবর কায়॥
বেদনা চিত্তের তব নাশিব নিশ্চয়।
আমার বচন জেনো মিথ্যা নাহি হয॥
সম্বরণ কর দেবি তোমার রোদন।
মহানন্দে পরিপূর্ণ কর তব মন॥
বালকের রূপী এই কৃষ্ণ সনাতনে।
ক্রোড়ে করি ল'য়ে যাও নন্দের ভবনে॥
শুনি এই দৈববাণী রাধিকা তখন।
কৃষ্ণেরে লইযা চলে নন্দের ভবন॥
যশোদার ক্রোড়ে তারে করিযা অর্পণ।
সম্বোধন করি রাধা কহিলা তখন॥
অতিশয স্থূল শিশু, জননি তোমার।
বহিতে না পারি আমি তার দেহ-ভার॥
গোষ্ঠমাঝে নন্দরাজ আমারে হেরিযা।
শিশুরে প্রেরণ করে মোর হাতে দিযা॥
ইহারে বহিতে মোর বড় কষ্ট হয।
তোমার এ শিশুপুত্র ভারী অতিশয॥
ক্ষুধাতুর হ'যে শিশু করিছে ক্রন্দন।
তাই তো শিশুরে ত্বরা করি আনযন॥
আকাশ যে মেঘাচ্ছন্ন তাহাতে আবার।
ঝর ঝর বৃষ্টিধারা ঝরে অনিবার॥
পিচ্ছিল দুর্গম্ পথ কর্দ্দমাক্ত অতি।
শিশুরে বহিতে হয় অশেষ দুর্গতি॥
সর্ব্ব অঙ্গ সিক্ত মোর বৃষ্টির ধারায়।
তোমার নন্দনে আনি দিলাম তোমায॥
বহুক্ষণ গৃহ আমি আসিযাছি ছাড়ি।
এক্ষণে গৃহের পানে যাই তাড়াতাড়ি॥
এই কথা বলি রাধা করিল গমন।
যশোদা শিশুরে ল'যে দান করে স্তন॥
প্রতিদিন রাধাদেবী ছাযা রাখি ঘরে।
বৃন্দাবনে হরিসহ রতিক্রীড়া করে॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অমৃত-মধুর।
শ্রবণ করিলে সব দুঃখ হয দূর॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব বৃথা কাটে কাল।
চারিধারে বিস্তারিয়া আছে মায়াজাল॥
নিরন্তর ভজ সবে কৃষ্ণের চরণ।
এই মাযাজাল তবে হইবে ছেদন॥
এ ভব-সংসার মাঝে সকল অসার।
হরির চরণ ধ্যান কর অনিবার॥
কৃষ্ণভক্ত হয যেই তার কিবা ভয।
সর্ব্বজয়ী হয সেই সকল সময॥
মায়ায বিমুগ্ধ হ'যে আছে জীবগণ।
সংসার-কূপের মাঝে আছে নিমগন॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু কৃষ্ণ সনাতন।
তাঁহার চরণে প্রাণ কর সমর্পণ॥
সর্ব্ব দুঃখ দূরে যাবে প্রাণে শান্তি পাবে।
অন্তিমেতে শ্রীহরির ভবনেতে যাবে॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বক, কেশী ও প্রলম্বাসুর বধ, বসুদেবাদি গন্ধর্ব্বের
শাপ-মোচন এবং শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন
গমন প্রস্তাব।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
কৃষ্ণের চরিত্র আমি করিব বর্ণন॥
একদিন শিশু কৃষ্ণ অন্য শিশু সনে।
শ্রীবনে গমন করে ল'যে গাভীগণে॥
শ্রীবনের মাঝে গিযা কৃষ্ণ সনাতন।
অন্য অন্য শিশুসহ করে গোচারণ॥
মধুবন ছিল সেথা অতি মনোহর।
গাভী ল'যে সবে সেথা চলিল সত্বর॥
গোপের বালক সহ কৃষ্ণ-বলরাম।
নানারূপ ক্রীড়া তথা করে অবিরাম॥
সকলে প্রফুল্ল চিত্ত আহ্লাদ অন্তরে।
গোবৎস সকল নিযে কত রঙ্গ করে॥
কভু নাচে কভু গায হাসে খলখল।
কখন বা তোলপাড় করে নদীজল॥
কোন সঙ্গী গাছে উঠে ফলফুল পাড়ে।
কেহ বা থাকিযা নীচে হাত পাতি ধরে॥
কেহ করে পর্ব্বতের গাত্রে আরোহণ।
গাভীর পশ্চাতে ধায হাতেতে পাচন॥
কেহ বা গাভীর পিছে ছুটে ছুটে যায।
কেহ বা সঙ্গীকে দেখি বনেতে লুকায॥
হাম্বা রব শুনি কেহ আনন্দে আকুল।
কেহ যায কাননেতে তুলিবারে ফুল॥
কোন সঙ্গী শুযে পড়ে নবদূর্ব্বাদলে।
কেহ বা বৃক্ষের ফল খায কুতূহলে॥
এই ভাবে শিশুদল মাঠের মাঝারে।
এদিকে সেদিকে সব ছড়াইযা পড়ে॥
সহসা সেথায এক দৈত্য বলবান্।
শিশুদের সম্মুখেতে হয আগুযান॥
বিকট আকার তার ভীষণ দর্শন।
বকাসুর নাম তার, বিকৃত বদন॥
বিস্তার করিযা মুখ আসিল ছুটিযা।
কৃষ্ণসহ সকলেরে ফেলিল গিলিয়া॥
গাভী আর শিশুগণ যত কিছু ছিল।
অনাযাসে বকাসুর সবারে গিলিল॥
হেরি হাহাকার করে যত দেবগণ।
অস্ত্রশস্ত্র ল'যে সবে করে আগমন॥
উপায না হেরি কিছু দেব পুরন্দর।
নিক্ষেপ করিল বজ্র বকের উপর॥
বজ্রের আঘাতে তার কিছু নাহি হয।
নীহারাস্ত্র নিক্ষেপিলা চন্দ্র সে সময়॥
যমদণ্ড যমরাজ করে নিক্ষেপণ।
বাযব্যাস্ত্র তার পরে হানিল পবন॥
হুতাশন অগ্নিবাণ করিল ক্ষেপণ।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ মারে কুবের তখন॥
এই সব অস্ত্রাঘাতে হইল জর্জ্জর।
শিবশূলে মূর্চ্ছাগত হল অতঃপর॥

তখন শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ সনাতন।
ব্রহ্মতেজে অঙ্গ তার করিল দহন॥
যাতনায় বকাসুর হইযা অস্থির।
বমন করিয়া সবে করিল বাহির॥
বাহিরে আসিল পুনঃ শিশু গাভীগণ।
বকাসুর প্রাণ ত্যাগ করিল তখন॥
স্বর্গেতে দেবতাগণ হাত যোড় করি।
স্তবস্তুতি কবে বথা দয়াময হরি॥
মায়াময় তুমি কর মাযার বিস্তার।
পৃথিবী রক্ষিছ করি দুষ্টের সংহার॥
অগতির গতি প্রভু কৃষ্ণ নারায়ণ।
প্রণাম গ্রহণ কর দেব জনার্দ্দন॥
এইভাবে বকাসুরে শিশু-কৃষ্ণ নাশে।
তা দেখিয়া শিশুগণ খল্‌খল্ হাসে॥
এতেক শুনিযা তবে দেবর্ষি নারদ।
মনে মনে বন্দিলেন রাম-কৃষ্ণ পদ॥
নারাযণ প্রতি তবে কহে মুনিবর।
বকাসুর বধ শুনি তোমার গোচব॥
নানা ছলে দযাময় হরি বারবার।
সংসারের যত পাপ করেন সংহার॥
এই ভাবে কত লীলা কবে কৃষ্ণধন।
দয়া করি কহ মোরে দেব নারাযণ॥
আর কোন্ অসুরেরে কৃষ্ণ করে নাশ।
তব পাশে শুনিবার বড় অভিলাষ॥
এতেক শুনিয়া তবে নারদে সম্ভাষি।
বলিলেন নারায়ণ মৃদু মৃদু হাসি॥
বকাসুরে মারি পরে শিশুগণ ল'যে।
গোষ্ঠ পরিত্যজি তারা যায গোপালযে॥
বলরাম সহ পরে কৃষ্ণ ভগবান্।
কেলিকদম্বের বনে করিলা প্রস্থান॥
প্রলম্ব নামেতে এক অসুর ভীষণ।
বৃষরূপ ধরি সেথা করে আগমন॥
শ্রীহরিরে শৃঙ্গ 'পরে করিয়া স্থাপন।
বিকট অসুর তাঁরে করে উত্তোলন॥
ভীত হ'য়ে বালকেরা করে হাহাকার।
কৃষ্ণের বুঝিবা আজ রক্ষা নাহি আর॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে চারিদিকে ছুটে গাভীগণ।
শিশুদল নানাদিকে করে পলায়ন॥
তখন শ্রীবলরাম ডাকি সবে কয়।
শুন শুন শিশুদল নাহি কোন ভয়॥
কৃষ্ণের কিছু না হবে নাহি কিছু ডর।
মরিবে কৃষ্ণের হাতে দৈত্য ভয়ঙ্কর॥
বৃষের ধরিযা শৃঙ্গ শ্রীমধুসূদন।
আকাশে তুলিয়া ভূমে করিলা ক্ষেপণ॥
ভযঙ্কর শব্দ করি দৈত্য ভূমে পড়ে।
নিমেষে প্রলম্বাসুর প্রাণ ত্যাগ করে॥
দর্শন করিয়া তাহা যত শিশুগণ।
হাততালি দিযা সবে করিল নর্ত্তন॥
প্রলম্ব নিধন করি বলরাম সনে।
শ্রীকৃষ্ণ গমন করে ভাণ্ডীরের বনে॥
সেথা ছিল দৈত্যপতি কেশী বলবান্।
অতিকায় মূর্ত্তি তাব পর্ব্বত-সমান॥
কৃষ্ণেরে হেরিযা কেশী করিয়া ধারণ।
শতেক যোজন ঊর্দ্ধে করে উত্তোলন॥
তারপর শ্রীহরিরে ফেলি ভূমি 'পরে।
চর্ব্বণ করিতে যায় অতি ক্রোধভরে॥
সনাতনে যেই কেশী করিল চর্ব্বণ।
দন্তরাজি ভগ্ন তার হইল তখন॥
তাবপর কৃষ্ণতেজে কেশী দৈত্যবর।
দগ্ধীভূত হ'যে শেষে ত্যজে কলেবর॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে, পুষ্পবৃষ্টি হয়।
মনোহর রথ এক আসে সে সময॥
দিব্যরূপধারী হরিপারিষদগণ।
সেই রথ আরোহণে করে আগমন॥
পরিধানে পীতবস্ত্র কিরীট মাথায়।
বিভূষিত সকলেই রত্নের মালায়॥
কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে অতি চমৎকাব।
মধুর মুরলী হাতে শোভে অনিবার॥

চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গ কুঙ্কুম-লেপিত।
চরণের মাঝে রত্ন-মঞ্জীর-শোভিত॥
গোপবেশধারী সবে অতি সুদর্শন।
মৃদু মৃদু হাস্য তারা করে অনুক্ষণ॥
সেই সব পারিষদ রথ-আরোহণে।
হরির সম্মুখে আসে ভাণ্ডীরের বনে॥
দেহত্যাগ করি কেশী দিব্যরূপ ধরে।
কৃষ্ণেরে প্রণাম করি সেই রথে চড়ে॥
কৃষ্ণপারিষদরূপে কেশী পুনরায়।
রথে আরোহণ করি গোলোকেতে যায়॥
নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ।
কৃপা করি কর মোর সন্দেহ ভঞ্জন॥
দৈত্যরূপী কেশী কেবা ছিল মহাশয়।
সবিস্তারে কহ মোরে সমস্ত বিষয়॥
পূর্ব্বজন্মে এ অসুর ছিল কোন্ জন।
কার অভিশাপে দশা হইল এমন॥
কি হেতু দানববংশে পুন জন্ম ধরে।
সবিস্তারে সেই কথা কহ দয়া ক'রে॥
নারায়ণ কহিলেন, কর অবধান।
তোমারে কহিব আমি অপূর্ব্ব আখ্যান॥
শুনিলাম যাহা যাহা শঙ্কর নিকটে।
তোমার নিকটে তাহা কহি অকপটে॥
গন্ধবাহ নামে ছিল গন্ধর্ব্বের পতি।
তপস্বীর শ্রেষ্ঠ তিনি হরিভক্ত অতি॥
ক্রমে ক্রমে জন্মে তার চারিটি নন্দন।
সকলেই ছিল অতি কৃষ্ণপরায়ণ॥
শয়নে ও জাগরণে ভক্তিসহকারে।
হরির চরণ ধ্যান করে বারে বারে॥
অনন্তর গন্ধর্ব্বের পুত্র-সমুদয়।
মুনিবর দুর্ব্বাসার মন্ত্রশিষ্য হয়॥
কৃষ্ণপূজা না করিয়া না করে ভোজন।
কৃষ্ণপূজা বিনা জল না করে গ্রহণ॥
নিরন্তর জপ করে শ্রীকৃষ্ণের নাম।
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করে অবিরাম॥

সুহোত্র সুপার্শ্ব আর সুদর্শন নাম।
বসুদেব—এই চারি পুত্র গুণধাম॥
পরমবৈষ্ণব তারা অতি সাধুজন।
পুষ্কর তীর্থেতে বহু করিল সাধন॥
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বসুদেব যোগপ্রাপ্ত হয়।
ব্রহ্মতেজে দেহ তার হয় জ্যোতির্ম্ময়॥
অনন্তর দেহ তার করি পরিহার।
হরিপারিষদ হয় গোলোক-মাঝার॥
একদা সুহোত্র আদি ভ্রাতা তিনজন।
চিত্র-সরোবর-পানে করিল গমন॥
শত শত পদ্ম ফোটে সেই সরোবরে।
সেই পদ্ম তোলে তারা কৃষ্ণপূজা তরে॥
সরোবর রক্ষা করে শিবের কিঙ্কর।
গন্ধর্ব্বগণেরে তারা বাঁধিল সত্বর॥
শিবের নিকটে ল'য়ে কিঙ্করের দল।
পদ্ম-হরণের কথা কহিল সকল॥
কহিল শিবের কাছে অনুচরগণ।
হরণ করিতে পদ্ম আসে তিনজন॥
আমাদের অনুমতি নাহি তারা লয়।
যাহা ইচ্ছা শাস্তিদান কর মহাশয়॥
গন্ধর্ব্বনন্দনগণ হেরি পঞ্চাননে।
প্রণাম করিল পায়ে ভক্তিযুক্ত মনে॥
মৃদু মৃদু হাস্য করি ভোলানাথ কয়।
কাহার নন্দন সবে দেহ পরিচয়॥
পার্ব্বতী করেন ব্রত তাই সরোবরে।
লক্ষ লক্ষ যক্ষগণ পদ্ম রক্ষা করে॥
ত্রৈমাসিক ব্রতে সতী মঙ্গলের তরে।
হরিরে সহস্র পদ্ম সমর্পণ করে॥
সেই পদ্ম কেন আজি করিলে হরণ।
কোথা হ'তে কহ সবে কর আগমন॥
শঙ্করের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভীত হ'যে বৈষ্ণবেরা কহিল তখন॥
শুন প্রভু দয়াময় কৃপা-অবতার।
তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার॥

না করিয়া কৃষ্ণপদে কমল অর্পণ।
মোরা কভু অন্নজল না করি গ্রহণ॥
পার্ব্বতীর রক্ষিত যে এই সরোবর।
নহে প্রভু সেই কথা মোদের গোচর॥
অতীব লজ্জিত মোরা শুন পঞ্চানন।
কৃপা করি পদ্মগুলি করহ গ্রহণ॥
কৃষ্ণের চরণে আজি পদ্ম নাহি দিব।
সে কারণে অন্ন জল মুখে না তুলিব॥
আপনারে সব পদ্ম করিলাম দান।
কৃপা করি তাহা তুমি লহ ভগবান্॥
যাঁর পাদপদ্ম মোরা নিত্য করি ধ্যান।
সম্মুখে বিরাজে আজ সেই ভগবান্॥
অদ্বিতীয় এক ব্রহ্ম, রূপ নাহি তাঁর।
ভক্ত-অনুগ্রহে দেহ ধরে অনিবার॥
তুমি দয়াময় প্রভু তুমি সনাতন।
কৃপা করি এই পদ্ম করহ গ্রহণ॥
শুন শুন মহেশ্বর শুন ভগবন্।
কৃপা করি কৃষ্ণমূর্ত্তি করাও দর্শন॥
দ্বিভুজ মুরলীধারী কিশোর সুন্দর।
জলধরসম যাঁর শ্যাম কলেবর॥
পরিধানে পীত বস্ত্র শোভিছে যাঁহার।
সারা অঙ্গে শোভে যাঁর রত্ন-অলঙ্কার॥
চন্দন-চর্চ্চিত দেহ অতি মনোহর।
ময়ূরপুচ্ছের চূড়া শোভে নিরন্তর॥
বিভূষিত অঙ্গ যাঁর মালতীমালায়।
কৌস্তুভের মণি যাঁর বক্ষে শোভা পায়॥
কোটি কন্দর্পের সম লাবণ্য যাঁহার।
রাধাদেবী শোভে যাঁর বক্ষের মাঝার॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করে যাঁরে ধ্যান।
অনন্ত প্রভৃতি যাঁর অন্ত নাহি পান॥
সকলের বন্দনীয় যিনি পূর্ণকাম।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু যিনি অবিরাম॥
সেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ ভুবনমোহন।
কৃপা করি আমাদেরে করাও দর্শন॥

এইরূপ কহি শিবে গন্ধর্ব্ব-নন্দন।
মনে মনে কৃষ্ণনাম করিল স্মরণ॥
গন্ধর্ব্বগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সম্বোধন করি কহে ভোলা পঞ্চানন॥
তোমরা সামান্য নও বুঝিলাম আজ।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য পৃথিবীর মাঝ॥
তোমাদের মত সাধু দুর্লভ ভুবনে।
প্রাণ মন সঁপিয়াছ কৃষ্ণের চরণে॥
হইয়াছি তুষ্ট আমি তোমাদের প্রতি।
তোমাদের 'পরে তুষ্টা ঈশ্বরী পার্ব্বতী॥
এ জগতে আছে যত বৈষ্ণবের দল।
আমার প্রাণের প্রিয় তাহারা সকল॥
কিন্তু শুন হইয়াছে সঙ্কট ভীষণ।
ব্রতকালে মহেশ্বরী করিয়াছে পণ॥
অনুষ্ঠিত ব্রতকালে যদি কোন জন।
সরোবর হ'তে পদ্ম করে আহরণ॥
তাহার দুর্গতি হবে ভুল নাহি আর।
জন্মিবে অসুররূপে ধরণীমাঝার॥
তোমরা কৃষ্ণের ভক্ত, করিও না ভয়।
ভক্তদের অমঙ্গল কভু নাহি হয়॥
যদিও ধরিবে সবে দানব-আকার।
গোলোকধামেতে পরে যাবে পুনর্ব্বার॥
শুন শুন বৎসগণ, আমার বচন।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণরূপ করিবে দর্শন॥
যেই রূপ ধ্যান সবে কর নিরন্তর।
সেই মনোহর রূপ দেখিবে সত্বর॥
মদনমোহন রূপ করিয়া দর্শন।
দিব্য দেহে গোলোকেতে করিবে গমন॥
যেই রূপ হেরিবারে উৎকণ্ঠিত মন।
দেখাইব সেই রূপ মদনমোহন॥
তাহাদের এই কথা বলি পঞ্চানন।
অপরূপ কৃষ্ণরূপ করান দর্শন॥
শ্রীকৃষ্ণের রূপরাশি হেরি সে সময়।
গন্ধর্ব্বের পুত্রগণ রোমাঞ্চিত হয়॥

তারপর শঙ্করেরে করি নমস্কার।
অসুর-রূপেতে যায় পৃথিবী-মাঝার॥
সবার প্রথমে মুক্ত বসুদেব হয়।
তিন ভ্রাতা বৃন্দাবনে দৈত্যরূপে রয়॥
বকাসুর রূপে রহে সুহোত্র তখন।
প্রলম্ব-অসুর রূপে রহে সুদর্শন॥
সুপার্শ্ব ধরিল কেশী দৈত্যের আকার।
এইরূপে যায় সবে পৃথিবী-মাঝার॥
সকলেরে বধ করে কৃষ্ণ সনাতন।
তাই তারা শ্রীকৃষ্ণের পায় দরশন॥
এইরূপে সবে তারা দিব্যরূপ ধরি।
গোলোকে গমন করে স্বর্ণরথে চড়ি॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি মধুময়।
শ্রবণ করিলে সদা জুড়ায় হৃদয়॥
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা অতি চমৎকার।
ক্রমে ক্রমে তব কাছে কহিব এবার॥

● গোকুল ত্যজিয়া নন্দ, যশোদা, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, শ্রীরাধা ও অন্যান্য গোপ-গোপীগণের বৃন্দাবনে গমন।

তারপর শুন শুন নারদ সুজন।
এইরূপে দৈত্য-বধ করি সনাতন॥
সহচরগণ আর গাভীগণ সনে।
আনন্দিত মনে আসে আপন ভবনে॥
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গিগণ সকলের কাছে।
নিবেদিল যাহা সব বনে ঘটিয়াছে॥
শুনিয়া সকলে হয় বিস্ময়ে মগন।
অতিশয় ভীত নন্দ হইল তখন॥
বৃদ্ধ গোপগোপীগণে ডাকিয়া ভবনে।
পরামর্শ করে নন্দ তাহাদের সনে॥
এইরূপে যুক্তি করি নন্দ নরপতি।
বৃন্দাবনে চলিলেন সমারোহে অতি॥
গোপ গোপী আর যত বালকের দল।
বৃন্দাবনে যায় সবে করি কোলাহল॥

সঙ্গিগণ কৃষ্ণ আর বলরাম সনে।
বৃন্দাবন পানে চলে আনন্দিত মনে॥
কেহ বা বাজায় বেণু অতি সুমধুর।
শৃঙ্গধ্বনি কেহ কেহ করিল প্রচুর॥
কেহ বা বাজায় বীণা, কেহ করতালি।
মনের আনন্দে কেহ নৃত্য করে খালি॥
কারো কর্ণে শোভিতেছে নবীন পল্লব।
বনমালা পরিয়াছে কেহ বা দুর্লভ॥
কাহারো চূড়ায় শোভে পুষ্প মনোহর।
কারো কর্ণে শোভা পায় মুকুল সুন্দর॥
কোটি কোটি শিশু আর গোপগোপীগণ।
বৃন্দাবন পানে সবে চলিল তখন॥
দিব্যবস্ত্র-পরিধানা যতেক যুবতী।
নানাবিধ অলঙ্কারে শোভিতেছে অতি॥
রাধিকার যত সব সহচরীগণ।
রাধিকার সাথে সাথে চলিল তখন॥
শিবিকারোহণ করি কেহ কেহ যায়।
রথ-আরোহণে কেহ চলিল ত্বরায়॥
রত্নময় পরিচ্ছদ করিয়া ধারণ।
রথে চড়ি রাধাদেবী করিল গমন॥
সুনন্দ শ্রীদাম আদি কৃষ্ণ-সহচর।
সানন্দে গমন করে গজের উপর॥
গিরিভানু বীরভানু আর বিভাকর।
গজে আরোহণ করি চলিল সত্বর॥
অলঙ্কৃতা হ'য়ে চলে শ্রীযশোদা সতী।
সাথে সাথে চলে তার রোহিণী যুবতী॥
স্বর্ণরথে চড়ি চলে কৃষ্ণ-বলরাম।
সাথে সাথে কিঙ্করেরা চলে অবিরাম॥
বৃষের পৃষ্ঠেতে কেহ করিছে গমন।
গর্দ্দভের পিঠে চড়ি যায় কোন জন॥
কোটি কোটি রাধিকার সহচরী যত।
শ্রীরাধার সাথে সব চলে অবিরত॥
সিন্দূর লইয়া কেহ করিছে গমন।
কেহ কেহ করিতেছে কজ্জল বহন॥

কেহ বা দর্পণ ল'য়ে সাথে সাথে যায়।
কেহ কেহ রাধা-অঙ্গে চামর ঢুলায়॥
কারো হস্তে স্বর্ণপাত্র শোভে অনুক্ষণ।
কেহ বা বহন করে অগুরু চন্দন॥
গেণ্ডুক লইয়া হাতে কেহ কেহ যায়।
পুত্তলিকা হ'তে কেহ চলেছে ত্বরায়॥
ক্রীড়াদ্রব্য কেহ কেহ করিছে বহন।
বেশদ্রব্য হাতে করি চলে কোন জন॥
চলিতে চলিতে পথে নৃত্য কেহ করে।
কেহ কেহ গান গায় পুলক অন্তরে॥
কোটি কোটি অশ্ব রথ সাথে সাথে যায়।
কোটি কোটি শকটাদি চলিল সেথায়॥
উষ্ট্র হস্তী চলে কত সংখ্যা নাহি তার।
বৃষ ও গর্দ্দভ চলে হাজার হাজার॥
গোকুল ছাড়িয়া সবে বৃন্দাবনে যায়।
গোকুল নগর হয় শ্মশানের প্রায়॥
এইরূপে বৃন্দাবনে আসিয়া সকলে।
শ্রান্ত হ'যে অবস্থান করে বৃক্ষতলে॥
অনন্তর গোপগণে করি সম্বোধন।
মধুর বচনে কহে কৃষ্ণ সনাতন॥
শুন শুন কহি আমি তোমাদের কাছে।
এইস্থানে বহুতর রম্য গৃহ আছে॥
দেবতার বিনির্ম্মিত সে সব ভবন।
অদৃশ্য ভাবেতে সব রহে অনুক্ষণ॥
দেবতার প্রীতি যারা না করে সাধন।
এই সব গৃহ তারা না করে দর্শন॥
শুন শুন গোপগণ আমার বচন।
দেবতার পূজা আজি কর সমাপন॥
কাল প্রাতে সকলেই করিবে দর্শন।
রমণীয় কত শত বিরাজে ভবন॥
ধূপ দীপ আদি দিয়া ভক্তি-সহকারে।
পূজন করহ সবে দেবী চণ্ডিকারে॥
এই বটমূলে দেবী অবস্থান করে।
তাঁহার পূজন কর সভক্তি অন্তরে॥

কৃষ্ণের এতেক বাণী করিয়া শ্রবণ।
দেবীর পূজন করে যত গোপগণ॥
খাদ্যদ্রব্য যতকিছু আছিল সেথায়।
ভোজন করিয়া সবে সুখে নিদ্রা যায়॥
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব মায়া কে বুঝিতে পারে।
যাহার মায়ায় সব মোহিত সংসারে॥
মায়াময় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাগুণে, হায়।
যত কিছু ঘটে এই বিশাল ধরায়॥
শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা বল কে পারে কহিতে।
মৃত্যুঞ্জয় পঞ্চমুখে না পারে বর্ণিতে॥
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাদেব বর্ণিতে না পারে।
ষড়ানন ছয় মুখে নারে বর্ণিবারে॥
যোগীন্দ্রগণের গুরু নিজে গণপতি।
শ্রীকৃষ্ণের গুণগানে নাহিক শকতি॥
সরস্বতী যাঁর কথা বলিতে না পারে।
সনাতন সনকাদি বর্ণিবারে নারে॥
বর্ণিতে না পারে যাঁরে ব্রহ্মাপুত্রগণ।
কেমনে তাঁহার কথা করিব কীর্ত্তন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ধ্যান করে যাঁর।
তাঁহার মহিমা আমি কি কহিব আর॥
আকাশ যেমন নাহি জানে নিজ সীমা।
শ্রীকৃষ্ণ নাহিক জানে নিজের মহিমা॥
সকলের অন্তরাত্মা কৃষ্ণ সনাতন।
সবার ঈশ্বর তিনি সবার কারণ॥
সকলের আদি তিনি সর্ব্বরূপধারী।
তাঁহার মহিমা কিছু বর্ণিতে না পারি॥
নিত্যানন্দ নিত্যরূপী নিত্য নিরাকার।
নিত্যদেবী নির্ব্বিকার কি কহিব আর॥
নির্গুণ ও নিরাশ্রয় নিত্য নিরঞ্জন।
সকলের সাক্ষী সেই কৃষ্ণ সনাতন॥
নির্লিপ্ত শ্রীভগবান্ সবার আধার।
স্বয়ং পুরুষ তিনি নিত্য সারাৎসার॥
ভক্তপ্রতি অনুগ্রহে ধরে কলেবর।
কমনীয় রূপ তাঁর মোহন সুন্দর॥

কিশোর বদন সদা গোপবেশ তাঁর।
জলধরসম কান্তি অতি চমৎকার॥
কোটি কন্দর্পের রূপ ভুবনমোহন।
শরতের পদ্মসম যুগল নয়ন॥
কোটি চন্দ্র হার মানে বদন-শোভায়।
বিভূষিত ভগবান্ রতন-ভূষায়॥
ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত বদন তাঁহার।
মৃদু মৃদু হাস্য করে অতি চমৎকার॥
তাঁহার আজ্ঞায় চলে এ বিশ্ব-সংসার।
ব্রহ্মা শিব বিষ্ণু আদি আজ্ঞা মানে তাঁর॥
তাঁহার আদেশে চলে বায়ু নিরন্তর।
তাঁহার আজ্ঞায় তাপ দিতেছে ভাস্কর॥
তাঁর আজ্ঞাবলে চলে দিক্‌পালগণ।
গ্রহ আদি তাঁর আজ্ঞা মানে অনুক্ষণ॥
স্থলচর জলচর যত জীবগণ।
তাঁহার কৃপায় প্রাণ করিছে ধারণ॥
তাঁহা হৈতে আবির্ভূত ভূত সমুদয়।
তাঁহাতে বিলীন হয় অন্তিম সময়॥
প্রলয় ঘটন হয় নিমেষে তাঁহার।
হরির মহিমা আমি কি কহিব আর॥
শ্রীহরির কথা যেই করিবে শ্রবণ।
পবিত্র হইবে তার দেহ আর মন॥
সুপবিত্র কৃষ্ণকথা যেই স্থানে হয়।
তীর্থতুল্য সেই স্থান নাহিক সংশয়॥
মুনিঋষি দেবগণ সেথা বিদ্যমান।
যেজন শ্রবণ করে সেই পুণ্যবান্॥
হরিকথা বলে যেই অতি ভক্তিভরে।
শত শত পাপী তাপী উদ্ধার সে করে॥
শ্রীকৃষ্ণের কথা যেই শুনিবারে চায়।
তাহার সমান কেহ নাহি এ ধরায়॥
জনম সফল হয় কথামৃত পানে।
তাপদগ্ধ নরনারী শান্তি পায় প্রাণে॥
অর্চ্চনা বন্দনা সেবা স্মরণ কীর্ত্তন।
মন্ত্র জপ আর তাঁতে আত্মসমর্পণ॥
হরিদাস্য আর তাঁর গুণাদিশ্রবণ।
এই নয় প্রকারের ভক্তির লক্ষণ॥
যেই জন হয় সদা-হরিপরায়ণ।
তাহার বিপদ্ নাহি হয় কদাচন॥
আয়ুঃক্ষয় নাহি হয় নাহি তার ভয়।
শ্রীহরি রহেন কাছে সকল সময়॥
অনিষ্ট তাহার কেহ করিতে না পারে।
যমের কিঙ্করগণ নাহি লয় তারে॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অমৃত সমান।
যেই শোনে সেই হয় অতি পুণ্যবান্॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● ঊনবিংশ অধ্যায়

বৃন্দাবন-নির্ম্মাণ, কলাবতীর সহিত বৃষভানুর পরিণয়-বৃত্তান্ত, বৃন্দাবন নামের কারণ কথন, রাধা আদি ষোড়শ-নামের ব্যুৎপত্তি এবং ভগবৎকৃত রাধার স্তোত্র কথন।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
অপূর্ব্ব কাহিনী আমি করিব বর্ণন॥
রাত্রিকালে বৃন্দাবনে গোপগোপীগণ।
বৃক্ষের তলায় হয় নিদ্রায় মগন॥
মনোহর শয্যা আদি করিয়া রচন।
মহাসুখে নিদ্রা যায় গোপগোপীগণ॥
নানাস্থানে নানা জন করে অবস্থান।
মাতার বক্ষেতে সুপ্ত কৃষ্ণ ভগবান্॥
আকাশেতে হাসিতেছে পূর্ণ শশধর।
জ্যোৎস্নাজালে চারিদিক্ শোভে মনোহর॥
বৃন্দাবন শোভে যেন স্বর্গের সমান।
কুসুমের গন্ধে হয় আকুল পরাণ॥
নিদ্রায় মগন সবে নিশ্চেষ্ট সবাই।
চারিধারে কোনরূপ সাড়া শব্দ নাই॥
পঞ্চম মুহূর্ত্ত কাল হইলে অতীত।
শিল্পিগুরু বিশ্বকর্ম্মা হয় উপস্থিত॥

অঙ্গে তার সূক্ষ্মবস্ত্র অতি মনোহর।
মকর কুণ্ডল কর্ণে শোভিছে সুন্দর ॥
সর্ব্ব অঙ্গে শোভে তার রত্ন-অলঙ্কার।
মনোহর মালা শোভে বক্ষের মাঝার ॥
জ্ঞানে ও বয়সে বৃদ্ধ কিশোরের রূপ।
কামদেব-তুল্য শোভা অতি অপরূপ ॥
বিশ্বকর্ম্মা তিন কোটি শিল্পীদের সনে।
গভীর রজনীযোগে আসে বৃন্দাবনে ॥
সাথে সাথে আসে যত কুবের-কিঙ্কর।
বিভীষণ মূর্ত্তি সব অতি ভয়ঙ্কর ॥
ভীষণ আকার মূর্ত্তি বিকৃত বদন।
সুরঞ্জিত কেশপাশ পিঙ্গল নয়ন ॥
পদ্মরাগ হস্তে কেহ আসিল সেথায়।
ইন্দ্রনীল ল'য়ে কেহ আসিল ত্বরায় ॥
স্যমন্তক মণি ল'যে আসে কোন জন।
কারো হস্তে চন্দ্রকান্ত অতি সুমোহন ॥
সূর্য্যকান্ত ল'য়ে কেহ করে আগমন।
প্রভাকর মণি কেহ করিছে ধারণ ॥
পরশু কাহারো হস্তে সুবিশাল অতি।
গন্ধসার ল'য়ে কেহ আসিল সম্প্রতি ॥
দর্পণ চামর হাতে আসে কোন জন।
এইরূপে শিল্পিগণ করে আগমন ॥
বিশ্বকর্ম্মা শ্রীহরিরে করিয়া স্মরণ।
মনোহর পুরী এক করিল রচন ॥
সকল তীর্থের সার অতি মনোরম।
ভারতের শ্রেষ্ঠ তাহা অতীব উত্তম ॥
সবার বাঞ্ছিত সেই পুণ্যময় স্থান।
মুমুক্ষু জনেরা সেথা লভয়ে নির্ব্বাণ ॥
বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত বৃন্দাবন ধাম।
শ্রীহরির প্রিয়তম হয় অবিরাম ॥
যোজন পাঁচেক হয় বিস্তার তাহার।
ভারতের পুণ্য ক্ষেত্র অতি চমৎকার ॥
চারি কোটি চতুঃশাল ভবন বিরাজে।
বহু চিত্র পুত্তলিকা শোভে তার মাঝে ॥

বিশ্বকর্ম্মা অতিশয় যত্ন-সহকারে।
প্রস্তর-সোপান রচে গৃহ-দ্বারে দ্বারে ॥
প্রস্তর-নির্ম্মিত বেদী করিল রচন।
উজ্জ্বল কজ্জল গৃহে করিল লেপন ॥
তারপর বিশ্বকর্ম্মা রচে চারিধার।
প্রস্তরের সুকঠিন সুদীর্ঘ প্রাকার ॥
এক কোটি মণিময় রত্নের ভবন।
নগরেতে বিশ্বকর্ম্মা করিল রচন ॥
গন্ধসার দিয়া করে সোপান নির্ম্মাণ।
মণিময় স্তম্ভ রচে অতি দীপ্তিমান্ ॥
লৌহসার দিয়া করে কবাট রচন।
সুদৃঢ় প্রাচীরে পুরী করিল বেষ্টন ॥
উজ্জ্বল কলসে পুরী করিল শোভিত।
গোপদের আশ্রমাদি হইল নির্ম্মিত ॥
তারপর বিশ্বকর্ম্মা অতি সযতনে।
বৃষভানু-গৃহ রচে আনন্দিত মনে ॥
সুদৃঢ় প্রাকার রচে চারিধারে তার।
তাহাতে নির্ম্মাণ করে দৃঢ় চারি দ্বার ॥
মহামণি-বিনিন্দিত বিংশতি ভবন।
বিশ্বকর্ম্মা সযতনে করিল রচন ॥
সূর্য্যকান্ত মণিময় স্তম্ভ আদি যত।
বৃষভানু-ভবনেতে শোভে অবিরত ॥
স্বর্ণাকার মণিময় সোপান সকল।
সেই ভবনের মাঝে শোভে অবিরল ॥
লৌহসার-বিনির্ম্মিত কবাট সুন্দর।
ভবনের প্রতি দ্বারে শোভে নিরন্তর ॥
সুন্দর সুন্দর সব মন্দিরের মাঝে।
স্বর্ণময় শত শত কলস বিরাজে ॥
নগরের প্রান্তভাগে নির্জ্জন প্রদেশে।
চম্পক উদ্যান এক রচে অবশেষে ॥
সেই উদ্যানের মাঝে কলাবতী সতী।
স্বামী সহ সুখে ভোগ করিবেন রতি ॥
সে কারণে বিশ্বকর্ম্মা লইয়া যতন।
বিরচিল অট্টালিকা অতি সুদর্শন ॥

ইন্দ্রনীল মণিদ্বারা নয়টী সোপান।
বিশ্বকর্ম্মা সেই স্থানে করিল নির্ম্মাণ॥
রচিল কবাট আদি অতি মনোরম।
শোভাময় ভবনাদি রচিল উত্তম॥

● কলাবতী উপাখ্যান।

নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ।
কৃপা করি কর মোর সন্দেহ ভঞ্জন॥
বিশ্বকর্ম্মা যাঁর গৃহ করিল রচন।
সেই কলাবতী সতী হয় কোন্ জন॥
কার পত্নী হয় সেই কলাবতী সতী।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মোর প্রতি॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিরাজ।
সবিস্তারে সব কথা কহিতেছি আজ॥
কলাবতী অংশরূপা হয় কমলার।
সেই সতী জন্ম নিল মানসে ব্রহ্মার॥
অতি তেজোময়ী নারী দেবী কলাবতী।
তাঁহার নন্দিনী হন শ্রীরাধিকা সতী॥
শ্রীকৃষ্ণের অংশ হ'তে দেবী আবির্ভূতা।
তাঁর পদরেণু-স্পর্শে বসুন্ধরা পূতা॥
নারদ কহিলা, প্রভু, করি নিবেদন।
কহ প্রভু বৃষভানু হয় কোন্ জন॥
সামান্য মানব হ'য়ে কোন্ তপস্যায়।
কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধারে কন্যারূপে পায়॥
নারদের বাক্য শুনি কহে নারায়ণ।
পুরাতন ইতিহাস শুন দিয়া মন॥
পূর্ব্বকালে পিতৃদেব মানস হইতে।
মনোহরা তিন কন্যা জন্মে পৃথিবীতে॥
মেনকা ও রত্নমালা আর কলাবতী।
এই তিন কন্যা, তারা রূপবতী অতি॥
রত্নমালা জনকেরে করিল বরণ।
হিমালয়ে পতি লয় মেনকা তখন॥
অযোনিসম্ভবা সীতা শুন তাবপরে।
কন্যারূপে আসিলেন রত্নমালা ঘরে॥
মেনকার কন্যা হন ঈশ্বরী পার্ব্বতী।
পূর্ব্বে তিনি আছিলেন দক্ষকন্যা সতী॥
বিষ্ণুমায়ারূপী সেই পার্ব্বতী তখন।
তপোবলে শিবে করে পতিত্বে বরণ॥
মনুবংশজাত ছিল সুচন্দ্র নৃপতি।
তাহারে বরণ করে দেবী কলাবতী॥
রূপবতী পত্নী লাভ করি নরপতি।
মনে মনে হইলেন আনন্দিত অতি॥
নবীন বয়স তার তনু সুকোমল।
শরতের চন্দ্রসম বদনমণ্ডল॥
গজেন্দ্র-সমান গতি অতীব মন্থর।
কটাক্ষে মুনীন্দ্রগণ মুগ্ধ নিরন্তর॥
রম্ভাতরু-বিনিন্দিত শ্রোণি সুদর্শন।
সুকঠিন সুবর্ত্তুল অপরূপ স্তন॥
রথ-চক্র-বিনিন্দিত নিতম্ব-যুগল।
মৃদু মৃদু হাস্য দেবী করে অবিরল॥
পক্ক-বিম্ব-সম তার ওষ্ঠ ও অধর।
দাড়িম্ব-বীজের সম দন্ত মনোহর॥
বিকশিত পদ্মসম যুগল নয়ন।
সারা দেহে সুশোভিত রত্নের ভূষণ॥
তাহারে দর্শন করি সুচন্দ্র নৃপতি।
কামবাণে জর্জ্জরিত হইলেন অতি॥
কামাতুর নরপতি কলাবতী সনে।
নির্জ্জন প্রদেশে যায় রথ-আরোহণে॥
সুরভিত রমণীয় মলয় পর্ব্বতে।
কলাবতীসহ ক্রীড়া করে নানা মতে॥
চম্পকপুষ্পের শয্যা করিয়া রচন।
নানাভাবে নরপতি করিল রমণ॥
মল্লিকা উদ্যানে কভু করিল বিহার।
পুষ্পভদ্রা নদীতীরে করিল শৃঙ্গার॥
গন্ধমাদনের গুহা হেরিয়া নির্জ্জন।
নানাভাবে রতি ভোগ করে দুইজন॥
গঙ্গার পুলিনে কভু গোদাবরী-তটে।
কখনো নন্দনবনে পর্ব্বত নিকটে॥

কাবেরী-নদীর তীরে জনহীন বনে।
বিহার করিল রাজা কলাবতী সনে॥
দিবারাত্র নাহি জ্ঞান তৃপ্তি নাহি আর।
উন্মত্ত হইয়া দোঁহে করিল বিহার॥
অতীত হইল যবে সহস্র বৎসর।
ধর্ম্মকর্ম্মে মতি দিলা নৃপ অনন্তর॥
কলাবতী সাথে ল'য়ে সুচন্দ্র তখন।
বিন্ধ্যশৈলতীর্থ মাঝে করিল গমন॥
পুলহ আশ্রম সেথা ছিল মনোহর।
তপস্যা করিল নৃপ সহস্র বৎসর॥
এইরূপে ধ্যান করি কৃষ্ণের চরণ।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে সুচন্দ্র রাজন্॥
বল্মীক মৃত্তিকা জন্মে রাজার শরীরে।
সেই মাটি দূর করে কলাবতী ধীরে॥
অস্থিসার প্রিয়তমে বক্ষমাঝে ল'য়ে।
কলাবতী শোক করে ব্যাকুল হৃদয়ে॥
কোথা গেলে প্রাণনাথ আমারে ছাড়িয়া।
কেমনে এক্ষণে আমি রহিব বাঁচিয়া॥
প্রাণের বল্লভ তুমি হৃদয়ের পতি।
তে মারে ছাড়িয়া মোর কিবা হবে গতি॥
কোথায় যাইব আমি কহ প্রাণধন।
কেমনে করিব আমি জীবন ধারণ॥
এইরূপে সতী যবে করিছে ক্রন্দন।
প্রজাপতি ব্রহ্মা সেথা করে আগমন॥
হেরিয়া সতীর দুঃখ গলিল হৃদয়।
রোদন করিতে থাকে ব্রহ্মা মহাশয়॥
কমণ্ডলু-জল ল'য়ে ব্রহ্মা অতঃপর।
সিঞ্চন করিল নৃপ দেহের উপর॥
অতঃপর ব্রহ্মজ্ঞানে সুচন্দ্র রাজার।
করিলেন প্রজাপতি জীবন-সঞ্চার॥
চেতনা লভিয়া পরে সুচন্দ্র নৃপতি।
হেরিলেন জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মার মূরতি॥
মহাতুষ্ট হ'যে রাজা অতি ভক্তিভরে।
ব্রহ্মার চরণতলে প্রণিপাত করে॥

সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা সুচন্দ্রেরে কয়।
মনোমত বর কিছু চাহ মহাশয়॥
ব্রহ্মার বচন শুনি সুচন্দ্র নৃপতি।
যুক্তকরে কহিলেন ব্রহ্মাদেব প্রতি॥
তুষ্ট হ'য়ে যদি তুমি কর বর দান।
দাও প্রভু কৃপা করি মুকতি নির্ব্বাণ॥
সুচন্দ্রের বাক্য শুনি ব্রহ্মা মহাশয়।
সেইরূপ বর দানে সমুদ্যত হয়॥
ব্রহ্মারে তখন কহে কলাবতী সতী।
কৃপা করি মোর কথা শুন প্রজাপতি॥
নৃপতিরে যদি প্রভু দাও এই বর।
আমার কি গতি তবে হবে অতঃপর॥
এ জগতে রমণীর পতি মাত্র সার।
পতি বিনা তাহাদের গতি নাহি আর॥
রমণীর পতিসেবা একমাত্র ব্রত।
নারীরা পতির ধ্যান করে অবিরত॥
পতি গুরু তাহাদের তপোধর্ম্মময়।
পতি ইষ্টদেব হয় সকল সময়॥
পতি ভিন্ন অন্য কারে নাহি ভাবে সতী।
পতি ছাড়া তাহাদের নাহি অন্য গতি॥
স্বামিসেবা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম রমণীর কাছে।
পতি সম শ্রেষ্ঠ বন্ধু আর কেবা আছে॥
স্বামিসেবাবিহীনা যে রমণী সকল।
ধর্ম্মকর্ম্ম তাহাদের সমস্ত নিষ্ফল॥
জপ হোম তপস্যাদি সর্ব্ব তীর্থস্নান।
বেদপাঠ দেবসেবা ব্রত মহাদান॥
পৃথিবীতে যত সব ধর্ম্মকার্য্য আছে।
অতিশয় তুচ্ছ তারা স্বামিসেবা কাছে॥
পতি প্রতি যেই নারী কটুবাক্য কয়।
কালসূত্র নরকে সে বহুকাল রয়॥
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য অবস্থান করে।
ততদিন রহে সেই নরক ভিতরে॥
সর্পের প্রমাণ কৃমি অতি ভয়ঙ্কর।
দংশন করয়ে তারে সেথা নিরন্তর॥

বিষ্ঠা মূত্র আদি করে সতত ভক্ষণ।
যমের কিঙ্করগণ করবে তাড়ন ॥
নরক হইতে যবে পাইবে উদ্ধার।
কৃমির যোনিতে শেষে জন্ম হবে তার ॥
শত জন্ম কৃমিরূপ করিবে ধারণ।
রক্ত মাংস বিষ্ঠা আদি করিবে ভক্ষণ ॥
মোর সম অজ্ঞ নারী আর কেবা আছে।
শুনিয়াছি সব কথা পণ্ডিতের কাছে ॥
বেদের জনক তুমি ব্রহ্মা ভগবান্।
যোগীদের গুরু তুমি বিদ্বান্ মহান্ ॥
সকলি তো জান প্রভু কি কহিব আর।
পতি ছাড়া গতি কিবা হইবে আমার ॥
তব বরে কান্ত মোর যদি মুক্ত হন।
যৌবনে আমারে কেবা করিবে রক্ষণ ॥
কৌমারে রক্ষেন পিতা বার্দ্ধক্যে তনয়।
যৌবনকালেতে পতি রক্ষাকর্ত্তা হয় ॥
স্বাধীনা রমণী যারা, যাহারা অসতী।
কুলটা তাহারা হয় অতি দুষ্টমতি ॥
শত-জন্ম র্জ্জিত পুণ্য হয় বিলোপন।
ধর্ম্মপথে তাহাদের নাহি রহে মন ॥
বার্দ্ধক্যে যৌবনকালে সকল সময়।
সতী নারীদের ভক্তি পতি 'পরে রয় ॥
পতিতে আনন্দ পায় পত্নী পতিব্রতা।
মনে মনে চিন্তা করে পতিদের কথা ॥
পতিব্রতা নারীগণ স্বপ্নে জাগরণে।
পতিরে চিন্তন করে আনন্দিত মনে ॥
সতী নারীদের কাছে পতির বিরহ।
চিরদিন হয় প্রভু অতি দুঃখাবহ ॥
সতী নারী দগ্ধ হয় বিরহ-অনলে।
স্পৃহা নাহি থাকে তার অন্নে আর জলে ॥
কান্ত হ'তে শ্রেষ্ঠ বন্ধু রমণীর নাই।
রমণীর শ্রেষ্ঠ জন পতি সর্ব্বদাই ॥
দেবগণ হ'তে শ্রেষ্ঠ রমণীর পতি।
পতিব্রতা রমণীর পতি মাত্র গতি ॥
বৈষ্ণবেরা ধ্যান করে কৃষ্ণের চরণ।
সন্তানের প্রতি ধায় জননীর মন ॥
কৃপণের মন রহে উপার্জ্জিত ধনে।
সেইরূপ পতি ভজে সতী নারীগণে ॥
স্বামী বিনা সতীদের বৃথাই জীবন।
পতিহীন নারী চাহে লভিতে মরণ ॥
শুন শুন ব্রহ্মা মোরে করি পরিহার।
মুক্তিদান কর যদি স্বামীরে আম'র ॥
শুন হে ব্রহ্মন্ তবে মোর অভিশাপে।
অপরাধী হবে তুমি নারীহত্যাপাপে ॥
কলাবতী-মুখে শুনি এহেন বচন।
ভীত হ'যে চতুর্ম্মুখ কহিলা তখন ॥
শুন কলাবতী তোমা করি পরিহার।
মুক্তি নাহি দিব শুধু পতিরে তোমার ॥
তবু কহি কলাবতি এক্ষণে তোমায়।
পতিসহ উদ্ধারিতে শক্তি নাহি হায় ॥
ভোগ ছাড়া মুক্তিলাভ অতীব দুর্লভ।
ভোগ-শেষে মুক্তিলাভ করে জীব সব ॥
শুন সতি পূর্ণ হবে তব অভিলাষ।
পতিসহ কিছুকাল স্বর্গে কর বাস ॥
মর্ত্ত্যধামে দু'জনার জন্ম শেষে হবে।
তোমাদের কন্যারূপে রাধা জন্ম লবে ॥
শোন শোন নৃপমণি আমার বচন।
সতী সহ সুখভোগ করহ এখন ॥
পূর্ণ না হইলে কাল কারো সাধ্য নাই।
মোক্ষদান করিবারে, কহি তব ঠাঁই ॥
অতঃপর সত্যযুগ আসিবে সত্বর।
সাধু সহবাসে তুমি রবে নিরন্তর ॥
জীবন্মুক্ত হ'যে সতী তোমরা তখন।
রাধাসহ গোলোকেতে করিবে গমন ॥
হরির চরণে মন রবে সর্ব্বক্ষণ।
অবিরত নেহারিবে হরির চরণ ॥
বাসনা হইবে পূর্ণ, সিদ্ধ মনস্কাম।
রাজারাণী দুই যাবে বৈকুণ্ঠের ধাম ॥

এত যদি কহিলেন দেব পদ্মাসন।
রাজারাণী দুইজন আনন্দে মগন ॥
এইরূপ বাক্য কহি ব্রহ্মা ভগবান্।
আপন ভবন পানে করিলা প্রস্থান ॥
কাল পূর্ণ হ'লে রাজা রাণী দুইজন।
দোঁহে তবে বিসর্জ্জিল আপন জীবন ॥
কালক্রমে গোকুলেতে সুচন্দ্র রাজন্।
বৃষভানুরূপে করে জনম গ্রহণ ॥
সুরভান পিতা তার, মাতা পদ্মাবতী।
বৃষভানুরূপে জন্মে সুচন্দ্র নৃপতি ॥
রূপে গুণে অদ্বিতীয় বৃষভানু হয়।
শ্রীহরির ধ্যান করে সকল সময় ॥
পিতার হইলে মৃত্যু বৃষভানু তবে।
সিংহাসনমাঝে বসে অতি সগৌরবে ॥
মিত্রতা হইল তার নন্দরাজ সনে।
অতিশয় ভালবাসা হইল দু'জনে ॥
দুইজনে একসাথে থাকে সর্ব্বক্ষণ।
দোঁহে যেন এক আত্মা এক প্রাণ-মন ॥
মৌন থাকি কিছুক্ষণ কহে নারায়ণ।
কি ঘটিল অতঃপর করিব বর্ণন ॥
কলাবতী উপাখ্যান কহি তব ঠাঁই।
এমন মধুর কথা শুনিতে না পাই ॥
কান্যকুব্জে নৃপশ্রেষ্ঠ রাজ ভলন্দন।
কলাবতী তার গৃহে জন্মিল তখন ॥
কলাবতী মহাসাধ্বী অতি রূপবতী।
অযোনিসম্ভবারূপে জন্ম লয় সতী ॥
ভলন্দন যজ্ঞ যবে করিল ভারতে।
কলাবতী জন্ম লয় যজ্ঞকুণ্ড হ'তে ॥
প্রতপ্ত কাঞ্চনসম বরণ তাহার।
হেরিয়া নৃপতি লয় বক্ষের মাঝার ॥
পরমা রূপসী কন্যা নাহিক তুলনা।
ইহার সমান কোন দেখি না ললনা ॥
কন্যাকে দেখিয়া রাজা আনন্দে মগন।
কোলে তুলি সেই কন্যা করিল গ্রহণ ॥
সন্তানবিহীনা রাণী সতী মালাবতী।
অন্তঃপুরে বাস করে মনোদুঃখে অতি ॥
নাহি সুখ নাহি শান্তি মনেতে তাঁহার।
সন্তান বিহনে তাঁর মনে হাহাকার ॥
নিশিদিন রাণী করে সন্তান কামনা।
কিন্তু নাহি হয় পূর্ণ মনের বাসনা ॥
মনোদুঃখে সেই দিন বিরস বদনে।
একাকিনী রাণী বসি ছিলেন বিজনে ॥
এমন সময়ে রাজা কন্যা কোলে ল'য়ে।
উপনীত হইলেন আপন আলয়ে ॥
রাণী প্রতি কহিলেন করি সম্বোধন।
বরাননে, শোন শোন আমার বচন ॥
যজ্ঞ করি এই কন্যা লভিনু সম্প্রতি।
কৃপা করি দিয়াছেন যজ্ঞ-অধিপতি ॥
ধর রাণী এই কন্যা করহ গ্রহণ।
কন্যার স্নেহেতে এরে করহ পালন ॥
এত বলি মনসুখে রাজা ভলন্দন।
পত্নী-করে সেই কন্যা করিল অর্পণ ॥
কন্যারত্ন লাভ কবি র.ণী মালাবতী।
স্তন-দান করিলেন হৃষ্টচিত্তে অতি ॥
অন্নপ্রাশনের দিনে দৈববাণী হয়।
শুন শুন কহি তোমা নৃপ মহাশয় ॥
মহাভাগ্যবতী কন্যা হইল তোমার।
কলাবতী এই নাম রাখিও ইহার ॥
শুনিয়া আকাশবাণী আনন্দে নৃপতি।
কন্যার রাখিল নাম দেবী কলাবতী ॥
কলাবতী বৃদ্ধি পায় চন্দ্রকলা-সম।
কিবা অপরূপ রূপ অতি মনোরম ॥
শরীরের আভা তার অতি মনোহর।
শশধর-সম তার বদন সুন্দর ॥
যৌবন আসিল যবে রূপ বৃদ্ধি পায়।
মুনিমন মুগ্ধ হয় রূপের ছটায় ॥
মরি মরি কিবা তার দেহের গঠন।
চম্পক-সমান তার অঙ্গের বরণ ॥

সুচন্দ্র ও কলাবতী



কামাতুর নরপতি কলাবতী সনে।
নির্জ্জন প্রদেশে যায় রথ আরোহণে॥

পৃষ্ঠা ৪২১

বিকশিত পদ্মসম নয়ন-যুগল।
মৃদু মৃদু হাস্য মুখে শোভে অবিরল॥
বিপুল নিতম্বভার সুবর্ত্তুল স্তন।
শ্রোণিদ্বয় অপরূপ অতি সুদর্শন॥
রূপের মধুর ছটা নয়ন ভুলায়।
সর্ব্বজন মুগ্ধ হয় হেরিয়া তাহায়॥
একদিন দিব্যবস্ত্র করি পরিধান।
মন্থর গমনে দেবী রাজপথে যান॥
গজেন্দ্র-সমান গতি অতি-চমৎকার।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভে তার রত্ন-অলঙ্কার॥
তীর্থপানে নন্দ রাজা করিতে গমন।
কলাবতী রূপসীরে করিল দর্শন॥
নন্দ রাজা জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানবান্ অতি।
কন্যারে হেরিয়া মুগ্ধ হয় নরপতি॥
অপরূপ রূপ তার করিয়া দর্শন।
জনে জনে নন্দ রাজা সুধায় তখন॥
কেবা এই রূপবতী কাহার নন্দিনী।
কোথায় গমন করে ভুবনমোহিনী॥
নৃপতির এই প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ।
সুজন পথিক এক কহিল তখন॥
ভলন্দন নামে আছে এক নরপতি।
তার রূপবতী কন্যা এই কলাবতী॥
লক্ষ্মী-অংশ হ'তে কন্যা আবির্ভূতা হন।
ক্রীড়া তরে সখীগৃহে করিছে গমন॥
পথিকের বাক্য শুনি নন্দ নরপতি।
ভলন্দন-গৃহে যায় হৃষ্টচিত্তে অতি॥
নন্দেরে হেরিয়া সেথা রাজা ভলন্দন।
নমস্কার করি তাবে করে সম্ভাষণ॥
বহুবিধ ইষ্টালাপ করি অতঃপর।
ভলন্দনে কহিলেন নন্দ নৃপবর॥
শুন শুন নরপতি বচন আমার।
সম্বন্ধ করিব আমি তোমার কন্যার॥
তব কন্যা কলাবতী অতি রূপবতী।
অবশ্যই চাই তার অনুরূপ পতি॥
সুরভান-পুত্র আছে বৃষভানু নাম।
নারায়ণ-অংশজাত অতি গুণধাম॥
রূপে গুণে অদ্বিতীয় সুপণ্ডিত অতি।
জাতিস্মর পুত্র সেই কহি তব প্রতি॥
অনন্ত যৌবন তার, শুন হে রাজন্।
তার করে কন্যা তব কর সমর্পণ॥
তব কন্যা কলাবতী ভুবনমোহিনী।
লক্ষ্মী-অংশস্বরূপিণী তোমার নন্দিনী॥
বৃষভানু যোগ্য পতি তোমার কন্যার।
আমার বচন নৃপ করহ বিচার॥
মঙ্গলজনক হবে দোঁহের মিলন।
বৃষভানু-করে কন্যা কর সমর্পণ॥
নন্দের বচন শুনি ভলন্দন কয়।
শুনিলাম তব মুখে সমস্ত বিষয়॥
কিন্তু শুন নন্দ রাজা কহি তব প্রতি।
মিলনের কর্ত্তা হন দেব প্রজাপতি॥
বিধাতার যথা ইচ্ছা ঘটান মিলন।
আমি জন্মদাতা মাত্র শুন হে রাজন্॥
এ সংসারে কেবা পত্নী কন্যা কেবা হয়।
বিধাতা সবার মূল সকল সময়॥
নিজ কর্ম্ম অনুসারে সবে পায় ফল।
কৃতকর্ম্ম-ফল কভু না হয় নিষ্ফল॥
এইরূপ ইচ্ছা যদি করে প্রজাপতি।
বৃষভানু-পত্নী তবে হবে কলাবতী॥
কি করিতে পারি আমি শুন হে রাজন্।
নিবারণ করে কেবা দৈবের লিখন॥
এই কথা ভলন্দন কহি ধীরে ধীরে।
মিষ্টান্ন প্রদান করে নন্দ নৃপতিরে॥
ব্রজপুরে নন্দ শেষে করি আগমন।
সুরভান নৃপে সব করিল বর্ণন॥
গর্গ আর নন্দ সাথে করি আলোচনা।
সুরভান করে এই সম্বন্ধ-যোজনা॥
বিধির নির্ব্বন্ধ বল কে করে খণ্ডন।
বৃষভানু কলাবতী মিলিল তখন॥

অতঃপর সমারোহে রাজা ভলন্দন।
নানাবিধ যৌতুকাদি করে সমর্পণ ॥
বহুমূল্য মণিমুক্তা প্রদান করিল।
শত শত হস্তী ঘোড়া উপহার দিল ॥
বৃষভানু রূপবতী পত্নী লাভ ক'রে।
নির্জ্জন প্রদেশে যায় প্রফুল্ল অন্তরে ॥
পুষ্পশয্যা মনোরম করিয়া রচন।
নানামতে পত্নীসহ করিল রমণ ॥
সরোবর-তীরে কভু পুষ্পের কাননে।
সম্ভোগ করিল রতি কলাবতী সনে ॥
কভু জলে কভু স্থলে করিল বিহার।
দিবারাত্র নাহি জ্ঞান তৃপ্তি নাহি আর ॥
কামশাস্ত্রবিশারদ বৃষভানু অতি।
নানাভাবে পত্নী সহ ভোগ করে রতি ॥
পতির বিরহ সতী সহিতে না পারে।
বৃষভানু পত্নীসঙ্গ কভু নাহি ছাড়ে ॥
নিমেষের তরে যদি অদর্শন হয়।
কলাবতী ব্যাকুলিতা হয় অতিশয় ॥
ক্ষণতরে যদি কোথা যায় কলাবতী।
বৃষভানু রাজা হয় ব্যাকুলিত অতি ॥
জাতিস্মরা কলাবতী জানে পূর্ব্বাপর।
বৃষভানু নরপতি হয় জাতিস্মর ॥
এইরূপে বৃষভানু কলাবতী সহ।
মনসুখে রতিক্রীড়া করে অহরহঃ ॥
কালক্রমে শ্রীরাধিকা শাপগ্রস্তা হ'য়ে।
কন্যারূপে আসিলেন তাদের আলয়ে ॥
অযোনিসম্ভবা রাধা কৃষ্ণপ্রিয়তমা।
ভুবনমোহিনী তিনি নিত্য নিরুপমা ॥
তাঁহারে দর্শন করি কিছুকাল পরে।
বৃষভানু কলাবতী মুক্তিলাভ করে ॥
পুরাতন ইতিহাস করিনু বর্ণন।
প্রকৃত আখ্যান এবে করহ শ্রবণ ॥
বৃষভানু নৃপতির নির্জ্জন আশ্রম।
বিশ্বকর্ম্মা রচিলেন অতি মনোরম ॥

অন্যস্থানে বিশ্বকর্ম্মা করিয়া প্রস্থান।
নন্দের আশ্রম এক করিল নির্ম্মাণ ॥
সকল ভবন হ'তে শ্রেষ্ঠ সে আশ্রম।
পরিখা সকল ধারে অতীব উত্তম ॥
দুর্লঙ্ঘ্য পরিখা সেই অতি দৃঢ়তর।
চারিধারে রাজে তার সুদৃঢ় প্রস্তর ॥
নানাধারে পুষ্পোদ্যান করিল রচন।
নানাবিধ পুষ্পগন্ধে মুগ্ধ হয় মন ॥
চম্পকের বৃক্ষ কত শোভে চারিধারে।
গন্ধে আমোদিত দিক্ হয় ব'রে বারে ॥
গুবাক পনস আম্র দাড়িম্ব খর্জ্জুর।
নাগরঙ্গ বৃক্ষ আদি শোভিল প্রচুর ॥
জম্বীর তুরঙ্গ ভৃঙ্গ জম্বু ও শ্রীফল।
আম্রাতক বৃক্ষ আদি শোভে অবিরল ॥
কেতকী কদলী বৃক্ষ সেথ য বিরাজে।
কদম্বের বৃক্ষ শোভে আশ্রমের মাঝে ॥
পরিখার মাঝে এক পথ সুগোপন।
সুকৌশলে বিশ্বকর্ম্মা করিল রচন ॥
সেই পথে অরিগণ প্রবেশিতে নারে।
আত্মীয় স্বজন কিন্তু প্রবেশিতে পারে ॥
পরিখার ঊর্দ্ধভাগে শোভিল প্রাকার।
শত-ধনু-পরিমিত বিস্তার তাহার ॥
মণিসার-বিনির্ম্মিত কবাট সুন্দর।
প্রাকারের বহির্দ্দেশে শোভে নিরন্তর ॥
তারপর বিশ্বকর্ম্মা আশ্রম ভবনে।
বিরচিল চতুঃশালা অতি সযতনে ॥
মনোহর মণিময় উজ্জ্বল সোপান।
ক্রমে ক্রমে বিশ্বকর্ম্মা করিল নির্ম্মাণ ॥
ভবনের ঊর্দ্ধভাগে শোভে কুম্ভ শত।
মণির প্রভায় তারা প্রদীপ্ত সতত ॥
এইরূপে নন্দালয় করিয়া রচন।
বিশ্বকর্ম্মা বিরচিল পথ সুদর্শন ॥
বিরচিয়া রাজমার্গ চারিধারে তার।
মণির নির্ম্মিত বেদী রচে চমৎকার ॥

তারপর বিশ্বকর্ম্মা গিয়া বৃন্দাবনে।
রাসের মণ্ডপ রচে অতি সযতনে॥
রাসের মণ্ডপ হয বর্ত্তুল-আকার।
চারিধারে শোভে তার মণির প্রাকার॥
শৃঙ্গারসুখের যোগ্য অতি সুশোভন।
নবকোটি মণ্ডপাদি কবিল রচন॥
বিচিত্র চিত্রেতে সেই মণ্ডপ চিত্রিত।
মণিময কলসাদি উপরে সজ্জিত॥
নানাজাতি পুষ্প ফুটে চারিধারে তার।
পুষ্পগন্ধ মাখি বায়ু বহে অনিবার॥
মণ্ডপের চতুর্দ্দিকে কানন বিরাজে।
কত শত সরোবর রহে তার মাঝে॥
বিশ্বকর্ম্মা তারপর অতীব যতনে।
রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়াভূমি রচে বৃন্দাবনে॥
বৃন্দাবনে বিশ্বকর্ম্মা করিল রচন।
তেত্রিশ কাননভূমি কত সুমোহন॥
মনোহর মধুবন তাহার নিকটে।
চম্পক-উদ্যান পাশে সরোবর তটে॥
নির্জ্জন বটের মূলে কেতকীর বনে।
মণ্ডপ নির্ম্মাণ কবে অতি সযতনে॥
মণিময বেদী শোভে চতুর্দ্দিকে তার।
রত্নময় স্তম্ভ রাজে তার চারিধার॥
নানা চিত্রে সে মণ্ডপ হইল চিত্রিত।
চিত্রিত কলস ঊর্দ্ধে হইল শোভিত॥
চারিধারে শোভা পায় মণির সোপান।
মণ্ডপের চূড়া 'পরে উড়িল নিশান॥
মণ্ডপের অভ্যন্তরে অতি মনোহর।
বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র মাল্য শোভিল সুন্দর॥
সুমোহন শয্যা মাঝে শোভে উপাধান।
চন্দন কস্তুরী গন্ধে মুগ্ধ হয প্রাণ॥
নব শৃঙ্গারের যোগ্য সেই শয্যা মাঝে।
পারিজাত কুসুমের মাল্য আদি রাজে॥
রত্নময পাত্রে রহে তাম্বুল কর্পূর।
সুবাসিত স্বচ্ছজল রহিল প্রচুর॥
কোথাও রত্নের পাত্র শোভে অনুক্ষণ।
কোথাও বিরাজ করে রত্ন-সিংহাসন॥
এইরূপে বিরচিয়া নব বৃন্দাবন।
নিজগৃহে বিশ্বকর্ম্মা করিল গমন॥

● বৃন্দাবন নামের কারণ।

নারাযণ কহিলেন, শুন মুনিরাজ।
বিচিত্র কাহিনী তোমা কহিলাম আজ॥
কেমনে বর্ণিব আমি হরির মহিমা।
হরির মাহাত্ম্য কিছু দিতে নারি সীমা॥
নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারাযণ।
অপূর্ব্ব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ॥
কৃপা করি মোরে আজ কহ গুণধাম।
বৃন্দাবন হয কেন কাননের নাম॥
নারদের বাক্য শুনি কহে নারাযণ।
পুরাতন কথা তবে করহ শ্রবণ॥
পূর্ব্বকালে সত্যযুগে শক্তিশালী অতি।
কেদার নামেতে এক ছিল নরপতি॥
ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিল রাজা সত্যপরাযণ।
পুত্রস্নেহে প্রজাদের করিত পালন॥
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করি সমাপন।
দুর্লভ ইন্দ্রত্ব রাজা না কবে গ্রহণ॥
বহুবিধ পুণ্যকার্য্যে ছিল রাজা ব্রতী।
ফলাকাঙ্ক্ষী কভু নাহি ছিল নরপতি॥
দিবারাত্র করে রাজা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান।
রাজেন্দ্র ছিল না কেহ কেদার-সমান॥
জৈগীষব্য মুনি তারে দিলা উপদেশ।
বনেতে নৃপতি তাই যায অবশেষ॥
রাজ্যভার পুত্র-হস্তে করি সমর্পণ।
তপস্যার তরে রাজা করিল গমন॥
বনের মাঝারে আসি নৃপতি কেদার।
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করে অনিবার॥
শ্রীহরির সুদর্শন চক্র অনুক্ষণ।
বন মাঝে নৃপতিরে করযে রক্ষণ॥

এইরূপ বহুকাল করিয়া সাধন।
গোলোকধামেতে নৃপ করিল গমন॥
তাঁর নাম অনুসারে শুন মহাশয়।
কেদার নামেতে তীর্থ সুবিখ্যাত হয়॥
সেই তীর্থে যদি কেহ হারায় জীবন।
অবিলম্বে মুক্তি লাভ করে সেইজন॥
বৃন্দা-নাম্নী কন্যা ছিল কেদার রাজার।
কমলার অংশ হ'তে জন্ম হয় তার॥
বিবাহ না করে বৃন্দা শুন মতিমান্।
দুর্ব্বাসা করিল তারে কৃষ্ণমন্ত্র দান॥
বিরাগিণী হ'য়ে বৃন্দা গৃহ ত্যাগ করে।
বনের মাঝারে যায় তপস্যার তরে॥
জনহীন প্রদেশেতে শুন মুনিবর।
তপস্যা করিল বৃন্দা সহস্র বৎসর॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু কৃষ্ণ সনাতন।
অনন্তর তার কাছে করে আগমন॥
বৃন্দারে সম্বোধি কৃষ্ণ কহে অতঃপর।
তব প্রতি তুষ্ট আমি চাহ কিছু বর॥
কৃষ্ণের মোহন রূপ করিয়া দর্শন।
কামেতে ব্যাকুল বৃন্দা হইল তখন॥
থর থর কাঁপে অঙ্গ মদনের বাণে।
যুক্তকরে কহে বৃন্দা কৃষ্ণ ভগবানে॥
তুমি প্রভু কৃপাময় দয়ার সাগর।
তুমি মোর পতি হবে চাই এই বর॥
বৃন্দার বচন শুনি হাসে ভগবান্।
তথাস্তু বলিয়া বর করিলা প্রদান॥
তারপর জনহীন বনের মাঝার।
বৃন্দাসহ ভগবান্ করিলা বিহার॥
অনন্তর বৃন্দা দেবী শ্রীহরির সনে।
গোলোকভবনে যায় আনন্দিত মনে॥
গোপীগণ মাঝে শ্রেষ্ঠা হয় বৃন্দা সতী।
রাধিকা-সমান দেবী হয় ভাগ্যবতী॥
যেই স্থানে বৃন্দাসহ মিলে সনাতন।
সেই কাননের নাম হয় বৃন্দাবন॥

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
অপর কাহিনী এক করিব বর্ণন॥
কুশধ্বজ নামে এক ছিল নরপতি।
তার দুই কন্যা ছিল অতি গুণবতী॥
তুলসী ও বেদবতী তাহাদের নাম।
তপস্যা করিল তারা শুন গুণধাম॥
নারায়ণে পতিরূপে পায় বেদবতী।
সীতা নামে পরে তার খ্যাতি হয় অতি॥
তুলসী দুর্ব্বাসা-শাপে আসিয়া ধরায়।
শঙ্খচূড় অসুরেরে পতিরূপে পায়॥
শাপমুক্তা হ'য়ে পরে তুলসী যুবতী।
গোলোকেতে নারায়ণে লাভ করে পতি॥
তুলসী যুবতী শেষে আপনার পাপে।
বৃক্ষের আকার ধরে শ্রীহরির শাপে॥
তুলসীর অভিশাপে শ্রীহরি তখন।
শালগ্রাম শিলারূপ করিলা ধারণ॥
তুলসী-চরিত আমি যত্ন সহকারে।
কহিয়াছি তব কাছে পূর্ব্বে সবিস্তারে॥
বৃন্দা এই নামে খ্যাতা তুলসী যুবতী।
যেই স্থানে তপস্যাদি করিলেন সতী॥
সেই কাননের নাম হয় বৃন্দাবন।
অপর কারণ এক শুন তপোধন॥
ষোড়শ নামেতে খ্যাতা রাধিকা শ্রীমতী।
তার মাঝে বৃন্দা নাম সুবিখ্যাত অতি॥
শ্রীবৃন্দার ক্রীড়াবন হয় এ কানন।
তাই এ বনের নাম হয় বৃন্দাবন॥
গোলোকধামেতে পূর্ব্বে কৃষ্ণ সনাতন।
রাধিকার প্রীতি লাগি রচে বৃন্দাবন॥
তারপর পৃথিবীতে ক্রীড়ার কারণ।
বৃন্দাবন রচিলেন শ্রীমধুসূদন॥
নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ।
বিচিত্র কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ॥
এক্ষণে জানিতে মোর কৌতূহল হয়।
রাধার ষোড়শ নাম কহ মহাশয়॥

সামবেদ-নিরূপিত সহস্রটি নাম।
শ্রবণ করিনু পূর্ব্বে শুন গুণধাম॥
রাধার ষোড়শ নাম সুপবিত্র অতি।
কৃপা করি দয়াময় কহ মোর প্রতি॥
পবিত্র রাধার নাম অতি মধুময়।
যে জন শ্রবণ করে, নাহি তার ভয়॥
বহুজন্মার্জ্জিত পাপ দূর হয় তার।
শ্রীহরির দাস্য লাভ করে অনিবার॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
রাধার ষোড়শ নাম কহিব এখন॥
চন্দ্রকান্তা রাসেশ্বরী শ্রীরাসবাসিনী।
কৃষ্ণপ্রিয়া বৃন্দাবনী কৃষ্ণস্বরূপিণী॥
বৃন্দাবনবিনোদিনী কৃষ্ণপ্রাণাধিকা।
শতচন্দ্রনিভাননী কৃষ্ণ ও রাধিকা॥
কৃষ্ণবাম-অংশজাতা আনন্দরূপিণী।
রসিক-ঈশ্বরী কৃষ্ণা চন্দ্রাবলী তিনি॥
রাধানাম মধুময় সুপবিত্র অতি।
নামের ব্যাখ্যান আমি করিব সম্প্রতি॥
রা শব্দেতে দান হয় শুন মতিমান্।
ধা শব্দের অর্থ হয় অনন্ত নির্ব্বাণ॥
প্রদান করেন যিনি নির্ব্বাণ মুকতি।
রাধা নামে অভিহিতা হন সেই সতী॥
রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পত্নী হন তিনি।
রাসেশ্বরী বলি খ্যাতা তেঁই বিনোদিনী॥
বিরাজ করেন দেবী রাসের মণ্ডলে।
শ্রীরাসবাসিনী বলি খ্যাত ধরাতলে॥
রসিকাগণের তিনি ঈশ্বরী প্রধান।
রসিক-ঈশ্বরী তাই শুন মতিমান্॥
পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া প্রাণাধিকা।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা নামে খ্যাতা শ্রীরাধিকা॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া তিনি হন অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপ্রিয়া বলি তাই ডাকে সর্ব্বজন॥
কৃষ্ণের সদৃশী সদা রাধা বিনোদিনী।
তাই তাঁর নাম হয় কৃষ্ণস্বরূপিণী॥
শ্রীকৃষ্ণের বাম অংশ হ'তে জন্ম তার।
কৃষ্ণবাম-অংশজাতা নাম শ্রীরাধার॥
পরম আনন্দময়ী রাধা বিনোদিনী।
তাই তাঁর নাম পরমানন্দরূপিণী॥
কৃষ শব্দে মোক্ষ আর উৎকৃষ্ট ণ-কারে।
আকার অক্ষরে দান বুঝি বারে বারে॥
মোক্ষদাত্রী হন যিনি শুন তপোধন।
কৃষ্ণা নামে সেই দেবী অভিহিতা হন॥
বৃন্দাবন-অধিষ্ঠাত্রী রাধা বিনোদিনী।
বৃন্দাবনী নামে তাই অভিহিতা তিনি॥
বৃন্দ অর্থে সখীগণ শুন গুণধাম।
সখী-পরিবৃতা বলি বৃন্দা তাঁর নাম॥
বৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা আনন্দ বিলায়।
বৃন্দাবনবিনোদিনী ডাকে সবে তাঁয়॥
মুখে নখে চন্দ্র সদা বিরাজিত রয়।
শ্রীরাধার নাম তাই চন্দ্রাবলী হয়॥
শ্রীরাধার মুখকান্তি চন্দ্রের মতন।
চন্দ্রকান্তা নামে তাই অভিহিতা হন॥
শত-চন্দ্র-সম মুখ দীপ্ত অবিরাম।
শতচন্দ্রনিভাননা তাই তাঁর নাম॥
শুন শুন তপোধন, তোমার নিকটে।
ষোড়শ নামের ব্যাখ্যা করি অকপটে॥
ব্রহ্মার নিকটে ইহা কহে নারায়ণ।
ব্রহ্মা-মুখে ধর্ম্ম পরে করিল শ্রবণ॥
অনন্তর পুষ্করেতে ধর্ম্ম মহাশয়।
দেবসভা মাঝে ইহা মোর কাছে কয়॥
এক্ষণে তোমার কাছে শুন মতিমান্।
পবিত্র রাধার স্তোত্র করিলাম দান॥
তিন সন্ধ্যা এই স্তোত্র যে করে পঠন।
রাধামাধবের ভক্ত হয় সেই জন॥
অন্তিমেতে অণিমাদি সিদ্ধি তুচ্ছ ক'রে।
শ্রীহরির কাছে রহে চিরকাল ধ'রে॥
চারিবেদ পাঠ আর সর্ব্বতীর্থ ফল।
সপ্তবার প্রদক্ষিণ করে ধরাতল॥

যজ্ঞ করি তার ফল লভে যদি কেহ।
রক্ষা যদি করে কেহ আশ্রিতের দেহ ॥
যাহা ফল অজ্ঞানেরে জ্ঞান বিতরণে।
যাহা ফল বৈষ্ণব ও দেব দরশনে ॥
তথাপি সকল মিলি তুল্য নাহি হয়।
রাধাস্তোত্র তদপেক্ষা গুরু অতিশয় ॥
ষোড়শাংশ এ স্তবের পাঠ যদি করে।
জীবন্মুক্ত হয় জীব শ্রীকৃষ্ণের বরে ॥
রাধাস্তব ভক্তিভরে যে করে শ্রবণ।
নির্ব্বাণ লভিবে সত্য কহিনু বচন ॥

● ত্রৈমাসিক ব্রত কথন।

এতেক শুনিয়া তবে দেবর্ষি নারদ।
মনে মনে বন্দিলেক রাধাকৃষ্ণপদ ॥
পরেতে বিনয়ে ঋষি বলে নারায়ণে।
জীবন সার্থক প্রভু কাহিনী শ্রবণে ॥
এত যদি দয়া করি বলেছ শ্রীহরি।
আরো কিছু জিজ্ঞাসিতে বাঞ্ছা মনে করি ॥
নারদের সবিনয় ভাষণ শুনিয়া।
বলিলেন নারায়ণ প্রফুল্লিত-হিয়া ॥
বৃথা এ সঙ্কোচ কেন নারদ ধীমান্।
কি তব জিজ্ঞাসা কহ মম সন্নিধান ॥
এতেক শুনিয়া বাণী হরষিত অতি।
নারদ জিজ্ঞাসা করে নারায়ণ প্রতি ॥
কিবা হয় ব্রত ইহা, কি তাহার নাম।
কিভাবে পালিতে হয় কহ গুণধাম ॥
রাধাপূজা কিভাবেতে কোন্ সতী করে।
কত কাল এই পূজা বিধানে আচারে ॥
কত দিন অন্তে বল প্রতিষ্ঠা ইহার।
দয়া করি বল দেব বিস্তৃত ব্যাপার ॥
নারদে সম্ভাষি তবে বলে নারায়ণ।
কহিতেছি সব কথা শুন তপোধন ॥
ত্রৈমাসিক ব্রত ইহা বিদিত জগতে।
পতিভাগ্য বৃদ্ধি হেতু হয় যে সাধিতে ॥
মহাপুণ্যবতী নারী হইবে যে জন।
যতেক বিধানে ব্রত করে আচরণ ॥
রাধার সহিত করি কৃষ্ণ আরাধনা।
হইবে ভবেতে এই ব্রতের যাপনা ॥
বিষুব সংক্রান্তি দিনে আরম্ভ ইহার।
জানিবেক সত্য ইহা শাস্ত্রের বিচার ॥
দক্ষিণে অয়ন যবে করিবে ভাস্কর।
ততদিনে সাঙ্গ হবে ব্রতের বাসর ॥
পূর্ণ তিন মাস কাল শুদ্ধ শান্ত চিতে।
এই ত্রৈমাসিক ব্রত হয় আচরিতে ॥
পূর্ব্বদিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া।
আরম্ভিবে এই ব্রত সুসংযত হৈয়া ॥
বৈশাখ সংক্রান্তি দিনে গঙ্গাস্নান করি।
সঙ্কল্প করিবে ব্রতী স্মরিয়া শ্রীহরি ॥
ঘট বহ্নি জল কিংবা শালগ্রামোপরি।
করিবে ব্রতের পূজা ব্রতী যত্ন করি ॥
প্রথমেতে পঞ্চদেবে পূজিবে ভক্তিতে।
রাধাকান্তে পরে পূজ ভক্তিযুক্ত চিতে ॥
সামবেদ-উক্ত ধ্যান কর অতঃপর।
শুন সেই ধ্যানমন্ত্র অতি মনোহর ॥
নব জলধর শ্যাম পীতাম্বরধর।
শরত পার্ব্বণ শশী মুখ মনোহর ॥
শরৎকালীন যেন কমল নয়ন।
তাহাতে উজ্জ্বল করে কজ্জল রঞ্জন ॥
গোপগোপীগণ মন সতত মোহিত।
রাধিকা উরসে স্থিত নিয়ত শোভিত ॥
অনন্ত বিরিঞ্চি ধর্ম্ম সদা করে স্তব।
ভজিব গোবিন্দপদ অতুল বিভব ॥
এই ভাবে করি ধ্যান পরে আবাহন।
পরেতে রাধিকা ধ্যান করিবে চিন্তন ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ স্তব করে যাঁর।
বন্দনা করিনু আমি চরণ তাঁহার ॥
যাঁর নামে সুপবিত্র হয় ত্রিভুবন।
তাঁহার চরণ আমি করিনু বন্দন ॥

শতশৃঙ্গনিবাসিনী তুমি রাধা সতী।
তোমারে প্রণাম করি ভক্তিভরে অতি ॥
রাসেতে বিরাজ করে রাসের ঈশ্বরী।
তোমার চরণে আমি প্রণিপাত করি ॥
বৃন্দা তুমি বাস কর তীরে বিরজার।
ভক্তিভরে তব পদে করি নমস্কার ॥
কৃষ্ণা তুমি বাস সদা কর বৃন্দাবনে।
তোমারে প্রণাম করি ভক্তিযুক্ত মনে ॥
কৃষ্ণপ্রিয়া শান্তা তুমি কি কহিব আর।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
তুমি দেবী লক্ষ্মী আর তুমি সরস্বতী।
তোমার চরণে আমি করিনু প্রণতি ॥
তুমি পদ্মা আদ্যাশক্তি তুমি নারায়ণী।
মর্ত্ত্যলক্ষ্মী তুমি দেবী বিশ্বের জননী ॥
সাবিত্রীস্বরূপা তুমি জানি অনিবার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
বিষ্ণুমায়া তুমি দেবী সম্পৎ-রূপিণী।
তোমারে প্রণাম করি রাধা বিনোদিনী ॥
বুদ্ধিস্বরূপিণী তুমি জ্ঞানপ্রদায়িনী।
আপনি প্রকৃতি তুমি ত্রিপুরহারিণী ॥
শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপিণী সগুণা সুন্দরী।
তব পাদপদ্মে আমি নমস্কার করি ॥
তুমি তৃষ্ণা তুমি সুধা কি কহিব আর।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
স্বাহা তুমি স্বধা তুমি কান্তিস্বরূপিণী।
দয়া তুমি শ্রদ্ধা তুমি মুক্তিপ্রদায়িনী ॥
তুমি পুষ্টি লজ্জা ধৃতি তুমি ভগবতী।
তোমার চরণপদ্মে করিনু প্রণতি ॥
এই ধ্যানে শ্রীরাধারে শ্রীকৃষ্ণ সহিতে।
ষোড়শোপচারে পূজা কর বিধিমতে ॥
শুন মুনি তারপর ব্রতের বিধান।
যেভাবে করিতে হবে পদ্মফুল দান ॥
সহস্র অধিক অষ্ট লইয়া কমলে।
পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দিবে পদতলে ॥

প্রতিদিন অষ্টোত্তর শত হোম দান।
তত সংখ্যা ফল সহ ব্রতের বিধান ॥
অতঃপর ব্রতী তবে কৃষ্ণরাধিকায়।
উৎসর্গ কহিবে পক্ক রম্ভা তার পায় ॥
বলিয়া কৃষ্ণায় স্বাহা ভক্তিযুক্তচিতে।
নিবেদন করিবেক যথাবিধি মতে ॥
অনন্তর প্রতিদিন শতেক ব্রাহ্মণ।
নিমন্ত্রণ করি আনি করাবে ভোজন ॥
অষ্টোত্তর শতাহুতি হোম করি ব্রতী।
প্রতিদিন নিবেদিবে কৃষ্ণের সংহতি ॥
অতঃপর শুন মুনি বিরিঞ্চিনন্দন।
যে ভাবে করিবে নিত্য হরিসঙ্কীর্ত্তন ॥
আজ্যসহ তিলহোম প্রত্যহ লইয়া।
করিবে হরির নাম গীত বাদ্য দিয়া ॥
এই ভাবে তিন মাস ব্রতের বিধান।
প্রতিষ্ঠা করিবে পরে শুন মতিমান্ ॥
প্রতিষ্ঠা দিবসে লইয়া নবরই হাজার।
অক্ষত কমল পুষ্প পূজার আচার ॥
তত সংখ্যা ব্রাহ্মণেরে করিয়া যতন।
পরমান্ন পিষ্টকাদি করাবে ভোজন ॥
নয়টি হাজার আর সাত শত দশ।
ফল আর নৈবেদ্যেতে কৃষ্ণে কর বশ ॥
অতঃপর বিদ্বজ্জন অনল সংস্কারি।
সঘৃত তিল সহ হোম শেষ করি ॥
নবতি সহস্র করি আহুতি প্রদান।
বস্ত্র ভোজ্য যজ্ঞসূত্র পরে কর দান ॥
নবতিসংখ্যক ডালা ফলযুক্ত করি।
গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে শ্রীহরি ॥
নবতি সংখ্যক কুম্ভ শীতল সলিলে।
পূর্ণ করি ব্রতী তাহা ব্রাহ্মণেরে দিলে ॥
হইবে সম্পূর্ণ এই ত্রৈমাসিক ব্রত।
দক্ষিণান্তে বিপ্রবরে তুষিবে সতত ॥
স্বর্ণশৃঙ্গযুক্ত বৃষ সহস্র সংখ্যায়।
করিবেক দান এই ব্রতের আখ্যায় ॥

ত্রৈমাসিক ব্রতবার্ত্তা কহিনু তোমায।
আচরিলে স্বামিসহ ব্রতী মোক্ষ পায ॥
সুসন্তান লাভ এই ব্রত ফলে হয।
পতিসৌভাগ্যিনী নারী হইবে নিশ্চয ॥
শতজন্ম ব্রতী নারী ইহার কল্যাণে।
সৌভাগ্যশালিনী হবে এই ত্রিভুবনে ॥
শতজন্ম কাল হবে পুত্রের জননী।
কদাচ হয় না নারী দুষ্টা অভাগিনী ॥
পতিপুত্র সহ কভু বিচ্ছেদ না হয়।
পুত্র তার অনুগত পতি সুখময় ॥
রাধাকৃষ্ণ ভক্তি তার থাকে চিরদিন।
স্বপ্নে জাগরণে নয় হরিস্মৃতিহীন ॥
লোকমাতা করিলেন এর আচরণ।
সামবেদ-উক্ত ব্রত শাস্ত্রের বচন ॥
সকল ব্রতের চেযে ইহা পুণ্যতর।
করে যারা এই ব্রত শুন অতঃপর ॥
প্রথমতঃ স্বাযম্ভুব মনুর গৃহিণী।
সতী শতরূপা হন ব্রতের ধারিণী ॥
অগস্ত্যকে পুরোহিত করিযা তখন।
করিলেন পবিত্র এ ব্রত আচরণ ॥
পরে দেবহূতি আর চারুহূতি সতী।
পুলস্ত্যের পৌরোহিত্যে হইলেন ব্রতী ॥
ক্রতুকে পুরোধা করি রোহিণী কামিনী।
করিলেন ব্রত এই সুফলদাযিনী ॥
গৌতমীর পৌরোহিত্যে রতি-কামপ্রিযা।
ব্রত করে যথাযোগ্য বিধান মানিযা ॥
অতঃপর গুরুপত্নী তারা সাধ্বী সতী।
ব্রত উদ্‌যাপন তরে করিলেন মতি ॥
বশিষ্ঠেরে পৌরোহিত্যে করিযা বরণ।
মহাসমারোহে করে ব্রত সমাপন ॥
শচীদেবী এই ব্রত করিলেন পরে।
বৃহস্পতি পৌরোহিত্য কার্য্য তাতে করে ॥
তারপর স্বাহাদেবী অতি হৃষ্ট মন।
ব্রত করিবার তরে করে আযোজন ॥
পুরোহিতরূপে তাহা মরীচি সুমতি।
সমাপ্ত করেন ব্রত হৃষ্টচিত্তে অতি ॥
ত্রৈমাসিক ব্রতকথা যে করে শ্রবণ।
অমঙ্গল ভয তার না থাকে কখন ॥

● মহাদেব কর্ত্তৃক দুর্গার নিকট ব্রতের বিধান কথন।

ব্রত আর ব্রতফল, দেখে অতি কুতূহল,
হইলেন গিরিজাযা সতী।
মহেশে সম্ভাষি বলে, ত্রৈমাসিক ব্রতফলে,
আমি বাঞ্ছা করি যে পার্ব্বতী ॥
সর্ব্বব্রত হ'তে সার, এই যে ব্রত-আচার,
অনুমতি দাও গো শঙ্কর।
হরি-আরাধনা প্রভু, অনিষ্ট নহেক কভু,
আচরিব করি যুক্তকর ॥
ইষ্ট বস্তু দান আর, তীর্থেতে গমন সার,
ব্রতের আচার তুল্য নহে।
হরি-আরাধনা মানি, ষোলগুণে হয মানী,
বেদে পুরাণেতে তাই কহে ॥
বাহিরে কি অভ্যন্তরে, হরি স্মৃতি অনুসরে,
জাগরূক থাকে সর্ব্বক্ষণ।
সেই জীব জীবন্মুক্ত, বেদেতে হযেছে উক্ত,
তারে দেখে মুক্তি পায জন ॥
তার পদস্পর্শ লাগি, ধূলিকণা পুণ্যভাগী,
পৃথিবী পবিত্র হয তাতে।
জীবন্মুক্ত সেই জনে, দেখিতে বাসনা মনে,
ত্রিভুবন পবিত্রিত যাতে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ধর্ম্মদেব, অনন্ত ও গর্গদেব,
আর তুমি নিয়ত ধ্যানেতে।
পেয়েছ তাঁহার তেজে, সমতা সকলে রাজে,
এইরূপ বিদিত জগতে ॥
যে যাহারে করে ধ্যান, গুণ তেজ বুদ্ধি জ্ঞান,
সকলি সমান তার হয।

কৃষ্ণ সেবা তপধ্যানে, তোমা হেন গুণধনে,
মম ভাগ্যে পেয়েছি নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণ করি আরাধন, শুন ওগো পঞ্চানন,
তোমা হেন স্বামী লভিয়াছি।
গণপতি ষড়ানন, মম পুত্র দুই জন,
কৃষ্ণাশিসে তাদেরো পেয়েছি ॥
পতি পুত্র আর পিতা, এ তিনজন সর্ব্বথা,
রমণীর গরব ভাজন।
এরা যদি যোগ্য হয়, তবেই তো নিঃসংশয়,
রমণীর দুর্লভ জীবন ॥
শুনি বাক্য পার্ব্বতীর, শঙ্কর আনন্দাধীর,
সুললিত বাক্যে তাকে বলে।
তুমি মহালক্ষ্মীরূপা, সর্ব্বসম্পৎস্বরূপা,
নাই তব অসাধ্য ভূতলে ॥
তুমি যথা বিরাজিতা, সে মহা ঐশ্বর্য্যান্বিতা,
লক্ষ্মীহীন গৃহ গৃহ নহে।
লক্ষ্মীছাড়া যেই জন, কি জীবন কি মরণ,
দুই তার সমতুল্য রহে ॥
শক্তিসহ যুক্ত হ'যে, মোরা থাকি কর্ম্ম ল'য়ে,
আমি ব্রহ্মা আর নারায়ণ।
কেবা হয হিমালয, গণেশ সে কেবা হয,
কোথায বা থাকে ষড়ানন ॥
যদি হই তোমা হীন, সর্ব্বকর্ম্মে উদাসীন,
ঈশ্বরত্ব তোমার প্রসাদে।
যে ব্রতে উদ্যত তুমি, অনুমতি দেই আমি,
আপত্তি নাহিক তব সাধে ॥
সনৎকুমার মুনি, পুরোহিত হন তিনি,
নিজে হব সংগ্রহকারক।
কমল ব্রাহ্মণ আর, সমস্ত দ্রব্যের ভার,
আমি তার হইব ধারক ॥
কুবেরেরে কোষাধ্যক্ষ, মোরে কর দানাধ্যক্ষ,
কমলা দিবেন নিজে ধন।
বহ্নি হবেন পাচক, বরুণ জলদাযক,
আয়োজন কর যক্ষগণ ॥
স্থান সংমার্জ্জন কার্য্য, পবন করিবে ধার্য্য,
ইন্দ্র পরিবেশনকারক।
যোগ্যপাত্রে বস্তু ভার, সূর্য্যে কর কর্ত্তা তার,
ষড়ানন সর্ব্বাধিনায়ক ॥
বিধানেতে ব্রত করি, ফল পুষ্পে পূজ হরি,
ব্রত-অন্তে ব্রাহ্মণ ভোজন।
ব্রতের সমাপ্তি দিনে, ব্রাহ্মণেরে রত্নদানে,
কর যোগ্য দক্ষিণা অর্পণ ॥
শুনিয়া মহেশ-বাণী, সত্বর শিবগৃহিণী,
যথাবিধি করে ব্রতাচার।
করে যা দক্ষিণাদান, এত তার পরিমাণ,
বহনে ব্রাহ্মণের হয ভার ॥
এত বলি নারায়ণ, ক্ষণকাল মৌনী রন,
মনে মনে ভাবে হরিপদ।
সভক্তিবচনে তবে, প্রণমিয়া দেবদেবে,
তাঁর প্রতি কহিলা নারদ ॥

● বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক বৃষভানুপুরী ও
কুঞ্জ প্রভৃতি নির্ম্মাণ।

নারদ কহিলা প্রভু দেবনারায়ণ।
রাধার মহিমা আমি করিনু শ্রবণ ॥
অপরূপ কৃষ্ণকথা অতি মধুময।
তারপর কি হইল কহ মহাশয় ॥
প্রাতঃকালে হেরি সেই নগর সুন্দর।
কি করিল গোপগণ কহ অতঃপর ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
তারপর কি হইল করিব বর্ণন ॥
বিশ্বকর্ম্মা নিরমিল অপরূপ পুরী।
যাহার তুলনা আমি দিতে নাহি পারি ॥
প্রথমে নির্ম্মিয়া বন পরে নিরমিল।
বৃষভানুপুরী দেব অতি সমুজ্জ্বল ॥
নন্দালয হ'তে হয এক ক্রোশ দূর।
রম্য বৃষভানুপুরী পুষ্পে ভরপূর ॥

পাথরের প্রাচীর তুলে গাঁথি মনোহর।
ছোটবড় গৃহ কত অতীব সুন্দর ॥
চতুর্দ্দিকে কত তরু করিল রোপণ।
পুষ্পের কানন হয় আনন্দবর্দ্ধন ॥
ফটক উপর লিখে স্বর্ণাক্ষরে নাম।
বৃষভানু লিখে শিল্পী অতি গুণধাম ॥
ক্রীড়াস্থলী মনোহর করিল গঠন।
চারিশত হস্ত উচ্চ প্রাচীর শোভন ॥
গৃহচূড়ে স্বর্ণ কুম্ভ স্থাপে স্তরে স্তর।
উজ্জ্বল আলোক সম জনমনোহর ॥
নগরী গড়িয়া শিল্পী সানন্দ অন্তরে।
রচিল সুন্দর বেদী কত তার পরে ॥
অতি রমণীয় বেদী মনোবিমোহন।
অপূর্ব্ব দেখিতে হয় রতনগঠন ॥
বিশ্বকর্ম্মা গড়ে মঞ্চ মণিমুক্তাময়।
সুকোমল পুষ্পসজ্জা পরেতে রচয় ॥
বিচিত্র পতাকারাশি শোভে গৃহচূড়ে।
রতন নির্ম্মিত সিঁড়ি প্রতি ঘরে ঘরে ॥
কাননে অসংখ্য বৃক্ষ করিল রোপণ।
আনন্দে হইল মত্ত মধুকরগণ ॥
অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা সানন্দ অন্তরে।
বিনির্ম্মিল রাসস্থান মনোমত ক'রে ॥
অতঃপর কুঞ্জবন করিয়া নির্ম্মাণ।
মনসুখে চারিদিকে ভ্রমে মতিমান্ ॥
সমগ্র নগরী দেখি পুলকিত অতি।
অতঃপর কি করিবে ভাবে মহামতি ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেথা এমন সময়।
কেলিকুঞ্জ রচিবার কথা মনে হয় ॥
কাননের মাঝে খুঁজি নিরজন স্থান।
মহানন্দে কেলিকুঞ্জ করিল নির্ম্মাণ ॥
লতায় বেষ্টিত কুঞ্জ অতি মনোহর।
নয়ন শোভন তাহা অতীব সুন্দর ॥
রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়াস্থান নির্ম্মাণ করিয়া।
সমাপ্ত করিল শিল্পী আনন্দিত হৈয়া ॥

প্রাতঃকালে ব্রজবাসী জাগরিত হয়।
বিচিত্র নগর এক হেরে সে সময় ॥
বিস্ময়ে মগন সবে কহে বারবার।
এমন নগর কভু হেরি নাই আর ॥
কেহ বলে কি বিচিত্র নগর সুন্দর।
এমন নগর রচে কোন্ শিল্পিবর ॥
স্বর্গ হ'তে মনোহর নাহিক সংশয়।
কোন্ ব্যক্তি বিরচিল এই সমুদয় ॥
মরি মরি এত শোভা কে হেরেছে কবে।
এইরূপে আলোচনা করে গোপ সবে ॥
মনে মনে বুঝিলেন নন্দ নৃপবর।
হরির ইচ্ছায় সৃষ্ট হইল নগর ॥
যাঁহার ভ্রূভঙ্গি মাত্রে বিশ্বসৃষ্টি হয়।
যাঁহার ইঙ্গিত মাত্রে সৃষ্টি পায় লয় ॥
ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করে লোমকূপে যাঁর।
ত্রিভুবনে আছে কিবা অসাধ্য তাঁহার ॥
সুরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর।
অনন্ত ইত্যাদি যাঁরে ভজে নিরন্তর ॥
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা।
লক্ষ্মী সরস্বতী যাঁরে করেন বন্দনা ॥
পরম ঈশ্বর যিনি, মহিমা অপার।
এ তিন ভুবনে আছে অসাধ্য কি তাঁর ॥
এইরূপ চিন্তা করি নন্দ নরপতি।
নগর ভ্রমণ করে হৃষ্ট মনে অতি ॥
মনোহর ভবনাদি করিয়া দর্শন।
পুলকে ভাসিল যত ব্রজবাসিগণ ॥
অনন্তর সকলেই আনন্দিত মনে।
প্রবেশ করিল গিয়া আপন ভবনে ॥
নন্দ আর বৃষভানু পুলকিত হ'য়ে।
প্রবেশ করিল আসি আশ্রম-আলয়ে ॥
আনন্দেতে কোলাহল করে শিশুগণ।
গোপগোপীগণ যত আনন্দে মগন ॥
কৃষ্ণ আর বলরাম সহচর সনে।
ক্রীড়াতে হইল মত্ত নব বৃন্দাবনে ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি সুমধুর।
শ্রবণ করিলে শান্তি লভিবে প্রচুর॥
ব্যাসদেব বেদ আদি বৎসরূপে ধরি।
কল্পনায় ভারতীরে কামধেনু করি॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের দুগ্ধ করিয়া দোহন।
জনে জনে সেই সুধা করিল বণ্টন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব অনিত্য সংসারে।
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন সবে কর বারে বারে॥
এ ভব-সংসার-মাঝে কৃষ্ণনাম সার।
নাম ভিন্ন কলিযুগে গতি নাহি আর॥
যেই জন ধ্যান করে কৃষ্ণের চরণ।
তাহারে করেন রক্ষা শ্রীমধুসূদন॥
মধুর কৃষ্ণের নাম যে করে শ্রবণ।
সর্ব্ব পাপ দূরে যায়, তৃপ্ত হয় মন॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়

ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা।

শৌনক কহিলা, ওহে সূত মহাশয়।
শুনিলাম কৃষ্ণকথা অতি মধুময়॥
তারপর নারায়ণে নারদ প্রবর।
কি কথা জিজ্ঞাসা করে কহ অতঃপর॥
সূত মুনি কহে, শুন শৌনক সুজন।
নারায়ণে শ্রীনারদ জিজ্ঞাসে তখন॥
নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ।
জ্ঞানের সাগর তুমি জানি অনুক্ষণ॥
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ।
কৃষ্ণের চরিত-কথা করহ কীর্ত্তন॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরিত-কথা পীযূষ-সমান।
কৃপা করি কহ সেই হরির আখ্যান॥
নারদের বাক্য শুনি কহে নারায়ণ।
কৃষ্ণকথা কহি আমি শুন দিয়া মন॥
একদা যমুনাতীরে শিশুগণ সনে।
কৃষ্ণ আর বলদেব যান মধুবনে॥
মধুবনে ক্রীড়া করে যত শিশুগণ।
গাভীগণ মনসুখে করে বিচরণ॥
খেলিতে খেলিতে শ্রান্ত শিশুগণ হয়।
ক্ষুধায় কাতর সবে হয় অতিশয়॥
পিপাসায় ছাতি ফাটে, কি করিবে হায়।
কৃষ্ণে সম্বোধন করি সকলে শুধায়॥
শুন কৃষ্ণ, আমাদের ক্লান্ত দেহ মন।
কহ কহ মোরা সবে কি করি এখন॥
শিশুদের বাক্য শুনি কহে সনাতন।
মোর উপদেশ সবে করহ গ্রহণ॥
যেই স্থানে যজ্ঞ আদি করে বিপ্রদল।
সেই স্থানে গিয়া চাহ অন্ন আর জল॥
অঙ্গিরার বংশধর যত বিপ্রগণ।
বনের মাঝারে করে যজ্ঞ-সম্পাদন॥
সকলে নিস্পৃহ তারা পরম বৈষ্ণব।
মুক্তি-তরে মোর পূজা করিতেছে সব॥
যজ্ঞকারী বিপ্রগণ মোহিত মায়ায়।
মানবের রূপী তারা না জানে আমায়॥
সেই সব বিপ্র কাছে অবিলম্বে যাও।
ক্ষুধা ও তৃষ্ণার লাগি অন্নজল চাও॥
অঙ্গিরা ঋষির গৃহে হও অগ্রসর।
আমিও যাইব শীঘ্র তাহার গোচর॥
ঋষিকুল হন অতি বৈষ্ণব সুজন।
শীঘ্রগতি যাও শুনি আমার বচন॥
বিপ্রগণ যদি অন্ন নাহি করে দান।
পত্নীদের কাছে তবে করিও প্রস্থান॥
বিপ্রদের পত্নীগণ অতি দয়াবতী।
অন্নজল চাহ গিয়া তাহাদের প্রতি॥
তোমাদের আবেদন ব্যর্থ না হইবে।
বাঞ্ছিত সকল দ্রব্য অবশ্য মিলিবে॥
কৃষ্ণের বচন শুনি যত শিশুগণ।
বিপ্রগৃহে অবিলম্বে করিল গমন॥
রহিল কেহ বা বসি কৃষ্ণের সকাশে।
আর কেহ গেল চলি বিপ্রের আবাসে॥

শিশুগণ সেই স্থানে করিয়া গমন।
বিপ্রদের কাছে সবে করে নিবেদন॥
হে দ্বিজসত্তমগণ করুণা-সাগর।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মোরা অতীব কাতর॥
কণ্ঠ ওষ্ঠ শুষ্কপ্রায় বাক্য নাহি সরে।
তাই তো সেথায় আসি আকুল অন্তরে॥
বলরাম আর কৃষ্ণ ক্ষুধায় কাতর।
খাদ্য আর জল দান করহ সত্বর॥
হোমকার্য্যে রত ছিল যত দ্বিজগণ।
শিশুদের বাক্যে কাণ না দেয় তখন॥
তখন বালকগণ না হেরি উপায়।
বিপ্রপত্নীদের কাছে ত্বরা করি যায়॥
যেই স্থানে ব্রাহ্মণীরা করিছে রন্ধন।
সেই স্থানে বালকেরা করিল গমন॥
বিপ্রপত্নীদের পায়ে প্রণাম করিয়া।
অনন্তর শিশুগণ কহে সম্বোধিয়া॥
শুন শুন মাতৃগণ, করি নিবেদন।
অন্নজল দান করি বাঁচাও জীবন॥
ক্ষুধায় কাতর সবে ওষ্ঠাগত প্রাণ।
খাদ্যবস্তু অবিলম্বে করহ প্রদান॥
সুকুমার শিশুদলে করিয়া দর্শন।
মধুর বচনে কহে বিপ্রপত্নীগণ॥
কোথা হ'তে আগমন কর শিশুগণ।
কাহার সন্তান, সবে কহ বিবরণ॥
কিবা নাম কোথা ধাম কোথায় ভবন।
কোন্ জন তোমাদের করিল প্রেরণ॥
আগে কর তোমাদের পরিচয়-দান।
উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন অন্ন করিব প্রদান॥
বিপ্রপত্নীদের কথা করিয়া শ্রবণ।
আনন্দিত হ'য়ে কয় যত শিশুগণ॥
শুন শুন মাতৃগণ, দিব পরিচয়।
খেলিতে খেলিতে মোরা ক্লান্ত অতিশয়॥
কাতর হইনু যবে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়।
কৃষ্ণ আর বলরাম পাঠান হেথায়॥
শীঘ্র শীঘ্র অন্নজল করহ প্রদান।
তাঁদের নিকটে পুনঃ করিব প্রস্থান॥
বটবৃক্ষমূলদেশে দূরে মধুবনে।
অপেক্ষা করেন কৃষ্ণ বলরাম সনে॥
তাঁরাও কাতর অতি ক্ষুধায় তৃষ্ণায়।
অন্ন তরে তাঁহারাও প্রার্থনা জানায়॥
অন্নজল দিবে কিনা কহ মাতৃগণ।
নতুবা অপর স্থানে করিব গমন॥
রামকৃষ্ণ নাম শুনি বিপ্রপত্নীগণ।
ত্বরায় সকল দ্রব্য করে আয়োজন॥
রোমাঞ্চিত-কলেবর হয় বারে বারে।
মনেতে আনন্দ আর ধরিতে না পারে॥
যাঁহার চরণপদ্ম করে সবে ধ্যান।
অন্নজল চাহিছেন সেই ভগবান্॥
কি ভাগ্য তাদের আজ সার্থক জীবন।
পুলকেতে অশ্রুপূর্ণ হইল নয়ন॥
পায়স পিষ্টক দধি ক্ষীর নবনীত।
শালি-অন্ন মধু আর সুবাসিত ঘৃত॥
রৌপ্য আর কাংস্যপাত্রে রাখি সযতনে।
কৃষ্ণের নিকটে সবে চলে মধুবনে॥
কৃষ্ণের দর্শন তরে ব্যাকুলিতা অতি।
অন্ন ল'য়ে চলে যত পতিব্রতা সতী॥
পুলকে পূরিত হিয়া কাঁপে কলেবর।
কৃষ্ণের চরণ তারা হেরিবে সত্বর॥
ধন্য ধন্য আজি তারা অতি ভাগ্যবতী।
ত্বরিতে গমন করে যতেক যুবতী॥
এইরূপে মধুবনে করি আগমন।
বলরামসহ কৃষ্ণে করিল দর্শন॥
যেমন নক্ষত্র মাঝে শোভে শশধর।
শিশুগণ মাঝে শোভে শ্যাম নটবর॥
মরি মরি কিবা শোভা ভুবনমোহন।
পরিধানে পীতবাস অতি সুশোভন॥
মৃদুহাসিমাখা মুখ অতি মনোহর।
নবজলধর-সম শ্যাম কলেবর॥

পূর্ণ-শশধর-সম বদন তাঁহার।
সর্ব্ব অঙ্গে বিরাজিত রত্ন-অলঙ্কার॥
রত্নের নূপুর শোভে চরণে তাঁহার।
মালতীর মালা রাজা বক্ষের মাঝার॥
চন্দনে চর্চ্চিত দেহ কুঙ্কুমে লেপিত।
সর্ব্ব সঙ্গে অগুরু ও কস্তূরী শোভিত॥
মনোহর নাসা তাঁর কপোল সুন্দর।
আহা কিবা অপরূপ ওষ্ঠ ও অধর॥
দাড়িম্ববীজের সম দন্তরাজি তাঁর।
চূড়াতে শিখীর পুচ্ছ শোভে চমৎকার॥
দুই কর্ণে শোভে তাঁর কদম্বের ফুল।
মদনমোহনরূপ কোথা তার তুল॥
দেবতা মানব আর সাধু যোগিগণ।
নিরন্তর যোগে যাঁর ধ্যান-পরায়ণ॥
সুরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর।
অনন্ত ইত্যাদি যাঁরে ভজে নিরন্তর॥
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা।
লক্ষ্মী সরস্বতী যাঁরে করেন বন্দনা॥
তপস্যায় কত জন্ম বৃথা কেটে যায়।
স্বপ্নযোগে তবু যাঁর সাক্ষাৎ না পায়॥
গোপবেশধারী সেই কৃষ্ণ সনাতনে।
হেরিলা ব্রাহ্মণীগণ আনন্দিত মনে॥
প্রণাম করিল যত বিপ্রপত্নীগণ।
ভাবে আজ ধন্য হ'ল মোদের জনম॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতীব মধুর।
শ্রবণ করিলে হয় সব দুঃখ দূর॥

● বিপ্রপত্নীগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

পরিপূর্ণতম তুমি কৃষ্ণ সনাতন।
পরম আশ্রয় তুমি শ্রীমধুসূদন॥
কখনো সাকার হও, কভু নিরাকার।
নির্গুণ নির্লিপ্ত প্রভু তুমি সারাৎসার॥
সাক্ষীর স্বরূপ তুমি প্রভু ভগবান্।
ত্রিভুবনে আছে কেবা তোমার সমান॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তব অংশে হয়।
প্রকৃতি তোমার অঙ্গ হ'তে জন্ম লয়॥
যাঁর লোমকূপে রাজে বিশ্বসমুদয়।
মহান্ বিরাট্ সেই তব পুত্র হয়॥
তেজোময় তুমি প্রভু, তুমি অদ্বিতীয়।
বেদেতে নির্দ্দিষ্ট তুমি অনির্ব্বচনীয়॥
মহাজ্ঞানবান্ তুমি জ্ঞানের আধার।
তোমারে বর্ণনা করে সাধ্য আছে কার॥
মহত্ত্বাদি সৃষ্টিসূত্রে তুমি সনাতন।
সর্ব্বশক্তিবীজ তুমি সবার কারণ॥
শক্তির ঈশ্বর তুমি শক্তির আশ্রয়।
সর্ব্বানন্দ সনাতন তুমি জ্যোতির্ম্ময়॥
অশরীরী তুমি প্রভু হও নিরন্তর।
ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধর কলেবর॥
ইন্দ্রিয়-অতীত তুমি প্রভু ভগবান্।
ইন্দ্রিয়-বিষয়ে তবু আছে তব জ্ঞান॥
অনন্ত মহেশ ধর্ম্ম দেবী সরস্বতী।
কমলা সাবিত্রী আর রাধিকা পার্ব্বতী॥
তোমার স্তবনে কভু সমর্থ না হয়।
স্তবনে অশক্ত সদা বেদ-চতুষ্টয়॥
অবলা দুর্ব্বলা নারী আমরা সবাই।
করিব তোমার স্তব হেন সাধ্য নাই॥
আমরা অযোগ্যা অতি কি কহিব আর।
কৃপা করি ক্ষমা কর করুণাবতার॥
তুমি প্রভু দীনবন্ধু দীনের ঈশ্বর।
সুপ্রসন্ন হও প্রভু কৃপার সাগর॥
শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিয়া তখন।
চরণে পতিত হয় বিপ্রপত্নীগণ॥
অনন্তর হাস্যমুখে কৃষ্ণ ভগবান্।
তাহাদের করিলেন অভয় প্রদান॥
বিপ্রপত্নীকৃত স্তব যে করে পঠন।
শ্রীহরির আশীর্ব্বাদ লভে সেই জন॥
ধন্য ধন্য সেই জন সার্থক-জীবন।
সেই ভক্তজনে কৃষ্ণ করেন রক্ষণ॥

যে জন কৃষ্ণের ধ্যান করে অনিবার।
ত্রিভুবনে আছে আর কি ভয় তাহার॥
অন্তকালে মোক্ষপদ সেই জন পায়।
চড়িয়া বিমানে সেই দিব্যধামে যায়॥
এত বলি ভক্তিভরে বিপ্রপত্নী যত।
শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলে হইল পতিত॥

● বিপ্রপত্নী মোচন।

বিপ্রপত্নীস্তব শুনি দেবর্ষি নারদ।
মনে মনে বন্দিলেন শ্রীকৃষ্ণের পদ॥
প্রকাশ্যে সম্ভাষি বলে দেব নারায়ণে।
শুনিনু অনেক কথা তোমার কারণে॥
বিপ্রপত্নীস্তব সব করিলে শ্রবণ।
পাপতাপ শোকরাশি হয় বিনাশন॥
কৃপা করি বল দেব করিব শ্রবণ।
অতঃপর কি করিল, বিপ্রপত্নীগণ॥
অথবা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কি করিল পরে।
শুনিতে বাসনা মনে কহ সবিস্তারে॥
নারদে সম্বোধি তবে বলে নারায়ণ।
শুন মুনি অতঃপর অপূর্ব্ব ঘটন॥
বিপ্রপত্নীগণে কহে কৃষ্ণ সনাতন।
ইচ্ছামত বর সবে করহ প্রার্থন॥
পূরণ করিব আমি তোমাদের সাধ।
তোমাদের শুভ হবে করি আশীর্ব্বাদ॥
শ্রীহরির এই কথা করিয়া শ্রবণ।
কৃতাঞ্জলিপুটে কহে বিপ্রপত্নীগণ॥
শুন শুন ভগবান্ এই বর চাই।
তব পদে মন যেন রহে সর্ব্বদাই॥
সুদুর্ল্লভ ভক্তি প্রভু করহ প্রদান।
তোমার চরণ যেন করি সদা ধ্যান॥
আমাদের প্রতি, প্রভু কর অনুগ্রহ।
শ্রীচরণ ধ্যান যেন করি অহরহঃ॥
গৃহেতে গমন মোরা করিব না আর।
হেরিব তোমার মুখ মোরা অনিবার॥
তোমারে ছাড়িয়া কোথা নাহি যেতে পারি।
কৃপা কর কৃপা কর মুকুন্দ মুরারি॥
বিপ্রপত্নীদের কথা করিয়া শ্রবণ।
ত্রিলোক-ঈশ্বর কৃষ্ণ কহিলা তখন॥
শুন বিপ্রপত্নীগণ ভাবিও না আর।
পূরণ করিব আমি ইচ্ছা সবাকার॥
তারপর ভগবান্ সুপ্রসন্ন মনে।
ভোজন করিতে বসে শিশুগণ সনে॥
বিপ্রপত্নী-দত্ত সেই খাদ্য-সমুদয়।
অমৃতের তুল্য যেন অতি মধুময়॥
প্রথমে বালকগণে করিয়া প্রদান।
ভোজন করেন পরে কৃষ্ণ ভগবান্॥
রত্নের নির্ম্মিত এক রথ মনোহর।
আকাশ হইতে সেথা আসিল সত্বর॥
রত্নময় স্তম্ভ কত তাহাতে বিরাজে।
রত্নের কলস কত শোভে তার মাঝে॥
রত্নের দর্পণ আর রত্নের ভূষণ।
রথের মাঝারে কত শোভে অনুক্ষণ॥
পারিজাত-মালা শোভে রথের মাঝারে।
বিচিত্র পতাকা আদি উড়ে চারিধারে॥
চতুর্দ্দিকে শোভা পায় বস্ত্র ও চামর।
শতচন্দ্র-সমাযুক্ত রথ মনোহর॥
পীতবস্ত্র-পরিহিত পারিষদগণ।
রথের মোহন শোভা করিছে বর্দ্ধন॥
নবীন-যৌবনযুক্ত পারিষদ দল।
মোহন মুরলী হাতে শোভে অবিরল॥
নবজলধর-সম শ্যাম কলেবর।
গোপবেশধারী সবে অতি মনোহর॥
শিখিপুচ্ছ শোভা পায় বঙ্কিম চূড়ায়।
মোহন গুঞ্জের মালা শোভিছে গলায়॥
রথ হ'তে নামি শীঘ্র পারিষদগণ।
কৃষ্ণের নিকটে গিয়া বন্দিল চরণ॥
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পেয়ে বিপ্রপত্নীগণ।
হরিরে প্রণমি করে রথে আরোহণ॥

মনুষ্যের দেহ সবে পরিহার করে।
গোলোকে গমন করি গোপীরূপ ধরে ॥
শুন মুনিবর এবে অপূর্ব্ব ঘটন।
যজ্ঞেতে নিযুক্ত ছিল যত তপোধন ॥
যজ্ঞ-অন্তে নিজালয়ে ফিরে যবে যায়।
পত্নীদের ঘরে কেহ দেখিতে না পায় ॥
ভাবে নারীগণ কোথা হ'ল অদর্শন।
বনে বনে করে তারা পত্নী অন্বেষণ ॥
খুঁজিয়া খুঁজিয়া যবে না পাইল কারে।
বনভূমি হ'ল পূর্ণ মুনির চীৎকারে ॥
বিপ্রগণে হেরি ক্ষুব্ধ দেব জনার্দ্দন।
করিল অপূর্ব্ব এক উপায় চিন্তন ॥
বিষ্ণুর মায়ায় পরে কৃষ্ণ ভগবান্।
বিপ্রপত্নীদের ছায়া করিল নির্ম্মাণ ॥
নির্ম্মাণ করিয়া ছায়া কৃষ্ণ সনাতন।
বিপ্রদের গৃহ পানে করিলা প্রেরণ ॥
এদিকে ব্রাহ্মণগণ ভার্য্যা নাহি পায়।
অন্বেষণ করি তারা চতুর্দ্দিকে ধায় ॥
ক্লান্ত হ'যে গৃহপানে ফিরিছে যখন্।
ভার্য্যাদের পথিমধ্যে করিল দর্শন ॥
পত্নীদের হেরি সবে পুলকিত মন।
জিজ্ঞাসে কোথায় সব ছিলে এতক্ষণ ॥
তোমা সবা লাগি মোরা ভ্রমি বনে বনে।
গৃহের বাহিরে গেলে কিসের কারণে ॥
বিপ্রবাক্য শুনি বলে রমণী সকল।
আজ হ'ল আমাদের জীবন সফল ॥
বনের ভিতর সবে করিনু গমন।
তথায় হইল আজি কৃষ্ণ দরশন ॥
কৃষ্ণ সহ গোপগণ বনের ভিতর।
ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় হয় অতীব কাতর ॥
গৃহ হৈতে অন্নজল লইয়া ত্বরায়।
যাই মোরা কৃষ্ণ বলরামের তথায় ॥
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করি সার্থক জীবন।
স্বগৃহে গমন তাই করি এতক্ষণ ॥

একথা শুনিয়া কহে যত বিপ্রগণ।
ধন্য ধন্য তোমাদের সার্থক জীবন ॥
যাঁহার চরণ-ধ্যান করি অনুক্ষণ।
সেই কৃষ্ণ ভগবানে করিলে দর্শন ॥
আমাদের বেদপাঠ ব্যর্থ সমুদয়।
জীবন সাধন ব্যর্থ নাহিক সংশয় ॥
শ্রীকৃষ্ণ সবার পিতা সর্ব্বফলদাতা।
সবার ঈশ্বর সেই শ্রীকৃষ্ণ বিধাতা ॥
কৃষ্ণ-সেবা যেই জন করে অনিবার।
তপস্যার ফলে কিবা প্রয়োজন তার ॥
যাহার হৃদয়ে কৃষ্ণ বিরাজিত রন।
অন্য কর্ম্মে তার আর কিবা প্রযোজন ॥
সাগরের জল-পানে শক্তি আছে যার।
কূপজল-পানে কিবা পৌরুষ তাহার ॥
এই কথা ভার্য্যাগণে কহি বিপ্রগণ।
নিজ নিজ গৃহপানে করিল গমন ॥
সহচরগণ সহ কৃষ্ণ ভগবান্।
অনন্তর গৃহপানে করিলা প্রস্থান ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের এই অপূর্ব্ব কাহিনী।
শ্রবণেতে পুণ্য লাভ আর পাপ হানি ॥
ধর্ম্মের মুখেতে যাহা করিনু শ্রবণ।
হে নারদ, তব কাছে কবিনু বর্ণন ॥
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ মহাশয়।
কহিব তোমার কাছে সমস্ত বিষয় ॥

● ব্রাহ্মণপত্নীগণের পূর্ব্ববৃত্তান্ত।

নারদ কহিলা, প্রভু কৃপা-অবতার।
শুনিনু তোমার কাছে কথা চমৎকার ॥
কহ প্রভু, ব্রাহ্মণীরা কোন্ পুণ্যবলে।
পতিরূপে শ্রীহরিরে পাইল সকলে ॥
পূর্ব্বজন্মে কেবা ছিল বিপ্রপত্নীগণ।
কোন্ দোষে মহীতলে করে আগমন ॥
কৃপা করি কর মোর সন্দেহ-ভঞ্জন।
সমস্ত বৃত্তান্ত মোরে কহ নারায়ণ ॥

নারদের বাক্য শুনি নারায়ণ কয়।
সবিস্তারে কহিতেছি শুন মহাশয়॥
সপ্তর্ষিগণের পত্নী এই নারীগণ।
ধর্ম্মিষ্ঠা ও পতিব্রতা ছিল অনুক্ষণ॥
সকলেই ছিল তারা রূপসী যুবতী।
নির্ম্মলস্বভাবা আর অতি গুণবতী॥
পরিধানে দিব্য বস্ত্র ছিল সবাকার।
সমস্ত অঙ্গেতে ছিল রত্ন-অলঙ্কার॥
তপ্ত কাঞ্চনের সম বর্ণ সবাকার।
সস্মিত বদন ছিল অতি চমৎকার॥
তাদের কটাক্ষবাণ করিলে দর্শন।
বিমুগ্ধ হইত যত মুনি ঋষিগণ॥
একদা অনলদেব হেরি নারীগণে।
কামবাণে ব্যাকুলিত হয় মনে মনে॥
সুন্দর নিতম্ব আর সুকঠিন স্তন।
হেরিয়া তাঁহার হয় বিচলিত মন॥
একদিন অগ্নিদেব সুযোগ বুঝিয়া।
তাদের করিল স্পর্শ নিজ শিখা দিয়া॥
নারীগণ পাক করে রন্ধন-আগারে।
অনলের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারে॥
তাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করি সে সময়।
অনল দেবতা সেথা মোহপ্রাপ্ত হয়॥
মহর্ষি অঙ্গিরা তাহা করি নিরীক্ষণ।
অগ্নিদেব প্রতি শাপ করিলা অর্পণ॥
বলিলেন ঋষিবর, শুন রে দুর্জ্জন।
পরনারী প্রতি লোভ কিসের কারণ॥
শুন শুন হুতাশন, করিয়াছ পাপ।
সর্ব্বভুক্ হও তুমি এই দিনু শাপ॥
যাহা খাবে তাহা ভস্ম হইবে নিশ্চয়।
আমার বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়॥
ঋষিমুখে অভিশাপ করিয়া শ্রবণ।
নানাভাবে স্তবস্তুতি করে হুতাশন॥
আমি অতি জ্ঞানহীন অধম পামর।
অপরাধ ক্ষমা কর ওহে মুনিবর॥
তপস্বীর শ্রেষ্ঠ তুমি যোগীর প্রধান।
আমারে মার্জ্জনা কর ওহে মতিমান্॥
এইরূপে স্তবস্তুতি করে হুতাশন।
তবু নাহি শান্ত হয় অঙ্গিরার মন॥
লজ্জায় অনলদেব অবনত হয়।
ব্রহ্মতেজোভয়ে তার কাঁপিল হৃদয়॥
কামিনীগণেরে পরে করি সম্বোধন।
ক্রোধভরে কহিলেন অঙ্গিরা তখন॥
পাপযুক্তা হইয়াছ তোমরা সকলে।
মানবীর রূপে জন্ম লহ ধরাতলে॥
ভারতে বিপ্রের ঘরে জন্ম লহ সবে।
দ্বিজগণ তোমাদের পত্নীরূপে লবে॥
অঙ্গিরার এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁরে কহে নারীগণ॥
কেন অভিশাপ দিলে আমাদের প্রতি।
নিষ্পাপ আমরা সবে পতিব্রতা অতি॥
মোদের অজ্ঞাতে অগ্নি করিল স্পর্শন।
আমাদের কিবা দোষ কহ তপোধন॥
তুমি অতি জ্ঞানবান্ শুন শুন প্রভু।
আমাদের পরিত্যাগ করিও না কভু॥
কেন বা করিলে এই অভিশাপ দান।
সাধ্বী প্রতি কর কেন দণ্ডের বিধান॥
খড়্গাঘাত বজ্রাঘাত সহ্য হয় প্রভু।
কান্তের বিচ্ছেদ নাহি সহা যায় কভু॥
গুণবান্ পতিগণে করি পরিহার।
কেমনে যাইব মোরা ভারত-মাঝার॥
একান্তই আমাদের যেতে যদি হয়।
আবার আসিব কবে কহ মহাশয়॥
আমরা নির্দ্দোষ সবে বিধি-অনুসারে।
আমাদের দোষ কেহ দিতে নাহি পারে॥
পরস্পৃষ্টা হইয়াছি অজ্ঞতার বশে।
অভিশাপ দান তুমি কর কোন্ দোষে॥
অহল্যারে ইন্দ্রদেব করিলা ধর্ষণ।
তথাপি অহল্যা পুনঃ স্বামী প্রাপ্ত হন॥

সম্ভোগের দোষ নাহি হয় অহল্যার।
কি দোষ হইল প্রভু আমা সবাকার॥
আমাদের শুধু স্পর্শ করে হুতাশন।
পরিত্যক্তা হইলাম তাহারি কারণ॥
বেদেতে পণ্ডিত তুমি ধর্ম্মপরায়ণ।
আমাদের ত্যাগ কর কিসের কারণ॥
তুমি অতি বিচক্ষণ ব্রহ্মার তনয়।
কি দোষে হইনু দোষী কহ মহাশয়॥
অন্য হ'তে ভীতা যদি হয় নারীগণ।
সকলে আসিয়া লয় পতির শরণ॥
কিন্তু সেই পতি হ'লে ভয়ের কারণ।
পরিত্রাণ লাগি কোথা যাবে নারীগণ॥
ক্ষমা কর ক্ষমা কর হে মুনি-প্রধান।
আমাদের কর প্রভু অভয়-প্রদান॥
শিষ্য ও কলত্র সদা কৃপা-পাত্র হয়।
কৃপা করি অপরাধ ক্ষম মহাশয়॥
নারীদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ব্যাকুল হইয়া মুনি করিল রোদন॥
বেদবিদ্ মুনিবর অতি জ্ঞানবান্।
যোগীদের শ্রেষ্ঠ তিনি মুনির প্রধান॥
তথাপি অঙ্গিরা পত্নী-বিচ্ছেদ-সময়।
শোকে অভিভূত হ'য়ে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়॥
বিরহে অধীর হয় যত মুনিগণ।
পত্নী-বিচ্ছেদের শোকে করিল রোদন॥
চেতনা লভিয়া পুনঃ অঙ্গিরা প্রবর।
নারীদের সম্বোধিয়া কহে অতঃপর॥
সত্য কথা কহি আমি শুন নারীগণ।
কর্ম্মফল জীব ভোগ করে অনুক্ষণ॥
যতদিন কর্ম্মফল ভোগ নাহি হয়।
সুখ দুঃখ ভোগ করে জীব-সমুদয়॥
তোমাদের ভোগ-শেষ হইল নিশ্চয়।
ভোগ নষ্ট হ'লে ভোগ আর নাহি হয়॥
নিজ নিজ কর্ম্ম-মত যত জীবগণ।
শুভাশুভ ফল ভোগ করে অনুক্ষণ॥
ভোগ ছাড়া কর্ম্ম কভু নাহি হয় ক্ষয়।
কর্ম্মফল ভোগে জীব সকল সময়॥
পরভুক্তা কান্তা ভোগ করে যেই জন।
কালসূত্র নরকে সে করিবে গমন॥
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য অবস্থান করে।
ততদিন কষ্ট ভোগে নরক ভিতরে॥
পাপিষ্ঠা রমণী সেই হয় অতিশয়।
তাহারে করিলে স্পর্শ অতি দোষ হয়॥
পতি যদি তারে কভু করে আলিঙ্গন।
শোভা তেজ নষ্ট তার হয় অনুক্ষণ॥
সে নারীরে যেই পতি করে আলিঙ্গন।
তাহার তর্পণ নাহি লয় পিতৃগণ॥
এ কারণে সুধীগণ যত্ন-সহকারে।
রক্ষণ করয়ে সদা আপন ভার্য্যারে॥
অতি সাবধানে যত পণ্ডিত সকল।
নিজ নিজ ভার্য্যা রক্ষা করে অবিরল॥
রমণী সদাই হয় দোষের আধার।
অবিশ্বাসযোগ্যা তারা হয় অনিবার॥
পত্নী আর পাকপাত্র সকল সময়।
অপরের স্পর্শ মাত্রে অপবিত্র হয়॥
পতিরে বঞ্চনা করে যে নারী অসতী।
এ তিন ভুবন মাঝে নাহি তার গতি॥
কুম্ভীপাক নরকেতে সেই নারী যায়।
কীটের দংশনে সেথা অতি দুঃখ পায়॥
অতি ভয়ঙ্কর সব যমের কিঙ্কর।
দণ্ডের আঘাত তারে করে নিরন্তর॥
ভয়ে সে অসতী নারী না হেরি উপায়।
সদাই ক্রন্দন করে বিকৃত গলায়॥
যদি কভু কোন নারী পরস্পৃষ্টা হয়।
পরপুরুষের প্রতি মন যার রয়॥
উভয়ে সমান দুষ্টা নাহিক সংশয়।
পতির নিকটে তারা পরিত্যাজ্যা হয়॥
নিজের ভার্য্যারে অন্যে না করে দর্শন।
এরূপ ব্যবস্থা করে যত কৃতিগণ॥

সে নারী অসূর্য্যম্পশ্যা সেই শুদ্ধ অতি।
নিরন্তর পতিব্রতা রহে সেই সতী॥
যেই নারী হয় সদা স্বচ্ছন্দগামিনী।
অন্তরেতে দুষ্টা সদা হয় সে কামিনী॥
কুলধর্ম্ম-ভয়ে সদা সেই নারীগণ।
নিজ নিজ স্বামিবশে রহে অনুক্ষণ॥
পতিব্রতা হয় তারা সন্দেহ কি তার।
কান্ত সহ যায় তারা বৈকুণ্ঠ-মাঝার॥
শুন শুন নারীগণ আমার বচন।
বিপ্রের ঘরেতে কর জনম-গ্রহণ॥
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেখা সেথা পাবে।
শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-মাত্রে গোলোকেতে যাবে॥
যোগমায়া-বলে সেথা কৃষ্ণ ভগবান্।
তোমা সবাকার ছায়া করিবে নির্ম্মাণ॥
বিপ্রগৃহে কিছুকাল রহি ছায়াগণ।
আবার করিবে সবে হেথা আগমন॥
পুনর্ব্বার অংশদ্বারা তোমরা সবাই।
আমাদের পত্নী হবে কোন ভুল নাই॥
শুন শুন নারীগণ না হও কাতর।
শাপে বর হ'ল আজি সুমঙ্গলকর॥
এই কথা তাহাদের কহি অতঃপর।
মৌনমুখে রহিলেন অঙ্গিরাপ্রবর॥
মুনির শাপেতে শেষে মুনিভার্য্যাগণ।
ভারতে মানবীরূপে করে আগমন॥
বিপ্রদের ভার্য্যারূপে রহিল সেথায়।
হরিরে দর্শন করি গোলোকেতে যায়॥
মুনিদের শাপে কভু বিপদ্ না হয়।
অভিশাপে হয় সদা শুভ ফলোদয়॥
সাধুদের ক্রোধে সদা হয় উপকার।
শাপ দিলে বর হয় অদ্ভুত ব্যাপার॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
বিচিত্র কাহিনী আমি করিনু বর্ণন॥
শ্রীকৃষ্ণের উপাখ্যান অতি মধুময়।
শ্রবণ করিলে কভু তৃপ্তি নাহি হয়॥
এজগতে কৃষ্ণ ছাড়া গতি নাহি আর।
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান কর অনিবার॥
যেইজন হয় সদা কৃষ্ণপরায়ণ।
জনম সফল তার সার্থক জীবন॥
অসার সংসার মাঝে শান্তি চাও যদি।
কৃষ্ণের চরণ-চিন্তা কর নিরবধি॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা মধুর-মধুর।
শ্রবণ করিলে সব পাপ হয় দূর॥
নারদ কহিল, প্রভু কৃপার সাগর।
কৃষ্ণকথা শুনিলাম অতি মনোহর॥
যত শুনি কিছুতেই তৃপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের চরিত মোরে কহ সমুদয়॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● একবিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের কালিদহে প্রবেশ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিরাজ।
বিচিত্র কাহিনী কিছু কহিতেছি আজ॥
একদিন প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করি।
অপূর্ব্ব মুরতি এক ধরেন শ্রীহরি॥
ধেনুগণ ল'য়ে সাথে করেন গমন।
সঙ্গেতে চলিল যত গোপশিশুগণ॥
একে একে চলে সব গোষ্ঠ অভিমুখে।
হাতেতে পাঁচনবাড়ি বাঁশী আছে মুখে॥
কৃষ্ণ আর বলরাম সঙ্গিগণ সনে।
যমুনার তীরে যান আনন্দিত মনে॥
উপনীত হ'ল যবে যমুনা সৈকতে।
কালিয়দহকে তারা পাইল দেখিতে॥
ভীষণ কালিয় হ্রদ অতি ভয়ঙ্কর।
সুগভীর হ্রদে রহে সর্প নিরন্তর॥
সেথায় কালিয়নাগ অতি ভয়ঙ্কর।
যমুনার জলে বাস করে নিরন্তর॥

কালিযের যত জল সর্পবিষময়।
সাধ্য নাহি কোন জীব তার মাঝে রয় ॥
হ্রদেব উপরে যদি চলে পক্ষিগণ।
বিষেতে আচ্ছন্ন হ'যে পড়িবে তখন ॥
এদিকেতে গোপশিশু সহ নারায়ণ।
কালিয তীরেতে আসি উপনীত হন ॥
পরিপক্ক বনফল করিযা ভোজন।
যমুনার জল পান করে কৃষ্ণধন ॥
গাভীগণ যায সবে চরিতে কাননে।
ক্রীড়ায মাতিল কৃষ্ণ সঙ্গিগণ সনে ॥
মনের আনন্দে ক্রীড়া করে শিশুগণ।
খেলিতে খেলিতে সবে আনন্দে মগন ॥
গাভীগণ নবতৃণ ভোজন করিয়া।
তৃষ্ণায যমুনাজল পান করে গিযা ॥
কালিযের বিষ ছিল জলের ভিতরে।
সেই জল খেযে গাভী প্রাণত্যাগ করে ॥
মৃত গাভীগণে হেরি যত শিশুদল।
চিন্তাকুল হ'যে সবে করে কোলাহল ॥
সহসা সেথায আসি কৃষ্ণ ভগবান্।
মৃত সেই গাভীগণে করে প্রাণ দান ॥
এইরূপে গাভীগণ লভিযা জীবন।
প্রসন্ন মনেতে হেরে কৃষ্ণের বদন ॥
গাভীগণে উদ্ধারিযা ভাবে কৃষ্ণধন।
অবশ্য করিতে হবে কালিয় দমন ॥
দুরাত্মা কালিয যদি হ্রদে করে বাস।
সত্বর গোকুল হবে সমূলে বিনাশ ॥
মনে মনে ভাবে কৃষ্ণ এই দুরাচারে।
অবশ্য পাঠাব আজ শমন-আগারে ॥
অনন্তর নররূপী কৃষ্ণ সনাতন।
কদম্ব বৃক্ষেব 'পরে করে আরোহণ ॥
কালিযনাগের গৃহ যেই স্থানে ছিল।
সকৌতুকে ভগবান্ সেথা লম্ফ দিল ॥
সহসা যমুনা-জলে কৃষ্ণের পতনে।
শত হস্ত উর্দ্ধে জল ওঠে সেইক্ষণে ॥
শঙ্কিত হইল যত বালকের দল।
কি হ'ল কি হ'ল বলি করে কোলাহল ॥
নরাকৃতি শিশু এক করিযা দর্শন।
ক্রোধেতে বিহ্বল হয় কালিয তখন ॥
ফোঁস্ ফোঁস শব্দ নাগ করি ভয়ঙ্কর।
কৃষ্ণেরে গ্রাসিযা ফেলে মুখের ভিতর ॥
কালিয় হ্রদের তটে গোপ শিশুগণ।
হাহাকার করি সবে করযে রোদন ॥
অশ্রুজলে সকলের বক্ষ ভাসি গেল।
গাভীগণ হাম্বা রব করিতে লাগিল ॥
ওদিকে যশোদা নারী গৃহেতে তখন।
নানা অমঙ্গল চিহ্ন করে নিরীক্ষণ ॥
গোপাল বালক আজি গিয়াছে কাননে।
কি জানি বিপদ্ তার ঘটে সেইখানে ॥
উচ্চৈঃস্বরে নন্দরাণী করেন ক্রন্দন।
উপনীত হয় যত গোপগোপীগণ ॥
কতই সান্ত্বনা তারা করিল প্রদান।
তবু নাহি শান্ত হয় জননীর প্রাণ ॥
অবশেষে নন্দরাজ ল'য়ে গোপগণে।
নন্দরাণী সহ আসে যমুনা পুলিনে ॥
কালিযদহের তীরে করি আগমন।
দেখে সেথা হাহাকার করে শিশুগণ ॥
শিশুগণে নন্দরাজ জিজ্ঞাসে তখন।
বল বল কোথা মম কৃষ্ণ প্রাণধন ॥
শিশুরা কাঁদিযা সবে কহিতে লাগিল।
কালিযদহেতে হায় কৃষ্ণ ঝাঁপ দিল ॥
এই কথা শুনি কাঁদে সকলের প্রাণ।
নন্দরাণী ধরা 'পরে গড়াগড়ি যান ॥
নন্দরাজ কাঁদে শিরে করি করাঘাত।
কি কুক্ষণে আজি মোর হইল প্রভাত ॥
বলরাম সহ কৃষ্ণ কেন না আসিল।
তাই তো গোপাল আজি প্রাণ হারাইল ॥
শোকভরে নন্দরাণী করেন ক্রন্দন।
কোথা গেলে কৃষ্ণ মোর প্রাণের রতন ॥

তোমা বিনা চতুর্দ্দিক্ হেরি যে আঁধার।
মা বলিয়া মোরে বল কে ডাকিবে আর॥
ননী দে ননী দে বলি আর কে ডাকিবে।
মা মা বলি বক্ষে মোর কেবা ঝাঁপ দিবে॥
শূন্য গৃহে ফিরে মোর কিবা প্রযোজন।
যমুনার জলে আজ জুড়াব জীবন॥
শোকে নন্দরাণী ঝাঁপ দিতে যায় জলে।
ধরে তারে নন্দরাজ আর গোপদলে॥
বলরাম আসে সেথা এমন সময়।
চাহিয়া সবার পানে উচ্চৈঃস্বরে কয়॥
স্থির হও স্থির হও শুনহ বচন।
কেন সবে অকারণে করিছ রোদন॥
শোন মাতঃ নন্দরাণী বচন আমার।
অন্তরের শোক যত কর পরিহার॥
অখিলের ধন কৃষ্ণ কে হরিতে পারে।
নিশ্চয় উঠিবে কৃষ্ণ বলিনু তোমারে॥
বিশ্বের বিধানকারী যেই সনাতন।
তাহার বিপদ্ নাহি হয় কদাচন॥
বিষ্ণুর নিয়ন্তা যিনি হরি সারাৎসার।
ত্রিভুবন-মাঝে আছে কি ভয় তাঁহার॥
পরিপূর্ণতম যিনি কৃষ্ণ দযাময়।
কোথায় তাঁহার কহ হবে পরাজয়॥
পরমাণু হ'তে যিনি সূক্ষ্ম নিরন্তর।
স্থূল হ'তে যিনি সদা হন স্থূলতর॥
যোগীদের হৃদযেতে যাঁর অবস্থান।
কোথা পরাজিত হবে সেই ভগবান্॥
কারো কভু বাধ্য নহে হরি রাধেশ্বর।
বেদ-চতুষ্টয় ইহা ঘোষে নিরন্তর॥
অস্ত্র-লক্ষ্য নহে আত্মা, বধ্য কভু নয়।
অদৃশ্য হইয়া আত্মা অবিরত রয়॥
ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধরে কলেবর।
জ্যোতির স্বরূপ সেই বিশ্বের ঈশ্বর॥
আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই যাঁর।
ত্রিভুবন মাঝে আছে কি ভয তাঁহার॥
জলেতে প্লাবিত হয় ব্রহ্মাণ্ড যখন।
জলশায়ী রহে সদা যেই জনার্দ্দন॥
যাঁর নাভিপদ্ম হ'তে ব্রহ্মা জন্ম লয়।
সামান্য এ হ্রদ মাঝে কিবা তাঁর ভয়॥
এত যদি বলরাম বলিল বচন।
কালিযদহেব পানে চাহে সর্ব্বজন॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অমৃত মধুর।
যেই জন শুনে তার দুঃখ হয দূর॥

● নাগিনী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণেব স্তব ও কালিযদমন।

নারায়ণ কহিলেন অপূর্ব্ব ঘটন।
কালিযেব তটে সবে বিষাদে মগন॥
এদিকেতে কালিনাগ ফণা বিস্তারিয়া।
শিশুরূপী শ্রীকৃষ্ণেরে ফেলিল গিলিয়া॥
মূঢ় নাগ নাহি জানে গ্রাসিল কাহারে।
শিশুরূপী ভগবানে চিনিতে না পারে॥
হরিরে করিযা গ্রাস ক্রোধে অতিশয।
কণ্ঠ ও উদর তার দগ্ধীভূত হয॥
বিষম ব্যথায় নাগ হইল কাতর।
থর থর করি তার কাঁপে কলেবর॥
প্রাণ গেল প্রাণ গেল করিছে চীৎকার।
মুখ হ'তে অনর্গল ঝরে রক্তধার॥
শ্রীকৃষ্ণের বজ্রদেহ করিতে চর্ব্বণ।
বিচূর্ণ হইল তার সমস্ত দশন॥
কৃষ্ণেরে উদরমাঝে রাখিতে না পারে।
সর্পরাজ উদ্গমন করে বারে বারে॥
সহসা বাহিরে আসি কৃষ্ণ ভগবান্।
সর্পের মস্তকোপরি করে অবস্থান॥
সহিতে না পাবে সর্প শ্রীহরির ভার।
মূর্চ্ছিত হইযা সেথা পড়ে বারংবার॥
ঝলকে ঝলকে রক্ত মুখ হ'তে ঝরে।
ভযঙ্কর শব্দ করে যাতনার ভরে॥

তাহার দুর্দ্দশা হেরি যত নাগগণ।
ভয়ে ভয়ে চারিদিকে করে পলায়ন ॥
কেহ বা ক্রন্দন করে করিয়া চীৎকার।
কেহ বা প্রবেশে ভয়ে বিলের মাঝার ॥
কালিয়নাগের পত্নী সুবলা তখন।
হরির সম্মুখে আসি করিল রোদন ॥
অপর নাগিনীগণ তার সাথে জুটে।
শ্রীহরির স্তব করে কৃতাঞ্জলিপুটে ॥
জগতের কান্ত তুমি কৃষ্ণ ভগবান্।
মোদের কান্তারে আজি করহ প্রদান ॥
পতি ভিন্ন অন্য কিছু নাহি জানে সতী।
এ জগতে নারীদের পতি মাত্র গতি ॥
পতিসম বন্ধু নাহি এ তিন ভুবনে।
কেমনে রহিব প্রভু পতির বিহনে॥
অনন্ত প্রেমের সিন্ধু কৃপা-অবতার।
সুরবরনাথ তুমি জানি অনিবার ॥
জগতের বন্ধু তুমি প্রভু সনাতন।
আমাদের প্রাণনাথে না কর নিধন ॥
হে রাধিকাপ্রেমসিন্ধো প্রেমের ঈশ্বর।
পতিরে প্রদান তুমি করহ সত্বর ॥
জগতের বন্ধু তুমি অগতির গতি।
ফিরাইয়া দাও প্রভু আমাদের পতি ॥
সুরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর।
অনন্ত ইত্যাদি যাঁরে ভজে নিরন্তর ॥
মুনি আদি মনুগণ করে উপাসনা।
লক্ষ্মী সরস্বতী যাঁরে করেন বন্দনা ॥
দেবতা মানব আর সাধু যোগিগণ।
নিরন্তর যোগে যাঁর ধ্যান-পরায়ণ ॥
যাঁহারে বর্ণিতে নারে বেদ-চতুষ্টয়।
কেমনে করিব স্তব কহ দয়াময় ॥
ইন্দ্রিয়-অতীত প্রভু তুমি সনাতন।
কেমনে তোমার প্রভু করিব স্তবন ॥
পার্ব্বতী শঙ্কিতা হয় যাঁহার স্তবনে।
কমলা যাঁহার স্তবে ভীতা হয় মনে ॥
সাবিত্রী যাঁহার স্তব করিতে না পারে।
কিরূপে অধম মোরা পূজিব তাঁহারে ॥
পাপেতে নিমগ্না মোরা, মূঢ়া অতিশয়।
শ্রবণ না করি কভু শাস্ত্র-সমুদয় ॥
অবিজ্ঞা কুমতি মোরা জগতের মাঝ।
কিরূপে হরির স্তব করি মোরা আজ ॥
রত্নের ভূষণে যিনি সদাই ভূষিত।
রাধিকার বক্ষঃস্থলে সদা বিরাজিত ॥
যাঁহার সর্ব্বাঙ্গে শোভে অগুরু চন্দন।
কিরূপে তাঁহার মোরা করিব স্তবন ॥
সদাই নিমগ্ন যিনি প্রেমের সাগরে।
শিখিপুচ্ছ শোভে যাঁর চূড়ার উপরে ॥
মালতীর মালা যিনি করেন ধারণ।
রাধার প্রদত্ত পান করেন ভক্ষণ ॥
ব্রহ্মা শিব আদি যাঁর পূজেন চরণ।
কিরূপে তাঁহারে আমি করিব বন্দন ॥
লক্ষ্মী দুর্গা বেদমাতা সাবিত্রী ভারতী।
নিরন্তর সেবে যাঁরে ভক্তিভরে অতি ॥
সিদ্ধ আর মুনিগণ যাঁর সেবা করে।
বিচক্ষণ ভজে যাঁরে সভক্তি অন্তরে ॥
যাঁহারা বন্দনা করে বেদ-সমুদয়।
তাঁহার স্তবনে মোর শক্তি কিবা হয় ॥
জগতের পতি তুমি অনির্ব্বচনীয়।
তুমি সত্য, তুমি নিত্য, তুমি অদ্বিতীয় ॥
পতিতপাবন তুমি করুণা-সাগর।
সবার কারণ প্রভু, সবার ঈশ্বর ॥
পরাৎপর তুমি প্রভু, তুমি সারাৎসার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
সুরাসুর ব্রহ্মা শিব আদি যত আছে।
তব অংশ হ'তে সব জন্ম লভিয়াছে ॥
পরম ঈশ্বর তুমি গুণের সাগর।
চরাচর-প্রভু তুমি বেদের ঈশ্বর ॥
ধর্ম্ম আর ধর্ম্মী তুমি বন্ধু সবাকার।
শুভ ও অশুভ তুমি জানি অনিবার ॥

রক্ষা কর রক্ষা কর প্রভু সনাতন।
রক্ষা কর তুমি মোর পতির জীবন ॥
এইরূপে নাগেশ্বরী ভক্তি-সহকারে।
শ্রীহরির স্তবস্তুতি করে বারে বারে ॥
কৃষ্ণপদ ধরি তবে কহে ভুজঙ্গিনী।
শরণ তোমার পদে লই অভাগিনী ॥
ঐশ্বর্য্য বৈভবে মোর নাহি প্রযোজন।
স্বামীরে ফিরাযে দাও এই আকিঞ্চন ॥
তোমার নামেতে প্রভু ত্রিলোক উদ্ধার।
রক্ষা কর দয়াময় করহ নিস্তার ॥
নাগপত্নী-কৃত এই স্তব যেই জনে।
তিন সন্ধ্যা পাঠ করে ভক্তিযুক্ত মনে ॥
সর্ব্ব পাপ হ'তে মুক্ত সেই জন হয।
গোলোকে গমন করে অন্তিম সময ॥
ইহকালে সেই জন দাস্য ভক্তি পায।
সালোক্যাদি মুক্তি লভি হরি-ধামে যায ॥
নাগিনীর স্তবস্তুতি করিয়া শ্রবণ।
মধুর বচনে হরি কহিলা তখন ॥
উঠ উঠ নাগেশ্বরি না করিহ ডর।
ভয পরিত্যাগ করি চাহ কিছু বর ॥
তোমার কান্তেরে লহ হে নাগেশি সতি।
অজর অমর হবে এই তব পতি ॥
শুন বৎসে, বৃথা চিন্তা করিও না আর।
কালিন্দীর হ্রদ সবে কর পরিহার ॥
সাথে ল'যে আজি তব পতি পরিবার।
অন্য স্থানে যাও শীঘ্র, আদেশ আমার ॥
আমার নন্দিনী তুমি আজি হ'তে হ'লে।
কালিয জামাতা মোর হ'ল ধরাতলে ॥
কালিযের মস্তকেতে রাখিতে চরণ।
আমার চরণ-চিহ্ন পড়িল এখন ॥
সেই পদচিহ্ন যেই হেরিবে গরুড়।
কালিয়েরে স্তবস্তুতি করিবে প্রচুর ॥
গরুড়ের ভয় নাহি তোমাদের আর।
শীঘ্র সবে এই হ্রদ কর পরিহার ॥
রমণক দ্বীপ আছে অতি সুমোহন।
সেই স্থানে সবে মিলে করহ গমন ॥
সগোষ্ঠী তথায বাস কর অতঃপর।
নিশ্চিত জানিবে মিথ্যা নহে মোর বর ॥
মঙ্গল হইবে কর নির্ভয অন্তর।
আমার সকাশে মাগি লহ ইষ্টবর ॥
শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনি নাগপত্নী কয।
যদি মোরে বর দান কর দযাময ॥
এই বর দেহ প্রভু, চরণে তোমার।
নিশ্চলা ভকতি যেন রহে অনিবার ॥
ভ্রমরের মত যেন সদা মোর মন।
তোমার চরণপদ্মে ভ্রমে অনুক্ষণ ॥
কভু যেন পাদপদ্মে বিস্মৃত না হই।
তোমার চরণে যেন অনুগতা রই ॥
কান্ত সহ আমি যেন হই ভাগ্যবতী।
কান্ত যেন হন মোর জ্ঞানবান্ অতি ॥
ইহাই প্রার্থনা মোর শুন ভগবান্।
এই বর তুমি মোরে করহ প্রদান ॥
সর্পপত্নী শ্রীহরিরে এই কথা বলে।
শ্রীকৃষ্ণের মুখপানে চাহে কুতূহলে ॥
শুনিয়া ভুজঙ্গীবাক্য শ্রীহরি তখন।
বলিলেন, তব বাঞ্ছা হইবে পূরণ ॥
যে ভাবে বলিনু সতি কর সেই মত।
আমার নির্দ্দেশ সবে পালিবে সতত ॥
শ্রীহরির কথা শুনি হরষিত অতি।
নাগিনী তাকায় ধীরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥
শরতের চন্দ্রসম হরির বদন।
অনিমেষ নযনেতে করে নিরীক্ষণ ॥
অপরূপ জ্যোতি এক দেখিবারে পায়।
রোমাঞ্চিত হয় দেহ হেরিয়া তাহায ॥
আঁখি অশ্রুপূর্ণ হয় হেরিয়া হরিরে।
কৃতাঞ্জলিপুটে পুনঃ কহে ধীরে ধীরে ॥
শুন প্রভো কৃপাময শুন সনাতন।
রমণক দ্বীপে আমি না যাব এখন ॥

সংসারে আমার আর নাহি প্রয়োজন।
তোমার চরণে আমি সঁপিয়াছি মন ॥
রমণক দ্বীপে আজি যাক সর্পরাজ।
তোমার কিঙ্করী প্রভু কর মোরে আজ ॥
নাহি চাহি সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয়।
তোমার চরণে দাসী কর দয়াময় ॥
নাগিনীর এই কথা করিয়া শ্রবণ।
মৃদু মৃদু হাসি কহে কৃষ্ণ সনাতন ॥
তব ইচ্ছা পূর্ণ হবে শুন নাগেশ্বরি।
মম পদে ভক্তি রবে চিরদিন ধরি ॥
একথা বলিল যবে কৃষ্ণ সনাতন।
মনোহর রথ এক আসিল তখন ॥
বহুবিধ বস্ত্র-মাল্য রথেতে বিরাজে।
পার্ষদেরা উপবিষ্ট রহে তার মাঝে ॥
শত চক্র শোভে সেই রথের মাঝার।
বায়ুর সমান সদা গতি হয় তার ॥
হরির কিঙ্করগণ নামিয়া তখন।
কৃষ্ণের চরণপদ্ম করিল বন্দন ॥
তারপর সাথে ল'য়ে নাগের পত্নীরে।
গোলোকের পানে সবে যায় ধীরে ধীরে ॥
অনন্তর মায়াবলে কৃষ্ণ ভগবান্।
নাগিনীর ছায়া এক করিলা নির্ম্মাণ ॥
সেই ছায়া কালিয়েরে করে সমর্পণ।
কালিয় কিছুই নাহি বুঝিল তখন ॥
নাগের মস্তক হ'তে নামি অতঃপর।
তাহার মস্তকে হস্ত দিলেন ঈশ্বর ॥
শ্রীহরির স্পর্শ যেই পাইল মাথায়।
কালিয় জীবন লাভ করে পুনরায় ॥
চেতনা লভিয়া পুনঃ কালিয় তখন।
সম্মুখেতে শ্রীকৃষ্ণেরে করিল দর্শন ॥
হেরিলা সম্মুখে তার সুবলা যুবতী।
কৃতাঞ্জলিপুটে রহে ভক্তিভরে অতি ॥
অশ্রুপূর্ণ নয়নেতে কালিয় তখন।
হরিরে প্রণাম করি করিল রোদন ॥
সান্ত্বনা প্রদান করি কৃষ্ণ সনাতন।
কালিয়েরে সম্বোধিয়া কহিলা বচন ॥
শুন হে কালিয় নাগ নাহি কিছু ডর।
আমার নিকটে তুমি চাহ কিছু বর ॥
তুমি প্রাণাধিক মোর তুমি অতি প্রিয়।
অতএব ভয় ত্যাগ করহ কালিয় ॥
সুখে অবস্থান তুমি কর নাগেশ্বর।
আমার নিকটে তুমি চাহ কিছু বর ॥
মোর অংশজাত ভক্ত হয় যেই জন।
মঙ্গলের তরে করি তাহারে শাসন ॥
তুমি মোর অংশজাত শুন সর্পরাজ।
তোমার উপর আমি সুপ্রসন্ন আজ ॥
তব বংশধরে যেই করিবে নিধন।
ব্রহ্মহত্যা-পাপে পাপী হবে সেই জন ॥
মম পাদপদ্ম চিহ্নে দণ্ড যে ধরিবে।
তার গৃহ হ'তে লক্ষ্মী প্রস্থান করিবে ॥
আয়ুঃক্ষয় হবে তার, যশ নষ্ট হবে।
কালসূত্র নরকে সে বহুকাল রবে ॥
সর্পের সমান সব কীট ভয়ঙ্কর।
দংশন করিবে সেথা তারে নিরন্তর ॥
ভোগ-অবসানে পুনঃ জন্ম সেই লবে।
সর্পের দংশনে পুনঃ মৃত্যু তার হবে ॥
সর্পভয়ে ভীত হবে তারা নিরন্তর।
মরিবে সর্পের বিষে তার বংশধর ॥
মম পদচিহ্ন যেই হেরি অবিরাম।
তব বংশধরগণে করিবে প্রণাম ॥
সমুদয় পাপ তাপ হবে তার দূর।
মম আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে প্রচুর ॥
গরুড়ের ভয় তুমি করি পরিহার।
শীঘ্র যাও রমণক দ্বীপের মাঝার ॥
মম পদচিহ্ন হেরি তোমার মাথায়।
গরুড় আসিয়া দ্রুত প্রণমিবে তায় ॥
গরুড় হইতে ভয় না হবে কখন।
ভয়হীন হবে তব বংশধরগণ ॥

শুন শুন এই বর দিনু তব প্রতি।
সকল জ্ঞাতির মাঝে শ্রেষ্ঠ হবে অতি॥
কহ কহ আর কিবা আছে অভিলাষ।
মনের বাসনা তুমি করহ প্রকাশ॥
নিশ্চিত জানিবে নাগ আমার বচন।
সত্য চিরকাল, তার না হয় খণ্ডন॥
কৃষ্ণের অভয়-বাণী করিয়া শ্রবণ।
কৃতাঞ্জলিপুটে নাগ কহিল তখন॥
ওহে বিভো জগদীশ জগতের পতি।
অভিলাষ নাহি মোর অন্য বর প্রতি॥
এই বর দান তুমি কর দয়াময়।
জন্মে জন্মে তব পদে ভক্তি যেন রয়॥
তোমার চরণ-ধ্যান করি যেন নিতি।
চরণ-অম্বুজে যেন রহে মোর স্মৃতি॥
তোমার চরণে যেন রহে মোর মন।
তব পাদপদ্ম যেন স্মরি অনুক্ষণ॥
তোমার চরণ-চিন্তা করে যেই জন।
সফল জনম তার, সার্থক জীবন॥
যে জন তোমার ভক্ত তার কিবা ভয়।
কদাপি তাহার আয়ুঃ নাহি হয় ক্ষয়॥
রোগ শোক ভয় কিছু নাহি থাকে তার।
জন্ম মৃত্যু নাহি তার হয় বার বার॥
দুর্লভ ইন্দ্রত্ব নাহি চাহে ভক্ত জন।
অমরত্বে কভু তার নাহি যায় মন॥
ব্রহ্মত্বে কদাপি তার মন নাহি যায়।
সালোক্য প্রভৃতি মুক্তি কভু নাহি চায়॥
তব মন্ত্র দান করে অনন্ত আমারে।
সেই মন্ত্র চিন্তা আমি করি বারে বারে॥
তোমার দুর্লভ মন্ত্র জপি নিরন্তর।
কৃষ্ণবর্ণ হইযাছে মোর কলেবর॥
শুভদ বরদ তুমি প্রভু ভগবান্।
কৃপা করি দৃঢ় ভক্তি করিলে প্রদান॥
গরুড় যেমন ভক্ত আমিও তেমন।
গরুড় আমারে নাহি করিবে ভক্ষণ॥

তব পদচিহ্ন হেরি মস্তকে আমার।
করিবে গরুড় মোরে ধ্রুব পরিহার॥
নাগেন্দ্র সকলে মোর বাধ্য অতিশয়।
গরুড় হইতে মোর নাহি কোন ভয়॥
তব পদে ভক্তি তুমি দিলে কৃপা করি।
অনন্ত ব্যতীত আর কাহারে না ডরি॥
সুরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর।
অনন্ত ইত্যাদি যাঁরে জপে নিরন্তর॥
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা।
লক্ষ্মী সরস্বতী যাঁব করেন বন্দনা॥
দেবতা মানব আর সাধু যোগিগণ।
নিরন্তর যোগে যাঁর ধ্যান-পরায়ণ॥
তপস্যায কত জন্ম বৃথা কেটে যায়।
স্বপ্ন-যোগে তবু যাঁর দর্শন না পায॥
ত্রিগুণ-অতীত যিনি হরি সনাতন।
সম্মুখেতে তাঁরে আজি করিনু দর্শন॥
ধন্য ধন্য আমি আজি কি ভাগ্য আমার।
হেরিলাম কৃষ্ণ-মূর্ত্তি অতি চমৎকার॥
নিরাকার ভগবান্ ভক্তের ঈশ্বর।
ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধরে কলেবর॥
স্বেচ্ছাময তুমি প্রভু সবার আধার।
সবার জীবন তুমি আত্মা সবাকার॥
সকলের সাক্ষী তুমি সর্ব্বরূপধারী।
তোমার বর্ণনা আমি করিতে না পারি॥
যাঁ'র স্তবে অসমর্থ ব্রহ্মা মহেশ্বর।
অক্ষম যাঁহার স্তবে ধর্ম্ম পুরন্দর॥
সেই পরমেশরূপী কৃষ্ণ-সনাতনে।
তুচ্ছ সর্প হ'যে আমি বন্দিব কেমনে॥
কৃপাসিন্ধো দীনবন্ধো করি এ মিনতি।
ক্ষমা কর ক্ষমা কর অধমের প্রতি॥
অধমেরে ক্ষমা তুমি কর ভগবান্।
আমি অতি মূঢ়মতি অতীব অজ্ঞান॥
অজ্ঞানতা-বশে তোমা করিনু ভক্ষণ।
কৃপা কর কৃপা কব প্রভু সনাতন॥

অদৃশ্য অনন্ত তুমি অচিন্ত্য সদাই।
ত্রিভুবনে তব সম কেহ আর নাই ॥
জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্ পতিতপাবন।
কৃপা করি অপরাধ ক্ষম সনাতন ॥
এই কথা বলি তাঁরে কালিয় তখন।
হরির চরণ ধরি করিল ক্রন্দন ॥
অনন্তর দয়াময় কৃষ্ণ ভগবান্।
কালিয়েরে ইচ্ছামত বর করে দান ॥
নাগরাজ-কৃত এই স্তব যেই জন।
প্রাতঃকালে ভক্তিভরে করিবে পঠন ॥
সর্পভয় নাহি তার হয় কদাচন।
সর্পভয় নাহি পায় বংশধরগণ ॥
সর্পশয্যা-মাঝে যদি করে সে শয়ন।
সর্পেরা কদাপি তারে না করে দংশন ॥
বিষে ও গরলে তার ভেদ নাহি হয়।
জগতের মাঝে নিত্য ভয়হীন রয় ॥
সর্পদষ্ট যদি কেহ প্রাণান্ত-সময়।
নাগরাজ-কৃত স্তোত্র কাণে তার লয় ॥
সুস্থ হয় সেই জন নাহি থাকে ভয়।
মৃত্যুর কবল হ'তে বাঁচিবে নিশ্চয় ॥
গরল-সেবনকারী মৃত্যুকালে তার।
নাগকৃত স্তোত্র যদি শোনে অনিবার ॥
মৃত্যু তার নাহি হয়, যাতনা না রয়।
ক্রমে ক্রমে সেই জন ধীরে সুস্থ হয় ॥
ভূর্জ্জপত্রে এই স্তব লিখিয়া যে জন।
কণ্ঠে বা দক্ষিণ করে করিবে ধারণ ॥
সর্পভয় কভু তার নাহি থাকে আর।
সেজন নির্ভীক হয় বিশ্বের মাঝার ॥
এই স্তোত্র যেই গৃহে বিদ্যমান রয়।
সেই গৃহে কভু নাহি থাকে সর্পভয় ॥
অগ্নিভয় বজ্রভয় না রহে কখন।
গরলের ভয়মুক্ত হয় সে ভবন ॥
ভক্তিভরে এই স্তোত্র যে করে পঠন।
অন্তিমে সে জন করে গোলোকে গমন ॥

কালিয়েরে এইরূপ বর করি দান।
মধুর বচনে তারে কহে ভগবান্ ॥
শুন শুন নাগরাজ আমার বচন।
রমণক দ্বীপে তুমি করহ গমন ॥
ইন্দ্রনগরের তুল্য দ্বীপ মনোহর।
সেই রমণক দ্বীপে যাও হে সত্বর ॥
জলপথ দিয়া তুমি পরিবার সনে।
সেই দ্বীপে যাও আজি আনন্দিত মনে ॥
হরির বচন শুনি কালিয় তখন।
কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁরে করে সম্বোধন ॥
কহ প্রভু ভগবন্ কি হবে উপায়।
আবার কখন আমি হেরিব তোমায় ॥
তোমার বিরহ আমি সহিব কেমনে।
কবে পুনঃ আসি তব নমিব চরণে ॥
বলিতে বলিতে শোকে কাঁপে দেহ তার।
হরিরে প্রণাম করে শত শত বার ॥
তারপর নাগরাজ ব্যথাতুর মনে।
রমণক দ্বীপে যায় পরিবার সনে ॥
কালিয়ের অত্যাচারে সবে ছিল ভীত।
প্রাণিগণ নিরন্তর থাকিত শঙ্কিত ॥
দুষ্ট সাপ দূর হ'ল তুষ্ট প্রাণিগণ।
যমুনার জল হ'ল সুধার মতন ॥
রমণক দ্বীপে গিয়া নাগ-অধিপতি।
দেখিল নগর এক মনোহর অতি ॥
কৃষ্ণের আদেশক্রমে পূর্ব্বে হ'তে গিয়া।
বিশ্বকর্ম্মা এই পুরী আসে বিরচিয়া ॥
অনন্তর নাগরাজ পত্নীপুত্র সনে।
অবস্থান করে সেথা আনন্দিত মনে ॥
সুখমোক্ষপ্রদ এই শ্রীহরির নাম।
সেই নাম ভক্তিভরে কর অবিরাম ॥

● কালিয়নাগের পূর্ব্ববৃত্ত।

এত বলি নারায়ণ নারদে সম্বাদে।
কালিয়নাগের কথা কহেন বিশেষে ॥

কহিনু তোমারে মুনি, কিবা চাহ আর।
অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসহ, কহি আরবার॥
নারদ কহিলা, প্রভু হৃদয়ের স্বামী।
বিচিত্র কাহিনী আজ শুনিলাম আমি॥
জগতের গুরু তুমি কৃপা-অবতার।
কৃপা করি দূর কর সন্দেহ আমার॥
কি কারণে নিজগৃহ ছাড়ি নাগরাজ।
আসিয়া বসতি করে যমুনার মাঝ॥
বুঝিতে না পারি আমি তাহার কারণ।
কৃপা করি দয়াময় দেহ বিবরণ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
পুরাতন ইতিহাস করিব বর্ণন॥
যাহা যাহা শুনিয়াছি ধর্ম্মের নিকটে।
তোমারে সে সব কথা কহি অকপটে॥
একদা পুলহ মুনি সুপ্রভার তটে।
এই কথা শুনিলেন ধর্ম্মের নিকটে॥
সে সময় আমি যাহা করিনু শ্রবণ।
তাহাই তোমার কাছে করিব কীর্ত্তন॥
অনন্তের আজ্ঞাহেতু যত নাগগণ।
প্রতিবর্ষে গরুড়ের করয়ে পূজন॥
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা যোগে পুষ্করতীর্থেতে।
গরুড়ের পূজা করে শুদ্ধ অন্তরেতে॥
সুস্নাত হইয়া তারা ভক্তি-সহকারে।
পূজা সমাধান করে ষোড়শোপচারে॥
একদা কালিয়নাগ অতি দর্পভরে।
হেলাভরে গরুড়ের পূজা নাহি করে॥
পূজাতরে যত কিছু নৈবেদ্যাদি রয়।
ভোজন করিতে তাহা সমুদ্যত হয়॥
কালিয়েরে নাগগণ করি নিবারণ।
বহুতর নীতিবাক্যে বুঝায় তখন॥
কালিয় কাহারো কথা কাণে নাহি লয়।
সহসা গরুড় আসি উপনীত হয়॥
গরুড়ে দর্শন করি যত নাগগণ।
কালিয়েরে রক্ষা-তরে করে ঘোর রণ॥
প্রাণপণে যুদ্ধ করে নাগ-সমুদয়।
তথাপি নাগের দল পরাজিত হয়॥
গরুড়ের তেজে সবে করি পলায়ন।
অনন্তের কাছে আসি লইল শরণ॥
কালিযের মনে কিন্তু নাহি কোন ভয়।
হরির চরণধ্যান করে সে সময়॥
হরিরে স্মরণ করি শঙ্কাহীন মনে।
ঘোরতর রণ করে গরুড়ের সনে॥
গরুড় বিহঙ্গরাজ অতি বলধর।
কতক্ষণ সর্প বল করিবে সমর॥
তখন কালিয়নাগ পরাজিত হ'যে।
পলায় যমুনা-হ্রদে অতি ভয়ে ভয়ে॥
নির্জ্জন সে মনোহর যমুনার হ্রদ।
কালিযের কাছে ছিল অতি নিরাপদ॥
সৌভরি মুনির শাপে শুন তপোধন।
গরুড় সেথায় নাহি যায় কদাচন॥
কালিযের স্বজনেরা আসিয়া গোপনে।
সেই হ্রদে বাস করে শঙ্কাহীন মনে॥
নারদ কহিলা প্রভু, কৃপা-অবতার।
জানিবার কৌতূহল জাগিছে আমার॥
কৃপা করি মোরে প্রভু কহ অতঃপর।
গরুড়ে শাপিলা কেন সৌভরিপ্রবর॥
নারদের প্রশ্ন শুনি কহে নারায়ণ।
সে কারণ কহিতেছি শুন দিয়া মন॥
সেই স্থানে বহুবর্ষ সৌভরিপ্রবর।
কৃষ্ণের চরণধ্যান করে নিরন্তর॥
একদা যমুনা-জলে শঙ্কাহীন মনে।
মৎস্য এক ক্রীড়া করে স্বজনের সনে॥
বারে বারে পুচ্ছ তার করি উত্তোলন।
চারিধারে মনসুখে করে বিচরণ॥
সহসা গরুড় আসি মৎস্যেরে হেরিয়া।
তুলিয়া লইল তারে চঞ্চুপুট দিয়া॥
মৎস্যেরে গ্রহণ করে গরুড় যখন।
কোপদৃষ্টে মুনিবর চা'হিল তখন॥

হেরিয়া মুনির ক্রোধ ভয় পায় মনে।
মৎস্যেরে বর্জ্জন করে গরুড় তখনে॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে মুনিবর খগরাজে কয়।
তুই অতি নীচমনা, অতি পাপাশয়॥
কৃষ্ণের বাহন বলি অহঙ্কার তোর।
তুই অতি মূঢ়মতি, মূর্খ তুই ঘোর॥
ইচ্ছা যদি করে আজ কৃষ্ণ সনাতন।
কোটি খগরাজ পারে করিতে সৃজন॥
শোন্ রে পামর তুই মোর ইচ্ছা হ'লে।
ভস্মীভূত করিতে যে পারি কোপানলে॥
হরির বাহন বলি পাইলি নিস্তার।
মোরাও সকলে হই কিঙ্কর তাঁহার॥
পুনঃ যদি এই হ্রদে কর আগমন।
মোর শাপে ভস্মীভূত হইবে তখন॥
সৌভরির বাক্য শুনি কাঁপে খগরাজ।
আপনার ব্যবহারে মনে পায় লাজ॥
মুনিশাপে খগরাজ অতি ভয় পায়।
হরিরে স্মরণ করি হ্রদ ছাড়ি যায়॥
সেই হ'তে সেই হ্রদে না যায় গরুড়।
হ্রদের নামেতে ভয় পায় সে প্রচুর॥
যেই কথা শুনিলাম ধর্ম্মের নিকটে।
তব কাছে সেই কথা কহি অকপটে॥
কালিয়নাগের কথা এইখানে ইতি।
কালিয় কৃষ্ণের প্রীতি পাইল যেমতি॥
আখ্যান অতীব পুণ্য যেই জন শোনে।
পাপ তারে নাহি ছোঁয় শাস্ত্রের বচনে॥
এত বলি নারায়ণ বলে, মুনিবর।
কহিলাম কৃষ্ণ-কথা অতি মনোহর॥
আর কিছু যদি তব থাকে জানিবার।
নিশ্চিন্তে জিজ্ঞাসা কর, কহি আরবার॥
নারায়ণ-বাক্যে মুনি হৃষ্ট অতিশয়।
যোড়হস্তে কহিলেন করিয়া বিনয়॥
তোমার কৃপায় প্রভু অতি ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণকথা শুনিলাম মুগ্ধ মনপ্রাণ॥
কালিয়নাগের কথা অতি-মধুময়।
সবিস্তারে শুনিবারে ইচ্ছা তাই হয়॥
কালিয়ের মুখে যবে পড়ে ভগবান্।
গোকুলবাসীরা ধরে কি ভাবেতে প্রাণ॥
তারপর কি ভাবেতে কৃষ্ণে ফিরে পায়।
সবিস্তারে সব কথা বলহ আমায়॥
নারদ-বাক্যেতে হরি হৃষ্ট অতিশয়।
কহিলেন শুন মুনি, পরেতে কি হয়॥
জল হ'তে হরি নাহি উঠে বহুক্ষণ।
ক্রন্দন করিতে থাকে সহচরগণ॥
কেহ কেহ নিজ বক্ষে করাঘাত করে।
কেহ হাহাকার করে ব্যথিত অন্তরে॥
কেহ কেহ হরিশোকে চেতনা হারায়।
উন্মাদের মত কেহ করে হায় হায়॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি সবে করিছে চীৎকার।
কেহ কেহ ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে চারিধার॥
নন্দের নিকটে কেহ উপস্থিত হয়।
কহিল তাহার কাছে সমস্ত বিষয়॥
কেহ কহে, কোথা গেলে কৃষ্ণ প্রাণধন।
কেহ কহে, কোথা গেলে নন্দের নন্দন॥
কেহ বলে, কোথা বন্ধো কোথা গেলে আজ।
কেহ কয়, এসো ফিরে হে রাখালরাজ॥
তোমার বিহনে মোরা থাকিতে না পারি।
মোদের নিকটে ভাই এস তাড়াতাড়ি॥
দেখা দাও দেখা দাও হে কৃষ্ণ আবার।
তোমার বিহনে মোরা বাঁচিব না আর॥
যশোদা ও নন্দরাজ শান্ত নাহি হয়।
কৃষ্ণশোকে হাহাকার করে অতিশয়॥
এমন সময় সবে করিল দর্শন।
হ্রদ হ'তে উঠিছেন কৃষ্ণ সনাতন॥
হেরিয়া আনন্দে সবে কোলাহল করে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে সবে পুলকের ভরে॥
শরতের চন্দ্রসম বদন তাঁহার।
মৃদু মৃদু হাস্য হরি করে অনিবার॥

বিস্ময়ে চাহিয়া সবে দেখে বারংবার।
জলসিক্ত হয় নাই শরীর তাঁহার ॥
শুষ্ক গাত্রে উঠিলেন কৃষ্ণ সনাতন।
সর্ব্ব-অঙ্গে শোভে তাঁর রত্ন-আভরণ ॥
ময়ূরের পুচ্ছ তাঁর শোভিছে চূড়ায়।
মধুর মধুর হরি মুরলী বাজায় ॥
ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত দেহ জ্যোতির্ম্ময়।
চন্দন-চর্চ্চিত দেহ শোভে অতিশয় ॥
কৃষ্ণেরে দর্শন করি যশোদা যুবতী।
বক্ষেতে ধারণ করে স্নেহভরে অতি ॥
বারে বারে মুখ তার করিয়া দর্শন।
আবেগের ভরে মুখে করিল চুম্বন ॥
কৃষ্ণেরে লইয়া সবে করে কাড়াকাড়ি।
রোহিণী আসিয়া ক্রোড়ে লয় তাড়াতাড়ি ॥
বক্ষে তার চাপি ধরে নন্দ নরপতি।
বলদেব ক্রোড়ে লয় স্নেহভরে অতি ॥
প্রেমেতে হইয়া অন্ধ সহচরগণ।
বারেবারে শ্রীকৃষ্ণেরে করে আলিঙ্গন ॥
নয়ন-চকোর দিয়া গোপিনীর দল।
মুখচন্দ্র-সুধা পান করে অবিরল ॥

● দাবাগ্নি মোক্ষণ।

সবিনয়ে কহিলেন ব্রহ্মার নন্দন।
পরে কি ঘটনা ঘটে কহ ভগবন্ ॥
নারায়ণ কহিলেন শুন মুনিবর।
বিষম ঘটনা এক ঘটে অতঃপর ॥
চারিদিকে কলরব ওঠে হাহাকার।
দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠে গোকুল-মাঝার ॥
চারিদিকে দাউ দাউ অগ্নিশিখা জ্বলে।
অনল হেরিয়া ভীত হইল সকলে ॥
শৈলের প্রমাণ সেই অগ্নি ভয়ঙ্কর।
হুঙ্কার করিয়া ছুটি আসিছে সত্বর ॥
শঙ্কিত হইয়া যত ব্রজবাসিগণ।
শ্রীকৃষ্ণেরে স্তবস্তুতি করিল তখন ॥
রক্ষা কর রক্ষা কর তুমি দয়াময়।
অনলের ভয়ে মোরা ভীত অতিশয় ॥
পূর্ব্বেতে যেরূপ সবে করিলা রক্ষণ।
সেইরূপ রক্ষা প্রভু করহ এক্ষণ ॥
তুমি প্রভু ইষ্টদেব কুলের দেবতা।
তোমারে ছাড়িয়া আর যাব মোরা কোথা ॥
কুবের ঈশান ব্রহ্মা চন্দ্র হুতাশন।
অনন্ত বরুণ সূর্য্য মহেশ পবন ॥
ধর্ম্ম যম মুনি মনু সকল মানব।
তোমার বিভূতি মাত্র হয় তারা সব ॥
দৈত্য যক্ষ রক্ষ আদি বিভূতি তোমার।
তোমার ইচ্ছায় হয় সৃজন-সংহার ॥
তোমার চরণে প্রভু লইনু শরণ।
রক্ষা কর রক্ষা কর কৃষ্ণ সনাতন ॥
সকলের এই স্তব শুনি ভগবান্।
সুধা-দৃষ্টি দিয়া করে অনল-নির্ব্বাণ ॥
অনলের ভয় দূর হইল সবার।
দাবাগ্নি হইতে সবে পাইল উদ্ধার ॥
ভক্তিভরে এই স্তোত্র যে করে পঠন।
বিপদ্ হইতে মুক্তি পায় সেইজন ॥
সর্ব্বত্র বিজয়ী হয়, নাহি তার ভয়।
শত্রু-সৈন্য নিরন্তর হয় তার ক্ষয় ॥
এই স্তোত্র ভক্তিভরে পড়ে যেইজন।
অন্তিমে গোলোকে সেই করিবে গমন ॥
দাবাগ্নি হইতে সবে করিয়া রক্ষণ।
নিজগৃহ পানে কৃষ্ণ করিলা গমন ॥
অনন্তর গোপরাজ নন্দ নরপতি।
ভোজন করায় বিপ্রে তুষ্টচিত্তে অতি ॥
বিবিধ মঙ্গল কার্য্য করিল ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণনাম চারিধারে হয় অনুক্ষণ ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা সুমধুর অতি।
শ্রবণ করিলে ভক্তি হয় কৃষ্ণ প্রতি ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব বৃথা কাটে কাল।
শিয়রে দাঁড়ায়ে আছে শমন ভয়াল ॥

যে জন কৃষ্ণের ধ্যান করে অনিবার।
ত্রিভুবনে আছে আর কি ভয় তাহার॥
সংসারে সকলি মিথ্যা, কৃষ্ণনাম সার।
কৃষ্ণের চরণ-চিন্তা কর অনিবার॥
শ্রীকৃষ্ণের নাম সদা মঙ্গলজনক।
সুমধুর কৃষ্ণনাম বিঘ্ন-বিনাশক॥
যেইজন কৃষ্ণ ভজে ভক্তি-সহকারে।
সামান্য শমন তার কি করিতে পারে॥
জরা মৃত্যু কোন ভয় নাহি রহে তার।
অন্তিমে সে জন যায় গোলোক-মাঝার॥
ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীমধুসূদন।
ভক্তদের নিরন্তর করেন রক্ষণ॥
মায়ায় মোহিত হ'য়ে আছ জীবগণ।
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান কর অনুক্ষণ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
কৃষ্ণের মাহাত্ম্য তোমা করিনু বর্ণন॥
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ মহাশয়।
কহিব তোমারে আমি সমস্ত বিষয়॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● দ্বাবিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মা কর্তৃক গোবৎসাদিহরণ এবং
ব্রহ্মা-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র।

নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ।
যাহা জান তাহা মোরে কর নিবেদন॥
শ্রীহরির কথা শুনি তৃপ্তি নাহি হয়।
সবিস্তারে সব কথা কহ মহাশয়॥
নারায়ণ কহিলেন, কর অবধান।
কহিব তোমারে এক বিচিত্র আখ্যান॥
একদা শ্রীভগবান্ গোচারণ-তরে।
সঙ্গিগণ সহ যান বনের ভিতরে॥
বৃন্দাবনে গিয়া সবে পরম কৌতুকে।
নানাবিধ ক্রীড়া আদি করে মনসুখে॥
গাভীগণ দূরে দূরে করে বিচরণ।
সঙ্গী সহ খেলা করে শ্রীনন্দনন্দন॥
গাভীসহ কেহ যায় অতি দূরান্তরে।
কোন সঙ্গী চ'ড়ে বসে বৃক্ষের উপরে॥
ফল পাড়ে ফল খায় সাথীকে বিলায়।
গাছের উপরে কেহ, কেহ বা তলায়॥
ঘাসের শয্যায় কেহ দেয় গড়াগড়ি।
কেহ বা পাতার ছত্র রাখে শিরোপরি॥
গাভীগণ হাম্বারবে ছুটিয়া পলায়।
গোপশিশুগণ তার পিছু পিছু ধায়॥
তৃণোপরি বসি কেহ বাঁশরী বাজায়।
বৃক্ষতলে কোন শিশু সুখে নিদ্রা যায়॥
পুষ্পমাল্য রচে কেহ অতি কুতূহলে।
তা সবে পরায়ে দেয় রামকৃষ্ণ গলে॥
অঞ্জলি পূরিয়া কেহ করে জল পান।
আনন্দেতে রামকৃষ্ণ চারিদিকে চান॥
মাঝে মাঝে কৃষ্ণচন্দ্র করি বংশীধ্বনি।
গাভীদের ডাকি আনে গোপকুলমণি॥
এইভাবে বহুতর লীলাখেলা ল'য়ে।
নিমগ্ন আছেন কৃষ্ণ মর্ত্ত্যের আলয়ে॥
কৃষ্ণের লীলার হয় বিচিত্র প্রকাশ।
যত দেখে যত শুনে মিটেনাক আশ॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া কৃষ্ণ আসিয়া ধরায়।
কত শত লীলা করে বর্ণন না যায়॥
কৃষ্ণের প্রভাব কত জানিবার তরে।
ব্রহ্মা সেথা চুপি চুপি আগমন করে॥
অতি সন্তর্পণে আসি বিধাতা তখন।
শিশু আর গাভীগণে করিল হরণ॥
বিধাতার অভিপ্রায় বুঝি সনাতন।
যোগমায়া বলে সব করিলা সৃজন॥
যেমন শিশুরা ছিল গাভীরা যেমন।
সেইরূপ সৃজিলেন গোপের নন্দন॥
অনন্তর ক্রীড়া-শেষে সঙ্গিগণ সনে।
গাভীদের ল'য়ে কৃষ্ণ আসিলা ভবনে॥

দিবা-আগমনে কৃষ্ণ ল'য়ে সঙ্গীদল।
গাভীসহ আসে মাঠে নাহি কোন ছল॥
দিবা-অন্তে পুনর্ব্বার গৃহে ফিরে যায়।
পরিবর্ত্ত কেহ কোন দেখিতে না পায়॥
এইরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর।
গোচারণ করিলেন একটি বৎসর॥
যতই হরেন ব্রহ্মা, ক্ষয় নাহি হয়।
কৃষ্ণের লীলার এই শ্রেষ্ঠ পরিচয়॥
অন্তরে পুলক ভাবি দেব পদ্মাসন।
পরাভব মানে মনে কৃষ্ণের সদন॥
অনন্ত হরির লীলা বুঝি প্রজাপতি।
একদিন আসিলেন কৃষ্ণের সংহতি॥
যাঁর ইচ্ছামত হয় ব্রহ্মাদি সৃজন।
তাঁহার লীলার কথা কে করে বর্ণন॥
নিরাকার তিনি পুনঃ সাকার-প্রধান।
ইচ্ছাময় নানারূপ ধরে ভগবান্॥
মহাবিষ্ণু মহেশ্বর করিয়া যতন।
না পায় যাহার সীমা, অপূর্ব্ব রতন॥
একদিন শিশুসহ ভাণ্ডীর কাননে।
ক্রীড়া করে বালকৃষ্ণ আপনার মনে॥
সেদিন গোপনে ব্রহ্মা আসিযা সেথায়।
বটমূলে শ্রীকৃষ্ণেরে দেখিবারে পায়॥
নক্ষত্র-মাঝারে চন্দ্র শোভয়ে যেমন।
শিশুগণ মাঝে হরি শোভিছে তেমন॥
রত্ন-সিংহাসনে বসি কৃষ্ণ সনাতন।
আনন্দে মধুর হাস্য করে অনুক্ষণ॥
পরিধানে পীতবস্ত্র অতি মনোহর।
রত্নের কেয়ূর কিবা শোভিছে সুন্দর॥
মঞ্জীরে রঞ্জিত তাঁর যুগল চরণ।
কপোলে কুণ্ডল্ শোভে অতি সুদর্শন॥
কোটি কামদেব-সম লাবণ্য তাঁহার।
চন্দন-চর্চ্চিত দেহ অতি চমৎকার॥
পারিজাত পুষ্পমালা শোভিছে গলায়।
ময়ূরের পুচ্ছ তাঁর শোভিছে চূড়ায়॥
সর্ব্ব অঙ্গে বিরাজিত রত্ন-অলঙ্কার।
কৌস্তুভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার॥
নব-জলধর-সম শ্যাম কলেবর।
পূর্ণ-শশধর-সম বদন সুন্দর॥
বিকশিত পদ্মসম যুগল নয়ন।
খগেন্দ্র-সমান নাসা অতি সুদর্শন॥
পক্ক-বিম্বফল-সম ওষ্ঠ ও অধর।
মুক্তাসম দন্তপংক্তি অতি মনোহর॥
অনন্ত কিশোর রূপ শান্ত অতিশয়।
পূর্ণতম পরব্রহ্ম অতি জ্যোতির্ম্ময়॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি ব্রহ্মা দেব হেরি অবিরাম।
ভক্তিভরে পুনঃ পুনঃ করিল প্রণাম॥
অন্তরেতে যেই রূপ করিয়াছে ধ্যান।
সেই রূপে বিরাজিত কৃষ্ণ-ভগবান্॥
যে দিকে ফিরায় আঁখি চতুর্দ্দিকে তার।
কৃষ্ণমূর্ত্তি ব্রহ্মা দেব হেরে অনিবার॥
চারিধারে মনোহর শ্যামমূর্ত্তি রাজে।
কৃষ্ণমূর্ত্তি হেরে ব্রহ্মা গাভীগণ মাঝে॥
লতা গুল্ম মাঝে ব্রহ্মা হেরে কৃষ্ণরূপ।
চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণময় অতি অপরূপ॥
শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ব্রহ্মা করে বারবার।
কৃষ্ণ ছাড়া কোথা কিছু নাহি হেরে আর॥
কোথা বৃক্ষ কোথা শৈল কোথায় সাগর।
চারিধারে বিরাজিছে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব মুনি কোথা গেল সব।
চতুর্দ্দিকে বিরাজিত শ্রীহরি মাধব॥
কৃষ্ণময় চারিধারে কোথা কিছু নাই।
বাক্‌শূন্য হ'য়ে ব্রহ্মা পড়িলেন তাই॥
অনন্তর ব্রহ্মা দেব বসি যোগাসনে।
শ্রীহরির ধ্যান করে ভক্তিযুক্ত মনে॥
ছয় নাড়ী ষট্‌চক্র নিরোধি তখন।
বায়ুরে ব্রহ্মের রন্ধ্রে করে আনয়ন॥
নাড়ীরে হৃদয়পদ্মে আনি অতঃপর।
বায়ু সাথে যুক্ত তারে করিল সত্বর॥'

এরূপে কুম্ভক করি ব্রহ্মা তার পরে।
একাদশ অক্ষরের মন্ত্র জপ করে॥
একমনে জপ ব্রহ্মা করেন যখন।
জ্যোতির্ম্ময় রূপ এক করিল দর্শন॥
দ্বিভুজ মুরলীধারী অতি মনোহর।
পরিধানে পীতবস্ত্র শোভিছে সুন্দর॥
নবীন-নীরদ-সম শ্যাম কান্তি তাঁর।
কুণ্ডল শোভিছে কর্ণে অতি চমৎকার॥
সকলের সাক্ষিরূপী সদা পূর্ণকাম।
সনাতন সর্ব্বরূপ নিত্য আত্মারাম॥
সবার কারণ তিনি সবার আধার।
মঙ্গল-নিদান তিনি হন সবাকার॥
সকলের শ্রেষ্ঠ তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্।
সবার আধার তিনি কৃষ্ণ-ভগবান্॥
সকলের গুরু সেই হরি সনাতন।
সর্ব্বজীবে অবস্থিত হন অনুক্ষণ॥
মদনমোহন রূপ করিয়া দর্শন।
ব্রহ্মাদেব স্তব তাঁর করিলা তখন॥
সবার স্বরূপ যিনি সবার ঈশ্বর।
তাঁহারে প্রণাম আমি করি নিরন্তর॥
সবার কারণ যিনি অনির্ব্বচনীয়।
শক্তির ঈশ্বর যিনি সদা অদ্বিতীয়॥
শক্তিরূপধারী যিনি শ্রীহরি মাধব।
ভক্তিভরে আমি আজ করি তাঁর স্তব॥
কর্ণধার-রূপী যিনি সংসার-সাগরে।
নমস্কার করি সেই পরম ঈশ্বরে॥
ভক্তের বৎসল যিনি ভক্তের ঈশ্বর।
আত্মার স্বরূপ যিনি হন নিরন্তর॥
নির্লিপ্ত নির্গুণ যিনি ঈশ্বর সবার।
তাঁহার চরণে আমি করি নমস্কার॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়রূপী যিনি বেদাঙ্গ-স্বরূপ।
সর্ব্ব-মন্ত্ররূপী যিনি নিত্য অপরূপ॥
বিরাট্-স্বরূপ যিনি পরম ঈশ্বর।
তাঁহার ভজনা আমি করি নিরন্তর॥
স্বতন্ত্র হইয়া যিনি অস্বতন্ত্র হন।
ভক্তিভরে করি আমি তাঁহার ভজন॥
তুমি প্রভু গুণাতীত গুণের আধার।
বীজের স্বরূপ প্রভু তুমি সারাৎসার॥
গুণাত্মক তুমি প্রভু গুণীব ঈশ্বব।
তোমার চবণ ধ্যান করি নিরন্তর॥
সিদ্ধির স্বরূপ তুমি প্রভু সনাতন।
সিদ্ধিবীজ তুমি হরি হও অনুক্ষণ॥
সিদ্ধদের গুরু তুমি কি কহিব আর।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
বেদবীজরূপী তুমি করুণাসাগর।
বেদাদির শ্রেষ্ঠ তুমি বেদজ্ঞ-ঈশ্বর॥
বেদাঙ্গের বেত্তা তুমি প্রভু দযাময।
প্রকৃতি স্বরূপ তুমি সকল সময়॥
প্রাকৃত ও প্রাজ্ঞ তুমি প্রকৃতি-ঈশ্বর।
সংসারবৃক্ষের রূপী তুমি পরাৎপর॥
তুমি বীজ, তুমি ফল জগতের নাথ।
তোমার চবণে আমি করি প্রণিপাত॥
সৃষ্টির কারণ তুমি স্থিতির কারণ।
প্রলয কারণ তুমি হও অনুক্ষণ॥
তুমি প্রভু মূল বৃক্ষ হও নিরন্তর।
স্কন্ধ তার ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বর॥
শাখা ও প্রশাখা হয দেব সমুদয়।
উৎকৃষ্ট তপস্যা তার পৃষ্ঠরূপ হয॥
সংসার তাহাব ফল হয অনিবার।
অঙ্কুর স্বরূপা হয প্রকৃতি তাহার॥
তুমি প্রভু দযাময তাহার আধার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
তেজোরূপ নিরাকার তুমি স্বেচ্ছাময়।
অতর্কিত তুমি প্রভু সকল সময়॥
অতীব প্রত্যক্ষ তুমি নিত্য সর্ব্বাকার।
তোমার চরণ-পদ্মে করি নমস্কার॥
তুমি দেব মাযাময ওগো নিরঞ্জন।
যোগিগণ করে ধ্যান রাধিকারঞ্জন॥

কঠোর তপস্যা করি যত ফল পায়।
তোমার দর্শন করি কিছু নাহি চায়॥
চরণ তোমার যদি করে দরশন।
সমগ্র জগৎ ভাবে অনিত্য তখন॥
যেই জন তোমা পাশে করযে গমন।
সংসারের মোহ নাহি থাকে কদাচন॥
সর্ব্বরিপুবশে যদি থাকে কোন জন।
তোমার কৃপায হয রিপুব ভঞ্জন॥
অজ্ঞতা কাহার মনে বাসা বাঁধে যদি।
সে যদি তোমার নাম জপে নিরবধি॥
নিশ্চিত তাহার হয অজ্ঞানতা দূর।
জ্ঞানের আনন্দে মন হয ভরপূর॥
ইন্দ্রিয়ের পরবশ যদি কেহ হয়।
সংসারেতে মায়া তারে করযে আশ্রয॥
মাযার অধীন হ'যে দুঃখকষ্ট ভোগে।
কিছু তার দূর নাহি হয় যাগে যোগে॥
যদ্যপি অভাগা লয তোমার শরণ।
নিষ্ঠা সহকারে তোমা ভজে সর্ব্বক্ষণ॥
তবে ত তাহার দুঃখ কিছু নাহি থাকে।
পড়িতে না হয় তাকে নরকের পাঁকে॥
তোমার করুণা হ'তে যে হয বঞ্চিত।
মুক্তি নাহি পাবে সেই জানি সুনিশ্চিত॥
দেব কিংবা নর সেই যেই জন হয।
গন্ধর্ব্ব অসুর কিংবা মুনি সমুদয়॥
যত করে যাগযজ্ঞ ভজে ইষ্টদেবে।
তোমার শরণ নাহি লয় যদি ভবে॥
সাধ্য নাহি কোন মতে পাইতে মুকুতি।
মোক্ষ লাভ তরে করে যতই যুকতি॥
একমাত্র তব পদে লইলে শরণ।
মোক্ষলাভ পথ রোধে নাহি কোন জন॥
পাপী তাপী যদি হয়, হয় অনাচারী।
অবশ্য পাইবে মুক্তি সন্দেহ না করি॥
তব পদকৃপা রেণু যেই জন পায়।
অবশ্য লভিয়া মোক্ষ গোলোকেতে যায়॥

দেবতার দেব তুমি জগৎ-ঈশ্বর।
অমর অজর তুমি দেব গদাধর॥
অনন্ত অক্ষয় তুমি অব্যয নির্গুণ।
ইচ্ছাতে আকার ধর, হও যে সগুণ॥
তোমা হ'তে এক দেহে তিন দশা হয।
শিব তুমি, জীব তুমি, তুমি জগন্ময়॥
কে বুঝিবে তব মাযা ওহে দেহধারী।
ধরিযা আকার ভবে ক্রীড়া কর হরি॥
সর্ব্বত্র থাকিযা যিনি অদৃশ্য সদাই।
ধ্যান-যোগে কভু যাঁর অন্ত নাহি পাই॥
ভুবনমোহন সেই যশোদা-নন্দন।
তাঁহার চরণ আমি করিনু বন্দন॥
রাসের মণ্ডলে যিনি করেন বিরাজ।
সেই রাসেশ্বরে আমি ধ্যান করি আজ॥
যোগের স্বরূপ যিনি যোগীর ঈশ্বর।
ভক্তের হৃদযে যিনি রন নিরন্তর॥
শিবের সেবিত সেই কৃষ্ণ সনাতন।
তাঁহার চরণ ধ্যান কবি অনুক্ষণ॥
মন্ত্রফলদাতা যিনি হন নিরন্তর।
মন্ত্রসিদ্ধিরূপী যিনি পরম ঈশ্বর॥
সুখদ দুঃখদ যিনি বরদ শুভদ।
শুভবীজরূপী সদা যিনি পুণ্যপ্রদ॥
বিশ্বের ঈশ্বর যিনি কৃষ্ণ সারাৎসার।
তাঁহার চরণে আমি করি নমস্কার॥
তোমার চরণে প্রভু লইনু শরণ।
আমি অতি দীনহীন অতি অভাজন॥
না বুঝি তোমার গুণ করিনু ছলনা।
সেই হেতু করি এবে তোমার অর্চ্চনা॥
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন।
এই হেতু অবতীর্ণ হ'লে জনার্দ্দন॥
মায়ায় ছলিয়া প্রভু কংস দুরাত্মায়।
বিরাজ করিছ হেথা স্বীয় মহিমায়॥
যমল অর্জ্জুন আর শকট ভঞ্জন।
তোমারি কৃপায় হয রাধিকারঞ্জন॥

কালিয়ে দমন করি, পূতনা বধিয়া।
রক্ষিলে গোকুলবাসী কৃপা বিস্তারিয়া॥
বকাসুর বধ করি ধেনুকে বিনাশি।
স্থাপিলে জগতে কীর্ত্তি মহিমা প্রকাশি॥
রাধিকা সহিত প্রভু লীলাখেলা করি।
করিছ অনন্ত লীলা গোলোকবিহারী॥
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভজন।
কৃপা করি ক্ষমা কর দেব নিরঞ্জন॥
এইরূপে পদ্মাসন করিয়া স্তবন।
গাভী আর শিশুগণে করিল অর্পণ॥
তারপর শ্রীকৃষ্ণের ধরিয়া চরণ।
প্রণাম করিয়া তাঁরে করিল রোদন॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি পুনরায় করিয়া দর্শন।
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাদেব করিল গমন॥
ব্রহ্মাকৃত এই স্তব যে করে পঠন।
কৃষ্ণপদে দাস্য লাভ করে সেই জন॥
ইহলোকে সুখভোগ করি নিরন্তর।
অন্তিমে গোলোকধামে যায় সে সত্বর॥
কৃষ্ণের সারূপ্য লাভ সেই জন করে।
হরির পার্ষদ হয় প্রফুল্ল অন্তরে॥
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মলোকে করিলে গমন।
আপন ভবনে যান কৃষ্ণ সনাতন॥
এক বর্ষ পরে লভি গাভী শিশুদলে।
কৃষ্ণের মায়ায় কিছু না বুঝে সকলে॥
বিতর্ক করিতে কেহ সক্ষম না হয়।
কেহ না বুঝিতে পারে প্রকৃত বিষয়॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা সুধা হ'তে সুধা।
শ্রবণ করিলে ঘুচে ভব-তৃষ্ণা-ক্ষুধা॥
মোক্ষ আর পুণ্যপ্রদ শ্রীহরির নাম।
সেই নাম জীবগণ কর অবিরাম॥
জলবিন্দু-সম এই অসার সংসার।
চারিধারে বিরাজিত ঘোর অন্ধকার॥
কেবা পিতা কেবা মাতা কেবা বন্ধুজন।
চিরদিন কেহ নাহি রবে কদাচন॥
স্বপ্নের সমান সবে লইবে বিদায়।
তোমার সংবাদ কেহ নাহি লবে হায়॥
কৃষ্ণ সত্য, কৃষ্ণ নিত্য পরম আত্মীয়।
সকলের বন্ধু তিনি অনির্ব্বচনীয়॥
সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম একমাত্র সার।
সেই নামে জীবগণ পাইবে উদ্ধার॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব ভক্তি-সহকারে।
ভগবান্ নিত্য শুধু অনিত্য সংসারে॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ইন্দ্রপূজা ভঙ্গ, নন্দকৃত ইন্দ্রের স্তোত্র, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ এবং ইন্দ্রকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র।

এত শুনি মহামতি দেবর্ষি নারদ।
কৃষ্ণ কৃপা স্মরি মনে ভাবে তাঁর পদ॥
যুক্তকরে নমি কৃষ্ণে সবিনয়ে কয়।
কৃষ্ণকথা যত শুনি তৃপ্তি নাহি হয়॥
মনে বাঞ্ছা আরো শুনি প্রভু নারায়ণ।
কৃপা করি কর দেব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন॥
ব্রহ্মারে করিয়া ক্ষমা অতঃপর হরি।
কি কার্য্য করেন ভবে কহ কৃপা করি॥
নারদের বাক্য শুনি অতি হৃষ্টমতি।
কহিলেন নারায়ণ নারদের প্রতি॥
শুন শুন ওহে তুমি নারদ ধীমান্।
কহিব তোমারে আমি অপূর্ব্ব আখ্যান॥
একদিন গোপরাজ নন্দ নরপতি।
আরম্ভিল ইন্দ্রপূজা হৃষ্ট চিত্তে অতি॥
সবারে আহ্বান করি কহে নন্দরাজ।
ভক্তিভরে ইন্দ্রপূজা কর সবে আজ॥
শুন শুন যাবতীয় গোপ-গোপীগণ।
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ সবে করহ শ্রবণ॥

বৈশ্য আর শূদ্রগণ কহি সবাকারে।
ইন্দ্র আরাধনা কর ভক্তি-সহকারে॥
দধি ক্ষীর ঘৃত তক্র মধু গুড় নিযা।
ইন্দ্রের পূজন সবে কর মন দিযা॥
এরূপ ঘোষণা করি নন্দ নৃপবর।
রোপিলেন ইন্দ্রধ্বজ অতি মনোহর॥
সেই যষ্টি ক্ষৌম বস্ত্রে করি আচ্ছাদিত।
মনোহর মালাজালে করিল সজ্জিত॥
লেপিত করিল তাহা অগুরু কুঙ্কুমে।
সজ্জিত করিল পরে বিবিধ কুসুমে॥
তারপর যুগ্মবস্ত্র পরিধান ক'রে।
আহ্নিক করিলা নন্দ অতি ভক্তিভরে॥
আহ্নিক সমাপ্ত করি নন্দ নৃপবর।
উপবিষ্ট হয স্বর্ণপীঠের উপর॥
নানাবিধ যজ্ঞপাত্র হইল আনীত।
পুরোহিত,ব্রাহ্মণাদি হ'ল উপনীত॥
গোপগোপীগণ যত আসিল ত্বরায়।
বালক বালিকা সবে আসিল সেথায॥
পুরবাসিগণ আনি সম্ভূত-সম্ভার।
যজ্ঞস্থলে আসি সবে দেয উপহার॥
গালব শাকল গর্গ কণ্ব কাত্যাযন।
গৌতম করথ বাৎস্য শ্রীশাকটাযন॥
সৌভরি পাণিনি কট শৃঙ্গী পবাশর।
জৈমিনি মৈত্রেয আর সুমন্ত্র প্রবর॥
ঋষ্যশৃঙ্গ ভরদ্বাজ ও বৈশম্পায়ন।
যাজ্ঞবল্ক্য গৌরমুখ কৃষ্ণ-দ্বৈপাযন॥
ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত যত মুনিগণ।
শিষ্যগণ সহ সবে করে আগমন॥
ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক আদি আসে দলে দলে।
ক্ষত্রিয ও বৈশ্য শূদ্র আসিল সকলে॥
তখন উত্থান করি নন্দ-নরপতি।
প্রণিপাত করিলেন মুনিগণ প্রতি॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে অতি মনোহর।
রত্নের প্রদীপ কত জ্বলে নিরন্তর॥
নানাবিধ পুষ্প আর মাল্য-সমুদয়।
নৈবেদ্য লড্ডুক আদি স্তূপীকৃত রয॥
শর্করায পূর্ণ কুম্ভ ঘৃতপক্ক যব।
গোধূমের চূর্ণ আদি বিরাজিছে সব॥
ক্ষীর দধি মধু গুড় তক্র আর ঘৃত।
শত শত কুম্ভ পূর্ণ তৈল নবনীত॥
আনীত হইল সেই যজ্ঞের সভায়।
মনোহর বাদ্যযন্ত্র বাজিল তথায॥
শত শত ছাগ মেষ আসে বলি তরে।
মহিষ গণ্ডক আদি আসিল সত্বরে॥
আসিল ষোড়শ নব বলির কারণ।
রক্ষিদল তাহাদের করিল রক্ষণ॥
বালক বালিকা আর গোপগোপীগণ।
নানাবিধ বৃক্ষ লতা করিল রোপণ॥
উৎসবের মাঝে হয় সঙ্গীত সুন্দর।
নর্ত্তকী ও নর্ত্তকেরা নাচে মনোহর॥
উর্ব্বশী মেনকা আর রম্ভা প্রভাবতী।
তিলোত্তমা চন্দ্রপ্রভা রত্নমালা রতি॥
ঘৃতাচী মোহিনী আর রেণুকা যুবতী।
মদালসা বিপ্রচিত্তী আর ভানুমতী॥
সকলেই সভামাঝে করি আগমন।
নৃত্য-গীত করে সেথা অতি সুমোহন॥
তাহাদের নৃত্যলীলা করিযা দর্শন।
যাবতীয দর্শকেরা হারায চেতন॥
অনন্তর কৃষ্ণ-হরি আনন্দিত মনে।
আগমন করিলেন সঙ্গিগণ সনে॥
দূর হ'তে ভগবানে করিযা দর্শন।
পুলকিত হ'ল যত সভাসদ্গণ॥
সভয সম্ভ্রমে সবে গাত্রোত্থান করে।
প্রণাম করিল তাঁরে অতি ভক্তিভরে॥
ক্রীড়াস্থল হ'তে আসে কৃষ্ণ-সনাতন।
অপরূপ রূপ তাঁর ভুবনমোহন॥
নবীন-নীরদ-সম কলেবর তাঁর।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভিতেছে রত্ন অলঙ্কার॥

কৌস্তুভের মণি শোভে বক্ষের মাঝারে।
অপরূপ রূপ তাঁর কে বর্ণিতে পারে॥
শরতের চন্দ্র-সম বদন তাঁহার।
রত্নের দর্পণে কৃষ্ণ হেরে বার বার॥
নির্ম্মল আকাশে শোভে শশাঙ্ক যেমন।
কস্তূরীর বিন্দু ভালে শোভিছে তেমন॥
বলাকিনী শোভে যথা আকাশের গায়।
সেরূপ মালতীমালা দুলিছে গলায়॥
যেমন অশনিলতা শোভে জলধরে।
পীত বস্ত্র সেইরূপ শোভে কলেবরে॥
নভঃস্থলে মনোহর ইন্দ্রধনু-প্রায়।
গুঞ্জাফল শোভা পায় বঙ্কিম চূড়ায়॥
যেমন কমল শোভে সূর্য্যের প্রভায়।
সেরূপ বদন শোভে রত্নের আভায়॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য মুনিগোপগণ।
প্রণাম করিয়া তাঁরে করে সম্ভাষণ॥
অনন্তর বিশ্বপতি কৃষ্ণ-সনাতন।
স্বর্ণের পীঠের মাঝে উপবিষ্ট হন॥
যেমন তারকা-মাঝে শশাঙ্ক বিরাজে।
সেরূপ শোভেন কৃষ্ণ সবাকার মাঝে॥
স্বেচ্ছাময় সনাতনে করি সেথা স্তব।
নিজ নিজ আসনেতে বসিলেন সব॥
তখন শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ-সনাতন।
গোপরাজে সম্বোধিয়া কহিলা বচন॥
আমার বচন তুমি শুন গোপরাজ।
কার তরে এই ব্রত করিতেছ আজ॥
কাহারে পূজিছ তুমি কি ফল পূজায়।
সে ফলে কি হবে তব বলহ আমায়॥
আরাধ্য দেবতা তব রুষ্ট যদি হয়।
কি অনিষ্ট হবে তব কহ মহাশয়॥
তুষ্ট হ'যে কোন্ ফল করিবে অর্পণ।
সেই ফলে তুমি কিবা করিবে রাজন্॥
ইহকালে কভু কভু ফল লাভ হয়।
কখনো বা পরকালে হয় ফলোদয়॥
উভয় কালেতে কভু লাভ হয় ফল।
কভু কভু দুইকালে হয় তা নিষ্ফল॥
যেই সব পূজা আদি বেদ-উক্ত নয়।
অনিষ্ট-আধার তাহা সকল সময়॥
কবে এই পূজা করে তব পিতৃগণ।
প্রথম কখন তুমি করিলে পূজন॥
করিতেছ এই পূজা যেই দেবতার।
কখনো কি পাইয়াছ দর্শন তাহার॥
যাহার উদ্দেশে তুমি করিছ পূজন।
তোমার নৈবেদ্য সে কি করিবে ভোজন॥
বিপ্রগণ দেবতুল্য পৃথিবী-মাঝারে।
বেদে নিরূপিত ইহা হয় বারে বারে॥
জনার্দ্দনরূপী যত বিপ্রসমুদয়।
নৈবেদ্য ভোজন করে পূজার সময়॥
পরিতোষ লাভ যদি করে বিপ্রগণ।
দেবতা সমূহ তাহে পরিতুষ্ট হন॥
দ্বিজগণে যেইজন করেন অর্চ্চন।
দেবতা-পূজায় তার কিবা প্রয়োজন॥
পূজিত হইলে পরে যতেক ব্রাহ্মণ।
পূজিত হইয়া থাকে যত দেবগণ॥
দেবের নৈবেদ্য বিপ্রে করিলে অর্পণ।
অনন্ত সুফল লাভ করে সেই জন॥
দেবতা সন্তুষ্ট হ'য়ে করে বর দান।
প্রসন্ন মনেতে করে স্বস্থানে প্রস্থান॥
দেবতারে করি কেহ নৈবেদ্য অর্পণ।
যদি সে নৈবেদ্য নিজে করয়ে ভোজন॥
বহু পাপ হয় তার শুন হে রাজন্।
অবশ্যই করিবে সে নরকে গমন॥
সকল দেবতা মাঝে বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ হন।
সকলের শ্রেষ্ঠ হয় তাঁহার পূজন॥
যেই অন্ন বিষ্ণু প্রতি নিবেদিত নয়।
সেই অন্ন সর্ব্বক্ষণ বিষ্ঠা-তুল্য হয়॥
ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা দোষাবহ অতি।
শুন পিতঃ আমি আজ কহি তব প্রতি॥

দেবতারে নাহি দিয়া যদি কোন জন।
ব্রাহ্মণেরে অন্ন জল করে সমর্পণ ॥
দেবতা তাহাতে কভু রুষ্ট নাহি হয়।
ব্রাহ্মণের মুখ দ্বারা অন্ন তারা লয় ॥
বিপ্রের অর্চ্চনা তুমি কর হে রাজন্।
যত্ন সহকারে কর ব্রাহ্মণ-পূজন ॥
ইহকালে পরকালে পাবে শুভফল।
ব্রাহ্মণ-পূজন কভু না হয় নিষ্ফল ॥
বিপ্রেরে দক্ষিণা দান সন্তোষ-সাধন।
সর্ব্বধর্ম্ম কার্য্য হ'তে শ্রেষ্ঠ অনুক্ষণ ॥
বিপ্রের শরীরে রাজে দেব-সমুদয়।
বিপ্রের চরণে সদা তীর্থ আদি রয় ॥
ব্রাহ্মণের পাদোদক তীর্থ-জল-সম।
ব্রাহ্মণ সবার শ্রেষ্ঠ শুন বাক্য মম ॥
বিপ্রপাদোদক যেই করে সদা পান।
রোগমুক্ত হয় সেই লভযে নির্ব্বাণ ॥
পঞ্চবিধ পাপ করি যদি কোন জন।
ব্রাহ্মণে প্রণাম করে ভক্তিযুক্ত মন ॥
সর্ব্ব পাপ হ'তে মুক্ত সেই জন হয়।
সর্ব্ব তীর্থে স্নান-সম হয় ফলোদয় ॥
পাপী ব্যক্তি ব্রাহ্মণেরে করিলে স্পর্শন।
অবিলম্বে মুক্তিলাভ করে সেই জন ॥
দর্শন করিলে বিপ্রে পাপ দূর হয়।
ব্রাহ্মণ বিষ্ণুর রূপী সকল সময় ॥
হরির সেবক হয় যে সব ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুপ্রাণাধিক তারা হয় সর্ব্বক্ষণ ॥
তাঁদের চরণধূলি করিযা স্পর্শন।
বসুন্ধরা দেবী সদা সুপবিত্র হন ॥
তীর্থমাঝে যত পাপ বিরাজিত রয়।
ব্রাহ্মণের স্পর্শমাত্রে সব নষ্ট হয় ॥
হরিভক্ত বিপ্রসহ আলাপ যে করে।
আলিঙ্গন করে যেই সভক্তি অন্তরে ॥
তাহার উচ্ছিষ্ট যেই করযে ভোজন।
সর্ব্বপাপ হ'তে মুক্ত হয় সেই জন ॥

সমুদয় তীর্থ-স্নানে যেই ফল হয়।
ভক্ত-বিপ্র-দর্শনেতে সেই ফলোদয় ॥
হরিরে নিবেদি অন্ন যে সব ব্রাহ্মণ।
সেই অন্ন ভক্তিভরে করয়ে ভোজন ॥
তাদের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিলে।
সর্ব্বপাপ দূরে যায় হরিদাস্য মিলে ॥
হরি প্রতি অন্নজল না করি অর্পণ।
যেই জন ভ্রমবশে করযে ভোজন ॥
বিষ্ঠা-মূত্র সম তার অন্নজল হয়।
দেবগণ তার প্রতি সদা রুষ্ট রয় ॥
হরি প্রতি অন্ন যেই না করে অর্পণ।
দেবান্নভোজক সদা হয় সেই জন ॥
আমার বচন তুমি শুন মহারাজ।
ব্রাহ্মণেরে সব দ্রব্য দান কর আজ ॥
বিপ্রে যদি নাহি দাও দ্রব্য-সমুদয়।
ভস্মীভূত হবে সব নাহিক সংশয় ॥
এক দেবতার যদি করহ পূজন।
অসন্তুষ্ট হবে তবে অন্য দেবগণ ॥
সকল দেবতা যদি অসন্তুষ্ট হয়।
ইন্দ্র তবে কি করিবে কহ মহাশয় ॥
গোবর্দ্ধন মহীধর আছে মনোহর।
তার তুল্য কেহ নহে পৃথিবী ভিতর ॥
গাভীগণে নব নব তৃণ করে দান।
তাহার সমান কেহ নহে পুণ্যবান্ ॥
দ্রব্য যত দান কর সেই গোবর্দ্ধনে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হবে তাহা ভাবি দেখ মনে ॥
ব্রাহ্মণভোজন ব্রত তপঃ তীর্থ-স্নান।
হরিসেবা উপবাস আর মহাদান ॥
এই সব পুণ্য কার্য্যে যেই ফল হয়।
গো-সেবা করিলে হয় সেই ফলোদয় ॥
গোগণের অঙ্গে রাজে দেবতা সকল।
চরণেতে তীর্থরাজি রহে অবিরল ॥
গোষ্পদ-চিহ্নিত মাটি ল'যে কোন জন।
ভক্তিভরে করে যদি তিলক-রচন ॥

তীর্থ-স্নান ফল লাভ হয় অনিবার।
চিরদিন পদে পদে জয় হয় তার॥
যেই স্থানে গাভীগণ করে অবস্থান।
সেই স্থান হয় নিত্য তীর্থের সমান॥
যদি কেহ সেই স্থানে প্রাণত্যাগ করে।
মুক্তিলাভ করে সেই পৃথিবী-ভিতরে॥
গাভীরে আঘাত করে যেই মূঢ় জন।
ব্রহ্মহত্যা পাপে পাপী হয় সে তখন॥
গাভী আর ব্রাহ্মণেরে যে করে নিধন।
কালসূত্র নরকেতে করে সে গমন॥
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য রহে বিদ্যমান।
ততদিন নরকে সে করে অবস্থান॥
এইরূপে নন্দরাজে কহিয়া তখন।
মৌনী হ'যে রহিলেন কৃষ্ণ-সনাতন॥
আনন্দিত হ'যে তবে নন্দ নরপতি।
হাস্য করি কহিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি॥
মহেন্দ্রের এই পূজা পুরুষানুগত।
সুবৃষ্টির তরে মোরা করি অবিরত॥
সুবৃষ্টি হইতে হয় শস্য মনোহর।
সেই শস্যে জীবগণ বাঁচে নিরন্তর॥
বৎসরান্তে সেই জন্য বৃষ্টির কারণ।
মহেন্দ্রের পূজা করে ব্রজবাসিগণ॥
এইরূপ পিতৃবাক্য করিয়া শ্রবণ।
হাস্য করি কহিলেন কৃষ্ণ-সনাতন॥
হাস্যকর কথা তুমি কহ মহারাজ।
অতীব বিচিত্র কথা শুনিলাম আজ॥
ইন্দ্র হ'তে বৃষ্টি হয় কে কহে তোমায়।
তোমার বচন শুনি হাসি মোর পায়॥
এরূপ অন্যায় বাক্য না কহিও আর।
পণ্ডিতগণের বাক্য শুন এইবার॥
তোমার সভার মাঝে পণ্ডিতেরা আছে।
এ বিষয় প্রশ্ন কর তাহাদের কাছে॥
ইন্দ্র হ'তে বৃষ্টিপাত হয় কি না হয়।
পণ্ডিতেরা এই কথা করুক নির্ণয়॥

শুন শুন পিতঃ তুমি আমার বচন।
ইন্দ্র হ'তে বৃষ্টি নাহি হয় কদাচন॥
সূর্য্য হ'তে জল সদা সমুৎপন্ন হয়।
সেই জলে জন্ম লয় শস্য-সমুদয়॥
শস্য হ'তে অন্ন হয় শুন হে রাজন্।
সেই অন্নে জীব করে জীবন ধারণ॥
কালে সূর্য্য সেই জল গ্রাস ক'রে লয়।
সেই জলে সৃষ্ট হয় মেঘ-সমুদয়॥
শুন শুন পিতঃ তুমি আমার বচন।
সূর্য্য মেঘ আদি সব বিধির সৃজন॥
তোয়যুক্ত জলধর গজ ও সাগর।
বায়ু শস্যাধিপ মন্ত্রী শুন নৃপবর॥
জলাঢ়ক শস্য তৃণ যাহা কিছু আছে।
সমস্তই একমাত্র বিধি সৃজিযাছে॥
হস্তী নিজ শুণ্ডে জল করিয়া গ্রহণ।
জলধরে সেই জল করে সমর্পণ॥
বায়ুতে চালিত হয় সেই জলধর।
বৃষ্টিধারা দান করে পৃথিবী ভিতর॥
সকল ঘটনা ঘটে ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
সামবেদ-উক্ত কথা কহিনু তোমায়॥
ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্ত্তমান যত।
বিধির সৃজন সব হয় অবিরত॥
ক্ষুদ্র ও মহৎ কার্য্য যত কিছু আছে।
বিধির সৃজন তাহা কহি তব কাছে॥
শ্রীহরির আজ্ঞা পেযে বিধি নিরন্তর।
সৃজন করেন এই বিশ্ব-চরাচর॥
অগ্রে ভক্ষ্য, তারপর জন্মে জীবগণ।
সুখ দুঃখ ভোগে জীব কর্ম্মের কারণ॥
যাতনা মরণ রোগ জন্ম শোক ভয়।
বিপদ্ আপদ্ আর পাপ-সমুদয়॥
বিদ্যা ও কবিত্ব যশ পুণ্য মুক্তি আদি।
জ্ঞান ভক্তি হরিদাস্য অযশ ইত্যাদি॥
স্বর্গেতে বসতি আর নরকে গমন।
জীব কর্ম্মফলে সব ঘটে অনুক্ষণ॥

পরম ঈশ্বর হন কর্ম্মফল-দাতা।
সবার ঈশ্বর তিনি সবার বিধাতা॥
বিরাট্ পুরুষ যিনি অনন্ত মহান্।
ব্রহ্মা হ'তে তৃণ যিনি করিলা নির্ম্মাণ॥
প্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ড আদি যাঁহার সৃজন।
জগতের প্রাণ যিনি জীবের জীবন॥
যাঁহার আজ্ঞায় চলে বিশ্ব চরাচর।
নিরন্তর হন যিনি বিশ্বের ঈশ্বর॥
যাঁহার আজ্ঞায় অগ্নি করিছে দহন।
জীবমাঝে মৃত্যু সদা করে বিচরণ॥
যাঁহার আজ্ঞায় বৃক্ষ ফলপূর্ণ হয়।
যাঁহার আজ্ঞায় ফোটে পুষ্প সমুদয়॥
পরম ঈশ্বর যিনি হরি সনাতন।
সেই ভগবানে তুমি করহ ভজন॥
যাঁহার ভ্রূভঙ্গি মাত্রে শত ব্রহ্মা হয়।
যাঁহার আজ্ঞায় হয় সৃষ্টি ও প্রলয়॥
মৃত্যুর ঈশ্বর যিনি কালের বিধাতা।
বিধির ঈশ্বর যিনি কর্ম্মফলদাতা॥
তাঁহার শরণ তুমি লও হে রাজন্।
তোমারে রক্ষিবে সদা হরি সনাতন॥
যাঁহার নিমেষমাত্রে ব্রহ্মার পতন।
তাঁরে ছাড়ি কেন কর ইন্দ্রের পূজন॥
এই কথা বলি কৃষ্ণ মৌনী হ'য়ে রয়।
ধন্য ধন্য করে যত মুনি সমুদয়॥
কৃষ্ণের বচন শুনি নন্দ নরপতি।
সভামাঝে হইলেন আনন্দিত অতি॥
আনন্দাশ্রু ঝরে তার দুই নেত্র দিয়া।
পুলকেতে রোমাঞ্চিত হয় তার হিয়া॥
পিতা যদি পুত্র হ'তে পরাজিত হয়।
অতি আনন্দিত হয় পিতার হৃদয়॥
কৃষ্ণের আজ্ঞায় শেষে নন্দ নরপতি।
স্বস্তি বাক্য কহিলেন তুষ্ট হ'য়ে অতি॥
সকলেরে নন্দরাজা করিয়া বরণ।
গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের করিলা পূজন॥

মুনি বুধ বিপ্র গাভী পূজি অতঃপর।
বহ্নিদেবে পূজা করে নন্দ নৃপবর॥
বাজিল মঙ্গল বাদ্য অতি মনোহর।
শঙ্খরব চারিধারে উঠিল সুন্দর॥
জয় জয় শব্দ উঠে হরিধ্বনি হয়।
চণ্ডী বেদ পাঠ করে মুনি সমুদয়॥
কংসের সচিব ডিণ্ডী সুমধুর স্বরে।
মঙ্গলজনক কত স্তোত্র পাঠ করে॥
অন্য দিব্য মূর্ত্তি কৃষ্ণ করিয়া ধারণ।
শৈলের উপরে গিয়া করে আরোহণ॥
তারপর নন্দরাজে সম্বোধিয়া কয়।
আমি গোবর্দ্ধন শৈল শুন মহাশয়॥
তোমার নৈবেদ্য আমি করিনু গ্রহণ।
আমার নিকটে বর করহ প্রার্থন॥
নন্দেরে সম্বোধি কৃষ্ণ কহিলা তখন।
ওই দেখ গোবর্দ্ধন করে আগমন॥
তোমার সম্মুখে শৈল উপস্থিত হয়।
তাহার নিকটে বর চাহ মহাশয়॥
কৃষ্ণের বচন শুনি নন্দ নরপতি।
বর চাহে শৈলরূপী ভগবান্ প্রতি॥
একান্তই বর যদি দিবে শৈলরাজ।
হরি প্রতি দাস্য ভক্তি দাও তুমি আজ॥
গোবর্দ্ধনরূপী কৃষ্ণ করি বর দান।
নৈবেদ্য ভোজন করি করিলা প্রস্থান॥
অনন্তর গোপরাজ আনন্দিত মনে।
ভোজন করায় যত মুনি বিপ্রগণে॥
তারপর সকলেরে প্রণমিয়া পায়।
রামকৃষ্ণ সহ নন্দ ভবনেতে যায়॥
শুনিয়া এতেক কথা দেবর্ষি নারদ।
নারায়ণ প্রতি বলে ভাবে গদ্‌গদ॥
কৃষ্ণের মহিমা প্রভু অপার বিস্তার।
ব্রহ্মাণ্ডমাঝারে তাঁর লীলা বোঝা ভার॥
ইন্দ্রকে বঞ্চনা করি দেব জনার্দ্দন।
গোবর্দ্ধন-রূপে ভোজ্য করিল গ্রহণ॥

কহ দেব কৃপা করি পরে কি ঘটিল।
ইন্দ্রপ্রতি অবজ্ঞার কি ফল ফলিল॥
নারদের বাক্য শুনি বলে নারায়ণ।
শুন শুন মুনিবর অপূর্ব্ব ঘটন॥
কৃষ্ণের আদেশে নন্দ পূজে গোবর্দ্ধনে।
এই কথা দেবরাজ শুনিল শ্রবণে॥
আপনার নিন্দা শুনি দেব পুরন্দর।
মহাক্রোধে অঙ্গ তার কাঁপে থরথর॥
বায়ু আর মেঘ ল'যে আরক্ত লোচনে।
বৃন্দারণ্যে আসে ইন্দ্র রথ-আরোহণে॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তাব ভীষণ দর্শন।
ক্রোধেতে পরুষ কণ্ঠে কহিল বচন॥
শোন্ মূর্খ ব্রজবাসী বিপথ-পথিক।
কি কার্য্য করিলে চিন্তা নাহি দিগ্বিদিক্॥
পিতৃপিতামহগণ তব পূজিল আমারে।
আমার কৃপায় শস্য সবার আগারে॥
তোমাদের পূজা লভি প্রসন্ন অন্তরে।
জল বৃষ্টি দেই তব মঙ্গলের তরে॥
অবহেলা কর মোরে বুদ্ধিতে কাহার।
যাগযজ্ঞে পূজা কর্ম্মে কর অনাচার॥
দেবতায় উপেক্ষিয়া পূজিছ পাথরে।
দেবের অকৃপা হ'লে পড়িবে পাথারে॥
কৃত কর্ম্মফল ভোগ অবশ্য লভিবে।
অনাচারী পাপী সব নিশ্চিত ভুগিবে॥
শিশুবুদ্ধি নন্দসুত হরি ভাব তারে।
মূর্খ সব, তাই তারে পূজ অহঙ্কারে॥
কৃষ্ণ কত শক্তি ধরে দেখ আজি তায়।
ভাসাইব বৃন্দাবন বৃষ্টির ধারায়॥
অন্য অন্য দেবগণ কুপিত অন্তরে।
ইন্দ্রের সহিত সবে আসিল সত্বরে॥
ভয়ঙ্কর বায়ু-শব্দে নন্দ হয় ভীত।
মেঘের শব্দেতে সবে হইল শঙ্কিত॥
দেবগণ মুহুর্মুহুঃ ছাড়িছে হুঙ্কার।
সমুদয় নগরাদি কাঁপে বারংবার॥
নীতি-শাস্ত্রবিশারদ নন্দ নরপতি।
সম্বোধিয়া কহিলেন পত্নীদের প্রতি॥
যশোদা রোহিণী শুন আমার বচন।
রামকৃষ্ণ ল'যে সবে করহ গমন॥
শিশু আর নারী যত কর পলায়ন।
আমার নিকটে শুধু থাক গোপগণ॥
বিপদ্ বুঝিলে পরে আমরা তখন।
নগর হইতে সবে করিব গমন॥
এই কথা বলি সবে নন্দ নরপতি।
হরিরে স্মরণ করে ভীত হ'যে অতি॥
তারপর যুক্তকরে অতি ভক্তিভরে।
নন্দ নরপতি স্তব করে পুরন্দরে॥
সুরনাথ সুরপতি ইন্দ্র পুরন্দর।
অদিতিজ সহস্রাক্ষ দেবেন্দ্রপ্রবর॥
দেবরাজ তুমি দেব, ওহে দয়াধার।
শিশুমতি নাহি জানে আমার কুমার॥
দয়া করি ক্ষম নাথ কিঙ্করের দোষ।
সমুচিত নহে প্রভু দাস প্রতি রোষ॥
না বুঝিযা ওহে প্রভু আমার নন্দন।
করিয়াছে দোষ, ক্ষম সহস্রলোচন॥
আমারে কবিযা ক্ষমা রক্ষ গোপগণে।
তোমারে অর্চ্চিবে সবে ঐকান্তিক মনে॥
এইরূপ স্তব যবে করে নরপতি।
কুপিত হইযা কৃষ্ণ কন তার প্রতি॥
হেরিতেছি পিতঃ তুমি ভীরু অতিশয়।
সম্মুখে থাকিতে আমি কিবা তব ভয়॥
অমূলক ভয় তব কর পরিহার।
আমি বিদ্যমানে আছে কি ভয় তোমার॥
ইচ্ছা যদি করি আমি শুন পিতঃ তবে।
ক্ষণার্দ্ধ-মধ্যেতে সব ভস্মীভূত হবে॥
ভয়াতুর যত সব শিশু গাভী ল'যে।
গোবর্দ্ধন গুহা মাঝে যাও হে নির্ভয়ে॥
তব সাথে নারীগণ করুক গমন।
সকলেরে আমি আজ করিব রক্ষণ॥

কৃষ্ণের বচন শুনি তুষ্ট হ'য়ে অতি।
সেই মত কার্য্য করে নন্দ নরপতি॥
অনায়াসে তারপর কৃষ্ণ-সনাতন।
বামহস্ত দ্বারা শৈল করে উত্তোলন॥
হুঙ্কার করিয়া বহে বায়ু ভয়ঙ্কর।
ঘোরতর কৃষ্ণ মেঘে ছাইল অম্বর॥
মুহুর্মুহুঃ বজ্র পড়ে শিলাবৃষ্টি হয়।
ভয়ঙ্কর উল্কাপাত হয় অতিশয়॥
মেঘেতে ঢাকিল সূর্য্য অতি অন্ধকার।
বজ্রের গর্জ্জনে কান পাতা হ'ল ভার॥
শন্ শন্ বহে বায়ু বেগ সুপ্রবল।
বৃক্ষ হ'তে পড়ি যায় বিহগ সকল॥
ঘন ঘন পড়ে বজ্র পর্ব্বত উপর।
পড়িয়া আপনি ফাটে অক্ষত ভূধর॥
ইন্দ্রের উদ্যম ব্যর্থ হয় বারে বারে।
গোবর্দ্ধন শৈলে কিছু না করিতে পারে॥
অতিশয় ক্রুদ্ধ হ'যে দেব পুরন্দর।
বজ্র হাতে শৈল পানে আসিল সত্বর॥
দধীচি-অস্থিতে এই বজ্র বিনির্ম্মিত।
বজ্র হেরি ভগবান্ হাসে অবিরত॥
ত্রিভুবন-নাথ যিনি বিশ্বের ঈশ্বর।
তাঁরে কি করিতে পারে তুচ্ছ পুরন্দর॥
বায়ু আর বজ্র মেঘ স্তব্ধ হ'যে রয়।
নিজে দেব পুরন্দর তন্দ্রাপ্রাপ্ত হয়॥
কৃষ্ণময় হেরে ইন্দ্র সমস্ত ভুবন।
চারিধারে কৃষ্ণমূর্ত্তি হেরে অনুক্ষণ॥
দ্বিভুজ মুরলীধারী কৃষ্ণ-সনাতন।
পরিধানে পীতবাস অতি সুদর্শন॥
রত্ন-অলঙ্কার শোভে সর্ব্ব অঙ্গে তাঁর।
চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গ অতি চমৎকার॥
উপবিষ্ট ভগবান্ রত্ন-সিংহাসনে।
প্রসন্ন বদনে সদা হাসে ক্ষণে ক্ষণে॥
চতুর্দ্দিকে এইরূপ করিয়া দর্শন।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে দেবেন্দ্র তখন॥

চেতন পাইয়া পরে দেব পুরন্দর।
শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিল বিস্তর॥
উজ্জ্বল সহস্রদল পদ্ম জ্যোতির্ম্ময়।
সহসা শ্রীপুরন্দর হেরে সে সময়॥
তাহার মাঝারে ইন্দ্র করিল দর্শন।
অপরূপ শ্যামরূপ ভুবনমোহন॥
কর্ণমূলে বিরাজিত মকর কুণ্ডল।
মস্তকে শোভিছে তাঁর কিরীট উজ্জ্বল॥
কৌস্তুভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার।
কেয়ূর নূপুর শোভে অতি চমৎকার॥
সেই অপরূপ রূপ করিযা দর্শন।
যুক্তকরে দেবরাজ কহিলা তখন॥
তুমি প্রভু জগদীশ নিত্য নিরাকার।
জ্যোতিরূপ সনাতন তুমি সারাৎসার॥
অক্ষয পরমব্রহ্ম তুমি ইচ্ছাময়।
গুণাতীত তুমি প্রভু সকল সময়॥
তব অন্ত কোন দিন কেহ নাহি পায়।
কেমন করিযা প্রভু বর্ণিব তোমায়॥
ভক্ত অনুগ্রহ তরে ধর কলেবর।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হও নিরন্তর॥
শুক্ল রক্ত পীত শ্যাম নানা বর্ণ ধরি।
যুগে যুগে বিরাজিত হও তুমি হরি॥
সত্যযুগে শুক্লপক্ষে শরীর তোমার।
ত্রেতায ধারণ কর কুঙ্কুম আকার॥
দ্বাপরেতে পীতবর্ণ তব কলেবর।
কলিকালে শ্যামরূপ অতি মনোহর॥
নবীন-নীরদ-সম শরীর তোমার।
নন্দের নন্দন তুমি জানি অনিবার॥
যশোদা-জীবন তুমি প্রভু সবাকার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
গোপীদের চিত্তচোর তুমি সনাতন।
রাধিকার প্রাণাধিক হও অনুক্ষণ॥
বিনোদ মুরলীধ্বনি কর চমৎকার।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভে তব রত্ন-অলঙ্কার॥



অনায়াসে তারপর কৃষ্ণ সনাতন।
বাম হস্তদ্বারা শৈল করে উত্তোলন॥

পৃষ্ঠা—৪৬৪

কোটিকন্দর্পের সম সৌন্দর্য্য তোমার।
তোমার চরণে আমি নমি বারবার॥
রাধাসহ ক্রীড়া প্রভু কর বৃন্দাবনে।
রাসলীলা কর তুমি গোপীদের সনে॥
রাধিকা তোমার বক্ষে করে অবস্থান।
রাধার ঈশ্বর তুমি কৃষ্ণ ভগবান্॥
জলক্রীড়া কর প্রভু রাধিকার সনে।
কবরী বন্ধন কভু কর হৃষ্টমনে॥
অলক্তক কভু কর রাধা-পায়ে দান।
রাধিকা-অধরসুধা কভু কর পান॥
রাধা-পানে চাহ কভু কটাক্ষ নয়নে।
রাধা-গলে মালা দাও আনন্দিত মনে॥
বিপ্রপত্নী-দত্ত অন্ন করহ ভোজন।
গোপীদের বস্ত্র কভু করহ হরণ॥
কখনো বা মিলি তুমি সঙ্গিগণ সনে।
তার ফল খাও সবে আনন্দিত মনে॥
কালিযনাগেরে তুমি করিলে দমন।
সঙ্গিগণ সহ কভু কর গোচারণ॥
মধুব মুরলীধ্বনি কর অনিবার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
ভযে ভযে এই স্তব করি অবিরাম।
কৃষ্ণের উদ্দেশে ইন্দ্র করিল প্রণাম॥
বৃত্রাসুর সহ যবে ইন্দ্র করে রণ।
এই স্তোত্র গুরু তারে করিল অর্পণ॥
ব্রহ্মাদেবে এই স্তোত্র কৃষ্ণ করে দান।
সনৎকুমার পরে ব্রহ্মা হ'তে পান॥
সনৎকুমার হ'তে পান বৃহস্পতি।
বৃহস্পতি দান করে ইন্দ্রদেব প্রতি॥
ভক্তিভরে এই স্তোত্র যে করে পঠন।
শ্রীহরির দাস্য লাভ করে সেই জন॥
ইন্দ্রকৃত এই স্তোত্র যে করে শ্রবণ।
কৃষ্ণপদে ভক্তিলাভ করে সেই জন॥
হরির দাসত্ব পায়, ভক্তি-লাভ হয।
জরা-মৃত্যু হ'তে তার নাহি কোন ভয়॥

যমালয় কভু সেই না করে দর্শন।
যমদূত কভু তারে না করে স্পর্শন॥
দেবেন্দ্রের স্তব শুনি কৃষ্ণ ভগবান্।
আনন্দিত হ'যে তারে করে বর দান॥
হরিরে প্রণমি ইন্দ্র যায় ত্বরা করি।
পর্ব্বতেরে যথাস্থানে স্থাপিলেন হরি॥
পর্ব্বত-গুহার মাঝে যারা যারা ছিল।
ভযহীন হ'য়ে সবে পুনঃ বাহিরিল॥
সকলে বুঝিল কৃষ্ণ ক্ষুদ্র শিশু নয়।
পরম ঈশ্বর তিনি নিত্য স্বেচ্ছাময়॥
সকলেরে সাথে করি কৃষ্ণ ভগবান্।
আপন ভবন প্রতি করিল প্রস্থান॥
অনন্তর নন্দ রাজা আনন্দে মগন।
পুত্ররূপী পূর্ণব্রহ্মে করিল স্তবন॥
শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মণ্যদেব কৃপা-অবতার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
গো-ব্রাহ্মণ-হিতকারী কৃষ্ণ সনাতন।
গোবিন্দরূপেতে তুমি কর বিচরণ॥
কেমনে বর্ণিব আমি মহিমা তোমার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
পরমাত্মা তুমি প্রভু ব্রহ্মাণ্ড-আধার।
তোমারে প্রণাম আমি করি বারবার॥
সবার কারণ তুমি সাক্ষী সবাকার।
নির্লিপ্ত নির্গুণ তুমি নিত্য নিরাকার॥
যোগীদের ধ্যানসাধ্য সূক্ষ্মের স্বরূপ।
যুগে যুগে ধর তুমি নব নব রূপ॥
শুক্ল রক্ত পীত শ্যাম তব দেহ হয়।
তোমার বন্দনা করে দেব সমুদয॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ভজে অবিরাম।
তোমার চরণে আমি করিনু প্রণাম॥
তোমাতে সমস্ত গুণ আছে বিদ্যমান।
ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি ভগবান্॥
যোগী তুমি যোগরূপী তুমি যোগীশ্বর।
সিদ্ধদের গুরু তুমি হও নিরন্তর॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যাঁর স্তবেতে অক্ষম।
কেমনে তাঁহার স্তবে হইব সক্ষম॥
অনন্ত যাঁহার কভু অন্ত নাহি পায়।
যাঁহার স্তবনে ধর্ম্ম সামর্থ্য হারায়॥
কার্ত্তিকেয় বিধি আর দেব লম্বোদর।
যাঁর স্তবে শক্তিহীন হয় নিরন্তর॥
সনকাদি স্তুতিবাদে সমর্থ না হয়।
কপিল অক্ষম হয় সকল সময়॥
যাঁর স্তবে শক্তিহীন নরনারায়ণ।
কেমনে তাঁহারে আমি করিব স্তবন॥
তুমি প্রভু দীনবন্ধু কি কহিব আর।
তুমি পরাৎপর প্রভু তুমি সারাৎসার॥
তব স্তবে শক্তিহীনা লক্ষ্মী সরস্বতী।
তোমারে বন্দিতে নারে রাধিকা শ্রীমতী॥
পরিপূর্ণতম তুমি কৃষ্ণ সনাতন।
কেমনে তোমারে আমি করিব বন্দন॥
কত শত অপরাধ আমি ক্ষণে ক্ষণে।
করিযাছি ভগবন্ তোমার চরণে॥
সব অপরাধ তুমি ক্ষম ভগবান্।
এ ভব-সাগর হ'তে কর পরিত্রাণ॥
পুত্ররূপে আসিয়াছ গৃহেতে আমার।
দাস্য ভক্তি দান কর চরণে তোমার॥
কৃপাসিন্ধো দীনবন্ধো কৃপা-অবতার।
শুদ্ধা ভক্তি দাও প্রভু চরণে তোমার॥
অভয় প্রদান কর প্রভু সনাতন।
তোমার চরণে যেন রহে মোর মন॥
ব্রহ্মপদ ইন্দ্রপদ মুক্তি-চতুষ্টয়।
চরণ-সেবার কাছে তুচ্ছ অতিশয়॥
ইন্দ্রত্বে বাসনা নাহি স্বর্গ নাহি চাই।
তোমার চরণ যেন পূজি সর্ব্বদাই॥
অমরত্ব সিদ্ধি লাভ যত কিছু আছে।
অতিশয় তুচ্ছ তব পদসেবা কাছে॥
ভক্তদের কাছে তুমি রহ অনুক্ষণ।
ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু পতিতপাবন॥

তোমার ভক্তের সঙ্গ করে যেই জন।
সার্থক জনম তার সফল জীবন॥
তুমি প্রভু সত্য আর অনিত্য সকল।
সেবন করিব তব চরণ-যুগল॥
ভক্তির অঙ্কুর যার জন্মে একবার।
ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি তাহা পায অনিবার॥
ক্রমে ক্রমে সেই ভক্তি বৃক্ষরূপ ধরে।
হরিদাস্যরূপ তাহা ফল দান করে॥
অগতির গতি তুমি কি কহিব আর।
দাসত্ব প্রদান কর চরণে তোমার॥
অণিমাদি ঐশ্বর্য্যেতে স্পৃহা কিছু নাই।
সিদ্ধিযোগ যুক্তি-জ্ঞান কিছু নাহি চাই॥
অমরত্বে অভিলাষ নাহি কদাচন।
ধ্যান যেন করি সদা তোমার চরণ॥
সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য মুকতি।
নাহি চাই, শুধু চাহি তব পদে মতি॥
যেজন তোমার দাস হয় একবার।
ত্রিভুবনে আছে আর কি ভয তাহার॥
এইরূপ স্তব নন্দ করে অতিশয়।
ভগবান্ দান করে প্রার্থিত বিষয়॥
নন্দকৃত এই স্তোত্র যে করে শ্রবণ।
কৃষ্ণপদে ভক্তি লাভ করে সেই জন॥
হরির দাসত্ব পায, মুক্তি লাভ হয।
জরা-মৃত্যু হ'তে তার নাহি কোন ভয॥
বিদূরিত হয় বিঘ্ন, শান্তি পায মনে।
অন্তিমে যাইবে সেই কৃষ্ণের ভবনে॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা সুধার সমান।
শ্রবণ করিলে হয় পরিতৃপ্ত প্রাণ॥
সব দুঃখ ঘুচে যায়, দূর হয ভয়।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি সুধাময॥
তাপদগ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে।
পুরাণ শ্রবণ কর বিশুদ্ধ অন্তরে॥
অসার সংসারে দিন বৃথা কাটে হায়।
ভুলিয়া রযেছে সবে বিষ্ণুর মাযায়॥

মোহনিদ্রা হ'তে সব কর জাগরণ।
একমনে ভজ ভাই শ্রীহরিচরণ॥
হরি সত্য ত্রিভুবনে, মিথ্যা সমুদয়।
কৃষ্ণনাম কর জীব সকল সময়॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হরি সনাতন।
ভক্তজনে অনুক্ষণ করেন রক্ষণ॥
যেই জন কৃষ্ণনাম লয় অনিবার।
এ তিন ভুবনে আছে কি ভয় তাহার॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● চতুর্বিংশ অধ্যায়

ধেনুক-বধ এবং ধেনুক-কৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র।

নারায়ণ বলে ওহে নারদ সুজন।
গিরিগোবর্দ্ধন কথা করিলে শ্রবণ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা খেলা অনন্ত অপার।
তাহার মহিমা বোঝে হেন সাধ্য কার॥
জানিবার আর কিছু থাকে যদি মনে।
জিজ্ঞাসা করহ সাধ মিটাব এক্ষণে॥
মনে মনে বন্দি তবে নারায়ণপদ।
সবিনয় বাক্যে বলে দেবর্ষি নারদ॥
দয়াময় প্রভু তুমি কৃপা পারাবার।
শুনিতে পাইনু কথা কৃপায় তোমার॥
ইন্দ্রের হবিয়া দর্প কৃষ্ণ জনার্দ্দন।
কি কার্য্য সাধেন বল প্রভু নারায়ণ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
একদিন গোচারণে যান সনাতন॥
মনসুখে বনমাঝে সঙ্গী সাথে ল'যে।
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে আনন্দিত হ'যে॥
ভ্রমিয়া বেড়ান সুখে বনের ভিতর।
সঙ্গী সাথীদের পূর্ণ আনন্দ অন্তর॥
যমুনার তীর ধরি ল'যে ধেনুদল।
খেলিতে খেলিতে তারা আসে তালতল॥
কেহ বা গাইছে গান, বাজায় বাঁশরী।
কেহ বা আনন্দে পড়ি দেয গড়াগড়ি॥
লুকাইছে কেহ কেহ খুঁজিছে তাহাকে।
অনুসরি ধেনু শব্দ হাম্বা বলি ডাকে॥
এইভাবে দ্বিপ্রহরে সূর্য্যের কিরণে।
প্রবল তৃষ্ণায ক্লান্ত গোপশিশুগণে॥
হেথা ছিল তালগাছে গোটা গোটা তাল।
তাহা দেখি মহানন্দে নাচে শিশুপাল॥
কেহ বা চড়িল গাছে, কেহ তাল ফেলে।
কেহ বা কুড়ায তাহা অতি কুতূহলে॥
সবে মিলি মহানন্দে তালফল খায।
ক্ষুধা তৃষ্ণা সকলের দূর হ'যে যায॥
বিরাট তালের বন সম্মুখেতে রয।
তথায় যাইতে কিন্তু মনে জাগে ভয॥
ধেনুক নামেতে এক দৈত্য ভয়ঙ্কর।
সেই তালবন রক্ষা করে নিরন্তর॥
পর্ব্বত-সমান তার কলেবর হয়।
কূপতুল্য সুগভীর তার নেত্রদ্বয॥
পর্ব্বত-গহ্বর-তুল্য বিস্তৃত বদন।
দন্তরাজি ভয়ঙ্কর বিকট-দর্শন॥
শত-হস্ত-পরিমিত লোলজিহ্বা তার।
কূপের সদৃশ নাভি ভীষণ-আকার॥
তালবন হেরি সেই বালকের দল।
মনের আনন্দে সবে করে কোলাহল॥
শ্রীকৃষ্ণেরে সম্বোধিয়া কহে সঙ্গিগণ।
শুন শুন প্রাণসখা মোদের বচন॥
পাড়িয়া আনিতে পারি পক্বফল যত।
তালবৃক্ষ ভাঙ্গিবারে পারি ইচ্ছামত॥
কিন্তু শুন প্রাণাধিক বনের ভিতরে।
ভয়ঙ্কর দৈত্য এক বন রক্ষা করে॥
ধেনুক তাহার নাম শুন প্রাণধন।
দেবের অজেয সেই অসুর ভীষণ॥
কংসের প্রধান মন্ত্রী সেই দৈত্য হয়।
প্রাণিগণে হিংসা করে সকল সময়॥

এক্ষণে কি করি মোরা কহ সনাতন।
যা কহিবে তাই মোরা করিব পালন ॥
কহিলেন সখাগণে তবে ভগবান্।
কি ভয় যাবৎ আমি আছি বর্ত্তমান ॥
নির্ভয়েতে সবে মিলি করহ গমন।
তাল ফল পাড়ি সবে করহ ভোজন ॥
কৃষ্ণের আদেশ পেযে সহচরগণ।
বৃক্ষের শিখরে সবে করে আরোহণ ॥
মনের আনন্দে সবে করে কোলাহল।
সবে মিলে বৃক্ষ হ'তে পাড়ে পক্কফল ॥
কেহ বৃক্ষ ভঙ্গ করে, কেহ নৃত্য করে।
কেহ বা চীৎকার করে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
তাল ফল সবে যবে করিছে গ্রহণ।
ছুটিযা আসিল দৈত্য ঝড়ের মতন ॥
চলন্ত পর্ব্বত সম বিরাট দর্শন।
উন্মত্ত হস্তীর মত করে গরজন ॥
লোহিত লোচনদ্বয অতি ভযঙ্কর।
বিকট দশনপংক্তি দেখি লাগে ডর ॥
মহাবলশালী দৈত্য গর্দ্দভ-আকার।
ছুটিযা আসিল ত্বরা করিযা হুঙ্কার ॥
দৈত্যের আকার হেরি সহচরগণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে করিল ক্রন্দন ॥
কোথা কৃষ্ণ ভগবান্, কোথা দামোদর।
আমাদেরে রক্ষা তুমি করহ সত্বর ॥
দৈত্য-হাতে আমাদের যায যে জীবন।
এস এস রক্ষা কর বিপদ্‌বারণ ॥
হে গোবিন্দ গোপীনাথ দীনবন্ধু হরি।
আমাদের রক্ষাতরে এস ত্বরা করি ॥
হে মাধব কোথা তুমি, কোথা নারায়ণ।
তুমি ভিন্ন বিপদেতে রক্ষে কোন্ জন ॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু এস সারাৎসার।
বিপদ্-সাগর হ'তে করহ উদ্ধার ॥
ভয়-ব্যাকুলিত আজি আমরা সকলে।
পড়িয়াছি ভয়ঙ্কর দৈত্যের কবলে ॥

দৈত্যের বিনাশ করি শ্রীমধুসূদন।
বিপদ্ হইতে সবে করহ রক্ষণ ॥
এইরূপে শিশুগণ কাঁদিছে যখন।
ছুটিয়া আসেন সেথা কৃষ্ণ সনাতন ॥
বলদেবে সাথে ল'যে আসি সে সময়।
ভয় নাই ভয় নাই সকলেরে কয ॥
সহসা কৃষ্ণেরে সেথা করিয়া দর্শন।
পুলকিত হ'ল যত সহচরগণ ॥
ভয় পরিহার করি যত শিশুদল।
মনের আনন্দে সবে করে কোলাহল ॥
অনন্তর বলদেবে করি সম্বোধন।
সুমধুর স্বরে কহে কৃষ্ণ সনাতন ॥
শুন আর্য্য বলদেব, কহি অতঃপর।
বলিরাজ-পুত্র এই দৈত্য ভযঙ্কর ॥
সাহসিক নাম পূর্ব্বে আছিল তাহার।
দুর্ব্বাসার শাপে হয গর্দ্দভ-আকার ॥
ইহারে এক্ষণে আমি করিব নিধন।
শিশুগণে তুমি আজি করহ রক্ষণ ॥
বলরাম শ্রীকৃষ্ণের বচন শুনিযা।
রক্ষাতরে শিশুগণে যায় দূরে নিযা ॥
যেইমাত্র শিশু সহ যায বলরাম।
আচম্বিতে দৈত্যরাজ আসে সেই ঠাম ॥
মহাবলশালী দৈত্য ভীষণ দর্শন।
কৃষ্ণেরে দেখিযা করে রোষে আস্ফালন ॥
চরণে মৃত্তিকা খোঁড়ে, করে ঘোর রব।
অবনতশিরে আসে অসুর গর্দ্দভ ॥
মহাবেগে ধায় সেই ভীষণ অসুর।
কৃষ্ণ বধিবারে ছোটে ভর দিয়া খুর ॥
রোষে জ্বলে দুই চক্ষু অগ্নির সমান।
তাহাকে দেখিযা বলে কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
দুরাত্মা অসুর ওরে শোন পাপমতি।
কপালে আছে রে তোর অনেক দুর্গতি ॥
ঋষি-শাপে পেলি তুই গর্দ্দভ-আকার।
আমার সকাশে আসি লভিবি সংহার ॥

বৃথা আস্ফালন তোর ঘুচাব এখন।
করিবে কে রক্ষা তোরে নাহি হেন জন ॥
অহঙ্কারমদে তুই মত্ত অতিশয়।
এখনি ঘুচিবে তাহা নাহিক সংশয় ॥
এত যদি বলে কৃষ্ণ অসুর ধেনুক।
সম্মুখে চলিয়া আসে ফুলাইয়া বুক ॥
কৃষ্ণেরে উদ্দেশ্য করি বলে পাপাচারী।
ঘুচাব তোমার লীলা গোকুলবিহারী ॥
আমার রক্ষিত বনে তোমার প্রবেশ।
জনমের মত আজি হইবেক শেষ ॥
কতকাল ধরি এই তালবন মাঝে।
সাধ্য নহে কোন জীব হেথায় বিরাজে ॥
সঙ্গীদল সহ তুমি আইলে হেথায়।
নিশ্চিত জানিবে তাহা না যাবে বৃথায় ॥
দীর্ঘকাল পরে পাই সুখাদ্য এমন।
কচি কচি গোপশিশু রসনা-লোভন ॥
ভয়েতে অন্যান্য জীব হেথায় না আসে।
মোর নাম শুনিলেই মরিবেক ত্রাসে ॥
দেব নর গন্ধর্ব্বাদি কোন প্রাণধারী।
হেথায় আসিলে আমি নিশ্চিত সংহারি ॥
তুমি হেথা সঙ্গী ল'য়ে খাও তালফল।
অবিলম্বে বুঝিবেক্ কৃতকর্ম্ম-ফল ॥
এত বলি দৈত্যবর শ্রীকৃষ্ণে ধরিল।
কৃষ্ণ তার হাত ছাড়ি মুকতি লভিল ॥
আর বার আসে দৈত্য হুঙ্কারি বিক্রমে।
কৃষ্ণ তারে ভূমে ফেলে অতি পরাক্রমে ॥
মাটিতে ফেলিয়া তারে করে নিপীড়ন।
দুইজনে আরম্ভিল অতি ঘোর রণ ॥
সহসা ধেনুক উঠি প্রবল বেগেতে।
আকস্মিক আক্রমণে ফেলে নন্দসুতে ॥
প্রস্তুত হইতে তাকে না দিয়া সময়।
গর্দ্দভ আকৃতি দৈত্য অতি রোষময় ॥
অনন্তর দানবেন্দ্র অতি ক্রোধ-ভরে।
অগ্নিশিখা-সম আসি কৃষ্ণে গ্রাস করে ॥

ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত কৃষ্ণ ভগবান্।
তাঁরে গ্রাস করি আজ যায় বুঝি প্রাণ ॥
উগ্রতেজে দগ্ধপ্রায় হ'য়ে দৈত্যবর।
উদ্গার করিয়া তাঁরে ফেলিল সত্বর ॥
উদ্গীর্ণ শ্রীসনাতনে করিয়া দর্শন।
বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে দানব তখন ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত আসে স্মৃতিপথে তার।
কৃষ্ণেরে ঈশ্বর বলি জানিল এবার ॥
অনন্তর দানবেন্দ্র অতি ভক্তি-ভরে।
স্তবন করিল সেই পরম ঈশ্বরে ॥
তুমি প্রভু দয়াময় কি কহিব আর।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
বামনের মূর্ত্তি তুমি করিয়া ধারণ।
মোর পিতা বলিরাজে করিলে দমন ॥
সবার ঈশ্বর তুমি পতিতপাবন।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হও অনুক্ষণ ॥
দুর্ব্বাসার শাপে মোর গর্দ্দভ-আকার।
শীঘ্র প্রভু তুমি মোরে করহ সংহার ॥
দুর্ব্বাসা মুনির বাক্যে শুন সনাতন।
তোমার হস্তেতে মোর হইবে নিধন ॥
জগতের নাথ তুমি কৃপা-অবতার।
সুদর্শন চক্রদ্বারা করহ সংহার ॥
আমারে উদ্ধার তুমি কর সনাতন।
আমারে সদগতি দাও শ্রীমধুসূদন ॥
বরাহের রূপে কর ধরারে উদ্ধার।
হিরণ্যাক্ষ দৈত্যে বধ করিলে আবার ॥
ভক্ত প্রহ্লাদেরে তুমি করিতে রক্ষণ।
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে করিলে নিধন ॥
বেদের উদ্ধার কর মীন অবতারে।
অনন্তে আশ্রয় দিলে কূর্ম্মের আকারে ॥
তব অংশে জন্ম লয় অনন্ত মহান্।
বিশ্বের আধাররূপে করে অবস্থান ॥
জানকী-উদ্ধার তরে তুমি সনাতন।
রামরূপে দশাননে করিলে নিধন ॥

পরিপূর্ণতম তুমি কৃষ্ণ ভগবান্।
সবাকার বীজরূপে কর অবস্থান॥
তুমি নিত্য তুমি সত্য তুমি অদ্বিতীয়।
তুমি শান্ত তুমি শ্রেষ্ঠ অনির্ব্বচনীয়॥
যশোদার প্রাণধন তুমি সনাতন।
নন্দের নন্দন তুমি গোপিকা-জীবন॥
রাধিকার প্রাণাধিক তুমি নিরন্তর।
অযোনিসম্ভব তুমি পরম ঈশ্বর॥
বসুদেবপুত্ররূপে করি আগমন।
নিরন্তর করিতেছ ভূভার-হরণ॥
দৈবকীর দুঃখ তুমি করিলে মোচন।
কেমনে মহিমা তব করিব কীর্ত্তন॥
কৃপানিধি কৃপাসিন্ধু তোমার কৃপায়।
পূতনা রাক্ষসী শেষে মাতৃগতি পায়॥
বক কেশী প্রলম্বেরে করিলে উদ্ধার।
আমারে উদ্ধার তুমি কর এইবার॥
সুপ্রসন্ন হও প্রভু হে রাধিকানাথ।
তোমার চরণে আমি করি প্রণিপাত॥
তুমি প্রভু গুণাতীত, তুমি স্বেচ্ছাময়।
সকল ভক্তের তুমি দূর কর ভয়॥
পূর্ণব্রহ্মরূপী তুমি কৃষ্ণ সুমোহন।
ভূভার হরণ তরে তব আগমন॥
গোলোকের নাথ তুমি কৃষ্ণ জনার্দ্দন।
বৈকুণ্ঠের পতি তুমি হরি নারায়ণ॥
জন্ম নিলে ভগবান্ বসুদেব-ঘরে।
নন্দের ভবনে হরি গেলে তুমি পরে॥
মায়াবলে মাতৃগর্ভ বায়ুপূর্ণ করি।
বসুদেব-ঘরে হ'লে আবির্ভূত হরি॥
অযোনিসম্ভব তুমি কৃষ্ণ দয়াময়।
যুগে যুগে নামভেদ বর্ণভেদ হয়॥
প্রথমে ধরিলে তুমি শুভ্র কলেবর।
রক্তবর্ণ দেহ তুমি ধর অতঃপর॥
তারপর পীতবর্ণ ধরিলে শ্রীহরি।
বর্ত্তমানে আসিলে গো কৃষ্ণবর্ণ ধরি॥

পরিপূর্ণ ব্রহ্ম তুমি নাহিক সংশয়।
একবার তব নামে পুণ্য ফলোদয়॥
কৃষ্ণনাম স্মরিলে ও করিলে শ্রবণ।
কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ হয় বিনাশন॥
কৃষ্ণনাম সুমধুর সুমঙ্গলময়।
এই নামে লভে মুক্তি জীব সমুদয়॥
সকলের সারভূত এই কৃষ্ণনাম।
ভক্তি আর দাস্যপ্রদ হয় অবিরাম॥
যেই স্থানে হয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণের কিঙ্কর সেথা করে আগমন॥
সুরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর।
অনন্ত ইত্যাদি তোমা ভজে নিরন্তর॥
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা।
লক্ষ্মী সরস্বতী যাঁরে করেন বন্দনা॥
স্থূল হ'তে স্থূলতর শরীর যাঁহার।
লোমকূপে স্থিত যাঁর এ বিশ্ব-সংসার॥
সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম করে যেই জন।
অবশ্য ঘুচিবে তার ভবের বন্ধন॥
অপার নামের গুণ নাহি তার সীমা।
পঞ্চানন গান করে নামের মহিমা॥
দৈত্যরিপু পীতাম্বর দৈবকীনন্দন।
অচ্যুত সর্ব্বেশ হরি বিষ্ণু সনাতন॥
সর্ব্বাধার সর্ব্বগতি রাধিকারমণ।
রাধাকান্ত রাধানাথ রাধিকা-জীবন॥
পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম রাধা প্রাণেশ্বর।
গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ সর্ব্বরূপধর॥
গর্দ্দভের জন্ম হ'তে মুক্তি কর দান।
আমার সদগতি তুমি কর ভগবান্॥
আমি অতি হীনমতি, অতি পাপাশয়।
আমারে উদ্ধার তুমি কর দয়াময়॥
আমি তব ভক্ত পুত্র কি কহিব আর।
কৃপা করি মোরে তুমি করহ উদ্ধার॥
যাঁহারে বর্ণিতে নারে বেদ-সমুদয়।
যাঁর স্তবে ব্রহ্মা আদি সমর্থ না হয়॥

মুনীন্দ্র সকল যাঁরে বর্ণিবারে নারে।
কেমন করিয়া আমি বর্ণিব তাঁহারে॥
মোর অভিলাষ পূর্ণ কর দয়াময়।
পুনরায় যেন মোর জন্ম নাহি হয়॥
ব্রহ্মা আদি তব স্তব করে নিরন্তর।
মোর স্তব তাব কাছে অতি হাস্যকর॥
পরম ঈশ্বর যিনি কৃপা-অবতার।
যোগ্য ও অযোগ্য সব সমান তাঁহার॥
এই স্তব করি দৈত্য করে অবস্থান।
সন্তুষ্ট হইযা হাসে কৃষ্ণ ভগবান্॥
দৈত্যকৃত এই স্তোত্র যে করে পঠন।
সেই জন হরিভক্ত হয় আজীবন॥
সালোক্য প্রভৃতি মুক্তি সেই জন পায়।
বিদ্যালাভ হয তার বিঘ্ন দূরে যায॥
সুকবিত্ব লাভ করে সদা সেই জন।
পুত্র আর যশ লাভ করে অনুক্ষণ॥
হরির দাসত্ব পায স্মৃতি লাভ হয়।
জরা মৃত্যু হ'তে তার নাহি কোন ভয॥
ভক্তিভরে এই স্তব যে করে পঠন।
শোক মোহ হ'তে মুক্তি পায সেই জন॥
ইহকালে সেই জন শান্তি পায মনে।
অন্তিমে যাইবে সেই কৃষ্ণের ভবনে॥
দৈত্যের স্তবন শুনি ভাবে সনাতন।
কেমনে ভক্তেরে আমি করিব নিধন॥
স্তবকারী হরিভক্ত যেই জন হয।
তাহারে নিধন কবা যুক্তিযুক্ত নয়॥
তবে যদি কটুবাদী হয কোন জন।
তাহাবে বধিলে দোষ না হয কখন॥
সহসা হইল দৈত্য আপনা বিস্মৃত।
দুষ্টা সরস্বতী হয় কণ্ঠে উপনীত॥
হতবুদ্ধি হ'যে দৈত্য আরক্ত নযনে।
হরিরে সম্বোধি কহে কঠোর বচনে॥
অরে অরে নরশিশো অরে দুষ্টমতি।
যমের ভবনে তোরে পাঠাব সম্প্রতি॥

মরিবার অভিলাষ হইযাছে তোর।
তাই তুই পড়েছিস্ কবলেতে মোর॥
পুনরায গৃহে ফিরি নাহি যাবি আর।
অবে অরে দুষ্ট তোরে করিব সংহার॥
কংস জরাসন্ধ নহে সমান আমার।
মম তুল্য কেহ নাই বিশ্বের মাঝার॥
মোর ভযে প্রকম্পিত হয দেবগণ।
ভূমণ্ডলে কেবা আছে আমাব মতন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি দেবতা যাহারা।
আমার নিধনে নহে সক্ষম তাহারা॥
কি কারণে আজি তোর এত অহঙ্কাব।
কেন বা আসিলি এই বনের মাঝার॥
কমনীয কান্তি তব অতি সুদর্শন।
কি কারণে দিবি আজ প্রাণ-বিসর্জ্জন॥
তোরে না ছাড়িব আজ ওরে দুষ্ট খল।
নিজের কার্য্যের পাবি সমুচিত ফল॥
এই কথা বলি দৈত্য কৃষ্ণেরে তুলিযা।
নিক্ষেপ করিল মহাবলে ঘুরাইযা॥
ভূমিতে পড়িলা যবে কৃষ্ণ অকস্মাৎ।
বিষাণের দ্বাবা তাঁরে করিল আঘাত॥
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-স্পর্শে ভাঙ্গিল বিষাণ।
কৃষ্ণেরে গিলিতে দৈত্য হয আগুযান॥
চর্ব্বণ করিতে কৃষ্ণে সমুদ্যত হয।
মড়্ মড়্ শব্দে ভাঙ্গে দন্ত-সমুদয॥
কৃষ্ণতেজে দগ্ধপ্রায় বদন তাহার।
যাতনায় অবিলম্বে করিল উদগার॥
কোপভরে থর থর কাঁপে দৈত্যবর।
মুহুর্মুহুঃ আর্ত্তনাদ করে ভয়ঙ্কর॥
মৃত্তিকা খনন করে চরণে তাহার।
লাঙ্গুল ঘূর্ণন দৈত্য করে বারবার॥
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গিগণ ছিল যেই স্থানে।
কুপিত হইযা দৈত্য যায় সেইখানে॥
দৈত্যেরে আসিতে দেখি যত শিশুগণ।
ভীত হ'য়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে করে পলায়ন॥

বলদেবে হেরি দৈত্য করিল আঘাত।
বলদেব মস্তকেতে করে মুষ্ট্যাঘাত॥
মুষ্টির প্রহার খেয়ে দৈত্যেন্দ্র তখন।
আর্ত্তনাদ করি সেথা হয অচেতন॥
চেতনা লভিয়া পুনঃ কৃষ্ণ-কাছে যায়।
কৃষ্ণ তাঁরে মুষ্ট্যাঘাত করে পুনরায়॥
সহিতে না পারে দৈত্য মুষ্টির প্রহার।
ভয়ে ভয়ে মল-মূত্র করে পরিহার॥
তারপর ভীমবেগে কৃষ্ণেরে তুলিয়া।
সজোরে ভূমির 'পরে ফেলে নিক্ষেপিয়া॥
অনন্তর তালবৃক্ষ করি উৎপাটন।
দৈত্যেরে প্রহার করে কৃষ্ণ সনাতন॥
তালবৃক্ষ আঘাতেতে কিছু নাহি হয়।
দৈত্যের তাহাতে নাহি হয পরাজয॥
গোবর্দ্ধন উৎপাটিয়া শ্রীকৃষ্ণ তখন।
মহাবলে দৈত্য'পরে করিল ক্ষেপণ॥
অতিবেগে শৈলরাজ পড়ে দৈত্য'পরে।
মূর্চ্ছিত হইয়া দৈত্য পড়িল সত্বরে॥
পর্ব্বতের চাপে করে রুধির বমন।
থর থর অঙ্গ তার কাঁপিল তখন॥
পুনরায় দৈত্যরাজ লভিয়া চেতন।
গোবর্দ্ধন পর্ব্বতেরে করে নিক্ষেপণ॥
তারপর মহাবেগে ছুটিযা আবার।
কৃষ্ণেরে বেষ্টন করে মহাবলাধার॥
হরিরে মস্তকে তুলি দৈত্য অতঃপর।
অনেক যোজন ঊর্দ্ধে উঠিল সত্বর॥
অন্তরীক্ষ-মাঝে হয় ঘোরতর রণ।
ভয়ঙ্কর সেই রণ না যায় বর্ণন॥
এইরূপে ঘোর রণ করি অনিবার।
দুইজনে আসে পুনঃ পৃথিবী-মাঝার॥
অনন্তর দানবেন্দ্রে করি সম্বোধন।
মৃদু মৃদু হাস্য করি কহে সনাতন॥
শুন শুন দানবেন্দ্র আমার বচন।
সার্থক জনম তব সফল জীবন॥
বলির নন্দন তুমি ভক্তের সন্তান।
তোমারে নির্ব্বাণ আমি করিব প্রদান॥
আমার দর্শন সদা নির্ব্বাণ-কারণ।
মঙ্গলের বীজ তাহা হয অনুক্ষণ॥
আমার দর্শন তুমি লভিলে যখন।
মনোহর স্থানে তুমি করিবে গমন॥
এই কথা কৃষ্ণ দৈত্যে বলিল যখন।
সুদর্শন চক্র সেথা করে আগমন॥
কোটি-সূর্য্য-সম দীপ্ত অতি জ্যোতির্ম্ময।
সেই চক্র হাতে লয় কৃষ্ণ দয়াময॥
তারপর সেই চক্রে হরি সনাতন।
অনায়াসে দৈত্যমুণ্ড করিল ছেদন॥
দৈত্যের বিচ্ছিন্ন মুণ্ড হ'তে অতঃপর।
শতসূর্য্য সম তেজ উঠে মনোহর॥
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম করিয়া দর্শন।
দানবেন্দ্র মোক্ষলাভ করিল তখন॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে অতি সুমধুর।
পারিজাত পুষ্পবৃষ্টি হইল প্রচুর॥
স্বর্গমাঝে আনন্দিত হয দেবগণ।
অপ্সরারা নৃত্য গীত করে অনুক্ষণ॥
সুমধুর গান গায় গন্ধর্ব্ব সকল।
মুনিগণ হয় সবে আনন্দে বিহ্বল॥
ধেনুক অসুর যবে হইল নিধন।
কৃষ্ণের নিকটে আসে সহচরগণ॥
নৃত্য গীত করে যত বালকেরা সব।
বলরাম শ্রীকৃষ্ণেরে করিলেন স্তব॥
তালফল সবে মিলি করিয়া ভোজন।
নিজ নিজ ভবনেতে করিলা গমন॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি সুধাময।
শ্রবণেতে বিদূরিত হয় বিঘ্ন ভয॥
তাপদগ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে।
পুরাণ শ্রবণ কর প্রফুল্ল অন্তরে॥
যেই জন ভক্তিভরে করিবে শ্রবণ।
এই ধরাধামে ধন্য হয় সেই জন॥

অসার সংসারে দিন বৃথা কেটে যায়।
ভুলিয়া রয়েছে জীব বিষ্ণুর মায়ায়॥
মোহনিদ্রা হ'তে সবে কর জাগরণ।
ভক্তিসহকারে স্মর কৃষ্ণের চরণ॥
হরি সত্য ত্রিভুবনে, মিথ্যা সমুদয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব সকল সময়॥
কৃষ্ণনাম স্মরিলে ও করিলে স্মরণ।
কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ হয় বিনাশন॥
কৃষ্ণনাম সুমধুর সুমঙ্গলময়।
এই নামে মুক্তি লভে জীব-সমুদয়॥
সকলের সারভূত এই কৃষ্ণনাম।
ভক্তি আর দাস্যপ্রদ হয় অবিরাম॥
শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড যে শুনিবে কাণে।
অনবদ্য ভক্তিরস উছলিবে প্রাণে॥
যেই জন কৃষ্ণনাম লয় অনিবার।
ত্রিভুবনে আছে আর কি ভয় তাহার॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা সুধার সমান।
শ্রবণ করিলে হয় পরিতৃপ্ত প্রাণ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● পঞ্চবিংশ অধ্যায়

প্রসঙ্গানুসারে তিলোত্তমা ও বলিপুত্রের ব্রহ্মশাপ-বিবরণ।

নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ।
বিচিত্র কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ॥
বলিপুত্র গর্দ্দভত্ব প্রাপ্ত কেন হয়।
তাহার কারণ মোরে কহ দয়াময়॥
কেন শাপ দান করে দুর্ব্বাসা প্রবর।
কোন্ অপরাধ করে দানব-ঈশ্বর॥
জানিতে বাসনা মোর সে সব কারণ।
কৃপা করি সব কথা কহ ভগবন্॥
কোন্ পুণ্যবলে দৈত্য হইল উদ্ধার।
জানিবারে হইতেছে বাসনা আমার॥
সন্দেহভঞ্জনকারী তুমি দয়াময়।
বিস্তারিয়া কহ মোরে সমস্ত বিষয়॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন যোগিরাজ।
পুরাতন ইতিহাস কহিতেছি আজ॥
ধর্ম্মমুখে যাহা আমি করিনু শ্রবণ।
তোমার নিকটে তাহা করিব বর্ণন॥
যে কল্পের কথা আমি কহিতেছি আজ।
সেই কল্পে ছিলে তুমি গন্ধর্ব্বের রাজ॥
শ্রীউপবর্হণ এই ছিল তব নাম।
সুন্দর যুবক ছিলে নয়নাভিরাম॥
অনন্ত যৌবন তব ছিল চমৎকার।
পঞ্চাশ কামিনী সাথে করিতে বিহার॥
কামিনী সকলে ছিল অতি রূপবতী।
নিরন্তর ছিল তারা কামাতুরা অতি॥
না করিত কভু তব সঙ্গ পরিহার।
দিবানিশি সাথে সাথে রহিত তোমার॥
না সহিত কভু তাহা তোমার বিরহ।
ছায়া-সম বিরাজিত সদা তব সহ॥
পুষ্পের উদ্যানে আর নির্জ্জন কাননে।
পর্ব্বতগুহার মাঝে মনোহর বনে॥
প্রাণিশূন্য শ্মশানেতে তটিনীর তটে।
সুরম্য কাননে আর কুঞ্জের নিকটে॥
কামবাণে প্রপীড়িত হ'যে নারীগণ।
তব সনে নানা ভাবে করিত রমণ॥
বিধাতার শাপে পরে শুন তপোধন।
দৈবের বিপাকে হ'লে দাসীর নন্দন॥
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট শেষে করিয়া ভোজন।
বৈষ্ণবপ্রবররূপে জন্মিলে এখন॥
ধূর্জ্জটির প্রিয় শিষ্য হইয়াছ আজ।
ব্রহ্মপুত্ররূপে তুমি করিছ বিরাজ॥
সেই কল্পকথা আমি করিব বর্ণন।
বিচিত্র কাহিনী তাহা শুন দিয়া মন॥
সাহসিক নামে ছিল বলির তনয়।
সুন্দর সুধীর তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়॥

বীরত্বে তাহার তুল্য কোন জীব নয়।
তার কাছে দেবগণ পরাজিত হয়॥
একদা দেবতাগণে করি পরাজিত।
গন্ধমাদনেতে আসি হয় উপনীত॥
চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গে পুলকিত মনে।
একদা বসিয়া আছে রত্ন-সিংহাসনে॥
সহসা সে পথ দিয়া অতি মনোরমা।
অপ্সরাগণের শ্রেষ্ঠা যায় তিলোত্তমা॥
সুন্দর চম্পকসম বরণ তাহার।
সর্ব্ব অঙ্গে বিভূষিত রত্ন-অলঙ্কার॥
কামবাণে ব্যাকুলিত তার দেহ মন।
গজেন্দ্র-গমনে নারী করিছে গমন॥
শরতের চন্দ্রসম বদনমণ্ডল।
নাসিকায় গজমুক্তা শোভিছে উজ্জ্বল॥
পরিধানে দিব্য বস্ত্র অতি চমৎকার।
কটাক্ষ নয়নে নারী চাহে বারংবার॥
নবীনা যুবতী নারী অতি রূপবতী।
মৃদু মৃদু হাস্য করে পুলকেতে অতি॥
বায়ুতে সরিয়া যায় বক্ষের বসন।
সাহসিক স্তন তার করিল দর্শন॥
মনোহর উরু তার হেরি সে সময়।
সহসা বলির পুত্র মূর্চ্ছাপন্ন হয়॥
কামাতুর সাহসিকে করিয়া দর্শন।
কটাক্ষ নয়ন হানে যুবতী তখন॥
কামুকী ক্রীড়ার তরে চন্দ্রলোকে যায়।
পথিমাঝে সাহসিকে দেখিবারে পায়॥
বলির নন্দনে সেথা করিয়া দর্শন।
চন্দ্রলোকে যেতে তার নাহি চায় মন॥
কামাতুরা বিলাসিনী হাস্য-সহকারে।
বলির নন্দন পানে চাহে বারে বারে॥
কখন হানিছে নারী কটাক্ষ নয়ন।
বস্ত্রদ্বারা কভু মুখ করে আচ্ছাদন॥
কামবাণে সর্ব্ব অঙ্গ পুলকিত হয়।
কণ্ডূয়নযুক্ত যোনি হয় সে সময়॥

আসক্ত হইয়া সেথা বলিপুত্র প্রতি।
অনায়াসে শশধরে ভুলিল যুবতী॥
পুংশ্চলী যাহারা হয় তাহাদের মন।
অতীব দুৰ্জ্জেয় হয় শুন তপোধন॥
যেই জন পুংশ্চলীরে করিবে বিশ্বাস।
অবশ্যই সে জনের হবে সর্ব্বনাশ॥
বিধাতার বিড়ম্বিত হয় সেই জন।
বিনষ্ট হইবে তার আত্মীয় স্বজন॥
তৎপরা কুলটা সদা স্বকার্য্য-সাধনে।
অভিরুচি নাহি তার রহে পুরাতনে॥
প্রিয় বা অপ্রিয় কিছু তার কাছে নাই।
শৃঙ্গারসুখেতে তুষ্টা থাকে সর্ব্বদাই॥
স্বামী পুত্র বন্ধু কাছে রহে সে কপট।
গোপনে সে যায় উপপতির নিকট॥
রতিশাস্ত্রবিশারদ হয় যেই জন।
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সেই হয় অনুক্ষণ॥
সকলের স্থান আছে এ সংসার-মাঝে।
কুলটার স্থান কভু নাহিক সমাজে॥
এ জগতে যেই নারী কুলটা অসতী।
নরঘাতী হ'তে সেই ভয়ঙ্কর অতি॥
ভোগ-শেষে সকলেই পাইবে উদ্ধার।
এ জগতে অসতীর গতি নাহি আর॥
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য বর্ত্তমান রয়।
ততদিন কুলটার গতি নাহি হয়॥
নূতন রতিজ্ঞ জনে পাইলে অসতী।
অনায়াসে ত্যাগ করে পুরাতন পতি॥
যত কিছু পাপ আছে ত্রিভুবন-মাঝে।
অসতী নারীর মাঝে সমস্ত বিরাজে॥
কুলটার অন্ন যেই করিবে ভোজন।
অবশ্যই করিবে সে নরকে গমন॥
কুলটা নারীর অন্ন বিষ্ঠাতুল্য হয়।
মূত্রতুল্য জল হয় সকল সময়॥
যাত্রাকালে অসতীরে করিলে দর্শন।
সেই যাত্রা সিদ্ধ নাহি হয় কদাচন॥

কুলটার জন্ম বৃথা এ জগৎ-মাঝে।
তাহারা কদাপি নাহি লাগে কোন কাজে॥
স্নান দান জপ তপ দেবপূজা ব্রত।
তাহারা করিলে হয় নিষ্ফল সতত॥
কহিলাম তব কাছে কুলটা-বিষয়।
এক্ষণে প্রকৃত কথা শুন মহাশয়॥
তিলোত্তমা অপ্সরারে করিয়া দর্শন।
কামে জর্জ্জরিত হয় বলির নন্দন॥
মত্ত হ'যে সাহসিক তার কাছে যায়।
অপ্সরা আপন মুখ ঢাকিল লজ্জায়॥
বস্ত্রের আড়াল হ'তে বক্রদৃষ্টি হানে।
সতৃষ্ণনয়নে চাহে সাহসিক পানে॥
বলিপুত্র অপ্সরারে করি সম্বোধন।
মৃদু মৃদু বচনেতে কহিল তখন॥
কহ লো রূপসি, তুমি কাহার কামিনী।
কোথায় গমন কর গজেন্দ্রগামিনী॥
ভুবনমোহন রূপ হেরি যে তোমার।
কার লাগি তুমি আজ কর অভিসার॥
কহ কহ কেবা সেই ভাগ্যবান্ জন।
যার লাগি তুমি আজ করিছ গমন॥
শুন শুন রূপবতি, আমার বচন।
তব ভৃত্যরূপে মোরে করহ গ্রহণ॥
রতিরূপ পণ্য দিয়া যদি ইচ্ছা হয়।
কামাতুর কিঙ্করেরে কর তুমি ক্রয়॥
শৃঙ্গার-লোলুপা তুমি শুন রূপবতি।
কামে জর্জ্জরিত আমি হইয়াছি অতি॥
এস এস বিনোদিনি চিন্তা কেন আর।
আমার সহিত এস করিবে শৃঙ্গার॥
অতি সুখকর হবে মোদের মিলন।
বিধিব নির্ব্বন্ধ ইহা মঙ্গল-কারণ॥
সহাস্য বদনে তুমি মৃদু বাক্য কও।
নির্জ্জন প্রদেশে মোরে বক্ষে তুলে লও॥
শুন শুন প্রিয়তমে আমার বচন।
ভুজলতা দিয়া মোরে করহ বন্ধন॥
উরুরূপ আসনেতে আমারে বসাও।
সুকঠিন স্তন তব আমারে দেখাও॥
জর্জ্জরিত কর মোরে নয়নের বাণে।
পরিতৃপ্ত কর তব আলিঙ্গন দানে॥
কামরূপ সর্প মোরে করিল দংশন।
তোমার স্পর্শনে কর নীরোগ এখন॥
অধরের সুধা তুমি মোরে কর দান।
চুম্বনে চুম্বনে মোর তৃপ্ত কর প্রাণ॥
হেরিতে তোমার ওই নাভি সুগভীর।
আমার পরাণ আজি হইল অস্থির॥
শ্রোণিদ্বয় হেরিবারে বাসনা আমার।
ত্রিবলি দর্শন মন চাহে অনিবার॥
শরতের চন্দ্রসম তোমার বদন।
মধ্যাহ্ন পদ্মের সম যুগল নয়ন॥
ভুবনমোহন রূপ হেরিয়া তোমার।
কামবাণে ব্যাকুলিত হৃদয় আমার॥
শৃঙ্গার করিয়া দান বাঁচাও পরাণ।
সুন্দরী কামিনী তুমি জীবন সমান॥
বিলম্ব করিয়া যদি হর তুমি কাল।
নিশ্চয় জানিবে ইহা হ'বে মম কাল॥
যদি মম কামতৃষ্ণা তৃপ্ত নাহি হয়।
হইবে আমার তবে জীবন সংশয়॥
নরহত্যা পাপভাগী নিশ্চিত হইবে।
সে পাপের ফল তুমি অবশ্য ভুগিবে॥
সাহসিক এইরূপ কহিল যখন।
কামাতুরা তিলোত্তমা কহিল তখন॥
শুন শুন প্রাণাধিক বলির কুমার।
তব সম রূপবান্ নাহি দেখি আর॥
রূপবান্ গুণবান্ ধর্ম্মপরায়ণ।
শৃঙ্গার-নিপুণ তুমি হও বিলক্ষণ॥
কামশাস্ত্র-বিশারদ তুমি অদ্বিতীয়।
প্রমদাগণের তুমি হও প্রার্থনীয়॥
যে যুবক হয় সদা সুবেশ সুন্দর।
শান্ত কমনীয় যেই হয় নিরন্তর॥

অরোগী শৃঙ্গারপটু হয় যেই জন।
ধর্ম্মিষ্ঠ বলিষ্ঠ সাধু হয় অনুক্ষণ॥
তাহাদিগে নারীগণ পতিরূপে চায়।
নারীর মনের কথা কহিনু তোমায়॥
তোমাতে বিরাজ করে গুণ-সমুদয়।
নারীদের প্রিয় তুমি সকল সময়॥
তোমারে পতির রূপে যেই নাহি চায়।
সে নারী রমণসুখ কভু নাহি পায়॥
কিন্তু যেই দিন যারে করিব কামনা।
সেই দিন সেই স্বামী পূরাবে বাসনা॥
অন্যে নাহি ভজি আমি শাস্ত্রের বিচারে।
দয়া করি ক্ষম দেব আজিকে আমারে॥
নতুবা পাতকভাগী হইব নিশ্চয়।
জান তুমি সর্ব্ব শাস্ত্র অন্যথা না হয়॥
আজি আমি চন্দ্রদেবে করেছি বরণ।
চলিয়াছি তার সাথে করিতে রমণ॥
চন্দ্রগৃহ হ'তে আমি ফিরিব যখন।
তোমার সন্তোষ আমি করিব সাধন॥
চন্দ্র তরে তাড়াতাড়ি চলিয়াছি আমি।
তাহার কামিনী আজ তিনি মোর স্বামী॥
চন্দ্র দ্বারা যেই নাহি হয় আলিঙ্গিতা।
এ জগতে মূঢ়া বলি হয় পরিচিতা॥
মদন শশাঙ্ক ইন্দ্র আদি দেবগণ।
যে সব নারীরে নাহি করে আলিঙ্গন॥
রতিরসে সেই নারী বঞ্চিতা সদাই।
দুঃখিনী তাদের সম এ জগতে নাই॥
তাঁহাদের কথা আমি সদা চিন্তা করি।
তাঁদের কামনা করি দিবানিশি ধরি॥
রতিকার্য্যে কামদেব দক্ষ অতিশয়।
তার তুল্য রতিপটু আর কেহ নয়॥
চন্দ্রের শৃঙ্গার আর তার আলিঙ্গন।
সুধা হ'তে মনোহর হয় সর্ব্বক্ষণ॥
তাঁর প্রতি মন মোর আসক্ত সদাই।
চন্দ্রের নিকটে আমি চলিযাছি তাই॥

অপ্সরার এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মৃদু হাস্যে সাহসিক কহিল তখন॥
শুন শুন তিলোত্তমে বচন আমার।
অপরূপ সৃষ্টি তুমি হও বিধাতার॥
অপ্সরা-মাঝারে তুমি সুচতুরা অতি।
রসিকা ঈশ্বরী তুমি রসিকা যুবতী॥
সুন্দ আর উপসুন্দ বিনাশের তরে।
যত্নসহকারে বিধি তোমা সৃষ্টি করে॥
পরিজ্ঞাত আছ তুমি সকল বিষয়।
জানি জানি বুদ্ধিমতী তুমি অতিশয়॥
তোমাদের মনোভাব যাহা কিছু আছে।
সেই গোপনীয় কথা কহ মোর কাছে॥
তোমাদের প্রিয়তম হয় কোন্ জন।
সেই কথা মোরে আজ কর নিবেদন॥
সকলের প্রাণতুল্যা তুমি অতিশয়।
তাঁহার মাঝারে কেবা শ্রেষ্ঠ তব হয়॥
শুনিযা তাহার বাক্য হাসিয়া তখন।
তিলোত্তমা লাজে মুখ করে আচ্ছাদন॥
তারপর বলিপুত্রে ধীরে ধীরে কয়।
গোপনীয় কথা কহি শুন মহাশয়॥
বেদান্তের অন্ত পায সুধী-সমুদয়।
কুলটার অন্ত মেলা শক্ত অতিশয়॥
বৃদ্ধ পতি হয় যদি ধনবান্ অতি।
তথাপি তাহারে নাহি চাহিবে অসতী॥
দরিদ্র যুবক যদি হয় সুদর্শন।
তার প্রতি অসতীর ধায সদা মন॥
কদাপি সুন্দর যুবা করিলে দর্শন।
পুংশ্চলী উন্মত্তা হয় রতির কারণ॥
কণ্ডূয়নযুক্ত যোনি হয় অনিবার।
স্থির হ'যে রহিবারে নাহি পারে আর॥
সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপে তার মদনের বাণে।
অনিমেষ নযনেতে চাহে তার পানে॥
জনহীন স্থানে কভু তারে যদি পায।
রতি-আমন্ত্রণ তারে তখনি জানায়॥

তার পানে চাহে নারী কটাক্ষ নয়নে।
ইসারা ইঙ্গিত তারে করে ক্ষণে ক্ষণে॥
জিতেন্দ্রিয় সাধু ব্যক্তি হ'লে সেই জন।
আপনার গুপ্ত অঙ্গ করায় দর্শন॥
বশীভূত তথাপি সে যদি নাহি হয়।
আজীবন সেই নারী অতি দুঃখ সয়॥
পুনঃ অন্য যুবকেরে হেরিলে অসতী।
স্বকার্য্য সাধন তরে ধায় তার প্রতি॥
প্রিয় বা অপ্রিয় কিছু নাহি কুলটার।
শৃঙ্গারনিপুণ জন প্রাণপ্রিয় তার॥
যদি কভু গুণশালী পায় উপপতি।
পতিপুত্রে পিতামাতা ভুলিবে অসতী॥
কুলটা কাহারো কভু বশীভূতা নয়।
সুন্দর যুবক প্রতি মন তার রয়॥
শৃঙ্গারনিপুণ সদা যেই যুবা হয়।
তার কাছে কুলটারা বশীভূতা রয়॥
শয়নে স্বপনে আর জ্ঞানে জাগরণে।
সুন্দর যুবার ধ্যান করে মনে মনে॥
নব নব যুবকের ধ্যান করে তারা।
কেহ প্রিয়তম নয় সুরতজ্ঞ ছাড়া॥
কুলটা-চরিত আমি কহিনু কীর্ত্তন।
আমার মনের ভাব শুন হে রাজন্॥
গন্ধর্ব্ব ও দেবগণ যত কিছু আছে।
তাহাদের কেহ নহে প্রিয় মোর কাছে॥
কামশাস্ত্র-বিশারদ চন্দ্রদেব অতি।
কিছু কিছু প্রেম মোর আছে তাঁর প্রতি॥
কামদেব মোর কাছে প্রিয় অতিশয়।
তার সম রতিপটু আর কেহ নয়॥
কদাপি তাঁহার যদি করে কেহ নাম।
কামে প্রপীড়িতা আমি হই অবিরাম॥
শুন শুন সাহসিক, তোমার নিকটে।
গোপনীয় সব কথা কহি অকপটে॥
চন্দ্রের নিকটে আমি যাইব এখন।
ফিরিয়া করিব তব সন্তোষ-সাধন॥

অপ্সরার এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
উচ্চ রবে হাস্য করে বলির নন্দন॥
কামাতুরা তিলোত্তমা কটাক্ষ নয়নে।
মৃদু হাস্যে তার প্রতি চাহে ক্ষণে ক্ষণে॥
পীনোন্নত সুবর্ত্তুল সুকঠিন স্তন।
বারে বারে সাহসিকে করায় দর্শন॥
রম্ভাস্তম্ভ-বিনিন্দিত রম্য শ্রোণি তার।
দর্শন করায় সেথা তারে বার বার॥
কামবাণে রোমাঞ্চিত হয় কলেবর।
বলির নন্দন পানে চাহে নিরন্তর॥
লজ্জাভরে কভু মুখ করে আচ্ছাদন।
কভু বা তাহার মুখ করে নিরীক্ষণ॥
কামাতুর বলিপুত্র সম্বোধিয়া কয়।
কি করিবে তিলোত্তমে কহ এসময়॥
বহুক্ষণ এই স্থানে রহিতে না পারি।
কার্য্যহেতু অন্য স্থানে যাব তাড়াতাড়ি॥
ধর্ম্মশীল জন নাহি করে বলাৎকার।
ধর্ম্মের বিরুদ্ধ তাহা হয় অনিবার॥
পঙ্কজলোচনে শুন আমার বচন।
রতি তরে মোর কাছে কর আগমন॥
কামশাস্ত্রবিশারদ আমি অতিশয়।
শৃঙ্গার করিবে এস ইচ্ছা যদি হয়॥
পুংশ্চলী রমণী যারা হয় অনুক্ষণ।
তাহাদের বশীভূত করে কোন্ জন॥
দানবের এই কথা করিয়া শ্রবণ।
মান ত্যজি তিলোত্তমা কহিল তখন॥
কি কারণে এইরূপ কহ মহাশয়।
কেন আজি মোর প্রতি এত নিরদয়॥
প্রাণাধিক প্রিয় তুমি বলির নন্দন।
যাহা ইচ্ছা তাহা তুমি কর প্রাণধন॥
তোমারে বিমুখ করি যদি আমি যাই।
অমঙ্গল হবে মোর কোন ভুল নাই॥
মোর সাথে আজি তুমি ভোগ কর রতি।
হইয়াছি কামবাণে জর্জ্জরিতা অতি॥

রমণীর মান রক্ষা করে যেই জন।
তাহার মঙ্গল হয় শাস্ত্রের বচন॥
কামিনীরে যেই জন অপমান করে।
তাহার অশুভ হয় জানিবে অন্তরে॥
কামশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলির নন্দন।
অপ্সরার বাক্য শুনি হাসিল তখন॥
তারপর কামাবেশে বক্ষে তারে ধ'রে।
করয়ে চুম্বন তার সরস অধরে॥
গন্ধমাদনের গুহা ছিল মনোহর।
প্রবেশ করিল দোঁহে তাহার ভিতর॥
মনোহর শয্যা সেথা করিয়া রচন।
দুইজনে পুলকেতে করিল শয়ন॥
নানাভাবে দুইজন করিল বিহার।
দিবারাত্রি নাহি জ্ঞান তৃপ্তি নাহি আর॥
কামাপেক্ষা বিচক্ষণ বলির নন্দন।
তিলোত্তমা পরিতুষ্টা হইলা তখন॥
বিপরীত রতিরঙ্গে মাতিয়া যুবতী।
নবীন সঙ্গমে হয় পুলকিতা অতি॥
তিলোত্তমা সাহসিকে করি আলিঙ্গন।
স্তনদ্বয় মাঝে তারে করিল ধারণ॥
কামেতে উন্মত্তা হ'য়ে কহে বারবার।
কহ নাথ পুনঃ কবে করিবে শৃঙ্গার॥
রূপে গুণে তব সম নাহি কোন জন।
শৃঙ্গারনিপুণ কভু না দেখি এমন॥
আমারে ভুলিবে তুমি কিছুকাল পরে।
তব কথা মনে রবে চিরদিন ধ'রে॥
তোমার বিচ্ছেদ আমি সহিব কেমনে।
কহ নাথ পুনঃ কবে মিলিব দুজনে॥
যোগ্য সনে রতিক্রীড়া অতি সুখময়।
অমৃত ভোজন তুল্য সদা তাহা হয়॥
স্বর্গবাস হ'তে তাহা সুদুর্লভ অতি।
অযোগ্য সঙ্গমে হয় অশেষ দুর্গতি॥
ক্ষণকাল প্রাণাধিক কর অবস্থান।
পুনরায় কর মোরে আলিঙ্গন দান॥
তুমি আমি একপ্রাণ একদেহ হব।
মোর সাথে রতিক্রীড়া কর নব নব॥
এই কথা বলি তারে কামুকী যুবতী।
সঙ্গম-সুখেতে হয় পুলকিতা অতি॥
নানাভাবে সাহসিক করিল রমণ।
প্রেয়সীর বুকে মুখে করিল চুম্বন॥
নখদন্ত-ক্ষত করে কুচের মাঝার।
করিল সুরতক্রীড়া ষোড়শপ্রকার॥
উলঙ্গিনী তিলোত্তমা বলিপুত্র সনে।
নির্জ্জন গুহার মাঝে নিরত রমণে॥
গন্ধমাদনের সেই গুহার ভিতরে।
দুর্ব্বাসা তপস্যা করে বহুকাল ধ'রে॥
তাঁহার সংবাদ কিছু না জানে দু'জনে।
নির্জ্জন ভাবিয়া দোঁহে উন্মত্ত মদনে॥
না জানে বিরাম কেহ, তৃপ্তি নাহি আর।
আলিঙ্গন চুম্বনাদি করে বারবার॥
মুহুর্ম্মুহু আন্দোলন করয়ে জঘন।
অবিরত বাজে তাহে কিঙ্কিণী-কঙ্কণ॥
সেই শব্দে দুর্ব্বাসার ধ্যান-ভঙ্গ হয়।
দুইজনে নাহি জানে তাঁহার বিষয়॥
বল্মীকেতে সারা অঙ্গ আচ্ছাদিত তাঁর।
শ্রীহরি-চরণ ধ্যান করে অনিবার॥
ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত দুর্ব্বাসা তখন।
তাহাদের রতিশব্দে লভিলা চেতন॥
রমণে ব্যাপৃত দোঁহে হেরি মুনিবর।
ক্রোধভরে তাহাদিগে কহে অতঃপর॥
নির্লজ্জ পুরুষ তুই গর্দ্দভ-সমান।
বলি নৃপতির তুই অতি কুসন্তান॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব দৈত্য আর নরগণ।
কেহ কারো সম্মুখেতে না করে রমণ॥
একমাত্র পশুজাতি লজ্জাহীন হয়।
গর্দ্দভ তাদের মাঝে হীন অতিশয়॥
সেই গর্দ্দভের যোনি প্রাপ্ত তুই হবি।
গর্দ্দভ অসুররূপে বহুকাল রবি॥

শোন্ তিলোত্তমে তুই লজ্জাহীনা অতি।
এই অভিশাপ আমি দিনু তব প্রতি॥
এত অনুরাগ তোর দানব উপরে।
জন্ম লাভ কর গিযা দানবের ঘরে॥
মুনিব বচন শুনি কাঁপে দুইজনে।
মুনির করিল স্তব কাতর বচনে॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
দযাময় তুমি প্রভু কৃপার সাগর॥
তুমি প্রভু সূর্য্যদেব, তুমি হুতাশন।
রক্ষা কর রক্ষা কর তুমি ভগবন্॥
না জানিয়া অপরাধ করিযাছি আজ।
অধমের প্রতি কৃপা কর যোগিরাজ॥
মূঢ়জনে যেই জন ক্ষমে অনুক্ষণ।
এ ভুবন মাঝে হয সেই সাধুজন॥
এই কথা বলি তাঁবে বলির কুমার।
চবণ ধরিয়া তাঁর কাঁদে বারংবার॥
তিলোত্তমা কহে তাঁরে কি কহিব আর।
ক্ষমা কর ক্ষমা কর কৃপা অবতার॥
কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু করুণাসাগর।
সাধুজন কৃপাশীল হয় নিরন্তর॥
এ জগতে নারীগণ মূঢ় অতিশয়।
কুলটা তাহাব মাঝে অতি হীনা হয়॥
কামুকী কুলটা আমি নাহি লজ্জা ভয।
কুলটারে ক্ষমা তুমি কর দযাময়॥
এই কথা বলি তাঁর ধরিযা চরণ।
উচ্চৈঃস্বরে তিলোত্তমা করিল বোদন॥
তাহাদের কাতবতা হেরিয়া তখন।
মুনিবর ধীরে ধীবে কহিলা বচন॥
শুন হে দানবনাথ, এই ভূমণ্ডলে।
অভিশাপ লভে জীব নিজ কর্ম্মফলে॥
শুভকীর্তি অপকীর্ত্তি কর্ম্মফলে হয।
কর্ম্মফল ভোগ কবে জীব-সমুদয॥
তুমি হও বিষ্ণুভক্ত বলির নন্দন।
জানিলাম তুমি অতি ভক্তিপবাযণ॥

মম শাপে হবে তব গর্দ্দভ-আকাব।
শ্রীকৃষ্ণের হাতে মুক্তি লভিবে আবার॥
বৃন্দারণ্যে তালবনে করহ গমন।
সেথায় শ্রীকৃষ্ণ তোমা কবিবে নিধন॥
হরিচক্রে প্রাণত্যাগ করি অতঃপর।
নির্ব্বাণ মুকতি লাভ করিবে সত্বর॥
তারপর কহিলেন তিলোত্তমা প্রতি।
আমার বচন শুন অপ্সরা যুবতি॥
বাণরাজ-কন্যারূপে জন্মিবে ধরায।
এই স্থানে পুনরায আসিবে ত্বরায়॥
শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র তোমা আলিঙ্গন দিবে।
মুক্তিলাভ করি তুমি হেথায় আসিবে॥
উভয়েরে এই কথা বলি অতঃপর।
মৌনী হ'যে বহিলেন দুর্ব্বাসা প্রবর॥
মুনিবরে প্রণিপাত করিযা তখন।
যথাস্থানে দুইজনে করিল গমন॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি সুমধুর।
শ্রবণ করিলে সব পাপ হয দূর॥
যেই জন ভক্তিভরে করিবে শ্রবণ।
সার্থক জনম তার সফল জীবন॥
তাপদগ্ধ নরনারী নিজ হিত তরে।
পুরাণ শ্রবণ কর অতি ভক্তিভরে॥
অসার সংসারে দিন বৃথা কেটে যায।
ভুলিযা রয়েছ মিছে বিষ্ণুর মাযায়॥
মোহনিদ্রা হ'তে সবে কর জাগরণ।
নিরন্তর স্মর সেই কৃষ্ণের চরণ॥
কৃষ্ণ সত্য ত্রিভুবনে, মিথ্যা সমুদয।
তাঁর নাম কর জীব, দূর হবে ভয়॥
অপার নামেব গুণ নাহি তার সীমা।
কেহ না বর্ণিতে পারে নামের মহিমা॥
যেই জন কৃষ্ণনাম লয় অনিবার।
এ তিন ভুবনে আছে কি ভয তাহার॥
নারায়ণ কহিলেন, ওহে যোগিরাজ।
সকল বিষয় আমি কহিলাম আজ॥

তিলোত্তমা ঊষা নামে বাণপুত্রী হয়।
অনিরুদ্ধ সাথে তার হয় পরিণয়॥
কৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধ গুণবান্ অতি।
তার পত্নীরূপে রহে অপ্সরা যুবতী॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

দুর্ব্বাসার বিবাহ এবং পত্নীবিয়োগ।

এতেক শুনিয়া তবে দেবর্ষি নারদ।
সশ্রদ্ধ হইয়া বন্দে নারায়ণ-পদ॥
সবিনয়ে তার প্রতি বলেন বচন।
তোমার কৃপায় প্রভু পাই জ্ঞানধন॥
পুরাণ-কাহিনী শুনি তোমার বদনে।
যত শুনি তৃপ্তি নাহি হয় কভু মনে॥
কৃপা করি বল দেব, কি বা হয় পরে।
জানিতে বাসনা মম জাগিছে অন্তরে॥
নারদের বাক্যে অতি প্রীত নারায়ণ।
সুমধুর হাস্যে ধীরে বলেন বচন॥
দুর্ব্বাসা সমক্ষে সেই বলির নন্দন।
তিলোত্তমা সনে রতি করিল যখন॥
উভয়ের রতিক্রীড়া করিয়া দর্শন।
দুর্ব্বাসা মুনির হয় বিচলিত মন॥
রমণের অভিলাষ জাগে মনে তাঁর।
কামিনীর চিন্তা মুনি করে অনিবার॥
কামবাণে জরজর কলেবর তার।
মদনার্ত্ত হয় ঋষি প্রাণ রাখা ভার॥
রমণ বিহনে তাঁর নাহি বাঁচে প্রাণ।
ভাবিছেন করিবে কে শৃঙ্গার প্রদান॥
এমন সময় ঔর্ব্ব কন্যার সহিত।
দুর্ব্বাসার নিকটেতে হয় উপনীত॥
ব্রহ্মা-উরুদেশ হ'তে জন্ম তার হয়।
ঔর্ব্ব নামে খ্যাত তাই মুনি মহাশয়॥
তাঁর জানু হ'তে জন্মে কন্যা মনোহর।
কন্দলী তাহার নাম হয় অনন্তর॥
কন্দলী রূপসী অতি ভক্তিপরায়ণা।
দুর্ব্বাসারে পতিরূপে করিল প্রার্থনা॥
তারে ল'যে ঔর্ব্ব আসে দুর্ব্বাসা নিকটে।
নন্দিনীর অভিলাষ কহে অকপটে॥
কন্যাকে দেখিয়া মুনি অতি হৃষ্ট মন।
বলে কার কন্যা এই কহ তপোধন॥
এমন সুন্দরী কন্যা কভু দেখি নাই।
আহা কি সুন্দর রূপ বলিহারি যাই॥
ঔর্ব্ব কহে শুন শুন তাপস প্রবর।
কন্দলী নন্দিনী মোর স্বভাব-সুন্দর॥
অযোনিসম্ভূতা কন্যা অতি রূপবতী।
তোমারে পতির রূপে চাহিছে যুবতী॥
সর্ব্বগুণে বিভূষিতা আমার নন্দিনী।
রূপেতে তুলনা নাই, ত্রৈলোক্যমোহিনী॥
দোষের মাঝারে আছে এক দোষ তার।
কলহে নিপুণা অতি নন্দিনী আমার॥
ক্রোধ-কালে কটুবাক্য করে ব্যবহার।
ইহা ছাড়া অন্য দোষ নাহি কিছু আর॥
বিবাহের যোগ্যা হ'ল বিবাহ না হয়।
চিন্তিত সর্ব্বদা তাই থাকি অতিশয়॥
দেশে দেশে যোগ্যপাত্র খুঁজিয়া বেড়াই।
উপযুক্ত পাত্র কোথা সন্ধান না পাই॥
ঔর্ব্বের বচন শুনি দুর্ব্বাসা তখন।
কন্দলীরে মুগ্ধনেত্রে করিল দর্শন॥
শরতের চন্দ্রসম বদন তাহার।
পঙ্কজ-সমান নেত্র অতি চমৎকার॥
পক্ব-বিম্ব-সম তার ওষ্ঠ ও অধর।
অপরূপ শ্রোণিদ্বয় অতি মনোহর॥
নবীনা যুবতী বালা কিবা শোভা তার।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভিতেছে রত্ন-অলঙ্কার॥
কটাক্ষ-নয়নে চাহে দুর্ব্বাসার পানে।
দুর্ব্বাসা পীড়িত হয় মদনের বাণে॥



[illegible]
[illegible]

মুনিবরে সম্বোধিয়া দুর্ব্বাসা তখন।
দুঃখিত অন্তরে তাঁরে কহিল বচন॥
হে ব্রাহ্মণ, শুনিলাম সমস্ত বিষয়।
বিবাহ করিতে মোর ইচ্ছা নাহি হয়॥
মুক্তিমার্গ-বিরোধক হয় নারীগণ।
নিগড়স্বরূপা নারী হয় অনুক্ষণ॥
শৃঙ্খলস্বরূপা নারী সংসার-কারায়।
অর্গলস্বরূপা নারী পূজা-তপস্যায়॥
যতদিন পত্নীসঙ্গ করে জীবগণ।
ততদিন কর্ম্মভোগ না হয় খণ্ডন॥
হরিপাদপদ্ম-সেবা সকলের সার।
কর্ম্মদোষে তাতে বিঘ্ন ঘটিল আমার॥
দৈত্যের শৃঙ্গার হেরি তিলোত্তমা সনে।
কামাসক্ত হইয়াছি আমি মনে মনে॥
তোমার কন্যারে তুমি আনিলে যখন।
অবশ্যই আমি তারে করিব গ্রহণ॥
উপস্থিত কামিনীরে যেই ত্যাগ করে।
কালসূত্র নরকে সে যাইবে সত্বরে॥
তোমার কন্যারে আমি করিব গ্রহণ।
শত কটু কথা তার করিব মার্জ্জন॥
তারপর কটু যদি কহে পুনরায়।
সমুচিত ফল তবে দিব আমি তায়॥
কামিনীর কটুবাক্য যেই জন সয়।
সেই জন নিন্দনীয় হয় অতিশয়॥
ঔর্ব্ব মুনি দুর্ব্বাসার শুনিয়া বচন।
শাস্ত্র-অনুসারে কন্যা করে সমর্পণ॥
দুর্ব্বাসা ও কন্দলীতে হয় পরিণয়।
যৌতুক প্রদান করে ঔর্ব্ব মহাশয়॥
দুর্ব্বাসারে নিজ কন্যা করি সমর্পণ।
মোহবশে ঔর্ব্ব মুনি করিল রোদন॥
তারপর কন্দলীরে করি সম্বোধন।
ধীরে ধীরে ঔর্ব্ব মুনি কহিল তখন॥
শুন শুন বৎসে, তুমি বচন আমার।
পতি ভিন্ন রমণীর গতি নাহি আর॥
ইহকালে পরকালে পতিমাত্র গতি।
পতি ভিন্ন নাহি জানে পতিব্রতা সতী॥
পতি চেয়ে প্রিয়জন কেহ নাহি আর।
পতিব্রতা রমণীর পতিমাত্র সার॥
দেবপূজা ব্রত আদি যত কিছু আছে।
অতিশয় তুচ্ছ সব পতিসেবা কাছে॥
পতিসেবা এজগতে সকলের সার।
পতিই পরম গুরু রমণী সবার॥
পতিরে করিও সদা নারায়ণ-জ্ঞান।
স্বপ্ন-জাগরণে নিত্য কর তাঁর ধ্যান॥
স্বামী প্রতি কটুবাক্য না কহিও কভু।
রমণীকুলের পতি একমাত্র প্রভু॥
যেই নারী স্বামী প্রতি কটুবাক্য কয়।
সপ্তজন্মকৃত পুণ্য হয় তার ক্ষয়॥
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ।
স্বামিপদ সর্ব্বক্ষণ কর আরাধন॥
অপ্রিয় অসত্য বাক্য না বল স্বামীরে।
কখনো অযত্ন নাহি করিবে তাহারে॥
স্বামী প্রতি যেই নারী বলে কুবচন।
অবশ্য করিবে সেই নরকে গমন॥
সৎকর্ম্মে পুণ্যরাশি করি উপার্জ্জন।
স্বামিসেবা যদি নাহি করে নারীজন॥
সঞ্চিত সমস্ত পুণ্য নষ্ট তার হয়।
অন্তিমে নরক সেই লভিবে নিশ্চয়॥
স্বামীরে অবজ্ঞা যদি করে কোন-সতী।
শাস্ত্র অনুসারে তার হবে অধোগতি॥
অতএব কন্যা শুন আমার বচন।
মানিবে আমার বাক্য তুমি সর্ব্বক্ষণ॥
স্বামীই পরম ধন জানিবেক সার।
ইহার অধিক কিছু নাহি আছে আর॥
দুর্ব্বাসা মুনিরে ল'য়ে হও চিরসুখী।
পতিব্রতা হও যদি নাহি হবে দুঃখী॥
এই কথা বলি ঔর্ব্ব করিল প্রস্থান।
দুর্ব্বাসা পত্নীর সহ করে অবস্থান॥

তপোবলে পরিপূর্ণ মহর্ষি হৃদয়।
মনোমত পত্নী লভি তৃপ্ত অতিশয়॥
নির্জ্জন অরণ্যে করে নগর নির্ম্মাণ।
দেখিতে হইল পুরী যেন ইন্দ্রস্থান॥
পত্নীরে লইয়া ঋষি আনন্দে মগন।
রহিল তথায় হৈয়া কামাতুর-মন॥
যখন কন্দলী পানে চাহে মুনিবর।
অন্তরেতে বিঁধে যেন তীক্ষ্ণ কামশর॥
কন্দলীর দেহে যেন যৌবনলহরী।
রাখিতে না পারে ঋষি আপনা সম্বরি॥
প্রস্ফুট কমল সম তাহার বদন।
মৃদুহাস্যে তার আস্য অতি সুশোভন॥
বঙ্কিম ভুরুর 'পরে কুঙ্কুমের শোভা।
আয়ত ললাটে যেন চাঁদ মনোলোভা॥
আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু পূর্ণ মদালসে।
দেখিয়া ঋষির মন মজে প্রেম রসে॥
সুচিক্কণ বাসে ঘেরা কলেবর তার।
আচ্ছাদিতে নাহি পারে অঙ্গের বাহার॥
দেহের প্রতিটি রেখা প্রস্ফুটিত হয়।
কামার্ত্ত হইল তাহে ঋষির হৃদয়॥
যৌবন লক্ষণ দেখি কন্দলী-দেহেতে।
আপনা ভুলিল ঋষি কামের মোহেতে॥
মনোহর রতিশয্যা করিয়া রচন।
দুর্ব্বাসা পত্নীর সহ করিল শয়ন॥
নারীরসে অনভিজ্ঞ মুনি মহাশয়।
তথাপি শৃঙ্গারপটু ছিলা অতিশয়॥
কামশাস্ত্রে সুপণ্ডিত দুর্ব্বাসা তখন।
নানাভাবে পত্নী সহ করিল রমণ॥
বহুবিধ রতিলাভ করিয়া যুবতী।
নবীন সঙ্গমে হয় আনন্দিত অতি॥
দিবারাত্র নাহি জ্ঞান তৃপ্তি নাহি আর।
নব নব ভাবে দোঁহে করিল শৃঙ্গার॥
আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি কভু নাহি হয়।
রতিকার্য্য করে দোঁহে সকল সময়॥

বিদগ্ধ দুর্ব্বাসা মুনি কন্দলীর সনে।
সমভাবে ক্রীড়া করে আনন্দিত মনে॥
ক্রমে ক্রমে তপস্যাদি করিয়া বর্জ্জন।
সংসার আসক্ত মুনি হইলা তখন॥
যুবতী কন্দলী সতী দুর্ব্বাসার সহ।
আরম্ভিল নিত্য নিত্য ভীষণ কলহ॥
নীতিবাক্যে মুনিবব বুঝাব তাহারে।
কিন্তু হায় কিছুতেই বুঝাতে না পারে॥
কারণে ও অকারণে কটুবাক্য কয়।
মনে মনে গণে তাহা মুনি মহাশয়॥
শত কটুবাক্য তার ক্রমে পূর্ণ হয়।
তথাপি দুর্ব্বাসা তারে ক্ষমে সে সময়॥
মুনিপত্নী নাহি মানে পিতৃ-উপদেশ।
স্বামীরে গঞ্জনা করে অশেষ বিশেষ॥
অনেক করিল সহ্য মহামুনিবর।
অতঃপর করে চিন্তা আপন অন্তর॥
কন্দলীর রোষবাক্যে আমার হৃদয়।
অগ্নি-মাঝে তৃণরাশি যেন দগ্ধ হয়॥
না দেখি কোনই পথ কি করি উপায়।
বিবাহ করিয়া হৈল এ বিষম দায়॥
না বুঝিয়া গৃহধর্ম্ম লয়েছি যখন।
তাহার উচিত ফল পেতেছি এখন॥
অমঙ্গল-হেতু নারী বুঝি পদে পদে।
তাই আমি ঘোরতর পড়েছি বিপদে॥
ইহা হেতু জপতপ হৈল বিসর্জ্জন।
ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যজিলাম কৃষ্ণ-আরাধন॥
ইহার লাগিয়া দুঃখ কত যে কপালে।
অপ্রিয় ভাষণ শুনি ভাসি চক্ষুজলে॥
শত অপরাধ তার করিয়াছি ক্ষমা।
আর আমি না ভুলিব দেখি মনোরমা॥
এত ভাবি মনে তার রোষ উপজিল।
আর না করিব ক্ষমা মনেতে ভাবিল॥
যাঁহার প্রভাবে বিশ্ব কাঁপে থরথর।
আর কত সহ্য করে সেই মুনিবর॥

অনন্তর একদিন সহিতে না পাবে।
'ভস্মরাশি হও' বলি শাপ দেয তারে॥
দুর্ব্বাসার এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভস্মে পরিণতা হয কন্দলী তখন॥
উদ্ধত সংসারমাঝে হয যেই জন।
তাহার মঙ্গল নাহি হয কদাচন॥
কন্দলীর দেহ যবে ভস্মীভূত হয।
অন্তরীক্ষ হ'তে আত্মা কহে সে সময॥
সর্ব্বদর্শী তুমি নাথ অতি জ্ঞানবান্।
এ জগতে কেবা আছে তোমার সমান॥
সকলি তো জান প্রভু কি কহিব আর।
জ্ঞানচক্ষে সমস্তই হেব অনিবার॥
কটুবাক্য মৃদুবাক্য লোভ মোহ কাম।
শরীরের ধর্ম্ম সব হয অবিরাম॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ আদি গুণ-সমুদয।
শুন প্রাণনাথ সদা জীবদেহে রয়॥
কেহ বা সাত্ত্বিক হয কেহ রাজসিক।
কোন কোন জন হয অতি তামসিক॥
সত্ত্বগুণ হ'তে হয দযা উৎপাদন।
বজোগুণে কর্ম্ম ইচ্ছা হয অনুক্ষণ॥
জীবহিংসা আদি হয তমোগুণ হ'তে।
তামসিক জন হয ক্রোধী এ জগতে॥
কটুকথা কহে লোকে কোপের কারণ।
কটুবাক্যে শত্রুভাব হয উৎপাদন॥
নতুবা কে শত্রু হয এই ভূমণ্ডলে।
প্রিয বা অপ্রিয কেবা হয ধরাতলে॥
ইন্দ্রিয সকল হয় সবের কারণ।
এ সকল কথা তুমি জান বিলক্ষণ॥
কামিনীর প্রাণপ্রিয হয পতি তার।
পতিপ্রাণাধিকা পত্নী হয অনিবার॥
কটুবাক্য সমুদয় অনিষ্ট কারণ।
আমার কর্ম্মের ফল লভিনু এখন॥
ক্ষমা কর ক্ষমা কর ধৃষ্টতা আমার।
কোথায যাইব আমি কহ এইবার॥
তুমি ছাড়া ত্রিভুবনে কারেও না চাই।
কহ প্রভু আমি আজ কোন্ স্থানে যাই॥
এই কথা বলি আত্মা মৌনী হ'যে রয।
মুনিবর পত্নীশোকে মূর্চ্ছাপন্ন হয়॥
চেতনা লভিযা মুনি বসি যোগাসনে।
সমুদ্যত হইলেন প্রাণ-বিসর্জ্জনে॥
কন্দলীর লাগি তার শোক জাগে মনে।
ভাবিল.কি কর্ম্ম হ'ল আমার কারণে॥
যোড়শী যুবতী পত্নী গৃহলক্ষ্মীরূপে।
ছিল গৃহে, নষ্ট হ'ল আপনার কোপে॥
আপনার পত্নী আমি করিনু হনন।
নিশ্চয ইহার ফলে নবকগমন॥
উপায না দেখি তারে প্রাণে বাঁচাবার।
কিবা তপ জপ আর কিবা এ সংসাব॥
জীবন রাখিযা তবে কিবা প্রযোজন।
বাঁচিযা থাকিব ভবে কাহাব কারণ॥
এত বলি ভাবে ঋষি আপনার মন।
নিশ্বাস বোধিযা আমি ত্যজিব জীবন॥
ভাবিতে ভাবিতে ঋষি চেতনা হারায।
জ্ঞানবুদ্ধি যাহা ছিল তাহা লোপ পায॥
কিছু কাল পরে ঋষি চেতনা লভিল।
ধীরে ধীরে শয্যা ত্যজি উঠিযা বসিল॥
ত্যজিতে উদ্যত তবে আপন জীবন।
বসিলেন মুনিবর করি যোগাসন॥
নাসারন্ধ্র রোধ কবি নিশ্বাস পবনে।
কণ্ঠবদ্ধ করিবারে উদ্যত যখনে॥
দণ্ডছত্রধারী এক ব্রাহ্মণ-নন্দন।
সহসা তাঁহার কাছে করে আগমন॥
পরিধানে বক্তবস্ত্র অতি চমৎকার।
মুক্তাসম শুভ্রবর্ণ দন্তরাজি তার॥
ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত শান্ত জ্ঞানবান্।
উজ্জ্বল তিলকধারী ব্রাহ্মণ-সন্তান॥
শ্যামবর্ণ অঙ্গ তাব অতি সুদর্শন।
বেদবিদ্-গুরু সেই ব্রাহ্মণ-নন্দন॥

শরতের চন্দ্রসম বদন তাহার।
মৃদু মৃদু হাস্য শিশু করে অনিবার॥
তাহারে সেথায় মুনি করিয়া দর্শন।
ভক্তি-সহকারে করে চরণ-বন্দন॥
আশীর্ব্বাদ করে তাঁরে ব্রাহ্মণ-কুমার।
সমুদয় দুঃখ শোক দূরে যায় তাঁর॥
নীতিশাস্ত্র-বিশারদ শিশু বিচক্ষণ।
দুর্ব্বাসারে মৃদুভাষে কহিলা তখন॥
শুন মুনি হিতকথা শুনাব তোমায়।
সর্ব্বজ্ঞ হ'য়েছি আমি গুরুর কৃপায়॥
শোকে বিচলিত তুমি হইয়াছ অতি।
তাই আমি তত্ত্বকথা কহি তব প্রতি॥
তপস্যা বিপ্রের ধর্ম্ম, শুন তপোধন।
সেই ধর্ম্ম কেন তুমি করিলে বর্জ্জন॥
কেবা পতি কেবা পত্নী এ তিন ভুবনে।
মায়াতে বিমুগ্ধ হয় যত মূঢ়জনে॥
মিথ্যা-স্বরূপিণী তব ওই পত্নী হয়।
তার তরে শোক কেন কর মহাশয়॥
একানংশা নামে আছে হরির ভগিনী।
বসুদেব-কন্যা সেই ভুবনমোহিনী॥
পার্ব্বতীর অংশ হ'তে জন্ম হয় তার।
কল্পে কল্পে পত্নী সেই হইবে তোমার॥
এক্ষণে তপস্যা তুমি কর মুনিবর।
পত্নী তরে কেন তব ব্যথিত অন্তর॥
ধরণী-মাঝারে গিয়া কন্দলী এখন।
হইবে কন্দলী জাতি শুন তপোধন॥
কর্ম্মফল ভোগ সেথা করিবে যুবতী।
কল্পান্তরে পুনঃ তব পত্নী হবে সতী॥
যে জন উদ্ধত হয় শাস্তি তার হয়।
বেদের বচন ইহা শুন মহাশয়॥
এই কথা শুনি মুনি হইলেন প্রীত।
বিপ্ররূপী জনার্দ্দন হন অন্তর্হিত॥
দুর্ব্বাসা তখন মন দিলা তপস্যায়।
কন্দলীর জাতি হ'য়ে কন্দলী জন্মায়॥
গর্দ্দভ-আকার ধরি বলির নন্দন।
তালবনে অনন্তর করিল গমন॥
তিলোত্তমা ধরণীতে গিয়া সে সময়।
বাণের নন্দিনীরূপে জন্ম সেথা লয়॥
বিষ্ণুচক্রে দৈত্য প্রাণ করি বিসর্জ্জন।
লাভ করে সুদুর্লভ হরির চরণ॥
বাণপুত্রী অনিরুদ্ধে করি আলিঙ্গন।
তিলোত্তমা-রূপ পুনঃ করিল ধারণ॥
কহিলাম তব কাছে বিচিত্র আখ্যান।
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ মতিমান্॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি পুণ্যপ্রদ।
শুনিলে অন্তর হয় ভাবে গদগদ॥
মিছা কাজে কতদিন বৃথা কেটে যায়।
ভুলিয়া রয়েছে জীব বিষ্ণুর মায়ায়॥
এ জগতে একমাত্র কৃষ্ণনাম সার।
কলিযুগে নাম বিনা গতি নাহি আর॥
যাহা কিছু হেরিতেছ সকলি নশ্বর।
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান কর নিরন্তর॥
হরির কীর্ত্তন কর সকল সময়।
মঙ্গলজনক তাহা অতি সুধাময়॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ঔর্ব্বশাপে অম্বরীষ রাজার নিকট দুর্ব্বাসার পরাভব।

নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ।
অপরূপ কথা আমি করিনু শ্রবণ॥
তব মুখে হরি-কথা লাগে সুধাসম।
শুভকর হরিতত্ত্ব অতি মনোরম॥
মরণ লভিলা যবে কন্দলী যুবতী।
কি করিলা ঔর্ব্ব ঋষি কহ মহামতি॥
নারায়ণ কহিলেন শুন তপোধন।
তারপর কি ঘটিল করিব বর্ণন॥

সরস্বতী-নদীতীরে ঔর্ব্ব মহাশয়।
তপস্যায় নিমগন ছিলা যে সময় ॥
সহসা বায়ুর বেগে মাথা হ'তে তার।
ধৌত বস্ত্র উড়ি পড়ে মাটির মাঝার ॥
অমঙ্গল বুঝি মুনি যোগবলে তাঁর।
সঙ্কট জানিতে পাবে আপন কন্যার ॥
তপস্যা ত্যজিয়া মুনি শোকাবিষ্ট হ'যে।
দ্রুতগতি চলিলেন জামাতৃ-আলয়ে ॥
ঝর ঝর ঝরে অশ্রু আঁখি হ'তে তাঁর।
কন্যা-শোকে মুনিবর করে হাহাকার ॥
দুর্ব্বাসার আশ্রমেতে আসি অতঃপর।
বিলাপ করিতে থাকে ঔর্ব্ব মুনিবর ॥
শ্বশুরের আর্ত্তনাদ করিয়া শ্রবণ।
দুর্ব্বাসা আসিযা করে চরণ-বন্দন ॥
প্রণাম করিযা তাঁরে দুর্ব্বাসা তখন।
সবিস্তারে সব কথা করে নিবেদন ॥
সমস্ত শ্রবণ করি ঔর্ব্ব মুনিবর।
মূর্চ্ছিত হইযা পড়ে ভূমিব উপর ॥
চেতন লভিয়া পরে ঔর্ব্ব মহাশয়।
কন্যাবে স্মবিযা করে দুঃখ অতিশয় ॥
অতঃপর সম্বোধিযা দুর্ব্বাসা মুনিরে।
কহিলেন শোকাচ্ছন্ন মুনি ধীরে ধীরে ॥
পত্নীরূপে তোমা করে কন্যা করি দান।
তোমা হেতু সেই কন্যা ত্যজিল পরাণ ॥
আমার জীবনতারা নযনের মণি।
তোমার দোষেতে গেল প্রাণের নন্দিনী ॥
কেন আমি তোমা করে কৈনু সমর্পণ।
আমাব দুর্ম্মতি কেন হইল এমন ॥
বিবাহ কারণে তার ঘটিল মরণ।
আমিই হইনু তার মৃত্যুর কারণ ॥
এত বলি শিরে মুনি করাঘাত করে।
বিষম রোষাগ্নি তার জ্বলিল অন্তরে ॥
ঘনঘন বহে শ্বাস কোপেতে তখন।
শোণিত বরণ হ'ল যুগল লোচন ॥

দুর্ব্বাসারে দেখি মুনি ক্ষুব্ধ অতিশয়।
লক্ষিয়া তাহারে তবে ক্রোধভরে কয় ॥
কি আর কহিব তোমা শুন হে ব্রাহ্মণ।
শ্রীব্রহ্মার পৌত্র তুমি জানি অনুক্ষণ ॥
অত্রি-বংশধর তুমি অতি জ্ঞানবান্।
এ জগতে কেবা আছে তোমার সমান ॥
শঙ্করের অংশে তুমি জন্মিলে জগতে।
এ জগতে কেবা আছে শ্রেষ্ঠ তোমা হ'তে ॥
শঙ্করের শিষ্য তুমি অতি গুণবান্।
বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তুমি সুমহান্ ॥
কি দোষে কন্যারে মোর দিলে অভিশাপ।
কন্যা কিছু করে নাই গুরুতর পাপ ॥
মহাসাধ্বী অনসূযা জননী তোমার।
কি কার্য্য করিলে তুমি পুত্র হ'যে তাঁর ॥
গুণবান্ পিতা যার, মাতা গুণবতী।
কিরূপে তাদের পুত্র হয় মূঢ় অতি ॥
প্রাণপ্রিয়া নন্দিনীরে আনন্দের ভরে।
করিযাছিলাম দান মুনি তব করে ॥
স্বল্প মাত্র ছিল দোষ কন্যার আমার।
সেই দোষে সর্ব্বনাশ করিলে তাহার ॥
পরিহার যদি তুমি করিতে তাহাবে।
পালিতাম আমি তারে যত্ন-সহকারে ॥
স্বল্প দোষে করিযাছ গুরু দণ্ড দান।
কি কার্য্য করিলে তুমি হ'যে জ্ঞানবান্ ॥
অবলা নন্দিনী মোর কন্দলী যুবতী।
বৃথা অভিশাপ তুমি দিলে তাব প্রতি ॥
পরাভব হবে তব শুন তপোধন।
কর্ম্মফল দান করে হরি সনাতন ॥
এই কথা বলি তারে ঔর্ব্ব মহাশয়।
কন্যাশোকে হাহাকার করে অতিশয় ॥
বহুতর বিলাপাদি করিযা সেথায়।
অতঃপর ঔর্ব্ব ঋষি গৃহ পানে যায় ॥
ঔর্ব্ব মহাশয় যবে করিল গমন।
দুর্ব্বাসাপ্রবর হয় শোকে নিমগন ॥

প্রিয়ারে স্মরণ করি বক্ষ ফাটি যায়।
মনে মনে ভাবে মুনি কি করিনু হায়॥
ক্রোধের কারণে করি পত্নীকে হনন।
এ পাপের ফল হয় নরক গমন॥
ঋষিপুত্র হই আমি নিজে ঋষিবর।
জপ তপ আদি করি সারা জন্মভর॥
মুহূর্ত্তের ক্রোধ আমি না পারি দমিতে।
ঋষিত্ব তপস্যাফল গেল আমা হ'তে॥
সামান্য রোষের হেতু বধিয়া রমণী।
এখন না বাঁচে মোর আপন পরাণী॥
তাহার লাগিয়া এবে করি যে ক্রন্দন।
আমার কি হবে গতি কে জানে এখন॥
পত্নী বিনা চারিদিক্ দেখি অন্ধকার।
কোথা গেলে প্রিয়ে দেখা দেহ একবার॥
তোমার তরেতে মোর ব্যাকুল জীবন।
উন্মাদ হইনু এবে তোমার কারণ॥
এত বলি বিলাপিয়া সেই মুনিবর।
অচেতন হ'যে পড়ে ভূমির উপর॥
পুনরপি লভি জ্ঞান পাগলের প্রায়।
মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীদুর্ব্বাসা ইতস্তত ধায়॥
ঘুরিয়া বেড়ায় মুনি বহু বহু দেশ।
নাহি মানে দুঃখ আর নাহি মানে ক্লেশ॥
এইভাবে বহুকাল ঘুরিবার পর।
দুঃখ দূর হ'ল তাঁর সংযত অন্তর॥
কৃষ্ণেরে স্মরিয়া করে শান্ত আপনায়।
তপস্যায় মন মুনি দিলা পুনরায়॥
এত শুনি বিধিসুত সম্ভাষে হরিরে।
অতঃপর কি হইল কহ কৃপা ক'রে॥
কিরূপে দুর্ব্বাসা মুনি পরাজিত হন।
কিভাবে সফল হয় ঔর্ব্বের বচন॥
দয়া করি কৃষ্ণকথা কহ মহাশয়।
তোমার কৃপায় প্রভু জ্ঞানলাভ হয়॥
নারায়ণ কহিলেন, নারদ সুজন।
দুর্ব্বাসার শাপ-কথা করিনু কীর্ত্তন॥
ঔর্ব্ব-শাপে দুর্ব্বাসার পরাভব হয়।
বিচিত্র কাহিনী তাহা শুন মহাশয়॥
অম্বরীষ নামে এক ছিল নরপতি।
সূর্য্যবংশে জন্ম তার হরিভক্ত অতি॥
রাজ্য ভার্য্যা পুত্র প্রজা করি পরিহার।
শ্রীহরির ধ্যান রাজা করে অনিবার॥
কৃষ্ণের পূজায় চিত্ত ছিল নিমগন।
একাদশী ব্রত আদি করে সম্পাদন॥
হরির চরণ চিন্তা করে অবিরল।
কৃষ্ণেরে অর্পণ করে সর্ব্ব কর্ম্মফল॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীমধুসূদন।
সুদর্শন চক্রে তারে করিত রক্ষণ॥
একাদশী ব্রত করি একদা নৃপতি।
শ্রীহরির পূজা করে ভক্তিভরে অতি॥
ব্রাহ্মণ ভোজন আদি করি সমাপন।
আপনি বসিলা নৃপ ভোজনে যখন॥
দণ্ডছত্রধারী এক মুনি সে সময়।
ক্ষুধিত হইয়া সেথা উপনীত হয়॥
তেজঃপুঞ্জকায় মুনি মহাতপোধন।
দেহেতে প্রকাশ পায় রবির কিরণ॥
দুর্ব্বাসা তাঁহার নাম না জানে নৃপতি।
সসম্ভ্রমে উঠি রাজা করিল প্রণতি॥
পাদ্য অর্ঘ্য দান করি নৃপতি তখন।
যুক্ত করে মুনিবরে করে সম্ভাষণ॥
কহ প্রভু কিবা চাহ কর অনুমতি।
যাহা চাহ তাহা দিব আনন্দেতে অতি॥
বহু পুণ্যফলে এলে আমার ভবনে।
জীবন সফল হ'ল তোমার দর্শনে॥
আসন গ্রহণ করি মহা তপোধন।
নৃপতিরে আশীর্ব্বাদ করিল তখন॥
দুর্ব্বাসা কহিল ধীরে শুন নরপতি।
খাদ্য দ্রব্য চাহি আমি ক্ষুধাতুর অতি॥
অম্বরীষ রাজা কহে সৌভাগ্য আমার।
অধমের গৃহে তুমি করিবে আহার॥

দুর্ব্বাসা কহিল তবে শোনহ রাজন্।
জপ তপ কিছু মোর হয়নি এখন ॥
ক্ষণেক অপেক্ষা কর ওহে নরবর।
মন্ত্র জপ করি আমি আসিব সত্বর ॥
এত বলি মুনিবর করিলে গমন।
নরপতি হইলেন চিন্তায় মগন ॥
দ্বাদশী অতীত প্রায় হেরি নরপতি।
মহা ব্যাকুলিত হ'যে ভীত হয় অতি ॥
এমন সময় গুরু বশিষ্ঠ প্রবর।
নৃপতির নিকটেতে আসিলা সত্বর ॥
চরণে প্রণাম করি অতি ভক্তিভরে।
মুনির নিকটে নৃপ নিবেদন করে ॥
দ্বাদশী অতীত প্রায় শুন ভগবন্।
জপ তরে মুনিবর করিলা গমন ॥
তাঁহার বিলম্ব হেতু জাগে মনে ভয়।
এখন কি করি আমি কহ মহাশয় ॥
নৃপতির মুখে ইহা করিয়া শ্রবণ।
ধীরে ধীরে শ্রীবশিষ্ঠ কহিলা তখন ॥
দ্বাদশী অতীত হ'লে শুন হে রাজন্।
ত্রয়োদশী কালে ব্রতী করিলে পারণ ॥
উপবাস-ফল সব নষ্ট হয় তার।
ব্রহ্মহত্যা-তুল্য পাপ হয় অনিবার ॥
সুরাতুল্য হয় তার ভক্ষ্যদ্রব্য যত।
বেদের বচন ইহা জানিবে সতত ॥
অতিথির সেবা নাহি করে যেই জন।
ক্ষুধিত হইযা করে আপনি ভোজন ॥
কুম্ভীপাক নরকেতে সেই জন যায়।
চণ্ডালের ঘরে শেষে আসিযা জন্মায় ॥
প্রতিজন্মে জন্ম লয দরিদ্রের ঘরে।
ব্যাধিযুক্ত হয সেই জন্ম জন্ম ধ'রে ॥
কহিলাম সব কথা তোমার নিকটে।
পড়িয়াছ তুমি আজ দারুণ সঙ্কটে ॥
যাহাতে উভয দিক রক্ষা হয় আজ।
সেই কথা কহি আমি শুন মহারাজ ॥
হরির চরণামৃত করিয়া ভক্ষণ।
উপবাস-ফল-রক্ষা করহ রাজন্ ॥
জলপান অনাহার তুল্য সদা জানি।
অতিথি-সৎকারে তাতে নাহি হয় হানি ॥
গুরুর বচন শুনি নৃপতি তখন।
কৃষ্ণের চরণামৃত করিল ভক্ষণ ॥
এমন সময় সেথা দুর্ব্বাসা প্রবর।
মন্ত্র জপ শেষ করি আসিলা সত্বর ॥
জানিতে পারিয়া মুনি সকল বিষয়।
নিদারুণ ক্রোধভরে প্রজ্বলিত হয ॥
স্বীয় জটা ছিন্ন করে কুপিত অন্তরে।
থর থর কাঁপে অঙ্গ অতি ক্রোধভরে ॥
বিরাট পুরুষ এক ভীষণ-দর্শন।
জটা হ'তে আবির্ভূত হইল তখন ॥
খড়্গ হাতে ভীমকায পুরুষ প্রবর।
নৃপের নিধন তরে ধাইল সত্বর ॥
সর্ব্বদ্রষ্টা নারাযণ জানি সে বারতা।
অবিলম্বে সুদর্শন পাঠাইলা তথা ॥
কোটিসূর্য্যসম দীপ্ত চক্র সুদর্শন।
সেই কৃত্যা পুরুষেরে করিল ছেদন ॥
তারপর সুদর্শন ক্রোধে অতিশয।
দুর্ব্বাসারে বিনাশিতে সমুদ্যত হয় ॥
সুদর্শন চক্র মুনি করিয়া দর্শন।
ভযেতে ব্যাকুল হ'যে করে পলায়ন ॥
তাহার পশ্চাতে ছুটে চক্র সুদর্শন।
মুনি সহ ব্রহ্মাণ্ড সে করিল ভ্রমণ ॥
না হেরি উপায় মুনি আসিয়া তখন।
ব্রহ্মার চরণতলে লইল শরণ ॥
ব্রহ্মার নিকটে আসি মুনিবর কয।
রক্ষা কর রক্ষা কর ব্রহ্মা মহাশয ॥
এইরূপ আর্ত্তনাদ করি মুনীশ্বর।
ব্রহ্মারে সকল কথা কহে অতঃপর ॥
মুনির বচন শুনি ভীত প্রজাপতি।
ভয়ে ভয়ে কহিলেন দুর্ব্বাসার প্রতি ॥

কাহার সাহসে তুমি ক্রোধযুক্ত মনে।
অভিশাপ দিতে গেলে হরিভক্ত জনে॥
যার রক্ষাকর্ত্তা হন নিজে সনাতন।
কাহার ক্ষমতা তারে করিবে নিধন॥
যেই জন হয সদা হরি-পরাযণ।
তারে রক্ষা করে সদা চক্র সুদর্শন॥
বৈষ্ণবের প্রতি হিংসা করে যেই জন।
তাহার সংহারকর্ত্তা নিজে নারাযণ॥
বাঁচিবার ইচ্ছা যদি কর মুনিবর।
স্থানান্তরে পলাযন করহ সত্বর॥
এইস্থানে যদি তুমি কর অবস্থান।
কিছুতে রক্ষা নাহি হবে তব প্রাণ॥
তোমার সহিতে মোরে করিলে দর্শন।
সুদর্শন চক্র মোরে করিবে নিধন॥
কোটিসূর্য্যসম দীপ্ত চক্র সুদর্শন।
তারে নিবারিতে নাহি পারে কোন জন॥
ব্রহ্মার বচন শুনি দুর্ব্বাসা তখন।
প্রাণভযে কৈলাসেতে করে পলাযন॥
শিবের নিকটে গিযা মুনিবর কয।
রক্ষা কর রক্ষা কর তুমি দযাময॥
সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর তারে কহে অতঃপর।
আমার বচন তুমি শুন মুনিবর॥
বিধাতার পৌত্র তুমি অত্রির নন্দন।
মূর্খসম কেন তুমি কর আচরণ॥
বেদজ্ঞ হইয়া তুমি অজ্ঞ কেন হও।
আমার বচন শুন স্থির হ'যে রও॥
আমি ব্রহ্মা রুদ্র আদি যত দেবগণ।
ধর্ম্ম ইন্দ্র বসু আদি যাঁহার সৃজন॥
ভক্তের বৎসল যিনি হন অবিরত।
তাঁর ভক্তে বিনাশিতে হইলে উদ্যত॥
আমি ব্রহ্মা লক্ষ্মী দুর্গা রাধা ও ভারতী।
সনাতন শ্রীহরির প্রিয হই অতি॥
তথাপি তাঁহার ভক্ত হয যেই জন।
তার তুল্য মোরা নহি হই কদাচন॥
যেই জন হয় সদা ভক্তিপরাযণ।
সুদর্শন চক্রে হরি করেন রক্ষণ॥
আপনার গুণগান করিতে শ্রবণ।
ছায়া-সম ভক্ত সাথে ফিরে সনাতন॥
শ্রীহরির প্রাণাধিকা শ্রীরাধিকা সতী।
দ্বেষ যদি করে কভু হরিভক্ত প্রতি॥
অবিলম্বে হরি তারে করে পরিহার।
ভক্তসম শ্রীহরির কেহ নহে আর॥
শ্রীহরির প্রিয হয যত বিপ্রগণ।
তাদের অপেক্ষা প্রিয হরিভক্ত জন॥
যেই জন হরিধ্যান করে অনিবার।
ত্রিভুবনে আছে আর কি ভয তাহার॥
মহাপ্রলযের কালে সৃষ্টি ধ্বংস পায।
শ্রীহরির ভক্তদের ভয নাহি তায়॥
শুন শুন দ্বিজবর, আমাব বচন।
হরির চরণধ্যান কর অনুক্ষণ॥
গোবিন্দ-ভজনা কর ভক্তিযুক্ত মনে।
বিপদ্ হইবে দূব তাঁহার স্মরণে॥
দ্বিজবর বৈকুণ্ঠেতে করহ প্রস্থান।
করিবেন ভগবান্ অভয় প্রদান॥
হরির চরণে লয শরণ যে জন।
অবশ্যই হরি তারে করেন রক্ষণ॥
কৃপার সাগর সেই দযাময হরি।
তাঁহার শরণ তুমি লও ত্বরা করি॥
এইরূপ কহে যবে দেব পঞ্চানন।
সুদর্শন চক্র সেথা করে আগমন॥
চক্রতেজে পরিব্যাপ্ত হয চারিধার।
মহীতল দীপ্ত হয প্রভায তাহার॥
কোটিসূর্য্যসম দীপ্ত চক্রের প্রভায।
কৈলাসের অধিবাসী হয় দগ্ধপ্রায॥
শিবের নিকটে আসি কহে জীবগণ।
রক্ষা কর রক্ষা কব দেব পঞ্চানন॥
ভযে ব্যাকুলিত হয দুর্ব্বাসাপ্রবর।
প্রাণভযে অঙ্গ তার কাঁপে থর থর॥

সুদর্শন চক্র হেরি দেব পঞ্চানন।
আশীর্ব্বাদ করি বিপ্রে কহিলা তখন॥
আমার তপস্যা-তেজ যদি সত্য হয়।
বিঘ্নমুক্ত হয় যেন মুনি মহাশয়॥
আজন্ম সঞ্চিত মোর তপস্যার ফলে।
নিরাপদ্ হোক বিপ্র এই ধরাতলে॥
পার্ব্বতী কহিলা তাঁরে শুন তপোধন।
যেহেতু মোদের কাছে লইলে শরণ॥
আমাদের আশীর্ব্বাদে ভয়হীন হও।
বিপদ্ হইতে তুমি চিরমুক্ত রও॥
শিব দুর্গা এইরূপ কহিলা যখন।
দুর্ব্বাসা বৈকুণ্ঠ পানে করিল গমন॥
দুর্ব্বাসা বৈকুণ্ঠে যায় তার সাথে সাথে।
দীপ্ত সুদর্শন চক্র চলিল পশ্চাতে॥

● দুর্ব্বাসার বৈকুণ্ঠে গমন ও তৎকৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র।

নারদের প্রতি তবে কহে নারায়ণ।
দুর্ব্বাসা বৈকুণ্ঠপানে করিল গমন॥
মহাভয়ে দ্বিজবর হরিপুরে যায়।
সনাতন শ্রীহরিরে হেরিল সেথায়॥
সিংহাসনে বিরাজিত শ্রীহরি সুন্দর।
কমনীয় শ্যামমূর্ত্তি অতি মনোহর॥
কোটি কোটি কন্দর্পের শোভা অঙ্গে তাঁর।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভিতেছে রত্ন-অলঙ্কার॥
পীতবস্ত্র পরিধানে অতি চমৎকার।
কুণ্ডল বিরাজ করে কর্ণেতে তাঁহার॥
শরতের চন্দ্রসম সুন্দর বদন।
বিকশিত পদ্মসম যুগল নয়ন॥
শিখিপুচ্ছ শোভিতেছে চূড়ায় তাঁহার।
কৌস্তুভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার॥
মৃদু মৃদু হাস্য হরি করে সুমোহন।
চামর বীজন করে পারিষদগণ॥
পাদপদ্ম সেবা করে কমলা যুবতী।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে স্তব করে সরস্বতী॥

সুনন্দ কুমুদ নন্দ আদি ভক্তগণ।
হরির মধুর নাম করিছে কীর্ত্তন॥
হরিরে হেরিয়া মুনি প্রণিপাত করে।
তারপর স্তব করে অতি ভক্তিভরে॥
করুণাসাগর তুমি হরি ভগবান্।
বিপদ্ হইতে মোরে কর পরিত্রাণ॥
দীনবন্ধু তুমি প্রভু পতিতপাবন।
রক্ষা কর আজি মোরে হরি সনাতন॥
ব্রহ্মা শিব আদি যাঁর পূজেন চরণ।
কিরূপে তাঁহারে আমি করিব বন্দন॥
লক্ষ্মী দুর্গা বেদমাতা সাবিত্রী ভারতী।
নিরন্তর সেবে যাঁরে ভক্তিভরে অতি॥
সিদ্ধ আর মুনিগণ যাঁর সেবা করে।
বিচক্ষণ ভজে যাঁরে সভক্তি অন্তরে॥
যাঁহার বন্দনা করে বেদ-সমুদয়।
তাঁহার স্তবনে মোর কিবা শক্তি হয়॥
জগতের পতি তুমি অনির্ব্বচনীয়।
তুমি সত্য ভগবান্ তুমি অদ্বিতীয়॥
সবার ঈশ্বর তুমি মহিমার আধার।
সঙ্কট হইতে মোরে করহ উদ্ধার॥
ধর্ম্ম আর ধর্ম্মী তুমি বন্ধু সবাকার।
শুভ ও অশুভ তুমি জানি অনিবার॥
বাঁচাও জীবন মোর প্রভু সনাতন।
সুদর্শন চক্র হ'তে করহ [illegible]ণ॥
বেদের সৃজনকারী তুমি ভগবান্।
সঙ্কট হইতে মোরে কর পরিত্রাণ॥
সকলের প্রভু তুমি সবার কারণ।
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ॥
বিধির বিধাতা তুমি মৃত্যুর মরণ।
বিপদ্ হইতে মোরে করহ রক্ষণ॥
এক ব্রহ্মপাত যার নিমেষেতে হয়।
তাহার স্তবন করা মোর সাধ্য নয়॥
এইরূপে হরিস্তব করিয়া তখন।
ক্রন্দন করিল মুনি ধরিয়া চরণ॥

দুর্ব্বাসার কৃত স্তব যে করে পঠন।
শ্রীহরি তাঁহারে সদা করেন রক্ষণ॥
রাজদ্বারে কারাগারে শ্মশানের মাঝে।
শ্বাপদসঙ্কুল দেশে যদি সে বিরাজে॥
তথাপি তাহার কভু নাহি হয ভয়।
শ্রীহরি করেন রক্ষা সকল সময॥
দস্যুভযে ভীত নাহি হয সেই জন।
শত্রুভয নাহি তার হয কদাচন॥
বিদূরিত হয বিঘ্ন শান্তি পায মনে।
অন্তিমে যাইবে সেই কৃষ্ণের ভবনে॥
দুর্ব্বাসার স্তব শুনি হরি সনাতন।
মৃদু মৃদু হাস্যভরে কহিলা তখন॥
উঠ উঠ মুনিবব, কিছু নাহি ভয।
মঙ্গল হইবে তব কহি সুনিশ্চয॥
কহিতেছি তব কাছে বাক্য হিতকর।
মন দিযা সেই কথা শুন মুনিবব॥
শাস্ত্রবিদ্ হয যত সাধু মুনিগণ।
শাস্ত্রের নিযম তারা পালে অনুক্ষণ॥
সাধুর মুখেতে শাস্ত্র করিযা শ্রবণ।
নিরন্তর জ্ঞান লাভ করে জীবগণ॥
বেদের বিরুদ্ধে কার্য্য যেই জন করে।
মৃতের অধিক সেই পৃথিবী ভিতরে॥
বৈষ্ণবে সুখ্যাতি করে বেদ ও পুরাণ।
নিরন্তর হই আমি বৈষ্ণবের প্রাণ॥
বৈষ্ণব সকল মোর প্রাণতুল্য হয়।
বৈষ্ণবেরে রক্ষা করি সকল সময॥
বৈষ্ণবেরে দ্বেষ হিংসা করে যেই জন।
সেই জন মোরে দ্বেষ করে অনুক্ষণ॥
পুত্র পৌত্র কলত্রাদি করি পরিহার।
যে জন আমার ধ্যান করে অনিবার॥
তাহার অপেক্ষা প্রিয় কে আছে আমার।
ত্রিভুবনে তার সম কেহ নহে আর॥
ব্রহ্মা শিব দুর্গা লক্ষ্মী দেবী সরস্বতী।
সাবিত্রী রাধিকা আর দেব গণপতি॥
গোপ গোপী আর যত দেবতা ব্রাহ্মণ।
আমার ভক্তের তুল্য নহে কোনজন॥
সারভূত সত্য কথা কহি তব কাছে।
আমার ভক্তের তুল্য কেবা আর আছে॥
প্রাণাধিক প্রিয মোর যত ভক্তগণ।
তাহাদের দ্বেষ করে যত মূঢ়জন॥
মম ভক্তগণে দ্বেষ করে যেই জন।
অবশ্য তাহাবে আমি করিব নিধন॥
সকলের প্রভু আমি সবার ঈশ্বর।
ভক্তের অধীন তবু হই নিরন্তর॥
ভক্তপ্রতি মোর প্রাণ নিযোজিত থাকে।
সকল বিপদ্ হৈতে রক্ষা করি তাকে॥
ভক্ত যেই খাদ্য মোবে করে নিবেদন।
প্রীতির সহিত আমি করি তা গ্রহণ॥
অভক্তের খাদ্য যদি সুধা-তুল্য হয।
তথাপি সে খাদ্য মোর গ্রহণীয় নয॥
অম্বরীষ নরপতি অতি ভক্তজন।
অহিংসক দযাশীল হিতপরাযণ॥
আমার চরণ ধ্যান করে অবিরত।
তাহার বিনাশে কেন হ'লে সমুদ্যত॥
সকল জীবের প্রতি দয়া যার আছে।
ছাযা-সম আমি তার ফিরি কাছে কাছে॥
তার প্রতি দ্বেষ করে যেই মূঢ়জন।
অবশ্য তাহার করি বিনাশ-সাধন॥
ইন্দ্রদেব দ্বেষ যদি করে ভক্তজনে।
কেহ না সমর্থ হয তাহারে রক্ষণে॥
শুন শুন মুনিবব, আমার বচন।
অম্বরীষ-গৃহে তুমি করহ গমন॥
একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা নৃপতি তোমার।
তোমার রক্ষণে কারো সাধ্য নাহি আর॥
শ্রীহরির এই বাক্য করিযা শ্রবণ।
বিষ্ণুর চরণ মুনি করিল স্মরণ॥
নারাযণ-বাক্যে মুনি ভীত হয মনে।
অবস্থান করে সেথা বিষণ্ণ বদনে॥

ধর্ম্ম ইন্দ্র ব্রহ্মা শিব মুনি দেবগণ।
সহসা পার্ব্বতী সাথে করে আগমন॥
ভক্তিভরে ভগবানে করিয়া প্রণাম।
স্তবস্তুতি সকলেই করে অবিরাম॥
ব্রহ্মা কহে ভগবন্ হরি সনাতন।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হও অনুক্ষণ॥
পরমাত্মারূপী তুমি নির্লিপ্ত ঈশ্বর।
মুনিবরে রক্ষা কর করুণাসাগর॥
মহাদেব কহিলেন, প্রভু দযাময।
দীনের বান্ধব তুমি সকল সময॥
তুমি প্রভু জগন্নাথ শ্রীমধুসূদন।
শরণাগতেরে প্রভু করহ রক্ষণ॥
কহিলা পার্ব্বতীদেবী প্রভু ভগবন্।
সবার ঈশ্বর তুমি সবার কারণ॥
গুরুতর অপরাধী এই মুনিবর।
তার প্রতি কৃপা কর করুণাসাগর॥
ধর্ম্ম কহে, বিভো তুমি পিতা সবাকার।
সবার পালনকর্ত্তা হও অনিবার॥
অবোধ সন্তান প্রতি কেন কর ক্রোধ।
ব্রাহ্মণেরে রক্ষা কর এই অনুরোধ॥
ইন্দ্রদেব কহিলেন, প্রভু সনাতন।
কৃপার সাগর তুমি জীবের জীবন॥
সর্ব্বজীবে কৃপা তুমি কর দযাময।
ব্রাহ্মণেরে রক্ষা কর বিপদ্ সময॥
রুদ্র কহে, ভগবান্ কি কহিব আর।
মুনিরে বিপদ্ হ'তে করহ উদ্ধার॥
দিক্‌পালগণ কহে, প্রভু দযাময়।
বিপ্রের বিনাশ করা উচিত না হয॥
গ্রহগণ বলে, প্রভু যেই মূঢ়জন।
বৈষ্ণবেরে দ্বেষ হিংসা করে অনুক্ষণ॥
তার প্রতি আমাদের মন রুষ্ট হয়।
পীড়া উৎপাদন করি সকল সময॥
তবু প্রভু দযাময করুণাবতার।
দুর্ব্বাসারে রক্ষা করা কর্ত্তব্য তোমার॥
মুনিগণ কহিলেন, প্রভু দযাময়।
দুর্ব্বাসার আচরণে লজ্জা বড় হয॥
মিনতি তোমার প্রতি তবু সবাকার।
ক্ষমা কর ক্ষমা কর অপরাধ তার॥
অত্রি কহে, ভগবন্ শোন এ মিনতি।
আমার এ পুত্র হয ভক্ত তব অতি॥
নিজ তেজোগর্ব্বে মত্ত রহে অনুক্ষণ।
তাই তো করিল হেন হীন আচরণ॥
করজোড়ে তব কাছে মিনতি জানাই।
ক্ষম তার অপরাধ জীবন-গোঁসাই॥
লক্ষ্মী কহে, ভগবন্ হরি সনাতন।
শরণাগতেরে তুমি করহ রক্ষণ॥
সরস্বতী কহে, প্রভু কৃপা-অবতার।
বিশ্বের ঈশ্বর তুমি জনক সবার॥
বেদের সৃজনকারী পতিতপাবন।
মুনিবরে রক্ষা তুমি কর ভগবন্॥
পারিষদ্‌বর্গ বলে, শুন দয়াময।
তোমার স্মরণে সব বিঘ্ন দূর হয়॥
বিঘ্নবিনাশন তুমি প্রভু ভগবান্।
মুনিরে বিপদ্ হ'তে কর পরিত্রাণ॥
সকলের সব কথা করিযা শ্রবণ।
মৃদু মৃদু হাস্য করি কহে সনাতন॥
শুন শুন দেবগণ, বচন আমার।
মুনিরে বিপদ হ'তে করিব উদ্ধার॥
নৃপতির কাছে বিপ্র করিযা গমন।
রাজার প্রীতির তরে করুন পারণ॥
তপস্বী দুর্ব্বাসা ঋষি করিযা গমন।
অম্বরীষ-গৃহে করে আতিথ্য গ্রহণ॥
অপরাধ নাহি করে নৃপ মহাশয।
শাপ দিতে মুনি তবু সমুদ্যত হয॥
গর্হিত আচার এই করিযা দর্শন।
মুনিরে হানিতে যায় চক্র সুদর্শন॥
প্রাণভযে ভীত হ'যে দুর্ব্বাসা প্রবর।
চারিধারে ভ্রমিতেছে একটি বৎসর॥

তদবধি নরপতি সন্তপ্ত অন্তরে।
আপনার পত্নীসহ উপবাস করে॥
মোর প্রিয়ভক্ত নৃপ উপবাসী রয়।
সেহেতু ভোজনে মোর রুচি নাহি হয়॥
উপবাসী রহিয়াছে ভক্ত যতক্ষণ।
কেমন করিয়া আমি করিব ভোজন॥
মোর আশীর্ব্বাদে মুনি বিঘ্নশূন্য হবে।
সুদর্শন চক্রে তার ভয় নাহি রবে॥
ভক্তের প্রদত্ত অন্ন সুধা-তুল্য হয়।
তৃপ্তিসহকারে খাই সকল সময়॥
প্রথমে ভক্তেরে বস্তু না করি প্রদান।
মোরে দিতে লক্ষ্মীদেবী সাহস না পান॥
শুন শুন নৃপশ্রেষ্ঠ; জ্ঞানীর প্রধান।
নৃপের মন্দিরে তুমি করহ প্রস্থান॥
তারপরে সকলেরে করি সম্বোধন।
মৃদু মৃদু হাস্য করি কহে সনাতন॥
শুন শুন দেব দেবী মুনি ঋষিগণ।
নিজ নিজ স্থানে সবে করহ গমন॥
এই কথা বলি হরি অন্তঃপুরে যান।
নিজ নিজ গৃহে সব করিল প্রস্থান॥
শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনি অতঃপর।
নৃপতির ভবনেতে যায় মুনিবর॥
দুর্ব্বাসার সাথে সাথে চক্র সুদর্শন।
অম্বরীষ-ভবনেতে করিল গমন॥
একবর্ষকাল নৃপ উপবাসী রয়।
তাহারে হেরিল সেথা মুনি মহাশয়॥
শুষ্ককণ্ঠে নরপতি করে অবস্থান।
মুনিরে হেরিয়া তার ফুল্ল হয় প্রাণ॥
সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করি নরপতি।
দুর্ব্বাসা মুনির পায়ে করিল প্রণতি॥
বহুবিধ মিষ্টান্নাদি করায়ে ভোজন।
অতঃপর নিজে অন্ন করিল গ্রহণ॥
ভোজন করিয়া ঋষি প্রফুল্ল অন্তরে।
দুই হাত তুলি নৃপে আশীর্ব্বাদ করে॥
বিদায়ের কালে মুনি ভাবে মনে মনে।
বৈষ্ণবের সম কেহ নাহি ত্রিভুবনে॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি সুধাময়।
শ্রবণ করিলে হয় পবিত্র হৃদয়॥
যেই জন ভক্তিভরে করিবে শ্রবণ।
এই ধরাধামে হয় ধন্য সেই জন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল জীব, বৃথা কাটে কাল।
চারিধারে বিস্তারিয়া আছে মায়াজাল॥
দিবানিশি ভজ সবে কৃষ্ণের চরণ।
এই মায়াজাল তবে হইবে ছেদন॥
এ ভব-সংসার-মাঝে সকল অসার।
হরির চরণ ধ্যান কর অনিবার॥
কৃষ্ণভক্ত হয় যেই তার কিবা ভয়।
সর্ব্বজয়ী হয় সেই সকল সময়॥
মায়ায় বিমুগ্ধ হ'য়ে আছে জীবগণ।
সংসার-কূপের মাঝে আছে নিমগন॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু কৃষ্ণ সনাতন।
তাঁহার চরণে প্রাণ কর সমর্পণ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা সুধার লহরী।
তাপদগ্ধ নরনারী শুন ভক্তি করি॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

একাদশীর ব্রত বিধান।

নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ।
অপূর্ব্ব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ॥
শুনিলে তোমার কথা মুগ্ধ হয় প্রাণ।
কহ মোরে একাদশী ব্রতের বিধান॥
শ্রুতিতে সামান্য কিছু করিনু শ্রবণ।
বিস্তারিয়া তুমি আজ কহ নারায়ণ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্।
কহিব তোমারে আমি ব্রতের বিধান॥

শুন শুন তপোধন, ব্রত আছে যত।
তাহাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ একাদশী ব্রত॥
এই ব্রত শুদ্ধ মনে করে যেই জন।
তার প্রতি তুষ্ট হন হরি সনাতন॥
যেমন দেবতা মাঝে কৃষ্ণ সনাতন।
সমস্ত দেবীর মাঝে প্রকৃতি যেমন॥
আশ্রমবাসীর মাঝে যেরূপ ব্রাহ্মণ।
যেমন বৈষ্ণব মাঝে দেব পঞ্চানন॥
যেরূপ পূজ্যের মাঝে দেব গণপতি।
পণ্ডিতগণের মাঝে যেমন ভারতী॥
শাস্ত্রমাঝে যেইরূপ বেদ-সমুদয়।
যেমন তীর্থের মাঝে গঙ্গানদী হয়॥
ধাতুর মাঝারে হয় সুবর্ণ যেমন।
যেমন ইন্দ্রিয় মাঝে শ্রেষ্ঠ হয় মন॥
যেইরূপ প্রাণ হয় প্রিয়-বস্তু মাঝে।
যেমন সঙ্গীর মাঝে প্রিয়তমা রাজে॥
গুরুর মাঝারে হয় জননী যেমন।
সতীর নিকটে শ্রেষ্ঠ যথা পতিধন॥
যেইরূপ দৈব হয় বলিষ্ঠের মাঝে।
যেরূপ শত্রুর মাঝে রোগ আদি রাজে॥
যেমন হিংসক মাঝে সর্প বিষধর।
যেইরূপ বেশ্যা হয় দুষ্টার ভিতর॥
যেরূপ তপস্বী মাঝে দেব পঞ্চানন।
সহিষ্ণুর মাঝে হয় পৃথিবী যেমন॥
ভক্ষ্যবস্তু মাঝে হয় অমৃত যেমন।
যেমন দাহক-মাঝে হয় হুতাশন॥
কমলা যেমন হয় ধনদাতা মাঝে।
জলাশয় মাঝে যথা সাগর বিরাজে॥
প্রজাপতি মাঝে হয় বিরিঞ্চি যেমন।
শ্রুতি মাঝে যেইরূপ সাম অনুক্ষণ॥
ছন্দের মাঝারে হয় গায়ত্রী যেমন।
যেমন রুদ্রের মাঝে ভোলা ত্রিলোচন॥
অশ্বত্থ যেমন হয় বৃক্ষগণ মাঝে।
যেমন পুষ্পের মাঝে তুলসী বিরাজে॥

বসন্ত যেরূপ হয় ঋতুর ভিতর।
আদিত্য মাঝারে হয় যেমন ভাস্কর॥
যেইরূপ ভীষ্মদেব বসুগণ মাঝে।
যেমন ভারতবর্ষ বর্ষ মাঝে রাজে॥
যেরূপ দেবর্ষি মাঝে তুমি বিদ্যমান।
যেমন ব্রহ্মর্ষি মাঝে ভৃগু মতিমান্॥
নৃপ সমুদয় মাঝে শ্রীরাম যেমন।
যেমন সিদ্ধের মাঝে কপিল ব্রাহ্মণ॥
যেরূপ যোগীর মাঝে সনৎকুমার।
শরভ যেমন হয় পশুর মাঝার॥
যেইরূপ ঐরাবত গজেন্দ্রের মাঝে।
যেমন পর্ব্বত মাঝে হিমালয় রাজে॥
কৌস্তুভ যেমন হয় মণির ভিতর।
যেরূপ যক্ষের মাঝে, কুবের প্রবর॥
যেইরূপ চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের মাঝে।
যেমন রাক্ষস মাঝে সুমালী বিরাজে॥
যেমন নারীর মাঝে শতরূপা সতী।
যেমন সুন্দরী মাঝে রম্ভা রূপবতী॥
যেমন মায়াবী মাঝে মায়া অবিরত।
ব্রত মাঝে সেইরূপ একাদশী ব্রত॥
এই ব্রত নিত্য সত্য শুদ্ধ অতিশয়।
এই ব্রত অনুষ্ঠানে বহু পুণ্য হয়॥
সকলের এই ব্রতে আছে অধিকার।
একাদশী ব্রত করা কর্ত্তব্য সবার॥
একাদশী ব্রতকালে যে করে ভোজন।
ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয় সেই জন॥
কুম্ভীপাক নরকেতে করে সে গমন।
চণ্ডালের ঘরে করে জনম-গ্রহণ॥
কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত হ'য়ে সপ্ত জন্ম ধ'রে।
সেই পাপী মুক্তিলাভ করে তারপরে॥
একাদশী দিনে ব্রতী করিলে ভোজন।
কোন্ পাপ হয় তাহা করিনু বর্ণন॥
দ্বাদশীর লঙ্ঘনেতে যেই দোষ হয়।
পূর্ব্বে আমি কহিয়াছি সে সব বিষয়॥

দশমীতে বিদ্ধা হ'লে একাদশী তিথি।
সেই দিনে উপবাসে দোষ হয় নিতি॥
যেই কথা কহিলেন ধর্ম্ম মহাশয়।
শুন শুন কহিতেছি সে সব বিষয়॥
দশমী লঙ্ঘন করে যেই মূঢ়জন।
তার গৃহ হ'তে লক্ষ্মী অপসৃতা হন॥
দশমীতে যুক্ত যদি একাদশী হয়।
উপবাস অবিধেয় হয় সে সময়॥
এই দিনে উপবাস যেই জন করে।
কমলার অভিশাপে সেই জন পড়ে॥
বংশহানি হয় তার যশ নষ্ট হয়।
শত মন্বন্তরকাল অন্ধকূপে রয়॥
দশমী ও একাদশী দ্বাদশী যখন।
এক সার্থে যোগ হয় শুন তপোধন॥
সেই দিনে ব্রতী করি দিবসে ভোজন।
পরদিন ব্রত যেন করে সেইজন॥
ব্রতকালে উপবাস করে যেন ব্রতী।
একাদশী ব্রতে হয় পুণ্যলাভ অতি॥
দ্বাদশীতে ব্রত যদি করি কোনজন।
ত্রয়োদশী দিবসেতে করযে পারণ॥
দ্বাদশী লঙ্ঘন দোষ নাহি তাতে হয়।
শাস্ত্রের বিধান ইহা শুন মহাশয়॥
পূর্ব্বদিনে একাদশী যদি পূর্ণ রয়।
কিছু অবশিষ্ট থাকে প্রভাত সময়॥
তবে একাদশী বৃদ্ধি করিবার তরে।
ওই দিনে উপবাস ব্রতী যেন করে॥
ছয় দণ্ড যেই দিন একাদশী রয়।
তিথিত্রয় যুক্ত থাকে প্রভাত সময়॥
এই স্থলে গৃহিগণ শুন শুন তবে।
পূর্ব্বদিনে উপবাস করে যেন সবে॥
এ নিয়ম নাহি খাটে যতি আদি তরে।
পরদিন তারা যেন উপবাস করে॥
নিত্য ক্রিয়া আদি সব করি সমাপন।
পরদিন করে যেন রাত্রি জাগরণ॥
পূর্ব্বদিনে উপবাস করি গৃহিগণ।
পরদিনে শুদ্ধ মনে করিবে পারণ॥
বৈষ্ণব বিধবা যতি ব্রহ্মচারী যারা।
সমভাবে উপবাস করে যেন তারা॥
শুক্লা একাদশীযোগে শুন তপোধন।
উপবাস করে যেন ব্রতী গৃহিগণ॥
কৃষ্ণপক্ষে একাদশী করিলে লঙ্ঘন।
কোনরূপ দোষ নাই বেদের বচন॥
শয়ন উত্থান মাঝে শুন মতিমান্।
যেই কৃষ্ণা একাদশী করে অবস্থান॥
সেই দিনে উপবাস কর্ত্তব্য সবার।
শাস্ত্রের বচন ইহা কহি অনিবার॥
বেদের বিধান আমি করিনু বর্ণন।
ব্রতের বিধান কথা শুন দিয়া মন॥
পূর্ব্বাহ্নে হবিষ্য আদি করি সমাপন।
নির্জ্জলোপবাস যেন করে ব্রতী জন॥
কুশ-শয্যা রাত্রিকালে করিয়া রচন।
ব্রতী জন করে যেন একাকী শয়ন॥
ব্রহ্মক্ষণে শয্যাত্যাগ করি তারপরে।
প্রাতঃকৃত্য সমাপন ব্রতী যেন করে॥
তারপর নিত্যকৃত্য করি সম্পাদন।
ব্রতী জন করে যেন স্নান সমাপন॥
অনন্তর ভক্তিভরে কৃষ্ণপ্রীতি তরে।
সন্ধ্যা আর তর্পণাদি ব্রতী যেন করে॥
তারপর আহ্নিকাদি করি সমাপন।
ব্রতদ্রব্য ব্রতী যেন করে আহরণ॥
বস্ত্র পাদ্য অর্ঘ্য পুষ্প নৈবেদ্য আসন।
ধূপ দীপ যজ্ঞসূত্র তাম্বূল ভূষণ॥
গন্ধ মধুপর্ক আদি দ্রব্য-সমুদয়।
আহরণ করে যেন দিবস সময়॥
তারপর রাত্রিকালে ষোড়শোপচারে।
ব্রত যেন করে ব্রতী ভক্তি-সহকারে॥
ধৌত শুদ্ধ যুগ্ম বস্ত্র পরিধান ক'রে।
আসনে বসিবে ব্রতী বিশুদ্ধ অন্তরে॥

তারপর আচমন করি সমাপন।
মনে মনে করে যেন শ্রীহরি স্মরণ ॥
স্বস্তির বচন কহি ব্রতী তারপরে।
স্থাপিবে মঙ্গলঘট অতি ভক্তিভরে ॥
ফল শাখা চন্দনাদি করিযা অর্পণ।
ছয় দেবে যেন ব্রতী করে আবাহন ॥
গণেশ ভাস্কর বহ্নি বিষ্ণু পঞ্চানন।
পার্ব্বতীরে ভক্তিভবে করিবে পূজন ॥
তাঁদেরে প্রণাম কবি সভক্তি অন্তরে।
হরিরে স্মরণ যেন ব্রতী জন করে ॥
এই ছয় দেবতারে না করি পূজন।
অন্য অন্য কর্ম্ম আদি করে যেই জন ॥
তাহার সকল কর্ম্ম ফলহীন হয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয় ॥
নারাযণ কহিলেন, শুন তপোধন।
ব্রতের বিধান আমি করিনু বর্ণন ॥
কাণ্বশাখা উক্ত মতে যেই ব্রত হয়।
সেই কথা কহি আমি শুন মহাশয় ॥
সামবেদ-উক্ত ধ্যান করি সনাতনে।
মস্তকে রাখিবে পুষ্প ভক্তিযুক্ত মনে ॥
তারপর ভক্তিভরে কর হরি-ধ্যান।
সেই ধ্যান কহিতেছি শুন মতিমান্ ॥
ভক্তদের প্রাণতুল্য এই ধ্যান হয।
অভক্ত-সমীপে কভু কহনীয নয ॥
নবীন-নীরদ সম যাঁর কলেবর।
শরতের চন্দ্র সম বদন সুন্দব ॥
বিকশিত পদ্ম সম নযন যাঁহার।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভে যাঁর রত্ন-অলঙ্কার ॥
যাঁর পানে নিরন্তর চাহে গোপীগণ।
গোপীব ঈশ্বর যিনি গোপিকামোহন ॥
রাসেব মণ্ডলে যিনি সদা-বিদ্যমান।
রাধিকা-রমণ যিনি শ্রীরাধার প্রাণ ॥
কৌস্তভ মণিতে যাঁব বক্ষ সমুজ্জ্বল।
যাঁর গলে পুষ্পমাল্য শোভে অবিরল ॥
রত্নের কিরীট শোভে যাঁহার মাথায।
মোহন মুরলী যাঁর হাতে শোভা পায ॥
সুরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর।
অনন্ত ইত্যাদি যাঁরে ভজে নিরন্তর ॥
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা।
লক্ষ্মী সরস্বতী যাঁর করেন বন্দনা ॥
ধ্যানের অসাধ্য যিনি সবার কারণ।
সেই ভগবানে আমি করিনু ভজন ॥
এইরূপ ধ্যান করি ভক্তিসহকারে।
পূজন করিবে পরে ষোড়শোপচারে ॥
তারপর পুষ্পাঞ্জলি করিযা অর্পণ।
কৃতাঞ্জলিপুটে কর হরির স্তবন ॥
রাধিকার নাথ প্রভু হরি সনাতন।
করুণাসাগর তুমি নিত্য নিরঞ্জন ॥
সংসার-সাগর হ'তে কর পরিত্রাণ।
তাপদগ্ধ প্রাণে তুমি শান্তি কর দান ॥
কত জন্ম গত হ'ল, কত জন্ম হবে।
জন্ম মৃত্যু হ'তে প্রভু মুক্ত কর তবে ॥
তোমার চরণে প্রভু লইনু শরণ।
পাদপদ্মে প্রণিপাত করি অনুক্ষণ ॥
মোর প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর দযাময।
কৃপা করি দূর কর শমনেব ভয ॥
শ্রীচরণে স্থান তুমি দাও সনাতন।
আমি অতি ভক্তিহীন অতি মূঢ় জন ॥
ক্রিয়াহীন বিধিহীন বস্তুমন্ত্রহীন।
ঘোরতর পাপে লিপ্ত আছি নিশিদিন ॥
কৃপা করি অপরাধ ক্ষম দযাময।
তোমাব চরণে যেন মম মতি রয ॥
তব নাম যেই জন করে উচ্চারণ।
সার্থক জনম তার, সফল জীবন ॥
কোন কার্য্য কভু যদি অঙ্গহীন রয়।
তব নাম উচ্চারণে পূর্ণ তাহা হয ॥
এইরূপে ব্রতী জন করিয়া স্তবন।
ব্রাহ্মণেরে করে যেন দক্ষিণা অর্পণ ॥

তারপর মহোৎসব করি সমাপন।
ব্রতী যেন করে সেই রাত্রি জাগরণ॥
উপবাস ব্রত আদি করি কোন জন।
রাত্রিকালে যদি নাহি করে জাগরণ॥
ব্রতের অর্দ্ধেক ফল লাভ তার হয়।
বেদের বচন ইহা শুন মহাশয়॥
দ্বাদশী তিথিতে কেহ করিয়া পারণ।
রাত্রিকালে যদি নাহি করে জাগরণ॥
জলমাত্র পুনর্ব্বার করে যদি পান।
ব্রত অর্দ্ধফল পায় শুন মতিমান্॥
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
এই মন্ত্রে হবিষ্যান্ন করিবে ভোজন॥
অন্ন তুমি বিষ্ণুরূপী প্রাণীদের প্রাণ।
তোমারে সৃজন করে ব্রহ্মা ভগবান্॥
তোমার কৃপায় জীব বাঁচে অবিরল।
আমারে প্রদান কর এই ব্রত-ফল॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
একাদশী ব্রত যেই করে আচরণ॥
শ্রীহরির দাস্য লাভ করে সেইজন।
মুক্তিলাভ করে তার বংশধরগণ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা যে শুনিবে কাণে।
অনবদ্য ভক্তিরস উছলিবে প্রাণে॥
তাপদগ্ধ নরনারী পরিতৃপ্ত হয়।
ঘুচে যায় সকলের শমনের ভয়॥
কৃষ্ণের চরণে মন রয়েছে যাহার।
ত্রিভুবন-মাঝে আছে কি ভয় তাহার॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব, বৃথা কাটে কাল।
কৃষ্ণ-নামে ছিন্ন হয় ভব-মায়াজাল॥
সুদুস্তর ভবসিন্ধু পার যদি হবে।
কৃষ্ণের চরণ-চিন্তা কর সদা তবে॥
মায়াময় এ সংসারে কেহ নহে কার।
একমাত্র হরিনাম সকলের সার॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

গোপকন্যাকৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র, বস্ত্রহরণ, রাধিকা-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র, গৌরী ব্রতবিধান, ব্রতকথা, পার্ব্বতী-স্তোত্র এবং ব্রতান্তে পার্ব্বতীর বরদান।

একাদশী কথা শুনি দেবর্ষি নারদ।
শ্রদ্ধাপূত চিত্তে বন্দে নারায়ণপদ॥
বিনয় ভাষণে তবে সম্বোধি হরিরে।
বলেন নারদ মুনি অতি ধীরে ধীরে॥
তোমার কৃপায় প্রভু কত জ্ঞান হয়।
জ্ঞানের ভাণ্ডার তুমি এই পরিচয়॥
পুরাণের কথা আর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
তোমার কৃপায় প্রভু করিনু শ্রবণ॥
এত যদি কৃপা তুমি কর মম ঠাঁই।
আরো কিছু কৃষ্ণকথা বল গো গোঁসাই॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
কৃষ্ণের চরিত্র-কথা করিব বর্ণন॥
কিরূপে গোপীর বস্ত্র হরে সনাতন।
সেই কথা কহি আমি শুন দিয়া মন॥
নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ।
কহ কহ মোরে সেই অপূর্ব্ব কথন॥
শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনি তৃপ্তি নাহি হয়।
কৃপা করি সব কথা কহ মহাশয়॥
নারদের বাক্য শুনি কহে নারায়ণ।
বিচিত্র আখ্যান কহি শুন তপোধন॥
হেমন্তের কালে মিলি গোপিকারা যত।
মদনে পীড়িতা হ'য়ে আরম্ভিল ব্রত॥
সংযত হইয়া করি হবিষ্য ভোজন।
যমুনার তীরে সবে করিল গমন॥
বালু দ্বারা রচি সেথা পার্ব্বতী-মূরতি।
দেবীরে আহ্বান করে যতেক যুবতী॥
চন্দন অগুরু ধূপ কস্তূরী কুঙ্কুম।
বহুবিধ মাল্য আর বিবিধ কুসুম॥

এই সব দিয়া করি দেবীরে পূজন।
ভক্তিভরে পার্ব্বতীরে করে সম্বোধন॥
জগতের মাতা তুমি জগৎ-পালিনী।
সৃজনের কর্ত্রী তুমি সংহারকারিণী॥
দুর্গতিনাশিনি দুর্গে তুমি বিশ্বস্তুতা।
শ্রীকৃষ্ণের দেহে তুমি হও আবির্ভূতা॥
কোটি সূর্য্যসম তব দীপ্ত কলেবর।
সিন্দূর-বিন্দুতে তুমি শোভিছ সুন্দর॥
নবীনা যুবতী তুমি ভুবনমোহিনী।
মোক্ষদাত্রী তুমি মাতঃ বিশ্বের পালিনী॥
ভুবন-ঈশ্বরী তুমি জগন্মাতা নাম।
প্রকৃতি ঈশ্বরী তুমি জানি অবিরাম॥
তুমি রাধা তুমি লক্ষ্মী তুমি সরস্বতী।
বেদ-অধিষ্ঠাত্রী তুমি শ্রীসাবিত্রী সতী॥
শিবারূপে আছ তুমি শিবের ভবনে।
ব্রহ্মাণী রূপেতে আছ ব্রহ্মার সদনে॥
তব অংশভূতা হয় সকল কামিনী।
বীজস্বরূপিণী তুমি ভুবন-মোহিনী॥
তুমি ছায়া তুমি মায়া তুমি দেবী রতি।
শতরূপা দেবহুতি তুমি অরুন্ধতী॥
তুলসী ও গঙ্গা তুমি কি কহিব আর।
নদীরূপে বহিতেছ পৃথিবী-মাঝার॥
জ্যোতিঃরূপা সত্ত্বরূপা শক্তিস্বরূপিণী।
তুমি মাতঃ রাজলক্ষ্মী মঙ্গলদায়িনী॥
প্রভারূপে আছ তুমি সূর্য্যের মাঝার।
শোভারূপে চন্দ্রমাঝে রহ অনিবার॥
শব্দরূপে আছ তুমি গগনমণ্ডলে।
শক্তিরূপে বিরাজিতা এই ধরাতলে॥
ক্ষুধা তুমি তৃষ্ণা তুমি, জীব সকলের।
স্মৃতি মেধা বুদ্ধি তুমি পণ্ডিতগণের॥
মৃত্যুঞ্জয়ী বিদ্যা তুমি সকলের সার।
ভক্তিভরে তব পদে করি নমস্কার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের শক্তিরূপা হও।
সকল জীবের মাঝে শক্তিরূপে রও॥

মধু কৈটভের ভয়ে বিষ্ণু সনাতন।
যে দেবীরে ভক্তিভরে করে আরাধন॥
তুমি সেই শক্তিময়ী জানি অনিবার।
তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার॥
ত্রিপুর-সংগ্রামকালে সর্ব্বদেবগণ।
যে দেবীরে ভয়ে ভয়ে করিল স্তবন॥
তুমি সেই দুর্গাদেবী মঙ্গল আধার।
ভক্তি সহকারে মোরা করি নমস্কার॥
যাঁহার আজ্ঞায় চলে বায়ু নিরন্তর।
যাঁহার আদেশে চলে সূর্য্য নিশাকর॥
যাঁহার আজ্ঞায় হয় সৃজন সংহার।
সেই জননীর পদে করি নমস্কার॥
আমাদের পানে মাতঃ মুখ তুলি চাও।
নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণেরে পতিরূপে দাও॥
এরূপ প্রার্থনা করি যত গোপীগণ।
ভক্তিভরে পার্ব্বতীরে করিল পূজন॥
তারপর নমস্কার করি বারে বারে।
পার্ব্বতীরে স্তব করে ভক্তি-সহকারে॥
তুমি দেবী দয়াময়ী মঙ্গলকারিণী।
অভীপ্সিত সমুদয় বস্তু-প্রদায়িনী॥
শঙ্করের প্রিয়া তুমি কি কহিব আর।
তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার॥
বিশ্বের জননী তুমি ভুবন-ঈশ্বরী।
মোদের বাঞ্ছিত পতি দাও কৃপা করি॥
তুমি দুর্গা, শিবা, মায়া, তুমি সনাতনী।
তোমারে প্রণাম করি দেবী নারায়ণী॥
বিঘ্ন-বিনাশন দেবী তব দুর্গা-নাম।
'দ'-কারেতে দৈত্য নাশ বুঝি অবিরাম॥
'উ'-কারেতে বিঘ্ননাশ বেদের সম্মত।
'রেফ' রোগবিনাশক বুঝি অবিরত॥
'গ'-কারেতে পাপ নাশ জানি সর্ব্বদাই।
'আ'-কারেতে শত্রুনাশ কোন ভুল নাই॥
সকল দুর্গতি নাশ যাঁর নামে হয়।
তিনি দুর্গা শক্তিরূপা সকল সময়॥

দুর্গা অর্থে দৈত্যপতি বুঝি অনুক্ষণ।
'আ'-কারেতে বুঝি মোরা বিনাশ সাধন॥
দৈত্যের পতিরে যিনি করিলা সংহার।
পণ্ডিতেরা দুর্গা নাম রাখিলেন তাঁর॥
'শ'-কারে কল্যাণ বুঝি, উৎকর্ষ 'ই'-কারে।
'বা' শব্দেতে দাতা সবে বুঝিবারে পারে॥
উৎকৃষ্ট মঙ্গল তুমি দাও সর্ব্বদাই।
শিবা নামে অভিহিতা হইয়াছ তাই॥
'শিব' অর্থে মোক্ষলাভ শাস্ত্র-অনুসারে।
বুঝি জন্মপ্রদায়িনী জননী 'আকারে'॥
দান কর তুমি মাতঃ মুকতি নির্ব্বাণ।
পণ্ডিতেরা শিবা নাম করিয়াছে দান॥
নিরন্তর তুমি মাগো দূর কর ভয়।
অভয়া তোমারে তাই সুধীজন কয়॥
'মা' শব্দেতে মোহ মোরা বুঝি সর্ব্বজন।
'য়া' শব্দে আবদ্ধ করা জানি অনুক্ষণ॥
জীবগণে বদ্ধ তুমি কর মায়াপাশে।
মায়া নামে পণ্ডিতেরা তোমারে সম্ভাষে॥
নারায়ণ-সমতুল্যা অঙ্গজাতা তাঁর।
নারায়ণী নাম তাই হইল তোমার॥
নিত্যা ও নির্গুণা তুমি বিশ্বের জননী।
সুধীগণ তব নাম রাখে সনাতনী॥
কল্যাণ প্রদান তুমি কর অবিরাম।
পণ্ডিতেরা তাই তব দিল জয়া নাম॥
ঐশ্বর্য্য প্রদান তুমি কর সর্ব্বদাই।
শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা নামে উক্ত তুমি তাই॥
মহাপ্রলয়ের কালে বিষ্ণু ভগবান্।
ব্রহ্মাদেবে এই স্তব করিলা প্রদান॥
মধু কৈটভের ভয়ে ব্রহ্মা প্রজাপতি।
এই স্তব করিলেন ভক্তিভরে অতি॥
মহামায়া দুর্গাদেবী করি আগমন।
কৃষ্ণের কবচ তারে করিলা অর্পণ॥
ত্রিপুরাসুরের যুদ্ধে দেব পঞ্চানন।
রথ সহ নিপতিত হইলা যখন॥
সে সময় আসি সেথা ব্রহ্মা ভগবান্।
এই স্তব মহাদেবে করিলা প্রদান॥
শ্রীদুর্গার স্তব করি শশাঙ্কশেখর।
সেই যুদ্ধে জয়লাভ করে অনন্তর॥
গোপকন্যা কৃত স্তব যে করে পঠন।
শত্রুভয় হ'তে মুক্ত হইবে সে জন॥
রাজদ্বারে শ্মশানেতে ভয় নাহি তার।
দাবাগ্নি হইতে সেই পাইবে উদ্ধার॥
কভু নাহি হবে তার হিংস্রজন্তু-ভয়।
কারাগার-ভয় তার কভু নাহি হয়॥
সমুদ্রে পতিত যদি হয় সেইজন।
তথাপি বিপদ্ নাহি হবে কদাচন॥
বন্ধুর বিচ্ছেদ কভু নাহি হবে তার।
গুরুশাপ হ'তে সেই লভিবে উদ্ধার॥
ধনহীন অবস্থায় যদি কোন জন।
এই স্তোত্র ভক্তিভরে করয়ে পঠন॥
ধন লাভ হবে তার দুঃখ হবে দূর।
যশ মান সেই জন লভিবে প্রচুর॥
জাতিনাশ পতিভেদ যদি কভু হয়।
এই স্তব পাঠে মুক্তি হইবে নিশ্চয়॥
সর্পবিষে যদি কেহ জর্জ্জরিত হয়।
এই স্তোত্র পাঠে তার দূর হয় ভয়॥
ভক্তিভরে এই স্তোত্র পড়ে যেই জন।
হরি প্রতি দৃঢ়া ভক্তি লভে অনুক্ষণ॥
পার্ব্বতী-প্রসাদে সেই হরিদাস্য পায়।
অন্তিমেতে সেইজন গোলোকেতে যায়॥
এইরূপ স্তব করি ব্রজাঙ্গনাগণ।
এক মাস পার্ব্বতীর করিল পূজন॥
কুঙ্কুম কস্তুরী আর অগুরু চন্দন।
ধূপদীপ ফলমূল বিবিধ বসন॥
পূজা উপচার যত ল'য়ে নারীগণ।
নদীর তীরেতে সব করিল স্থাপন॥
তারপর নৈবেদ্যাদি রাখি নদীতীরে।
স্নানতরে নামে সবে যমুনার নীরে॥

নীল পীত শুক্ল আদি বস্ত্র সুদর্শন।
যমুনার তটে সব করিলা স্থাপন॥
শ্রীকৃষ্ণেরে প্রাণ মন করি সমর্পণ।
উলঙ্গিনী হ'যে জলে নামে গোপীগণ॥
জলের ক্রীড়ায় সবে মত্ত যবে হয়।
কৃষ্ণ হরি আসিলেন এমন সময়॥
বস্ত্র আদি নদীতটে করিযা দর্শন।
গোপনেতে ভগবান্ করিলা হরণ॥
তার সাথে ছিল যত সহচরগণ।
নৈবেদ্য প্রভৃতি সব করিল ভোজন॥
গোপীদের বস্ত্র চুরি করি তারপর।
সুদূর বনের মাঝে পলায সত্বর॥
শত শত বস্ত্রপুঞ্জ রাখিযা সেথায।
অবস্থান করে সবে কৃষ্ণ-প্রতীক্ষায॥
সুদাম শ্রীদাম আর সুন্দর সুবল।
সুভঙ্গ সুপার্শ্ব বসু দামাদি শীতল॥
বীরভানু সূর্য্যভানু চন্দ্রভানু তাল।
রত্নভানু বসুভানু দ্বাদশ গোপাল॥
কৃষ্ণ আর বলরাম এই চৌদ্দ জন।
একত্র হইল ক্রমে আনন্দিত মন॥
সঙ্গেতে রয়েছে আর অসংখ্য গোপাল।
সবে মিলি একসাথে চড়ে বৃক্ষডাল॥
কিছু বস্ত্র ভগবান্ করিযা গ্রহণ।
কদম্ব বৃক্ষের 'পরে করে আরোহণ॥
তারপর সনাতন কৃষ্ণ দযাময।
গোপীদেরে সম্বোধিয়া মৃদুবাক্যে কয॥
আমার বচন শুন গোপাঙ্গনাগণ।
করিয়াছ সকলেই ব্রত আরম্ভণ॥
ব্রতের সঙ্কল্প করি তোমরা সকলে।
নগ্না হ'যে আছ কেন যমুনার জলে॥
ব্রত অঙ্গ হানি কর কিসের কারণ।
তোমাদের বস্ত্র কেবা করিল হরণ॥
ব্রতেতে দীক্ষিতা হ'য়ে যদি নারীগণ।
উলঙ্গিনী হ'যে করে স্নান সমাপন॥
তাহাতে বরুণদেব অতি রুষ্ট হয়।
হরণ করিয়া লয বস্ত্র সমুদয॥
উলঙ্গিনী হ'য়ে কিবা করিবে এক্ষণে।
আমার সমক্ষে তীরে উঠিবে কেমনে॥
কিরূপে করিবে তবে ব্রত সমাপন।
কিরূপে ভবন পানে করিবে গমন॥
যে দেবীরে পূজিয়াছ ভক্তিযুক্ত মনে।
সক্ষম না হন তিনি দ্রব্যাদি রক্ষণে॥
আমার বচন শুন গোপিকা সকল।
কিরূপে দিবেন তিনি এই ব্রতফল॥
সামান্য দ্রব্যাদি যেই না পারে রক্ষিতে।
তাহার কি সাধ্য আছে ব্রতফল দিতে॥
কৃষ্ণের বচন শুনি ব্রজাঙ্গনাগণ।
চিন্তাকুলা হ'য়ে সবে করিল দর্শন॥
যমুনার তীরে যত বস্ত্র আদি ছিল।
কোন জন আসি তাহা হরণ করিল॥
ব্যাকুলিতা হ'যে যত গোপিকার দল।
হায হায করি সবে কাঁদে অবিরল॥
কৃতাঞ্জলিপুটে পরে গোপাঙ্গনাগণ।
কৃষ্ণের উদ্দেশে কহে কাতর বচন॥
তুমি আদীশ্বর প্রভু তুমি সনাতন।
কিঙ্করীগণেরে বস্ত্র করহ অর্পণ॥
তুমি বেদবিদ্‌শ্রেষ্ঠ তুমি ভগবান্।
আমাদের বস্ত্র যত করহ প্রদান॥
নগ্না হ'য়ে জল হ'তে উঠিতে না পারি।
হে গোবিন্দ বস্ত্র সব দাও তাড়াতাড়ি॥
এমন সময় আসি শ্রীদাম সেথায।
দূর হ'তে বস্ত্রপুঞ্জ তাদেরে দেখায়॥
তাহা হেরি কোপভরে রাধিকা যুবতী।
আরক্ত লোচনে কহে সখীদের প্রতি॥
সুশীলা মাধবী পদ্মা গৌরী শশিকলা।
যমুনা কালিকা দুর্গা ভারতী কমলা॥
সুধামথা পদ্মমুখী চন্দ্রমুখী রতি।
জাহ্নবী অপর্ণা গঙ্গা চম্পা সরস্বতী॥

অম্বিকা সাবিত্রী শুভা চন্দননন্দিনী।
পারিজাতা স্বয়ংপ্রভা কুন্তীবিনোদিনী॥
শুন শুন সখীগণ আমার বচন।
কৃষ্ণেরে বন্ধন করি কর আনয়ন॥
রাধার বচন শুনি ব্রজাঙ্গনাগণ।
এক হাতে গুহ্য অঙ্গ করি আচ্ছাদন॥
জল হ'তে উঠি ত্বরা নগ্না অবস্থায়।
কৃষ্ণেরে আনিতে ধরি ত্বরা করি যায়॥
শ্রীদাম হেরিয়া তাহা করে পলায়ন।
পশ্চাতে ছুটিয়া চলে যত গোপীগণ॥
বস্ত্রচোর বালকেরা না হেরি উপায়।
যেথায় শ্রীকৃষ্ণ রাজে সেইখানে যায়॥
গোপিকারা তাহাদের করে আক্রমণ।
শিশুরা করিল বস্ত্র কৃষ্ণে সমর্পণ॥
অনন্তর বস্ত্র ল'য়ে কৃষ্ণ সনাতন।
কদম্ব-শাখায় সব করিলা স্থাপন॥
তারপর সকৌতুকে করি সম্বোধন।
হাস্য করি কহিলেন শুন গোপীগণ॥
এই আচরণ কেন করিতেছ আজ।
বিবস্ত্রা হইয়া আছ তবু নাহি লাজ॥
রাধা সহ তীরে উঠে তোমরা সকলে।
বস্ত্রাদি প্রার্থনা কর কৃতাঞ্জলি হ'য়ে॥
প্রার্থনা না করে যদি রাধিকা যুবতী।
বস্ত্র না পাইবে তবে হইবে দুর্গতি॥
তোমাদের বস্ত্র যদি নাহি দান করি।
কি আর করিবে মোর রাধিকা সুন্দরী॥
যে দেবীরে ব্রত মাঝে কর আরাধন।
কি আর করিবে মোর অনিষ্ট সাধন॥
যাও যাও সবে মিলি রাধার নিকটে।
আমার সকল কথা কহ অকপটে॥
কৃষ্ণের বচন শুনি ব্রজাঙ্গনাগণ।
রাধিকারে গিয়া সব করে নিবেদন॥
সমস্ত শ্রবণ করি রাধিকা যুবতী।
কামবাণে প্রপীড়িতা হইলেন অতি॥

রোমাঞ্চিত অঙ্গ তার হয় বারে বারে।
লজ্জায় কৃষ্ণের কাছে যাইতে না পারে॥
জলে যোগাসন করি অতি ভক্তিভরে।
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান রাধা সতী করে॥
ভাবের আবেগে হয় সজল নয়ন।
করযোড়ে প্রাণেশ্বরে করিল স্তবন॥
প্রাণের বল্লভ তুমি প্রাণের ঈশ্বর।
গোলোকের নাথ তুমি প্রভু পরাৎপর॥
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু করুণাসাগর।
গোপীর ঈশ্বর তুমি হও নিরন্তর॥
নন্দের আত্মজ তুমি নয়নাভিরাম।
তোমার চরণে আমি করিনু প্রণাম॥
সদানন্দ নিত্যানন্দ তুমি সারাৎসার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
প্রাণনাথ কৃষ্ণ তুমি পতিতপাবন।
তোমার চরণ ধ্যান করি অনুক্ষণ॥
ইন্দ্রযাগ ভঙ্গ তুমি কর সনাতন।
কালিয়নাগেরে তুমি করিলে দমন॥
ব্রহ্মা-দর্প চূর্ণ তুমি করিলে হেলায়।
ভক্তিভরে প্রণিপাত করি তব পায়॥
অনন্ত মহান্ আর ব্রহ্মা মহেশ্বর।
সকলের প্রভু তুমি সবার ঈশ্বর॥
ব্রহ্মবীজরূপী তুমি সর্ব্বজ্ঞ সদাই।
তোমার চরণে আমি প্রণতি জানাই॥
গুণাতীত গুণাত্মক সর্ব্ব-গুণাধার।
তব পাদপদ্মে আমি করি নমস্কার॥
সিদ্ধির ঈশ্বর তুমি বীজ তপস্যার।
তোমার চরণে আমি নমি বারংবার॥
সর্ব্ববীজরূপী তুমি অনির্ব্বচনীয়।
সিদ্ধির স্বরূপ তুমি সদা অদ্বিতীয়॥
তোমার চরণ পূজা করি অনুক্ষণ।
পূজনীয়া হইয়াছে যত দেবীগণ॥
লক্ষ্মী দুর্গা গঙ্গা আর সাবিত্রী ভারতী।
তোমার কৃপায় তারা পূজনীয়া অতি॥

সেই সনাতন তুমি মহিমাবতার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
রাধাকৃত এই স্তোত্র যে করে পঠন।
হরির চরণে ভক্তি লভে সেইজন॥
বিপদকালেতে যেই পড়ে এই স্তব।
আপদ্ বিপদ্ তার দূরে যায় সব॥
হৃত দ্রব্য নষ্ট দ্রব্য লভে পুনরায়।
চিন্তাগ্রস্ত মানবেরা মহাশান্তি পায়॥
এই স্তব ভক্তিভরে যে করে পঠন।
আত্মীয়-বিচ্ছেদ তার না হয় কখন॥
কুমারী যুবতী যদি এক বর্ষ ধ'রে।
ভক্তিসহকারে এই রাধাস্তব পড়ে॥
অবশ্যই সে বালিকা হরির কৃপায়।
কৃষ্ণসম গুণবান্ পতিরত্ন পায়॥
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করি সে সময়।
হেরিলা রাধিকাদেবী বিশ্ব কৃষ্ণময়॥
তারপর দেখে রাধা চাহিয়া নিকটে।
বস্ত্র আর ব্রতদ্রব্য রহিয়াছে তটে॥
বিস্ময়ে মগনা হ'য়ে ব্রজাঙ্গনাগণ।
জল হ'তে উঠি করে ব্রত সম্পাদন॥
তারপর গোপীগণ রাধার আজ্ঞায়।
পুলকিতা হ'যে সবে নিজ গৃহে যায়॥

● শ্রীরাধিকা ও গোপীগণের গৌরীব্রত পালন।

নারদ কহিলা প্রভু হরি নারায়ণ।
বিচিত্র কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ॥
কোন্ ব্রত গোপীগণ করে অনুষ্ঠান।
তাহার কি নাম হয় কহ মহাপ্রাণ॥
এই ব্রত অনুষ্ঠানে কিবা ফল হয়।
কোন্ দ্রব্য দিতে হয় কহ মহাশয়॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
এই ব্রতকথা আমি কহিব এক্ষণ॥
এই ব্রত সুবিখ্যাত গৌরীব্রত নামে।
ঘরে ঘরে প্রচলিত আছে ধরাধামে॥

অগ্রাণ মাসের কালে এই ব্রত হয়।
এই ব্রত করে যত কন্যা-সমুদয়॥
কন্যাগণ স্নান আদি করি সমাপন।
করিবে বিশুদ্ধ মনে ঘটের স্থাপন॥
সূর্য্য বহ্নি বিষ্ণু শিব গণেশ পার্ব্বতী।
আহ্বান করিবে সবে ভক্তিভরে অতি॥
এই ছয় দেবতারে ভক্তিসহকারে।
পূজন করিবে পরে পঞ্চ উপচারে॥
এইরূপে পূজা আদি করি সমাপন।
আরম্ভ করিবে ব্রত যত কন্যাগণ॥
ঘটেতে চর্চ্চিত করি অগুরু চন্দন।
সুবিস্তৃত মণ্ডলাদি করিবে রচন॥
বালু দিয়া অবশেষে ভক্তিভরে অতি।
রচিবে শ্রীদশভুজা দুর্গার মূরতি॥
এইরূপে দুর্গামূর্ত্তি করিযা নির্ম্মাণ।
কপালে সিন্দূরবিন্দু করিবে প্রদান॥
তারপর যুক্তকরে করি আবাহন।
ভক্তিভরে পার্ব্বতীর করিবে স্তবন॥
শঙ্করের অর্দ্ধাঙ্গিনী তুমি গৌরী সতী।
আমারে প্রদান কর সুদুর্লভ পতি॥
এইরূপে মন্ত্রপাঠ করি সমাপন।
কাত্যায়নী ধ্যান কর মঙ্গল-কারণ॥
নারাযণ কহিলেন, শুন যোগিরাজ।
সামবেদ-উক্ত ধ্যান কহিতেছি আজ॥
যিনি শিবা শিবপ্রিয়া শিববক্ষে স্থিতা।
রত্ন-আভরণে যিনি সদা বিভূষিতা॥
মৃদু মৃদু হাস্যযুক্ত বদন যাঁহার।
প্রসন্নলোচন যাঁর অতি চমৎকার॥
নবীন-যৌবনযুক্তা যিনি অনুক্ষণ।
ললাটে সিন্দূর যাঁর অতি সুদর্শন॥
যাঁহার গণ্ডেতে শোভে রত্নের কুণ্ডল।
গলেতে মালতীমালা শোভে অবিরল॥
পরিধানে বহ্নিশুদ্ধ বসন যাঁহার।
মস্তকে কিরীট যাঁর শোভে অনিবার॥

সুকঠিন শ্রোণিদ্বয় অতি মনোহর।
কোটিসূর্য্য সম যাঁর দীপ্ত কলেবর॥
পক্ব-বিম্ব-সম যাঁর ওষ্ঠ ও অধর।
চম্পক-কুসুমসম বরণ সুন্দর॥
মুক্তাসম দন্তরাজি অতি মনোরম।
বদন যাঁহার পূর্ণ শশধর-সম॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ ধ্যান করে যার।
তাঁহার ভজনা আমি করি বার বার॥
এইরূপে ধ্যান শেষ করি ব্রতী জন।
ধ্যানপুষ্প মস্তকেতে করিবে অর্পণ॥
তারপর অন্য পুষ্প করিয়া গ্রহণ।
পুনর্ব্বার ধ্যান করি করিবে পূজন॥
এইরূপে প্রতিদিন পূজা সাঙ্গ ক'রে।
শুনিবে ব্রতের কথা সভক্তি অন্তরে॥
নারদ কহিলা, প্রভু কৃপা-অবতার।
ব্রতের বিধান আমি জানিনু এবার॥
ব্রতকথা শুনিবারে ইচ্ছা বড় হয়।
কৃপা করি সেই কথা কহ মহাশয়॥
এই ব্রত প্রথমেতে করে কোন্ জন।
দয়াময় কর মোর সন্দেহ-ভঞ্জন॥
নারায়ণ কহিলেন, নারদ সুজন।
কহিতেছি ব্রতকথা শুন দিয়া মন॥
কুশধ্বজ নামে এক ছিল নরপতি।
তাহার নন্দিনী ছিল সাধ্বী বেদবতী॥
শুন হে নারদ মুনি অপূর্ব্ব কাহিনী।
বেদবতী উপাখ্যান সংক্ষেপে বাখানি॥
ধর্ম্মধ্বজ কুশধ্বজ উগ্র তপস্যায়।
আরাধনা করিলেন দেবী কমলায়॥
লক্ষ্মীদেবী বর দিলা তুষ্ট চিত্তে অতি।
সেই বরে হ'ল তারা পৃথিবীর পতি॥
লক্ষ্মীবরে লাভ করে সম্পদ তনয়।
কুশধ্বজ-পত্নীগর্ভে এক কন্যা হয়॥
লক্ষ্মীস্বরূপিণী কন্যা সুদর্শনা অতি।
সকলে রাখিল তার নাম বেদবতী॥
ভূমিষ্ঠা হইয়া কন্যা লভে ব্রহ্মজ্ঞান।
তপস্যার তরে করে অরণ্যে প্রস্থান॥
মন্বন্তর কাল কন্যা পবিত্র পুষ্করে।
একমনে একপ্রাণে সদা ধ্যান করে॥
তপস্যায় বিন্দুমাত্র ক্লেশ নাহি হয়।
যৌবনসম্পন্না কন্যা হ'ল সে সময়॥
সহসা আকাশবাণী শুনে বেদবতী।
জন্মান্তরে পাবে তুমি শ্রীহরিরে পতি॥
শুনিয়া আকাশবাণী হৃষ্ট চিত্তে অতি।
গন্ধমাদনেতে যায় কন্যা বেদবতী॥
বহুকাল কাটাইল সেথা তপস্যায়।
সহসা রাবণ আসি সম্মুখে দাঁড়ায়॥
হেরিয়া তাহারে কন্যা অতিথির জ্ঞানে।
সৎকার করিলা তারে পাদ্য অর্ঘ্য দানে॥
ফলমূল জল তারে করিলা প্রদান।
বহু সমাদরে তারে করিলা সম্মান॥
কন্যার মোহনরূপ করিয়া দর্শন।
হেরি তার পদ্মসম প্রফুল্ল বদন॥
পীনোন্নতপয়োধরা হেরিয়া কন্যারে।
রাবণ মধুর ভাষে কহে বারেবারে॥
কে তুমি রূপসী নারী দেহ পরিচয়।
তোমারে হেরিয়া আমি মুগ্ধ অতিশয়॥
এত বলি সে কন্যারে করি আকর্ষণ।
বিহার করিতে চাহে দুর্ম্মতি রাবণ॥
হেরিয়া তাহার এই হীন ব্যবহার।
সকোপ দৃষ্টিতে কন্যা চাহে বারংবার॥
স্তম্ভিত হইয়া রহে পামর রাবণ।
মহাক্রোধে বেদবতী কহিলা তখন॥
অভিশাপ দিনু আজ শোন্ দুরাত্মন্।
বিনষ্ট হইবে তোর আত্মীয় স্বজন॥
নিজে তুই ধ্বংস হবি পাবি প্রতিফল।
তোর পাপে ধ্বংস হবে বান্ধব সকল॥
করেছিস্ পাপহস্তে শরীর স্পর্শন।
সে শরীর অবশ্যই ত্যজিব এখন॥

এই কথা বলি সতী সেথা অতঃপর।
যোগের বলেতে ত্যাগ করে কলেবর॥
সেই কন্যা বেদবতী শুন বিধিসুত।
প্রথমে পূজিল গৌরী হ'যে ভক্তিযুত॥
পুষ্করতীর্থের মাঝে বেদবতী যায়।
প্রথমতঃ এই ব্রত করিল সেথায়॥
ব্রতের সমাপ্তি দিনে শুন তপোধন।
দুর্গাদেবী তার কাছে করে আগমন॥
কোটি সূর্য্যসম দীপ্ত দেবীর মূরতি।
সম্বোধিয়া কহিলেন বেদবতী প্রতি॥
শুন শুন বেদবতি, আমার বচন।
তোমার ব্রতের তরে তুষ্ট মোর মন॥
যে বর চাহিবে তুমি দিব আমি তাই।
মঙ্গল হইবে তব কোন ভয় নাই॥
এইরূপ বাক্য যবে কহিলা পার্ব্বতী।
কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁরে কহে বেদবতী॥
শুন দেবি, আর কোন অভিলাষ নাই।
নারায়ণ পতি হবে এই বর চাই॥
তোমার চরণে যেন রহে মোর মতি।
এই দুই বর দাও আমারে পার্ব্বতী॥
শুনিযা সতীর বাক্য পার্ব্বতী তখন।
মৃদু মৃদু হাস্য করি কহিলা বচন॥
শুন শুন বেদবতি, বচন আমার।
লক্ষ্মীস্বরূপিণী তুমি জননী সবার॥
ভারতভূমিরে তুমি পবিত্র করিতে।
অবতীর্ণা হইয়াছ এই ধরণীতে॥
তোমার চরণ-ধূলি করিয়া স্পর্শন।
বসুন্ধরা সুপবিত্র হয় অনুক্ষণ॥
তোমার তপস্যা আর ব্রত-সমুদয়।
লোকের শিক্ষার তরে অবিরত হয়॥
পরম ঈশ্বরী তুমি শুন মনোরমে।
নারায়ণ-পত্নী হও জনমে জনমে॥
দশরথপুত্ররূপে বিষ্ণু সনাতন।
ত্রেতাযুগে রামরূপে করিবে গমন॥
শিশুরূপ ধরি তুমি যাবে মিথিলায়।
সীতা নামে সুবিখ্যাত হইবে সেথায়॥
মিথিলার অধিপতি জনক রাজন্।
অতি সমাদরে তোমা করিবে পালন॥
তারপর রামচন্দ্র গিয়া মিথিলায।
করিবেন পরিণয় অবশ্য তোমায়॥
এইরূপে কল্পে কল্পে প্রিয়া হবে তাঁর।
বৃথা চিন্তা তুমি সতী কর পরিহার॥
কুশধ্বজ-তনয়ারে এই কথা বলি।
আপন মন্দির পানে দুর্গা যান চলি॥
তারপর বেদবতী কিছুকাল পরে।
কন্যারূপ ধরি আসে মিথিলা নগরে॥
লাঙ্গল-রেখার মাঝে সুপ্তা যবে রয।
জনক দেখিতে তারে পায সে সময়॥
ভূমিতলে পড়ি কন্যা করিছে রোদন।
হেরিয়া জনক হয় বিস্ময়ে মগন॥
তপ্ত কাঞ্চনের সম বরণ তাহার।
জ্যোতির্ম্ময় কান্তি তার অতি চমৎকার॥
কন্যারে হেরিয়া সেথা নৃপতি তখন।
বক্ষে ধরি গৃহপানে করিল গমন॥
কন্যারে লইয়া রাজা চলিছে যখন।
সহসা আকাশবাণী শুনিল রাজন্॥
শুন হে জনক রাজা আমার বচন।
কন্যারে যতনভরে করহ পালন॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা লক্ষ্মীস্বরূপিণী।
নারায়ণপত্নী হবে তোমার নন্দিনী॥
শুনিযা আকাশবাণী জনক নৃপতি।
কন্যারে লইযা চলে পুলকেতে অতি॥
তারপর নিজগৃহে করি আগমন।
নিজপত্নী-হস্তে কন্যা করে সমর্পণ॥
ক্রমে ক্রমে সে বাঁলিকা হইল যুবতী।
ব্রতের প্রভাবে পায রামচন্দ্রে পতি॥
এই ব্রত ভক্তিভরে করি অনুষ্ঠান।
রাধিকা যুবতী কৃষ্ণে পতিরূপে পান॥

যে কুমারী এই ব্রত করে অনুষ্ঠান।
নিশ্চয় সে পতি পায় কৃষ্ণের সমান॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
এক মাস ব্রত করে যত গোপীগণ॥
সমাপ্তি দিবসে তারা অতি ভক্তিভরে।
কাণ্বশাখা উক্তমতে তাঁর স্তব করে॥
যেই স্তব করি সীতা রামচন্দ্রে পায়।
সেই পুণ্য স্তব আমি কহিব তোমায়॥
শক্তিস্বরূপিণী তুমি সবার আধার।
গুণের আশ্রয় তুমি জননী সবার॥
শঙ্করের প্রিয়া তুমি কি কহিব আর।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
সৃষ্টি স্থিতি অন্ত তুমি কর নিরন্তর।
মোরে পতি দান কর এই চাহি বর॥
পতিপরায়ণা তুমি পতিব্রতা সতী।
চরণে প্রণাম করি দাও মোরে পতি॥
মঙ্গলস্বরূপা তুমি মঙ্গলদায়িনী।
সর্ব্বমঙ্গলের তুমি বীজস্বরূপিণী॥
অশুভনাশিনী তুমি ঈশ্বরী সবার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
পরমাত্মস্বরূপিণী তুমি সনাতনী।
নিরাকারা সর্ব্বরূপা সবার জননী॥
সকলের প্রিয়রূপা হও অবিরাম।
ভক্তিভরে তব পদে করিনু প্রণাম॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা দয়া ইচ্ছা নিদ্রা সমুদয়।
তোমার অংশেতে মাগো সমুৎপন্ন হয়॥
সর্ব্বস্বরূপিণী তুমি জানি অনিবার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
লজ্জা মেধা তুষ্টি পুষ্টি যত কিছু আছে।
তব অংশ হ'তে সব জন্ম লভিয়াছে॥
অদৃষ্টস্বরূপা তুমি হও অবিরাম।
তোমার চরণে আমি করিনু প্রণাম॥
বীজস্বরূপিণী তুমি ফলপ্রদায়িনী।
সৌভাগ্যদায়িনী তুমি ভুবনমোহিনী॥
নারায়ণে পতিরূপে দাও মা আমায়।
ভক্তিভরে প্রণিপাত করি তব পায়॥
যে সব রমণীগণ ব্রত সমাপনে।
এইরূপ স্তব করে ভক্তিযুক্ত মনে॥
নারায়ণে পতিরূপে সবে তারা পায়।
অন্তিমে কৃষ্ণের কাছে গোলোকেতে যায়॥
গোপীগণসহ ব্রত করি সম্পাদন।
শ্রীরাধিকা বিপ্রে করে স্বর্ণ বিতরণ॥
ভোজন করায় বিপ্রে অতি সমাদরে।
বাজিল বিবিধ বাদ্য সুমধুর স্বরে॥
এমন সময় হেথা সিংহ আরোহণে।
আবির্ভূতা দুর্গাদেবী প্রসন্নবদনে॥
ব্রহ্মতেজে জ্যোতির্ম্ময় কলেবর তাঁর।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভা পায় রত্ন-অলঙ্কার॥
রাধিকারে দুর্গাদেবী করে আলিঙ্গন।
প্রণাম করিল তাঁরে ব্রজাঙ্গনাগণ॥
সকলেরে বর দান করিয়া পার্ব্বতী।
রাধিকারে কহিলেন স্নেহভরে অতি॥
শুন শুন রাধাসতী আমার বচন।
শ্রীহরির প্রিয়তমা তুমি অনুক্ষণ॥
মায়ামনুষ্যের রূপ করিলে ধারণ।
তব ব্রত শুধু লোকশিক্ষার কারণ॥
গোলোকের নাথ আর গোলোক সুন্দর।
শ্রীশৈল বিরজানদী রাস মনোহর॥
পড়ে কিনা পড়ে মনে ভাবি দেখ সতি।
কৃষ্ণতুল্যা হও তুমি রাধিকা যুবতী॥
শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধ অঙ্গ হ'তে জন্ম হয়।
তব অংশে জন্মে যত দেবী-সমুদয়॥
গোপীরূপে আসিয়াছ কৃষ্ণের আজ্ঞায়।
শ্রীদামের শাপে তুমি আসিলে ধরায়॥
অযোনিসম্ভবা তুমি শুন লো রাধিকা।
নিরন্তর হও তুমি হরি-প্রাণাধিকা॥
পুণ্যবতী কলাবতী এই ধরাতলে।
তুমি হ'লে তার কন্যা সেই পুণ্যফলে॥



এমন সময় সেথা সিংহ আরোহণে।
আবির্ভূতা দুর্গাদেবী প্রসন্ন বদনে॥

পৃষ্ঠা - ৫০৪

তোমাতে হরিতে ভেদ করে কোন্ জন।
বর্ণিতে না পারে তোমা বেদ কদাচন॥
কঠিন তপস্যা করি ব্রহ্মা ভগবান্।
তোমার শ্রীচরণের দর্শন না পান॥
মনুবংশজাত ভক্ত সুযজ্ঞ রাজন্।
তোমার কৃপায় করে গোলোকে গমন॥
তোমার মন্ত্রের বলে ভার্গব-কুমার।
ক্ষত্রহীন করে বিশ্ব একবিংশবার॥
তব মন্ত্র লাভ করি ভার্গব-নন্দন।
কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনেরে করিল নিধন॥
গণেশের দন্ত ভাঙ্গে ভার্গব-তনয়।
তার প্রতি হয়েছিনু রুষ্টা অতিশয়॥
তার মুখে তব নাম করিয়া শ্রবণ।
কিছু না করিনু তার অনিষ্ট সাধন॥
তোমার প্রীতির লাগি হরি সনাতন।
তাহার রক্ষার তরে করে আগমন॥
জগৎবন্দিতা তুমি রাধিকা শ্রীমতী।
কল্পে কল্পে ভগবান্ হন তব পতি॥
যেই ব্রত ধরাধামে কর সম্পাদন।
লোকশিক্ষা তরে তাহা হয় অনুক্ষণ॥
মনোরম মধুমাস আসিবে যখন।
নির্জ্জন রাসের মাঝে করিবে গমন॥
সেথায় সকলে মিলি আনন্দিত মনে।
করিবে রাসের লীলা শ্রীহরির সনে॥
হরিসহ কল্পে কল্পে ক্রীড়া হবে তব।
বিধির লিখন ইহা কিবা আমি কব॥
মহেশ্বর-প্রিয়া আমি হইনু যেমন।
তেমনি কৃষ্ণের প্রিয়া হও অনুক্ষণ॥
কৃষ্ণ-বক্ষে নিরন্তর কর অবস্থান।
ত্রিভুবনে কেহ নহে তোমার সমান॥
পরাৎপর গুণাতীত কৃষ্ণ নিশিদিন।
আমার বরেতে হবে তোমার অধীন॥
ধ্যানাসাধ্য ভগবান্ দুরারাধ্য যিনি।
তব কাছে বশীভূত হইবেন তিনি॥
স্ত্রীজাতির মাঝে তুমি অতি ভাগ্যবতী।
কৃষ্ণ সহ যাবে শেষে গোলোকের প্রতি॥
এই কথা বলি দুর্গা অন্তর্হিতা হন।
গৃহপানে চলে যত ব্রজাঙ্গনাগণ॥
এমন সময় সেথা কৃষ্ণ সনাতন।
শ্রীরাধার নিকটেতে করে আগমন॥
কমনীয় শ্যামমূর্ত্তি অতি মনোহর।
নবীন নীরদসম দীপ্ত কলেবর॥
কোটি কোটি কন্দর্পের শোভা অঙ্গে তাঁর।
সারা দেহে শোভিতেছে রত্ন-অলঙ্কার॥
পীতবস্ত্র পরিধানে অতি চমৎকার।
কুণ্ডল বিরাজ করে কর্ণেতে তাঁহার॥
শরতের চন্দ্রসম সুন্দর বদন।
বিকশিত পদ্মসম যুগল নয়ন॥
শিখিপুচ্ছ শোভিতেছে চূড়ায় তাঁহার।
কৌস্তুভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার॥
পক্ক বিম্বসম তাঁর ওষ্ঠ ও অধর।
দাড়িম্ববীজের সম দন্ত মনোহর॥
বিনোদ মুরলী হাতে শোভে অনুক্ষণ।
মৃদু মৃদু হাস্য করে কৃষ্ণ সনাতন॥
গুণের অতীত তিনি মঙ্গল-আধার।
ব্রহ্মা শিব আদি ধ্যান করে অনিবার॥
ব্রহ্মের স্বরূপ তিনি অব্যক্ত অক্ষর।
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর॥
বরেণ্য বরদ যিনি প্রভু সনাতন।
তেজোরূপে যিনি নাথ সবার কারণ॥
মঙ্গল্য মঙ্গলপ্রদ মঙ্গল-আধার।
তাঁহার চরণে সবে করে নমস্কার॥
পরাৎপর অবিতর্ক্য যিনি নির্ব্বিকার।
তাঁহার চরণে সবে নমে বার বার॥
সগুণ নির্গুণ যিনি ব্রহ্মজ্যোতিঃ রূপ।
স্বেচ্ছারূপ তিনি প্রভু অতি অপরূপ॥
কখনো সাকার যিনি কভু নিরাকার।
তাঁহার চরণে সবে করে নমস্কার॥

বেদাতীত যিনি প্রভু অনির্ব্বচনীয়।
অব্যক্ত ঈশ্বর হরি যিনি অদ্বিতীয় ॥
সর্ব্বরূপ সর্ব্ববীজ যিনি সর্ব্বাধার।
দেবগণ অংশরূপে না জানে তাঁহার ॥
অনির্ব্বচনীয় রূপ করিয়া দর্শন।
প্রণাম করিলা তাঁরে রাধিকা তখন ॥
কামবাণে রোমাঞ্চিত হয় কলেবর।
কৃষ্ণের মুখের পানে চাহে নিরন্তর ॥
কৃষ্ণের বদন সতী করিয়া দর্শন।
লজ্জাভরে নিজ মুখ করে আচ্ছাদন ॥
মৃদু মৃদু হাস্য করি পুলকের ভরে।
সকটাক্ষ দৃষ্টিপাত ক্ষণে ক্ষণে করে ॥
কামবাণে রাধা-অঙ্গ হইল পীড়িত।
সমস্ত শরীর তার হয় রোমাঞ্চিত ॥
তখন শ্রীকৃষ্ণ কহে রাধিকার প্রতি।
অভীপ্সিত বর তুমি চাহ আজ সতি ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি রাধাদেবী কয়।
তব পাদপদ্মে মোর মন যেন রয় ॥
জন্মে জন্মে তুমি প্রভু হও মোর পতি।
তোমার চরণে দাও অচলা ভকতি ॥
স্বপ্নে জাগরণে যেন তব ধ্যান করি।
অচলা অটলা ভক্তি দাও তুমি হরি ॥
শ্রীকৃষ্ণেরে সম্বোধন করি গোপীগণ।
ভক্তিভরে যুক্ত করে কহিল তখন ॥
দীনবন্ধো কৃপাসিন্ধো করুণাবতার।
প্রাণের বল্লভ হও আমা সবাকার ॥
যেরূপ রাধারে তুমি করিবে দর্শন।
সেইরূপ আমাদেরে দেখ সনাতন ॥
সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ সবার বচনে।
স্বস্তি স্বস্তি কহিলেন সুপ্রসন্ন মনে ॥
তারপর পুষ্পমাল্য করিয়া গ্রহণ।
সকল গোপীর মাঝে করে বিতরণ ॥
ক্রীড়াপদ্ম মনোহর করি আনয়ন।
রাধিকারে ভগবান্ করিলা অর্পণ ॥
অনন্তর সকলেরে সম্বোধন করি।
মৃদু মৃদু বচনেতে কহিলেন হরি ॥
তিন মাস গত হ'লে তোমরা সকলে।
মিলিবে আমার সাথে রাসের মণ্ডলে ॥
প্রাণরূপী হই আমি তোমা সবাকার।
প্রাণস্বরূপিণী হও তোমরা আমার ॥
তোমরা প্রেয়সী মোর হও অবিরত।
লোকশিক্ষা তরে হয় তোমাদের ব্রত ॥
গোলোক হইতে সবে আসিলে হেথায়।
মোর সাথে গোলোকেতে যাবে পুনরায় ॥
শুন শুন গোপীগণ আমার বচন।
নিজ নিজ গৃহপানে করহ গমন ॥
শ্রীহরির বাক্য শুনি গোপিকার দল।
কৃষ্ণের বদনপানে চাহে অবিরল ॥
তারপর গৃহপানে করিল গমন।
সঙ্গী সহ গৃহে যান কৃষ্ণ সনাতন ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা মধুর মধুর।
শ্রবণ করিলে সব দুঃখ হয় দূর ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়

বাসলীলা-বর্ণন।

নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ।
অপূর্ব্ব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥
তিন মাস গত হ'লে গোপীদের সহ।
কোন্ ক্রীড়া করে হরি বিস্তারিয়া কহ ॥
কিরূপ শ্রীবৃন্দাবন কহ মহাশয়।
সব কথা জানিবারে কৌতূহল হয় ॥
একা হরি শত শত গোপীদের সনে।
কিরূপে করিলা ক্রীড়া সেই বৃন্দাবনে ॥
জানিতে বাসনা মোর কহ দয়াময়।
শ্রীহরির কথা শুনি তৃপ্তি নাহি হয় ॥

নারদের এই কথা করিয়া শ্রবণ।
প্রসন্ন বদনে কহে দেব নারায়ণ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরিত কথা অতি মধুময়।
শ্রবণ করিলে হয় সর্ব্বপাপ ক্ষয়॥
শ্রীহরির রাসলীলা করিব বর্ণন।
অতিপুণ্যপ্রদ তাহা শুন দিয়া মন॥
একদিন মধুমাসে কৃষ্ণ সনাতন।
রজনীতে বৃন্দাবনে করিলা গমন॥
শুক্লত্রয়োদশী নিশি অতি মনোহর।
আকাশে বিরাজ করে পূর্ণ শশধর॥
যূথিকা মাধবী কুন্দ পুষ্প সমুদয়।
প্রস্ফুটিত গাছে গাছে অতি শোভাময়॥
পুষ্পগন্ধ মাখি গায় বহিছে পবন।
ভ্রমর সকল করে মধুর গুঞ্জন॥
কোকিল করিছে সুখে কুহুকুহু গান।
সুমধুর সেই স্বরে মুগ্ধ হয় প্রাণ॥
সুন্দর সে বনভূমি অতি সুদর্শন।
চন্দন অগুরু গন্ধ আসে অনুক্ষণ॥
কর্পূর তাম্বূল আদি দ্রব্য সমুদয়।
সেই বৃন্দাবনভূমে পরিপূর্ণ রয়॥
রতিকর বহুশয্যা সেথায় রচিত।
রত্নময় প্রদীপেতে দিক্ আলোকিত॥
ধূপের মধুর গন্ধ আসে নিরন্তর।
বিরাজ করিছে সেথা মাল্য মনোহর॥
রাসের মণ্ডল শোভে বৃন্দাবন মাঝে।
পুষ্পের উদ্যান কত তাহাতে বিরাজে॥
শত শত সরোবর বিরাজে সেথায়।
হংস হংসী মনোসুখে ক্রীড়া করে তায়॥
শুদ্ধ স্ফটিকের সম সরোবর-জল।
চারিধারে সোপানাদি শোভে সুনির্ম্মল॥
শুক্লধান্য লাজ দধি শোভে থরে থরে।
রম্ভা তরু শোভা পায় রাসের ভিতরে॥
শোভিছে মঙ্গলঘট অতি মনোহর।
নারিকেল ফল শোভে তাহার উপর॥

রাসের মণ্ডল সেথা করিয়া দর্শন।
মৃদু মৃদু হাস্য করে মদনমোহন॥
গোপিকাগণের কাম বর্দ্ধনের তরে।
মুরলী বাজান কৃষ্ণ কৌতুকের ভরে॥
মোহন মুরলীধ্বনি করিযা শ্রবণ।
কামেতে অধীর হয রাধিকার মন॥
নিশ্চল বৃক্ষের প্রায রাধিকা দাঁড়ায।
বিনোদ মুরলীস্বরে চেতনা হারায়॥
পুনরায় রাধাদেবী লভিয়া চেতন।
মুরলীর সেই স্বর করিলা শ্রবণ॥
কভু ওঠে কভু বসে রাধিকা যুবতী।
কামবাণে ব্যাকুলিতা হইলেন অতি॥
আপনার গৃহকর্ম্ম করি পরিহার।
চারিধারে রাধারাণী চাহে বারবার॥
যেই দিক্ হ'তে আসে মুরলীর স্বর।
সেই দিকে শ্রীরাধিকা ধাইল সত্বর॥
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি রাধিকা যুবতী।
মুরলীর ধ্বনি শুনি ধায় শীঘ্রগতি॥
কৃষ্ণপাদপদ্ম মনে স্মরে অনুক্ষণ।
কামবাণে জর্জ্জরিত করিছে গমন॥
অতীব সুন্দরী রাধা দেহের আভায়।
চৌদিক্ উজ্জ্বল হ'ল রূপের ছটায॥
রত্নাকর হ'তে রত্ন আহরি যতনে।
সর্ব্বাঙ্গ সজ্জিত তার অপূর্ব্ব রতনে॥
দেহের আভার সঙ্গে রতন উজ্জ্বল।
মিশে তাহা চারিদিক্ করে ঝলমল॥
শ্রীরাধার সহচরী যারা যারা ছিল।
কৃষ্ণের বাঁশরী শুনি সকলে চলিল॥
সুশীলাদি রাধিকার তেত্রিশ সঙ্গিনী।
মুরলীর ধ্বনি শুনি হইল মোহিনী॥
নিজ নিজ কুলধর্ম্ম করি বিসর্জ্জন।
মুরলী শুনিযা ধায ব্রজাঙ্গনাগণ॥
লক্ষ কোটি গোপীমধ্যে রাধার সঙ্গিনী।
সর্ব্বভাবে শ্রেষ্ঠা, শুন তাদের কাহিনী॥

পশ্চাৎ তাঁদের চলে যতেক গোপিনী।
তাঁদের সংখ্যার কথা শুন গুণমণি॥
পশ্চাৎগামিনী যত রূপসী গোপিনী।
বয়সে গুণেতে আর বেশবিধায়িনী॥
সকলেই সমতুল্যা কেহ নহে হীনা।
সকল গোপিনী হয় গুণেতে সমানা॥
প্রথমে সুশীলা সখী করিল গমন।
ষোড়শ সহস্র সখী পদে পদে রন॥
তারপরে চলে সখী নাম শশিকলা।
চৌষট্টি হাজার তার সঙ্গে ব্রজবালা॥
চন্দ্রমুখী নামে সখী চলে শীঘ্র করি।
ত্রয়োদশ সহস্রটি তার সহচরী॥
মাধবী সহিত চলে এগার হাজার।
কি অপূর্ব্ব রূপ আর অঙ্গের বাহার॥
কদম্বমালার সঙ্গে অপূর্ব্ব রূপসী।
তেরোটি হাজার সখী যেন সে উর্ব্বশী॥
কুন্তী নামে সখী যেই তার সহচরী।
চলিল সহস্র দল তারে অনুসরি॥
যমুনা নামেতে যায় অন্য সহচরী।
চলিলেক চতুর্দ্দশ সহস্র সুন্দরী॥
শুভা পদ্মা দুর্গা আর জাহ্নবী চলিল।
বংশীধ্বনি শুনি সবে ব্যাকুল হইল॥
তাহাদের প্রত্যেকের সাথে সাথে চলে।
চৌদ্দটি হাজার সখী অতি কৌতূহলে॥
মঙ্গলা নামেতে এক সখী আছে আর।
ষোড়শ সহস্র সখী সঙ্গে চলে তার॥
কালিকা নামেতে আছে অন্য অনুচরী।
তার সঙ্গে চতুর্দ্দশ সহস্র সুন্দরী॥
কমলার সঙ্গে চলে তেরোটি হাজার।
সকলেই অপরূপা অপূর্ব্ব আকার॥
পরেতে চলিল সখী নামে সরস্বতী।
সঙ্গে চলে ত্রয়োদশ সহস্র যুবতী॥
ভারতী নামেতে এক কৃষ্ণ-উপাসিকা।
তার সঙ্গে চলে দশ সহস্র গোপিকা॥
অপর্ণার সাথে চলে দশটি হাজার।
রূপে গুণে সর্ব্বভাবে সঙ্গিনী তাহার॥
দশটি হাজার গোপী চলে রতি-সনে।
নানা রঙ্গে যায় কৃষ্ণ কথা-আলাপনে॥
গঙ্গার সঙ্গেতে গোপী যত চলে আর।
সংখ্যায় হইবে তারা চৌদ্দটি হাজার॥
ষোড়শ সহস্র গোপী কৃষ্ণপ্রিয়া সনে।
চলিয়াছে নানা রঙ্গে উল্লসিত মনে॥
চলে সতী কৃষ্ণপ্রাণা সুন্দরী নন্দিনী।
আনমনা হয় শুনি মুরলীর ধ্বনি॥
সকলেই চলে ধীরে বাঁশী অনুসরি।
পথের সে কিবা শোভা আহা মরি মরি॥
মধুমতী নামে সতী চলে কত রঙ্গে।
আর কত সখী চলে চন্দনার সঙ্গে॥
চম্পাসাথে আরো কত চলে সখীদল।
অবশেষে একসাথে মিলিল সকল॥
সহস্র সহস্র গোপী এক সাথে জুটে।
উন্মাদিনী সম সবে চলে ছুটে ছুটে॥
কারো হস্তে মাল্য শোভে কারো বা চন্দন।
চামর-হস্তেতে কেহ করিল গমন॥
কেহ বা কস্তুরী লয় কেহ বা কুঙ্কুম।
কারো হস্তে শোভা পায় বিবিধ কুসুম॥
যুবতী গোপিকাদল ক্ষিপ্রগতি চলে।
জয় হরি জয় হরি বদনেতে বলে॥
এইরূপে সবে মিলি করি আগমন।
রাসের মণ্ডল সেথা করিল দর্শন॥
স্বর্গ হতে মনোহর রাসের মণ্ডল।
জ্যোৎস্নাজালে চারিধার হয়েছে উজল॥
নানাবিধ পুষ্প সেথা প্রস্ফুটিত রয়।
মৃদুমন্দ বায়ু বহে সকল সময়॥
পুষ্পগন্ধে আমোদিত হয় চারিধার।
কোকিলের কুহুধ্বনি আসে অনিবার॥
কুঞ্জে কুঞ্জে উঠিতেছে ভ্রমর-গুঞ্জন।
সরোবরে ক্রীড়া করে হংস হংসীগণ॥

সহচরীগণ সহ রাধিকা যুবতী।
রাসের মণ্ডলে যায় হৃষ্টচিত্তে অতি॥
শরতের চন্দ্রসম বদন রাধার।
বিকচ কমল সম নেত্র চমৎকার॥
নয়নে রচিত তার কজ্জল সুন্দর।
গরুড়ের সম নাসা অতি মনোহর॥
নাসিকায় শোভিতেছে মুক্তাফল তার।
মস্তকেতে শোভা পায় কবরীর ভার॥
উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয় শোভে গণ্ডস্থলে।
মোহন মালতীমালা দুলিতেছে গলে॥
পক্কবিম্বসম তার ওষ্ঠ ও অধর।
মুক্তাসম দন্তরাজি শোভে মনোহর॥
বক্ষোদেশে বিলম্বিত মুক্তাময় হার।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভে তার রত্ন-অলঙ্কার॥
শ্রীফলসদৃশ স্তন কঠিন বর্ত্তুল।
ত্রিবলি-সংযুক্ত নাভি নাহি তার তুল॥
সুকঠিন উরুদ্বয় গজেন্দ্রাণী সম।
রঞ্জিত চরণ তার অতি মনোরম॥
অপরূপ শ্রোণিদ্বয় অতি চমৎকার।
সুবিপুল শ্রীরাধার নিতম্বের ভার॥
মৃদু মৃদু হাস্য করে রাধিকা যুবতী।
তাহারে হেরিয়া হরি আনন্দিত অতি॥
শ্রীহরিকে রাধা সতী করিল দর্শন।
অপরূপ রূপ তাঁর ভুবনমোহন॥
কোটি কন্দর্পের সম কান্তি মনোহর।
অনন্ত কিশোররূপী শ্রীশ্যামসুন্দর॥
প্রাণাধিকা রাধিকারে করিয়া দর্শন।
কটাক্ষনয়নে চাহে কৃষ্ণ সনাতন॥
হেরিয়া রাধিকাদেবী কৃষ্ণের বদন।
লজ্জাভরে নিজ মুখ করে আচ্ছাদন॥
প্রেমাবেশে হাসে দেবী পুলকের ভরে।
সকটাক্ষ দৃষ্টিপাত ক্ষণে ক্ষণে করে॥
কামবাণে রাধা-অঙ্গ হইল পীড়িত।
সমস্ত শরীর তার হয় রোমাঞ্চিত॥

কামাতুরা রাধিকারে হেরি ভগবান্।
নিশ্চল হইয়া রহে স্থাণুর সমান॥
কামবাণে ঘন ঘন অঙ্গ কাঁপে তাঁর।
রাধার বদন পানে চাহে অনিবার॥
হাতের মুরলী তাঁর পড়িল ভূমিতে।
হাত হ'তে ক্রীড়াপদ্ম লুটায় ধূলিতে॥
পীতধড়া খসি যায় অঙ্গ হ'তে তাঁর।
শিখিপুচ্ছ লুটাইল ধূলার মাঝার॥
আবেগে ধাইয়া গিয়া কৃষ্ণ সনাতন।
রাধিকারে বক্ষোমাঝে করিলা ধারণ॥
প্রীতিভরে ঘন ঘন করে আলিঙ্গন।
বুকে মুখে বারবারে করিল চুম্বন॥
রাধিকাও কৃষ্ণে করি গাঢ় আলিঙ্গন।
চুম্বনে চুম্বনে তাঁর ভরিল বদন॥
তারপর ভগবান্ রাধিকার সনে।
রতির মন্দিরে যায় আনন্দিত মনে॥
চন্দন-চর্চ্চিত সেই স্থান মনোহর।
রত্নময় দর্পণাদি শোভিছে বিস্তর॥
কর্পূর তাম্বুল আদি সেথায় বিরাজে।
মনোহর শয্যা শোভে মন্দিরের মাঝে॥
কৃষ্ণেরে রাধিকা করে তাম্বুল অর্পণ।
মনোসুখে কৃষ্ণ তাহা করিল ভক্ষণ॥
কৃষ্ণের চর্ব্বিত পান খায় রাধা সতী।
পুষ্পশরে জর্জ্জরিতা হইল যুবতী॥
অনন্তর রাধিকারে করিয়া গ্রহণ।
শয্যায় শয়ন করে কৃষ্ণ সনাতন॥
তারপর নানাভাবে করিল বিহার।
বিপরীত ভাবে কত করিল শৃঙ্গার॥
শাস্ত্রমতে অষ্টবিধ করিল চুম্বন।
প্রতি অঙ্গে রাধা অঙ্গ করে আলিঙ্গন॥
দুজনেই কামরণে দক্ষ অতিশয়।
নানাভাবে ক্রীড়া করে তৃপ্ত নাহি হয়॥
নানামূর্ত্তি ধরি সেথা কৃষ্ণ সনাতন।
ভিন্ন ভিন্ন গোপী সাথে করিল রমণ॥

নবলক্ষ গোপরূপ করিয়া ধারণ।
নবলক্ষ গোপী সাথে সুরতে মগন ॥
এইরূপ নানাভাবে করিয়া বিহার।
সকলে মিলিয়া আসে রাসের মাঝার ॥
কামরণে ছিন্নবেশ বিচ্ছিন্ন ভূষণ।
কেহ কেহ মত্ত হ'য়ে হয় অচেতন ॥
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী শব্দ উঠে সুমধুর।
বলয়ের ধ্বনি তাহে বাজিছে নূপুর ॥
নানাভাবে সনাতন করিল রমণ।
প্রিয়াদের বুকে মুখে করিল চুম্বন ॥
নখদন্তক্ষত করে কুচের মাঝার।
কভু জলে কভু স্থলে করিল বিহার ॥
ভগবান্ ধরি সেথা সহস্র মুরতি।
ব্রজাঙ্গনাগণ সহ ভোগ করে রতি ॥
এইরূপে রতিক্রীড়া করি অতিশয়।
কামরণে সকলেই পরিশ্রান্ত হয় ॥
দর্পণ গ্রহণ করি ব্রজাঙ্গনাগণ।
স্বীয় স্বীয় মুখচন্দ্র করিল দর্শন ॥
কৃষ্ণের মুরলী কাড়ি লয় কোন জন।
কেহ কেহ পীতবাস করে আকর্ষণ ॥
কামার্ত্ত হইযা করে বিপরীত রণ।
কেহ বা দেখায় কৃষ্ণে আপনার স্তন ॥
কৃষ্ণবক্ষে দুই কুচ সংযোগ করিয়া।
গোপিনী রঙ্গিণী কেহ ধরে জড়াইয়া ॥
আপনারে মুক্ত করি কৃষ্ণ প্রাণধন।
অপর গোপিনী সহ করয়ে রমণ ॥
কোন কোন গোপাঙ্গনা কামাতুর মনে।
বসনবিহীন করে কৃষ্ণ সনাতনে ॥
কেহ কেহ সনাতনে করি আলিঙ্গন।
মুহুর্মুহুঃ করে তাঁর বদন চুম্বন ॥
কোন কোন গোপাঙ্গনা আসিয়া সেথায়।
আপনার স্তন শ্রোণি কৃষ্ণেরে দেখায় ॥
কেহ কৃষ্ণে শ্রোণিদেশে করিয়া স্থাপন।
মালতী মালায় চূড়া করিল রচন ॥
ময়ূরের পুচ্ছ কেহ কাড়ি ল'যে যায়।
কেহ বা সাজায় তাঁরে পুষ্পের মালায় ॥
চামর বীজন করে কোন কোন জন।
কেহ কেহ অঙ্গে করে চন্দন লেপন ॥
একজন অন্যজনে উলঙ্গিনী ক'রে।
কামবশে বসাইল শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে ॥
কৃষ্ণ ক্রোড়ে নিযে তারে করিল রমণ।
দেখি হরষিত হয় অন্য সখীগণ ॥
দেহেতে রোমাঞ্চ জাগে চাঞ্চল্য মনেতে।
আবেশে জড়াযে ধরে কৃষ্ণ প্রাণনাথে ॥
মনোসাধে সেও কৃষ্ণ সহ করে রতি।
রতিরঙ্গ চলে সদা না আছে বিরতি ॥
মনোসুখে নৃত্যগীত করে কোন জন।
কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণেরে করে আকর্ষণ ॥
সকৌতুকে ভগবান্ কৌতূহল-ভরে।
গোপীদের বস্ত্র কাড়ি উলঙ্গিনী ক'রে ॥
কাহারো কাড়িযা বস্ত্র দেয় অন্যজনে।
কাহারো কবরী রচে আনন্দিত মনে ॥
তারপর রাধিকারে করি আকর্ষণ।
আপন বক্ষের মাঝে করিলা ধারণ ॥
কবরী রচনা করি অতি সযতনে।
সিন্দুর বিন্যাস করে কস্তুরীর সনে ॥
রাধা-অঙ্গে পত্রাবলী রচে ভগবান্।
চরণেতে করিলেন মঞ্জীর প্রদান ॥
অলক্তকে সুরঞ্জিত করিলা চরণ।
নানা গন্ধদ্রব্য অঙ্গে করিয়া লেপন ॥
গলেতে মালতীমালা করিযা অর্পণ।
পুনঃ পুনঃ করিলেন বদন চুম্বন ॥
অঞ্জনে নয়ন তার সুরঞ্জিত করি।
নাসিকাতে গজমুক্তা দান করে হরি ॥
নখক্ষত করে তার কুচের মাঝার।
অধরে দংশন হরি করে বারবার ॥
সূক্ষ্ম নীলবাস ল'য়ে আপনার করে।
রাধারে পরায়ে দেন কৃষ্ণ সাধ ক'রে ॥

তারপর সনাতন রাধিকার সনে।
সরোবর তটে যায় পুষ্পের কাননে॥
সেথায় রাধার সহ করিয়া বিহার।
পুনরায় আসিলেন রাসের মাঝার॥
গগনের মাঝে হাসে পূর্ণ শশধর।
মৃদু মৃদু সমীরণ বহে মনোহর॥
মধুর গুঞ্জন করে ভ্রমরেরা সব।
মুহুর্মুহুঃ পিক করে কুহু কুহু রব॥
নব লক্ষ মূর্ত্তি হরি করিয়া ধারণ।
গোপীগণ সাথে পুনঃ করিলা রমণ॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজে সুমধুর অতি।
রতিরঙ্গে মত্তা হয় যতেক যুবতী॥
পুলকিত হয় যত গোপাঙ্গনাগণ।
নবীন সঙ্গমে সবে হারায় চেতন॥
এইরূপে সবে যবে করিছে বিহার।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা বাজে কটির মাঝার॥
কামেতে উন্মত্তা হয় যতেক গোপিনী।
অঙ্গবাস খসি যায় হয় উলঙ্গিনী॥
নববিধ আলিঙ্গন করে সনাতন।
অষ্ট প্রকারের হরি করিলা চুম্বন॥
শৃঙ্গার করিলা হরি ষোড়শ প্রকার।
দৃঢ় আলিঙ্গন হরি করে বারংবার॥
কামশাস্ত্র অনুসারে কৃষ্ণ সনাতন।
নানাভাবে গোপীসহ করিলা রমণ॥
গৈরিক মাটিতে শোভে পর্ব্বত যেমন।
গোপী অলক্তকে কৃষ্ণ শোভিছে তেমন॥
এইরূপ রাসক্রীড়া করিয়া দর্শন।
কামবাণে প্রপীড়িত হয় দেবগণ॥
স্বর্ণরথে আরোহণ করিয়া সকলে।
দেখিতে রাসের লীলা আসে দলে দলে॥
ঋষি মুনি সিদ্ধ আর বিদ্যাধরগণ।
গন্ধর্ব্ব রাক্ষস যক্ষ করে আগমন॥
স্বীয় স্বীয় পত্নী সহ কৌতূহল ভরে।
শ্রীহরির রাসলীলা নিরীক্ষণ করে॥
পার্ব্বতীর সহ সেথা দেব পঞ্চানন।
রথে আরোহণ করি করে আগমন॥
কার্ত্তিকেয় গণপতি নন্দিক ঈশ্বর।
মহাকাল আদি সবে আসিল সত্বর॥
প্রজাপতি ব্রহ্মাদেব ভারতীর সনে।
সেইস্থানে আসিলেন রথ-আরোহণে॥
সনক সনন্দ আদি আসে মুনিদল।
সমাগত হইলেন সপ্তর্ষিমণ্ডল॥
শচীসহ আসে সেথা দেব পুরন্দর।
রোহিণীর সহ আসে দেব শশধর॥
স্বাহার সহিত সেথা আসে হুতাশন।
রতিসহ কামদেব করে আগমন॥
সংজ্ঞা সহ সূর্য্যদেব উপনীত হয়।
দিক্পালগণ সবে আসে সে সময়॥
অবস্থান করি সবে গগন মাঝারে।
সরস রাসের লীলা দেখে বারে বারে॥
রাসকেলি হেরি কেহ মোহপ্রাপ্ত হয়।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে দেব-সমুদয়॥
আনন্দেতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে সুমধুর স্বরে॥
শ্রীহরির রাসলীলা করিয়া দর্শন।
কামে জর্জ্জরিতা হয় দেবপত্নীগণ॥
স্থলেতে বিহার করি কৃষ্ণ সনাতন।
যমুনার জলমাঝে করিলা গমন॥
লক্ষ লক্ষ মূর্ত্তি ধরি কৃষ্ণ ভগবান্।
ব্রজাঙ্গনাগণ সহ যমুনাতে যান॥
কামবাণে প্রপীড়িতা গোপিকার দল।
কৃষ্ণ সহ জলকেলি করে অবিরল॥
কামেতে উন্মত্ত হ'যে কৃষ্ণ ভগবান্।
রাধিকার অঙ্গে জল করিলা প্রদান॥
কামবাণে ব্যাকুলিতা রাধিকা যুবতী।
কৃষ্ণ-অঙ্গে জল দেয় পুলকেতে অতি॥
অনন্তর বল করি কৃষ্ণ সনাতন।
রাধিকার অঙ্গ-বস্ত্র করিল হরণ॥

রাধিকারে বস্ত্রহীনা করিলেন হরি।
শিথিল করিল হরি রাধার কবরী ॥
উলঙ্গিনী রাধিকারে করি আলিঙ্গন।
জলের ভিতরে যান হরি সনাতন ॥
রাধাসহ জলমাঝে করিয়া বিহার।
উপরেতে উঠিলেন শ্রীহরি আবার ॥
পুনরায় রাধিকারে করিয়া গ্রহণ।
সুদূর যমুনাজলে করিলা ক্ষেপণ ॥
শ্রীহরির কার্য্য দেখি হাসে গোপীগণ।
লজ্জায় আনত হয় রাধার বদন ॥
জল হ'তে রাধা সতী উঠিয়া সত্বরে।
মুরলী কাড়িয়া লয় কুপিত অন্তরে ॥
শ্রীহরির পীত বাস করি আকর্ষণ।
হরিরে উলঙ্গ করে রাধিকা তখন ॥
নগ্ন হরি উলঙ্গিনী রাধিকারে ধ'রে।
দৃঢ় আলিঙ্গন করে আবেগের ভরে ॥
কামবাণে জর্জ্জরিত শ্রীহরির মন।
ঘন ঘন রাধিকারে করিল চুম্বন ॥
লক্ষ লক্ষ শ্রীকৃষ্ণের মোহন মুরতি।
লক্ষ লক্ষ গোপীসাথে ভোগ করে রতি ॥
এইরূপে জলক্রীড়া করি সমাপন।
রাধাসহ উঠিলেন কৃষ্ণ সনাতন ॥
আপন শ্রোণিতে কৃষ্ণে করিয়া স্থাপন।
রাধিকা করিল অঙ্গে চন্দন লেপন ॥
নির্ম্মাণ করিয়া চূড়া রাধিকা যুবতী।
প্রদান করিল মালা মনোহর অতি ॥
রাধার কবরী কৃষ্ণ করিয়া রচন।
পত্রাবলী রচিলেন অতি সুদর্শন ॥
ললাটে সিন্দুরবিন্দু করিলা প্রদান।
বক্ষে ঘন নখক্ষত করে ভগবান্ ॥
লেপিয়া রাধার অঙ্গে অগুরু চন্দন।
পুনঃ পুনঃ মুখে তার করিল চুম্বন ॥
পুনর্ব্বার করি তারে গাঢ় আলিঙ্গন।
গলেতে পুষ্পের মালা করিলা অর্পণ ॥

অলক্তক দান করি রাধার চরণে।
বিভূষিত করে তারে বিবিধ ভূষণে ॥
তারপর সনাতন আনন্দিত মনে।
সুসজ্জিত করিলেন গোপাঙ্গনাগণে ॥
অনন্তর কামোন্মত্তা হ'য়ে অতিশয়।
রাসের মণ্ডলে যায় গোপী সমুদয় ॥
মাধবী কেতকী কুন্দ যূথিকা মালতী।
ফুটিয়াছে নানা পুষ্প মনোহর অতি ॥
কোন কোন গোপী করে কুসুম চয়ন।
কেহ কেহ পুষ্পমাল্য করে বিরচন ॥
তাম্বুল প্রস্তুত কেহ করে নিজ মনে।
নিযুক্তা হইল কেহ চন্দন ঘর্ষণে ॥
কোন কোন গোপাঙ্গনা কৃষ্ণগুণ গায়।
কেহ বা মৃদঙ্গ আর মুরজ বাজায় ॥
পুষ্পের উদ্যানে আর তটিনীর তটে।
কন্দরে কন্দরে আর নদীর নিকটে ॥
নির্জ্জন প্রান্তরে আর ভাণ্ডীরের বনে।
পর্ব্বত-গুহায় আর কদম্ব কাননে ॥
শ্রীবনে তুলসীবনে চম্পক কাননে।
জম্বীর কাননে আর নারিকেল বনে ॥
নিম্ববনে মধুবনে কদলীর বনে।
দাড়িম্ব কাননে আর বদরী কাননে ॥
মনোরম কুন্দবনে বংশ বনে আর।
কৃষ্ণ সহ গোপীগণ করিল বিহার ॥
অশ্বত্থ কাননে কভু নাগরঙ্গ বনে।
রতিক্রীড়া করে হরি গোপীগণ সনে ॥
চূত তাল বিল্ব জম্বু অশোকের বনে।
কেতকী মন্দার আর খর্জ্জুর কাননে ॥
আম্রাতক শাল পদ্ম বনের মাঝার।
নানাভাবে ভগবান্ করিলা শৃঙ্গার ॥
রতিভোগ করে সুখে গোপী সমুদয়।
এইরূপে এক মাস ক্রমে গত হয় ॥
বিস্মিত হইয়া যত দেবদেবীগণ।
আপন ভবন পানে করিল গমন ॥



মোহন মুরলী ধ্বনি করিয়া শ্রবণ।
কামেতে অধীর হয় রাধিকার মন॥

পৃষ্ঠা ৫০৭

অনন্তর কামাতুরা যত দেবীগণ।
ভারতে আসিয়া করে জনম-গ্রহণ॥

● দ্বাদশবন মধ্যে বৃন্দাবনের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণন।

সম্বোধি নারদে তবে বলে নারায়ণ।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা শুন অপূর্ব্ব ঘটন॥
যখন রমণ-ইচ্ছা মনে জাগে তাঁর।
উদিত হ'লেন শশী আকাশ মাঝার॥
সৌরতাপে পৃথ্বী ছিল উত্তপ্ত ভীষণ।
চন্দ্র তারে স্নিগ্ধ করে দানিয়া কিরণ॥
নিশাগমে তারকারা হেরি নিজপতি।
আনন্দে গমন করে শশধর প্রতি॥
প্রবাসী পুরুষ যত ফিরে গৃহবাসে।
রমণীরা হয় প্রীত উল্লাস প্রকাশে॥
পূর্ণ শশধর রাজে আকাশ মাঝারে।
চারিদিক্ উদ্ভাসিত আনন্দ লহরে॥
যমুনাজলেতে পড়ে চন্দ্রিমাকিরণ।
তাহার বুকেতে তবে জাগে শিহরণ॥
যমুনার ঢেউ পড়ে তীরেতে আছাড়ি।
উল্লাস জাগিল তবে তার দুই পাড়ি॥
যমুনাকূলেতে আছে দ্বাদশটি বন।
পৃথিবী-বুকেতে যেন আনন্দ-ভবন॥
যমুনার বারি হয় তীর্থের প্রধান।
তেমনি পবিত্র হয় এই সব স্থান॥
বৃন্দাবন তালবন আর মধুবন।
বিপিন বহুলা আর মুকুন্দকানন॥
শ্রীবন রয়েছে এক লৌহবন মাঝে।
যমুনার অন্য কূলে নিয়ত বিরাজে॥
যমুনার পূর্ব্বদিকে আছে ভদ্রবন।
মহাবন হয় তাহা অতীব গহন॥
পাশেতে খদিরবন অতি মনোহর।
কাম্যককানন হয় অতীব সুন্দর॥
এই ত দ্বাদশবন কৃষ্ণপ্রিয় স্থান।
তার মধ্যে বৃন্দাবন সবার প্রধান॥
মহিমা তাহার বলে শকতি কাহার।
বাঞ্ছা করে ব্রজপতি তথা জন্মিবার॥
সর্ব্বশাস্ত্রে এই কথা আছে যে বর্ণিত।
কৃষ্ণপ্রিয় স্থান বলি সবাই মোহিত॥
কৃষ্ণের প্রেয়সী যিনি তিনি ব্রজাঙ্গনা।
রাধিকাসুন্দরী সতী প্রধানা ললনা॥
লক্ষ্মীর অধিক প্রিয় রাধিকাসুন্দরী।
তাঁহারে সমান শক্তি দানিলেন হরি॥
রাধিকা সুন্দরী হন সৃষ্টিস্বরূপিণী।
গুপ্তলীলাসহায়ক কৃষ্ণবিলাসিনী॥
রহস্য নিগূঢ় তথা দোঁহার বিহার।
সেথায় উদিত চন্দ্র অতি চমৎকার॥
মলয় সমীর তথা বহিতেছে ধীরে।
প্রফুল্ল লতিকা দোলে পল্লবের ভরে॥
বৃক্ষশাখা সুশোভিত পুষ্পে পত্রে আর।
পল্লব ধরেছে কান্তি অপূর্ব্ব আকার॥
মধুকর গুঞ্জরিছে পুষ্পকলিকায়।
ফুলে ফুলে ভ্রমি তারা কত মধু খায়॥
ভ্রমর-ভ্রমরী সনে মধুর ঝঙ্কারে।
বৃক্ষশাখে পত্রে পুষ্পে সুখেতে বিহারে॥
প্রতি পুষ্পশাখে ফোটে কত শত ফুল।
বিহগ-বিহগী হয় আনন্দে আকুল॥
কোকিল শারিকাশুক পক্ষী আদি যত।
আনন্দে তথায় সবে কুহরে সতত॥
ময়ূর-ময়ূরী কোথা আনন্দে চপল।
নৃত্য করে উল্লাসেতে হেরি মেঘদল॥
কোথাও শোভিছে সুখময় সরোবর।
তাহাতে শোভিছে কত কমলনিকর॥
তীরে তার কত তরু শোভিছে সুন্দর।
ডালে ডালে গায় পাখী কত মনোহর॥
সেই বৃন্দাবনধামে শোভে কল্পতরু।
সুঠাম সুদৃঢ় বৃক্ষ দেখিতে সুচারু॥
প্রবালের মত সব শোভিছে পল্লব।
মরকতে মণির তুল্য তার পত্র সব॥

অপূর্ব্ব সুস্বাদু তাতে কত ফল ধরে।
দেবাদি সকলে সেই ফল বাঞ্ছা করে॥
কত মুনি সারা জন্ম কল্পতরু তরে।
কৃচ্ছ্রতা সাধন আর তপস্যা যে করে॥
শরৎঋতুর শোভা সতত সেখানে।
বিবিধ বরণ পুষ্প রাজে বৃন্দাবনে॥
স্বর্গবাসিগণ-কাম্য এই বৃন্দাবন।
মর্ত্ত্যে আসে কৃষ্ণ ছাড়ি বৈকুণ্ঠ ভবন॥
যমুনার তীরে তীরে দ্বাদশটি বন।
শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল জানে সর্ব্বজন॥
নাহি হেথা রিপুচয় নাহি অহঙ্কার।
সর্ব্বপাপমুক্ত হয় এই বৃন্দাগার॥
স্বর্গ তুল্য ধাম এই পৃথিবী মাঝারে।
ফলে পুষ্পে পূর্ণ কেহ নারে ভুলিবারে॥
এত সব কারণেতে কৃষ্ণ নারায়ণ।
এইখানে থাকে সদা বিহার-কারণ॥
পরিখা-বেষ্টিত এই মধু বৃন্দাবন।
শিল্পের উৎকর্ষ ইহা গর্ব্বের কারণ॥
টলমল করে জল কাকচক্ষু সম।
শত শত পদ্ম তাহে ফোটে মনোরম॥
কুমুদ কহ্লার কোকনদ শত শত।
জলচর পক্ষী তথা বিহরিছে কত॥
মরাল-মরালী সুখে দিতেছে সাঁতার।
চখা-চখী দুই তীরে করিছে বিহার॥
দুর্লঙ্ঘ্য পরিখা সেই অতি দৃঢ়তর।
চারিধারে রাজে তার সুদৃঢ় প্রস্তর॥
শোভিতেছে পুষ্পোদ্যান নয়নরঞ্জন।
নানাবিধ পুষ্পগন্ধে মুগ্ধ হয় মন॥
চম্পকের বৃক্ষ কত শোভে চারিধারে।
গন্ধে আমোদিত দিক্ হয় বারে বারে॥
গুবাক পনস আম্র দাড়িম্ব খর্জ্জুর।
নাগরঙ্গ বৃক্ষ আদি শোভিছে প্রচুর॥
জম্বীর তুরঙ্গ ভৃঙ্গ জম্বু ও শ্রীফল।
আম্রাতক আদি বৃক্ষ শোভে অবিরল॥
কেতকী কদলী বৃক্ষ সেথায় বিরাজে।
কদম্বের বৃক্ষ শোভে আশ্রমের মাঝে॥
পাকুড় অশ্বত্থবৃক্ষ আছে বহুতর।
পিয়াল তমাল শাল দেখিতে সুন্দর॥
গাম্ভারী অর্জ্জুন তাল বরুণ খর্জ্জুর।
শাল্মলী কপিত্থ আর রসাল প্রচুর॥
হরীতকী বহেড়ক মহুয়া অসন।
দেবদারু শ্বেতরক্ত অগুরু চন্দন॥
রঙ্গন শিরীষ আর লোহিত কাঞ্চন।
মল্লিকা মালতী আর শেফালী মোহন॥
ছোলঙ্গ তেঁতুল লেবু কমলা প্রচুর।
ফলেফুলে সে অরণ্য আছে ভরপুর॥
তুলসী বিচিত্র আছে মনোলোভা অতি।
কুন্দ ঝিণ্টি নাগেশ্বর জাতী আর যূথী॥
করবী চম্পক আর কৃষ্ণকলি ফুল।
সুবাসে মাতায় মন নাহি সমতুল॥
গন্ধরাজ দুধজবা টগর বকুল।
শোভিছে কাননে সেথা নানাজাতি ফুল॥
পরিখার ঊর্দ্ধভাগে শোভিছে প্রাকার।
শত ধনু পরিমিত বিস্তার তাহার॥
মণিসার বিনির্ম্মিত কবাট সুন্দর।
প্রাকারের বহির্দ্দেশে শোভে নিরন্তর॥
মণিময় মনোহর উজ্জ্বল সোপান।
ভবনের ঊর্দ্ধে শত কুম্ভ বিদ্যমান॥
মণির প্রভায় তারা প্রদীপ্ত সতত।
রাজমার্গ চারিধারে আছে কত শত॥
মণির নির্ম্মিত বেদী আছে চমৎকার।
রাসের মণ্ডপ হয় বর্ত্তুল আকার॥
শৃঙ্গার রসের যোগ্য অতি সুশোভন।
নবকোটি মণ্ডপাদি আছে বিরচন॥
বিচিত্র চিত্রেতে সেই মণ্ডপ চিত্রিত।
মণিময় কলসাদি উপরে সজ্জিত॥
মণ্ডপের মধ্যভাগ অতি মনোহর।
বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রমাল্য শোভিছে সুন্দর॥

সুমোহন শয্যামাঝে শোভে উপাধান।
চন্দন কস্তূরী গন্ধে বিমোহিত প্রাণ॥
নব শৃঙ্গারের যোগ্য সেই শয্যামাঝে।
পারিজাত কুসুমের মাল্য আদি রাজে॥
শত শত গোপী আর রাধিকা সহিত।
প্রবেশিল কৃষ্ণধন সংযমরহিত॥
মদনের বাণে সবে হইয়া কাতর।
কৃষ্ণ অনুসরি পশে রাসের ভিতর॥
প্রমদা কামিনী সব অতীব ব্যাকুল।
পতিরূপে পেতে কৃষ্ণে হয়েছে আকুল॥
লক্ষ্যিয়া কৃষ্ণেরে তারা করিয়া বিনয়।
ধীরে ধীরে যোড়হস্তে মধুবাক্যে কয়॥
প্রাণের বল্লভ তুমি প্রাণের ঈশ্বর।
গোলোকের নাথ তুমি প্রভু পরাৎপর॥
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু করুণাসাগর।
গোপীর ঈশ্বর তুমি হও নিরন্তর॥
নন্দের আত্মজ তুমি নয়নাভিরাম।
তোমার চরণে মোরা করিনু প্রণাম॥
প্রাণনাথ কৃষ্ণ তুমি পতিতপাবন।
তোমার চরণ ধ্যান করি অনুক্ষণ॥
তোমা বই নাহি জানি জগতের পতি।
তুমিই মোদের পতি অগতির গতি॥
তোমার লাগিয়া মোরা ছাড়ি ভয় লাজ।
ফেলিয়া আসিনু গৃহ সর্ব্ববিধ কাজ॥
স্বামিপুত্র আত্মজন কারে নাহি মানি।
তুমিই প্রাণের পতি এই শুধু জানি॥
তুমি যদি নাহি তোষ গোপীজনপ্রাণ।
নিশ্চিত জানিবে মোরা ত্যজিব পরাণ॥
কুলধর্ম্ম ছাড়ি তোমা ভজি গোপনারী।
রতিদান করি রক্ষ গোকুলবিহারী॥
কি আর বলিব দেব কহিতে না পারি।
মদনের বাণ মোরা সংবরিতে নারি॥
কামবাণে জর্জ্জরিত মোরা অতিশয়।
তুমি না তুষিলে মোরা মরিব নিশ্চয়॥

এতেক বলিয়া তবে গোপনারীগণ।
বক্ষে জড়াইয়া ধরে কৃষ্ণের চরণ॥
গোপনারীগণে দেখি কামার্ত্ত-হৃদয়।
কৃষ্ণ তবে তাহাদের ব্যঙ্গ করি কয়॥
ছি ছি একি কথা বল কুলনারী সবে।
অপর পুরুষে সবে কেন বা ভজিবে॥
আজি মনে বুঝিলাম দুষ্টা গোয়ালিনী।
আপন পতিরে ত্যজে কুলটা রমণী॥
পরপুরুষের প্রতি এই আচরণ।
সমর্থনযোগ্য নাহি হয় কদাচন॥
মদনের বাণে সবে অতীব কাতর।
স্বামিপাশে চলি যাও আপনার ঘর॥
তোমরা কুলটা সবে ভয় নাহি মনে।
রমণের সাধ পরপুরুষের সনে॥
নিন্দা অপমান কিছু নাহি কর ডর।
স্বামী ছাড়ি আসিয়াছ আমার গোচর॥
আমা হ'তে কোন সিদ্ধি কেহ নাহি পাবে।
বৃথাই এখানে কেন রজনী গোঙাবে॥
কালি প্রাতে উঠি আমি যাব ঘরে ঘরে।
জানাইব প্রত্যেকের স্বামীর গোচরে॥
তোমাদের কীর্ত্তিকথা জানুক সকলে।
আমারে না কেহ যেন অধার্ম্মিক বলে॥
কামেতে পীড়িত সবে জ্ঞানবুদ্ধিহীন।
আমি নহি তোমাদের মত উদাসীন॥
রটিবেক অপযশ শঙ্কা হয় মনে।
উচিত না হয় থাকা তোমাদের সনে॥
গৃহলক্ষ্মী কুলবধূ গৃহে ফিরি যাও।
স্বামীর কাছেতে গিয়া রতিদান চাও॥
বিবিধ প্রকারে কৃষ্ণ তাদেরে বুঝায়।
কিন্তু কোন মতে মন নাহি মানে তায়॥
অভিমানে রাধিকার স্ফুরিত অধর।
কৃষ্ণে লক্ষ্য করি ক্রোধে বলে অতঃপর॥
জানি হে লম্পট হরি তোমার যে রীতি।
অপরা নারীর সহ করিছ পীরিতি॥

ইহার কারণে মুখে বড় বড় বুলি।
কুলের গঞ্জনা দিযা ভুলাও সকলি ॥
তোমার কীর্ত্তির কথা বিদিত জগতে।
লম্পটের শিরোমণি নাহি তোমা হ'তে ॥
যতেক পীরিতি তব গোপনারীসহ।
এখনি ভুলিযা তুমি অন্য নারী চাহ ॥
সম্ভোগ হযেছে পূর্ণ সিদ্ধ মনস্কাম।
এই হেতু নাহি লও মিলনের নাম ॥
এইভাবে রাধাসতী হরি নারায়ণে।
কটুবাক্য বলি শেষে কাঁদে নিজ মনে ॥
রাধার চোখেতে বারি দেখিযা শ্রীহরি।
আর নাহি পারে তবে আপনা সম্বরি ॥
হস্ত ধরি শ্রীরাধারে উঠায যতনে।
ছলনা ত্যজিয়া কৃষ্ণ হাসিল তখনে ॥
গোপনারী সহ রাধা আনন্দে মগন।
শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধরি ভ্রমে বৃন্দাবন ॥

● শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান ও শ্রীরাধার অহঙ্কার চূর্ণ।

এ বন সে বন ঘুরে, কভু বা বিহার করে,
কভু যায় বিজন কাননে।
আনন্দে প্রফুল্ল অতি, নাহি আর কোন ভীতি,
কৃষ্ণ আছে যাহাদের সনে ॥
চলিতে চলিতে রঙ্গে, কৃষ্ণ ভগবান্ সঙ্গে,
হরষিতা রাধিকা যুবতী।
এদিকে সেদিকে চায়, কুশাঙ্কুর বিঁধে পায,
চলিবার নাহিক শকতি ॥
ভূমিতে বসিয়া পড়ে, চরণ চাপিযা ধরে,
চোখে আসে অশ্রুর আষাঢ়।
কাতর নযনে রাধা, বলিল একি এ বাধা,
প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ হে আমার ॥
রাধার দুর্গতি দেখি, শ্রীকৃষ্ণ হইল দুখী,
বলে দেখি কোথায় কণ্টক।
শ্রীরাধা বিরস মুখে, দেখাইয়া দিল দুখে,
কণ্টকের চিহ্ন অলক্তক ॥
কাঁদিযা কাঁদিযা বলে, রক্ত জমে পদতলে,
চলিবার শক্তি নাহি পাই।
কিভাবে যাইব আমি, থাকিব অরণ্যভূমি,
এ ছাড়া কি করিব গোঁসাই ॥
বুঝিযা রাধার ছলে, কৃষ্ণ অতি কুতূহলে,
বলিলেন ভয নাহি কর।
আমি আছি হেথা যদি, সেবি তোমা নিরবধি,
তোমারে লইব স্কন্ধ'পর ॥
এতেক বলিয়া হরি, রাধার চরণ ধরি,
কাঁধের উপর তারে লয়।
উঠিল স্কন্ধেতে যবে, রাধার সখীরা সবে,
উচ্চৈঃস্বরে হাসি তবে কয ॥
যেভাবে ছলনা করি, ভুলাইলে তুমি হরি,
সমুচিত শাস্তি পেলে তার।
রাধা হাসে খলখল, আনন্দে হয উছল,
কৃষ্ণ কিছু নাহি বলে আর ॥
রাধারে লইয়া কাঁধে, চলিযাছে মনসাধে,
ক্রমে ক্রমে পশে ঘনবনে।
সখীগণ ছিল যারা, পিছনে পড়িল তারা,
চলিতে না পারে কৃষ্ণ সনে ॥
পশিয়া বিজন বনে, কৃষ্ণ ভাবে মনে মনে,
দর্প আজি ভাঙ্গিব রাধার।
অকস্মাৎ তে কারণে, ত্যজিয়া রাধারে বনে,
লুকাইল বনের মাঝার ॥
চমকিয়া রাধাসতী, চীৎকার করিল অতি,
নাহি পায় কৃষ্ণে দেখিবারে।
সখীরা ছুটিযা আসে, কাঁপিল বিষম ত্রাসে,
বনভূমি ভরিল চীৎকারে ॥
অশেষে বিলাপ করি, কহে রাধা সুন্দরী,
কি পাপ করিনু তব ঠাঁই।
কেন এ বিজন বনে, তুমি নাই মোর সনে,
কেন বল ত্যজিলে গোঁসাই ॥
নিদারুণ তুমি অতি, নাহি দয়া মম প্রতি,
কি বিচারে হ'লে অদর্শন।

কাঁধেতে তুলিযা মোরে, আনি এই বনান্তরে,
পলাইলে কোথা প্রাণধন ॥
না হেরি তোমার মুখ, দুঃখেতে ফাটিছে বুক,
তব ভাবে কাঁদি প্রাণে শ্যাম।
তব ভাব বুঝি ছলে, কাঁধেতে উঠেছি ব'লে,
কিভাবে কখন হ'লে বাম ॥
অবলার ক্ষম দোষ, ত্যজহ মনের রোষ,
দযা কবি দেখা দাও হরি।
তোমাব বিহনে আজ, খণ্ডাইব সব লাজ,
তোমারে না পেলে আমি মবি ॥
আমি ত অবলা অতি, কী কারণে এ দুর্গতি,
তোমাব অভাবে প্রাণ যায়।
সখীগণ চীৎকাব, কবিতেছে বাববার,
কোথা তুমি ওগো শ্যামরায ॥
কোথা তুমি দেখ এসে, মোরা সবে মরি ত্রাসে,
মরিল বুঝি গো বিনোদিনী।
তোমার অভাবে হরি, মবিল পরেব নারী,
শ্বাস নাহি যেলে অভাগিনী ॥
নারীহত্যা পাপ হবে, নাহি যদি আস এবে,
মরিল মবিল সখী রাই।
এখনো সময আছে, তোমাবে পাইলে কাছে,
রাধাসখী বাঁচে গো গোঁসাই ॥
শুনি এ রোদন ধ্বনি, ত্রস্তে আসে গুণমণি,
রাধিকা বদন তুলি চাহে।
অভিমানে শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণেব প্রাণাধিকা,
কৃষ্ণ প্রতি কথা নাহি কহে ॥
রাধার বদন ধরি, চুম্বন করেন হবি,
মধু বাক্যে দিলেন আশ্বাস।
তবে ত উঠিয়া বসে, মন পূর্ণ রঙ্গরসে,
খসাইযা দেয় অঙ্গবাস ॥
রসরঙ্গে সে শর্ব্ববী, পোহায গোপের নারী,
কৃষ্ণ সহ করিযা রমণ।
নিশা যবে অবশেষ, গুছাইয়া বাস বেশ,
গৃহ প্রতি করিল গমন ॥

● শ্রীকৃষ্ণসহ রাধিকার নৌকা বিলাস।

এতেক বলিযা পুনঃ দেব নারাযণ।
বলিলেন মুনিবরে করহ শ্রবণ ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা অসীম অপার।
যতই কীর্ত্তন কর শেষ নাহি তার ॥
একদিন কৃষ্ণ মনে ভাবিযা যুকতি।
নাবিকরূপেতে যান যমুনা সংহতি ॥
তরণী লইযা তীরে হরি নারাযণ।
পার করে কত জনে আহ্লাদিত মন ॥
এপার ওপার যায কত নরনারী।
তাহাদের সংখ্যা আমি গণিতে না পারি ॥
হেনকালে রাধাসতী ল'যে গোপীগণে।
দধির পশরা শিরে আসিল সেখানে ॥
যমুনার তীরে যেন হ'ল চন্দ্রোদয।
গোপী দেখি কৃষ্ণধন হাতে বৈঠা লয ॥
নাবিকরূপেতে কৃষ্ণে করি নিরীক্ষণ।
গোপীগণ ব্যঙ্গবাণ করে বরিষণ ॥
বিদ্রূপেব হাসি হাসি বলে গোপনারী।
রাখালী ছাড়িযা কবে হ'লে বৈঠাধারী ॥
মাঠেতে চবে না বুঝি গোপকুলনারী।
তাই হেথা আসিযাছ পারের কাণ্ডারী ॥
ঘাটালি কবিযা বল কিবা লাভ হয।
কি উদ্দেশ্যে এই ভাবে নব-পবিচয ॥
বহুকাল পারাপার হই ত যমুনা।
তোমারে কাণ্ডারীরূপে কভু ত দেখি না ॥
তোমারে দেখিয়া নানা ভয় জাগে মনে।
তরণীতে উঠি মোরা বলহ কেমনে ॥
সখীদের কথা শুনি কহে কৃষ্ণধন।
বিলম্ব না করি সখী কর আরোহণ ॥
সুন্দর সুদৃশ্য নৌকা সুদৃঢ় গঠন।
তরী আরোহণে নাই ভয়ের কারণ ॥
নিশ্চিন্ত নির্ব্বিঘ্নে এসে উঠ তরণীতে।
পার কবি দিব আমি অতীব ত্বরিতে ॥

চোখের পলকে সবে নদী হবে পার।
আপনি ধরিব আমি তরণী কাণ্ডার॥
ভয় নাহি পাও কেহ আমারে দেখিয়া।
অবজ্ঞা না কর কেহ আনাড়ী বলিয়া॥
পারের কড়ি ত আমি কভু নাহি চাই।
বড় ভাগ্য মানি যদি পাড়ি দিতে পাই॥
ত্বরা করি আসি বৈস দেরী নাহি সয়।
ওপারেতে নিব নৌকা এখনি নিশ্চয়॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা রাধিকা সুমতি।
বিদ্রূপ করিয়া বলে সখীদের প্রতি॥
আনাড়ী কাণ্ডারী তায় দাঁড়ি মাঝি নাই।
একাকী করিবে পার ব্রজের গোঁসাই॥
মন্ত্রগুণে হব পার নাহি লাগে কড়ি।
চল সব সখীগণ উঠ তাড়াতাড়ি॥
কুল আর কূল যদি ছাড় একবার।
নাহি আর অন্য পথ পুনঃ ফিরিবার॥
কৃষ্ণপ্রতি লক্ষ্য করি রাধিকা তখন।
বলিলেন কর পার করিয়া যতন॥
সাবধানে চালাইবে ভাঙ্গা তব তরী।
নতুবা ডুবিবে জলে যত গোপনারী॥
এত বলি রাধা সতী ল'য়ে সখীদল।
আনন্দেতে উঠে তরী করি কোলাহল॥
কৃষ্ণেরে বিদ্রূপ করি তারা সবে বলে।
দিও নাকো কালি মাঝি আমাদের কূলে॥
কৃষ্ণ বলে বৃথা কেন ভয় কর মনে।
চালাইব নৌকা আমি অতি সাবধানে॥
গোপনারীগণ সবে আমি ভাল চিনি।
তোমা সবাকারে আমি আত্মজন গণি॥
ভাল হ'য়ে বসো সবে ছাড়িনু তরণী।
এদিক ওদিক কভু না হেল রমণী॥
ছাড়িল তরণী কৃষ্ণ প্রফুল্ল অন্তর।
গোপনারীগণ করে হাস্য নিরন্তর॥
হেলিতে দুলিতে নৌকা মধ্য নদী যায়।
সহসা বহিল বায়ু কৃষ্ণের মায়ায়॥
নদীর বুকেতে উঠে তরঙ্গ বিস্তার।
গোপনারীগণ মধ্যে পড়ে হাহাকার॥
দুলিছে বেগেতে নৌকা আথালপাথাল।
নারীরা চীৎকারি বলে সামাল সামাল॥
ছিঁড়িল নায়ের পাল হালে নাই কেউ।
ভিজাইয়া দিল সবে উঠে পড়ে ঢেউ॥
কাণ্ডার ধরিয়া কৃষ্ণ বলে নাহি ভয়।
এই ত সামান্য ঝড় তরিব নিশ্চয়॥
বলিতে বলিতে নৌকা ডুবে যেন পড়ে।
ভয়ে সবে জড়াইয়া ধরে পরস্পরে॥
একে অন্য গায় পড়ে ঢলিয়া ঢলিয়া।
রাধিকা পড়িল ঢলি কৃষ্ণকাছে গিয়া॥
কাতরে বলিল সবে বাঁচাও জীবন।
তোমারে সঁপিনু প্রাণ ওহে কৃষ্ণধন॥
এত শুনি কৃষ্ণ তবে হয় আনন্দিত।
নিমেষেতে ঝড়বৃষ্টি হয় প্রশমিত॥
সহসা উঠিল রৌদ্র নৌকা হ'ল স্থির।
নিরাপদে পৌঁছাইল সবে অন্য তীর॥
বৈবর্ত্তপুরাণ কথা অতীব মধুর।
যেই জন শুনে তার পাপ হয় দূর॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা সুধা হ'তে সুধা।
শুনিলে ঘুচিয়া যায় ভয়-তৃষ্ণা-ক্ষুধা॥
তাপদগ্ধ নরনারী পরিতৃপ্ত হয়।
অনায়াসে দূর হয় শমনের ভয়॥
যেই জন মন দিয়া কৃষ্ণকথা শুনে।
এ সংসারে তাহারে কি করিবে শমনে॥
পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু আত্মীয় স্বজন।
শূন্যেতে মিলায়ে যাবে স্বপ্নের মতন॥
কেবা তুমি, কেবা আমি, সব স্বপ্নময়।
অনিত্য জগতে শুধু কৃষ্ণ সত্য হয়॥
শ্রীকৃষ্ণের নামগান অতি হিতকর।
অগতির গতি তিনি দয়ার সাগর॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● একত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীরাধার পুষ্পচয়নচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে গমন।

আপন ভবনে, রাধা সখীসনে,
বসি কত খেলা করে।
এহেন সময়ে, শ্যাম রসময়ে,
বুঝি তার মনে পড়ে॥
মিলি চারিজনে, ভুলায়ে বচনে,
কুসুম তোলাব ছলে।
সখী সঙ্গে ক'রে, যমুনার তীরে,
কুসুম তুলিতে চলে॥
শ্যামের প্রসঙ্গে, সুখে রঙ্গে ভঙ্গে,
হাসিতে চলিতে তায়।
বৃন্দাবন বনে, আনন্দিত মনে,
হরি অন্বেষণে যায়॥
সুমধুর স্বরে, হরিনাম করে,
কুসুম তুলিছে তারা।
শ্যামের কারণে, ঘোরে বনে বনে,
আকুল পাগল পারা॥
শুনিযা নাগর, রমণীর স্বর,
মধুর মধুর ধ্বনি।
ছুটিতে ছুটিতে, আইল ত্বরিতে,
কৃষ্ণ সে নীলমণি॥
দূরেতে থাকিয়া, কহিছে ডাকিয়া,
কুসুম তুলিছে কারা।
গোপনে আসিয়া, কুসুম হরিয়া,
কানন করিল সারা॥
অদ্য সুপ্রভাত, হইল অকস্মাৎ,
তাতে মিলাইল তোরে।
যত দুঃখ ছিল, সকলি ঘুচিল,
বিধি দিন দিল মোরে॥
ব্যঙ্গ করি কহে রাধা কি নাম তোমার।
মনেতে তোমার হেরি বড় অহঙ্কার॥
অনুমানে ভাবি তব চৌর্য্যরীতি হবে।
তা না হৈলে সাধুজনে চোর কেন কবে॥
শ্যাম বলে মম নাম জন-বিমোহন।
আমার রক্ষিত এই রস-বৃন্দাবন॥
এত শুনি বলে রাধা জানিনু এক্ষণে।
পড়েছিলে তুমি বাঁধা ননীর কারণে॥
কৃষ্ণ কহে তাহে মম লজ্জা কিছু নাই।
ননীর কারণে আমি বাঁধা কত ঠাঁই॥
যে মোরে বাঁধিতে পারে তারি হই বাঁধা।
সম্প্রতি বাৎসল্য-প্রেমে বেঁধেছে যশোদা॥
রাধা বলে সে কথায় কার্য্য নাহি আর।
হউক হেন বৃন্দাবন রক্ষিত তোমার॥
বনমাঝে পালে পালে চরায়ে গোধন।
তাহে তব বৃন্দাবন না হয় ভঞ্জন॥
পূজা তরে পুষ্প কেহ চয়ন করিলে।
মিথ্যা করি বল তুমি কানন ভাঙ্গিলে॥
কৃষ্ণ কহে গাভীগণ মোরে করে ভয়।
ভাঙ্গিতে আমার বন সাধ্য নাহি হয়॥
বিশেষতঃ রক্ষা করি সদা এই বন।
বনে থাকি বনমালী নাম সে কারণ॥
রাই বলে বনে যদি থাক অনুক্ষণ।
যমুনার তীরে বহে সে বা কোন্ জন॥
ঘাটে ঘাটে দান সেধে কেবল বেড়ায়।
গোপীর নবনী কেবা চুরি ক'রে খায়॥
প্রধান গোপীর মুখে এ কথা শুনিয়া।
রঙ্গ করি শ্যামরায় কহেন হাসিয়া॥
শুন শুন ওগো রাই কহি যে তোমারে।
চোর বল মিছামিছি দাযী কর মোরে॥
ভেবে দেখ যদি রাধে আপনার মনে।
তব সম চোর কভু না হেরি নয়নে॥
জলে স্থলে বনে যেথা আছে যত জন।
সকলের শোভা তুমি করেছ হরণ॥
দেখ রাধে স্বর্ণ-বর্ণ হরণ করিয়ে।
অনায়াসে নিজ অঙ্গে রেখেছ লুকায়ে॥

চন্দ্রের কিরণ চুপে চুপে চুরি ক'রে।
প্রকাশি রেখেছ নিজ চন্দ্রাননোপরে॥
কামের কুসুম-ধনু হরিয়া নিভৃতে।
রাখিয়াছ ভুরুমাঝে আমারে ভুলাতে॥
কুরঙ্গীর চক্ষু তুমি করিয়া হরণ।
আপন আঁখির মাঝে করেছ স্থাপন॥
সদা থাকে পক্ক বিম্ব বনের ভিতরে।
তার শোভা রাখিয়াছ তুমি ওষ্ঠাধরে॥
হরিয়া মুকুতা শোভা অতি সযতনে।
সে শোভা রেখেছ তুমি আপন দশনে॥
গৃধিনীর কর্ণ শোভা দেখিয়া অতুল।
চুরি ক'রে বাড়ায়েছ নিজ কর্ণমূল॥
কোকিলের কণ্ঠস্বর তুমি চুরি ক'রে।
রেখেছ মিশায়ে তুমি নিজ কণ্ঠস্বরে॥
অনায়াসে হ'রে কাম-কামিনীর শোভা।
আপনার ত্রিবলী করেছ মনোলোভা॥
হরণ করিয়া তুমি মাতঙ্গের গতি।
নিজের গমনে তুমি রেখেছ শ্রীমতি॥
স্থলজ জলজ শোভা করিয়া হরণ।
কর পদে ওহে রাধে করেছ ধারণ॥
নিজে তুমি হ'যে চোর শুন ওগো রাই।
অপরেরে চোর তুমি ভাব সর্ব্বদাই॥
শুনে আধ আধ ভাষে বলে চন্দ্রাননী।
আমা হৈতে তবু তুমি চোর-চূড়ামণি॥
বাহিরেতে জানি চুরি অনেকেই করে।
তুমি চুরি কর চুপে প্রাণের ভিতরে॥
চেতনায় চিত্ত চুরি কেমন সন্ধান।
কে বটে বিচার কর চোরের প্রধান॥

● জটিলার নিকট কুটিলা কর্ত্তৃক শ্রীমতীর পরিবাদ কথন ও শ্রীরাধিকাকে অন্বেষণ।

নারায়ণ কহে শুন বিধির নন্দন।
অতঃপর কি ঘটিল করিব কীর্ত্তন॥
পুষ্পবনে রাধাকৃষ্ণে হয় আলাপন।
এখানেতে কুটিলার শুন বিবরণ॥
নাহি দেখি শ্রীরাধারে আপন ভবনে।
কুটিলা কোন্দল করে জটিলার সনে॥
বলে গো মা দেখ তব বধূর ব্যাভার।
সেই যে গিয়াছে কই দেখা নাহি তার॥
না দেখি না শুনি কভু এ ত বড় দায়।
বেড়ায় ঘরের বউ পাড়ায় পাড়ায়॥
একে তাকে লোকে বলে কলঙ্কিনী রাই।
জেনে শুনে মনে তবু কিছু ভয় নাই॥
তোমারে কহিয়া গেল পুষ্প তুলে আনি।
পুষ্প তোলা যত তার আমি সব জানি॥
ঘরেব বাহির হৈল ছল ক'রে ফুল।
ফুল নহে মজাতে বসেছে জাতি কুল॥
কালো ছোঁড়া রাধারে কি দিয়াছে মন্ত্রণা।
এ ঘর করিতে তার নাই গো বাসনা॥
সর্ব্বনাশী বৃন্দে দাসী তাহার সহায়।
কলঙ্কিনী হ'ল নারী ঘরে রাখা দায়॥
কুটিলাব কথা শুনি জটিলা চঞ্চল।
রাগেতে হইল যেন জ্বলন্ত অনল॥
কহিল জটিলা শোন আমার বচন।
রাধারে খুঁজিয়া তুমি আন এইক্ষণ॥
কালার নিকটে যদি দেখা পাও তার।
ধরি কেশ নিয়া আস নিকটে আমার॥
এতেক কুটিলা যদি মাতৃ-আজ্ঞা পায়।
ত্বরা করি রাধিকার সন্ধানেতে যায়॥
অতিশয় কোপভরে, দুই চক্ষু রাঙ্গা ক'রে,
খোঁজ করে কুটিলা রাধায়।
পথে পথে খোঁজ করি, গেল পড়সীর বাড়ী,
তারপর গেল যমুনায়॥
খোঁজ করে নদীতটে, আর দেখে বংশীবটে,
শ্রীরাধারে না পায় দেখিতে।
রাগিণী বাঘিনী প্রায়, কুপিত হইয়া কায়,
খুঁজে ভ্রমে কদম্ব তলাতে॥

রাস-মণ্ডলে গমন



চল সতী কৃষ্ণপ্রাণা সুন্দরী নন্দিনী।
আনমনা হয় ধনি মদনানন্দ বদনি॥

পৃষ্ঠা—৫০৮

রাধা কৃষ্ণ দুই জনে, না দেখিয়া ততক্ষণে,
বৃন্দাবন করিল ভ্রমণ।
দেখে রাধা সখীসঙ্গে, কৌতুকেতে মজে রঙ্গে,
শ্যাম সঙ্গে কহিছে বচন॥
ক্রোধে জ্বলে যার নামে, রাইসঙ্গে সেই শ্যামে,
দেখে হয় কুটিলা চঞ্চলা।
বলে ধিক্ ওলো রাই, কিছুমাত্র লজ্জা নাই,
এই বুঝি তোর পুষ্প তোলা॥
করি ছল সবা সনে, আসিয়া বিজন বনে,
বধূ সনে করিছ বিহার।
তুলিতে আসিয়া ফুল, মজাইলে নিজ কুল,
বিনষ্ট করিলা ধর্ম্মাচার॥
দূর দূর রে পাপিনি, কুলান্তক কলঙ্কিনী,
প্রাণ ত্যজ গলে ফাঁস দিয়া।
তেয়াগিয়া নিজ পতি, যেবা করে উপপতি,
কিবা সুখ তাহার বাঁচিয়া॥
লোকমুখে শুনি যাহা, স্বচক্ষে দেখিনু তাহা,
সাধ্বী সতী তুইরে যেমন।
আজি ভুল ভেঙ্গে গেছে, বলি তোর পতি কাছে,
নাক কান করাব ছেদন॥
সখিগণ সঙ্গে রয়, তবু নাহি লজ্জা হয়,
চল আগে যাই নিকেতনে।
এত বলি সে কুটিলে, তিরস্কার করি চলে,
শুনি রাই রহে ভীত মনে॥

● নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য শ্রীমতীর কৌশল।

নারদ বলেন প্রভু ওহে ভগবন্।
তারপর কি হইল করহ বর্ণন॥
নারদের বাক্য শুনি কহে নারায়ণ।
তারপর যা হইল শুন তপোধন॥
রাধা বলে ননদিনি সংবরহ ক্রোধ।
কেন মিছা কটু কহ করি অনুরোধ॥
কি দেখিলে কি শুনিলে কি ভাবিলে মনে।
কলঙ্কিনী কহ মোরে কিসের কারণে॥
সূর্য্য-পূজা হেতু পুষ্প করিতে চয়ন।
সখীসঙ্গে নানা রঙ্গে করিছি ভ্রমণ॥
মনোমত পুষ্প নাহি পাই কোন স্থলে।
খুঁজিতে খুঁজিতে আসি বৃন্দাবনে চলে॥
মনোরম নানা ফুল দেখে বৃন্দাবনে।
তুলিতে লাগিনু মোরা পূজার কারণে॥
ইতিমধ্যে ওই কালা হ'যে উপনীত।
বলে এই বৃন্দাবন আমার রক্ষিত॥
কাহার কথায় তোরা এখানে আইলি।
আমারে না ব'লে কেন কুসুম তুলিলি॥
এত বলি এই কালা ক্রোধে অতিশয়।
আমাদের তোলা ফুল সব কাড়ি লয়॥
তারি লাগি ছুটে সবে আসি এই ঠাঁই।
ইহা ভিন্ন অন্য কথা মনে জানি নাই॥
এই অপরাধে কেন অপরাধ গাও।
কালাকলঙ্কিনী নাম কেন গো রটাও॥
ভাগ্য দোষে নিন্দার এ বোঝা আমি বই।
জানেন গোবিন্দ মন্দ আমি যত হই॥
শ্রীমতী এরূপে কহে বাক্যের কৌশলে।
কুবুদ্ধি কুটিলা কোপে আরো উঠে জ্ব'লে॥
বলে আমি জানি ওগো চরিত্র তোমার।
কুলটা নারীর সাথে বাক্যে আঁটা ভার॥
যত তুমি গুণবতি সাধ্বী পতিব্রতা।
স্বচক্ষে দেখেছি সব কে শুনে ও কথা॥
হরি হরি লাজে মরি কারে কব আর।
ভ্রষ্টামি নষ্টামি রীতি আছে যে তোমার॥
আমার কথায় তোর কি হইতে পারে।
সব কথা আগে গিয়া বলিব দাদারে॥
তোদের এ লীলা যদি দেখাইতে পারি।
বুঝিবে কেমন আমি ননদী তোমারি॥
এক্ষণেতে গৃহপানে চল যাই ত্বরা।
ঘুচাইব আজি তোর উপপতি করা॥
এত বলি রাধিকারে সবলে ধরিল।
অবিলম্বে গৃহপানে ধাইয়া চলিল॥

● আয়ানের নিকট কুটিলা কর্ত্তৃক রাধার অপবাদ কথন।

নারায়ণ বলে শুন বিধির নন্দন।
তার পর কি হইল অদ্ভুত কথন॥
হেন মতে কুটিলা সে নিবাসে আসিয়া।
জটিলার কাছে কয় হাত নাড়া দিয়া॥
বলি গো জননি শুন করি নিবেদন।
গুণের বধূর তব চরিত্র যেমন॥
মিথ্যা কথা বলি রাধা ছলে ভুলাইয়া।
রঙ্গেতে রঙ্গিনী ছিল কালারে লইয়া॥
দেখি সব নিজ চোখে শুনি নিজ কানে।
ঘরের কোণের বধূ এত রঙ্গ জানে॥
কালাকলঙ্কিনী রাই মোরে না ডরায়।
ঢাকা দিতে চাহে তবু কপট কথায়॥
শুনিয়া জটিলা বলে অতি ক্রোধ ভরে।
এত গুণ ছিল ওগো তোমার উদরে॥
হ'যে কেন না মরিলি ওগো দুষ্টা নারী।
মোর পুত্রবধূ হ'যে হ'লি ব্যভিচারী॥
আসুক আয়ান ঘরে বলি সব কথা।
ঢালিব আজিকে ঘোল মুড়াইয়া মাথা॥
এত বলি মায়ে ঝিয়ে তিরস্কার করে।
অতি দুঃখে শ্রীমতীর চক্ষে নীর ঝরে॥
আপন গৃহের মাঝে প্রবেশ করিয়া।
কৃষ্ণের উদ্দেশে কহে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
কোথা হে অনাথ-বন্ধু রহিলে কোথায়।
শাশুড়ী ননদী বাক্যে অঙ্গ জ্ব'লে যায়॥
কৃপা করি হে মুরারি মোরে কর পার।
এ হেন তাড়না সহ্য নাহি হয় আর॥
কালা ভালবাসি ব'লে ওহে কালসোনা।
গোকুলে আমায় ভাল কেহ যে বাসে না॥
তোমা বিনা অধীনার অন্য নাহি গতি।
আমারে দুঃখিনী ভেবে ঠেল না শ্রীপতি॥
জাতি কুল ধন মান দিয়ে জলাঞ্জলি।
তোমারে পাইব বলি ত্যজেছি সকলি॥
পতি উপপতি তুমি হে বংশীবদন।
মনে রেখো হে মাধব এই আকিঞ্চন॥
এসো হে হৃদয়-কুঞ্জে নিকুঞ্জবিহারী।
রাধা রাধা ব'লে শ্যাম বাজাও বাঁশরী॥
একপে রহিল রাধা হ'যে ম্রিয়মাণ।
হেনকালে নিজগৃহে আইল আয়ান॥
আয়ানে দেখিয়া তবে আয়ান-ভগিনী।
বলে দাদা শুন তব বধূর কাহিনী॥
দেশ জুড়ে উচ্চমান ছিল যে তোমার।
সে গর্ব্ব হইল খর্ব্ব গুণে শ্রীরাধার॥
কেন হেন দুষ্টা নারী বিভা করেছিলে।
পবিত্র বংশেতে কেন কলঙ্ক মাখিলে॥
শুনিয়া আয়ান বড় হয় চমৎকার।
বলে শুনি কিবা দোষ দেখেছ রাধার॥
কুটিলা কহিল তবে শুন দাদা ভাই।
নিত্য আনন্দেতে মগ্ন হয়েছেন রাই॥
ফুল তোলা ছলে রাই গৃহছাড়া হ'যে।
জাতি কুল দিয়া আসে নন্দের তনয়ে॥
তুমি সংসারের কর্ত্তা করহ শাসন।
নহে রাই পুনঃ ভাই করিবে এমন॥
আমার বচনে দাদা ত্যাগ কর তারে।
করহ বিবাহ তুমি অপর কন্যারে॥
কুটিলার মুখে শুনি কুৎসিত বচন।
রাগেতে আয়ান তারে কহিল তখন॥
সাধ্বী সতী পতিব্রতা আমার কামিনী।
মিছে অপবাদ তার না কর ভগিনী॥
নিত্য নিত্য নিন্দা তুমি করহ রাধার।
আমি কিন্তু চক্ষে দোষ না দেখি তাহার॥
কাণে শুনে কথা আমি কিছু নাহি ধরি।
যদ্যপি দেখিতে পাই তবে গ্রাহ্য করি॥
শুনিয়া কুটিলা কহে এ নহে অন্যথা।
দোহাই তোমার যদি কহি মিথ্যা কথা॥
মিথ্যা কথা কহি আমি যদি লই মানি।
ছেলে বুড়া কেন তবে কহে কলঙ্কিনী॥

কেমন রমণী রাধা নাহি জান মনে।
সন্দ নাই তোমারে সে ভুলাযেছে গুণে॥
অতঃপর সাবধান থাক অনুক্ষণ।
হাতে হাতে ধরি আমি দেখাব তখন॥
এত বলি কুটিলা সে শান্ত হ'যে রয।
আযানের মনে তবু না জাগে সংশয॥

● শ্রীমতী রাধার বৃন্দার সহিত মন্ত্রণা ও কৃষ্ণদর্শনে যাত্রা।

নারদেরে সম্বোধিযা কহে নারাযণ।
অতঃপর কি হইল কবিব বর্ণন॥
কুটিলার ভযে রাধা রহে ভীত মনে।
দিন কত নাহি যান কৃষ্ণ-দরশনে॥
কৃষ্ণপ্রেমে মন প্রাণ মজিযাছে যার।
কৃষ্ণ ছাড়া হ'যে প্রাণ বাঁচে কি তাহার॥
একদিন বিরলেতে ডাকিযা বৃন্দারে।
বলিল অনেক কথা অতি সকাতরে॥
বিবাদী ননদী মোর হযেছে প্রহরী।
কেমনে পাইব হরি বল সহচরী॥
না দেখি সে কালরূপ একি জ্বালা আর।
আমার এ দেহ যেন নহে গো আমার॥
যে দিকেতে প্রাণ-সই ফিরাই নযন।
সব কিছু মাঝে দেখি শ্যামের বদন॥
কিন্তু কুটিলার ভবে বাহিরে না যাই।
কৃষ্ণ-অদর্শনে প্রাণ দহিছে সদাই॥
শ্রীমতীর কথা শুনি বৃন্দা হাসি কয।
যা ইচ্ছা তা কর আমি ও কথায নয॥
কিন্তু এক কথা আমি রাই তোমা বলি।
জান তো নিঠুর বড় কালা বনমালী॥
বিলম্ব না সহে যদি পরাণে তোমার।
কেন মিছে শ্যাম-সঙ্গ চাহ পুনর্ব্বার॥
কৃষ্ণ সঙ্গে সুখসিন্ধু পার হবে তুমি।
লাভে হ'তে কুটিলাব গালি খাব আমি॥

রাই বলে বৃন্দে কেন ছল কর আর।
ভেবে যদি দেখ সই তুমি মূলাধার॥
যমুনায ল'যে গেলে আনিবারে জল।
দেখাযে চিকণকালা করিলে চঞ্চল॥
আগেতে প্রেমের ফাঁসি পরাযে গলায।
এক্ষণে ওসব কথা শোভা নাহি পায॥
ত্যজহ রঙ্গের কথা বৃন্দে সহচরি।
শ্যাম-কাছে ল'যে চল দাসী হব তারি॥
যা হবার তাই হবে গাল খাই খাব।
যায যাবে কুল তবু কালাপাশে যাব॥
সে কালো অঞ্জন যেবা পরেছে নযনে।
কি ভয তাহার সেই কুল লাজ মানে॥
যে দিন শ্যামের সনে হ'যেছে মিলন।
কুলভয তাব পদে করেছি অর্পণ॥
কৃষ্ণ মম দেহ সখি কৃষ্ণ মম প্রাণ।
কৃষ্ণ মম কুল শীল কৃষ্ণ মম মান॥
কৃষ্ণ মম পতি সেই কৃষ্ণ মম গতি।
স্বপক্ষ বিপক্ষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মম মতি॥
বৃন্দা রাধিকায হয হেন আলাপন।
এদিকেতে শ্রীকৃষ্ণের মন উচাটন॥
একদিন শ্রীরাধারে চক্ষে নাহি হেরি।
ব্যাকুলিত অতিশয মুকুন্দ মুরারী॥
শ্রীহীন হ'যেছে অঙ্গ ঔদাস্য অন্তরে।
চিন্তামণি চিন্তাকুল চিন্তামযী তরে॥
সতী বিনা শিব যেন বিবহে পাগল।
রতি বিনা রতি-পতি যেমন চঞ্চল॥
চক্রবাকী বিনা যেন চক্রবাক দুঃখী।
শারী বিনা শুক যেন অন্তরে অসুখী॥
চকোরী বিহীন যেন দুঃখিত চকোর।
কোকিলা বিহীন যেন কোকিল কাতর॥
দেবরাজ দুঃখী যেন শচী-অদর্শনে।
সেইরূপ রাধানাথ শ্রীরাধা বিহনে॥
শযনে ভ্রমণে সুখ কদাচ না হয।
থেকে থেকে রাই-রূপ অন্তরেতে রয॥

প্রিয়া বিনা পীতাম্বর অধৈর্য্য হইল।
সঙ্কেত কারণ বংশীধ্বনি আরম্ভিল॥
বংশী-স্বরে বলে শ্যাম দেখা দেহ রাই।
নহে প্রাণ অবসান পরিত্রাণ নাই॥
বংশীর করুণ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া।
চঞ্চল হইলা রাই কৃষ্ণের লাগিয়া॥
ডাকিয়া বৃন্দারে বলে শুন প্রাণ-সই।
রাধে-রাধে বলি বাঁশী বাজিতেছে ওই॥
এ ছার গৃহেতে আর থাকিতে না পারি।
চল চল দরশন করি গো মুরারি॥
বৃন্দা বলে কেন এত হও উচাটন।
মনোহর সজ্জা তুমি করহ ধারণ॥
নিশীথে হইবে সবে নিদ্রায় মগন।
তখন আমরা সেথা করিব গমন॥
বৃন্দার বাক্যেতে রাধা প্রবোধ মানিল।
মনোহর সাজসজ্জা অঙ্গেতে পরিল॥
নানা মতে সুসজ্জা করিয়া কমলিনী।
কৃষ্ণ-দরশনে চলে কৃষ্ণ-বিলাসিনী॥
নানা জাতি সুমালতী গাঁথি মালা করে।
চলিলেন কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীকৃষ্ণের তরে॥
অগুরু চন্দন চুয়া কুঙ্কুম কস্তুরী।
মাখাইতে মাধবেরে লয় যত্ন করি॥
ক্ষীর সর নবনী মিষ্টান্ন জলপান।
কর্পূর ও মিষ্টোদক আর মিঠা পান॥
সখার জন্যেতে রাই সঙ্গে ক'রে লয়।
চলে রাধা কৌতুহলে ধৈর্য্য নাহি সয়॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি নিদ্রিত সকলে।
এমতি সময়ে রাই কুঞ্জবনে চলে॥
পথ দেখাইয়া বৃন্দা অগ্রে অগ্রে যায়।
রাধা চলে আর পিছে ফিরিয়া তাকায়॥
নিবিড় তিমির নিশি পথ চেনা দায়।
কতশত কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হয় পায়॥
অমল কমল পদ রক্তে যায় ভেসে।
জ্বালায় চঞ্চল তবু কথা কন হেসে॥
ডাকিয়া বৃন্দারে বলে কুরঙ্গনয়নী।
চলিতে যে নারি আর কি হবে সজনি॥
কতক্ষণে আঁখির অঞ্জনে নিরখিব।
কতক্ষণে শ্যাম-অঙ্গে অঙ্গ মিলাইব॥
কতক্ষণে বনমালা সাজাব অঙ্গেতে।
কতক্ষণে বসিব গো শ্যামের সঙ্গেতে॥
বৃন্দা বলে ধীরে ধীরে চল ওগো রাই।
ওই সুখ-বৃন্দাবন আর দুঃখ নাই॥
এখনি পাইবে শ্যামে ধৈর্য্য ধর মনে।
দুঃখ বিনা সুখলাভ না হয় জীবনে॥
এত বলি বৃন্দা দূতী রাধা সঙ্গে ক'রে।
উপনীত হন আসি কৃষ্ণের গোচরে॥

● রাধাকৃষ্ণের মিলন।

হেন রূপে বৃন্দাবনে, নিশিযোগে সঙ্গোপনে,
রাধাকৃষ্ণ হইল মিলন।
ক্রমে যত আহীরিণী, কৃষ্ণ প্রেমবিলাসিনী,
সব ধনী মিলিল তখন॥
হ'যে অতি কুতুহল, মিলিল গোপীর দল,
কৃষ্ণভাবে সরল অন্তরে।
কেহ বা কুসুম ল'যে, গাঁথে মালা মগ্ন হ'যে,
কেহ বা বাসর সজ্জা করে॥
ফুলময় আভরণ, করি কোন গোপীজন,
কৃষ্ণ অঙ্গে দিল পরাইয়া।
সুখে সব গোপবালা, প্রকাশে নূতন লীলা,
কৃষ্ণ-প্রেমে প্রাণ সমর্পিয়া॥
কৌতুকেতে গোপীগণে, ফুলময় সিংহাসনে,
রাধিকা ও কৃষ্ণেরে বসায়।
তমাল বৃক্ষের মাঝে, স্বর্ণলতা যেন রাজে,
দুই রূপ সেই রূপ পায়॥
অগুরু চুয়া চন্দন, ল'যে যত গোপীগণ,
অতিশয় হরিষ অন্তরে।
করেতে কুসুম ল'যে, আনন্দে মগনা হ'য়ে,
পুষ্প বৃষ্টি করে কৃষ্ণ 'পরে॥

হইয়া সানন্দ কায, কোন কোন গোপিকায়,
দুই অঙ্গে মাখায চন্দন।
কোন গোপী যতনেতে, গঙ্গাজল চামরেতে,
দুই অঙ্গে দেয সখীগণ॥
দেখিয়া যুগল রূপ, অনুপম অপরূপ,
রতি কাম লজ্জিত অন্তরে।
দূরে ফেলে পঞ্চশর, করি তারা জোড়কর,
ভক্তিভাবে স্তব স্তুতি করে॥
হেরিয়া এই মিলন, হ'যে সুখী পিকগণ,
পঞ্চস্বরে গায সকৌতুকে।
মত্ত হ'যে ভৃঙ্গ সবে, বাদ্য করে গুঞ্জ রবে,
মলয বাতাস দেয সুখে॥

● রাধাকৃষ্ণের মিলন দেখিয়া কুটিলা কর্তৃক আযানকে সংবাদ প্রদান।

নারাযণ বলে শুন বিধির নন্দন।
পুরাণে হরির লীলা অপূর্ব্ব কথন॥
রাধিকা সখীর সনে কুঞ্জবনে যায।
কুটিলাও চুপিচুপি তার পিছে ধায॥
কৃষ্ণ সনে শ্রীরাধিকা করেন বিহার।
কুটিলা দেখিল চোখে সকলি তাহার॥
কুটিলা কুটিলা যাহা খুঁজিযা বেড়ায।
প্রত্যক্ষে দেখিযা তাহা প্রফুল্লিত কায়॥
কারে কিছু না বলিযা চুপে চুপে চলে।
আযান নিকটে আসি হাসি হাসি বলে॥
শুন শুন ওগো দাদা শুন সমাচার।
দেখিযা এলাম গুণ তোমার রাধার॥
আমার কথা যে তুমি না শোন শ্রবণে।
আজ মোর কথা তুমি খণ্ডাবে কেমনে॥
নিজে আমি দেখিযাছি চক্ষে আপনার।
রাধিকা কালার সাথে করিছে বিহার॥
একে দুষ্টা নারী তাহে দিয়াছ আদর।
সেই পাপিনীরে লৈয়া কর তুমি ঘর॥

তোমার সোহাগে তার হয দুঃসাহস।
কিছুতেই নাহি মানে আমাদের বশ॥
এমন বধূরে দাদা গৃহে রাখা দায।
আমাদের কুল মান সব বুঝি যায॥
চলহ আমার সনে বিজন কাননে।
দেখিবে সকল লীলা আপন নয়নে॥
রাধা কত সতী সাধ্বী আজ টের পাবে।
আমি কত মিথ্যাবাদী তাহাও জানিবে॥
কুটিলার বাক্য শুনি আযান তখন।
কিছুতে না পারে ধৈর্য্য করিতে ধারণ॥
অপবাদ শুনি হেন আপন ভার্য্যার।
ক্রোধে রক্তবর্ণ হয দুটি আঁখি তার॥

● আয়ানের ভযে শ্রীকৃষ্ণের কালীরূপ ধারণ।

নারদ বলেন কহ ওহে ভগবন্।
তারপর কি আশ্চর্য্য হইল ঘটন॥
নারদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বলিলেন শুন শুন বিধির নন্দন॥
আয়ান কহিছে শুন কুটিলা ভগিনী।
যা কহিলে দেখাইতে হইবে এখনি॥
কৃষ্ণ রাধা এক-সাথে দেখি যদি রয়।
অবশ্য পাঠাব দোঁহে যমের আলয়॥
কিন্তু যদি মিথ্যা হয় তোমার বচন।
উপবোধ না শুনিব বধিব জীবন॥
কুটিলা বলিছে দাদা নাহি করি ছল।
মিথ্যা যদি ব'লে থাকি দিও প্রতিফল॥
ত্বরা করি চল নহে পলাইযা যাবে।
মিথ্যা অপবাদে শেষে আমারে মারিবে॥
এত বলি ত্বরা করি করিল গমন।
বৃন্দাবনে উপনীত হৈল দুই জন॥
দূরে থাকি শ্রীরাধিকা দেখিবারে পান।
ক্রোধমুখে আসিতেছে দুরন্ত আয়ান॥

আযানের মূর্ত্তি হেরি শ্রীমতী তখন।
ভয়ে দশদিক্ শূন্য করে নিরীক্ষণ॥
কদলীর তরু যেন ঝড়েতে কম্পিত।
রাহু দেখি শশী যেন আতঙ্কেতে ভীত॥
খগেন্দ্র হেরিযা যেন ভীত সর্পকুল।
আযানে হেরিয়া রাধা তেমনি ব্যাকুল॥
হরিষেতে হরি-প্রিয়া বিষাদ গণিল।
কান্দিযা কৃষ্ণের প্রতি কহিতে লাগিল॥
ঐ দেখ আসে হরি আয়ান ভীষণ।
রক্ষা নাই আজ মোর ঘটিবে মরণ॥
ননদী বিবাদী হ'যে ঘটাল প্রমাদ।
হইল আজিকে শেষ জীবনের সাধ॥
আমারে বধিযা ওরা ক্ষান্ত না হইবে।
এই ভয় হয় পাছে তোমারে মারিবে॥
পলাও পলাও তুমি হে বংশীবদন।
যা হয আমার ভাগ্যে ঘটুক মরণ॥
দাসীর লাগিযা কেন মরিবে শ্রীহরি।
তুমি সুখে থাক শ্যাম আমি প্রাণে মরি॥
তব লাগি প্রাণ গেলে তাহে নাহি খেদ।
এই দুঃখ মনে বড় ঘটিল বিচ্ছেদ॥
কিছুতে আমার আজ নাহি পরিত্রাণ।
কুটিলা চক্রান্ত করি বধিল পরাণ॥
আযানের কাছে সব করেছে প্রকাশ।
তাইতো ঘটিল আজ হেন সর্ব্বনাশ॥
কি করি কোথায় যাই বল শ্যামরায।
আমার লাগিয়া বুঝি তব প্রাণ যায॥
দেখিয়া রাধার ভাব জলদবরণ।
আশ্বাসিয়া প্রেয়সীরে কহেন তখন॥
শঙ্কা ত্যজ শশিমুখি কেন ভাব দায।
কি সাধ্য আযান বধে তোমায আমায॥
কোন ভয় নাহি রাধে আমার কাছেতে।
কঠিন নহে তো কিছু আযানে ভুলাতে॥
ধৈর্য্য ধর হেমাঙ্গিনি দেখ না বসিয়া।
ছল করি আযানেরে দিব ভুলাইয়া॥
এত বলি কৃষ্ণরূপ করি সম্বরণ।
বনমালী কৃষ্ণকালী হইল তখন॥
দ্বি-ভুজ ঘুচাযে শ্যাম চতুর্ভুজ হয।
ত্যজে বাঁশী কালশশী করে অসি লয॥
জ্বলে অর্দ্ধশশীখণ্ড ললাট-মাঝারে।
ধরিলেন নরমুণ্ড নিজ বাম করে॥
বনমালী লুকাইযা ফেলি বনমালা।
গলায পরিল দিব্য নরমুণ্ড মালা॥
রতন-কিঙ্কিণী পূর্ব্বে ছিল কবরীতে।
নরকর-কিঙ্কিণী করিল আচম্বিতে॥
চূড়া এলাইযা কৈল চিকুর লম্বিত।
লহ লহ করে জিহ্বা অতি বিপরীত॥
দুই করে বরাভয করেন প্রদান।
কৃষ্ণ ঘুচে কালীরূপ হৈল ভগবান্॥
তাহা দেখি শ্রীরাধার ভয় দূরে যায।
রক্তজবা পুষ্পাঞ্জলি দেয কৃষ্ণ-পায॥

● শ্রীকৃষ্ণের কালীরূপ দেখিয়া আযানের ভক্তিভাবে স্তব করণ।

নারদেরে সম্বোধিযা কহে নারাযণ।
পুরাণে হরির কথা অদ্ভুত কীর্ত্তন॥
এইরূপে শ্যাম শ্যামা হইল কুঞ্জেতে।
হেনকালে আযান আসিল আচম্বিতে॥
দেখে কুঞ্জে শ্রীনন্দ-নন্দন কৃষ্ণ নাই।
কালী-পদে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন রাই॥
বিশেষতঃ শ্যামা-মন্ত্রে দীক্ষিত আযান।
দেখিযা আনন্দময়ী আনন্দে অজ্ঞান॥
দূরে গেল রুষ্টভাব ভক্তি উথলিল।
ছিন্নতরু প্রায পদে লুটাযে পড়িল॥
কৃষ্ণকালী দেখিযা আযান তুষ্টভরে।
আপনি কৃতার্থ গণি স্তব স্তুতি করে॥
জয জয় ভয়ঙ্করী কালী কপালিনী।
জয জয ঘোররূপা তমোবিনাশিনী॥

জয় জয় আদ্যাশক্তি শিব সারাৎসারা।
জয় জয় চণ্ড মুণ্ড খণ্ডকর্ত্রী তারা॥
জয় জয় নগ্নবেশী শ্মশানী ঈশানী।
শুম্ভহন্তা শম্ভুকান্তা শম্ভু-প্রমোদিনী॥
জয় জয় অসিধরা অসিত বরণা।
জয় জয় রুদ্রাণী রুধির বিভূষণা॥
জয় জয় সুরেশ্বরী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী।
জয় জয় সদানন্দ শ্যামা শাকম্ভরী॥
জয় জয় মা কালী কৌষিকী কপালী।
জয় জয় নিস্তারিণী নরমুণ্ডমালী॥
জয় জয় সৃষ্টিকরী ছিন্নমুণ্ডধারী।
জয় জয় যোগনিদ্রা যোগিনী-বিহারী॥
জয় জয় শুভঙ্করী শিব-শূলহস্তা।
জয় জয় জগদম্বা জয় ছিন্নমস্তা॥
সকলের সার কালী তুমি গো আপনি।
আমি মূঢ় তব তত্ত্ব কি জানি জননী॥
অনন্ত তোমার তত্ত্বে নিত্য ধ্যানে রয়।
তথাপি কি বস্তু তুমি না জানে নিশ্চয়॥
কখন সাকার কভু নিরাকার রও।
কখন পুরুষ কভু নারীরূপা হও॥
হর হ'য়ে কভু কর ত্রিশূল গ্রহণ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরগো কখন॥
কামরূপে কভু ধর ধনুঃশর করে।
কখন সমরে যাও করে অসি ধ'রে॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সে কারণ।
সত্য তুমি নিত্য তুমি তুমি নিরঞ্জন॥
আমি অতি মূঢ়মতি ভজন না জানি।
নিজগুণে ভবভয় ঘুচাও ঈশানী॥
এইরূপে স্তব স্তুতি আয়ান করিল।
স্তব শেষে ভক্তিভবে কৃষ্ণে প্রণমিল॥

● আয়ানকে কুটিলার কপট প্রবোধ দান
ও রাধাকৃষ্ণের পুনরায় মিলন।

নারদ কহেন শুন ওহে ভগবন্।
তার পর কি হইল করহ বর্ণন॥
তব মুখে হরি-কথা অতি সুধাময়।
শুনিয়া জুড়াই মম তাপিত হৃদয়॥
নারদের বাক্য শুনি কহে নারায়ণ।
অপূর্ব্ব এ হরিকথা করিব বর্ণন॥
কুটিলা লজ্জিতা হৈল কালীরূপ হেরে।
তবু ছল ক'রে কথা কহে আয়ানেরে॥
না বুঝিয়া কেন দাদা কর এ ব্যাপার।
মহাকালী দেখে কিগো হৈলে চমৎকার॥
যদি ভাব মহাকালী হৈল কি প্রকারে।
ভোজবিদ্যা গুণে কালী হইতে যে পারে॥
তাহার বৃত্তান্ত দাদা দেখ না স্মরিয়া।
যেকালে বাড়বানল উঠিল জ্বলিয়া॥
মন্ত্রের প্রভাবে কালা আগুন নিভাল।
অক্লেশে বাড়বানল ভক্ষণ করিল॥
আর কথা বলি দাদা করহ শ্রবণ।
মনুষ্যে কে কোথা করে পর্ব্বত ধারণ॥
ভেল্কিতে লাগায় কালী মন্ত্রের গুণেতে।
গোবর্দ্ধন ধারণ করেছে মস্তকেতে॥
মন্ত্রগুণ না জানিলে কার সাধ্য আছে।
অজগর ভুজঙ্গের শিরে চ'ড়ে নাচে॥
অঘা বকা তৃণাবর্ত্ত আদি যত জন।
যাদুতে করেছে জয় নন্দের নন্দন॥
প্রত্যক্ষে কালার যাদু দেখহ নয়নে।
বংশীস্বরে কুলনারী ছুটে আসে বনে॥
এক্ষণে তোমায় দেখে মনে পেয়ে ভয়।
মন্ত্রগুণে কালা কালী হ'য়েছে নিশ্চয়॥
দুষ্টের দুষ্টামী দাদা বুঝিতে নারিলে।
দেখিয়া ভ্রমেতে ভেল্কি সকলি ভুলিলে॥
বিবেচনা ক'রে কেন দেখ না মনেতে।
কে স্থাপিলে কালী এই অরণ্য-মধ্যেতে॥
কতদিন এই বনে করেছি ভ্রমণ।
কভু হেথা কালী দাদা না করি দর্শন॥
মহামন্ত্র গুণে হয় অসাধ্য সাধনা।
তাহার প্রমাণ কেন বুঝিয়া দেখ না॥

শুনিয়াছি রামায়ণে রাবণ নন্দন।
মায়ায় হরিল মহী শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
মহারুদ্র হনুমান প্রহরী আছিল।
তথাপি মহীর মন্ত্রে মোহিত হইল॥
অগ্রে এসে দশরথ কৌশল্যার বেশে।
হরণ করিল বিভীষণ হ'য়ে শেষে॥
যাদুতে সকলি হয় বুঝিয়াছি মনে।
সেইরূপ কৃষ্ণ কালী হইল এক্ষণে॥
আয়ান কহিল আমি ও কথা না মানি।
কুন্দলে লোকের বটে এইরূপ বাণী॥
এত বলি কুটিলার না শুনি বচন।
অনিমিষে কৃষ্ণকালী করে নিরীক্ষণ॥
হেনমতে যামিনী হইল অবসান।
কুটিল নলিনী কুমুদিনী ম্রিয়মাণ॥
সুশীতল সমীরণ বহিতে লাগিল।
মধুর স্বরেতে পিক গান আরম্ভিল॥
সুপ্রভাত শর্ব্বরী সে দেখিয়া আয়ান।
কৃষ্ণকালী প্রণমিযা চলে নিজস্থান॥
কৃষ্ণকালী রূপ দেখে কুটিলা বিস্ময়।
গর্ব্ব ঘুচে খর্ব্ব হ'যে মৌনভাবে রয়॥
আয়ানের কাছে আর প্রভুত্ব খাটে না।
লজ্জা পেযে শ্রীমতীরে দেয় না গঞ্জনা॥
গুমরে গুমরে মরে কুটিলা কুজন।
রাধিকার হয তবে উল্লসিত মন॥
মনের আগুনে দহে কুটিলা অন্তরে।
গৃহকর্ম্ম করিতে সে কহে না রাধারে॥
কৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন রাধিকার মন।
দিবানিশি কৃষ্ণ চিন্তা করে অনুক্ষণ॥
ধীরে ধীরে দিবাকর অস্তাচলে যায়।
রজনী আঁধারে ঢাকে ধরণীর কায॥
একে সিতপক্ষ তাহে বসন্ত সময়।
সুশীতল সমীরণ মৃদুমন্দ বয়॥
গাছে গাছে মনোহর ফোটে কত ফুল।
সুসৌরভে মধুলোভে উড়ে অলিকুল॥
কুহু কুহু কুহু স্বরে কোকিল কুহরে।
যুবক-যুবতী শুনে সানন্দ অন্তরে॥
প্রেমিকের মন হয় কামে ব্যাকুলিত।
কৃষ্ণ কথা ভাবি রাধা হন আকুলিত॥
কতক্ষণে হেরিবেন নব জলধরে।
এই চিন্তা চিন্তাময়ী চিন্তেন অন্তরে॥
ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধনিশি অবসান হয়।
ব্রজবাসিগণ সবে নিদ্রামগ্ন রয়॥
এই অবকাশে রাই কৃষ্ণপাশে চলে।
বৃন্দাবনে গোবিন্দ দর্শন কুতুহলে॥
ওদিকেতে রাধানাথ রাধার কারণে।
প্রতীক্ষা করিছে বসি নিকুঞ্জ-কাননে॥
বিরহ দুঃসহ বড় ভাবে মনে মনে।
সারা নিশি কালশশী বসি তারা গুণে॥
এই আসে ব'লে শ্যাম প্রবোধ মানিযা।
রাই-রূপ চিন্তা করি আছেন বসিযা॥
ইতিমধ্যে কমলিনী দিল দরশন।
কলঙ্কী চন্দ্রেরে জিনি লাবণ্য কিরণ॥
এক চন্দ্র-কিরণেতে তমো নাশ করে।
হেন চন্দ্র কত পড়ে রাধার নখরে॥
লাজ পায চন্দ্রমার শোভা রজনীর।
অধো উর্দ্ধে শশী দেখে চিন্তা কুমুদীর॥
এইরূপে রাধাকৃষ্ণ হইল মিলন।
রতনে আসিযে যেন মিলিল রতন॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা অতি রসময।
শুনিলে পবিত্র হয সবার হৃদয॥
শ্রীকৃষ্ণের নাম গান কর অনিবার।
কৃষ্ণ বিনে মানবের নাহি গতি আর॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।



নানা মূর্ত্তি ধরি সেথা কৃষ্ণ সনাতন।
ভিন্ন ভিন্ন গোপী সাথে করিল রমণ॥

পৃষ্ঠা ৫০৯

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

অষ্টাবক্র মোক্ষণ এবং তৎকৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
শ্রীকৃষ্ণ-চরিত-কথা অতি সুমোহন॥
রাসের মণ্ডলে কৃষ্ণ কত লীলা করে।
গোপীগণ সদা মত্ত প্রফুল্ল অন্তরে॥
কামেতে প্রমত্তা হ'য়ে গোপাঙ্গনা যত।
শ্রীকৃষ্ণেরে পতিরূপে জ্ঞানে অবিরত॥
কটাক্ষ নয়নে কেহ শ্রীহরিরে কয়।
গাঁথিয়া পুষ্পের মালা দাও প্রেমময়॥
কেহ বলে, শুন নাথ, আমার বচন।
তোমার ক্রোড়েতে মোরে করহ স্থাপন॥
কেহ বলে, প্রাণনাথ মুখ তুলি চাও।
তব পীতবাস খানি মোর অঙ্গে দাও॥
কেহ বলে, দয়াময় কৃষ্ণ ভগবান্।
আমার ললাটে কর সিন্দুর প্রদান॥
কেহ বলে, হৃদয়েশ তুমি সনাতন।
আমার কবরী তুমি করহ বন্ধন॥
কেহ বলে, শুন নাথ আমার বচন।
শ্রীখণ্ড পল্লব তুমি কর আনয়ন॥
কোন কোন গোপাঙ্গনা সকাম অন্তরে।
শ্রীকৃষ্ণে ইঙ্গিত করে রমণের তরে॥
কেহ কেহ শ্রীহরিরে করি আকর্ষণ।
অঙ্গ হ'তে পীতবাস করিল হরণ॥
গদগদ ভাষে কেহ কহে সনাতনে।
অলক্ত প্রদান কর আমার চরণে॥
কেহ কহে প্রেমবশে শুন সনাতন।
কুচযুগে পত্রাবলী করহ রচন॥
গোপীদের বাক্য শুনি কৃষ্ণ ভগবান্।
সহসা রাধার সহ করিলা প্রস্থান॥
তারপর সনাতন অতি নিরজনে।
সুখে রতিক্রীড়া করে রাধিকার সনে॥

রমণীয় দ্বীপে দ্বীপে পর্ব্বতে পর্ব্বতে।
দুইজনে রতিভোগ করে নানা মতে॥
কখনো নদীর তীরে, গঙ্গার নিকটে।
মনোহর কুঞ্জবনে কাবেরীর তটে॥
পুষ্পভদ্রা নদীতীরে একান্ত নির্জ্জনে।
শ্রীহরি বিহার করে রাধিকার সনে॥
তারপর সনাতন পুলকের ভরে।
রাধারে লইয়া যায় মলয়-শিখরে॥
মনোহর পুষ্পশয্যা করিয়া রচন।
রাধা সহ সুখে রতি করে সনাতন॥
কামবাণে রাধাদেবী জর্জ্জরিতা অতি।
রতিসুখে মূর্চ্ছা যায় রাধিকা যুবতী॥
বিবসনা রাধিকারে করিয়া গ্রহণ।
ঘনঘন আলিঙ্গন করে সনাতন॥
আলুথালু কেশ তার, নাহি তার জ্ঞান।
চৈতন্য প্রদান করে কৃষ্ণ ভগবান্॥
পরিধান করাইয়া মেখলা সুন্দর।
কবরী বন্ধন কৃষ্ণ করে মনোহর॥
ললাটে সিন্দুর বিন্দু করিয়া প্রদান।
পত্রাবলী রচিলেন কৃষ্ণ ভগবান্॥
অলক্তে রঞ্জিত করি রাধার চরণ।
শ্রোণিতে ও বক্ষে পদ্ম করিল অঙ্কন॥
তারপর রাধাসহ কৃষ্ণ ভগবান্।
স্নিগ্ধ সরোবর পানে করিলা প্রস্থান॥
নানাবিধ পদ্মশ্রেণী শোভে সরোবরে।
হংস হংসী ক্রীড়া করে সোহাগের ভরে॥
মধুলুব্ধ অলিকুল করিছে গুঞ্জন।
বিহগেরা মনোহর করিছে কূজন॥
সেই সরোবর-জলে করিবারে স্নান।
রাধা সহ আসিলেন কৃষ্ণ ভগবান্॥
স্নিগ্ধ সরোবর মাঝে অতি সুগোপনে।
জলক্রীড়া মনসুখে করে দুইজনে॥
কৃষ্ণ-অঙ্গে রাধা সতী করে জল দান।
রাধা-অঙ্গে জল দেন কৃষ্ণ ভগবান্॥

কমল গ্রহণ করি হরি সনাতন।
প্রেমভরে রাধিকারে করিলা অর্পণ॥
তারপর ভগবান্ অগুরু চন্দনে।
লেপিলা রাধার অঙ্গ আনন্দিত মনে॥
বটবৃক্ষ ছিল এক অতি সুবিস্তৃত।
তার তলে রাধাকৃষ্ণ হন উপনীত॥
বৃক্ষের ছায়ায় বসি কৃষ্ণ সনাতন।
রাধিকারে কহে কত কথা পুরাতন॥
এমন সময় এক মুনিমহাশয়।
রাধা-গোবিন্দের কাছে উপনীত হয়॥
সর্ব্ব অঙ্গ বক্র তার খর্ব্ব কলেবর।
ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি দিগম্বর॥
অষ্টাবক্র নাম তার মুনির প্রধান।
ব্রহ্মতেজে কলেবর সদা দীপ্তিমান্॥
নখ শ্মশ্রু লোম তার দীর্ঘ অতিশয়।
প্রশান্ত স্বভাব তার সকল সময়॥
সম্মুখেতে রাধাকৃষ্ণে করিয়া দর্শন।
ভক্তিভরে মুনিবর বন্দিল চরণ॥
মুনির আকৃতি হেরি কৌতুকেতে অতি।
মৃদু মৃদু হাস্য করে রাধিকা যুবতী॥
রাধার কৌতুক হাস্য করিয়া দর্শন।
চুপে চুপে সনাতন করে নিবারণ॥
অষ্টাবক্র মুনিবর বসি যুক্তকরে।
শঙ্কর-প্রদত্ত স্তব করে ভক্তিভরে॥
তুমি প্রভু গুণাতীত গুণের আধার।
বীজের স্বরূপ প্রভু তুমি সারাৎসার॥
গুণাত্মক তুমি প্রভু গুণীর ঈশ্বর।
তোমার চরণ-ধ্যান করি নিরন্তর॥
সিদ্ধির স্বরূপ তুমি প্রভু সনাতন।
সিদ্ধিবীজ তুমি হরি হও অনুক্ষণ॥
সিদ্ধদের গুরু তুমি কি কহিব আর।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
বেদবীজরূপী তুমি করুণাসাগর।
বেদবিদ্-শ্রেষ্ঠ তুমি বেদজ্ঞ ঈশ্বর॥
বেদাঙ্গের বেত্তা তুমি প্রভু দয়াময়।
প্রকৃতিস্বরূপ তুমি সকল সময়॥
প্রাকৃত ও প্রাজ্ঞ তুমি প্রকৃতি-ঈশ্বর।
সংসারবৃক্ষের রূপী তুমি পরাৎপর॥
তুমি বীজ, তুমি ফল জগতের নাথ।
তোমার চরণে আমি করি প্রণিপাত॥
সৃষ্টির কারণ তুমি স্থিতির কারণ।
প্রলয়-কারণ তুমি হও অনুক্ষণ॥
তুমি প্রভু মূলবৃক্ষ হও নিরন্তর।
স্কন্ধ তার ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বর॥
শাখা ও প্রশাখা হয় দেব-সমুদয়।
উৎকৃষ্ট তপস্যা তার পুষ্পসম হয়॥
সংসার তাহার ফল হয় অনিবার।
অঙ্কুরস্বরূপা হয় প্রকৃতি তাহার॥
তুমি প্রভু দয়াময় তাহার আধার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
তেজোরূপ নিরাকার তুমি স্বেচ্ছাময়।
অতর্কিত প্রভু তুমি সকল সময়॥
অতীব প্রত্যক্ষ তুমি নিত্য সর্ব্বাকার।
তোমার চরণপদ্মে নমি বারংবার॥
এইরূপ স্তব করি ভক্তিযুক্ত মনে।
পতিত হইল মুনি হরির চরণে॥
অষ্টাবক্র দেহ হ'তে তেজ দীপ্তিময়।
অনলশিখার সম সমুদ্গত হয়॥
সপ্ততাল উর্দ্ধে উঠি সেই তেজোরাশি।
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে লীন হয় আসি॥
অষ্টাবক্রকৃত স্তব যে করে পঠন।
নির্ব্বাণ মুকতি লাভ করে সেই জন॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি মধুময়।
শ্রবণ করিলে সদা জুড়ায় হৃদয়॥
জগতের নাথ যিনি কৃষ্ণ সনাতন।
ভক্তের সকল ভয় করেন ভঞ্জন॥
তাঁহার কৃপায় শিব যোগিগুরু আজ।
বিনাসের কর্ত্তারূপে করিছে বিরাজ॥

কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করি অনুক্ষণ।
মৃত্যুঞ্জয় হযেছেন দেব পঞ্চানন॥
তাঁর পাদপদ্ম সদা করিযা সেবন।
জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাদেব হন॥
কৃষ্ণের চরণ-সেবা করি নিরন্তর।
ধর্ম্মদেব হযেছেন অজর অমর॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু কৃষ্ণ সনাতন।
তাঁহার চরণে প্রাণ কর সমর্পণ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বাত্রিংশ অধ্যায সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

বাধিকাব নিকটে শ্রীকৃষ্ণেব অষ্টাবক্র-উপাখ্যান কথন-প্রসঙ্গে অসিত-কৃত শিব-স্তোত্রকথন এবং রম্ভাশাপে দেবলেব অষ্টাঙ্গ-বক্রতা-প্রাপ্তি।

নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারাযণ।
বিচিত্র কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ॥
মুনিবর অষ্টাবক্র লভিতে মরণ।
কি করিলা ভগবান্ করহ বর্ণন॥
নারায়ণ কহিলেন শুন মুনিবর।
তাবপর কি ঘটিল কহি অতঃপর॥
তাপসেব দেহ বক্ষে করিযা ধারণ।
সামান্য-মানব-সম কাঁদে সনাতন॥
শবদেহ আলিঙ্গন করে দযাময।
নিষ্পেষণে ভস্মরাশি বিনির্গত হয॥
তপস্যা করিযা মুনি অনেক বৎসর।
রক্তমাংসশূন্য তাই হয কলেবর॥
শ্রীকৃষ্ণেব নিষ্পেষণে দেহ হ'তে তার।
ভস্মরাশি বিনির্গত হয় অনিবার॥
চন্দনকাষ্ঠের চিতা করিযা নির্ম্মাণ।
সৎকার করিল তারে কৃষ্ণ ভগবান্॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে অতি সুমধুর।
ক্ষণে ক্ষণে পুষ্পবৃষ্টি হইল প্রচুর॥
গোলোক হইতে এক রথ মনোহর।
শ্রীহরির নিকটেতে আসিল সত্বর॥
মনোহর সেই রথ রত্নের নির্ম্মিত।
লক্ষ লক্ষ চামর ও দর্পণে শোভিত॥
একশত চক্রযুক্ত সে রথ সুন্দর।
পারিষদগণ শোভে তাহার ভিতর॥
রথ হ'তে নামি যত পারিষদগণ।
প্রথমে করিল কৃষ্ণ-চরণ বন্দন॥
তারপর সূক্ষ্মদেহী মুনিবরে নিযা।
গোলোকের পানে যায রথে আরোহিযা॥
অষ্টাবক্র গোলোকেতে করিল গমন।
হরিরে জিজ্ঞাসা করে রাধিকা তখন॥
জানিবারে মোর বড় কৌতূহল হয।
খর্ব্বাকৃতি কেবা এই মুনি মহাশয॥
বক্রদেহ কদাকার কেবা এই জন।
কৃপা করি মোরে তাহা কহ সনাতন॥
দেহ হ'তে কেন ভস্ম বিনির্গত হয।
মুনি তরে কেন তুমি কাঁদ দয়াময॥
অষ্টাবক্র কেন করে গোলোকে গমন।
বিস্তারিযা সব কথা কহ প্রাণধন॥
রাধিকার প্রশ্ন শুনি ভগবান্ কয।
শুন শুন কহি আমি সমস্ত বিষয॥
অষ্টাবক্র-মুনি-কথা বিখ্যাত ভুবনে।
সেই কথা কহি আমি শুন স্থির মনে॥
ত্রিভুবন-খ্যাত এই অষ্টাবক্র মুনি।
সকল মুনির শ্রেষ্ঠ অতিশয গুণী॥
তাঁহার যশেতে বিশ্ব পরিপূর্ণ রয।
অতীব তেজস্বী তিনি জ্ঞানী অতিশয॥
শ্রীহরির বাক্য শুনি কহে রাধা সতী।
তোমার মুখের বাক্য সুমধুর অতি॥
সিন্ধুজল পান করি তৃপ্তি নাহি যার।
গোষ্পদের জলপানে কি হইবে তার॥
বিধির বিধাতা তুমি ঈশ্বর সবার।
তব সম বক্তা প্রভু কেবা আছে আর॥

রাধার বচন শুনি কৃষ্ণ সনাতন।
পরম-সন্তোষ-ভরে কহিলা তখন॥
শুন প্রিয়ে ইতিহাস কহি পুরাতন।
পাপরাশি দূরে যাবে করিলে শ্রবণ॥
পূর্ব্বে যবে ত্রিভুবন ছিল জলময়।
নাহি ছিল ভূমি বৃক্ষলতা সমুদয়॥
জীবজন্তু কোন প্রাণী না বিরাজে কোথা।
নাহি ছিল নর ঋষি গন্ধর্ব্ব দেবতা॥
সৃষ্টির ইঙ্গিত মাত্র কোথা নাহি ছিল।
কোন বীজ হৈতে কোথা কিছু না জন্মিল॥
একমাত্র মহাবিষ্ণু ধ্যানেতে মগন।
যোগাসনে ভাসমান ছিলেন তখন॥
নাভি হ'তে মনোহর জনমে কমল।
তথা বসি পদ্মাসন লভে কর্ম্মফল॥
মহাবিষ্ণু আদেশেতে ব্রহ্মা সৃষ্টি করে।
তাই তারে পিতামহ কহে চরাচরে॥
ব্রহ্মার মানস হ'তে জন্মে তারপর।
বিষ্ণুভক্ত চারি শিশু অতি মনোহর॥
সনক সনন্দ আর সনৎ-কুমার।
সনাতন এই নাম হয় সবাকার॥
পঞ্চবর্ষ-শিশু-সম রহে জ্ঞানহীন।
বিবস্ত্র হইয়া তারা রহে নিশিদিন॥
বাহ্যজ্ঞানহীন তারা সকল সময়।
অথচ ব্রহ্মের তত্ত্বে জ্ঞানী অতিশয়॥
একদিন ব্রহ্মাদেব তাহাদিগে কয়।
আমার বচন শুন শিশু সমুদয়॥
তোমাদের সকলেরে কহিতেছি আজ।
সংসারী হইয়া কর সৃজনের কাজ॥
পিতৃবাক্য শিশুগণ না করে শ্রবণ।
পুনরপি বলে তাঁরে কুপিত বচন॥
পিতা হ'য়ে পুত্রে বল অধর্ম্ম করিতে।
জানহ নরকদ্বার নারী এ জগতে॥
সর্ব্ববিধ পাপমূল হয় যেই নারী।
তাদের সহিত মোরা থাকিতে না পারি॥
অরণ্যে যাইব মোরা তপস্যা করিতে।
বলো না মোদের আর সংসারী হইতে॥
এত বলি বনপথে ব্রহ্মাপুত্রগণ।
মোর আরাধনা তরে করিল গমন॥
শিশুদের আচরণে অতি ক্ষুব্ধ মন।
ব্রহ্মাদেব অন্য পুত্র করিল সৃজন॥
ব্রহ্মাদেহ হ'তে জন্মে পুত্র সমুদয়।
ব্রহ্মাতেজে কলেবর দীপ্ত অতিশয়॥
পুলস্ত্য পুলহ ভৃগু পঞ্চশিখ আর।
বশিষ্ঠ মরীচি কেতু সর্ব্বগুণাধার॥
অঙ্গিরা আসুরি বোঢ়ু, মহাজ্ঞানবান্।
প্রচেতা ও অত্রিমুনি ঋষির প্রধান॥
কলি শঙ্কু শঙ্খ আদি ব্রহ্মার নন্দন।
বেদজ্ঞ প্রধান সবে ভক্তিপরায়ণ॥
ব্রহ্মার আদেশক্রমে এই পুত্রগণ।
বিবাহ করিয়া করে সংসার গ্রহণ॥
সংসারী হইল সেই ঋষি-সমুদয়।
ক্রমে ক্রমে তাহাদের বংশ-বৃদ্ধি হয়॥
শুন শুন প্রিয়তমে বচন আমার।
প্রকৃত বিষয় আমি কহি এইবার॥
কালক্রমে প্রচেতার হইল নন্দন।
অসিত তাহার নাম অতি সুদর্শন॥
পুত্রতরে পত্নীসহ অসিত প্রবর।
কঠিন তপস্যা করে সহস্র বৎসর॥
তথাপি সে পুত্রলাভ না করে যখন।
প্রাণত্যাগে সমুদ্যত হইল তখন॥
সহসা আকাশবাণী হয় সে সময়।
কেন প্রাণ বিসর্জ্জন কর মহাশয়॥
শিবের নিকটে মন্ত্র লহ মুনিবর।
মন্ত্র-অধিষ্ঠাত্রী দেবী দিবে তোমা বর॥
দেবীবরে পুত্রমুখ করিবে দর্শন।
শিবের নিকটে শীঘ্র করহ গমন॥
শুনিয়া আকাশবাণী অসিত ত্বরায়।
পত্নীসহ কৈলাসেতে শিব কাছে যায়॥

সেই মন্ত্র-অধিষ্ঠাত্রী ছিলে তুমি সতী।
অসিত তোমার তাই করে স্তবস্তুতি॥
শ্বেত চম্পকের বর্ণ যার কলেবর।
কোটি চন্দ্র সম যাঁর কান্তি মনোহর॥
পূর্ণ শশধর সম সুন্দর বদন।
শরতের পদ্ম সম যুগল নযন॥
সুন্দর নিতম্ব যাঁর স্বভাব সুন্দর।
পক্ক বিম্বফল সম যাঁহার অধর॥
মনোহর দন্তপংক্তি সহাস্যবদন।
অঙ্গে যাঁর বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র সুশোভন॥
মালতীমালায শোভে কবরীর ভার।
মঞ্জীরেতে সুরঞ্জিতা অতি চমৎকার॥
গজেন্দ্রগামিনী যিনি শোভিত চন্দনে।
যাঁহারে পূজন করে সর্ব্ব গোপীগণে॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা নির্গুণরূপিণী।
বিষ্ণুর জননী যিনি সম্পদ্‌দাযিনী॥
কৃষ্ণপ্রেমময়ী যিনি রাসের ঈশ্বরী।
ভক্তিভরে সে রাধারে উপাসনা করি॥
শ্রীকৃষ্ণরচিত এই রাধিকার ধ্যান।
করিলেন ভক্তিভরে অসিত মহান্॥
অনন্তর পুষ্প করি মস্তকে প্রদান।
ষোড়শোপচারে বাজা করিলেন ধ্যান॥
হে রাধে হে দেবেশ্বরি পরম ঈশ্বরি।
ষোড়শোপচারে তব উপাসনা করি॥
পঞ্চ উপচারে পূজি রাধা সখীগণে।
রাধারে পূজেন রাজা ভক্তিযুক্ত মনে॥
হে দেবি জগৎবন্দ্যা সৌভাগ্যরূপিণী।
কৃষ্ণপ্রেমময়ী তুমি কল্যাণদাযিনী॥
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থলে রহ নিরন্তর।
রাসের ঈশ্বরী তুমি গোলোকভিতর॥
কৃষ্ণকান্তা হও তুমি গোলোকধামেতে।
তুলসীর বনে রহ তুলসী নামেতে॥
চম্পাবতী হ'লে তুমি চম্পককাননে।
চন্দ্রাবলী নাম তব হয চন্দ্রবনে॥
সতীরূপে রহ তুমি শতশৃঙ্গ মাঝে।
পদ্মবনে রহ তুমি শ্রীপদ্মার সাজে॥
মহালক্ষ্মী ভদ্রা তুমি সিন্ধুকন্যা বাণী।
স্বর্গলক্ষ্মী সনাতনী তুমি রাধারাণী॥
এই ভাবে বলে যদি অসিত সুমতি।
আবির্ভূতা হ'যে তুমি কহ মুনি প্রতি॥
প্রসন্না হইনু ঋষি তোমার উপর।
মাগিযা লও হে এবে মনোমত বর॥
এতেক তোমার বাক্য করিযা শ্রবণ।
বলিল অসিত মম এই আকিঞ্চন॥
পুত্রহীন গৃহ মোর শান্তি নাই মনে।
কিবা প্রয়োজন তবে এ হেন জীবনে॥
সন্তান বিহনে হয় নরকে গমন।
ঘুচিবে নরক দুঃখ দেখিলে নন্দন॥
কৃপাদৃষ্টি কর মাতা সন্তানের প্রতি।
দাও মোরে পুত্রধন ওগো রাধা সতী॥
অসিতের বাক্য তবে করিয়া শ্রবণ।
বলিলে তাহাকে তুমি সহাস্য বচন॥
হবে তব মহাবুদ্ধি সার্থক কুমার।
জানিবে আমার বাক্য নহে খণ্ডিবার॥
এই রূপ বর তারে করিযা প্রদান।
গোলোকে আমার কাছে করিলে প্রস্থান॥
কালক্রমে অসিতের পুত্র এক হয।
শিবের অংশেতে সেই পুত্র জন্ম লয॥
দেবল নামেতে খ্যাত হইল কুমার।
মদনমোহন রূপ অতি চমৎকার॥
সুযজ্ঞ-নৃপতি-কন্যা রত্নমালাবতী।
সর্ব্বজনবিমোহিনী রূপবতী অতি॥
তার সাথে দেবলের হয পরিণয।
দাম্পত্য জীবন কাটে সুখে অতিশয়॥
সুরতনিপুণ অতি অসিত-নন্দন।
শতবর্ষ পত্নীসহ করিল রমণ॥
তারপর ভোগসুখ করি পরিহার।
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করে অনিবার॥

একদিন রাত্রে যবে পত্নী নিদ্রা যায়।
গোপনে দেবল উঠি ত্যাগ করে তায়॥
সংসারে তাহার মন নাহি বসে আর।
তপস্যার তরে যায ছাড়িয়া সংসার॥
গন্ধমাদনের গুহা অতি নিরজন।
সেখানে দেবল ঋষি করিল গমন॥
প্রভাতে উঠিল যবে রত্নমালাবতী।
কোথাও পতিরে নাহি হেরিল যুবতী॥
বিরহ-অনলে দগ্ধা হইয়া তখন।
পতিশোকে বার বার করিল রোদন॥
কভু ওঠে কভু বসে পতির বিহনে।
কখনো বিলাপ করে শোকাকুল মনে॥
তপ্তপাত্রে ধান্যসম সুচঞ্চল মন।
আহার বিহার সতী করিল বর্জ্জন॥
পতির বিরহ দুঃখ না সহিল আর।
রত্নমালাবতী করে প্রাণ-পরিহার॥
শোকেতে আকুল হ'যে তাহার নন্দন।
মাতার সৎকার কার্য্য করে সম্পাদন॥
মম ভক্ত জিতেন্দ্রিয় দেবল প্রবব।
তপস্যা করিতে থাকে সহস্র বৎসর॥
কন্দর্প-সমান মুনি অতি রূপবান্।
পর্ব্বতগুহাব মাঝে করিছেন ধ্যান॥
সহসা তাহাবে রম্ভা দেখিবারে পায়।
শৃঙ্গারের অভিলাষ মুনিরে জানায়॥
ত্রৈলোক্যমোহিনী রম্ভা অতি রূপবতী।
কামে জর্জ্জরিতা হ'যে কহে তার প্রতি॥
শুন শুন মুনিবর, আমার বচন।
অনুপম রূপ তব ভুবনমোহন॥
কামিনীর মনোহারী তব রূপরাশি।
কামাতুরা হ'যে তাই তব কাছে আসি॥
কঠোর তপস্যা তুমি কবি পবিহার।
মহাসুখে মোর সহ করহ বিহার॥
শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠ তুমি মুনি মহাশয়।
তোমারে হেরিয়া কাম জাগে অতিশয়॥
বিমুগ্ধ নায়ক তুমি আমি যোগ্যা নারী।
মোরে উপভোগ তুমি কর তাড়াতাড়ি॥
স্বর্গের অপ্সরা মোরা শুন মুনিবর।
স্বর্গ-ভোগ-সারভূতা হই নিরন্তর॥
আমাদের স্তন উরু করিয়া দর্শন।
বিচলিত নাহি বল হয় কোন্ জন॥
নারী সহ রতিভোগ অতি সুখকর।
মুনির বাঞ্ছিত তাহা হয নিরন্তর॥
রসিকা রমণী সহ নির্জ্জনে মিলন।
অতীব দুর্লভ সদা শুন তপোধন॥
রম্ভাসহ যেইজন না করে বিহার।
রতিসুখে বঞ্চিত সে, বৃথা জন্ম তার॥
নির্জ্জন প্রদেশে যদি জিতেন্দ্রিয জন।
কামাতুরা কান্তাসহ না করে রমণ॥
কুম্ভীপাক নরকেতে সেই জন যায।
লোমপরিমিতকাল রহে সে তথায়॥
কামাতুরা রমণীরে যে করে বর্জ্জন।
নারীহত্যা পাপে পাপী হয় সেই জন॥
মোহিনীর অভিশাপে কমল-আসন।
ত্রিভুবনে সবাকার অপূজিত হন॥
উপস্থিত রমণীরে যেই ত্যাগ করে।
পুংশ্চলী রমণী তারে দেখে ক্রোধ ভরে॥
যেই উপপতি তবে বেশ্যা নারীগণ।
পরিত্যাগ করে তার আত্মীয স্বজন॥
সেই উপপতি যদি তারে ত্যাগ করে।
বেশ্যা তাবে বধ করে কুপিত অন্তরে॥
পুংশ্চলী রমণীগণ নীচ অতিশয।
দযামাযাহীনা তাবা সকল সময়॥
শুন শুন মুনিবর, প্রার্থনা আমার।
নির্জ্জন প্রদেশে ধ্যান কর পরিহার॥
রূপসী যুবতী আমি সম্মুখে তোমার।
বৃথা চিন্তা তুমি মুনি কেন কর আর॥
তুমি অতি রূপবান্ আমি রূপবতী।
এস এস মহাসুখে ভোগ করি রতি॥

রম্ভার বচনে মুনি ভীত অতিশয়।
ধীরে ধীরে হিতকর বাক্য তারে কয়॥
শুন রম্ভা রূপবতি তোমার নিকটে।
কুলধর্ম্মোচিত কথা কহি অকপটে॥
আপন পত্নীতে রত হয় যে ব্রাহ্মণ।
সর্ব্বলোক-পূজনীয় হয় সেই জন॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য কেহ যদি।
পরপত্নী প্রতি রত রহে নিরবধি॥
তার গৃহ লক্ষ্মীদেবী করে পরিহার।
কোন কর্ম্মে তার নাহি রহে অধিকার॥
অতীব নিন্দিত সেই হয় সর্ব্বক্ষণ।
অন্ধকূপ নরকেতে করে সে গমন॥
উপস্থিতা রমণীরে করিলে গ্রহণ।
গৃহীদের দোষ নাহি হয় কদাচন॥
কামিনীরে তারা যদি করে পরিহার।
শাপভাগী পাপভাগী হয় অনিবার॥
সে নিয়ম নাহি খাটে তপস্বীর প্রতি।
দার পরিগ্রহ করে নিজে প্রজাপতি॥
বিরাগ না জন্মে তার নারী-সহবাসে।
কামিনীরে ব্রহ্মাদেব অতি ভালবাসে॥
তপস্বীরা নারীসঙ্গ করে পরিহার।
নারী প্রতি স্পৃহা ভবে কেন হবে আর॥
যেইজন নিজ পত্নী করিয়া বর্জ্জন।
শত নারী সমাদরে করযে গ্রহণ॥
যশ নষ্ট হয় তার আয়ু হয় ক্ষয়।
তাহার জীবন সদা মৃত্যুতুল্য হয়॥
এজগতে যশ মান নাহি কিছু যার।
তাহার জীবনে শুধু বিড়ম্বনা সার॥
শুন রম্ভে বিনোদিনি, শুন রূপবতি।
অন্য স্থানে যাও তুমি, বৃদ্ধ আমি অতি॥
সুবেশ সুন্দর যুবা আছে বহুজন।
তাহাদের কারো কাছে করহ গমন॥
মুনির বচন শুনি রম্ভা তারে কয়।
তুমি অতি রূপবান্ মুনি মহাশয়॥
চম্পক সমান তব অঙ্গের বরণ।
অতি অপরূপ তব দেহের গঠন॥
তপস্যার প্রভাবেতে দীপ্ত তব দেহ।
মরি মরি এত রূপ দেখে নাই কেহ॥
তোমা সম রূপবান্ আছে কোন্ জন।
কাহার নিকটে আর করিব গমন॥
কামেতে অধীরা আমি কি কহিব আর।
কেমনে তোমারে আমি করি পরিহার॥
কামের অনলে মোর দগ্ধ হয় মন।
কেমনে করিব বল জীবন ধারণ॥
তোমারে ছাড়িয়া আর রহিতে না পারি।
এস নাথ উপভোগ কর তাড়াতাড়ি॥
হয় তুমি স্নিগ্ধ কর মদনের তাপ।
নতুবা তোমারে আমি দিব অভিশাপ॥
অভিশাপ হ'তে যদি চাহ বাঁচিবারে।
অবিলম্বে লহ তব বক্ষের মাঝারে॥
মম মনপ্রাণ দগ্ধ হয় নিরন্তর।
মোরে ল'যে রতিভোগ কর মুনিবর॥
অন্তরাত্মা কাঁদে মোর শৃঙ্গারের তরে।
মোর ইচ্ছা পূর্ণ আজি কর কৃপা ক'রে॥
যদি কভু কোন নারী দুঃখিত অন্তরে।
ক্রোধভরে কার প্রতি শাপ দান করে॥
সেই নিদারুণ শাপ শুন তপোধন।
বিধাতা না পারে কভু করিতে খণ্ডন॥
রম্ভার বচনে মুনি কিছু নাহি কয়।
পুনর্ব্বার তপস্যায় সমাহিত হয়॥
হেরিয়া মুনির এই দৃঢ় আচরণ।
ক্রোধভরে রম্ভা তারে কহিল তখন॥
যেমন করিলে তুমি মোরে অপমান।
তেমন তোমারে করি অভিশাপ দান॥
বক্র হবে দেহ তব শাপেতে আমার।
ধারণ করিবে তুমি বিকৃত আকার॥
যৌবন চলিয়া যাবে রূপ নাহি রবে।
পুরাতন তপোবল সদ্যঃ নষ্ট হবে॥

এইরূপ অভিশাপ করিয়া প্রদান।
অভীষ্ট স্থানেতে রম্ভা করিল প্রস্থান॥
অল্পকাল পরে মুনি হ'ল কদাকার।
শ্রীহরির পাদপদ্ম নাহি হেরে আর॥
পূর্ব্বের অর্জ্জিত পুণ্য বিদূরিত হয়।
বিকৃত তাহার দেহ হয় অতিশয়॥
অতি দুঃখে অগ্নিকুণ্ড করিয়া নির্ম্মাণ।
সমুদ্যত হয় মুনি ত্যজিবারে প্রাণ॥
এমন সময় আমি গিয়া তার স্থান।
দিব্যজ্ঞান দিয়া তারে করি বর দান॥
অষ্ট অঙ্গ বক্র তার করিয়া দর্শন।
অষ্টাবক্র নাম তার রাখিনু তখন॥
অষ্টাবক্র মুনিবর আমার আজ্ঞায়।
কঠোর তপস্যা তরে আসিল হেথায়॥
আমার আদেশে আসি মলয়-শিখরে।
বহু বর্ষ ধরি মুনি তপস্যাদি করে॥
তারপর তপস্যার হ'লে অবসান।
করিলাম তারে আমি মুকতি প্রদান॥
প্রলয়ের কালে যবে সৃষ্টি ধ্বংস হয়।
নষ্ট নাহি হয় মোর ভক্ত-সমুদয়॥
অনাহারে মুনিবর তপোমগ্ন রয়।
জঠর-অনলে তার দেহ দগ্ধ হয়॥
ভস্মপূর্ণ তাই তার হয় কলেবর।
মোর অতি প্রিয়ভক্ত ছিল মুনীশ্বর॥
শুন শুন প্রিয়ে তুমি আমার বচন।
অষ্টাবক্র তবে হেথা করি আগমন॥
অষ্টাবক্র-সম ভক্ত কোথা আর পাই।
এমন পরম ভক্ত কভু জন্মে নাই॥
যেমন বেশ্যার শাপে ব্রহ্মা মহাশয়।
শুন প্রিয়ে একদিন প্রভাহীন হয়॥
সেইরূপ অষ্টাবক্র প্রপৌত্র তাহার।
প্রভাশূন্য হইয়াছে শাপেতে বেশ্যার॥
অষ্টাবক্র-কথা আমি কহিনু সম্প্রতি।
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ রাধা সতি॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা সকলের সার।
যে জন শ্রবণ করে কি ভয় তাহার॥
শিয়রে দাঁড়ায়ে মৃত্যু আছে অনুক্ষণ।
সুমধুর কৃষ্ণনাম কর জীবগণ॥
বিদূরিত হবে তবে শমনের ভয়।
শ্রীহরির নামে বিঘ্ন দূরীভূত হয়॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মার নিকট মোহিনীর গমন, এবং মোহিনীকৃত কামস্তোত্র কথন।

কৃষ্ণের বচন শুনি কহে রাধা সতী।
অষ্টাবক্র-মুনি-কথা সুমধুর অতি॥
অভিশপ্ত হয় কেন ব্রহ্মা মহাশয়।
সেই কথা মোরে আজি কহ দয়াময়॥
জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হয় যেই জন।
জগতে অপূজ্য হয় কিসের কারণ॥
জানিবারে কৌতূহল জাগে অতিশয়।
কৃপা করি কহ নাথ সমস্ত বিষয়॥
রাধার বচনে কহে কৃষ্ণ সনাতন।
কহিতেছি সেই কথা শুন দিয়া মন॥
সুচন্দ্র নামেতে এক ছিল নরপতি।
বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ তিনি জ্ঞানবান্ অতি॥
সুচন্দ্র নৃপতি অতি ভক্তিপরায়ণ।
মলয়-শিখরে করে মোর আরাধন॥
সহস্র বৎসর ধরি ভক্তিযুক্ত মনে।
তপস্যা করিল রাজা অতি সুগোপনে॥
তপস্যায় দেহ তার জীর্ণ শীর্ণ হয়।
বল্মীকে আচ্ছন্ন দেহ হয় সে সময়॥
কৃপাপরবশ হ'য়ে ব্রহ্মা অতঃপর।
বরদান তরে সেথা আসিল সত্বর॥
কমণ্ডলু মাঝে ছিল মোর ঘর্ম্মজল।
সে জল সিঞ্চন করে ব্রহ্মা অবিরল॥

আমার প্রদত্ত মন্ত্রে অভিষিক্ত করে।
তপস্যা ত্যজিযা নৃপ উঠিল সত্বরে ॥
করযোড়ে রাজা তবে কহে ব্রহ্মা প্রতি।
প্রণমি তোমারে আমি ওগো প্রজাপতি ॥
যোগাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের নাভিপদ্ম হ'তে।
মহাতপা বৃদ্ধ তুমি জন্মিলে জগতে ॥
শুভ্রবেশ চতুর্ম্মুখ শিল্পীর ঈশ্বর।
সকলের পিতা গুরু মহাযোগিবর ॥
শান্তমূর্ত্তি তপস্যায় শুভফল দাতা।
কর্ম্মের সৃজনকারী কর্ত্তা ও বিধাতা ॥
বেদের বিধানকারী ব্রহ্মা ঋষিবর।
সাবিত্রী ভারতী-কান্ত স্বভাবসুন্দর ॥
এত বলি নরপতি ভক্তিভরে অতি।
বিধির সকাশে তার জানায প্রণতি ॥
করযোড়ে নরপতি দাঁড়াইযা রয।
তাহা হেরি প্রজাপতি ব্রহ্মা তারে কয় ॥
তোমার উপর আমি সুপ্রসন্ন আজ।
কোন্ বর চাহ তুমি কহ মহারাজ ॥
ব্রহ্মার বচন শুনি কহে নরপতি।
দযা করি এই বর দাও মোর প্রতি ॥
কৃষ্ণের চরণে যেন মন মোর রয।
হরিচিন্তা করি যেন সকল সময ॥
হরির দাসত্ব ছাড়া কিছু নাহি চাই।
হরির চরণ যেন স্মরি সর্ব্বদাই ॥
নৃপের বচন শুনি ব্রহ্মা ভগবান্।
অভীপ্সিত বর তারে করিল প্রদান ॥
এমন সময় নৃপ করিল দর্শন।
অপরূপ রথ এক করে আগমন ॥
মনোহর সেই রথ রত্নের নির্ম্মিত।
লক্ষ লক্ষ চামরে ও দর্পণে সজ্জিত ॥
নানাবিধ চিত্র শোভে সে রথের মাঝে।
রত্নের কলস কত তাহাতে বিরাজে ॥
দিব্যরূপধারী হরিপারিষদগণ।
সেই রথ আরোহণে করে আগমন ॥
পরিধানে পীত বাস কিরীট মাথায।
বিভূষিত সকলেই বনের মালায ॥
কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে অতি চমৎকার।
বিনোদ মুরলী হাতে শোভে অনিবার ॥
চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গ কুঙ্কুম-লেপিত।
চরণের মাঝে রত্ন-মঞ্জীর শোভিত ॥
গোপবেশধারী সবে অতি সুদর্শন।
রথে আরোহণ করি আসিল তখন ॥
তাদের দর্শন করি সুচন্দ্র নৃপতি।
আনন্দেতে ভক্তিভরে করিল প্রণতি ॥
স্বর্গেতে দুন্দুভিধ্বনি হয় সুমধুর।
সহসা পুষ্পের বৃষ্টি হইল প্রচুর ॥
তারপর সেই রথে করি আরোহণ।
গোলোকেতে নরপতি করিল গমন ॥
সেই হ'তে গোলোকেতে নৃপ পুণ্যবান্।
মোর পারিষদরূপে করে অবস্থান ॥
নৃপতিরে বরদান করি প্রজাপতি।
যখন গমন করে নিজ গৃহ প্রতি ॥
সহসা পথের মাঝে মোহিনী তখন।
পুষ্পের উদ্যান হ'তে করিল দর্শন ॥
বিধিরে দর্শন করি মোহিনী যুবতী।
মদনের বাণে হয় কামাতুরা অতি ॥
কটাক্ষ নযনে তার মুখ পানে চায।
লাজে মুখ আচ্ছাদন করে পুনরায় ॥
চম্পক পুষ্পের সম কলেবর তার।
মস্তকে ধারণ করে কবরীর ভার ॥
সিন্দূরের বিন্দু শোভে কপালের মাঝে।
সুন্দর মালতী-মালা গলায় বিরাজে ॥
শরতের চন্দ্রসম বদন তাহার।
বিকশিত পদ্মসম নেত্র চমৎকার ॥
পক্ক-বিম্ব-সম তার ওষ্ঠ ও অধর।
মুক্তাসম দন্তরাজি অতি মনোহর ॥
শ্রীফলসদৃশ স্তন কঠিন বর্ত্তুল।
সুকঠিন উরুদ্বয় শোভায় অতুল ॥

নিতম্ব ও শ্রোণিদ্বয় অপরূপ অতি।
সূক্ষ্মবস্ত্র-পরিহিতা মোহিনী যুবতী ॥
সারা অঙ্গে শোভে তার রত্ন-অলঙ্কার।
ব্রহ্মার বদন পানে চাহে অনিবার ॥
গজেন্দ্র-সমান গতি অতীব মন্থর।
কটাক্ষে মুনীন্দ্রগণ মুগ্ধ নিরন্তর ॥
বিধাতারে সেই স্থানে হেরিয়া যুবতী।
মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ে পুলকেতে অতি ॥
জিতেন্দ্রিয় আত্মারাম ব্রহ্মা মহাশয়।
যুবতীর আচরণে মুগ্ধ নাহি হয় ॥
শ্রীহরিরে মনে মনে করিয়া স্মরণ।
মোহিনীরে ত্যাগ কবি করিল গমন ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা আদি করি পরিহার।
মোহিনী ব্রহ্মার চিন্তা করে অনিবাব ॥
স্বপনে ও জাগরণে মোহিনী যুবতী।
নিবন্তর ধ্যান করে ব্রহ্মার মূবতি ॥
অন্য যত উপপতি মোহিনীব ছিল।
ব্রহ্মার চিন্তায় শেষে সবারে ভুলিল ॥
কভু ওঠে কভু বসে অন্য চিন্তা নাই।
ব্রহ্মার মুরতি ধ্যান করে সর্ব্বদাই ॥
এমন সময় রম্ভা সেই পথে যায়।
সহচরী মোহিনীরে দেখিবারে পায় ॥
কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু তার শুষ্ক অতিশয়।
হেবিযা বুঝিল রম্ভা সমস্ত বিষয় ॥
হাস্যমুখে রম্ভা তারে কহিল তখন।
কেন সখি হেরি তব বিষণ্ণ বদন ॥
ত্রৈলোক্যমোহিনী তুমি রূপসী যুবতী।
তোমাব সমান কেবা আছে রূপবতী ॥
এইভাবে কেন তুমি কর বিচরণ।
ম্লান মুখে বহিয়াছ কিসের কারণ ॥
কামাতুরা হইযাছ তুমি অতিশয়।
যাও যাও যেই স্থানে কান্ত তব রয় ॥
কান্তের নিকটে শীঘ্র করহ গমন।
প্রেমসম্ভাষণে তারে কব সচেতন ॥

কুলটা যদিও মোরা অতি ভাগ্যবতী।
যোগ্য উপপতি সনে ভোগ করি রতি ॥
ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ সুখ কেবা নাহি চায়।
যাইতে কান্তের কাছে লজ্জা কিবা তায় ॥
আত্মা হ'তে প্রিয় আর আছে কোন্ জন।
কান্তে অনুগত হই স্বার্থের কারণ ॥
আত্মার সম্বন্ধ সখি রহে যতদিন।
স্নেহ সমাদর তারে করি ততদিন ॥
শুন শুন প্রিয় সখি, শুন বরাননে।
অভিসারে যাই আমি কামাতুর মনে ॥
বেশ ভূষা করি সখি প্রফুল্ল অন্তরে।
কান্তের সমীপে তুমি যাও ত্বরা ক'রে ॥
বল বল সখি তব কিবা অভিলাষ।
আমার নিকটে সব করহ প্রকাশ ॥
রমণীর মনোভাব অতি সুগোপন।
কাহারো নিকটে নাহি কহে কদাচন ॥
কান্ত আর সহচরী শোনে যদি তাই।
শুন সুলোচনে তবে কোন দোষ নাই ॥
অনুরোধ করি আমি তোমার নিকটে।
সকল বিষয় মোরে কহ অকপটে ॥
আমার নিকটে যদি না কর প্রকাশ।
অবশ্যই হবে তবে নিজ সর্ব্বনাশ ॥
রম্ভার বচন শুনি মোহিনী যুবতী।
মনোগত সব কথা কহে রম্ভা প্রতি ॥
শুন রম্ভে মনোরমে কি কহিব আর।
কামানলে দগ্ধপ্রায় হৃদয় আমার ॥
যে অবধি ব্রহ্মাদেবে করিনু দর্শন।
সে অবধি কামে মোর জর্জ্জরিত মন ॥
আহারে বিহাবে মোব স্পৃহা কিছু নাই।
ব্রহ্মার মুবতি ধ্যান করি সর্ব্বদাই ॥
দিবারাত্রি নাহি জ্ঞান নিদ্রা নাই চোখে।
উন্মাদিনী সম রহি প্রজাপতি-শোকে ॥
ব্রহ্মা যদি নাহি করে আলিঙ্গন দান।
ক্ষণকাল মধ্যে আমি ত্যজিব পরাণ ॥

কি আর কহিব সখি বেদনা আমার।
কামানলে দগ্ধীভূত হই অনিবার॥
ধিক্ ধিক্ শতধিক্ আমার জীবনে।
বল বল সখি আমি বাঁচিব কেমনে॥
মোহিনীর বাক্য শুনি রম্ভা কহে তায়।
শুন শুন কহি আমি উৎকৃষ্ট উপায়॥
যাহা তুমি বলিতেছ সত্য অতিশয়।
মোর উপদেশ শুন দূর কর ভয়॥
পুষ্কর তীর্থেতে তুমি যাও বরাননে।
মন্মথের স্তব কর ভক্তিযুক্ত মনে॥
তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে মন্মথ তখন।
তোমার নিকটে আসি দিবে দরশন॥
তারপর সাথে তব কামদেবে ল'য়ে।
গমন করহ সখি ব্রহ্মার আলয়ে॥
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মাদেব অতি তেজোময়।
কাম ছাড়া কেবা তারে করে পরাজয়॥
এই কথা কহি রম্ভা সম্ভোগের তরে।
কামের সমীপে যায় প্রফুল্ল অন্তরে॥
মন্মথের আরাধনা করিবার তরে।
পুষ্কর তীর্থেতে যায় মোহিনী সত্বরে॥
বহুবর্ষ মন্মথের করি আরাধন।
মোহিনী লভিল শেষে কামের দর্শন॥
অনন্তর কামদেবে সাথে তার ল'য়ে।
চলিল মোহিনী ত্বরা ব্রহ্মার আলয়ে॥
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া মোহিনী যুবতী।
আরম্ভিল নৃত্য গীত মনোহর অতি॥
মোহন সঙ্গীত-সুধা করিয়া শ্রবণ।
বিমোহিত হইলেন বিধাতা তখন॥
সর্ব্ব অঙ্গ পুলকিত হইল তাঁহার।
নয়ন হইতে অশ্রু বহে বারংবার॥
মোহিনী তখন অতি উৎসাহের ভরে।
কামশাস্ত্র অনুযায়ী নানা ভঙ্গী করে॥
ব্রহ্মার পানেতে হানে কটাক্ষ নয়ন।
দেখায় আপন অঙ্গ উড়ায়ে বসন॥

তার মনোগত ভাব বুঝি পদ্মযোনি।
লজ্জায় মস্তক নত করিলা অমনি॥
হরিরে স্মরণ ব্রহ্মা করে মনে মনে।
মোহিনীর সঙ্গীতাদি না পশে শ্রবণে॥
অতীব নিরাশ হ'য়ে মোহিনী তখন।
শুষ্ক কণ্ঠে কামদেবে করিল স্তবন॥
হে অনঙ্গ ফুলশর রতিপতি কাম।
তোমার চরণে আমি করিনু প্রণাম॥
মন হৈতে হইযাছে উদ্ভব তোমার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
জীবের শরীরে তুমি কর অবস্থান।
যোগীদের প্রতি তুমি দৃষ্টি কর দান॥
দুরারাধ্য দুর্নিবার্য্য হও অনিবার।
তোমার চরণে আমি নমি বারংবার॥
রতিপ্রিয় রতিস্বামী কি কহিব আর।
ভক্তিভরে নমি আমি চরণে তোমার॥
অজেয় সদাই তুমি জীবের কারণ।
রতিজীবরূপী তুমি হও অনুক্ষণ॥
নারীদের বন্ধু তুমি রমণীমোহন।
প্রেমিকজনের তুমি প্রাণপ্রিয় ধন॥
রমণী বাহন তব হয় অনিবার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
রূপের আধার তুমি গুণের আশ্রয়।
সুগন্ধি পবন তব মন্ত্রী সদা হয়॥
কুসুম-আয়ুধ তুমি প্রভু পঞ্চশর।
যুবজনে অধিষ্ঠান কর নিরন্তর॥
বিরহীর প্রাণান্তক হও অবিরাম।
তোমার চরণে আমি করিনু প্রণাম॥
জ্ঞান বলে করে যারা তোমারে বর্জ্জন।
তাহাদের জ্ঞান তুমি কর বিনাশন॥
ভক্ত মাঝে সূক্ষ্মদেহে কর অবস্থান।
তোমার চরণে আমি নমি পঞ্চবাণ॥
তপস্যার বীজরূপী তুমি সদা হও।
তপস্বীর মাঝে তুমি নিরন্তর রও॥

তোমার ইচ্ছায় যত মুক্ত জীবগণ।
অনায়াসে হ'তে পাবে কামেতে মগন॥
পঞ্চেন্দ্রিয়গণ সদা তোমার আধার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
তব সাধ্য বাধ্য যত প্রাণী সমুদয়।
তোমারে প্রণাম করি সকল সময়॥
এইরূপ স্তব করি মোহিনী যুবতী।
মন্মথের ধ্যান করে ভক্তি-ভরে অতি॥
শুন শুন রাধা সতি কহি তব কাছে।
মাধ্যন্দিন শাখা মাঝে উক্ত ইহা আছে॥
এই মনোহর স্তব গন্ধমাদনেতে।
মোহিনীরে দান করে দুর্ব্বাসা পূর্ব্বেতে॥
এই স্তব পাঠ করে যেই কামী জন।
নিষ্কলঙ্ক হ'যে সেই রয় অনুক্ষণ॥
কামদেব-সম সেই প্রভাশালী হয়।
সাধ্বীপত্নী লাভ করে নাহিক সংশয়॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা যে শুনিবে কাণে।
অনাবিল ভক্তিসুধা উছলিবে প্রাণে॥
জুড়াবে তাপিত হিয়া শান্তি পাবে মনে।
ভয় কিছু নাহি রবে এ ভব ভবনে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব, বৃথা কাটে কাল।
কৃষ্ণনামে ছিন্ন হয় ভব মায়াজাল॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মা ও মোহিনীর উক্তি-প্রত্যুক্তি, ব্রহ্মাকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব-কথন।

কহিলেন ভগবান্ রাধিকার প্রতি।
কি হইল তারপর শুন রাধা সতি॥
মোহিনীর স্তবে তুষ্ট কাম অনন্তর।
অন্তরীক্ষ হ'তে শর হানিল সত্বর॥
মদনের শরাঘাতে ব্রহ্মা প্রজাপতি।
কামের প্রভাবে হয় বিচলিত অতি॥
চঞ্চল হইয়া ব্রহ্মা কামাতুর মনে।
মোহিনীর মুখপানে চাহে ক্ষণে ক্ষণে॥
কিছুকাল পরে ব্রহ্মা লভিয়া চেতন।
মনে মনে শ্রীহরিরে করিল স্মরণ॥
মদনের অভিসন্ধি বুঝি তারপরে।
অভিশাপ দেয় তারে কুপিত অন্তরে॥
শোন্ রে কন্দর্প তুই মূঢ় অতিশয়।
অহঙ্কারে মত্ত তুই সকল সময়॥
হিতাহিত জ্ঞান তোর নাহি কিছু আর।
গুরুজন প্রতি তোর একি ব্যবহার॥
শোন্ রে পামর তুই বচন আমার।
অচিরে বিচূর্ণ হবে তোর অহঙ্কার॥
এইরূপ অভিশাপ করিয়া শ্রবণ।
অতীব শঙ্কিত হয় মন্মথ তখন॥
ওষ্ঠ কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইল তাহার।
ভয়েতে শরীর তার কাঁপে বারংবার॥
তারপর মোহিনীরে করি সম্বোধন।
ব্রহ্মাদেব ধীরে ধীরে কহিল তখন॥
আমার বচন শুন মোহিনী যুবতী।
বুঝিয়াছি তুমি আজ কামাতুরা অতি॥
উদ্দেশ্য সফল তব হইবে যেথায়।
সেই স্থানে যাও তুমি কহিনু তোমায়॥
অন্যায় কার্য্যেতে মোর নাহি যায় মতি।
কেন বৃথা আসিয়াছ আমার সংহতি॥
বেদের নিন্দিত যেই কাজ অনুক্ষণ।
সেই কাজ আমি নাহি করি কদাচন॥
বেদের সৃজনকর্ত্তা আমি পদ্মযোনি।
কেমনে গর্হিত কাজ করিব আপনি॥
বেশ্যাসঙ্গ যেইজন না করে বর্জ্জন।
এ ভুবন মাঝে সেই অতি অভাজন॥
ধন প্রাণ নষ্ট হয়, যশ নাহি হয়।
পরিণামে ক্লেশভোগ করে অতিশয়॥
পুংশ্চলী রমণী যারা, যাহারা অসতী।
অভিলাষ করে তারা নিত্য নবপতি॥

সকল কার্য্যেতে তারা ব্যাঘাত জন্মায়।
অতীব নিষ্ঠুরা তারা হয় এ ধরায়॥
বিপদের মূল হয় অসতী যুবতী।
নরঘাতী হ'তে তারা ভয়ঙ্কর অতি॥
যেমন ক্ষণিক হয় দীপ্তি অশনির।
সেরূপ ক্ষণিক প্রেম কুলটা নারীর॥
জলরেখা-সম তাহা ক্ষণস্থায়ী হয়।
কুলটা রমণী সদা হীনা অতিশয়॥
অসতী নারীরে করে বিশ্বাস যে জন।
পদে পদে হয় সেই বিপদে মগন॥
শুন শুন রূপবতি মোহিনী যুবতি।
অপ্সরার মাঝে তুমি শ্রেষ্ঠা হও অতি॥
যে যুবা তোমারে পায় সেই ভাগ্যবান্।
তপস্বীর কাছে তুমি বিষের সমান॥
অনন্ত-যৌবনা তুমি হও অনুক্ষণ।
যোগ্য পুরুষের তুমি কর অন্বেষণ॥
চতুরা রমণী তুমি নারীদের মাঝে।
পুরুষেরে বশীভূত কর সর্ব্ব কাজে॥
বিদগ্ধ নায়ক সহ তোমার মিলন।
অতিশয় প্রীতিকর হয় অনুক্ষণ॥
জরাজীর্ণ বৃদ্ধ আমি তপস্যায় রত।
নিয়মের আজ্ঞাধীন হই অবিরত॥
বেশ্যা প্রতি কভু মোর নাহি ধায় মন।
অন্যস্থানে তুমি আজি করহ গমন॥
আমি তব পিতৃতুল্য, জনক তোমার।
আমারে এখন তুমি কর পরিহার॥
কামদেব চন্দ্র বুধ অশ্বিনীতনয়।
কামশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয় অতিশয়॥
তাদের বর্জ্জন করে যে সব যুবতী।
তারা অতি মূঢ়া নারী, অরসিকা অতি॥
সম্ভোগ-বিষয়ে নর নারীসঙ্গ চায়।
নারী চায় নরসঙ্গ নাহি শোনা যায়॥
যুবজন যুবতীরে করিবে প্রার্থনা।
যুবকে চাহিলে নারী শুধু বিড়ম্বনা॥
যেই নারী অযাচিতে উপস্থিত হয়।
লাঞ্ছিত হইবে সেই নাহিক সংশয়॥
আপন পত্নীতে রত হয় নরগণ।
স্বীয় কান্ত প্রতি রত নারী সর্ব্বক্ষণ॥
পরপুরুষের প্রতি ধায় যার মন।
বেদের বিরুদ্ধ সেই করে আচরণ॥
আপনার বস্তু ভোগ যেই জন করে।
পূজনীয় হয় সেই পৃথিবী ভিতরে॥
পরবস্তু-ভোগে সদা ধায় যার মন।
সেই জন পূজ্য নাহি হয় কদাচন॥
বেদের বিহিত কার্য্য যেই জন করে।
তার শত্রু নাহি রয় এ বিশ্ব-ভিতরে॥
বেদের বিরুদ্ধ কার্য্যে হয় যেই রত।
মিত্রগণ শত্রুরূপে হয় পরিণত॥
বেদের বিহিত কার্য্য করে যেইজন।
তাহার উপর সদা হরি তুষ্ট হন॥
যাহার উপর সদা হরি তুষ্ট রন।
তাহার উপর তুষ্ট এ বিশ্ব ভুবন॥
হরি রুষ্ট হ'লে পরে সবে রুষ্ট হয়।
পদে পদে সে জনের হয় পরাজয়॥
প্রকৃতির অংশজাতা রমণী সকলে।
সাধ্বী ও কুলটা হয় নিজ কর্ম্মফলে॥
কুলটা রমণী হয় নিন্দনীয়া অতি।
পূজনীয়া হয় সদা পতিব্রতা সতী॥
আপনি যাচিয়া যায় পুরুষের কাছে।
এমন রমণী বল কেবা দেখিয়াছে॥
তুমি অতি কলঙ্কিনী অতি নিন্দনীয়া।
পুরুষের কাছে যাও আপনি যাচিয়া॥
এইরূপ কহে যবে ব্রহ্মা প্রজাপতি।
কুপিতা হইয়া কহে মোহিনী যুবতী॥
বৃথা তুমি উপদেশ দাও মহাশয়।
কিছুতেই মোর মন শান্ত নাহি হয়॥
যেদিন হইতে তোমা করিনু দর্শন।
অহোরাত্র ধ্যান করি তোমার বদন॥

সব উপপতি কথা ভুলিয়াছি আমি।
তুমি মোর একমাত্র প্রাণকান্ত স্বামী॥
রম্ভার বচনে আমি কামদেবে ল'য়ে।
তোমারে তুষিতে আসি তোমার আলয়ে॥
তব অভিশাপে কাম হইল বিফল।
সে কারণে মন মোর অতীব বিকল॥
তিরস্কার করিতেছ কত যে আমায়।
তোমারে ছাড়িতে তবু মন নাহি চায়॥
কৃপার সাগর তুমি অগতির গতি।
কৃপা কর কৃপা কর কিঙ্করীর প্রতি॥
যতক্ষণ নাহি পাই তব আলিঙ্গন।
কিছুতেই তৃপ্ত নাহি হবে মোর মন॥
বিশ্বের বিধাতা তুমি প্রভু প্রজাপতি।
কর্ম্মফলে আমি আজি কুলটা অসতী॥
সাধুজন দয়াহীন নাহি হয় কভু।
হৃদয়ের জ্বালা তুমি তৃপ্ত কর প্রভু॥
কর্ম্মফলে কেহ করে যানেতে গমন।
কর্ম্মফলে কেহ করে তাহারে বহন॥
আপনার কর্ম্মফলে রাজা কেহ হয়।
কেহ বা প্রজার রূপে আসি জন্ম লয়॥
কেহ পাত্রমিত্র হয় কেহ বা কিঙ্কর।
হীনবংশে জন্মে কেহ পৃথিবী ভিতর॥
শূকরীর গর্ভে কেহ জন্মে কর্ম্মফলে।
সতীগর্ভে জন্মে কেহ নিজ পুণ্যবলে॥
তোমার পুত্রের রূপে কেহ জন্ম লয়।
নিজ কর্ম্মফল ভোগে জীব-সমুদয়॥
শ্রীহরির পারিষদ হয় কোন জন।
বিষ্ঠাকৃমি রূপ কেহ করিছে ধারণ॥
কর্ম্মফলে স্বর্গধামে যায় কোন জন।
কেহ কর্ম্মফলে করে নরকে গমন॥
আপনার কর্ম্মফলে কেহ ইন্দ্র হয়।
কর্ম্মফলে কেহ হীন জন্তু হ'য়ে রয়॥
কেহ বা ক্ষত্রিয় হয় কেহ বা ব্রাহ্মণ।
বৈশ্য বা শূদ্রের জাতি হয় কোন জন॥
কেহ প্রাজ্ঞ কেহ মূর্খ হয় কর্ম্মফলে।
অঙ্গহীন হ'যে কেহ আসে ধরাতলে॥
কেহ নরঘাতী হয় কেহ সাধুজন।
কেহ বা শাস্ত্রজ্ঞ হ'য়ে করে আগমন॥
কর্ম্মফলে তুমি হও ব্রহ্মা প্রজাপতি।
নিজ কর্ম্মফলে আমি হইনু অসতী॥
সুরপুর-বেশ্যা আমি শুন মহাশয়।
আমারে করিলে ভোগ দোষ নাহি হয়॥
দেবতার ভোগ্যা আমি আদরিণী অতি।
মোরে আলিঙ্গন দান কর প্রজাপতি॥
সবার কারণ হন কৃষ্ণ সনাতন।
সকল কর্ম্মের ফল করেন অর্পণ॥
কেন বৃথা তুমি মোরে কর তিরস্কার।
কহ কহ পদ্মযোনি কি দোষ আমার॥
জগতের স্রষ্টা তুমি হও অনুক্ষণ।
আসিলাম হেরিবারে তোমার চরণ॥
যোগিগণ স্বপ্নে যাঁর দর্শন না পায়।
পতিরূপে চাই আমি সেই দেবতায়॥
নাহি যাব আমি আর কাহারো নিকটে।
তোমার নিকটে সদা রব অকপটে॥
তুমি ছাড়া কাহারে না করিব স্পর্শন।
তোমারে ছাড়িয়া নাহি করিব গমন॥
এই কথা বলি তারে মোহিনী যুবতী।
ব্রহ্মার নিকটে বসে কামভরে অতি॥
যুবতীর আচরণ করিয়া দর্শন।
অতীব শঙ্কিত হয় বিধাতা তখন॥
কামেতে ব্যাকুল হ'যে মোহিনী যুবতী।
দেখায় আপন অঙ্গ বিধাতার প্রতি॥
এমন সময় কাম করি আগমন।
এক সাথে পঞ্চবাণ করিল ক্ষেপণ॥
সম্মোহন উন্মাদন শোষণ তাপন।
স্তম্ভন এ পঞ্চশর হানিল তখন॥
কামের কিঙ্করগণ আসিয়া ত্বরায়।
সম্মোহিত করিবারে চেষ্টা করে তায়॥

কামের আদেশে বহে মৃদুল পবন।
কুহু কুহু রব করে যত পিকগণ॥
মধুর গুঞ্জন করে অলি সমুদয়।
রোমাঞ্চিত হয় তাতে ব্রহ্মার হৃদয়॥
মৃদু মৃদু হাস্য করি মোহিনী যুবতী।
কটাক্ষ নয়নে চাহে বিধাতার প্রতি॥
মন্মথের আবির্ভাব বুঝি পদ্মযোনি।
মনে মনে শ্রীহরিরে স্মরিলা অমনি॥
তারপর যুক্তকরে ভক্তিভরে অতি।
শ্রীহরির স্তব করে ব্রহ্মা প্রজাপতি॥
দ্বিভুজ মুরলীধারী তুমি সনাতন।
কামের সাগরে আজ মগ্ন মোর মন॥
রক্ষা কর রক্ষা কর প্রভু ভগবান্।
বিপদ্ হইতে মোরে কর পরিত্রাণ॥
দুস্তর কামের সিন্ধু ভযাবহ অতি।
রক্ষা কর ভগবান্ ঘুচাও দুর্গতি॥
বিস্মৃতির বীজরূপী কামের সাগর।
পরিত্রাণ কর মোরে হে শ্যামসুন্দর॥
কামে শুধু জ্ঞানচক্ষু আবরিত হয়।
রক্ষা কর রক্ষা কর তুমি দয়াময॥
সুদুস্তর কামসিন্ধু জানি অনুক্ষণ।
রমণী কুম্ভীর সেথা করে বিচরণ॥
খরতর রতিস্রোত বহে অবিরল।
ঢেউয়ের মাতনে জল করে টলমল॥
প্রথমতঃ সুধাসম দেখে বোধ হয়।
পরিণামে কামসিন্ধু অতি বিষময়॥
একমাত্র কর্ণধার তুমি ভগবান্।
কামসিন্ধু হ'তে মোরে কর পরিত্রাণ॥
মোর মত কত ব্রহ্মা সৃজন তোমার।
কৃপা করি মোরে তুমি করহ উদ্ধার॥
কৃপাসিন্ধো দীনবন্ধো অগতির গতি।
বিশ্বের ঈশ্বর প্রভু ঘুচাও দুর্গতি॥
অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইযাছি আমি।
অন্ধকার দূর কর ত্রিভুবন-স্বামী॥
কামসিন্ধু জলে পড়ি ভীত অতিশয়।
পরিত্রাণ কর মোরে তুমি দয়াময॥
এইরূপ স্তব করি বিরিঞ্চি তখন।
আমার চরণ-পদ্ম করিল স্মরণ॥
ব্রহ্মাকৃত এই স্তোত্র যে করে পঠন।
অপযশে মগ্ন নাহি হয সেই জন॥
মোর মায়া অতিক্রম করি অতঃপর।
মোর ভক্তশ্রেষ্ঠ সেই হয নিরন্তর॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা সুধার সমান।
শ্রবণে করিলে হয পরিতৃপ্ত প্রাণ॥
বিদূরিত হয় বিঘ্ন, দূর হয় ভয।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি সুধাময়॥
তাপদগ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে।
পুরাণ শ্রবণ কর বিশুদ্ধ অন্তরে॥
অসার সংসারে দিন বৃথা কাটে হায।
ভুলিযা রয়েছ সবে বিষ্ণুর মাযায॥
মোহনিদ্রা হ'তে সব কর জাগরণ।
একমনে ভজ সেই কৃষ্ণের চরণ॥
হরি সত্য ত্রিভুবনে, মিথ্যা সমুদয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব সকল সময॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মাব প্রতি মোহিনীব অভিসম্পাত এবং ব্রহ্মাব দর্পচূর্ণ।

রাধিকারে কহিলেন কৃষ্ণ ভগবান্।
শুন সতি তারপব বিচিত্র আখ্যান॥
শ্রীহরিবে স্তবস্তুতি করিয়া তখন।
অন্তরের কাম ইচ্ছা করেন দমন॥
ব্রহ্মার সে দশা হেরি মোহিনী যুবতী।
পরিহাস সহকারে কহে তার প্রতি॥
নারীবে ইঙ্গিত মাত্রে করি আকর্ষণ।
তার সহ রতি ভোগ করে যেইজন॥

সে জন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ সকল সময়।
উত্তম পুরুষ বলি খ্যাত সেই হয়॥
রমণী-প্রার্থিত হ'য়ে যদি কোন জন।
বিলম্বেতে তার সহ করয়ে রমণ॥
শুন শুন পদ্মযোনি বচন আমার।
মধ্যম পুরুষ বলি খ্যাতি হয় তার॥
কামাতুরা রমণীরে পাইয়া নির্জ্জনে।
যে জন সম্ভোগ নাহি করে তার সনে॥
তাহারে পুরুষ বলি কেহ নাহি কয়।
ক্লীবের মাঝারে সেই সদা গণ্য হয়॥
গৃহী বা তপস্বী মাঝে যদি কোন জন।
উপস্থিতা রমণীরে করয়ে বর্জ্জন॥
ইহকালে সেইজন অপূজিত হয়।
রমণীর শাপে সেই ক্লীবরূপে রয়॥
পরকালে করে সেই নরকে গমন।
রূপভ্রষ্ট হ'য়ে সদা রহে সেই জন॥
জগতের নাথ তুমি কর অবধান।
এস এস কর মোরে আলিঙ্গন দান॥
সুদুস্তর কামার্ণবে ভাসিতেছি আমি।
কর্ণধাররূপে তুমি ত্রাণ কর স্বামি॥
মন্দ মন্দ বহিতেছে সুগন্ধ পবন।
সুমধুর কুহুধ্বনি করে পিকগণ॥
মনোহর স্থান হেথা রম্য অতিশয়।
রতিপণ্যে এ দাসীরে কর তুমি ক্রয়॥
এস এস প্রজাপতি রহিতে না পারি।
আলিঙ্গন দান মোরে কর তাড়াতাড়ি॥
এইরূপ কহি তারে মোহিনী তখন।
ব্রহ্মার অঙ্গের বস্ত্র করে আকর্ষণ॥
শঙ্কিত হইয়া ব্রহ্মা ব্যাকুলিত মনে।
সবিনয়ে কহে তারে মধুর বচনে॥
আমার বচন শুন মোহিনী যুবতি।
সারভূত হিতকথা কহি তব প্রতি॥
ত্রিভুবনে লজ্জা সদা নারীর ভূষণ।
লজ্জাই নারীর শোভা হয় অনুক্ষণ॥

শুন মাতঃ আমি বৃদ্ধ নন্দন তোমার।
আমারে এখন তুমি কর পরিহার॥
আর কত যুবা আছে অতি সুদর্শন।
তাহাদের কাছে তুমি করহ গমন॥
রতির নির্ব্বন্ধ মোর নাহি তব সনে।
মোরে তুমি পরিত্যাগ কর সুলোচনে॥
এই কথা বলি তারে বিধাতা তখন।
আমার চরণ-পদ্ম করিল স্মরণ॥
কাণে নাহি লয় বেশ্যা বচন ব্রহ্মার।
হাত ধরি আকর্ষণ করে বারংবার॥
ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত যত মুনিগণ।
সহসা ব্রহ্মার কাছে করে আগমন॥
পুলস্ত্য পুলহ অত্রি কণ্ব সনাতন।
মরীচি কপিল বোঢ়ু লোমশ চ্যবন॥
পঞ্চশিখ শুক্র শঙ্কু শঙ্খ বৃহস্পতি।
সনক সনন্দ রুচি তেজোদীপ্ত অতি॥
আসিল প্রচেতা মুনি আসিল কর্দ্দম।
বশিষ্ঠ অঙ্গিরা ক্রতু আসিল গৌতম॥
আসুরি মৃকণ্ডু ভৃগু দুর্ব্বাসা প্রবর।
বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি পরাশর॥
মার্কণ্ডেয় ভরদ্বাজ উতথ্য কশ্যপ।
আসিল কৌশিক আর আসে শাতাতপ॥
সনৎকুমার আর আসিল পিপ্পল।
বামদেব মুনি আদি আসিল সকল॥
তেজোদীপ্ত মুনিগণে হেরিয়া সেথায়।
মোহিনী ব্রহ্মারে ত্যাগ করিল লজ্জায়॥
বিধাতারে মুনিগণ করিল প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করে ব্রহ্মা সকলের প্রতি॥
মোহিনীরে সেই স্থানে করিয়া দর্শন।
ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসা করে যত মুনিগণ॥
বুঝিতে না পারি প্রভু কহ অকপটে।
মোহিনী যুবতী কেন তোমার নিকটে॥
তাহাদের প্রশ্নে ব্রহ্মা হাস্য করি কয়।
শুন শুন কহিতেছি মুনি-সমুদয়॥

মনোহর নৃত্য গীত করি অবিরাম।
পিতার নিকটে কন্যা করিছে বিশ্রাম॥
জ্ঞানবলে মুনিগণ সকলি বুঝিল।
ব্রহ্মার বচন শুনি হাসিতে লাগিল॥
অতীব কুপিতা হ'যে মোহিনী যুবতী।
ক্রোধভরে উঠি কহে বিধাতার প্রতি॥
বেদের সৃজন তুমি করিলে ব্রাহ্মণ।
বেদের বিরুদ্ধ কার্য্য কর কি কারণ॥
বেদবিদ্ গুরু হ'য়ে শুন পদ্মযোনি।
বেদের বিরুদ্ধ কাজ করিছ আপনি॥
স্বীয় কন্যা প্রতি কভু স্পৃহা হয় যার।
নর্ত্তকীরে উপহাস নাহি সাজে তার॥
বেশ্যারূপে হরি মোরে করিলা সৃজন।
উপহাস কর তুমি কিসের কারণ॥
যেমন আমারে তুমি কর উপহাস।
মোর অভিশাপে তব হবে সর্ব্বনাশ॥
জগতের মাঝে তুমি অপূজিত রবে।
মোর শাপে অবিলম্বে দর্প চূর্ণ হবে॥
তোমার কবচ মন্ত্র লবে যেই জন।
পদে-পদে বিঘ্ন তার হবে অনুক্ষণ॥
এই কথা বলি বেশ্যা অতি ক্ষুব্ধ মনে।
রতিসুখ তরে যায় কামের ভবনে॥
কামের সকাশে গিয়া মোহিনী সুন্দরী।
কহিল বাঁচাও প্রভু আলিঙ্গন করি॥
ধীরে ধীরে অতঃপর মোহিনী তখন।
মদন সকাশে সব করে নিবেদন॥
মোহিনীর কাম ইচ্ছা বাধা নাহি মানে।
সকাম নয়নে চাহে মদনের পানে॥
মদন মোহিনী বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সমাদরে নিজ পাশে করিল গ্রহণ॥
সুন্দরী মোহিনী নারী আপনি আসিল।
মদন অশেষ ভাগ্য তাহাতে মানিল॥
আনন্দে উভয়ে করে কেলি অনিবার।
রতিসুখে মগ্ন দোঁহে আনন্দ অপার॥

মোহিনীর মনসাধ মিটিল যখন।
আনন্দে স্বগৃহ পানে করিল গমন॥
ব্রহ্মারে ত্যজিয়া বেশ্যা চলি গেলে পর।
ক্ষোভে ক্রোধে বিরিঞ্চির পূরিল অন্তর॥
মোহিনীর অভিশাপ করিয়া শ্রবণ।
অতীব দুঃখিত হয় যত মুনিগণ॥
তারপর মুনিগণ বিধাতারে কয়।
হরির শরণ তুমি লহ মহাশয়॥
বৈকুণ্ঠে গমন তুমি কর প্রজাপতি।
দয়াময় হরি তব ঘুচাবে দুর্গতি॥
এইরূপ পরামর্শ দিয়া মুনিগণ।
নিজ নিজ আশ্রমেতে করিলা গমন॥
মুনিদের বাক্য শুনি বিরিঞ্চি সুমতি।
ভাবিলেন মনে মনে কি হইবে গতি॥
যদিও মুনিরা দিল নানা উপদেশ।
তবুও মনের দুঃখ রহিল অশেষ॥
ধীরে ধীরে চলে ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠের পানে।
অকস্মাৎ অহঙ্কার জাগিল পরাণে॥
বিষ্ণু হৈতে হীন আমি নই কোন মতে।
তবে কেন যাই তার শরণ লইতে॥
আমি তো জগৎস্রষ্টা সবার বিধাতা।
তবে কেন বিষ্ণু কাছে হেঁট করি মাথা॥
পথে পথে এইরূপে অনেক ভাবিল।
পরিশেষে বিষ্ণুপাশে উপনীত হৈল॥
বৈকুণ্ঠ মণ্ডলাকৃতি বিরাট দর্শন।
সদাই বিরাজে সেথা লক্ষ্মী নারায়ণ॥
জলধর-সম কৃষ্ণ শ্যাম-কলেবর।
জ্যোতি-অন্তরালে তাঁর রূপ মনোহর॥
নলিন-পলাশ নেত্র শ্রীমুখ-কমল।
পূর্ণ শশধর-সম রূপে ঢলঢল॥
সেই মনোহর রূপ কন্দর্প-নিন্দিত।
দ্বিভুজ মুরলীধারী রত্ন-বিভূষিত॥
কস্তুরী-কুঙ্কুম আর চন্দন-লেপিত।
বক্ষঃস্থলে মণি আর শ্রীবৎস-চিহ্নিত॥

রত্নের কিরীট শোভে মস্তকে তাঁহার।
রত্ন-সিংহাসনে বসে কৃষ্ণ অবতার॥
যেই চতুর্ভুজ রূপ বৈকুণ্ঠেতে রয়।
তাহারে প্রণাম করে ব্রহ্মা মহাশয়॥
আশীর্ব্বাদ করি তাঁরে দেব নারায়ণ।
কহিলেন কেন বিধি হেথা আগমন॥
মোহিনী-বৃত্তান্ত তবে বলি প্রজাপতি।
করযোড়ে বিষ্ণুপাশে করেন মিনতি॥
অগতির গতি প্রভু তুমি নারায়ণ।
বেশ্যা-শাপ হ'তে মোরে করহ রক্ষণ॥
ব্রহ্মার মুখেতে সব করিয়া শ্রবণ।
মৃদু মৃদু হাস্য করি কহে নারায়ণ॥
বেদজ্ঞ হইয়া তুমি করিয়াছ যাহা।
সুবুদ্ধি পুরুষ কেহ নাহি করে তাহা॥
প্রকৃতির অংশরূপা রমণী সকল।
জগতের বীজরূপা হয় অবিরল॥
কেহ যদি বিড়ম্বনা করে রমণীরে।
সেই জন বিড়ম্বনা করে প্রকৃতিরে॥
ব্রহ্মলোক ক্রীড়াক্ষেত্র হয় অহরহঃ।
কি কারণে কর সেথা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ॥
যদি কোন নারী কভু কামাতুর মনে।
সম্ভোগ প্রার্থনা করে আসিয়া নির্জ্জনে॥
জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি হয় কোন জন।
তথাপি সে নারীরে কি করিবে বর্জ্জন॥
উপস্থিতা নারীরে যে করে পরিহার।
ইহকালে তার ভাগ্যে বিড়ম্বনা সার॥
দুঃখিতা হইয়া নারী শাপ দেয় তারে।
পরকালে যায় সেই নরক মাঝারে॥
আপনার রমণীরে করিয়া বর্জ্জন।
অন্যের রমণী যেই করয়ে গ্রহণ॥
সেইজন নরাধম অতি দুরাশয়।
নরকে যাইবে সেই নাহিক সংশয়॥
নিজ স্বামী যেই নারী করি পরিহার।
অপর পুরুষ সহ করে ব্যভিচার॥
সে জন অসতী নারী কুলকলঙ্কিনী।
অতিশয় নিন্দনীয়া সে সব কামিনী॥
বেশ্যা আর উপস্থিতা নারী সহবাসে।
পুরুষের কিছু তাতে নাহি যায় আসে॥
পরপুরুষের প্রতি যায় যার মন।
অন্ধকূপে সেই নারী করিবে গমন॥
স্বর্গবেশ্যা সদা করে স্বর্গে অবস্থান।
যেই জন তাহাদের করে অপমান॥
অপরাধী সেই জন অবশ্যই হয়।
বেশ্যাদের অভিশাপে পড়ে সে নিশ্চয়॥
শুন শুন প্রজাপতি আমার বচন।
পাপীদের ভবার্ণবে বহ কিছুক্ষণ॥
যাহাতে তোমার শীঘ্র শাপমুক্তি হয়।
তাহার উপায় আমি করিব নিশ্চয়॥
এত বলি নারায়ণ ভাবে মনে মনে।
বিরিঞ্চির অহঙ্কার ভাঙ্গিব এক্ষণে॥
সব কিছু ঘটে বিশ্বে ইচ্ছায় যাহার।
তাহার মাহাত্ম্য বোঝে সাধ্য আছে কার॥
এমন সময় সেথা আসি এক দ্বারী।
হরির সম্মুখে আসি কহে তাড়াতাড়ি॥
অন্য ব্রহ্মাণ্ডের পতি ব্রহ্মা দশানন।
তোমার দর্শন তরে করে আগমন॥
দ্বারীর বচন শুনি কহে সনাতন।
শীঘ্র শীঘ্র তারে হেথা কর আনয়ন॥
শ্রীহরির আজ্ঞা পেয়ে দ্বারী অতঃপর।
ব্রহ্মারে হরির কাছে আনিল সত্বর॥
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাদেবে রাখিয়া পশ্চাতে।
দশমুখ ব্রহ্মা বসে হরির সভাতে॥
তারপর যুক্তকরে অতি-ভক্তি-ভরে।
দশানন ব্রহ্মাদেব হরিস্তব করে॥
হরির সভার মাঝে এমন সময়।
শতমুখ ব্রহ্মাদেব উপনীত হয়॥
তারপর শ্রীহরির স্তব করি আগে।
অন্য অন্য ব্রহ্মাদেব বসে পুরোভাগে॥

সহস্র বদন ব্রহ্মা এমন সময়।
শ্রীহরির সমীপেতে উপনীত হয় ॥
শ্রীহরির স্তব করি ভক্তিনত শিরে।
সহস্রবদন ব্রহ্মা বসিলেন ধীরে ॥
অন্য অন্য ব্রহ্মাদের করিয়া দর্শন।
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হয় বিস্ময়ে মগন ॥
দশমুখ শতমুখ সহস্রবদন।
এই সব ব্রহ্মাদের করিয়া দর্শন ॥
চতুর্ম্মুখ প্রজাপতি হইল লজ্জিত।
সব দর্প অহঙ্কার হইল চূর্ণিত ॥
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাদেব ভাবিত সদাই।
তাহার সমান কেহ ত্রিভুবনে নাই ॥
আপনারে ভাবিত সে বিষ্ণুর সমান।
সেই দর্প চূর্ণ করে বিষ্ণু ভগবান্ ॥
নারায়ণরূপী সেই যুবতির মাঝে।
প্রতিলোমকূপে কত ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে ॥
প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে সকল সময়।
ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাদেব বিরাজিত রয় ॥
নারায়ণে প্রণিপাত করি ব্রহ্মাগণ।
নিজ নিজ ভবনেতে করিল গমন ॥
অনন্তর চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা প্রজাপতি।
আপনারে জ্ঞান করে দীনহীন অতি ॥
ভক্তিভরে শ্রীহরিরে ব্রহ্মাদেব কয়।
সকলি তোমার সৃষ্টি জানি দয়াময় ॥
ভূত ভবিষ্যৎ আর কাল বর্ত্তমান।
এ সকল হয় তব মায়াতে নির্ম্মাণ ॥
এই কথা প্রজাপতি কহিয়া হরিরে।
অবস্থান করে সেথা অবনত শিরে ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি সুমধুর।
শ্রবণ করিলে যত দুঃখ হয় দূর ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

গঙ্গার জন্মবৃত্তান্ত, ভাগীরথী ইত্যাদি নামের ব্যুৎপত্তি এবং তন্মাহাত্ম্য কীর্ত্তন।

ভগবান্ কহিলেন শ্রীরাধার প্রতি।
তারপর কি ঘটিল শুন শুন সতি ॥
শ্রীহরির সমীপেতে এমন সময়।
বৃষারূঢ় পঞ্চানন উপনীত হয় ॥
পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম শিরে জটাভার।
ললাটেতে অর্দ্ধচন্দ্র শোভিছে তাহার ॥
ত্রিশূল পট্টিশ সদা বিরাজিত হাতে।
উপবীত রূপে নাগ ঝুলিছে গলাতে ॥
ঝটিতি বাহন হ'তে নামি পঞ্চানন।
ব্রহ্মা আর নারায়ণে করিল বন্দন ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ আসিল সকলে।
বসু রুদ্র মুনি মনু আসে দলে দলে ॥
সকলে হরির কাছে করি আগমন।
ভক্তিভরে শ্রীহরির করিল স্তবন ॥
সে সময় পঞ্চানন পুলকিতকায়।
রাধাকৃষ্ণ গুণগান যন্ত্রযোগে গায় ॥
মনোহর রাগযুক্ত গীত সুমধুর।
গাহিতে গাহিতে তার চিত্ত ভরপূর ॥
রোমাঞ্চিত কলেবর হয় বারংবার।
ঝরঝর ঝরে তার নয়নের ধার ॥
শিবের মধুর গীত করিয়া শ্রবণ।
চেতন হারায় যত দেব মুনিগণ ॥
সহসা বৈকুণ্ঠ হয় জলেতে প্লাবিত।
জলরাশি হেরি আমি হইনু শঙ্কিত ॥
তারপর জলরাশি হইতে তখন।
গঙ্গার মূরতি আমি করিনু সৃজন ॥
আমার নির্দ্দেশ মত সেই গঙ্গানদী।
বৈকুণ্ঠের চতুর্দ্দিকে বহে নিরবধি ॥
গঙ্গা অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার আদেশে।
নির্দ্দিষ্ট আলয়ে তার যায় অবশেষে ॥

সুরেব শরীর হ'তে জন্ম তার হয।
সুরধুনী নাম তার সে কারণে কয॥
হরিভক্তিপ্রদাযিনী এই গঙ্গানদী।
ভক্তদেব মুক্তিদান করে নিরবধি॥
গঙ্গার পবিত্র জল কবিলে স্পর্শন।
পাপতাপ দূরে যায শুদ্ধ হয মন॥
পুষ্করের তীর্থ হয সর্ব্বতীর্থসার।
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ গঙ্গা হয অনিবার॥
ভগীরথ পূর্ব্বকালে আনে ধরাধামে।
গঙ্গানদী তাই খ্যাতা ভাগীরথী নামে॥
স্রোতোরূপে পৃথিবীতে বহে অবিরাম।
শুন সতি তাই তার হয গঙ্গানাম॥
পূর্ব্বকালে জহ্নু মুনি অতি ক্রোধভরে।
গঙ্গারে করিল পান কুপিত অন্তরে॥
অবশেষে জানুদ্বারা বহির্গত করে।
জাহ্নবী তাহার নাম হয তারপরে॥
ভীষ্মরূপে বসু জন্মে গর্ভেতে তাহার।
ভীষ্মের জননী বলি খ্যাত অনিবার॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে গঙ্গানদী বয।
ত্রিপথগামিনী তাই নাম তার হয॥
প্রবাহিত যেই ধারা হয স্বর্গধামে।
সেই ধারা সুবিখ্যাত মন্দাকিনী নামে॥
যেই ধারা মিশে তার লবণ সাগরে।
শ্রীঅলকনন্দা নাম হয ধরা 'পরে॥
জাহ্নবীর জল সদা সুপবিত্র অতি।
দর্শনে স্পর্শনে ঘুচে পাপীর দুর্গতি॥
সগরের বংশধরে মুক্তি করে দান।
এই গঙ্গা ভক্তদেব মুক্তির সোপান॥
গঙ্গারূপ সোপানেতে করি আরোহণ।
সাধুগণ মোর কাছে করে আগমন॥
যদি কোন পাপী জন পূর্ব্ব কর্ম্মফলে।
দৈবযোগে দেহত্যাগ করে গঙ্গাজলে॥
সর্ব্বপাপ হ'তে মুক্ত হয সেইজন।
আমার নিকটে সেই করে আগমন॥
যদি কভু গঙ্গাজলে পড়ে মৃত দেহ।
হরির মন্দিরে যায নাহিক সন্দেহ॥
গঙ্গাজলে করে যেই স্নান সমাপন।
সে জন অবশ্য করে বৈকুণ্ঠে গমন॥
পাপী যদি গঙ্গা স্নান করে একবার।
পূর্ব্বকৃত যত পাপ দূর হয তার॥
পাঁচটি হাজার বর্ষ এই গঙ্গানদী।
কলিতে ভারত মাঝে রবে নিরবধি॥
গঙ্গাদেবী ভারতেতে রবে যতদিন।
কলির প্রভাব নাহি রবে ততদিন॥
গঙ্গার যে ধারা যায পাতালের প্রতি।
সে ধারার নাম সদা হয ভোগবতী॥
দুগ্ধফেননিভ সদা ভোগবতীজল।
শুদ্ধ স্ফটিকের সম অতি সুনির্ম্মল॥
অনন্তযৌবনা যত নাগকন্যাগণ।
ভোগবতী-তীরে সদা করে বিচরণ॥
বৈকুণ্ঠ-ধামেতে সদা গঙ্গানদী বয।
রত্নের আকর গঙ্গা সকল সময॥
সহস্র যোজন প্রস্থে হয নিরন্তর।
দৈর্ঘ্যেতে যোজন লক্ষ অতি মনোহর॥
আমার তনযা গঙ্গা অতি পুণ্যবতী।
তাহার বিনাশ নাই শুন শুন সতি॥
জাহ্নবীর জন্মকথা করিনু বর্ণন।
ব্রহ্মা-শাপমুক্তি কথা কহিব এখন॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা মধুর-মধুর।
শুনিলে আসিবে শান্তি, ভ্রান্তি হবে দূর॥
মিছে মাযামুগ্ধ হ'যে যত জীবগণ।
সংসার-কূপের মাঝে করে বিচরণ॥
একমাত্র কৃষ্ণনাম সকলের সার।
সেই কৃষ্ণনামে জীব পাইবে উদ্ধার॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

গঙ্গাস্নানে ব্রহ্মার শাপমোচন, ভারতী-সম্ভোগ, রতিকামের জন্য, কন্দর্পবাণে ব্রহ্মার চিত্তবিকার এবং নারায়ণ ও ঋষিগণ কর্তৃক ব্রহ্মাকে উপদেশ দান।

ভগবান্ কহিলেন, শুন শুন সতি।
বিচিত্র কাহিনী আমি কহিব সম্প্রতি॥
হরির সভার মাঝে হেরিয়া গঙ্গারে।
মোর মায়া বলি সবে বুঝিবারে পারে॥
তখন বৈকুণ্ঠনাথ ব্রহ্মাদেবে কয়।
অভিশপ্ত হইয়াছ তুমি মহাশয়॥
মোর আজ্ঞা-অনুসারে কর গাত্রোত্থান।
গঙ্গার সলিলে গিয়া কর তুমি স্নান॥
শাপ দূর হবে তব হইবে মঙ্গল।
অতীব পবিত্র এই জাহ্নবীর জল॥
গঙ্গাজলে স্নান করি সুপবিত্র হবে।
তথাপি সামান্য তুমি পাপযুক্ত রবে॥
প্রজাপতি ব্রহ্মা তুমি বৈষ্ণব-প্রধান।
করিয়াছ প্রকৃতির ঘোর অপমান॥
অহঙ্কার সকলের বিঘ্নের কারণ।
সেই অহঙ্কার তুমি করিলে ব্রাহ্মণ॥
শীঘ্রগতি যাও তুমি গোলোকের প্রতি।
সেথায় বিরাজ করে ঈশ্বরী ভারতী॥
প্রকৃতির অংশজাতা ভারতী সুন্দরী।
তাহার ভজনা তুমি কর ভক্তি করি॥
যে তপস্যা করিয়াছ কল্পকাল ধরি।
সকল বিনষ্ট হয় বেশ্যা-শাপে পড়ি॥
বেশ্যা-শাপে তব মন্ত্র কেহ নাহি লবে।
জগৎ-সংসারে তুমি অপূজিত হবে॥
গঙ্গাজলে শীঘ্র স্নান করি সমাপন।
গোলোকে ভারতী কাছে করহ গমন॥
অনন্তর গঙ্গাজলে করি ব্রহ্মা স্নান।
গোলোকে ভারতী কাছে করিল প্রস্থান॥
মোর যশোগান করি দেবমুনিগণ।
নিজ নিজ গৃহ পানে করিল গমন॥
গোলোকে আসিয়া ব্রহ্মা ভারতীর সহ।
নির্জ্জনেতে রতিক্রীড়া করে অহরহঃ॥
ত্রৈলোক্য-মোহিনী দেবী বাগীশ্বরী সতী।
তাহারে পাইয়া ব্রহ্মা আনন্দিত অতি॥
আমারে প্রণাম করি পুলকিত মনে।
রতিভোগ করে ব্রহ্মা ভারতীর সনে॥
তারপর ভারতীরে সাথে তার ল'য়ে।
আসিল বিধাতা পুনঃ আপন আলয়ে॥
ভারতীরে ব্রহ্মলোকে করিয়া দর্শন।
ব্রহ্মলোকবাসিগণ বিস্ময়ে মগন॥
পূর্ণ-শশধর-সম বদন তাহার।
বিকশিত পদ্মসম নেত্র চমৎকার॥
পক্কবিম্ব-সম তার ওষ্ঠ ও অধর।
মুক্তাশ্রেণী সম তার দন্ত মনোহর॥
গণ্ডেতে বিরাজ করে কুণ্ডল তাহার।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভে তার রত্ন অলঙ্কার॥
পরিধানে সূক্ষ্মবস্ত্র বহ্নিশুদ্ধ অতি।
অনন্ত যৌবনযুক্তা ঈশ্বরী ভারতী॥
অপরূপ শ্রোণিদ্বয় অতি সুবিপুল।
শ্রীফলসদৃশ স্তন অতিশয় স্থূল॥
বীণা ও পুস্তক হাতে শোভে অনিবার।
রত্নহারাবলি শোভে বক্ষের মাঝার॥
ব্রহ্মলোকে আসি ব্রহ্মা কামাতুর মনে।
দিবানিশি ক্রীড়া করে ভারতীর সনে॥
কৃষ্ণের নিকটে শুনি ব্রহ্মার কাহিনী।
কৌতূহলে কহিলেন রাধা বিনোদিনী॥
কৃপা করি মোরে আজি কহ সনাতন।
বেশ্যারে বিধাতা কেন না করে গ্রহণ॥
রাধার বচন শুনি ভগবান্ কয়।
শুন প্রিয়ে কহি আমি সমস্ত বিষয়॥
পাদ্মকল্পে একদিন সৃজন কারণ।
কমলযোনিরে আমি করিনু প্রেরণ॥

আমার আজ্ঞায় ব্রহ্মা আসিয়া তখন ।
মন হ'তে সৃজিলেন মানস নন্দন ॥
সনক সনন্দ বোঢ়ু, করি সনাতন ।
পঞ্চশিখ আদি সব মানস নন্দন ॥
ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত অতি জ্যোতির্ম্ময় ।
পঞ্চ বর্ষ সকলের জ্ঞানী অতিশয় ॥
তাহাদের সম্বোধিয়া ব্রহ্মাদেব বলে ।
দার পরিগ্রহ কর তোমরা সকলে ॥
ব্রহ্মার বচন তারা না করি শ্রবণ ।
আমার তপস্যা তরে করিল গমন ॥
অতীব কুপিত হ'য়ে ব্রহ্মা অতঃপর ।
একাদশ রুদ্র সৃষ্টি করে ভয়ঙ্কর ॥
তারপর প্রজাপতি করি মোর ধ্যান ।
বশিষ্ঠ পুলহ আদি সৃজিলা সন্তান ॥
তাদের আদেশ করি সৃজনের তরে ।
মনোহর পুত্র কন্যা ব্রহ্মা সৃষ্টি করে ॥
অতীব সুন্দর পুত্র নয়নাভিরাম ।
কামদেব নামে খ্যাত হয় অবিরাম ॥
ষোড়শবর্ষীয়া কন্যা অতি রূপবতী ।
রত্নময় ভূষণেতে বিভূষিতা অতি ॥
অনন্তর সেই পুত্রে করি সম্বোধন ।
সুপ্রসন্ন মনে ব্রহ্মা কহিলা তখন ॥
শুন শুন বৎস তুমি আমার বচন ।
যৌনক্রীড়া তরে তোমা করিনু সৃজন ॥
রমণী পুরুষে তুমি রতিসুখ দিবে ।
সকলের হৃদয়েতে সদা বিরাজিবে ॥
সম্মোহন উন্মাদন শোষণ তাপন ।
স্তম্ভন এ পঞ্চবাণ করিনু অর্পণ ॥
সকলেরে সম্মোহিত কর এই বাণে ।
দুর্নিবার্য্য হবে তুমি যাইবে যেখানে ॥
এই বর কামদেবে দিলা সে সময় ।
দুহিতারে বর দিয়ে সন্তুষ্ট হয় ॥
সহসা মন্মথদেব ভাবে মনে মনে ।
ব্রহ্মা দিলিলেন বর দেখিব এক্ষণে ॥

কত শক্তি মোর বাণে করিব প্রমাণ ।
ইহা ভাবি ব্রহ্মা 'পরে হানে পঞ্চবাণ ॥
মদনের শরাঘাতে ব্রহ্মা মহাশয় ।
হারায়ে আপন জ্ঞান কামাতুর হয় ॥
রূপসী কন্যারে ব্রহ্মা করিয়া দর্শন ।
সম্ভোগের তরে ধায় পশ্চাতে তখন ॥
শঙ্কিতা হইয়া কন্যা ছুটিয়া পলায় ।
কামাতুর ব্রহ্মা তার পিছে পিছে ধায় ॥
উপায় না হেরি কন্যা আসিয়া তখন ।
মুনিভ্রাতৃগণ কাছে লইল শরণ ॥
হেরিয়া ব্রহ্মার এই হীন আচরণ ।
হিতকর বাক্যে তারে কহে মুনিগণ ॥
বিশ্বের বিধাতা হ'য়ে করিছ কি কাজ ।
গর্হিত এ কার্য্য কেন করিতেছ আজ ॥
শুন পিতঃ পরস্ত্রীরে সাধুজন যত ।
আপন জননী সম হেরে অবিরত ॥
নিজ কন্যা মাতৃবর্গ মাঝে গণ্যা হয় ।
শাস্ত্রের বচন ইহা, বেদে ইহা কয় ॥
বেদের সৃজনকর্ত্তা হইয়া আপনি ।
কন্যাতে আকৃষ্ট তুমি হ'লে পদ্মযোনি ॥
গুরুপত্নী রাজপত্নী আদি সমুদয় ।
ত্রিভুবন মাঝে সদা মাতৃতুল্য হয় ॥
মাতৃজাতি ভোগে কভু যায় যার মন ।
সেই দুরাচার করে নরকে গমন ॥
বিশ্বের সৃজনকারী তুমি মহাশয় ।
তথাপি কন্যার প্রতি অভিলাষ হয় ॥
অতীব কামুক তুমি, যদি ইষ্ট চাও ।
মোদের সম্মুখ হ'তে দূর হ'য়ে যাও ॥
আপনি বিধাতা হ'য়ে করিছ কি কাজ ।
পিতা বলি অপরাধ করিলাম আজ ॥
শত শত দোষ যদি করে গুরুজন ।
[illegible]
গুরু প্রতি ভক্তি [illegible] ।
[illegible]

মুনিদের কথা শুনি ব্রহ্মা প্রজাপতি।
অবনত মুখে রহে লজ্জাভরে অতি ॥
তারপর ব্রহ্মরন্ধ্রে আনি প্রাণ তার।
কর্ম্মফলে করে ব্রহ্মা দেহ পরিহার ॥
পরম ঈশ্বরে ব্রহ্মা কবিযা স্মরণ।
পরমব্রহ্মেতে লীন হইল তখন ॥
পিতার অবস্থা হেরি নন্দিনী তাহার।
যোগবলে নিজ দেহ করে পরিহার ॥
ভগিনী ও পিতৃদশা হেরি মুনিগণ।
আত্মারাম শ্রীহরিরে কবিল স্মরণ ॥
তুমি প্রভু অতীন্দ্রিয অব্যক্ত অক্ষয়।
নির্গুণ নির্লিপ্ত তুমি প্রভু দযাময ॥
পরমাত্মরূপী তুমি কৃষ্ণ সনাতন।
স্বেচ্ছামষ সর্ব্বরূপ বিপদভঞ্জন ॥
সকলের ধ্যানারাধ্য পরম ঈশ্বর।
স্বেচ্ছারূপধারী তুমি ওহে পরাৎপর ॥
স্থূলতম কভু তুমি সূক্ষ্মতম কভু।
প্রকৃতি ঈশ্বব তুমি জগতের প্রভু ॥
প্রকৃত পরম ব্রহ্ম সবাব ঈশ্বব।
সবাব আধার তুমি হও নিবন্তর ॥
সর্ব্বরূপ তুমি প্রভু তুমি নিরাকাব।
তোমাবে করিতে স্তব আছে সাধ্য কার ॥
তোমার কৃপায হয জগৎ-সৃজন।
তোমা হেতু হয় প্রভু জগৎ-রক্ষণ ॥
জগতের পিতা তুমি সত্য সনাতন।
রক্ষা কব পিতা আর ভগ্নীর জীবন ॥
স্তব শুনি তুষ্ট হ'যে প্রভু জনার্দ্দন।
মুনিগণ পাশে আসি আবির্ভূত হন ॥
তাদের দুর্দ্দশা হেরি বিষ্ণু ভগবান্।
ব্রহ্মা আর নন্দিনীরে করে প্রাণ দান ॥
সম্মুখে হরিরে হেরি ব্রহ্মা অতঃপর।
লজ্জিত হইযা কহে যুক্ত করি কব ॥
তুমি প্রভু দযাময অগতির গতি।
তোমার চরণে যেন রহে মোর গতি ॥

অনন্তর বিধাতাবে করি বর দান।
হিতকর বাক্যে তারে কহে ভগবান্ ॥
লজ্জা তুমি পরিহার কর প্রজাপতি।
সারযুক্ত কথা শুন কহি তব প্রতি ॥
শুভকীর্ত্তি অপকীর্ত্তি যত কিছু হয।
কর্ম্মফলে নিরন্তর ঘটে সমুদয ॥
সকল অপেক্ষা হয কর্ম্ম বলবান্।
শুভ কর্ম্ম তাই সাধু করে অনুষ্ঠান ॥
কর্ম্মফল-ভোগ-শেষে সাধু মুনিগণ।
হরিপাদপদ্মে চিত্ত করে সমর্পণ ॥
কুকর্ম্ম হইতে সদা অপকীর্ত্তি হয।
অপকীর্ত্তি হ'তে হয লজ্জার উদয ॥
সুকর্ম্ম হইতে সদা হয শুভফল।
বিস্তার হইযা থাকে যশ সুনির্ম্মল ॥
শুভাশুভ কার্য্য যত কালে নষ্ট হয।
কীর্ত্তি গুণ যশ কভু ধ্বংসনীয নয ॥
পরবমণীর 'পরে লোভ হয যার।
শুন প্রজাপতি হয অপকীর্ত্তি তার ॥
পরনারী প্রতি যার হয আকর্ষণ।
অথবা পবের দ্রব্যে যায যার মন ॥
ত্রিভুবন মাঝে রটে অপকীর্ত্তি তার।
ক্লেশের কারণ তাহা হয অনিবার ॥
এ কারণে সাধুগণ কদাপি অন্তরে।
পবনাবী পরদ্রব্যে লোভ নাহি করে ॥
আমারে স্মবণ তুমি কর প্রজাপতি।
পরদ্রব্যে আর নাহি যাবে তব মতি ॥
নারীরে পরমবস্তু ভাবে যেই জন।
নীতিমার্গে তার বুদ্ধি না করে গমন ॥
রমণীব দেহ সদা কামের আবাস।
নারীতে আকৃষ্ট হ'লে হয সর্ব্বনাশ ॥
ধর্ম্মভীরু সাধুগণ ভ্রমে কদাচন।
রমণীর মুখ নাহি করেন দর্শন ॥
পররমণীর প্রতি মন যার রয।
তার বুদ্ধি বিদ্যা জ্ঞান বৃথা সমুদয ॥



রূপসী কন্যারে ব্রহ্মা করিয়া দর্শন।
সম্ভোগের তরে ধায় পশ্চাতে তখন॥ পৃষ্ঠা ৫৫১

অন্তিমে সে জন করে নরকে গমন।
যমের কিঙ্করগণ করয়ে তাড়ন॥
মোর পাদপদ্ম চিন্তা করে যেই জন।
সে জন উত্তম ব্যক্তি হয় অনুক্ষণ॥
শুভকর্ম্ম প্রতি যার মন সদা রয়।
সে জন মধ্যম ব্যক্তি হয় এ ধরায়॥
পররমণীর প্রতি মন যার রত।
সে জন অধম ব্যক্তি হয় অবিরত॥
সাধু কভু পরনারী করিলে দর্শন।
শ্রীহরির পাদপদ্ম করয়ে স্মরণ॥
সুপথে গমন যারা করে অনুক্ষণ।
তাহার প্রশংসা সদা করে সর্ব্বজন॥
কুপথে গমনকারী নিন্দনীয় অতি।
পদে পদে তাহাদের অশেষ দুর্গতি॥
শুন শুন পদ্মযোনি, বরেতে আমার।
পরনারী প্রতি মন না যাবে তোমার॥
পরদ্রব্য প্রতি তব নাহি যাবে মন।
দিবানিশি চিন্তা কর আমার চরণ॥
তোমার নন্দিনী এই অতি রূপবতী।
কামদেবপত্নী হবে, নাম হবে রতি॥
এই কথা বিধাতারে কহিয়া তখন।
বৈকুণ্ঠধামেতে বিষ্ণু করিলা গমন॥
সেই হ'তে ব্রহ্মা অতি সুকঠোর হন।
মোহিনীর বাক্যে তাই নাহি টলে মন॥
এই হেতু মোহিনীরে অবজ্ঞা করিল।
মোহিনী ব্রহ্মারে তাই অভিশাপ দিল॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা সুমধুর অতি।
শ্রবণ করিলে মন যায় হরি প্রতি॥
অসার সংসার মাঝে কৃষ্ণনাম সার।
সেই কৃষ্ণের নাম কর অনিবার॥
হরিনাম কর সবে ভক্তিভরে অতি।
মায়ার সংসার হ'তে পাইবে মুকতি॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

হরদর্প চূর্ণ এবং তদৈশ্বর্য্য-বর্ণন।

কৃষ্ণ সনাতন প্রতি, কহিলেন রাধা সতী,
শুনিলাম সমস্ত বিষয়।
কেন ব্রহ্মা মহাশয়, অপূজিত হ'যে রয়,
এতক্ষণে ঘুচিল সংশয়॥
কহ নাথ প্রাণেশ্বর, কি ঘটিল অতঃপর,
কেন বিষ্ণু দর্প নাশে তার।
সর্ব্ববীজ তুমি হরি, কহ মোরে কৃপা করি,
তুমি প্রভু কৃপা-অবতার॥
প্রশ্ন শুনি রাধিকার, ভগবান্ সারাৎসার,
মৃদু মৃদু হাস্য করি কয়।
শুন শুন রাধা সতি, কহিব তোমার প্রতি,
গোপনীয় সকল বিষয়॥
বহুবিধ তপস্যায়, মোরে তুষ্ট করি তায়,
পদ্মযোনি লাভ করে বর।
নানাবিধ সৃষ্টি করে, ব্রহ্মা অতি গর্ব্ব ভরে,
আপনারে ভাবিল ঈশ্বর॥
বিধাতার গর্ব্ব হেরি, আর না করিয়া দেরী,
গর্ব্ব তার ভাঙ্গিনু ত্বরায়।
শুন সতি ত্রিভুবনে, গর্ব্ব করে যেই জনে,
অবিলম্বে শাস্তি সেই পায়॥
ব্রহ্মা-গর্ব্ব চূর্ণ ক'রে, শুন সতি তারপরে,
অনেকের গর্ব্ব করি দূর।
পার্ব্বতী ও পঞ্চাননে, চন্দ্রসূর্য্য হুতাশনে,
শাস্তি দান করিনু প্রচুর॥
যারা করে অহঙ্কার, শাস্তি দান করি তার,
দর্পহারী আমি ভগবান্॥
গর্ব্বের সঞ্চার হ'লে, চূর্ণ করি সুকৌশলে,
বহুবিধ শিক্ষা করি দান॥
রাধিকার জাগে ভয়, যুক্তকরে কৃষ্ণে কয়,
দর্পহারী শ্রীমধুসূদন।

কিরূপে সবার গর্ব্ব, নাথ তুমি কর খর্ব্ব,
সেই কথা করহ বর্ণন ॥
কহিলেন সনাতন, শুন প্রিয়ে দিয়া মন,
কহি আমি সমস্ত বিষয়।
সংসারের কর্ত্তা যিনি, যোগিগুরু শিব তিনি,
মোর অংশে জন্ম তার হয় ॥
তেজে গুণে গরিমায, জ্ঞানে আর মহিমায,
পঞ্চানন আমার সমান।
তপস্যায নিরন্তর, হইযাছে মহেশ্বর,
ব্রহ্মতেজে অতি দীপ্তিমান্ ॥
অবিরল ভক্তিভরে, শ্বেতপদ্মমালা করে,
জপ করে পরম আত্মারে।
ললাটেতে শশধর, শোভা পায মনোহর,
মৃদু মৃদু হাসে বারে বারে ॥
বিশুদ্ধ স্ফটিকসম, পঞ্চরূপ মনোরম,
ত্রিলোচন অতি চমৎকার।
ত্রিশূল পট্টিশ তার, করে শোভা অনিবার,
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পবিধানে তার ॥
গর্ব্বভরে পঞ্চানন, আপনারে সর্ব্বক্ষণ,
ঈশ্বরের তুল্য ভাবে মনে।
যে যাহা প্রার্থনা করে, দান করে গর্ব্বভবে,
বর দান করে জনে জনে ॥
বৃক নামে দৈত্যবর, এক বর্ষ নিরন্তর,
শিবেরে করিল আরাধন।
বর দিতে অতঃপর, তাড়াতাড়ি মহেশ্বব,
দৈত্যকাছে করিল গমন ॥
দৈত্য নাহি বব লয, কোন কথা নাহি কয,
মহেশ্বর-সম্মুখে দাঁড়ায।
দৈত্য শুধু ভক্তিভরে, শঙ্করের ধ্যান করে,
কিছুতেই বর নাহি চায ॥
ভক্তে করি পরিহার, নাহি যেতে পারে আর,
মহেশ্বর বিপদে পড়িল।
বারেবারে মহেশ্বর, দিতে তারে চাহে বর,
দৈত্য কোন বর নাহি নিল ॥

উপায় না হেরি আর, মহেশ্বর এইবার,
ক্রন্দন করিল অতিশয।
শুনিযা ক্রন্দন তার, ধ্যান করি পরিহার,
বৃকাসুর মহাদেবে কয ॥
শুন শুন যোগিরাজ, বর যদি দাও আজ,
এই বর দাও পঞ্চানন।
যাহার মস্তকে হাত, দিব আমি অকস্মাৎ,
ভস্মীভূত হবে সেই জন ॥
শুনিযা দৈত্যের বাণী, মহানন্দে শূলপাণি,
প্রদান করিযা সেই বর।
অতিশয তুষ্ট প্রাণে, আপন ভবন পানে,
ধীরে ধীরে চলে মহেশ্বর ॥
শঙ্করের বর পেযে, দৈত্যবব চলে ধেযে,
শঙ্করের পশ্চাতে পশ্চাতে।
ছুটে চলে অনিবার, হইয়াছে ইচ্ছা তাব,
হাত দিবে শঙ্করের মাথে ॥
ভয পেযে পঞ্চানন, দ্রুত করে পলাযন,
হায বুঝি রক্ষা নাহি আর।
পঞ্চানন চলে ছুটে, ডমরু ভূমিতে লুটে,
ব্যাঘ্রচর্ম্ম খুলে পড়ে তার ॥
অহঙ্কার দূর হয়, মহেশ্বর সে সময,
লয আসি আমার শরণ।
শঙ্করের পাছে পাছে, অতিদ্রুত মোর কাছে,
বৃকাসুর করে আগমন ॥
আমি বলি দৈত্যবাজ, পরীক্ষা করযে আজ,
মিথ্যা বর শিব করে দান।
নিজের মস্তক পরে, হস্ত রাখি তার পরে,
সত্য মিথ্যা করহ প্রমাণ ॥
আমার মাযার ছলে, মোর বাক্যে সুকৌশলে,
নিজ মাথে দৈত্য দেয হাত।
শুন সতি তার পর, বৃকাসুর দৈত্যবব,
ভস্মীভূত হয় অকস্মাৎ ॥
শঙ্কবের অহঙ্কার, হ'যে যায় ছাবখার,
পঞ্চানন লজ্জিত বদনে।

যুক্তকরে ভক্তিভরে, মোর স্তবস্তুতি করে,
পাদপদ্ম স্মরে মনে মনে ॥
শুন শুন রাধা সতি, কহি আমি তব প্রতি,
শঙ্করের অপর বিষয়।
শুন প্রিয়ে সুলোচনে, শঙ্করের মনে মনে,
একবার অতি গর্ব্ব হয় ॥
সংহারের কর্ত্তা আমি, আমি জগতের স্বামী,
এই কথা ভাবি মনে মনে।
অহঙ্কারে মাতি হায়, একবার শিব যায়,
ত্রিপুর দানব সহ রণে ॥
ত্রিপুর দানব সহ, এক বর্ষ অহরহঃ,
যুদ্ধ করে দেব পঞ্চানন।
সমরেতে কেহ কারে, নাহি পারে হারাবারে,
মহাযুদ্ধ চলে অনুক্ষণ ॥
মায়াবলে অবশেষে, উঠে দৈত্য ঊর্দ্ধদেশে,
যোজন পঞ্চাশ কোটি দূরে।
সেথা যায় মহেশ্বর, ক্রোধে কাঁপে কলেবর,
চলে রণ শিবে ও অসুরে ॥
তারপর দৈত্য বেগে, শিবেরে ধরিয়া বেগে,
নিক্ষেপ করিল ভূমিতলে।
করি তাহা নিরীক্ষণ, দেবর্ষি ও দেবগণ,
হাহাকার করে দলে দলে ॥
পড়িয়া ভূমির 'পরে, মহেশ্বর যুক্তকরে,
ভক্তিভরে মোর স্তব করে।
বৃষের আকার ধরি, আমি গিয়া ত্বরা করি,
শৃঙ্গ দিয়া তুলি মহেশ্বরে ॥
পঞ্চাননে তারপরে, অসুর বিনাশ তরে,
আমার কবচ করি দান।
ত্রিভুবনে অপ্রতুল, দিনু তারে মোর শূল,
সেই শূলে বধে দৈত্যপ্রাণ ॥
শঙ্কর লজ্জিত হয়, অবনত মুখে রয়,
ঘুচে যায় অহঙ্কার তার।
অতঃপর ভক্তিভরে, পঞ্চমুখে যুক্তকরে,
মোর স্তব করে বার বার ॥

শুন শুন শ্রীরাধিকে, শুন প্রিয়ে প্রাণাধিকে,
শিবসম ভক্ত মোর নাই।
আমি বৃষরূপ ধ'রে, সেই ভক্ত মহেশ্বরে,
বহন করিয়া থাকি তাই ॥
পূর্ব্বকালে মহেশ্বর, বহু বর্ষ নিরন্তর,
পাদপদ্ম ধ্যান করে মম।
ধ্যান করি অনুক্ষণ, অবশেষে পঞ্চানন,
হইলেন পরিপূর্ণতম ॥
একদা কিশোর বেশে, তাহার সম্মুখে এসে,
উপনীত হইলাম আমি।
হেরি রূপ মনোহর, পুলকিত মহেশ্বর,
নির্নিমেষে হেরে দিবাযামী ॥
তৃপ্তি তার নাহি হয়, মোর পানে চেয়ে রয়,
প্রেমেতে বিহ্বল তার মন।
কাঁদিতে কাঁদিতে কয়, শুন প্রভু দয়াময়,
করিও না আমারে বর্জ্জন ॥
অনন্ত সহস্র মুখে, তব স্তব করে সুখে,
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা করে স্তব।
এক মুখে আমি হরি, কেমনে স্তবন করি,
বল বল কি করি মাধব ॥
এইরূপ শূলপাণি, কহিতে কহিতে বাণী,
মোর ধ্যানে হয় নিমগন।
মিটিল শিবের আশ, পূর্ণ হয় অভিলাষ,
চারি মুখ হয় উৎপাদন ॥
এক মুখ ছিল তার, পঞ্চ মুখে এইবার,
পঞ্চানন শোভে অতিশয়।
প্রতি মুখে ত্রিনয়ন, শোভা পায় অনুক্ষণ,
ত্রিলোচন তাই নাম হয় ॥
সতীদেহ স্কন্ধে ক'রে, পূর্ণ এক বর্ষ ধ'রে,
মহেশ্বর ভ্রমে নানাস্থানে।
সেই সতী-অবয়ব যেথায় পড়িল সব,
সিদ্ধপীঠ হইল সেখানে ॥
সতী-অস্থি সমুদয়, মালারূপে গলে রয়,
দেহ-ভস্ম অঙ্গে মাখে তার।

বসনেতে স্পৃহা নাই, দিগ্‌বস্ত্র পরে তাই,
মস্তকেতে শোভে জটাভার ॥
চন্দন ও পঙ্কে তার, সম জ্ঞান অনিবার,
লোষ্ট্রে রত্নে সম ভাব তার।
বিষধর সর্পগণ, কণ্ঠে করে বিচরণ,
নাহি তার কেশের সংস্কার ॥
শুন শুন রাধা সতি, ধুতুরা পুষ্পের প্রতি,
সদা তার প্রীতি অতিশয়।
বিল্বপত্র প্রিয় তার, ভালবাসে অনিবার,
যোগমার্গে মন সদা রয় ॥
শ্মশানেতে পঞ্চানন, সদা করে বিচরণ,
নিরন্তর মোর ধ্যান করে।
তাহার সমান ভক্ত, মোর প্রতি অনুরক্ত,
কেহ নাহি ভুবন ভিতরে ॥
কে তারে করিবে জয়, মহেশ্বর মৃত্যুঞ্জয়,
হস্তে শূল ধরে নিরন্তর।
মোর প্রাণ হ'তে প্রিয়, মোর ভক্ত অদ্বিতীয়,
পরমাত্মরূপী মহেশ্বর ॥
হৃদয়ের মাঝে তার, রহি আমি অনিবার,
প্রেমপাশে বদ্ধ আমি তার।
পঞ্চ মুখে পঞ্চানন, মোর নাম সংকীর্ত্তন,
তাল-লয়ে গাহে বার বার ॥
তার তুল্য যোগিরাজ, নাহি এ ভুবন-মাঝ,
নাহি জ্ঞানী তাহার সমান।
মোর ভক্ত পঞ্চানন, ত্রিভুবনে অতুলন,
দিবানিশি করে মোর ধ্যান ॥
আমি শম্ভু পদ্মাসন, সমান এ তিন জন,
তেজে মোরা সকলে সমান।
কেহ শঙ্করের সম, ভক্ত আর নাহি মম,
নিরন্তর শম্ভু মোর প্রাণ ॥

শিবের উচ্ছিষ্ট অগ্রাহ্য

রাধিকা বলেন প্রভো সন্দেহ ভঞ্জন।
করিলে শিবের তুমি মাহাত্ম্যবর্ণন ॥
সকলের বিভু আর ঈশ্বর যে হয়।
তাহার উচ্ছিষ্ট কেন মান্য নাহি হয় ॥
কারণ ইহার প্রভু কর নিবেদন।
তদুত্তরে বলিলেন দেব নারায়ণ ॥
পাপরূপ ইন্ধনের দহনকারণ।
পুরাতন ইতিহাস করহ শ্রবণ ॥
একদা বৈকুণ্ঠধামে সনৎকুমার।
দেখে নারায়ণ বসি করেন আহার ॥
সভক্তি বিনয়ে নমি তাঁরে দ্বিজোত্তম।
স্তবস্তুতি করিলেন অতি মনোরম ॥
ভক্তবৎসল দেব পুলকিত মনে।
সনতে প্রসাদ দেন অতি সযতনে ॥
প্রাপ্তিমাত্র দ্বিজ তাহা করিল ভোজন।
কিঞ্চিৎ রাখিল শুধু বন্ধুর কারণ ॥
সনৎকুমার পরে যায় সিদ্ধাশ্রমে।
শঙ্করে প্রদান করে প্রসাদ যতনে ॥
অতিশয় ভক্তিভরে শঙ্কর তখন।
প্রাপ্তিমাত্র সে প্রসাদ করিল গ্রহণ ॥
পাইয়া পরম স্বাদ হরির প্রসাদে।
নাচিতে লাগিল শিব পরম আহ্লাদে ॥
পুলকিত দেহ তার সজল নয়ন।
রাগ তাল মান লয়ে করিল কীর্ত্তন ॥
গুণগান করে মোর ভাবে মত্ত হ'য়ে।
কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম পড়িল খসিয়ে ॥
পড়িল ডমরু শৃঙ্গ দুই হস্ত হ'তে।
মূর্চ্ছিত হইয়া শিব পড়িল ভূমিতে ॥
রোদন ভিতরে শিব মোরে ধ্যান করে।
হৃদয়-সহস্রদলে আমারে নেহারে ॥
হেনকালে দুর্গাদেবী দুর্গতিনাশিনী।
সানন্দ হৃদয়ে আসে প্রসন্নবদনী ॥
হেরিয়া শঙ্করে দুর্গা রুদ্যমান অতি।
হাসিয়া জিজ্ঞাসে হেতু সনাতন প্রতি ॥
সনৎকুমার যবে সকলি কহিল।
শঙ্করের প্রতি দেবী কুপিতা হইল ॥

ক্রোধেতে স্ফুরিতা ওষ্ঠ কম্পিত অধর।
পার্ব্বতী উদ্যতা হন শাপিতে শঙ্কর॥
ভয় পেয়ে মহাদেব উঠিয়া তখন।
করজোড়ে কহিলেন দুর্গারে স্তবন॥
মনোহর স্তোত্র সেই করিয়া শ্রবণ।
শাপ নাহি দিল আর পার্ব্বতী তখন॥
শঙ্করে বলিল দুর্গা, উচ্ছিষ্ট তোমার।
পণ্ডিত-অভক্ষ্য বলি হইবে প্রচার॥
শুন নাথ তুমি হও সংহার-বিধাতা।
সেইরূপ আমি হই পর্ব্বত-দুহিতা॥
সেই তুমি ভয়ে কাঁপ আমার দর্শনে।
তপস্যাতেজের ফল না হেরি নয়নে॥
জগৎপালক তুমি আমার পালক।
বেদবক্তা তুমি বিভু বেদের জনক॥
মুক্তি সম্পদ্ দান কর জীবগণে।
এমন দুর্নীতি কেন তব আচরণে॥
বল প্রভু কে হইবে ধর্ম্মরক্ষাকারী।
আমি ত' অধমা অতি তোমার কিঙ্করী॥
কর্ম্মদোষে প্রভু মোরে করিলে বঞ্চিত।
হরির প্রসাদ আমি না পাই কিঞ্চিৎ॥
ক্রমেতে বিশুদ্ধ বস্তু আছয়ে এমন।
শুদ্ধ হয় কোন বস্তু স্পর্শে সমীরণ॥
কত বস্তু শুদ্ধ হয় কৈলে প্রক্ষালনে।
সর্ব্ববস্তু শুদ্ধ হয় হরি-নিবেদনে॥
বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট অন্নে সর্ব্ব দেবগণ।
পিতৃ আর অতিথির করিবে অর্চ্চন॥
নিবেদিত নয় যাহা অভক্ষ্য জানিবে।
হরি-নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করিবে॥
বিষ্ণুর নৈবেদ্য যেই করিবে ভোজন।
হরির পার্ষদ স্থির হইবে সে জন॥
ষাট হাজার বর্ষ তপে ফল যত হয়।
নৈবেদ্য ভোগের ফল কম তার নয়॥
বিনা তপে সেই ব্যক্তি হরিসম হবে।
শ্রীহরির নৈবেদ্য যে ভক্ষণ করিবে॥

পুষ্করতীর্থেতে আমি মুনি-সন্নিধানে।
শ্রীহরির গুণব্যাখ্যা শুনি নিজ কানে॥
সেই সব কথা আমি করিনু বর্ণন।
তুমি ত' জানহ সব দেব পঞ্চানন॥
বহু তপ করি তোমা পাই পতিধন।
মনস্কাম পূর্ণ মোর হয় সে কারণ॥
কেন তুমি মোর প্রতি হইলা নিষ্ঠুর।
নাহি দিলে মোরে তুমি প্রসাদ বিষ্ণুর॥
পরম সৌভাগ্য হ'তে করিলে বঞ্চিত।
তে কারণে ফলভোগী করিবে নিশ্চিত॥
তব নিবেদিত বস্তু যে জন ভক্ষিবে।
কুক্কুর রূপেতে তার জন্ম নিতে হবে॥
এত বলি দুর্গা দেবী মানভরে অতি।
রোদন করিল বহু স্বামীর সংহতি॥
শিবকণ্ঠ প্রতি দৃষ্টি শঙ্করীর পড়ে।
মহাদেব-কণ্ঠ তাই নীলবর্ণ ধরে॥
সভক্তি আদরে শিব শিবাকে ধরিল।
মান ভাঙ্গাইতে কত যতন করিল॥
নিজহস্তে মুছাইল নয়নের নীর।
নীতিবাক্যে তুষ্ট করে মন পার্ব্বতীর॥
মানিয়া প্রবোধবাক্য শঙ্করী তখন।
সাশ্রুনেত্রে কহে শিবে শুন পঞ্চানন॥
হরির নৈবেদ্য বিনা বৃথাই জীবন।
বাঁচিয়া থাকিব প্রভু কিসের কারণ॥
জন্মমৃত্যুজরাহর নৈবেদ্য তোমার।
বিনষ্ট করেছি আমি, কেন বাঁচি আর॥
শিবলিঙ্গোপরি কিছু যদি করে দান।
অগ্রাহ্য হইবে তাহা শাস্ত্রের বিধান॥
কিন্তু যদি হয় বিষ্ণু নৈবেদ্য মিশ্রিত।
পবিত্র হইবে তাহা জানিবে নিশ্চিত॥
এত বলি দেহত্যাগে উদ্যতা যখন।
ভীত হ'য়ে মহাদেব করেন স্তবন॥
ক্ষম মোর অপরাধ ওগো কৃপাময়ি।
তব তপে ক্রীত আমি ভৃত্য তব হই॥

সৃষ্টির আদিতে ছিলে তুমিই প্রকৃতি।
ব্রহ্মের স্বরূপা তুমি মায়াময়ী নিতি ॥
স্থির হও মহাদেবি শান্তিস্বরূপিণী।
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করি দীনের তারিণি ॥
সর্ব্ববীজরূপা মহামায়া মনোহরা।
মুক্তিপ্রদায়িনী তুমি কৃষ্ণভক্তি পরা ॥
নির্গুণা সগুণা তুমি শক্তিরূপী অসি।
নিরাকার সাকারেতে নিত্য ইচ্ছাময়ি ॥
হরির নৈবেদ্য যদি নাহি পাবি দিতে।
ত্যজিও তোমার দেহ আমার সাক্ষাতে ॥
এত বলি মহাদেব নীরব হইল।
পার্ব্বতী প্রসন্না হ'য়ে তারে প্রণমিল ॥
শঙ্কর-আদেশে পরে শঙ্করী পার্ব্বতী।
মন্দাকিনীস্রোতে স্নান করে শীঘ্রগতি ॥
স্নান করি ভক্তিভরে বিষ্ণুরে পূজিল।
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন শিব প্রস্তুত করিল ॥
শিব স্নান করি পূজা করে সমাপন।
প্রণমিয়া ভক্তিভরে করিল স্তবন ॥
অতঃপর হরগৌরী দু'জনে মিলিয়া।
হরির নৈবেদ্য খায় হরষিত হৈয়া ॥
এত বলি নারায়ণ কহে রাধা প্রতি।
উচ্ছিষ্ট শিবের তাই অভক্ষ্য সম্প্রতি ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশ অধ্যায়

দুর্গার দর্পচূর্ণ এবং মদন-ভস্ম কাহিনী কথন।

ভগবান্ কহিলেন, রাধা বিনোদিনি।
মোর মুখে শঙ্করের শুনিলে কাহিনী ॥
কিরূপে দুর্গার দর্প বিচূর্ণিত হয়।
এক্ষণে কহিব আমি সে সব বিষয় ॥
বিশ্বপ্রসবিনী দুর্গা কমনীয়া অতি।
দেবতাগণের তেজে আবির্ভূতা সতী ॥
দানবগণেরে দুর্গা করিয়া নিধন।
পূর্ব্বকালে দেবগণে করিলা রক্ষণ ॥
দক্ষপত্নী-গর্ভে পরে জন্ম লয় সতী।
বহু তপস্যায় পায় মহেশ্বরে পতি ॥
দক্ষের শত্রুতা হয় শঙ্করের সনে।
শিব প্রতি ক্রুদ্ধ হয় দক্ষ মনে মনে ॥
একবার দক্ষ করে যজ্ঞ সম্পাদন।
শিব ভিন্ন সকলেরে করে নিমন্ত্রণ ॥
পিতৃযজ্ঞ সভামাঝে যেতে চাহে সতী।
মহেশ্বর তারে নাহি দেয় অনুমতি ॥
কুপিত হইয়া শিব যজ্ঞে নাহি যায়।
দর্পভরে সতী যায় যজ্ঞের সভায় ॥
সতীরে দেখিয়া দক্ষ সভার ভিতরে।
সকলের সম্মুখেতে শিবনিন্দা করে ॥
পিতৃমুখে শিবনিন্দা করিয়া শ্রবণ।
অভিমানে করে সতী প্রাণ-বিসর্জ্জন ॥
এইরূপে দর্পচূর্ণ হইল তাহার।
অপর কাহিনী সতি শুন এইবার ॥
প্রাণত্যাগ করি সতী কিছুকাল পরে।
জন্ম লয় হিমালয় পত্নীর উদরে ॥
হিমালয় পত্নী ছিল মেনকা যুবতী।
তার কন্যারূপে আসি জন্ম লয় সতী ॥
এদিকে সতীর অস্থি করিয়া গ্রহণ।
নানাস্থানে মহাদেব করিছে ভ্রমণ ॥
মেনকার কন্যা উমা ভুবনমোহিনী।
মহেশ্বরে পতিরূপে চাহিলেন তিনি ॥
সহসা আকাশবাণী শুনিবারে পায়।
শিবেরে পাইবে তুমি দৃঢ় তপস্যায় ॥
দৈববাণী শুনি উমা ভাবে মনে মনে।
বিনা তপস্যায় আমি পাব পঞ্চাননে ॥
আমার সমান কেবা আছে রূপবতী।
সকলের শ্রেষ্ঠ আমি রূপসী যুবতী ॥
মোরে দেখি মুগ্ধ হবে ভোলা পঞ্চানন।
মোর সম রূপবতী আছে কোন্ জন ॥

মোর পূর্ব্ব জনমের দেহভস্ম ল'যে।
যে জন ঘুরিছে সদা নির্ব্বিকার হ'যে॥
সেই ভোলানাথ মোরে করিলে দর্শন।
পত্নীরূপে অবশ্যই কবিবে গ্রহণ॥
যৌবনেতে পবিপূর্ণ শরীর আমার।
হেরিলে বিমুগ্ধ মন হইবে তাহার॥
সবার প্রধানা আমি রূপে ও যৌবনে।
এইরূপে গর্ব্ব তার হয মনে মনে॥
একদা সংবাদ পায শৈল অধীশ্বব।
অক্ষয বটেব মূলে আসে মহেশ্বর॥
শিবের সংবাদ পেযে শৈল-অধিপতি।
শঙ্করেব কাছে যায আনন্দেতে অতি॥
শিবেব সংবাদ শুনি দূতেব বদনে।
অতি পুলকিতা উমা হয মনে-মনে॥
আনন্দেতে উমা দেবী ভাবিলা তখন।
মোব তবে মহেশ্বব কবে আগমন॥
এই কথা ভাবি উমা সাজসজ্জা করে।
মনোহব মাল্য পবে প্রফুল্ল অন্তরে॥
নযন যুগলে করি কজ্জল রচন।
দর্পণে নিজের মুখ করিল দর্শন॥
ললাটে সিন্দুববিন্দু আঁকে উমা সতী।
উত্তম বিশুদ্ধ বস্ত্র পবিল যুবতী॥
শবতের চন্দ্রসম বদন তাহার।
রত্নেব কুণ্ডল শোভে গণ্ডের মাঝার॥
নাসিকায গজমুক্তা কিবা শোভা পায।
শোভিছে কবরীভার মালতীমালায॥
বদরীফলের প্রায শোভা পায স্তন।
কটিতট ক্ষীণ তাব অতি সুদর্শন॥
নাভিদেশ নিম্ন তার অতি শোভাময।
মনোহর উরুদ্বয দৃঢ় অতিশয॥
স্থলপদ্মসম তার যুগল চরণ।
চলিতে মঞ্জীর তাহে বাজে সুমোহন॥
মস্তকে মুকুট তার শোভে চমৎকাব।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভে তার রত্ন-অলঙ্কাব॥

অক্ষয বটের মূলে শিব ছিলা বসি।
তাঁহার নিকটে যায় পার্ব্বতী রূপসী॥
আপনার বৃদ্ধাবস্থা করিযা বর্জ্জন।
যুবক বেশেতে রহে ভোলা পঞ্চানন॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম স্থলে পবে বস্ত্র মনোহর।
সর্ব্ব অঙ্গে বিলেপিত চন্দন সুন্দর॥
সুমোহন মাল্য শোভে সর্পের বদলে।
রত্নমালা শোভে অঙ্গে অস্থিমালা-স্থলে॥
পঞ্চমুখ স্থলে তার এক মুখ হয।
ব্রহ্মতেজে কান্তি তার অতি জ্যোতির্ম্ময়॥
কোটি কন্দর্পেব সম রূপ মনোহব।
দেহের প্রভায লাজ পায শশধব॥
বৃষ তাব অশ্বরূপে পরিণত হয।
নর্ত্তকের রূপ ধবে ভূত-সমুদয॥
মনোহব বেশ উমা কবিযা ধারণ।
সখীসহ শিব কাছে কবিল গমন॥
শিবেরে হেরিযা উমা প্রদক্ষিণ করে।
বন্দিল চরণ তাব প্রফুল্ল অন্তরে॥
আশীর্ব্বাদ কবি শিব কহে উমা প্রতি।
সর্ব্বগুণাধাব পতি লাভ কর সতি॥
হইবে তোমার পতি জ্ঞানীব প্রধান।
নারাযণ-সম তব হইবে সন্তান॥
সবার পূজার আগে তব পূজা হবে।
সকল অপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠা হ'যে রবে॥
তোমার উপর আমি তুষ্ট অতিশয।
এই কথা বলি শিব মৌনী হ'যে রয॥
অনন্তব উমাদেবী বিশুদ্ধ অন্তরে।
নানাবিধ পাদ্য অর্ঘ্যে শিবপূজা করে॥
নিত্য নিত্য শিবপূজা কবিযা সেথায।
প্রতিদিন উমাদেবী গৃহে ফিরে যায॥
উমার বাসনা তবু পূর্ণ নাহি হয।
বিষাদে হইল মগ্ন তাহার হৃদয॥
একদিন কামদেব ইন্দ্রেব আজ্ঞায়।
পঞ্চশর ল'যে তার শিব কাছে যায॥

উমাদেবী শিবপূজা করিছে যখন।
সহসা মদন শর করিল ক্ষেপণ ॥
শিবের অঙ্গেতে লাগে মদনের শর।
তাহাতে কুপিত হন ভোলা মহেশ্বর ॥
থর্ থর্ কাঁপে অঙ্গ অতি ক্রোধভরে।
ত্রিনয়ন হ'তে তার অগ্নিশিখা ঝরে ॥
ভয়েতে কামের দেহ কাঁপে অতিশয়।
হর-কোপে কামদেব ভস্মীভূত হয় ॥
কামের অবস্থা হেরি ক্ষুব্ধ দেবগণ।
পার্ব্বতী-বদন নত করিলা তখন ॥
কামপত্নী রতিদেবী শিব-কাছে গিয়া।
শঙ্করের স্তব করে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥
পার্ব্বতীরে মহাদেব করিয়া বর্জ্জন।
আপন ভবন পানে করিলা গমন ॥
পার্ব্বতীর অহঙ্কার ঘুচিল এবার।
যৌবন রূপের দর্প নাহি রহে আর ॥
আপনার গৃহে উমা না করে গমন।
গহন অরণ্যে যায় তপস্যা কারণ ॥
বহু বর্ষ আরাধনা করি ভক্তিভরে।
অবশেষে পতিরূপে পায় মহেশ্বরে ॥
রতিদেবী শিবপূজা করি বার বার।
মদনদেবেরে প্রাপ্ত হইল আবার ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি সুধাময়।
শ্রবণ করিলে সদা জুড়ায় হৃদয় ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ অধ্যায়

ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ।

নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ।
অপূর্ব্ব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥
ক্রীড়াশেষে রাধাদেবী কৃষ্ণের নিকটে।
কোন্ কথা জিজ্ঞাসেন কহ অকপটে ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
রাধিকা কৃষ্ণের কাছে জিজ্ঞাসে তখন ॥
কৃপা করি মোরে আজ কহ দয়াময়।
কি প্রকারে দেবেন্দ্রের দর্পচূর্ণ হয় ॥
রাধিকার প্রশ্ন শুনি কহে সনাতন।
শুন শুন মনোহর সেই বিবরণ ॥
শত যজ্ঞ পুরন্দর করি সমাপন।
দেবতার অধিপতি হইল তখন ॥
তপস্যার প্রভাবেতে শক্তিবৃদ্ধি হয়।
বৃহস্পতি নিকটেতে মন্ত্র দীক্ষা লয় ॥
শতবর্ষ সেই মন্ত্র জপি অনিবার।
মনোরথ পরিপূর্ণ হইল তাহার ॥
ঐশ্বর্য্যে প্রমত্ত হ'য়ে দেব পুরন্দর।
একদিন প্রকৃতিরে করে অনাদর ॥
প্রকৃতি কুপিতা হ'য়ে শাপ দান করে।
গুরু-অভিশাপগ্রস্ত হইবি সত্বরে ॥
একদিন ইন্দ্র যবে সভামাঝে ছিল।
দেবগুরু বৃহস্পতি সেথায় আসিল ॥
সভামাঝে গুরুদেবে করিয়া দর্শন।
ইন্দ্র তারে প্রণিপাত না করে তখন ॥
ইন্দ্রের এ আচরণে ক্রোধভরে অতি।
বনেতে গমন করে গুরু বৃহস্পতি ॥
দুঃখিত হইয়া গুরু মনে মনে কয়।
ইন্দ্রের সম্পদ্ আদি ধ্বংস যেন হয় ॥
প্রস্থান করিলে গুরু দেব পুরন্দর।
গুরুপত্নী তারা কাছে ধাইল সত্বর ॥
গুরু প্রতি অনাদরে অতি দুঃখ হয়।
তারার নিকটে ইন্দ্র কাঁদে অতিশয় ॥
সান্ত্বনা প্রদান করি তারা দেবী কয়।
গুরু সহ সাক্ষাৎ না হবে এ সময় ॥
দুর্দ্দিন ঘুচিবে যবে গুরুপ্রাপ্ত হবে।
লক্ষ্মীদেবী পুনরায় তব রাজ্যে রবে ॥
যেমন করিলে কর্ম্ম ফল তার পাও।
আপন ভবন পানে ফিরে চ'লে যাও ॥

তাবার বচন শুনি দেবেন্দ্র তখন।
মন্দাকিনী নদীতীরে করিল গমন ॥
অহল্যা যুবতী ছিল গৌতমের প্রিয়া।
বিমুগ্ধ হইল ইন্দ্র তাহারে দেখিয়া ॥
স্নান তরে নদীতটে আসিছে যুবতী।
সস্মিত বদন তার অতি রূপবতী ॥
অহল্যার স্তন শ্রোণি করিয়া দর্শন।
কামেতে মোহিত ইন্দ্র হইল তখন ॥
গৌতমের বেশ ইন্দ্র করিয়া ধারণ।
অহল্যার সমীপেতে করে আগমন ॥
দেবেন্দ্রের ছল সতী বুঝিতে না পারে।
তাহার সহিত যায় শয়ন আগারে ॥
রতিরসে মূর্চ্ছা যায় অহল্যা যুবতী।
পুরন্দর নানাভাবে ভোগ করে রতি ॥
এইরূপে রতিভোগ করে যে সময়।
সহসা গৌতম মুনি উপনীত হয় ॥
সম্মুখে মুনিরে হেরি দেব পুরন্দর।
মহাভয়ে অঙ্গ তার কাঁপে থর্‌থর্ ॥
রমণ করিয়া ত্যাগ দেবেন্দ্র তখন।
মুনির চরণ ধরি করিল ক্রন্দন ॥
ক্রোধেতে মুনির মুখ রক্তবর্ণ হয়।
সম্বোধন করি ইন্দ্রে মুনিবর কয় ॥
ধিক্ ধিক্ পুরন্দর দেব-অধিপতি।
ব্রহ্মার প্রপৌত্র হ'যে কেন এ দুর্ম্মতি ॥
কশ্যপের পুত্র তুমি অদিতি-নন্দন।
গর্হিত এ কার্য্য কর কিসের কারণ ॥
বেদশাস্ত্রে দক্ষ তুমি জ্ঞানবান্ অতি।
কি হেতু করিলে লোভ পরনারী প্রতি ॥
যোনি প্রতি লুব্ধ তুমি হইলে যেমন।
শরীরে সহস্রযোনি হইবে তেমন ॥
পূর্ণ এক বর্ষ কাল যোনিগন্ধ পাবে।
বিস্মিত হয়েছি আমি তোমার স্বভাবে ॥
ভাস্করের আরাধনা কর যদি তবে।
যোনিচিহ্ন চক্ষুরূপে পরিণত হবে ॥

তুমি অতি মূঢ়মতি অতি দুরাচার।
দূষিতা করেছ তুমি পত্নীরে আমার ॥
সেই অপরাধে আমি দিনু অভিশাপ।
বিনষ্ট হইবে তব শোভা ও প্রতাপ ॥
তব গুরু বৃহস্পতি মোর বন্ধুজন।
সে কারণে তোমারে না করিনু নিধন ॥
অনন্তর ইন্দ্রদেব অতি ভক্তিভরে।
মুনিবাক্যে ভাস্করের আরাধনা করে ॥
এইরূপে আরাধনা করিলে প্রচুর।
শরীরের যোনিচিহ্ন হয় তার দূর ॥
তারপর মুনিবর কহে অহল্যারে।
পুরন্দর উপভোগ করেছে তোমারে ॥
মোর ভোগ্যা তুমি কভু নাহি হবে আর।
ধারণ করিবে তুমি পাষাণ আকার ॥
অনুরাগশূন্যা তুমি জানি মনে মনে।
তথাপি গ্রহণ আমি করিব কেমনে ॥
পরভোগ্যা নারী যদি হয় অনিচ্ছায়।
প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তারে শুদ্ধ করা যায় ॥
কামবশে যেই নারী পরভোগ্যা হয়।
সেই নারী কভু আর গ্রহণীয়া নয় ॥
পরভোগ্যা রমণীরা অপবিত্রা অতি।
পদে পদে তাহাদের অশেষ দুর্গতি ॥
কোনো কার্য্যে তাহাদের নাহি অধিকার।
অন্তিমেতে যায় তারা নরক-মাঝার ॥
এই কথা বলি মুনি করিল প্রস্থান।
অহল্যা পাষাণ হ'যে করে অবস্থান ॥
বহুবর্ষ গত হ'লে অহল্যা আবার।
রামের চরণ-স্পর্শে পাইল উদ্ধার ॥
অহল্যা গৌতম কাছে রহিতে গমন।
আবার গৌতম তারে করিল গ্রহণ ॥
ভগবান্ কহিলেন, শুন বিনোদিনী।
কহিব এখন আমি ইন্দ্রের কাহিনী ॥
বিশ্বরূপ নামে ছিল ত্বষ্টার নন্দন।
একদিন ইন্দ্র তারে করিল নিধন ॥

পুত্রের নিধন-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
ত্বষ্টা মুনিবর হয় ক্রোধে নিমগন॥
ইন্দ্রের বিনাশ তরে ত্বষ্টা অতঃপর।
যজ্ঞ আয়োজন এক করিল সত্বর॥
সেই যজ্ঞকুণ্ড হ'তে অতি ভয়ঙ্কর।
বৃত্র নামে সমুত্থিত হয় দৈত্যবর॥
অসুরের অত্যাচারে ত্রস্ত দেবগণ।
শঙ্কিত হইয়া সবে রহে অনুক্ষণ॥
অনন্তর পুরন্দর যাইয়া সত্বরে।
দধীচি মুনির কাছে অস্ত্র ভিক্ষা করে॥
দধীচির অস্থি দিয়া বজ্রসৃষ্টি হয়।
সেই বজ্র বৃত্রে হানে ইন্দ্র মহাশয়॥
বৃত্রাসুরে পুরন্দর করিল নিধন।
ব্রহ্মহত্যা পাপে পাপী হইল তখন॥
ব্রহ্মহত্যা হৈল তবে সভয় রূপিণী।
রক্তবস্ত্র পরা বৃদ্ধা স্ত্রীবেশ ধারিণী॥
তালবৃক্ষ সম মূর্ত্তি বিকট আকার।
লাঙ্গল ফলার সম দন্তরাজি তার॥
দয়াহীনা ব্রহ্মহত্যা খড়্গ ল'য়ে হাতে।
কুপিতা হইয়া ধায় ইন্দ্রের পশ্চাতে॥
ব্রহ্মহত্যা-ভয়ে ইন্দ্র কি করিবে আর।
শ্রীগুরুর পাদপদ্ম স্মরে বার বার॥
মানসের সরোবরে উপনীত হ'য়ে।
সূক্ষ্ম মৃণালের সূত্রে লুকায় সভয়ে॥
ব্রহ্মহত্যা অনন্তর না হেরি উপায়।
অবস্থান করে এক বটের শাখায়॥
এদিকে নহুষ হ'য়ে ত্রিলোকের পতি।
শচীরে হেরিয়া হয় কামাতুর অতি॥
ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী অতি ভয়ে ভয়ে।
আশ্রয় লইল আসি তারার আলয়ে॥
তারা-অনুরোধে পরে গুরু বৃহস্পতি।
মানসের সরোবরে যায় শীঘ্র অতি॥
সেথায় আসিয়া গুরু পুরন্দরে কয়।
গাত্রোত্থান কর বৎস নাহি কোন ভয়॥
আমি তব গুরুদেব উপস্থিত হবে।
অবশ্য তোমার কিছু বিপদ্ না হবে॥
শুনিয়া গুরুর স্বর দেবেন্দ্র তখন।
স্বীয় রূপ ধরি সেথা করে আগমন॥
গুরুরে সম্মুখে হেরি ইন্দ্র গুণধাম।
পরম আনন্দে তারে করিল প্রণাম॥
কৃতাঞ্জলি পুটে ইন্দ্র গুরুদেবে কয়।
মোর অপরাধ তুমি ক্ষম মহাশয়॥
তুমি প্রভু কৃপানিধি, কৃপা অবতার।
সব অপরাধ কর মার্জ্জনা আমার॥
অতীব অজ্ঞান আমি অতি মূঢ়মতি।
তোমার কৃপায় আমি হই সুরপতি॥
বিধাতার পৌত্র তুমি জ্ঞানীর প্রধান।
তোমার নিকটে আমি কীটের সমান॥
ইন্দ্রের স্তবন শুনি তুষ্ট বৃহস্পতি।
প্রীতিভরে ধীরে ধীরে কহে ইন্দ্র প্রতি॥
স্থির হও বৎস, তুমি নাহি কর ভয়।
তব রাজ্যে লক্ষ্মী রবে সকল সময়॥
বিঘ্ন দূর হবে তব দিনু এই বর।
আপনার রাজ্যে যাও দেব পুরন্দর॥
অমরাবতীতে শীঘ্র করিয়া গমন।
শচীসহ সুখে কাল করহ যাপন॥
মোর বরে নষ্ট হবে শত্রু-সমুদয়।
বিপদ্ ঘুচিবে তব, দূর হবে ভয়॥
এই কথা বলি গুরু যাইবে যখন।
ব্রহ্মহত্যা মূর্ত্তি তথা করিল দর্শন॥
শঙ্কিত হইয়া ইন্দ্র না হেরি উপায়।
গুরুর শরণ আসি লইল তথায়॥
ব্রহ্মহত্যা মূর্ত্তি সেথা করিয়া দর্শন।
ভয়ে ভয়ে গুরু করে হরিরে স্মরণ॥
এমন সময় সেথা দৈববাণী হয়।
আমার বচন শুন গুরুমহাশয়॥
রক্ষিবারে চাহ যদি দেবেন্দ্রের প্রাণ।
রাধিকা-কবচ তারে করহ প্রদান॥

সংসারবিজয় নামে কবচ রাধার।
শিষ্যেরে প্রদান কর ভয় নাহি আর॥
শুনিয়া আকাশবাণী গুরু তারপরে।
রাধিকাকবচ দান করে পুরন্দরে॥
কবচের প্রভাবেতে দূর হ'ল ভয়।
ব্রহ্মহত্যা অবিলম্বে ভস্মীভূতা হয়॥
অনন্তর বৃহস্পতি সুপ্রসন্ন চিতে।
ইন্দ্রের সহিত যায় অমরাবতীতে॥
পুরন্দরে পুনরায় করিয়া দর্শন।
মহা আনন্দিত হ'ল যত দেবগণ॥
পুলকিতা শচীদেবী আসিয়া ত্বরায়।
প্রণাম করিল আসি দেবেন্দ্রের পায়॥
শত্রু-অত্যাচারে রাজ্য হয় ছারখার।
সেই রাজ্য বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিল আবার॥
মনোহর সেই রাজ্য করিয়া দর্শন।
পরিতৃপ্ত নাহি হয় দেবেন্দ্রের মন॥
যতদিন মনোমত রাজ্য নাহি হবে।
কি প্রকারে বিশ্বকর্ম্মা অবসর লবে॥
বিশ্বকর্ম্মা উপায় না করিয়া দর্শন।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া লইল শরণ॥
অনন্তর পদ্মযোনি বৈকুণ্ঠেতে যায়।
হরির নিকট কহে নিজ অভিপ্রায়॥
ব্রহ্মার বচন শুনি হরি নারায়ণ।
মনোহর শিশুরূপ করিলা ধারণ॥
দণ্ড-ছত্র-ধারী শিশু সুপ্রসন্ন চিতে।
উপনীত হন আসি অমরাবতীতে॥
উজ্জ্বল তিলক শোভে ললাটে তাহার।
শুক্ল বস্ত্র পরিধানে অতি চমৎকার॥
এইরূপ শিশুদেহ করিয়া ধারণ।
ইন্দ্রের দ্বারেতে হরি করে আগমন॥
বিপ্র বালকেরে হেরি ইন্দ্র গুণধাম।
ভক্তিভরে চরণেতে করিল প্রণাম॥
পাদ্য অর্ঘ্য দান করি পুরন্দর কয়।
কি কারণে আগমন কহ দয়াময়॥

ইন্দ্রের বচন শুনি কহে জনার্দ্দন।
আসিয়াছি তব রাজ্য করিতে দর্শন॥
বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত বিচিত্র নগর।
শুনিলাম হইয়াছে অতি মনোহর॥
জানিবারে কৌতূহল জাগিছে আমার।
পুরী সম্পাদিত হবে কতদিনে আর॥
বিশ্বকর্ম্মা যেই রাজ্য করিল নির্ম্মাণ।
অতি অপরূপ তাহা শুন মতিমান্॥
আর কোন ইন্দ্র প্রভু পাবে নাই যাহা।
একমাত্র তুমি আজি পারিয়াছ তাহা॥
শিশুর বচন শুনি হাসে পুরন্দর।
সম্বোধন করি তারে কহে অতঃপর॥
কহ কহ মোরে তুমি ব্রাহ্মণ-নন্দন।
কোন্ কোন্ ইন্দ্রে তুমি করিলে দর্শন॥
ইন্দ্রের বচনে বিপ্র হাস্য করি কয়।
আমার বচন তুমি শুন মহাশয়॥
তব পিতা কশ্যপেরে জানি পুরন্দর।
জানি তব পিতামহ মরীচি প্রবর॥
মরীচির পিতা যিনি ব্রহ্মা ভগবান্।
তাহারেও জানি আমি শুন মতিমান্॥
ব্রহ্মার রক্ষার কর্ত্তা বিষ্ণু নারায়ণ।
সেই বিষ্ণুদেবে আমি জানি বিলক্ষণ॥
প্রলয়ের কথা আমি জানি মহাশয়।
ব্রহ্মাণ্ডের কথা আমি জানি সমুদয়॥
কত যে ব্রহ্মাণ্ড আছে না যায় কথন।
কত ব্রহ্মা বিষ্ণু আছে জানি সর্ব্বক্ষণ॥
কত ইন্দ্র আছে, তাহা বর্ণনা না যায়।
কত ব্রহ্মা বিষ্ণু আছে, কে গণিবে তায়॥
এইরূপ জনার্দ্দন কহিছে যখন।
একদল পিপীলিকা করিলা দর্শন॥
পিপীলিকা-দল হেরি শিশু জনার্দ্দন।
উচ্চরবে হাস্য করি উঠিলা তখন॥
শিশুর এ আচরণ বুঝিতে না পারি।
যুক্তকরে পুরন্দর কহে তাড়াতাড়ি॥

কহ প্রভু কেবা তুমি কাহার নন্দন।
উচ্চরবে হাস্য কর কিসেব কারণ॥
শিশুরূপী কেবা তুমি আসিলে ছলিতে।
জানিবারে কৌতূহল জাগিতেছে চিতে॥
ইন্দ্রের বচন শুনি সনাতন কয়।
গোপনীয় কথা শুন, কহি মহাশয়॥
যেই পিপীলিকাদল করিনু দর্শন।
সকলেই ইন্দ্র ছিল তোমার মতন॥
নিজ নিজ কর্ম্মফলে তাহারা এখন।
ক্ষুদ্র পিপীলিকা রূপ করিল ধারণ॥
কর্ম্মফলে জীবগণ ব্রহ্মপদ পায়।
কর্ম্মফলে জীবগণ শিবলোকে যায়॥
কর্ম্মফলে স্থান পায় সুরলোক মাঝে।
কর্ম্মের ফলেতে কভু নরকে বিরাজে॥
শূকরীব গর্ভে গিয়া জন্ম কেহ লয়।
কেহ কর্ম্ম-অনুসারে ক্ষুদ্র জীব হয়॥
এইরূপ জনার্দ্দন কহিছে যখন।
বৃদ্ধ মহাযোগী এক করে আগমন॥
উজ্জ্বল তিলক শোভে ললাটে তাহার।
মস্তকে শোভিছে তাব স্থূল জটাভার॥
বক্ষঃস্থলে লোম কিছু উৎপাটিত রয়।
বয়সে প্রবীণ অতি মুনি মহাশয়॥
মুনিরে হেরিয়া সেথা ইন্দ্র গুণধাম।
ভক্তিভরে চরণেতে করিলা প্রণাম॥
শিশুবেশী ভগবান্ মুনিরে শুধায়।
কোথা হ'তে মুনিবর আসিলে হেথায়॥
নাম জানিবারে বড় হয় অভিলাষ।
কি কারণে আগমন, কোথায় নিবাস॥
উৎপাটিত লোম কেন বক্ষেতে তোমার।
কৃপা করি সব কথা কহ সবিস্তার॥
শিশুর বচনে মুনি কহিল তখন।
আমার বৃত্তান্ত শুন ব্রাহ্মণ-নন্দন॥
অল্পায়ু বলিয়া আমি না করি সংসার।
ভিক্ষালব্ধ অন্নে দিন কাটাই আমার॥
লোমশ আমার নাম শুন হে ব্রাহ্মণ।
ইন্দ্রের দর্শন তরে করি আগমন॥
বক্ষের মাঝারে মোর লোম আছে যত।
আয়ুর প্রমাণ মোব হয় অবিরত॥
এক ইন্দ্রপাতে শুন ব্রাহ্মণ-তনয়।
একটি করিয়া লোম উৎপাটিত হয়॥
ব্রহ্মার পরার্দ্ধকাল পূর্ণ হবে যবে।
সে সময় অবশ্যই মোর মৃত্যু হবে॥
মোর অতি অল্প আয়ু জানি অনুক্ষণ।
তাই মোর সংসারের কিবা প্রয়োজন॥
একমাত্র নিত্য সত্য হরি ভগবান্।
তাঁহার চরণ-পদ্ম করি সদা ধ্যান॥
হরির দাসত্ব সদা সুদুর্লভ অতি।
হরিভক্তি চাহি আমি না চাহি মুকতি॥
নাহি চাই সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয়।
হরির দাসত্ব চাহি সকল সময়॥
এই কথা বলি সেথা লোমশ তখন।
কৈলাসেতে শিব কাছে করিল-গমন॥
প্রস্থান করিলে মুনি এমন সময়।
শিশুরূপী জনার্দ্দন অন্তর্হিত হয়॥
সকল ব্যাপার দেখি দেবেন্দ্র তখন।
হতবুদ্ধি হ'যে রয় বিস্ময়ে মগন॥
সম্পদে বাসনা তাব নাহি রহে আর।
স্বপ্নের সমান সব মনে হয় তার॥
বিশ্বকর্ম্মা শিল্পীবরে করি আনয়ন।
কহিল দেবেন্দ্র বহু মধুর বচন॥
বহু ধনরত্ন তারে করিয়া অর্পণ।
আপন ভবনে তাবে করিল প্রেরণ॥
রাজ্যভাব দিয়া পরে পুত্রেব উপরে।
বনেতে চলিল ইন্দ্র তপস্যার তরে॥
তখন আসিয়া গুরু দেব বৃহস্পতি।
হিতবাক্য উপদেশ করে ইন্দ্র প্রতি॥
বিচূর্ণিত দেবেন্দ্রের হয় অহঙ্কার।
গুরুব আদেশে পুনঃ লয় রাজ্যভার॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

সূর্য্যের দর্পচূর্ণ।

সনাতনে কহিলেন, রাধা বিনোদিনী।
শুনিলাম তব মুখে ইন্দ্রের কাহিনী॥
কিরূপে রবির গর্ব্ব বিচূর্ণিত হয়।
সেই কথা মোরে আজ কহ দয়াময়॥
ভগবান্ কহিলেন শুন শুন সতি।
সূর্য্যের কাহিনী আমি কহিব সম্প্রতি॥
একদিন রবি যবে অস্তমিত হয়।
মালী ও সুমালী নামে বলী দৈত্যদ্বয়॥
আপনার দীপ্তি দিয়া নাশে অন্ধকার।
সন্ধ্যাকালে দীপ্তিময় হয় চারিধার॥
তাহাতে কুপিত হ'যে ভাস্কর তখন।
তাহাদের প্রতি শূল করিল ক্ষেপণ॥
শূলের আঘাতে তারা চেতন হারায়।
মূর্চ্ছিত হইয়া আসি পড়িল ধরায়॥
শঙ্করের ভক্ত ছিল দৈত্য দুইজন।
জানিতে পারিয়া শিব করে আগমন॥
জ্ঞান-বলে তাহাদের করি প্রাণ দান।
মহাক্রোধে সূর্য্য প্রতি হয় ধাবমান॥
শঙ্কিত হইয়া সূর্য্য না হেরি উপায়।
ব্রহ্মার শরণ গিয়া লইল ত্বরায়॥
শূল ল'যে শূলপাণি কম্পিত অন্তরে।
ব্রহ্মার আলয়ে শীঘ্র আগমন করে॥
রুষ্ট পঞ্চাননে ব্রহ্মা করিয়া দর্শন।
চতুর্ম্মুখে ভক্তিভরে করিল স্তবন॥
জগতের গুরু তুমি দেব পঞ্চানন।
শরণাগতেরে তুমি না কর নিধন॥
সৃজন করিলে তুমি বিশ্ব-চরাচর।
সূর্য্য প্রতি সুপ্রসন্ন হও মহেশ্বর॥
তুমি প্রভু আশুতোষ তুমি মহাভাগ।
ভাস্করের প্রতি তুমি করিও না রাগ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমিই কারণ।
কৃপা করি দিবাকরে করহ রক্ষণ॥
রবিরে সৃজন তুমি করি পঞ্চানন।
সমুদ্যত হইয়াছ করিতে নিধন॥
আমি ব্রহ্মা ধর্ম্ম সূর্য্য ইন্দ্র হুতাশন।
তোমা হ'তে ভীত মোরা হই অনুক্ষণ॥
তপস্যার ফলদাতা তুমি কৃপাময়।
তপের স্বরূপ তুমি সকল সময়॥
এইরূপে শঙ্করের করিয়া স্তবন।
সূর্য্যেরে শিবের কাছে করে আনয়ন॥
তুষ্ট হ'যে ভোলানাথ প্রফুল্ল অন্তরে।
ক্রোধ ভুলি সূর্য্যদেবে আশীর্ব্বাদ করে॥
ব্রহ্মারে প্রণাম করি শিব ভগবান্।
আপনার আলয়েতে করিল প্রস্থান॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ অধ্যায়

অগ্নির দর্পচূর্ণ।

রাধিকারে কহিলেন কৃষ্ণ ভগবান্।
এক্ষণে শ্রবণ কর অগ্নি-উপাখ্যান॥
ভৃগু প্রতি ক্রোধভরে দেব হুতাশন।
দাহন করিতে যায় ত্রৈলোক্য ভুবন॥
আপনারে ভাবে অগ্নি অতি তেজীয়ান্।
অন্য অন্য সকলেরে করে তুচ্ছ জ্ঞান॥
বিস্তার করিয়া শিখা অতি অহঙ্কারে।
ত্রৈলোক্য ভুবন চায় গ্রাস করিবারে॥
জনার্দ্দন শিশুরূপ করিয়া ধারণ।
অগ্নির নিকটে আসি কহিল তখন॥
কি কারণে রুষ্ট তুমি কহ মহাশয়।
ত্রৈলোক্য দাহন করা উচিত না হয়॥
ভৃগুর উপরে ক্রুদ্ধ হইলে যখন।
ভৃগুরে দমন তুমি কর হুতাশন॥

বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন ব্রহ্মা মহাশয়।
শ্রীহরি রক্ষক তার সকল সময় ॥
সংহারের কর্ত্তা হয় দেব পঞ্চানন।
কেমনে নাশিবে তুমি ত্রৈলোক্য ভুবন ॥
প্রথমে সংহার কর হরি সনাতনে।
তবে ত সক্ষম হবে ত্রৈলোক্য-দহনে ॥
এই কথা বলি তারে হরি জনার্দ্দন।
শরপত্র অগ্নি মাঝে করে সমর্পণ ॥
অতি ক্ষুদ্র শরপত্র শুষ্ক অতিশয়।
তাহারে করিতে দগ্ধ সাধ্য নাহি হয় ॥
লেলিহান শিখা অগ্নি করিয়া বিস্তার।
শিশুরে আবৃত করে ছাড়িয়া হুঙ্কার ॥
তথাপি সে শুষ্ক পত্র দগ্ধ নাহি হয়।
হেরিয়া লজ্জিত হয় অগ্নি অতিশয় ॥
এইরূপে অগ্নিদর্প বিচূর্ণিত করি।
অন্তর্হিত হইলেন জনার্দ্দন হরি ॥
অতীব লজ্জিত হ'য়ে দেব হুতাশন।
শান্ত হ'য়ে নিজ ধামে করিল গমন ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি সুধাময়।
শ্রবণ করিলে সদা জুড়ায় হৃদয় ॥
এ সংসারে অহঙ্কার করে যেইজন।
তার দর্প চূর্ণ করে শ্রীমধুসূদন ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রয়শ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

দুর্ব্বাসার দর্পচূর্ণ।

ভগবান্ কহিলেন, শুন বিনোদিনী।
কহিব এখন আমি দুর্ব্বাসা-কাহিনী ॥
কিরূপে তাহার গর্ব্ব বিচূর্ণিত হয়।
শুন সতি কহি আমি সে সব বিষয় ॥
অম্বরীষ নামে এক ছিল নরপতি।
অতি শক্তিশালী রাজা বিষ্ণুপদে মতি ॥
একদিন রাজা ব্রত করি সম্পাদন।
মহানন্দে করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
পারণ করিতে যবে সমুদ্যত হয়।
দুর্ব্বাসা-প্রবর সেথা আসে সে সময় ॥
ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত মুনি নৃপবরে কয়।
অন্নজল দান মোরে কর মহাশয় ॥
মুনিরে হেরিয়া নৃপ সভক্তি অন্তরে।
সুধাসম পরমান্ন তারে দান করে ॥
পায়সের মধ্যে কেশ করিয়া দর্শন।
অতীব কুপিত হয় দুর্ব্বাসা তখন ॥
ক্রোধভরে অঙ্গ তার কাঁপে অনুক্ষণ।
জটা হ'তে বাহিরিল পুরুষ ভীষণ ॥
কৃত্যা সে পুরুষ যায় হানিতে রাজারে।
ভীত নৃপ মোর নাম স্মরে বারে বারে ॥
এমন সময় মোর চক্র সুদর্শন।
মহাবেগে নৃপ কাছে করে আগমন ॥
কোটি সূর্য্যসম দীপ্ত চক্র ভয়ঙ্কর।
আবির্ভূত হ'য়ে সেথা ঘুরে নিরন্তর ॥
কৃত্যা পুরুষের শির করিয়া ছেদন।
ধাইল মুনির পাছে করিতে নিধন ॥
চক্রভয়ে ভীত হ'য়ে দুর্ব্বাসা তখন।
সমুদয় বিশ্বলোক করিল ভ্রমণ ॥
চক্র সুদর্শন ধায় পশ্চাতে তাহার।
হায় হায় তার বুঝি রক্ষা নাহি আর ॥
শিবলোক ব্রহ্মলোক করিয়া ভ্রমণ।
বিষ্ণুর নিকটে আসি লইল শরণ ॥
মুনির বিপদ্ হেরি বিষ্ণু ভগবান্।
কৃপাবশে করিলেন অভয় প্রদান ॥
দুর্ব্বাসা প্রবর শেষে বিষ্ণুর আজ্ঞায়।
অম্বরীষ নৃপ গৃহে যায় পুনরায় ॥
দুর্ব্বাসা মুনিরে পুনঃ করিয়া দর্শন।
নরপতি পরমান্ন করায় ভোজন ॥

তারপর ব্রত শেষে আনন্দিত মনে।
পারণ করিলা নৃপ নিজপত্নী সনে॥
ভোজন করিয়া মুনি তৃপ্তি-সহকারে।
নৃপতিরে আশীর্ব্বাদ করে বারে বারে॥
শুন রাধা মোর ভক্ত হয় যেই জন।
রক্ষা তারে করে মোর চক্র সুদর্শন॥
আমার ভক্তের সম কেহ নহে আর।
ত্রিভুবন মাঝে তারা সকলের সার॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

ধন্বন্তরির দর্পচূর্ণ ও মনসার বিজয়।

ভগবান্ কহিলেন, শুন রাধা সতি।
ধন্বন্তরি-কথা আমি কহিব সম্প্রতি॥
সমুদ্র-মন্থনকালে মহার্ণব হ'তে।
জ্ঞানবান্ ধন্বন্তরি উঠিল জগতে॥
মন্ত্রতন্ত্র-বিশারদ অতি বিচক্ষণ।
গরুড়ের শিষ্য সেই ধন্বন্তরি হন॥
সহস্র শিষ্যের সহ দেব ধন্বন্তরি।
একদিন কৈলাসেতে যায় ত্বরা করি॥
সহসা পথের মাঝে করিল দর্শন।
ভীষণ তক্ষক নাগ করিছে গমন॥
শৈলতুল্য ভয়ঙ্কর তাহার মুরতি।
দ্রুতবেগে আসিতেছে কোপভরে অতি॥
কুপিত সে তক্ষকেরে করিয়া দর্শন।
উপহাস করে ধন্বন্তরি শিষ্যগণ॥
একজন শিষ্য তারে ধারণ করিয়া।
বিষশূন্য করি ঊর্দ্ধে ফেলিল ছুঁড়িয়া॥
উদ্ধত তক্ষক রহে মৃতের সমান।
ব্যথায় কাতর হ'য়ে যায় বুঝি প্রাণ॥
তক্ষকের দুরবস্থা হেরি সর্পগণ।
বাসুকির সমীপে গিয়া করে নিবেদন॥

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনি বাসুকি তখন।
ক্রোধভরে পঞ্চ সর্পে করিল প্রেরণ॥
পুণ্ডরীক দ্রোণ আর নাগ ধনঞ্জয়।
কর্কট কালিয় আদি সর্প-সমুদয়॥
যেই স্থানে অবস্থান করে ধন্বন্তরি।
সেইখানে ক্রোধভরে যায় ত্বরা করি॥
নাগগণে হেরি সবে ভীত অতিশয়।
চেতন হারায় যত শিষ্য সমুদয়॥
ধন্বন্তরি গুরুদেবে করিয়া স্মরণ।
শিষ্যগণে প্রাণ দান করিল তখন॥
তারপর ধন্বন্তরি মহামন্ত্র-বলে।
মৃতপ্রায় করিলেন যত সর্প দলে॥
দারুণ সঙ্কট বুঝি বাসুকি তখন।
মনসাদেবীরে সেথা করে আবাহন॥
মনসাদেবীরে নাগ কহে ভক্তিভরে।
ত্বরা করি যাও তুমি নাগরক্ষা তরে॥
বাসুকির বাক্য শুনি মনসা তখন।
নাগকুল-রক্ষা তরে করিল গমন॥
যেই স্থানে অবস্থান করে ধন্বন্তরি।
ক্রোধভরে যায় সেথা মনসা ঈশ্বরী॥
মনসার দৃষ্টি মাত্রে যত সর্পগণ।
নিমেষের মাঝে সবে লভিল চেতন॥
ধন্বন্তরি শিষ্য প্রতি মনসা তখন।
ক্রোধে বিষপূর্ণ দৃষ্টি করে নিক্ষেপণ॥
সে দৃষ্টিতে শিষ্যগণ চেতনা হারায়।
মৃতপ্রায় হ'য়ে সবে মাটিতে লুটায়॥
মন্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ ধন্বন্তরি পরে।
শিষ্যগণে বাঁচাইতে বহু চেষ্টা করে॥
তবু তার শিষ্যগণ না পায় চেতন।
মৃতপ্রায় হ'য়ে রয় যত শিষ্যগণ॥
তখন মনসাদেবী হাস্য করি কয়।
মন্ত্রতন্ত্র সব তব ব্যর্থ মহাশয়॥
গরুড়ের শিষ্য তুমি জানি সর্বজন।
আমাদের গুরু হন দেব পঞ্চানন॥

শুন শুন ধন্বন্তরি কহি তব প্রতি।
দেখাও আমারে তব মন্ত্রের শকতি॥
এই কথা বলি তারে ঈশ্বরী মনসা।
সরোবর হ'তে পদ্ম আনিল সহসা॥
তারপর সেই পদ্ম মন্ত্রপূত করি।
নিক্ষেপ করিল যেথা ছিল ধন্বন্তরি॥
জ্বলদগ্নি শিখা সম সেই পদ্ম ফুল।
অবিলম্বে ধন্বন্তরি করিল নির্ম্মূল॥
তখন মনসাদেবী কুপিত অন্তরে।
সর্পেরে নিক্ষেপ করে তাহার উপরে॥
ধন্বন্তরি সেই সর্প করিয়া দর্শন।
ধূলিমুষ্টি দ্বারা ধ্বংস করিল তখন॥
কুপিতা মনসাদেবী শক্তি ল'য়ে করে।
মন্ত্রপূত করি হানে তাহার উপরে॥
ধন্বন্তরি বিষ্ণুশূল লইয়া তখন।
মনসার সেই শক্তি করিল ছেদন॥
ঈশ্বরী মনসাদেবী নাগপাশ ল'য়ে।
হানিল তাহার প্রতি কুপিত হৃদয়ে॥
ধন্বন্তরি নাগপাশ করিয়া দর্শন।
মনে মনে গরুড়েরে করিল স্মরণ॥
গরুড় সহসা সেথা করি আগমন।
চঞ্চু দ্বারা নাগপাশ করিল ভক্ষণ॥
নাগাস্ত্র বিফল হৈল দেখিয়া বিস্ময়।
শিবদত্ত ভস্মমুষ্টি করতলে লয়॥
মন্ত্রপূত করি তাহা করিল ক্ষেপণ।
পক্ষদ্বারা নিবারিল গরুড় তখন॥
নিষ্ফল হইল যবে ভস্মরাশি তার।
শিবশূল হাতে লয় মনসা এবার॥
অব্যর্থ শিবের শূল করিয়া দর্শন।
ব্রহ্মা আর শিব শীঘ্র করে আগমন॥
ব্রহ্মা আর পঞ্চাননে হেরিয়া সেথায়।
মনসা অমনি আসি প্রণমিল পায়॥
ব্রহ্মা আর মহেশ্বরে করিয়া দর্শন।
ভক্তিভরে ধন্বন্তরি করিল স্তবন॥
আশীর্ব্বাদ করি তারে ব্রহ্মা প্রজাপতি।
কহিলা মধুর বাক্য হিতকর অতি॥
সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ তুমি গুণধাম।
মনসা সহিত কেন করিছ সংগ্রাম॥
মনসা শিবের শূল করিলে ক্ষেপণ।
ভস্মীভূত হ'যে যাবে এ তিন ভুবন॥
শুন ধন্বন্তরি তুমি ভক্তি-সহকারে।
মনসার পূজা কর ষোড়শোপচারে॥
যে স্তোত্রে আস্তীক মুনি করিল স্তবন।
সেই স্তবে মনসারে কর আরাধন॥
ব্রহ্মার বচন শুনি মহাদেব কয়।
মনসাদেবীর পূজা কর মহাশয়॥
ব্রহ্মা আর শিব মুখে শুনি এ বচন।
ধন্বন্তরি করে ত্বরা পূজা-আয়োজন॥
ভক্তিভরে পূজা আদি সম্পাদন করি।
কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করে ধন্বন্তরি॥
সিদ্ধিস্বরূপিণী তুমি শঙ্করনন্দিনী।
নাগের ঈশ্বরী তুমি নাগের বাহিনী॥
আস্তীকজননী তুমি কি কহিব আর।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
জরৎকারুপত্নী তুমি চিরতপস্বিনী।
সুখদা বরদা তুমি তপস্যারূপিণী॥
নিত্য তুমি ফলদাত্রী হও তপস্যার।
তোমার চরণে আমি নমি বার বার॥
এইরূপ স্তবস্তুতি করি অবিরাম।
ধন্বন্তরি মনসারে করিল প্রণাম॥
বর দান করি তারে প্রসন্ন বদনে।
প্রস্থান করিল দেবী আপন ভবনে॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অপরূপ অতি।
শ্রবণ করিলে ত্বরা ঘুচিবে দুর্গতি॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।



ভক্তিভবে পূজা আদি সম্পাদন করি।
কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করে ধন্বন্তরি॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

বাধিকাব খেদ।

ভগবান্ কহিলেন শ্রীরাধার প্রতি।
দর্পচূর্ণ কথা তুমি শুনিলে সম্প্রতি॥
চল চল বরাননে বৃন্দাবনে যাই।
অপেক্ষা কবিছে সেথা গোপীবা সবাই॥
বিরহে ব্যাকুল অতি তাহাদের মন।
চল চল তাহাদেব করিব দর্শন॥
কৃষ্ণেব বচনে বাধা মানভরে কয।
পদব্রজে যেতে মোব শক্তি নাহি হয॥
যদি তুমি পার নাথ ল'যে চল মোরে।
চলিতে অক্ষমা আমি যাইব কি ক'বে॥
রাধার বচন শুনি কৃষ্ণ ভগবান্।
সহসা সে স্থান হ'তে কবে অন্তর্দ্ধান॥
কাঁদিতে কাঁদিতে বাধা বৃন্দাবনে যায।
সহচবী গোপীগণে হেরিল সেথায॥
কৃষ্ণের বিরহে সবে করিল ক্রন্দন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কবি কাঁদে গোপাঙ্গনাগণ॥
শ্রীকৃষ্ণেব নিন্দা রাধা করি অতিশয়।
দেহ পরিহার তরে সমুদ্যত হয॥
এমন সময কৃষ্ণ আসিয়া সেথায।
সুমধুব সুবে তাব মুবলী বাজায॥
কৃষ্ণেবে দর্শন করি গোপীদল গিযা।
অবিলম্বে রাধা কাছে আনিল ধবিযা॥
কৃষ্ণেরে পাইযা বাধা কবি আলিঙ্গন।
কামভবে পীতবস্ত্র করিল হরণ॥
অনুলিপ্ত কবে অঙ্গ চন্দনে কুঙ্কুমে।
সাজাইল বিনোদিনী বিবিধ কুসুমে॥
বার বার কৃষ্ণমুখ করি নিরীক্ষণ।
পরম আদরে কবে শ্রীমুখ-চুম্বন॥
কৃষ্ণের সমীপে আসি গোপিনী সকলে।
বিবহেব দুঃখ কত কহে নানা ছলে॥
কেহ কহে রাধানাথ অতীব কপট।
ধরিয়া রাখিব তারে মোদের নিকট॥
কেহ কহে গোবিন্দেরে না করি প্রত্যয।
তার প্রতি দৃষ্টি রাখ সকল সময॥
কেহ কহে কৃষ্ণ অতি দযামাযাহীন।
প্রেমপাশে বদ্ধ করি রাখ নিশিদিন॥
এইরূপ নানাকথা কহি গোপীগণ।
বাসেব মণ্ডলে সবে করিল গমন॥
স্বর্ণপীঠে বসিলেন কৃষ্ণ ভগবান্।
চারিধারে গোপীগণ করে অবস্থান॥
নানা মূর্ত্তি ধবি সেথা শ্রীমধুসূদন।
গোপীগণ সাথে রয ক্রীড়ায মগন॥
বাধিকারে সাথে লযে নিজে ভগবান্।
রতির মন্দির মাঝে করিলা প্রস্থান॥
চম্পকের শয্যা ছিল অতি সুমোহন।
রাধা সহ কৃষ্ণ সেথা করিলা শযন॥
কামশাস্ত্র-বিশারদ কৃষ্ণ বারংবার।
রাধাসহ নানাভাবে করিল শৃঙ্গার॥
সর্ব্ব অঙ্গ পুলকিত হয শ্রীরাধাব।
সুরত-ক্রীড়ায তার তৃপ্তি নাহি আর॥
আলিঙ্গন চুম্বনের নাহিক বিরতি।
আবেশে মূর্চ্ছিত প্রায রাধিকা যুবতী॥
দিবারাত্রি নাহি জ্ঞান তৃপ্তি নাহি আর।
হরি সহ নানাভাবে করিল বিহার॥
কৃষ্ণেব বিভিন্ন মূর্ত্তি গোপীগণ সনে।
সুরতে প্রমত্ত হয আনন্দিত মনে॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তেব কথা অতি সুমধুর।
শ্রবণ করিলে শান্তি লভিবে প্রচুব॥
মধুব কৃষ্ণেব নাম যে করে শ্রবণ।
সর্ব্বপাপ দূবে যায তৃপ্ত হয় মন॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

রাধাকৃষ্ণের বিহার।

কহিলা নারদ মুনি, কৃষ্ণকথা যত শুনি,
তত ইচ্ছা হয় শুনিবারে।
কহ প্রভু নারায়ণ, তৃপ্ত নাহি হয় মন,
কৃষ্ণকথা কহ বারে বারে॥
পূর্ণিমা অতীত যবে, কি করিলা কৃষ্ণ তবে,
কহ প্রভু বিস্তারিয়া মোরে।
যেই কথা শুনি প্রভু, তৃপ্তি নাহি পাই কভু,
সেই কথা কহ কৃপা ক'রে॥
কহিলেন নারায়ণ, শুন শুন তপোধন,
রাসক্রীড়া করি সমাপন।
যত গোপাঙ্গনা সনে, অতীব প্রফুল্ল মনে,
যমুনায় যায় সনাতন॥
স্নিগ্ধ জলে করি স্নান, তৃপ্তি ভরে করি পান,
ভগবান্ প্রফুল্ল হৃদয়ে।
অতি পুলকের ভরে, নানাবিধ ক্রীড়া করে,
যমুনায় গোপীদের ল'য়ে॥
জলক্রীড়া শেষ করি, অনন্তর কৃষ্ণ হরি,
পরিহার করি গোপীগণে।
অতি কামাতুর হ'য়ে, রাধিকারে সাথে ল'য়ে,
যায় ত্বরা ভাণ্ডীরের বনে॥
নির্জ্জন মালতী-বন, ছিল অতি সুমোহন,
সেথা শয্যা করিয়া রচন।
ভগবান্ বারে বারে, মহা তৃপ্তি সহকারে,
রাধাসহ করিলা রমণ॥
রাধাসহ অনন্তর, ভগবান্ রাসেশ্বর,
বাসন্তী কানন মাঝে যায়।
তারপর কুল্লমনে, শ্রীমতী রাধার সনে,
রতিভোগ করিল সেথায়॥
মোহন চন্দন বনে, পদ্মবনে নিরজনে,
চম্পক কাননে সনাতন।
নানাভাবে রাধা সঙ্গে, মাতিলেন রতিরঙ্গে,
কিছুতেই তৃপ্ত নহে মন॥
রাধিকারে ক্রোড়ে করি, প্রেমভরে কৃষ্ণহরি,
করিলেন কবরী-রচন।
রাধার ললাট-দেশে, ভগবান্ অবশেষে,
করিলেন সিন্দূর অর্পণ॥
মালতীর মালা নিয়া, রাধার গলেতে দিয়া,
ভগবান্ হেরে বারংবার।
অঙ্গেতে চন্দন দান, করিলেন ভগবান্,
রাধাদেবী শোভে চমৎকার॥
সনাতন প্রেমভরে, কজ্জল প্রদান করে,
রাধা-নেত্র হয় সমুজ্জ্বল।
অনুরাগে ভগবান্, রত্নহার করে দান,
দান করে রত্নের কুণ্ডল॥
তারপর সমাদরে, অলক্ত প্রদান করে,
রাধা-পায়ে নূপুর পরায়।
এইরূপে নিরজনে, ভগবান্ কুল্ল মনে,
মনসাধে রাধারে সাজায়॥
সহসা গোপিকাগণ, করে সেথা আগমন,
কারো হাতে শোভিছে চন্দন।
কেহ বা কুঙ্কুম করে, আসে পুলকের ভরে,
মালা কেহ করে আনয়ন॥
কেহ বা চামর ল'য়ে, আসে অতি ব্যস্ত হ'য়ে,
কারো হাতে বস্ত্র শোভা পায়।
মৃদুস্বরে মাঝে মাঝে, কারো হাতে বীণা বাজে,
কেহ নাচে কেহ গান গায়॥
গোপাঙ্গনাগণসাথে, শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়ায় মাতে,
আনন্দেতে সকলে মগন।
কভু জলে কভু স্থলে, লইয়া গোপীর দলে,
রাসক্রীড়া করে সনাতন॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র-বর্ণন।

কহিলা নারদ মুনি, হে মুনিসত্তম।
শুনিলাম রাসলীলা অতি মনোরম॥
মথুরা নগরে গিয়া কৃষ্ণ সনাতন।
কি কি কার্য্য করিলেন কহ নারায়ণ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিরাজ।
সংক্ষেপে সমস্ত কথা কহিতেছি আজ॥
শঙ্করের যজ্ঞ কংস করে অনুষ্ঠান।
সেই যজ্ঞে গোবিন্দেরে করিল আহ্বান॥
অক্রূর গোকুলে গিয়া কংসের আদেশে।
কৃষ্ণ বলরাম আনে মথুরা প্রদেশে॥
মথুরা নগরে গিয়া কৃষ্ণ সনাতন।
অনায়াসে কংসরাজে করিলা নিধন॥
সুদুর্ম্মুখ নামে ছিল রজক সেথায়।
নিধন করিয়া কৃষ্ণ উদ্ধারিল তায়॥
চানূর মুষ্টিক নামে ছিল মল্লদ্বয়।
তাদের বিনাশ করে কৃষ্ণ দয়াময়॥
কুবলয়াপীড় নামে গজরাজ ছিল।
দর্পহারী ভগবান্ তারে বিনাশিল॥
কুব্জা সনে গোপীনাথ করিয়া বিহার।
প্রেরণ করিলা তারে গোলোক-মাঝার॥
সুদামা নামেতে এক ছিল মালাকার।
কৃপাবশে হরি তারে করিলা উদ্ধার॥
অবন্তীনগরে গিয়া কৃষ্ণ তারপরে।
গুরু সান্দীপনি কাছে বিদ্যা শিক্ষা করে॥
জরাসন্ধ ছিল সেথা অতি বলবান্।
তারে পরাজিত করে কৃষ্ণ ভগবান্॥
যবন-নৃপেরে কৃষ্ণ করিয়া নিধন।
উগ্রসেনে রাজ্যভার করিলা অর্পণ॥
সমুদ্রের তীরে গিয়া কৃষ্ণ ভগবান্।
মোহন দ্বারকাপুরী করিল নির্ম্মাণ॥
নরপতিগণে শেষে পরাজিত করি।
রুক্মিণী হরণ করে সুকৌশলে হরি॥
কালিন্দী, লক্ষ্মণা, শৈব্যা, মিত্রবিন্দা সতী।
নাগ্নজিতী সত্যা আর সতী জাম্ববতী॥
রূপবতী ছিল এই কন্যা সমুদয়।
তাদের বিবাহ করে কৃষ্ণ দয়াময়॥
নরক অসুরে কৃষ্ণ করিয়া সংহার।
বিবাহ করিল কন্যা ষোড়শ হাজার॥
পুরন্দরে পরাজিত করি সনাতন।
পারিজাত পুষ্প শেষে করিলা হরণ॥
মহেশ্বরে পরাজিত করি কৃষ্ণধন।
বাণ নৃপতির হস্ত করিল ছেদন॥
পৌত্রের উদ্ধার করি কৃষ্ণ তার পরে।
পুনরায় আসিলেন দ্বারকা-নগরে॥
প্রভাসের যজ্ঞে কৃষ্ণ করিয়া গমন।
রাধিকা দেবীরে সেথা করিলা দর্শন॥
শতবর্ষ পরিপূর্ণ হইল যখন।
শ্রীদামের অভিশাপ হইল মোক্ষণ॥
একাদশ বর্ষ ধরি কৃষ্ণ ভগবান্।
শিশুরূপে নন্দগৃহে করে অবস্থান॥
মথুরায় দ্বারকায় শতবর্ষ রয়।
পৃথিবীর ভার হরি হরে সে সময়॥
অভিশাপ কাল পূর্ণ হইল যখন।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবনে করেন গমন॥
রাধানাথ গোপীসনে মিলি পুনর্ব্বার।
চতুর্দ্দশ বর্ষ করে রাসেতে বিহার॥
এইরূপে নানাকীর্ত্তি করি ভগবান্।
অনন্তর গোলোকেতে করিলা প্রস্থান॥
গোপগোপীগণ সহ কৃষ্ণ সনাতন।
যুগে যুগে এইরূপ করে আগমন॥
কৃষ্ণের চরিত-কথা অতি মধুময়।
শ্রবণ করিলে সদা জুড়ায় হৃদয়॥
তৃণ হ'তে ব্রহ্মা আদি হেরিতেছ যত।
সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় অবিরত॥

নিত্য সত্য শুধু সেই কৃষ্ণ দয়াময়।
তাঁহার ভজনা কর সকল সময় ॥
নন্দের নন্দন তিনি পরম-ঈশ্বর।
পরব্রহ্ম স্বেচ্ছাময় অব্যক্ত অক্ষয় ॥
প্রকৃতি-অতীত তিনি হরি পরাৎপর।
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥
স্বতন্ত্র নির্গুণ তিনি নিত্য-নিরঞ্জন।
নিরীহ ও নিরাকার হন সর্ব্বক্ষণ ॥
সেই ভগবানে মন কর সমর্পণ।
একমনে ভজ সেই গোবিন্দ-চরণ ॥
মধুর কৃষ্ণের নাম সকলের সার।
যে জন কৃষ্ণেরে ভজে কি ভয় তাহার ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

● ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

মহাবিষ্ণু প্রভৃতির দর্পচূর্ণ কথন।

নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ।
মধুর শ্রীকৃষ্ণ-লীলা করিনু শ্রবণ ॥
কৃপা করি ভগবন্ কহ এইবারে।
মহাবিষ্ণু-দর্প হরি ভাঙ্গে কি প্রকারে ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন যোগিরাজ।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহিতেছি আজ ॥
মহাবিষ্ণু মনে মনে করে অহঙ্কার।
সমুদয় বিশ্ব রাজে লোমকূপে তার ॥
ভৈরব-রূপেতে সেথা আসিয়া তখন।
অনায়াসে গ্রাস তারে করে সনাতন ॥
মুণ্ড মাত্র অবশিষ্ট রহিল তাহার।
ভগবান্ চূর্ণ তার করে অহঙ্কার ॥
মহাবিষ্ণু ভয়ে ভয়ে হরি ধ্যান করে।
স্তবস্তুতি করে তাঁর শঙ্কিত অন্তরে ॥
এইরূপে দর্প তার বিচূর্ণিত করি।
পরিহার করে তারে সনাতন হরি ॥
ব্রহ্মা-দর্প ভাঙ্গিলেন কৃষ্ণ দয়াময়।
হরি দ্বারা বিষ্ণুগর্ব্ব বিচূর্ণিত হয় ॥
অনন্তদেবের দর্প ভাঙ্গে ভগবান্।
অহঙ্কারী শিবে হরি শিক্ষা করে দান ॥
ধর্ম্মদেব শশধর সূর্য্য ও গরুড়।
সকলের অহঙ্কার হরি করে চূর ॥
অনলের দর্প চূর্ণ করে সনাতন।
দুর্ব্বাসার দর্প চূর্ণ করে কৃষ্ণধন ॥
জয় ও বিজয় নামে ছিল দুই দ্বারী।
তাহাদের দর্প চূর্ণ করেন মুরারি ॥
দৈত্য দ্বারা অহঙ্কার ভাঙ্গে দেবতার।
দেবগণ দ্বারা ভাঙ্গে দৈত্য অহঙ্কার ॥
তব দর্প চূর্ণ করে শ্রীমধুসূদন।
কামদর্প ভাঙ্গিলেন হরি সনাতন ॥
লক্ষ্মণের দর্প চূর্ণ করিলেন হরি।
অর্জ্জুনের দর্প কৃষ্ণ ভাঙ্গে ত্বরা করি ॥
বাণ-নৃপতির দর্প করে হরি দূর।
পরশুরামের দর্প করে কৃষ্ণ চূর ॥
সমুদ্রের অহঙ্কার নাশে ভগবান্।
বরুণেরে ভগবান্ শিক্ষা করে দান ॥
জাহ্নবীর অহঙ্কার হয়েছিল অতি।
তার দর্প নাশ করে ত্রিভুবনপতি ॥
কমলার অহঙ্কার হইল যখন।
বিচূর্ণিত করিলেন শ্রীমধুসূদন ॥
অহঙ্কার যদি হয় কাহারো অন্তরে।
দর্পহারী ভগবান্ চূর্ণ তাহা করে ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

● পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কমলার দর্পচূর্ণ-কথন।

নারদ জিজ্ঞাসে তবে প্রভু নারায়ণে।
কমলার দর্প নাশ হয় কি কারণে ॥

নারায়ণ বলে মুনি শোন দিয়া মন।
দর্পহারী শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব কথন॥
একদিন মহালক্ষ্মী অতি দর্পভরে।
প্রভুর পুরীতে যান প্রবেশের তরে॥
দ্বার রক্ষা করে সেথা দৌবারিকদ্বয়।
কমলারে দেয় বাধা জয় ও বিজয়॥
অভিমানী হ'য়ে লক্ষ্মী স্মরিয়া হরিরে।
ইচ্ছা করে আপনার প্রাণ ত্যজিবারে॥
মনোদুঃখে লক্ষ্মীদেবী করেন ক্রন্দন।
তাহা দেখি ভীত হয় যত দেবগণ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেবেন্দ্র তখন।
সমীরণ, শশধর আর হুতাশন॥
দিবাকর রতিকান্ত দেব ধনেশ্বর।
মুনি ঋষি দানব দেবতা গণেশ্বর॥
কমলার সকাশেতে উপনীত হন।
নানাভাবে কমলারে করেন স্তবন॥
কৃষ্ণ অঙ্গ হ'তে তুমি আবির্ভূতা সতি।
প্রকৃতি ঈশ্বরী তুমি কৃপাময়ী অতি॥
শ্রীহরির অংশ হ'তে পুরুষেরা হয়।
তব অংশজাতা হয় নারী সমুদয়॥
আত্মার স্বরূপ হয় কৃষ্ণ সনাতন।
দেহের স্বরূপা তুমি হও অনুক্ষণ॥
নিত্য সত্য যেইরূপ কৃষ্ণ সনাতন।
সেইরূপ নিত্য সত্য তুমি অনুক্ষণ॥
তুমি দেবী রাসেশ্বরী সিন্ধুর তনয়া।
তুমিই পার্ব্বতী লক্ষ্মী সাবিত্রী অভয়া॥
তুমি বাণী তুমি গঙ্গা তুমিই তুলসী।
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তুমিই প্রেয়সী॥
বিরজা রাধিকা তুমি বৃন্দা পদ্মাবতী।
কুন্দলতা সুশীতলা কদম্ব মালতী॥
ঐশ্বর্য্য প্রসাদ লাভ তব গুণে হয়।
বিপদ্ নাশিয়া করে সৌভাগ্য উদয়॥
এইভাবে স্তব যদি করে দেবগণ।
লক্ষ্মীদেবী ত্যাগ তবে করেন রোদন॥

সম্বোধিয়া দেবগণে বলে অতঃপর।
অপমানে আজি মম দহিছে অন্তর॥
ভৃত্য কাছে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি আমি।
আমারে না রক্ষা করে আপনার স্বামী॥
কি ছার জীবন মোর কি ছার যৌবন।
প্রাণ ত্যজিবারে চাই এই সে কারণ॥
ভৃত্যে আর কলত্রেতে তুল্য জ্ঞান যার।
কিবা কার্য্য দেবগণ সেবাতে তাহার॥
যে নারীর নাহি মান স্বামীর সদনে।
অভাগিনী বলে তারে জানে সর্ব্বজনে॥
পতিপ্রেমসোহাগিনী নহে যেই নারী।
ধিক্ শত ধিক্ ভবে জনম তাহারি॥
ধন পুত্র যৌবনেতে কিবা লাভ তার।
কান্তা যদি নাহি পায় কান্ত অধিকার॥
অশুচি সে সর্ব্ব ধর্ম্ম হয় বিবর্জ্জিতা।
স্বামী সেবাধর্ম্মে নারী যে হয় বঞ্চিতা॥
পতি পূজা বিনা ব্রত পূজা আরাধন।
ধর্ম্ম সত্য পুণ্য আর তীর্থ পর্য্যটন॥
নিরর্থক সে নারীর সর্ব্বনাশ হয়।
সর্ব্ব পুণ্য দাতা স্বামী সর্ব্ব দেবময়॥
এত বলি মহালক্ষ্মী কাঁদিতে লাগিলা।
ব্রহ্মা প্রজাপতি তারে প্রবোধ দানিলা॥
প্রবোধ দানিয়া পরে দেব পদ্মাসন।
দেবগণ সহ চলে যেথা নারায়ণ॥
চারিমুখে স্তব করি দেব নারায়ণে।
শ্রীহরির কাছে থাকে ভক্তিযুত মনে॥
ব্রহ্মার স্তবন শুনি হরি চায় ফিরে।
দেখেন কমলা দেবী ভাসে অশ্রুনীরে॥
প্রবোধ দানিয়া হরি বলেন তখন।
ভৃত্য ও কলত্রবন্ধু সব আত্মজন॥
প্রাণপ্রিয়ে রাধা শোন এ কথা নিশ্চয়।
জয় ও বিজয় দুই তোমার তনয়॥
ক্ষমা কর ইহাদের যত অপরাধ।
আমি পূরাইব তব যত আছে সাধ॥

এত বলি কমলারে বক্ষস্থলে ধরি।
দ্বারপাল দ্বয়ে ডাকি বলেন শ্রীহরি॥
ভয় নাই তোমাদের আমি বর্ত্তমানে।
নির্ভয়ে ফিরিয়া যাও দোঁহে নিজস্থানে॥
তোমরা আমার ভক্ত হও অনুক্ষণ।
তাই তোমাদের আজি করিনু রক্ষণ॥
শুনি শ্রীহরির বাণী দ্বারপাল দ্বয়।
পুলকে অধীর অঙ্গ চোখে অশ্রু বয়॥
ব্রহ্মাদেব সহ তবে অন্য দেবগণ।
পুলকিত চিত্তে করে স্বস্থানে গমন॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

● একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

সংক্ষেপে রামায়ণ-বর্ণন।

নারদ কহিলা প্রভু কৃপা-অবতার।
শুনিনু কৃষ্ণের কথা অতি চমৎকার॥
সেই কৃষ্ণ রাম রূপে কোন্ লীলা করে।
শুনিতে বাসনা অতি আমার অন্তরে॥
রামায়ণ জানিবারে ইচ্ছা বড় হয়।
সংক্ষেপেতে সেই কথা কহ মহাশয়॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
শ্রীরামচন্দ্রের কথা করিব কীর্ত্তন॥
বিধাতার প্রার্থনায় বিষ্ণু সনাতন।
রামরূপে ত্রেতাযুগে করে আগমন॥
দশরথ-গৃহে আসে কৌশল্যা-উদরে।
ভরত জন্মিল আসি কৈকেয়ী-জঠরে॥
সুমিত্রার গর্ভে জন্মে শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
চারি ভাই রূপে গুণে ছিলা অতুলন॥
বিশ্বামিত্র-উপদেশে শ্রীরাম ত্বরায়।
হরধনু ভঙ্গ তরে চলে মিথিলায়॥
পাষাণী রূপেতে ছিল অহল্যা রমণী।
তাহারে উদ্ধার করে রাম রঘুমণি॥
শ্রীরামের পাদস্পর্শে পাইয়া মুকতি।
আশীর্ব্বাদ করে তারে অহল্যা যুবতী॥
ভার্য্যাপ্রাপ্ত হ'য়ে পুনঃ গৌতম প্রবর।
শুভ আশীর্ব্বাদ রামে করিল বিস্তর॥
তারপর মিথিলায় করিয়া গমন।
হরধনু ভঙ্গ করে শ্রীরাম তখন॥
হরধনু ভঙ্গ করি রাম রঘুপতি।
সীতারে বিবাহ করে আনন্দেতে অতি॥
বিবাহ করিয়া রাম ফিরে যবে ঘরে।
পরশুরামের দর্প বিচূর্ণিত করে॥
বিবাহ করিয়া যবে ফিরিলেন রাম।
অযোধ্যায় মহোৎসব চলে অবিরাম॥
পরে রাজা দশরথ সাধ করে মনে।
বসাবেন শ্রীরামেরে রাজ সিংহাসনে॥
সপ্ততীর্থ-জল আসে কলসে কলসে।
পুরবাসীজন সবে মাতিল হরষে॥
মুনিগণ আসি করে কার্য্য অধিবাস।
পুরনারীগণ-মনে কতই উল্লাস॥
এরূপ উৎসব যবে চলে নানা মতে।
কৈকেয়ী আসিয়া কহে রাজা দশরথে॥
দুই বর দিবে মোরে করিলে স্বীকার।
সেই দুই বর আমি চাহি এইবার॥
এক বরে শ্রীরামের বনবাস হবে।
ভরত অপর বরে রাজা হ'য়ে রবে॥
অঙ্গীকার-পাশে বদ্ধ নরপতি ছিল।
নিরুপায় হ'য়ে আজ সেই বর দিল॥
দশরথ অঙ্গীকার করিয়া প্রদান।
পুত্রের বিরহ দুঃখে হল মুহ্যমান॥
পিতার সকাশে রাম করিয়া গমন। '
সত্য ধর্ম্ম রক্ষা তরে বলিল বচন॥
সত্যাপেক্ষা বন্ধু আর কোথাও ত' নাই।
মিথ্যার সমান শত্রু নাহি কোন ঠাঁই॥
স্বধর্ম্ম রক্ষহ পিতা, ধর্ম্মের রক্ষণে।
মঙ্গল, প্রতিষ্ঠা, যশ, মান সর্ব্বস্থানে॥

সত্যের পালনহেতু ধর্ম্ম অনুসারে।
গৃহসুখ পরিত্যাগ বাসনা অন্তরে॥
ইচ্ছাক্রমে হোক্ কিংবা অনিচ্ছাবশত।
সত্যেব শপথ যদি না হয পালিত॥
মরণে অশৌচ তার, কেহ নাহি লয়।
যাবচ্চন্দ্র দিবাকর রহে সে নিরয॥
কুম্ভীপাক নরকেতে অবস্থান করে।
মূক আর কুষ্ঠ হয সপ্তজন্ম ভরে॥
অতএব পিতা তুমি আনন্দ অন্তরে।
সত্যের পালন কর অতি নির্বিবচারে॥
এত বলি দশরথে সান্ত্বনা দানিল।
বনবাসে যাত্রা তবে মানস কবিল॥
তারপর পিতৃসত্য-পালনের তরে।
রাজ্য ছাড়ি রামচন্দ্র চলিল সত্বরে॥
সাথে সাথে চলে তার সীতা ও লক্ষ্মণ।
এইরূপে বনমাঝে চলে তিনজন॥
পুত্রশোকে দশরথ সহিতে না পারে।
রাম বনে গেলে পরে দেহত্যাগ করে॥
জটাবল্কলধারী রাম ও লক্ষ্মণ।
পিতৃসত্য পালনার্থ ভ্রমে বনে বন॥
রাবণের সহোদরা সূর্পণখা ছিল।
একদিন বনমাঝে রামেরে দেখিল॥
রামেবে হেরিযা তার কাম জাগে মনে।
রামচন্দ্রে কহে আসি সহাস্য বদনে॥
শুন রাম গুণধাম গুণের আকর।
অনুরক্তা হইযাছি তোমার উপব॥
তোমার নিকটে তাই কবি আগমন।
বনিতা রূপেতে মোরে করহ গ্রহণ॥
রাক্ষসীব বাক্য শুনি বামচন্দ্র হাসে।
তখন রাক্ষসী গিযা লক্ষ্মণে সম্ভাষে॥
শুনহে লক্ষ্মণ তুমি আমাব বচন।
তব পত্নীরূপে মোরে করহ গ্রহণ॥
লক্ষ্মণ তাহাব বাক্যে হ'যে কুতূহলী।
কহিলেন মন দিযে শোন যাহা বলি॥
মূঢ় তুমি, তাই প্রভু রামেবে ত্যজিযা।
বৃথাই মরিছ তুমি আমারে ভজিযা॥
মোর ভার্য্যা দাসী হয জনক-সুতার।
আমি তার দাস তোমা কি কহিব আর॥
মোর প্রভু রামে যদি করহ ভজন।
প্রভুপত্নী রূপে মোর পাইবে পূজন॥
কামে মুগ্ধ সূর্পণখা ক্ষুব্ধ অতিশয।
কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু তার শুষ্ক হ'যে রয॥
লক্ষ্মণেবে সম্বোধিযা বলে দুর্বিনীতা।
কামার্ত্ত হইযা আমি স্বেচ্ছা-উপনীতা॥
যদি মোরে ত্যাগ কব তোমরা দু'জনে।
নিশ্চিত বিপত্তি কোন ঘটিবে এক্ষণে॥
মোহিনীরে ত্যজি ব্রহ্মা অপূজ্য হইল।
রম্ভা শাপে ছাগমুণ্ড দক্ষ সে লভিল॥
মদালসা শাপে বলি রাজ্যহীন হয়।
ঘৃতাচীর শাপে কামদেব ভস্মময়॥
মোব শাপে কুবের হইল রূপহীন।
হে লক্ষ্মণ, মোর শাপ বড়ই কঠিন॥
রাক্ষসীর বাক্য শুনি লক্ষ্মণ তখন।
কর্ণ আর নাসা তাব কবিল ছেদন॥
রাক্ষসীর ভ্রাতৃদ্বয খর ও দূষণ।
লক্ষ্মণের সাথে আসে কবিবারে রণ॥
লক্ষ্মণ সে ভ্রাতৃদ্বয়ে করিল সংহাব।
তাদের সকল সৈন্য করে ছারখার॥
রাবণের কাছে ত্বরা সূর্পণখা গিযা।
সকল কাহিনী বলে কাঁদিযা কাঁদিযা॥
অনন্তর সূর্পণখা পুষ্করেতে যায।
কঠিন তপস্যা কত করিল সেথায॥
তপস্যায তুষ্ট হ'যে ব্রহ্মা প্রজাপতি।
বর দান করিলেন সূর্পণখা প্রতি॥
ব্রহ্মা কহে, তুমি মোর ববেব প্রভাবে।
জন্মান্তবে ভগবানে পতিরূপে পাবে॥
তারপর সূর্পণখা অগ্নিব ভিতরে।
পরম আনন্দভরে প্রাণত্যাগ করে॥

এইরূপে নিজদেহ করি পরিহার।
কুব্জারূপে জন্ম আসি লয় পুনর্ব্বার॥
এদিকে সকল কথা করিয়া শ্রবণ।
কুপিত হইল অতি রাক্ষস রাবণ॥
গোপনে বনের মাঝে আসি মায়াবলে।
সীতারে হরণ করে অতি সুকৌশলে॥
সীতাশোকে রামচন্দ্র বিষাদে মগন।
দুই ভাই নানাস্থান করে অন্বেষণ॥
সুগ্রীব বানর হ'ল শ্রীরামের মিতা।
সবে মিলি চেষ্টা করে উদ্ধারিতে সীতা॥
বালীরে সংহার করি শ্রীরাম তখন।
সুগ্রীবের হাতে রাজ্য করিলা অর্পণ॥
চতুর্দ্দিকে দূতগণে সুগ্রীব পাঠায়।
কোনোখানে জানকীর সন্ধান না পায়॥
হনুমানে রামচন্দ্র বরদান করি।
তাহার করেতে দেন রতন অঙ্গুরী॥
দক্ষিণদিকেতে যেতে করেন আদেশ।
হনুমান যায় চলি লইয়া সন্দেশ॥
রুদ্রাংশসম্ভূত হনু দক্ষিণেতে যায়।
কত কাল পরে পথে লঙ্কাদ্বীপ পায়॥
অশোক-কানন মধ্যে শোকাক্লিষ্টা সীতা।
নিরাহারা কৃশা অতি রক্ষঃভয়-ভীতা॥
মহালক্ষ্মী মাতৃরূপা দেখিয়া সীতারে।
পবননন্দন হনু প্রণমে তাঁহারে॥
আপনার পরিচয় দিয়া হনুমান্।
রামের অঙ্গুরী করে জানকীরে দান॥
সীতারে কাতরা দেখি পবননন্দন।
তাঁহার চরণ ধরি করিল রোদন॥
রামের কুশল পরে সীতারে দানিল।
তাহে মহালক্ষ্মী সীতা সান্ত্বনা লভিল॥
অবশেষে সিন্ধুপার হ'য়ে হনুমান্।
সীতার সংবাদ রামে করিল প্রদান॥
সমুদ্রে বাঁধিয়া সেতু শ্রীরাম তখন।
সৈন্যসহ লঙ্কাপুরে করিলা গমন॥
সবান্ধবে রাবণেরে করিয়া সংহার।
রামচন্দ্র করিলেন সীতার উদ্ধার॥
অনন্তর রঘুমণি জানকীরে ল'য়ে।
অযোধ্যায় আসিলেন প্রফুল্ল হৃদয়ে॥
পুষ্পকযানেতে চড়ি রাম অতঃপর।
সীতাসহ আসিলেন অযোধ্যা নগর॥
সীতাকে ধরিয়া বক্ষে রঘুর নন্দন।
ক্রীড়াসুখে করে তারা সময় যাপন॥
সপ্তদ্বীপ অধিপতি হন রঘুপতি।
আধিব্যাধিশূন্যা হ'যে সুখী বসুমতী॥
কালক্রমে তাহাদের দুই পুত্র হয়।
কুশীলব নামে খ্যাত বীর অতিশয়॥
ক্রমে ক্রমে তাহাদের পুত্র পৌত্র হ'তে।
সূর্য্যবংশে নৃপগণ জন্মিল জগতে॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি সুধাময়।
শ্রবণ করিলে সদা জুড়ায় হৃদয়॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কংসের দুঃস্বপ্ন দর্শন এবং অক্রূরের আনন্দ।

নারায়ণ কহে শোন বিধির নন্দন।
রামায়ণ কথা আমি করিনু কীর্ত্তন॥
যুগে যুগে কত রূপে কৃষ্ণ লীলা করে।
শুনিলে পুলক জাগে অতীব অন্তরে॥
বৃন্দাবনে কত লীলা করে সনাতন।
সে সব তোমারে আমি করেছি বর্ণন॥
মথুরায় ক্রীড়া করে দেব গদাধর।
কহিতেছি সেই কথা শুন মুনিবর॥
রত্নের শয্যায় কংস করিয়া শয়ন।
অতীব দুঃস্বপ্ন এক করিল দর্শন॥
দুঃস্বপ্নদর্শনে কংস মহাভীত হয়।
উদ্বেগে চিন্তায় সদা কাটায় সময়॥



সবান্ধবে রাবণেরে করিয়া সংহার।
রামচন্দ্র করিলেন সীতার উদ্ধার॥ পৃষ্ঠা—৫৭৬

পাত্রমিত্র পুরোহিত আর বন্ধুজনে।
সভায় ডাকিয়া বলে কাতর বচনে॥
বান্ধব সকল আর পুরোহিত বর।
যে স্বপ্ন দেখিনু কাল বলি অতঃপর॥
পণ্ডিত তোমরা সবে করহ বিচার।
অদ্ভুত এ স্বপ্ন বল কিবা অর্থ তার॥
লোলজিহ্বা কৃষ্ণবর্ণা বৃদ্ধা এক নারী।
নাচিছে নগরমধ্যে অতি ভয়ঙ্করী॥
গলদেশে শোভে মালা সরক্ত চন্দন।
পরিধানে ছিন্নপ্রায় লোহিত বসন॥
অট্টাট্টহাসিনী নারী খর্পরধারিণী।
করদ্বয়ে তীক্ষ্ণ খড়্গ নৃমুণ্ডমালিনী॥
অপরা রমণী এক ছিন্ন নাসা তার।
মুক্তকেশী কৃষ্ণদেহী শূদ্রব্যবহার॥
আলিঙ্গিতে চায় মোরে কৃষ্ণবাসা নারী।
ভয়েতে তাহার পানে চাহিতে না পারি॥
কৃষ্ণবর্ণ পরিপক্ক ছিন্ন তালফল।
নিরন্তর শব্দ করি পড়িছে সকল॥
বিকৃত কুচেলধারী ম্লেচ্ছ রুক্ষকেশ।
ভগ্ন কপর্দ্দক মোরে দানিছে বিশেষ॥
পতিপুত্রবতী এক নারী রোষভরে।
আরক্তনয়নে মোরে অভিশাপ করে॥
পূর্ণকুম্ভ ভাঙ্গে নারী মহারুষ্টা অতি।
বিপ্র এক অভিশাপ দিল মোর প্রতি॥
শাপ দিয়া বিপ্র সেই করে মাল্য দান।
চন্দনচর্চ্চিত মাল্য অতীব অম্লান॥
নগরে অঙ্গার বৃষ্টি হয় বা কখন।
ভস্ম আর রক্ত বৃষ্টি করিনু দর্শন॥
বিকৃত আকার কাক কুকুর বানর।
ভল্লুক শূকর গাধা কাঁদে ভয়ঙ্কর॥
দেখিনু অরুণোদয়ে শুষ্ক কাষ্ঠভার।
কজ্জল কপাল নখ আর যে অঙ্গার॥
সতী এক নারী ক্রোধে হইয়া অধীর।
শাপ দিয়া গৃহ হৈতে হইলা বাহির॥
পরিধানে পীতবস্ত্র চন্দনচর্চ্চিতা।
সিন্দুর শোভিতা সতী রত্নবিভূষিতা॥
পাশহস্ত রুক্ষকেশ ভয়ঙ্কর নর।
প্রবেশ করিতে দেখি আমার নগর॥
মুক্তকেশী নগ্না নারী বিকৃত-আকার।
অট্টহাসি করি নৃত্য করে অনিবার॥
ছিন্ননাসা মহাশূদ্রী অতি ভয়ঙ্করী।
বিধবা যুবতী এক নগ্না দিগম্বরী॥
আমার দেহেতে তৈল করিছে মর্দ্দন।
এইরূপ স্বপ্ন আমি করেছি দর্শন॥
নির্ব্বাণ-অঙ্গারযুক্ত চিতা ভস্মময়।
আমার সম্মুখে দেখি নির্ব্বাপিত রয়॥
নৃত্যগীত মহোৎসব চলে সেই স্থানে।
রক্তবস্ত্রপরিহিত মুক্তকেশীগণে॥
সহাস্যবদনে দেখি নিরন্তর নর।
কেহ রক্ত বমি করে, কেহ নৃত্যপর॥
এককালে চন্দ্র আর সূর্য্যের গ্রহণ।
গগনমণ্ডলে আমি করেছি দর্শন॥
উল্কাপাত, ধূমকেতু, ভূমিকম্প আর।
রাষ্ট্রের বিপ্লব ঝঞ্চা দেখি বারবার॥
ছিন্নস্কন্ধ বৃক্ষরাজি বায়ুতে চূর্ণিত।
পর্ব্বত সকল যেন হতেছে পতিত॥
ঘোররূপী ছিন্নশিরা পুরুষ কখন।
গৃহে গৃহে দেখি যেন করিছে নর্ত্তন॥
উলঙ্গ হইয়া কেহ মুণ্ডমালা করে।
প্রলয়কালেতে যেন নৃত্য সবে করে॥
হাহাকার সর্ব্বক্ষণ শুনেছি শ্রবণে।
এইরূপ স্বপ্ন আমি দেখেছি নয়নে॥
এত বলি কংস তবে হইল বিরত।
বান্ধব সকল দুঃখে হইল বিনত॥
কংস-পুরোহিত ছিল সত্যক সেথায়।
সকল শ্রবণ করি কহিল রাজায়॥
শুন মহারাজ ভয় কর পরিহার।
আমি বিদ্যমানে আছে কি ভয় তোমার॥

ধনুর্ম্মখ নামে যজ্ঞ কর সম্পাদন।
তোমার উপর তুষ্ট হবে পঞ্চানন॥
এই যজ্ঞে শত্রুভীতি বিদূরিত হয়।
ধনুর্ম্মখ যজ্ঞ তুমি কর মহাশয়॥
সত্যকের বাক্য শুনি কংস নরপতি।
শঙ্কিত হইয়া কহে সত্যকের প্রতি॥
শুন মহাশয় মোর বিনাশ-কারণ।
নন্দগৃহে বৃদ্ধি পায নন্দের নন্দন॥
পূতনারে সেই শিশু করিল নিধন।
গোবর্দ্ধন পর্ব্বতেরে করিল ধারণ॥
একমাত্র সেই মোর শত্রু ত্রিভুবনে।
তাহারে বিনাশ বল করিব কেমনে॥
নন্দের নন্দনে আমি হত্যা করি যদি।
ত্রিলোকে পূজিত তবে হব নিরবধি॥
শুন হে সত্যক তুমি করিযা গমন।
কৃষ্ণ বলরামে হেথা কর আনয়ন॥
কংসের বচন শুনি পুরোহিত কয।
অক্রূরে প্রেরণ তুমি কর মহাশয॥
অনন্তর কংসরাজা তাহার কথায়।
অক্রূরের ভবনেতে সংবাদ পাঠায়॥
প্রশান্ত অক্রূর অতি ধর্ম্ম-পরাযণ।
কংসবার্ত্তা পেয়ে তার তুষ্ট হয় মন॥
আনন্দে অক্রূর কহে কি ভাগ্য আমার।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণে হেরিব এবার॥
মোর প্রতি তুষ্ট আজি দেব বিপ্রগণ।
সনাতন পরব্রহ্মে করিব দর্শন॥
নব-ঘন-শ্যাম যিনি কৃষ্ণ সনাতন।
ব্রজধামে গিযা তাঁকে করিব দর্শন॥
কটিদেশে পীতধড়া বিরাজে যাঁহার।
সেই ব্রজরাজে আমি হেরিব এবার॥
শুনিব মুরলীধ্বনি অপরূপ অতি।
ঈশ্বরে হেরিয়া মোর ঘুচিবে দুর্গতি॥
আজি মোর শুভদিন অতি শুভক্ষণ।
স্বচক্ষে ঈশ্বরে আমি করিব দর্শন॥
সুরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর।
অনন্ত ইত্যাদি যাঁরে ভজে নিরন্তর॥
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা।
লক্ষ্মী সরস্বতী যাঁরে করেন বন্দনা॥
পরম ঈশ্বর যিনি মহিমাবতার।
তাঁহাকে স্বচক্ষে আমি হেরিব এবার॥
অক্রূরের সর্ব্ব অঙ্গ হয় পুলকিত।
ভাববশে দেহ তার হয রোমাঞ্চিত॥
ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হয় কলেবর।
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করে নিরন্তর॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা তুলনা-বিহীন।
ভক্তিভরে সেই কথা শুন নিশিদিন॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

অক্রূরের স্বপ্ন-দর্শন-বৃত্তান্ত, তৎকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র এবং গোপী-বিবর-বর্ণন।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
অক্রূর ব্রজেতে যাবে করে আয়োজন॥
মিষ্টান্ন ভোজন শেষে জলপান করি।
সুগন্ধ তাম্বুল খায আহা মরি মরি॥
অনন্তর সুখে তিনি করেন শযন।
রাত্রিতে অক্রূর স্বপ্ন করিলা দর্শন॥
কিশোরীবয়সী শিশু শ্যাম-কলেবর।
বিনোদ মুরলীধ্বনি করে নিরন্তর॥
পরিধানে পীতবাস অতি চমৎকার।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভে তার রত্ন-অলঙ্কার॥
চন্দন-চর্চ্চিত দেহ অতি শোভাময়।
মৃদু মৃদু হাস্য করে সকল সময॥
ময়ূরের পুচ্ছ শোভে মোহন চূড়ায়।
অপরূপ বনমালা শোভিছে গলায॥
স্বপ্নের মাঝারে হেরে অক্রূর আবার।
পুত্রবতী নারী এক কিবা শোভা তার॥

শ্বেতপদ্ম রাজহংস তড়াগ ব্রাহ্মণ।
এ সকল স্বপ্ন মাঝে করিল দর্শন॥
আম্র নিম্ব নারিকেল আদি যত ফল।
অক্রূর স্বপ্নের মাঝে হেরে অবিরল॥
মণি মুক্তা রত্ন মেঘ মাণিক্য উজ্জ্বল।
রজত সবৎসা গাভী পুষ্পমাল্য জল॥
ময়ূর সারস অগ্নি তাম্বুল খঞ্জন।
স্বপ্নমাঝে এই সব করিল দর্শন॥
এইরূপ শুভস্বপ্ন করি নিরীক্ষণ।
অক্রূর হইল অতি আনন্দে মগন॥
প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ত্বরায়।
হরিরে স্মরণ করি ব্রজধামে যায়॥
অক্রূর হেরিল পথে বামদিকে তার।
শব শিবা পূর্ণকুম্ভ শুক্ল পুষ্প আর॥
নকুল চাতকপক্ষী ধান্য সাধ্বী সতী।
দক্ষিণে হেরিল অগ্নি প্রজ্বলিত অতি॥
বৃষভ সবৎসা ধেনু পতাকা ও দধি।
যাত্রাকালে এই সব হেরে নিরবধি॥
মনোহর শঙ্খধ্বনি পায় শুনিবারে।
মধুর কৃষ্ণের নাম শোনে বারে বারে॥
প্রফুল্ল হৃদয়ে দ্রুত চলিল অক্রূর।
শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তায় তার চিত্ত ভরপূর॥
এইরূপে হরিনামে হইয়া মগন।
অক্রূর ব্রজের ধামে করে আগমন॥
বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত নন্দের আলয়।
হেরিয়া অক্রূর হয় মুগ্ধ অতিশয়॥
অক্রূরের আগমনে নন্দ নরপতি।
পাদ্য অর্ঘ্য দান করে ভক্তিভরে অতি॥
অক্রূরের মনোভাব বুঝিয়া তখন।
কৃষ্ণ বলরাম সেথা করে আগমন॥
অক্রূর সম্মুখে হেরি হরিবে তাহার।
সর্ব্ব অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয় বার বার॥
ভক্তিভরে যুক্ত করে অক্রূর তখন।
প্রদক্ষিণ করি তাঁরে করিল স্তবন॥
তুমি প্রভু সনাতন কারণ সবার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
পরমাত্মরূপী তুমি বিশ্বের ঈশ্বর।
প্রকৃতি-অতীত তুমি করুণাসাগর॥
মায়াগুণাতীত তুমি প্রভু সারাৎসার।
তোমার চরণে আমি নমি বার বার॥
গোপীর ঈশ্বর তুমি রাধিকার নাথ।
তোমার চরণে আমি করি প্রণিপাত॥
শ্রীরাধারমণরূপী রাধার আধার।
তব পাদপদ্মে আমি করি নমস্কার॥
বেদের ঈশ্বর তুমি বেদের কারণ।
বেদ-অধিষ্ঠাতৃদেব তুমি অনুক্ষণ॥
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু তুমি বিশ্বনাথ।
তব পাদপদ্মে আমি করি প্রণিপাত॥
এইরূপ হরিস্তব করিয়া তখন।
অক্রূর ভূতলে পড়ি হয় অচেতন॥
চতুর্দ্দিক কৃষ্ণময় হেরিল অক্রূর।
শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে তার চিত্ত ভরপূর॥
ক্ষণেকে অক্রূর তবে জ্ঞান ফিরে পায়।
নানাভাবে নন্দরাজ তুষিল তাহায়॥

● রাধার স্বপ্ন দর্শন ও রাধার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বিদায় গ্রহণ।

সেইদিন জনার্দ্দন আনন্দিত মনে।
ব্রজধামে ক্রীড়া করে গোপীগণ সনে॥
দেবদেব কৃষ্ণধন ল'য়ে ব্রজেশ্বরী।
নানামতে করে ক্রীড়া শয্যার উপরি॥
নিদ্রাগত হন পরে সেই গুণবতী।
উঠিলেন স্বপ্ন হেরি হ'য়ে ভীতা অতি॥
কৃষ্ণের চরণ ধরি কহেন তখন।
কেন দেখি অকস্মাৎ বিপদ্ ঘটন॥
চঞ্চল হতেছে প্রভু আমার হৃদয়।
শিরোপরি বজ্রাঘাত সদা যেন হয়॥

অদৃষ্টে বিপদ্ বুঝি কিছু বা ঘটিবে।
অভাগীর ভাগ্যে হায় না জানি কি হবে॥
অতীব দুঃস্বপ্ন দেখি আমার অন্তর।
কাঁপিতেছে ওহে প্রভু সদা থর থর॥
স্বপনে দেখিনু যেন এক বিপ্রবর।
কর্কশ বচন বলি আমায় বিস্তর॥
ঠেলিয়া ফেলিযা দিল সমুদ্রে সলিলে।
শোকেতে কাতর হ'যে ভাসিনু অকূলে॥
ত্রাহি ত্রাহি বলি ডাকি তোমা ঘনে ঘন।
চারিদিকে শূন্য যেন করি নিরীক্ষণ॥
এক জন মম কাছে করি আগমন।
কহে শুন সুলোচনে আমার বচন॥
চলিলাম আমি প্রিয়ে অন্য দেশান্তরে।
এতেক দুঃস্বপ্ন প্রভু দেখি ঘুম ঘোরে॥
রাধার এতেক বাক্য করিযা শ্রবণ।
কোলে করিলেন তারে দেব কৃষ্ণধন॥
বলিলেন শুন প্রিয়ে আমার বচন।
খণ্ডিবে না কোন কালে ভাগ্যের লিখন॥
আদিমা প্রকৃতি তুমি ওগো রূপবতি।
শ্রীদামের অভিশাপে আসিয়াছ ক্ষিতি॥
তব লাগি বৃন্দাবনে মম আগমন।
শত বর্ষ পরে পুনঃ হইবে মিলন॥
রাধা বলে ওহে প্রভু কি কথা কহিলে।
আমারে ত্যজিযা তুমি যাবে কোন্ স্থলে॥
সমুদ্রে ফেলিযা মোরে করিছ গমন।
স্বপ্ন বুঝি সত্য হবে ওহে প্রাণধন॥
আমারে ছাড়িয প্রভু করিলে গমন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি জেনো ত্যজিব জীবন॥
অপরাধ ক'রে থাকি যদি গো চরণে।
ক্ষমা কর কিঙ্করীরে আপনার গুণে॥
অভিশাপ নহে মিথ্যা জানি তা নিশ্চয়।
শতবর্ষ কি প্রকারে রব দয়াময়॥
এত কহি রাধা সতী মূর্চ্ছাগত হয।
ব্যস্ত হ'য়ে কৃষ্ণ তারে কোলে তুলি লয়॥
মধুর বচনে করে প্রবোধ প্রদান।
তবু নাহি শান্ত হয় রাধার পরাণ॥
নিরুপায় হ'য়ে কৃষ্ণ ব্যাকুল হৃদয়ে।
শয্যায় শয়ন করে রাধিকারে ল'য়ে॥
নিদ্রার আবেশে সতী হইল মগন।
রত্নশয্যাতলে হয ঘুমে অচেতন॥
রাধার মধুর রূপ দরশন করি।
কান্দিয়া কাতর হন গোলোকবিহারী॥
উপায় নাহিক ভাবি দেব কৃষ্ণধন।
রাধার বদনপদ্ম করেন চুম্বন॥
বনপুষ্পে রাধিকারে সাজাতে লাগিল।
আলুথালু কেশরাশি সযত্নে বাঁধিল॥
দেহেতে মাখান যত্নে অগুরু চন্দন।
ললাটে সিন্দুর দেন করিয়া যতন॥
পুনঃ পুনঃ রাধাশোকে করেন ক্রন্দন।
মহানিদ্রাবেশে ধনী আছে অচেতন॥
কান্দিয়া কহেন কৃষ্ণ ওগো প্রিয়তমে।
শত বর্ষ নাহি দেখা হবে তব সনে॥
কিরূপে তোমারে ছাড়ি ধরিব জীবন।
তোমা ছাড়া অন্ধকার হেরি ত্রিভুবন॥
সহসা তথায় আসে যত সুরগণ।
আসিলেন আর যত সিদ্ধ মুনিগণ॥
সকলে বিনযে স্তব করিতে লাগিল।
কহে দেব তোমা হ'তে বিশ্ব সৃষ্টি হৈল॥
নিরাকার নির্ব্বিকার সবার কারণ।
তুমি দেব সনাতন নিত্য নিরঞ্জন॥
ভক্তবৎসল তুমি ওহে দযাময।
তব ইচ্ছাবশে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়॥
পৃথিবীর দুঃখভার করিতে হরণ।
আসিযাছ অবনীতে ওহে জনার্দ্দন॥
কেন তবে শোক কর শ্রীমতীর তরে।
এইরূপে সুরগণ কত স্তব করে॥
মধুর বচনে কহে কমল-আসন।
শীঘ্রগতি শয্যা ছাড়ি উঠহ এখন॥

এখনো রাধিকা ঘুমে অচেতন রয়।
বিলম্বে কার্য্যের ক্ষতি হইবে নিশ্চয়॥
পুনশ্চ রাধিকা সহ হইবে সাক্ষাৎ।
গোলোকে যাইবে ত্বরা গোলোকের নাথ॥
এত বলি সুরগণ করেন গমন।
অকস্মাৎ দৈববাণী হইল তখন॥
অবিলম্বে যাত্রা কর ওহে নিরঞ্জন।
কংস-গৃহে গিয়া কর কংস বিনাশন॥
যাইতে না চাহে কৃষ্ণ কাতর হৃদয়।
চন্দন বনেতে গিয়া উপনীত হয়॥
এদিকেতে নিদ্রাভঙ্গে রাধা রূপবতী।
কৃষ্ণ-অদর্শনে হন সকাতরা অতি॥
চঞ্চল হরিণী সম চতুর্দ্দিকে যায়।
কৃষ্ণের কারণে ধনী কাঁদিয়া বেড়ায়॥
বলে প্রভু কোথা তুমি করিলে গমন।
তোমার বিহনে আমি ত্যজিব জীবন॥
কোথায় লুকায়ে আছ বিনোদবিহারী।
বারেক দর্শন মোরে দাও দয়া করি॥
এইরূপে রাধা সতী ব্যাকুল অন্তরে।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে॥
পাগল সদৃশ বনে করে বিচরণ।
কোথা নাহি পান খুঁজি জীবন রতন॥
মূর্চ্ছাগত হ'য়ে সতী পড়ে ভূমি'পরে।
মৃতা সম রহে পড়ি ঘাসের উপরে॥
সহসা গোপিনীগণ আইল তথায়।
শবতুল্য নেহারিল শ্রীমতী রাধায়॥
কান্দিয়া বলিল সবে কিসের কারণে।
আছ ধনী একাকিনী মৃত্তিকা শয়নে॥
একবার বল কথা ওগো রাধা সতী।
কিহেতু নেহারি তব এহেন দুর্গতি॥
এত বলি কেহ গাত্রে মাথায় চন্দন।
কেহ চোখে মুখে জল করিল সিঞ্চন॥
কেহ কহে রাধা বুঝি ত্যজিল জীবন।
কোথা কৃষ্ণ দয়াময় দেহ দরশন॥

চন্দনের বনে থাকি দেব সনাতন।
আপন নেত্রেতে সব করেন দর্শন॥
থাকিতে না পারি কৃষ্ণ আসি সেই স্থলে।
ব্যস্ত হৈয়া রাধিকারে লন নিজ কোলে॥
কৃষ্ণ পরশনে রাধা লভিল চেতন।
লোচন মেলিয়া হেরে দেব জনার্দ্দন॥
আনন্দ-সলিলে ভাসে রাধিকা সুমতী।
মনে মনে করে বাঞ্ছা কৃষ্ণ সহ রতি॥
জানিতে পারিয়া তাহা দেব সনাতন।
কোলে করি শ্রীমন্দিরে করেন গমন॥
মনসুখে দুইজনে করয়ে বিহার।
দোঁহার হৃদয়ে হয় পুলক সঞ্চার॥
রাধা বলে মোরে বনে রাখি একাকিনী।
স্থানান্তরে গেলে কেন ওহে নীলমণি॥
তোমা বিনা কি উপায়ে রাখিব জীবন।
তুমি গতি তুমি পতি তুমি প্রাণধন॥
পতি বিনা সতী নারী বাঁচিবে কেমনে।
পতি ত্যজি সুখ কভু নাহি পায় মনে॥
এত কহি রাধা সতী করেন ক্রন্দন।
রাধিকার প্রিয়সখী আসিল তখন॥
কৃষ্ণেরে সম্বোধি কহে ওহে গুণময়।
এমন ব্যাভার তব সমুচিত নয়॥
রাধিকার প্রাণ তুমি রাধিকা-রঞ্জন।
কেমনে তাহারে ছাড়ি করিবে গমন॥
তোমা বিনা রাধা সতী রহে মৃতপ্রায়।
হা নাথ হা নাথ বলি ধূলায় লুটায়॥
কি দশা হয়েছে এবে কর নিরীক্ষণ।
অন্তর্য্যামী তুমি দেব নিত্য নিরঞ্জন॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন।
কহিলে যা কথা তুমি সত্য বিলক্ষণ॥
কিন্তু তবু বিধিলিপি খণ্ডিতে না পারি।
নিশ্চয় করম ফল ঘটিবে সুন্দরি॥
কর্ম্মফল রাধিকারে ভুগিতে হইবে।
মম সহ শতবর্ষ বিরহ ঘটিবে॥

শ্রীদামের অভিশাপ ফলিবে এখন।
বিধিলিপি সখি কভু না হয় খণ্ডন॥
তবে এক কথা কহি তোমার গোচরে।
হেরিবে রাধিকা নিত্য স্বপনে আমারে॥
এত কহি অন্তর্হিত হন জনার্দ্দন।
নন্দের আলয়ে ত্বরা করেন গমন॥
মাতা-পিতা-পদ কৃষ্ণ করেন বন্দন।
যশোমতী ননী দিল করিতে ভোজন॥
যশোদা-অঙ্কেতে কৃষ্ণ উঠিয়া বসিল।
গোপগণ আসি ক্রমে একত্র হইল॥
অক্রুর নন্দের গৃহে আনন্দেতে রয়।
কৃষ্ণ লীলাস্থল হেরি পুলক হৃদয়॥
অক্রূরেরে নন্দরাজ জিজ্ঞাসে কুশল।
আমার সমীপে কহ তোমার মঙ্গল॥
কি কারণে ব্রজধামে তব আগমন।
শুনিয়া অক্রুর বলে মধুর বচন॥
মথুরাতে ধনুর্যজ্ঞ করে কংসরায়।
পাঠায়েছে নিমন্ত্রিতে তোমা সবাকায়॥
রাম কৃষ্ণ মোর সঙ্গে করিবে গমন।
তথা গিয়া ধনুর্যজ্ঞ করিবে দর্শন॥
পিতা মাতা দোঁহে কৃষ্ণ করিবে মোচন।
তাহা শুনি নন্দরাজ পুলকে মগন॥
অক্রূরেরে সযতনে করান ভোজন।
ভোজনান্তে পরিতুষ্ট সবাকার মন॥
হেরিতে হেরিতে রাত্রি বিগত হইল।
মথুরার পানে যাত্রা সকলে করিল॥
শ্রীরাধিকা এই বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ভূতলে তখন॥
করাঘাত করি বক্ষে কান্দিতে লাগিল।
বলে বিধি মোর কেন এ দশা ঘটিল॥
রাধার এতেক দশা হেরি গোপীগণ।
আকুল হইয়া সবে করিছে ক্রন্দন॥
রাধা কহে শুন শুন যত সহচরী।
উপায় করহ যাহে নাহি যান হরি॥
এতেক বচন শুনি যত গোপীগণ।
শীঘ্রগতি রথপাশে করিল গমন॥
রথচক্র ধরি কেহ দাঁড়ায়ে রহিল।
কৃষ্ণের অঙ্গের বস্ত্র টানিতে লাগিল॥
দাঁড়াইয়া রহে কেহ রথ আগুলিয়া।
বলে কোথা যাও হরি রাধারে ত্যজিয়া॥
জীবন থাকিতে মোরা যাইতে না দিব।
তব রথচক্রতলে সকলে মরিব॥
শব দেখি শুভযাত্রা করহ সকলে।
এত কহি ভাসে সবে নয়নের জলে॥
তাহা হেরি রথ হ'তে নামে কৃষ্ণধন।
কহেন রাধারে কত প্রবোধ বচন॥
প্রবোধিয়া নানামতে রাধিকা দেবীরে।
উঠিলেন পুনরায় রথের উপরে॥
মথুরা উদ্দেশে কৃষ্ণ করেন গমন।
দুঃখের সাগরে রাধা হৈল নিমগন॥
নন্দ আদি গোপগণ সঙ্গেতে চলিল।
বায়ুবেগে সেই রথ মথুরা ধাইল॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা মধুর-মধুর।
শ্রবণ করিলে সব দুঃখ হয় দূর॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা প্রবেশ, পুরী-দর্শন, রজক-নিগ্রহ ও কুব্জার মুক্তিলাভ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
হরির বিচিত্রলীলা করিব বর্ণন॥
অনন্তর ভগবান্ আনন্দিত মনে।
রথে আরোহিয়া যায় কংসের ভবনে॥
কংসের মথুরাপুরী অতি মনোহর।
চারিধারে মণিরত্ন শোভে নিরন্তর॥

ইন্দ্রনীল মরকত মণি শোভা পায়।
পদ্মরাগ মণি কত শোভিছে সেথায়॥
স্বর্ণের কলস কত শোভে চমৎকার।
রত্নময় স্তম্ভ রাজে পথের মাঝার॥
ভবনে ভবনে শোভে মণির সোপান।
মন্দিরে মন্দিরে কত উড়িছে নিশান॥
শত শত সরোবর স্ফটিকের সম।
মথুরানগরে অতি শোভে মনোরম॥
চারিধারে শোভা পায় পুষ্পের কানন।
চারিবিধ পুষ্প-গন্ধে মুগ্ধ হয় মন॥
চম্পকের বৃক্ষ কত শোভে চারিধারে।
গন্ধে আমোদিত দিক্ হয় বারে বারে॥
কৃষ্ণেরে হেরিতে যত পুরনারীগণ।
সজ্জিতা হইয়া পথে করে আগমন॥
পথের মাঝারে হেরে কৃষ্ণ সনাতন।
জরাতুরা বৃদ্ধা কুব্জা করিছে গমন॥
জীর্ণ শীর্ণ রুক্ষ দেহ বিকৃত আকার।
দণ্ড হাতে চলিতেছে পথের মাঝার॥
স্বর্ণপাত্রে চন্দনাদি করিয়া স্থাপন।
ধীরে ধীরে বৃদ্ধা কুব্জা করিছে গমন॥
সহসা পথের মাঝে হেরি সনাতনে।
প্রণাম করিল তারে ভক্তিযুত মনে॥
তারপর চন্দনাদি ল'যে ভক্তিভরে।
লেপন করিল কুব্জা শ্যাম কলেবরে॥
চন্দন প্রদান করি প্রফুল্ল অন্তরে।
বারংবার ভগবানে প্রদক্ষিণ করে॥
শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিমাত্রে কুব্জা কদাকার।
সহসা ধারণ করে মোহন আকার॥
ভগবান্ কৃপা করি ঘুচান দুর্গতি।
কদাকার কুঁজী হ'ল রূপসী যুবতী॥
সারা অঙ্গে শোভে তার রত্ন-অলঙ্কার।
তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ দেহ হয় তার॥
সিন্দুরের বিন্দু শোভে ললাটের মাঝে।
সুন্দর রত্নের মালা গলায় বিরাজে॥
চরণে নূপুর রাজে অতি সুমধুর।
শোভিছে কিঙ্কিণী আর রত্নের কেয়ূর॥
পরিধানে বহ্নিশুদ্ধ বসন সুন্দর।
বিল্বফলসম হয় ওষ্ঠ ও অধর॥
শরতের চন্দ্রসম বদন তাহার।
বিকচ কমলসম নেত্র চমৎকার॥
মুক্তাসম দন্তরাজি অতি সুদর্শন।
শ্রীফলসদৃশ তার সুবর্ত্তুল স্তন॥
নিতম্ব বিপুল ঊরু রম্ভার সমান।
নাভি সরোবরে যেন ত্রিবলী সোপান॥
রতিকর্ম্মে সুনিপুণা কুব্জা রূপবতী।
কটাক্ষ নিক্ষেপ করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি॥
শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস তারে করিলে প্রদান।
আপন আলযে কুব্জা করিল প্রস্থান॥
আপন ভবনে আসি দেখিল যুবতী।
ভবন হয়েছে তার মনোহর অতি॥
নানাদিকে রত্নদীপ শোভিছে সুন্দর।
রত্নময় দর্পণাদি শোভে মনোহর॥
শত শত দাসদাসী বিরাজে সেথায।
ভবন শোভিত তার রত্নের শয্যায॥
মিষ্টান্ন ভোজন করি যুবতী তখন।
রত্ন-পালঙ্কের 'পরে করিল শয়ন॥
পদসেবা করে তার কিঙ্করীর দল।
চামর ব্যজন কেহ করে অবিরল॥
রত্নের শয্যার 'পরে করিয়া শয়ন।
চিন্তা করে কুব্জা সতী হরির চরণ॥
অন্তরে বাহিরে কুব্জা হেরে কৃষ্ণময়।
কৃষ্ণময় বলি বিশ্ব বোধ তার হয॥
অনন্তর হেরিলেন কৃষ্ণ সনাতন।
রাজপুরে মালাকার করিছে গমন॥
কৃষ্ণেরে দর্শন করি সেই মালাকার।
ভক্তিভরে প্রণিপাত করে বারবার॥
তার হাতে কুসুমের মালা যত ছিল।
সেই মালা সমুদয় কৃষ্ণেরে অর্পিল॥

তুষ্ট হ'যে তার প্রতি কৃষ্ণ ভগবান্।
সেবা-অধিকার তারে করিলা প্রদান ॥
পথ-মাঝে ভগবান্ করিলা দর্শন।
উদ্ধত রজক এক করিছে গমন ॥
বস্ত্ররাশি ল'যে যায় কংসের ভবনে।
তাই তার অতিশয় অহঙ্কার মনে ॥
সম্বোধন করি তারে কৃষ্ণ সনাতন।
বিনীত বচনে কিছু চাহিল বসন ॥
রজক কৃষ্ণের কথা কাণে নাহি লয়।
নিষ্ঠুর বচনে তারে গর্ব্বভরে কয় ॥
গোপীর বল্লভ তুমি মূঢ় অতিশয়।
এ সকল বস্ত্র কভু তব যোগ্য নয় ॥
রাখালবালক তুমি যাও গোচারণে।
রাজযোগ্য বস্ত্র তুমি চাহিছ কেমনে ॥
অরাজক বৃন্দাবনে কর তুমি বাস।
যত গোপকন্যাদের কর সর্ব্বনাশ ॥
লোলুপ লম্পট তুমি দুষ্ট অতিশয়।
কংসের পুরীতে আসি নাহি তব ভয় ॥
আমাদের কংস রাজা অতি বলবান্।
সকল দুষ্টেরে শাস্তি করেন প্রদান ॥
রজকের বাক্যে কৃষ্ণ হাসিয়া তখন।
চপেট আঘাতে তারে করিলা নিধন ॥
সেইক্ষণে স্থূলদেহ পরিহার করি।
রজক গোলোকে যায় রত্নরথে চড়ি ॥
কৃষ্ণপারিষদরূপে হ'য়ে পরিণত।
রজক গোলোকে বাস করে অবিরত ॥
কুবিন্দ নামেতে ছিল বৈষ্ণব প্রধান।
সন্ধ্যাকালে তাঁর গৃহে যান ভগবান্ ॥
গোবিন্দে দর্শন করি কুবিন্দ তখন।
মহানন্দে পূজে তাঁর যুগল চরণ ॥
তার প্রতি তুষ্ট হ'য়ে কৃষ্ণ ভগবান্।
সুদুর্লভ ভক্তি দাস্য করিলা প্রদান ॥
কুব্জানারী নিদ্রা যায় আনন্দিত মনে।
চুপি চুপি হরি আসে তাহার ভবনে ॥
নিদ্রিতা কুব্জার নিদ্রা চুপে ভঙ্গ করি।
ধীরে ধীরে মৃদুভাষে কহিলেন হরি ॥
সুনয়নে, নিদ্রা তুমি কর পরিহার।
মোর সহ রতিভোগ কর এইবার ॥
রাবণ-ভগিনী তুমি সূর্পণখা ছিলে।
কুব্জার রূপেতে পুনঃ শরীর ধরিলে ॥
মোরে তুমি পতিরূপে পাইবার তরে।
তপস্যা করিয়াছিলে বহুবর্ষ ধ'রে ॥
কৃষ্ণরূপে আমি জন্ম করিনু গ্রহণ।
কান্তরূপে মোরে তুমি করহ ভজন ॥
এই কথা কহি তবে কৃষ্ণ সনাতন।
বক্ষেতে ধরিয়া তারে করিল চুম্বন ॥
কৃষ্ণেরে লইয়া ক্রোড়ে কুব্জা রূপবতী।
বদনে চুম্বন করে কামভরে অতি ॥
তারপর কামাতুর কৃষ্ণ সনাতন।
নানাভাবে কুব্জা সহ করিলা রমণ ॥
সর্ব্ব অঙ্গ পুলকিত হয় দু'জনার।
নব সঙ্গমের বশে তৃপ্তি নাহি আর ॥
আলিঙ্গন চুম্বনের নাহিক বিরতি।
আবেশে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল যুবতী ॥
দিবারাত্রি জ্ঞান কিছু না রহিল আর।
নানাভাবে দুইজনে করিল শৃঙ্গার ॥
কামশাস্ত্রে বিশারদ হরি ভগবান্।
যুবতীরে নানাভাবে তৃপ্তি করে দান ॥
বারে বারে বক্ষে তারে করি আকর্ষণ।
সর্ব্ব অঙ্গে নখক্ষত করে সনাতন ॥
অধর দংশন করে অতি কামভরে।
এইরূপে ক্রীড়া করে সারানিশি ধ'রে ॥
মনোহর রথ এক রত্নের নির্ম্মিত।
সহসা প্রভাতকালে হয় উপনীত ॥
নানাবিধ চিত্র শোভে সে রথের মাঝে।
রত্নের কলস কত তাহাতে বিরাজে ॥
সেই রথে আরোহণ করি তারপর।
কুব্জা সতী গোলোকেতে চলিল সত্বর ॥



শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিমাত্র বৃন্দা বরাবরি।
সহসা ধারণ করে মোহন আকার॥

পৃষ্ঠা—৫৮৩

গমন করিয়া কুব্জা গোলোকের ধামে।
গোপিকা হইল সেথা চন্দ্রমুখী নামে॥

● শ্রীকৃষ্ণের ধনুর্যজ্ঞ ভঙ্গ, কুবলয় হস্তী ও মল্ল নিধন।

এদিকে রজনীযোগে কংস নরপতি।
দর্শন করিল স্বপ্ন ভয়াবহ অতি॥
আকাশ হইতে যেন সূর্য্য খ'সে যায।
নভঃ হৈতে চন্দ্র যেন ধূলায় লুটায়॥
বজ্রহস্ত পুরুষেরা বিকৃত-আকার।
বিচরণ করে যেন সম্মুখে তাহার॥
লোলজিহ্বা ছিন্ননাসা বিধবা যুবতী।
অট্ট অট্ট হাসিতেছে ভযঙ্কব অতি॥
কংস নরপতি হেরে স্বপনেতে তার।
গর্দ্দভ মহিষ আদি করিছে চীৎকার॥
কুক্কুর শৃগাল বৃষ কাক গৃধ্রগণ।
তাহাব সম্মুখে আসি করিছে ক্রন্দন॥
ভস্মপুঞ্জ অস্থিরাশি নির্ব্বাণ অঙ্গার।
উল্কা শব শুষ্ক কাষ্ঠ হেবে বাবংবার॥
মৃতের মস্তক লৌহ তৃণ তালফল।
স্বপন মাঝারে কংস হেরে অবিরল॥
দুঃস্বপ্ন হেরিয়া কংস উঠিয়া প্রভাতে।
আত্মীয স্বজনে গিয়া কহিল সভাতে॥
কংসের দুঃস্বপ্ন-কথা করিয়া শ্রবণ।
অমঙ্গল-ভযে পত্নী করিল ক্রন্দন॥
ব্রাহ্মণ ডাকিয়া কংস স্বস্ত্যয়ন কবে।
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে মঙ্গলের তরে॥
কংসের হস্তীর মাঝে প্রধান যে ছিল।
তাহারে আনিয়া শীঘ্র দ্বারেতে রাখিল॥
সভার মাঝারে মঞ্চ করিয়া নির্ম্মাণ।
অস্ত্র ল'য়ে কংস সেথা করে অবস্থান॥
নৃপতির বলবান্ মল্ল সৈন্যগণ।
যুদ্ধসাজে চারিধারে করে বিচরণ॥

অনন্তব ভগবান্ বলরাম সনে।
কংসের পুরীতে আসে আনন্দিত মনে॥
দেখিয়া কংসেব পুরী অতি মনোহর।
কৃষ্ণ বলরাম হয পুলক অন্তর॥
ধনুর্ম্মখ যজ্ঞ কোথা হয অনুষ্ঠান।
সবারে জিজ্ঞাসা করে কৃষ্ণ ভগবান্॥
ধীরে ধীরে যজ্ঞস্থলে গিয়া বনমালী।
শিবের ধনুক দেখে হ'যে কৌতূহলী॥
বিরাট ধনুক বটে গঠন সুন্দর।
গুণ পরাইতে নারে কোন ধনুর্দ্ধর॥
শঙ্কায ধনুর কাছে কেহ নাহি যায।
কৃষ্ণ গিয়া অবহেলে ধরিল তাহায়॥
ধনুর রক্ষকরূপে যে অসুর ছিল।
সনাতন অনাযাসে তাহারে বধিল॥
বাম করে কৃষ্ণ তুলি লয় ধনুখান।
গুণ টঙ্কারিয়া তাহে করে খান খান॥
প্রচণ্ড নিনাদে ধনু যখন ভাঙ্গিল।
মথুরার জনগণ ভযেতে কাঁপিল॥
অতঃপর রাম-কৃষ্ণ অতিশয সুখে।
রাজসভা পানে যায পরম কৌতুকে॥
প্রবেশ দ্বারেতে তারা দেখিল তখন।
কুবলয় হস্তী এক বিরাট দর্শন॥
পথ আগুলিয়া আছে হস্তী কুবলয।
কৃষ্ণ তার মাহুতেরে সম্বোধিয়া কয়॥
যাইব আমরা এবে সভার ভিতর।
হাতী লও সরাইযা এখনি সত্বর॥
মাহুত কৃষ্ণের কথা কানে নাহি লয়।
তদুপরি রোষে তার পূরিল হৃদয॥
লেলাইয়া দেয় হাতী তাহাদেব প্রতি।
শ্রীকৃষ্ণ হাতীর শুঁড় ধরে শীঘ্রগতি॥
তাহার মস্তকে জোরে করি মুষ্ট্যাঘাত।
লুকায হাতীর নীচে কৃষ্ণ অকস্মাৎ॥
কৃষ্ণে না দেখিযা হাতী চারিদিকে চায়।
সহসা গোবিন্দ দেখা দিলেন তাহায॥

খেলার পুতুল সম লেজেতে ধরিয়া।
হাতীরে অনেক দূরে নিলেন টানিয়া॥
একবার ছাড়ি দিয়া ধরে পুনর্ব্বার।
প্রাণের ভয়েতে হাতী করে চীৎকার॥
মাহুত মূর্চ্ছিত হৈয়া ভূতলে পড়িল।
শ্রীহরির পদাঘাতে জীবন ত্যজিল॥
দৃঢ়হস্তে কুবলয়ে ধরি সনাতন।
ভূতলে নিক্ষেপ করে হস্তীরে তখন॥
মহাবেগে কুবলয় ভূতলে পড়িল।
অবিলম্বে প্রাণবায়ু নির্গত হইল॥
মল্লগণ রক্ষা করে কংসের ভবন।
এ দৃশ্য হেরিয়া হয় ক্রোধেতে মগন॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তারা ধাইল সত্বর।
বাঁধিয়া উঠিল সেথা ভীষণ সমর॥
একে একে মল্ল যত হয় আগুয়ান।
হারায় কৃষ্ণের হাতে সকলে পরাণ॥
কূট নামে এক মল্ল হয় অগ্রসর।
বলরাম সনে তার বাধিল সমর॥
মুষ্টির আঘাত তারে হানিয়া হেলায়।
অবিলম্বে যমঘরে পাঠাইল তায়॥
আর এক বীর আসে শল্ল নাম তার।
অতি বলশালী মল্ল বিকট আকার॥
পদাঘাত করে কৃষ্ণ তারে অবহেলে।
মরিল সে শল্ল বীর পড়ি ভূমিতলে॥
তাহার পশ্চাতে বীর আইল তোষল।
সমরেতে দক্ষ অতি শক্তিতে প্রবল॥
দুই পায়ে ধরি তারে কৃষ্ণ সনাতন।
নিক্ষেপ করিল তারে কংসের সদন॥
ইহা দেখি কংসরাজ অতি ভীত হয়।
সিংহাসনে রহে বসি বিষণ্ণ হৃদয়॥
যতেক প্রধান মল্ল মথুরাতে ছিল।
কৃষ্ণ বলরাম হস্তে নিধন হইল॥
দেখিয়া বিষম শিশু ভয়েতে অস্থির।
আর নাহি আগুয়ান হয় কোন বীর॥
কৃষ্ণ বলরাম অতি আনন্দিত মন।
কংসের সভার পানে করিল গমন॥
গজেন্দ্র গতিতে চলে অতি মনোহর।
রতন মঞ্জীরে পদ শোভিছে সুন্দর॥
বালক যুবক বৃদ্ধা কুলবধূগণ।
কৃষ্ণ বলরামে হেরি আনন্দে মগন॥

● কংস বধ, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পিতা মাতার উদ্ধার ও নন্দ বিদায়।

নারায়ণ কহিলেন, ওহে তপোধন।
শ্রীকৃষ্ণের লীলারাশি করহ শ্রবণ॥
শঙ্করের ধনু ভাঙ্গে কৃষ্ণ হরিষেতে।
কুবলয় হস্তী কৃষ্ণ বধেন ত্বরিতে॥
মল্লবীরগণে কৃষ্ণ করিয়া নিধন।
কংসরাজ সভাপানে করেন গমন॥
কংসের সে রাজসভা অতি মনোহর।
হেরি তাহা রাম-কৃষ্ণ প্রফুল্ল অন্তর॥
পারিষদবর্গে সভা অতি সুশোভিত।
ধীরে ধীরে কৃষ্ণ সেথা হয় উপনীত॥
কৃষ্ণেরে সভার মাঝে করিয়া দর্শন।
পাদপদ্ম ধ্যান করে যোগী-ঋষিগণ॥
কৃষ্ণেরে দর্শন করি কামিনীর দল।
সৌন্দর্য্যে মোহিত সবে হয় অবিরল॥
যমরূপে কংস রাজা হেরে সনাতনে।
বৈরিরূপে হেরে তায় যত বন্ধুজনে॥
গুরুজনে প্রণিপাত করি ভগবান্।
সুদর্শন চক্র হাতে কংস কাছে যান॥
বসি কংস নরপতি মঞ্চের মাঝারে।
বিশ্বময় কৃষ্ণমূর্ত্তি হেরে বারে বারে॥
মঞ্চ হ'তে কংসরাজে করি আকর্ষণ।
অনায়াসে ভগবান্ করিল নিধন॥
দিব্য কলেবর ধরি মনোহর অতি।
বৈকুণ্ঠধামেতে যায় কংস নরপতি॥

শরীর হইতে তার দীপ্ত তেজোরাশি।
কৃষ্ণের চরণ মাঝে লীন হয় আসি॥
কংসের নিধনবার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
অন্তঃপুরে কংসরাণী করেন ক্রন্দন॥
কহে বিধি একি দশা অদৃষ্টে ঘটিল।
আমারে ছাড়িয়া নাথ কোথায় চলিল॥
একবার দেহ দেখা ওহে প্রাণধন।
কহ দেখি মোর দশা কি হবে এখন॥
তোমার সমান বীর নাহিক ধরায়।
আজিকে তোমার দেহ ধূলায় লুটায়॥
কেন এই সর্ব্বনাশী যজ্ঞ আরম্ভিলে।
কেন বৃন্দাবন হৈতে কৃষ্ণেরে আনিলে॥
রাজ্যপাট ছাড়ি রাজা চলিলে কোথায়।
আমি যে তোমার রাণী কি হবে উপায়॥
এইরূপে কংসরাণী করেন ক্রন্দন।
অকস্মাৎ কৃষ্ণ সেথা করেন গমন॥
কহিলেন কেন সতী কাঁদ অকারণ।
অবশ্য ঘটিবে যাহা অদৃষ্টে লিখন॥
কর্ম্মফল লভে জীব জানিবে নিশ্চয়।
অতএব কর স্থির আপন হৃদয়॥
সান্ত্বনা বাক্যেতে রাণী প্রবোধ মানিল।
অঞ্চলেতে আঁখিজল তখন মুছিল॥
কংসের শোকেতে যত আত্মীয় স্বজন।
হাহাকার করি সবে কহিল তখন॥
কোথা গেলে নৃপবর মোদের ছাড়িয়া।
দেখা দাও দেখা দাও আবার আসিয়া॥
সুরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর।
অনন্ত ইত্যাদি যাঁরে ভজে নিরন্তর॥
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা।
লক্ষ্মী সরস্বতী যাঁর করেন বন্দনা॥
পরম ঈশ্বর যিনি নিত্য নিরঞ্জন।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হন অনুক্ষণ॥
নিরীহ নির্গুণ যিনি প্রভু পরাৎপর।
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর॥
অক্ষয় অব্যয় যিনি কৃষ্ণ সনাতন।
ভূভার-হরণ তরে আবির্ভূত হন॥
বিনষ্ট করেন যারে কৃষ্ণ স্বেচ্ছাময়।
তাহারে রক্ষিতে কারো সাধ্য নাহি হয়॥
যাহারে করেন রক্ষা সনাতন প্রভু।
তারে সংহারিতে কেহ নাহি পারে কভু॥
কংসের সৎকার করি কৃষ্ণ ভগবান্।
উগ্রসেন-হস্তে রাজ্য করিলা প্রদান॥
শ্রীকৃষ্ণের পিতা মাতা কারাগারে ছিল।
ভগবান্ গিয়া ত্বরা উদ্ধার করিল॥
লৌহের শৃঙ্খল কৃষ্ণ করিয়া ছেদন।
প্রণমি তাঁদের পায়ে করিল স্তবন॥
অবহেলা করে যেই মাতাপিতা প্রতি।
এ জগতে সেই জন অপবিত্র অতি॥
মাতাপিতা সম কেহ নহে পূজনীয়।
মাতাপিতা শ্রেষ্ঠ বন্ধু পরম আত্মীয়॥
দেবতা-স্বরূপ তাঁরা হন সর্ব্বক্ষণ।
এই কথা বলি কৃষ্ণ বন্দিলা চরণ॥
দৈবকী ও বসুদেব অতি স্নেহভরে।
কৃষ্ণ আর বলরামে বসাইল ক্রোড়ে॥
তারপর পায়সান্ন করি আনয়ন।
কৃষ্ণ আর বলরামে করান ভোজন॥
ব্রজধামে কৃষ্ণ বুঝি নাহি যাবে আর।
এই চিন্তা করি নন্দ করে হাহাকার॥
কৃষ্ণের বিচ্ছেদশোকে নন্দ নরপতি।
বিলাপ করিতে থাকে উচ্চৈঃস্বরে অতি॥
শোকার্ত্ত নন্দেরে হেরি কৃষ্ণ সনাতন।
আধ্যাত্মিক কথা বহু কহিলা তখন॥
জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ করিয়া প্রদান।
ধীরে ধীরে কহিলেন কৃষ্ণ ভগবান্॥
শুন তাত, বৃথা শোক কর পরিহার।
কর্ম্ম অনুসারে সব ঘটে অনিবার॥
কর্ম্মের ফলেতে হয় বিচ্ছেদ মিলন।
কর্ম্মফল নিবারিতে নারে কোনজন॥

মোর লাগি বৃথা শোক করিও না আর।
যাও যাও পিতা তুমি ব্রজে এইবার॥
উদ্ধবেরে বৃন্দাবনে করিব প্রেরণ।
তাহার নিকটে সব করিবে শ্রবণ॥
জননী যশোদা দেবী রাধিকা শ্রীমতী।
উদ্ধব তাদের কাছে যাইবে সম্প্রতি॥
তাদের সান্ত্বনা দিবে প্রবোধ বচনে।
শুন তাত, বৃথা শোক করিও না মনে॥
এই কথা কহে যবে কৃষ্ণ সনাতন।
দৈবকী ও বসুদেব করে আগমন॥
উদ্ধব অক্রূর আসে তাহাদের সনে।
আসিলেন বলরাম আনন্দিত মনে॥
বসুদেব নন্দরাজে করি সম্বোধন।
ধীরে ধীরে মৃদুভাষে কহিলা তখন॥
নন্দ নরপতি কর মোহ পরিহার।
আপন ভবনে তুমি যাও এইবার॥
যেমন আমার পুত্র কৃষ্ণ সনাতন।
সেইরূপ কৃষ্ণ হয় তোমার নন্দন॥
মথুরা গোকুল হ'তে বেশী দূর নয়।
কৃষ্ণেরে হেরিবে তুমি সকল সময়॥
দৈবকী কহিল শুন নন্দ নরপতি।
কৃষ্ণশোকে হইয়াছ বিচলিত অতি॥
যেমন মোদের পুত্র কৃষ্ণ সনাতন।
সেইরূপ কৃষ্ণধন তোমার নন্দন॥
একাদশ বর্ষ কৃষ্ণ বলরাম সনে।
সুখে বাস করিয়াছে তোমার ভবনে॥
এত যদি শোকাকুল হয় তব প্রাণ।
কিছুদিন এই স্থানে কর অবস্থান॥
মথুরাতে কিছুকাল রহ কৃষ্ণ সনে।
কৃষ্ণেরে দর্শন কর পরিতৃপ্ত মনে॥
তখন শ্রীকৃষ্ণ হরি উদ্ধবেরে কয়।
অবিলম্বে গোকুলেতে যাও মহাশয়॥
অধীরা আমার শোকে যশোদা রোহিণী।
শোকাতুরা হইয়াছে রাধা বিনোদিনী॥
ব্রজের বালক আর ব্রজাঙ্গনাগণ।
সকলেই হইয়াছে শোকেতে মগন॥
অবিলম্বে তুমি সেথা করিয়া প্রস্থান।
প্রবোধ বচনে কর সান্ত্বনা প্রদান॥
যশোদা নিকটে গিয়া কহিবে সম্প্রতি।
মোদের ভবনে আছে নন্দ নরপতি॥
এই কথা কহি তারে কৃষ্ণ সনাতন।
ভবনের অন্তঃপুরে করিলা গমন॥
সেই রাত্রি মথুরাতে করি অবস্থান।
উদ্ধব প্রভাতে করে ব্রজেতে প্রস্থান॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

ভগবৎ-প্রেরিত উদ্ধবের বৃন্দাবনে গমন এবং তৎকৃত রাধিকার স্তোত্র।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
উদ্ধবেরে কৃষ্ণ ব্রজে করিলা প্রেরণ॥
গণেশে প্রণাম করি উদ্ধব তখন।
অন্য অন্য দেবতারে করিল স্মরণ॥
তারপর মহানন্দে উদ্ধব প্রবর।
কৃষ্ণের আদেশে ব্রজে চলিল সত্বর॥
যাত্রাকালে শুভকর হেরে দ্রব্য যত।
হরিনাম-সংকীর্ত্তন শুনে অবিরত॥
উদ্ধব পথের মাঝে করিল দর্শন।
পুত্রবতী সাধ্বী নারী মাল্য ও দর্পণ॥
জলপূর্ণ কুম্ভ দধি দূর্ব্বাঙ্কুর ফল।
শুক্ল ধান্য কৃষ্ণসার রজত উজ্জ্বল॥
প্রদীপ গজেন্দ্র নৃপ পতাকা চন্দন।
শ্বেতপুষ্প সদ্যোমাংস নকুল কাঞ্চন॥
এইসব পথমাঝে করিয়া দর্শন।
উদ্ধব শ্রীবৃন্দাবনে করে আগমন॥
প্রথমে ভাণ্ডীর বনে আসিয়া ত্বরায়।
অক্ষয় বটের বৃক্ষ দেখিবারে পায়॥

উদ্ধব সেথায় আসি করিল দর্শন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে করিছে ক্রন্দন॥
ব্রজের বালকগণ কাঁদিতেছে সব।
তাদের সান্ত্বনা দান করিল উদ্ধব॥
সুদূর নগর মাঝে প্রবেশ করিয়া।
সুমোহন দৃশ্য হেরে নয়ন ভরিয়া॥
বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত নগর সুন্দর।
নন্দের শিবির শোভে অতি মনোহর॥
চারিদিকে মণিমুক্তা শোভে অনুক্ষণ।
হেরিযা উদ্ধব হয় বিস্ময়ে মগন॥
রত্নের কলস কত শোভে চারিধারে।
মণিময স্তম্ভ কত কে বর্ণিতে পারে॥
উদ্ধবের আগমন বারতা শুনিয়া।
যশোদা রোহিণী সবে আসিল ছুটিযা॥
শোকেতে আকুল হ'যে উদ্ধবেরে কয়।
কৃষ্ণ বলরাম কোথা কহ মহাশয॥
সত্য করি কহ আজি তাহারা কোথায।
তাহাদের অদর্শনে বুক ফেটে যায॥
তাহাদের এই প্রশ্ন করিযা শ্রবণ।
মধুর বচনে কহে উদ্ধব তখন॥
ভয নাই ভয নাই, মথুরা ভবনে।
সকলেই রহিযাছে আনন্দিত মনে॥
কৃষ্ণ বলরাম সহ নন্দ নবপতি।
মথুরা ভবনে আছে আনন্দেতে অতি॥
কিছুদিন অবস্থান কবি মথুরায।
নন্দ নরপতি পুনঃ আসিবে হেথায়॥
মঙ্গলজনক বার্ত্তা কবিযা শ্রবণ।
যশোদা রোহিণী করে ধন বিতরণ॥
সুস্বাদু মিষ্টান্ন বহু আনি তারপরে।
উদ্ধবে প্রদান করে অতি সমাদরে॥
বাজায় মধুর বাদ্য বাদ্যকরগণ।
শত শত ব্রাহ্মণেবা করিল ভোজন॥
যশোদা রোহিণী পরে ভক্তি-সহকারে।
ভবানীর পূজা করে ষোড়শোপচারে॥

কৃষ্ণের কল্যাণ তরে তাহারা তখন।
বিপ্রগণে ধেনু স্বর্ণ করে বিতরণ॥
উদ্ধব সকলে করি সান্ত্বনা প্রদান।
রাসের মণ্ডলে শেষে করিলা প্রস্থান॥
রাসের মণ্ডল শোভে অতি চমৎকার।
চন্দ্রমণ্ডলের সম বর্ত্তুল আকার॥
পট্টসূত্রে শোভা পায রসাল পল্লব।
সৌন্দর্য্য দেখিযা মুগ্ধ হইল উদ্ধব॥
কদলীর স্তম্ভ শোভে রাসের মাঝারে।
দধি লাজ ফল আদি শোভে চারিধারে॥
বিরাজিছে তিন লক্ষ রতির ভবন।
চারিধারে গোপীগণ করে বিচরণ॥
লক্ষ লক্ষ গোপগণ কৃষ্ণ-প্রতীক্ষায়।
ইতস্ততঃ বিচরণ করিছে সেথায॥
চন্দন চম্পক আদি বন অগণন।
উদ্ধব মনের সুখে করিলা ভ্রমণ॥
সকল কানন ক্রমে অতিক্রম করে।
রমণীয় কুঞ্জ এক দেখে তারপরে॥
কোকিলেরা করিতেছে সুমধুর গান।
ভ্রমর-গুঞ্জনে হয বিমোহিত প্রাণ॥
মন্দ মন্দ বহিতেছে মৃদু সমীরণ।
সরোবরে ক্রীড়া করে হংস-হংসীগণ॥
ধীরে ধীরে নানা স্থান করি অতিক্রম।
রাধার আশ্রম সেথা করিল দর্শন॥
কদলীবনের মাঝে অতি নিরালায়।
রাধার ভবন সেথা কিবা শোভা পায॥
আশ্রমের চারিধারে শোভিছে প্রাকার।
পরিখা ও দুর্গ শোভে চতুর্দ্দিকে তার॥
বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত সুন্দর আশ্রম।
চিত্রিত বিবিধ চিত্রে অতি মনোরম॥
মন্দিরেতে শোভে কত রত্নের সোপান।
মন্দির-চূড়ায় কত উড়িছে নিশান॥
রত্নের কলস কত শোভে চারিধারে।
মনোহর সেই দৃশ্য কে বর্ণিতে পারে॥

লক্ষ লক্ষ বলবতী গোপাঙ্গনাগণ।
বেত্র হস্তে চতুর্দ্দিকে করিছে ভ্রমণ॥
কৃষ্ণের মঙ্গল-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
উদ্ধবেরে রাধাপাশে করে আনয়ন॥
উদ্ধব আসিয়া সেথা করিল দর্শন।
কৃষ্ণের বিরহে রাধা করিছে ক্রন্দন॥
শোকাকুলা রাধা সতী কৃষ্ণের বিহনে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মূর্চ্ছা যায় ক্ষণে ক্ষণে॥
অবিশ্রান্ত রোদনেতে বসন তাহার।
রক্তিম আভায় পূর্ণ হয় বারংবার॥
দেহে আভরণ নাহি শীর্ণ কলেবর।
অতিশয় শুষ্ক তার কণ্ঠ ও অধর॥
এইভাবে শ্রীরাধারে করিয়া দর্শন।
উদ্ধব প্রণাম করি করিল স্তবন॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ স্তব করে যাঁর।
বন্দনা করিনু আমি চরণ তাঁহার॥
যাঁর নামে সুপবিত্র হয় ত্রিভুবন।
তাঁহার চরণ আমি করিনু বন্দন॥
শতশৃঙ্গনিবাসিনী তুমি রাধা সতী।
তোমারে প্রণাম করি ভক্তিভরে অতি॥
রাসেতে বিরাজ কর রাসের ঈশ্বরী।
তোমার চরণে আমি প্রণিপাত করি॥
বৃন্দা তুমি বাস কর তীরে বিরজার।
ভক্তিভরে তব পদে করি নমস্কার॥
কৃষ্ণা তুমি বাস সদা কর বৃন্দাবনে।
তোমারে প্রণাম করি ভক্তিযুক্ত মনে॥
কৃষ্ণপ্রিয়া শান্তা তুমি কি কহিব আর।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
তুমি দেবী লক্ষ্মী আর তুমি সরস্বতী।
তোমার চরণে আমি করিনু প্রণতি॥
তুমি পদ্মা আদ্যাশক্তি তুমি নারায়ণী।
মর্ত্ত্যলক্ষ্মী তুমি দেবী বিশ্বের জননী॥
সাবিত্রীস্বরূপা তুমি জানি অনিবার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
বিষ্ণুমায়া তুমি দেবী সম্পদ্রূপিণী।
তোমারে প্রণাম করি রাধা বিনোদিনি॥
বুদ্ধিস্বরূপিণী তুমি জ্ঞানপ্রদায়িনী।
আপনি প্রকৃতি তুমি ত্রিপুরহারিণী॥
দুর্গতিনাশিনী দেবী তুমি দুর্গা সতী।
তোমার চরণে আমি করিনু প্রণতি॥
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী সগুণা সুন্দরী।
তব পাদপদ্মে আমি নমস্কার করি॥
দক্ষকন্যা সতী তুমি উমা তপস্বিনী।
ঈশ্বরী পার্ব্বতী তুমি শৈলের নন্দিনী॥
অপর্ণা ও গৌরী তুমি জানি অনিবার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
তুমি দেবী নিন্দা দয়া তুমি মহেশ্বরী।
তব পাদপদ্মে আমি প্রণিপাত করি॥
তুমি তৃষ্ণা তুমি ক্ষুধা কি কহিব আর।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
স্বাহা তুমি স্বধা তুমি কান্তিস্বরূপিণী।
দয়া তুমি, শ্রদ্ধা তুমি, মুক্তিপ্রদায়িনী॥
তুষ্টি পুষ্টি লজ্জা ধৃতি তুমি ভগবতি।
তোমার চরণে আমি করিনু প্রণতি॥
সকলের মাতৃরূপা হও অবিরাম।
তোমার চরণপদ্মে করিনু প্রণাম॥
উঠ সতি বৃথা শোক কর পরিহার।
কৃপা করি শুন সতি বচন আমার॥
উদ্ধবের কৃত স্তোত্র যে করে পঠন।
হরির মন্দিরে সেই করিবে গমন॥
রোগ শোক দূরে যায় দূর হয় ভয়।
বন্ধুর বিচ্ছেদ আর কভু নাহি হয়॥
পুত্ররত্ন লাভ করে পুত্রহীন জন।
ধনহীন ব্যক্তি সদা লাভ করে ধন॥
পত্নীহীন জন যদি এই স্তোত্র পড়ে।
পত্নী লাভ করিবে সে অতীব সত্বরে॥
মূর্খ যদি এই স্তব পড়ে কদাচন।
পণ্ডিতের অগ্রগণ্য হবে সেই জন॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

● ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

বাধিকা এবং উদ্ধবের কথোপকথন।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
উদ্ধবের মুখে স্তব করিয়া শ্রবণ॥
শোকাকুলা রাধা তারে সম্বোধিয়া কয়।
কি নাম তোমার মোরে কহ মহাশয়॥
কে তোমারে এই স্থানে করিল প্রেরণ।
কোন্ স্থান হ'তে তুমি কর আগমন॥
কৃষ্ণপারিষদ-সম দেখে মনে হয়।
কহ কহ বিস্তারিয়া সকল বিষয়॥
কোথায় রহিল মোর কৃষ্ণ প্রাণধন।
বলরাম কোথা বল রহিল এখন॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বুঝি আসিবে না আর।
হেরিব আবার কবে শ্রীমুখ তাহার॥
রাধিকার এই প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ।
মৃদু ভাষে কহে তারে উদ্ধব তখন॥
উদ্ধব আমার নাম ক্ষত্রিয় নন্দন।
কৃষ্ণবার্ত্তা দিতে হেথা করি আগমন॥
শ্রীহরির পার্শ্বচর আমি অনুক্ষণ।
আমারে প্রেরণ করে কৃষ্ণ সনাতন॥
কৃষ্ণ বলরাম আর নন্দ নরপতি।
মথুরা ভবনে আছে আনন্দেতে অতি॥
উদ্ধবের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে কহে রাধিকা তখন॥
কি আর কহিব আমি দুঃখের কাহিনী।
কৃষ্ণ বিনা কাটে মোর দিবস যামিনী॥
তেমনি যমুনাকূলে মৃদু বায়ু বয়।
কোকিল করিছে গান সকল সময়॥
কেলিকদম্বের মূল রয়েছে তেমনি।
হায় হায় কোথা মোর কৃষ্ণ গুণমণি॥
রত্নের প্রদীপ জ্বলে রাসের মণ্ডলে।
রূপবতী গোপীগণ রয়েছে সকলে॥
ক্রীড়া-সরোবর আর পুষ্পের উদ্যান।
অদ্যাবধি সেইরূপ আছে বিদ্যমান॥
পরিপূর্ণরূপে সব করিছে বিরাজ।
প্রাণের বল্লভ শুধু কৃষ্ণ নাহি আজ॥
কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ রহিলে কোথায়।
এই কথা বলি রাধা পুনঃ মূর্চ্ছা যায়॥
সুস্নিগ্ধ শয্যায় তারে করায়ে শয়ন।
চামর বীজন করে সহচরীগণ॥
চেতনা লভিলা যবে রাধিকা যুবতী।
উদ্ধব মধুর ভাষে কহে তার প্রতি॥
প্রকৃতি-ঈশ্বরী তুমি জানি অনুক্ষণ।
শ্রীদামের শাপে হেথা কর আগমন॥
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে কর অবস্থান।
তব প্রাণাধিক সদা কৃষ্ণ ভগবান্॥
বৃথা শোক সতি তুমি কর পরিহার।
মোর কাছে কৃষ্ণবার্ত্তা শুন এইবার॥
যতদিন কৃষ্ণ নাহি উপবীত লবে।
ততদিন সকলেই মথুরাতে রবে॥
শুভকার্য্য সমাধান হইবে যখন।
গোকুলে আবার সবে আসিবে তখন॥
নন্দরাজ কৃষ্ণ আর বলরাম সনে।
আসিবে ব্রজেতে পুনঃ আনন্দিত মনে॥
সেথায় শ্রীযশোদারে করিয়া প্রণাম।
বৃন্দাবনে আসিবেন কৃষ্ণ গুণধাম॥
অচিরে কৃষ্ণের মুখ হেরিবে আবার।
নিদারুণ শোক দেবি কর পরিহার॥
রমণীয় বস্ত্র তুমি কর পরিধান।
চরণ-যুগলে কর অলক্তক দান॥
সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু করহ রচন।
গাত্রে বিলেপন কর কস্তুরী চন্দন॥
মালতীর মাল্য গলে কর পরিধান।
শোক পরিহরি সতি কর গাত্রোত্থান॥
রত্নসিংহাসনে তুমি বসিয়া এখন।
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মন কর সমর্পণ॥

মলিন এ শয্যা তুমি করি পরিহার।
শয়ন করহ সতি পালঙ্কে তোমার॥
বীজন করিবে তোমা সহচরীগণ।
সেবন করিবে তব যুগল চরণ॥
উদ্ধব সকল কথা রাধারে জানায়।
ভক্তিভরে প্রণিপাত করে রাধিকায়॥
উদ্ধবের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
শোক পরিহার করে রাধিকা তখন॥
বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত অতি রমণীয়।
উদ্ধবেরে দান করে রত্ন-অঙ্গুরীয়॥
তারপর উদ্ধবেরে রাধিকা যুবতী।
কুণ্ডল করিল দান ফুল্লমনে অতি॥
বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র আর রত্নময় যান।
উদ্ধবেরে রাধা দেবী করিল প্রদান॥
তারপর ক্রীড়াপদ্ম আনিয়া সেথায়।
সন্তুষ্ট হইয়া রাধা দান করে তায়॥
মণি মুক্তা হীরা হার রত্নের দর্পণ।
জপমালা আদি তারে করিল অর্পণ॥
সুমিষ্ট পিষ্টক আদি আনি সযতনে।
ভোজন করায় তারে পরিতুষ্ট মনে॥
তারপর রাধা সতী প্রফুল্ল অন্তরে।
উদ্ধবেরে বহুবিধ বর দান করে॥
তুষ্টমনে উদ্ধবেরে বর দান করি।
বেশভূষা করিলেন রাধিকা ঈশ্বরী॥
মনোহর রত্নমাল্য পরে গলে তার।
পরিধান করে বস্ত্র অতি চমৎকার॥
ললাটে সিন্দুরবিন্দু করিল রচন।
অঙ্গেতে লেপন করে সুগন্ধি চন্দন॥
এইরূপে মনোহর সাজসজ্জা ক'রে।
বসিল রাধিকা দেবী সিংহাসন 'পরে॥
রাধারে ঘিরিয়া যত সহচরীগণ।
প্রফুল্ল মনেতে করে চামর বীজন॥
হাস্য মুখে তার পর রাধিকা শ্রীমতী।
মধুর বচনে কহে উদ্ধবের প্রতি॥
উদ্ধব আমারে তুমি কহ সত্য করি।
বৃন্দাবনে কবে পুনঃ আসিবেন হরি॥
মোর কাছে কপটতা কর পরিহার।
কবে আসিবেন কৃষ্ণ কহ এইবার॥
ভয়ের কারণ নাহি আমার নিকটে।
সত্য কথা তুমি মোরে কহ অকপটে॥
সত্য সম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই ত্রিভুবনে।
সত্য কথা কহ মোরে ভয়শূন্য মনে॥
রাধিকার এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মৃদু মৃদু হাস্যে কহে উদ্ধব তখন॥
সত্য কথা কহিতেছি তোমারে সুন্দরি।
পুনরায় বৃন্দাবনে আসিবেন হরি॥
হেরিবে আবার তুমি হরির বদন।
মোরে অবিশ্বাস কর কিসের কারণ॥
মথুরাপুরীতে আমি যাইয়া ত্বরায়।
তোমার হরিরে শীঘ্র পাঠাব হেথায়॥
এক্ষণে আমারে কর বিদায় প্রদান।
মথুরাপুরীতে আমি করিব প্রস্থান॥
মথুরায় গিয়া আমি হরির নিকটে।
কহিব তোমার কথা সবি অকপটে॥
উদ্ধবের বাক্য শুনি রাধা সতী কয়।
মথুরাপুরীতে তুমি যাও মহাশয়॥
হরির নিকটে তুমি করিয়া গমন।
আমার সকল কথা কর নিবেদন॥
বিরহের ব্যথা আর সহিতে না পারি।
হরির নিকটে গিয়ে কহ ত্বরা করি॥
হে উদ্ধব তুমি মোর পুত্রের সমান।
হরিরে বারতা মম করহ প্রদান॥
কৃষ্ণ বিনা অন্ধকার হেরি চারিধার।
দিবা রাত্রি কিছু জ্ঞান নাহি যে আমার॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি হেরি কৃষ্ণময়।
মুরলীর স্বর শুনি সকল সময়॥
হরিরে ভর্ৎসনা আমি করিয়াছি কত।
সেই কথা মনে মোর জাগিছে সতত॥

পরম ঈশ্বর যিনি জগতের স্বামী।
মাযাবলে তাঁরে কভু জানি নাই আমি॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ যাঁর ধ্যান করে।
ভর্ৎসনা করেছি তাঁরে কুপিত অন্তরে॥
কোনো কাজে মন আর নাহিক আমার।
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করি অনিবার॥
আবার আসিবে কবে মোর কৃষ্ণধন।
আবার শ্রীমুখ কবে করিব দর্শন॥
তাঁহার সহিত কবে মিলিব আবার।
আবার সৌভাগ্য কবে ফিরিবে আমার॥
নির্জ্জন যমুনা-কূলে চন্দন কাননে।
আবার মিলিব কবে শ্রীহরির সনে॥
মালতী কেতকী বনে ক্রীড়া-সরোবরে।
আবার মিলিব কবে পুলকের ভরে॥
কোথায় মাধবী রাত্রি কোথা কৃষ্ণধন।
প্রাণকান্তে কবে পুনঃ করিব দর্শন॥
বলিতে বলিতে সতী অতি শোকভরে।
মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ে ভূমির উপরে॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

● সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

উদ্ধবের প্রতি রাধিকা-সখীর উক্তি এবং কলাবতীর উপাখ্যান কথন।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
রাধিকার এই ভাব করিয়া দর্শন॥
বিস্ময়েতে অভিভূত হইল উদ্ধব।
তার পর ভক্তিভরে করে তাঁর স্তব॥
কৃষ্ণকণ্ঠহেমমণি করুণারূপিণী।
চরণে প্রণাম করি ভুবনমোহিনি॥
উঠ উঠ প্রেমময়ি করি নিবেদন।
আবার কৃষ্ণেরে তুমি করিবে দর্শন॥
তোমার চরণ-স্পর্শে পবিত্র ভুবন।
তব তরে পুণ্যবতী হয় গোপীগণ॥
তব নাম গান করে যত ভক্তগণ।
বেদ আদি তব কীর্ত্তি ঘোষে অনুক্ষণ॥
মহাভাবস্বরূপিণী আনন্দদায়িনী।
সন্তাপহারিণী তুমি পবিত্রকারিণী॥
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা তুমি জানি অনুক্ষণ।
এক আত্মা দেহভেদ লীলার কারণ॥
রাধারে উদ্দেশ করি গোপী একজন।
ধীরে ধীরে সম্ভাষিয়া কহিল তখন॥
শুন সখি রাধা সতি আমার বচন।
বৃথা কেন গোবিন্দেরে করিছ স্মরণ॥
তব কৃষ্ণ নহে কভু রাজার তনয।
গোপবেশধারী গোপ শিশু মাত্র হয॥
তার তরে কেন কর আত্মারে নিগ্রহ।
নন্দপুত্র তরে কেন সহিছ বিরহ॥
মালতী কহিল তাবে, শুন রাধা সতি।
হেরিতেছি দেবী তুমি লজ্জাহীনা অতি॥
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ জীবনে তোমার।
মর্য্যাদা করিলে নষ্ট যুবতী সবার॥
নয়নের জল তুমি কর সংবরণ।
মনোভাব কেন বৃথা করিছ গোপন॥
কৃষ্ণ তব মিত্র নহে, শুন রাধা সতী।
কৃষ্ণের লাগিয়া তব এহেন দুর্গতি॥
কুলের বাহির তোমা করি সনাতন।
এখন কোথায় বল করিল গমন॥
সেই শক্র গোবিন্দেরে করি পরিহার।
আপনারে রক্ষা তুমি কর এইবার॥
অনন্তর রাধিকারে কহে পদ্মাবতী।
আমার বচন শুন রাধিকা শ্রীমতী॥
খলপ্রীতি জলরেখা অশনি-স্পন্দন।
বেশী ক্ষণ স্থায়ী নাহি হয কদাচন॥
কপট কুটিল অতি নন্দের নন্দন।
কেন বৃথা তারে তুমি করিছ স্মরণ॥
যেই কৃষ্ণ করে তোমা কুলের বাহির।
তার তরে কেন তুমি হইলে অস্থির॥

মথুরায় আছে তব কৃষ্ণ ভগবান্।
গোকুল-মাঝারে তুমি কর অবস্থান॥
তার তরে প্রাণ যদি কর পরিহার।
তোমার গোবিন্দ তবু না আসিবে আর॥
পদ্মাবতী এই কথা কহিল যখন।
চন্দ্রমুখী ক্রোধে তারে কহিল তখন॥
সুখ দুঃখ শুভাশুভ কর্ম্মফলে হয়।
কর্ম্মফল ভোগ করে জীব-সমুদয়॥
প্রকৃতি হইতে ভিন্না রাধিকা যুবতী।
ভাগ্যগুণে শ্রীকৃষ্ণেরে লভিয়াছে সতী॥
বিরহেতে ব্যাকুলিত রাধিকার মন।
দিবারাত্রি অতিদুঃখে করিছে যাপন॥
রাধিকার মনে সদা কৃষ্ণস্মৃতি জাগে।
মনোহর বেশভূষা অগ্নিসম লাগে॥
চন্দন-বিলেপ লাগে ঘৃতাহুতি-সম।
সুগন্ধি সমীর নাহি লাগে মনোরম॥
ক্ষুধা নাই তৃষ্ণা নাই বিষাদিত মন।
শ্বাস বায়ুদ্বারে করে জীবন ধারণ॥
অতিশয় মূঢ়া তুমি সখি পদ্মাবতি।
শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা কেন করিছ সম্প্রতি॥
রাধার সাক্ষাতে কর কৃষ্ণের নিন্দন।
তোমাসম বুদ্ধিহীনা আছে কোন্ জন॥
কৃষ্ণের প্রশংসা তুমি কর পদ্মাবতি।
চেতন লভিবে তবে রাধিকা-যুবতী॥
চন্দ্রমুখী-মুখে শুনি এহেন বচন।
ধীরে ধীরে শশিকলা কহিলা তখন॥
শ্রীকৃষ্ণ পরম আত্মা পরম ঈশ্বর।
ব্রহ্মা আদি ধ্যান তাঁর করে নিরন্তর॥
তাঁর ধ্যান করে সদা বেদ-চতুষ্টয়।
পাদপদ্ম ধ্যান করে সাধু-সমুদয়॥
ত্রিভুবনে কেহ যাঁর দিতে নারে সীমা।
কেমনে আমরা তাঁর বুঝিব মহিমা॥
সরস্বতী দুর্গা আদি জানিতে না পারে।
কেমন করিয়া মোরা বুঝিব তাঁহারে॥
সর্ব্বাত্মা নির্গুণ তিনি কৃষ্ণ সনাতন।
ভূভার-হরণ তরে করে আগমন॥
কোটি কন্দর্পের সম লাবণ্য তাঁহার।
কেমনে বুঝিব মোরা মহিমা তাঁহার॥
সংসার-বিরাগী ভোলা শিব পঞ্চানন।
যাঁহার মহিমা গান করে অনুক্ষণ॥
ত্রৈলোক্যের অধিপতি যিনি সারাৎসার।
মহিমা কেমনে মোরা বুঝিব তাঁহার॥
যাঁর সেবা করি ব্রহ্মা লভিল মুকতি।
তাঁহারে বর্ণিতে কারো নাহিক শকতি॥
কহিলা সুশীলা সখী বিনীত বচনে।
আমার বচন তুমি শুন বরাননে॥
শত শত কাম যদি এক সাথে হয়।
শ্রীকৃষ্ণের তুল্য তবু কভু তারা নয়॥
কৃষ্ণের রূপের কাছে তুচ্ছ শশধর।
জীবের জীবন কৃষ্ণ বিশ্বের ঈশ্বর॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিব আর মুনি মনুগণ।
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করে অনুক্ষণ॥
অক্ষয় যাঁহার স্তবে বেদ চতুষ্টয়।
যাঁর স্তবে সরস্বতী ভীতা অতিশয়॥
ব্রহ্মা আদি স্তব যাঁর করিতে না পারে।
পদ্মাবতী বৃথা নিন্দা করিছে তাঁহারে॥
ধিক্ ধিক্ পদ্মাবতী, তোমার জীবন।
শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা কেন কর অকারণ॥
পরম ঈশ্বর যিনি কৃষ্ণ সনাতন।
কি সাহসে তুমি তাঁর করিছ নিন্দন॥
একবার যাঁর নাম করিলে স্মরণ।
কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ করে পলায়ন॥
শুভকর পুণ্যপ্রদ যেই কৃষ্ণনাম।
সেই নামে নিন্দা কেন কর অবিরাম॥
রত্নমালা অনন্তর মৃদুভাষে কয়।
শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করা কর্ত্তব্য না হয়॥
বামহস্তে গোবর্দ্ধন যে করে ধারণ।
ত্রিভুবনে তাঁর সম আছে কোন্ জন॥

লক্ষ লক্ষ দৈত্য যেই করিল সংহার।
বরাহের রূপে করে পৃথিবী উদ্ধার॥
তাঁহার সমান বীর কোন্ জন আছে।
কৃষ্ণনিন্দা কর কেন রাধিকার কাছে॥
পারিজাতা সখী কহে, শুন পদ্মাবতি।
শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করা হীন কার্য্য অতি॥
ত্রৈলোক্যের অধিপতি কৃষ্ণ সনাতন।
বৃথা কেন তাঁরে তুমি করিছ নিন্দন॥
সকলের বাক্য শুনি সখী পদ্মাবতী।
ধীরে ধীরে কহে শেষে উদ্ধবের প্রতি॥
মোর কথা গোপীগণ বুঝিতে না পারে।
তাই মোরে তিরস্কার করে বারে বারে॥
আমার বচন তুমি শুন হে উদ্ধব।
তোমার নিকটে আমি কহিতেছি সব॥
স্বেচ্ছাময় ভগবান্ কৃষ্ণ সনাতন।
শিশু-বেশে ভূতলেতে করে আগমন॥
যাঁহারে বর্ণিতে নারে বেদ চতুষ্টয়।
যাঁর তত্ত্ব নাহি জানে দেব সমুদয়॥
আমি তুচ্ছ গোপকন্যা মূঢ়া অতিশয়।
কেমনে জানিব আমি তাঁহার বিষয়॥
মোর কথা বুঝিতে না পারে গোপীগণ।
তাই তারা তিরস্কার করিছে এমন॥
পরম ঈশ্বর যিনি অনির্ব্বচনীয়।
নিত্য সত্য ভগবান্ যিনি অদ্বিতীয়॥
যাঁর পাদপদ্ম সেবে পদ্মা অনিবার।
প্রকৃতি ঈশ্বরী রাজে দক্ষিণে যাঁহার॥
যাঁর স্তবে অসমর্থা দেবী সরস্বতী।
কেমনে জানিব তাঁরে আমি মূঢ়মতি॥
বেদ-চতুষ্টয় যাঁরে বর্ণিতে না পারে।
কেমন করিয়া আমি বুঝিব তাঁহারে॥
কৃষ্ণের মহিমা কথা করিয়া শ্রবণ।
উদ্ধব ভাবের বশে হয় অচেতন॥
চেতন লভিয়া পরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
বিহ্বল হইয়া সবে কহে সম্বোধিয়া॥

আমার বচন শুন গোপাঙ্গনাগণ।
দ্বীপ-মাঝে জম্বু দ্বীপ অতি সুমোহন॥
সেই দ্বীপে বিদ্যমান ভারত সুন্দর।
অতি পুণ্যপ্রদ স্থান অতি মনোহর॥
ভারতের সমুদয় রমণীর মাঝে।
পুণ্যবতী মাননীয়া গোপিকারা রাজে॥
গোপীদের পদধূলি করিয়া স্পর্শন।
এ ভারত সুপবিত্র হয় অনুক্ষণ॥
গোলোকবাসিনী রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া।
গোপিকার রূপে জন্মে ভারতে আসিয়া॥
শ্রীদামের অভিশাপে রাধা বিনোদিনী।
বৃষভানুসুতা রূপে অবতীর্ণা তিনি॥
সেই রাধিকারে নিত্য করিয়া দর্শন।
পুণ্যবতী অতিশয় গোপাঙ্গনাগণ॥
মহেশ্বর রাধাদেবী গোপগোপীগণ।
প্রকৃত কৃষ্ণের ভক্ত হয় অনুক্ষণ॥
আর আমি কভু নাহি যাব মথুরায়।
গোপীদের দাস হ'য়ে রহিব হেথায়॥
গোপীদের কৃষ্ণনাম করিব শ্রবণ।
মহানন্দে হরিনাম করিব কীর্ত্তন॥
গোপীদের সম আর ভক্ত কেহ নাই।
এই গোপীদের কাছে রহিব সদাই॥
উদ্ধবের কথা শুনি কলাবতী কয়।
আমার বচন তুমি শুন মহাশয়॥
মেনকা আমি ও ধন্যা এ তিন ভগিনী।
পিতৃ সবাকার মোরা মানস-নন্দিনী॥
জনকের পত্নী ধন্যা সীতার জননী।
মেনকা দুর্গার মাতা শৈলেন্দ্ররমণী॥
বৃষভানুপত্নী আমি, জননী রাধার।
অযোনিসম্ভবা মোরা হই অনিবার॥
শ্রীদামের অভিশাপে রাধা বিনোদিনী।
বৃষভানু-গৃহে হয় আমার নন্দিনী॥
সনৎকুমার-শাপে মোরা তিনজন।
মানবীর রূপে হেথা করি আগমন॥

রমণীয় শ্বেত দ্বীপ ক্ষীরোদ সাগরে।
ভগবান্ বিষ্ণু সেথা সদা বাস করে॥
একদিন বিষ্ণুদেবে করিতে দর্শন।
সেই শ্বেত দ্বীপে যাই মোরা তিনজন॥
বিষ্ণুরে দর্শন করি সেই শ্বেত দ্বীপে।
উপবিষ্টা রহিলাম তাঁহার সমীপে॥
সনৎকুমার সেথা এমন সময়।
আমাদেরে সম্মুখেতে উপনীত হয়॥
তাঁহারে দর্শন কবি মোরা তিনজন।
উঠিযা সম্মান নাহি করি প্রদর্শন॥
সনৎকুমার তাই কুপিত অন্তরে।
আমাদের সম্বোধিয়া শাপ দান করে॥
অহঙ্কারে মত্ত তোরা হইলি যেমন।
মানবীর রূপ তোরা করিবি ধারণ॥
অভিশাপ শুনি মোরা ভয়ে তিনজন।
ক্ষমা ভিক্ষা করিলাম ধরিয়া চরণ॥
তাহাতে সন্তুষ্ট হ’যে দ্বিজেন্দ্র তখন।
আমাদেরে সম্বোধিযা কহিলা বচন॥
মেনকা সবার জ্যেষ্ঠা তারে ডাকি কয়।
শ্রীবিষ্ণুর অংশজাত শৈল হিমালয়॥
তাহার পত্নীর রূপে তুমি জন্ম লবে।
পার্ব্বতী ঈশ্বরী তব জ্যেষ্ঠা কন্যা হবে॥
ধন্যারে ডাকিয়া কহে সনৎকুমার।
ধর্ম্মপত্নী হবে তুমি জনক রাজার॥
অযোনিসম্ভবা সীতা ভুবনমোহিনী।
জনকের ঘরে হবে তোমার নন্দিনী॥
তারপর মোরে কহে, শুন কলাবতি।
বৃষভানুপত্নীরূপে জন্ম লবে সতি॥
দ্বাপরে শ্রীদাম-শাপে রাধা বিনোদিনী।
অবতীর্ণা হ’য়ে হবে তোমার নন্দিনী॥
ভূভার-হরণ তরে কৃষ্ণ সনাতন।
পুণ্যক্ষেত্র ভারতেতে করিবে গমন॥
তুমি আর বৃষভানু রাধিকার সনে।
আসিবে আবার ফিরে গোলোক ভবনে॥
ধন্যাও সীতার সহ স্বর্গধামে যাবে।
মেনকা পার্ব্বতী সহ পুনঃ মুক্তি পাবে॥
শ্রীকৃষ্ণ পরম আত্মা পরম ঈশ্বর।
প্রকৃতি হইতে তিনি ভিন্ন নিরন্তর॥
নিরীহ নির্গুণ তিনি শ্রেষ্ঠ সবাকার।
স্বেচ্ছাময় ভগবান্ মহিমাবতার॥
কহিল তুলসী সখী কি কহিব আর।
কৃষ্ণ বিনা অন্ধকার হেরি চারিধার॥
নির্গুণ পরম আত্মা কৃষ্ণ সনাতন।
প্রকৃতি হইতে তিনি ভিন্ন সর্ব্বক্ষণ॥
সকলের কর্ম্মসাক্ষী কৃষ্ণ দয়াময়।
তাঁর প্রতিবিম্ব মাত্র জীব সমুদয়॥
সাধূত্তম যোগিগণ ভক্তি-সহকারে।
তাঁর পাদপদ্ম চিন্তা করে বারে বারে॥
জীবের জীবন তিনি জগতের স্বামী।
তাঁহার মহিমা আর কি বর্ণিব আমি॥
উদ্ধবে কালিকা কহে শুন মহাশয়।
রাধার চেতন দান কর এ সময়॥
যুবক বালক বৃদ্ধ সিদ্ধ দেবগণ।
কৃষ্ণেরে ঈশ্বর বলি জানে সর্ব্বজন॥
তখন উদ্ধব কহে মধুর বচনে।
উঠ উঠ রাধা সতি, উঠ বরাননে॥
কৃষ্ণের কিঙ্কর আমি যাব মথুরায়।
প্রসন্ন হইয়া দাও আমারে বিদায়॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

রাধিকার খেদ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
উদ্ধবের বাক্যে রাধা লভিলা চেতন॥
গাত্রোত্থান করি শেষে শোকাতুর মনে।
বসিলেন রাধা দেবী রত্ন-সিংহাসনে

সপ্তগোপী মিলি করে চামর ব্যজন।
উদ্ধবেরে রাধা সতী কহিল তখন॥
যাও কৃষ্ণসখা তুমি মথুরাতে যাও।
আমার সকল কথা কৃষ্ণেরে জানাও॥
কৃষ্ণের বিরহে মোর দগ্ধ হয় মন।
শীঘ্র মোর প্রাণকান্তে কর আনয়ন॥
প্রাণের গোবিন্দ মোরে করে পরিহার।
দুঃখিনী আমার সম কেবা আছে আর॥
কৃষ্ণের বিরহ-শোক সহনে না যায।
আনিতে তাহারে শীঘ্র যাও মথুরায॥
কৃষ্ণ ভিন্ন চতুর্দ্দিক্ হেরি অন্ধকার।
কৃষ্ণের চরণ-ধ্যান করি অনিবার॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিযাছি নিদ্রা নাহি চোখে।
দিবারাত্রি নিমজ্জিতা হ'যে আছি শোকে॥
শোকের সাগর হ'তে করহ উদ্ধাব।
আমার নিকটে আন কৃষ্ণেরে আবার॥
কিছুতেই সুস্থ মোর নাহি হয় মন।
মম সম ভাগ্যহীনা আছে কোন্ জন॥
আমার মনের ব্যথা কে বুঝিবে আর।
কৃষ্ণের বিহনে দেখি সকলি আঁধার॥
কল্পবৃক্ষতুল্য কৃষ্ণে লাভ ক'রে স্বামী।
নিষ্ঠুর দৈবের বশে হারালাম আমি॥
মোর সম পাপীযসী আর কেবা আছে।
মোর মত ভাগ্যহীনা কেবা দেখিযাছে॥
যাঁহারে দর্শন করি স্নিগ্ধ হয মন।
শুনিলে যাঁহাব নাম সফল জীবন॥
ত্রৈলোক্য-বিজয়ী যিনি বিধিব বিধাতা।
কল্পবৃক্ষসম যিনি কর্ম্মফল-দাতা॥
সবার ঈশ্বর যিনি এ তিন ভুবনে।
সেই প্রাণকান্তে আমি ভুলিব কেমনে॥
নিত্য সত্য শান্ত যিনি অনির্ব্বচনীয।
রূপে গুণে সদা যিনি হন অদ্বিতীয॥
ব্রহ্মা শিব আদি সদা ভজিছে যাঁহাবে।
কেমন কবিয়া আমি ভুলিব তাঁহারে॥

যাঁহার আদেশে চলে বিশ্ব সমুদয।
পর্ব্বত জলের রূপে পরিণত হয়॥
শুষ্ক কাষ্ঠ দ্রব হয় আদেশে যাঁহার।
তাঁহারে ভুলিতে পারি কি শক্তি আমার॥
যাঁহার ভযেতে সদা বহিছে পবন।
যাঁহার আদেশে সূর্য্য দিতেছে কিরণ॥
ইন্দ্র অগ্নি মৃত্যু আদি যাঁব কথা মানে।
কেমন করিয়া ভুলি সেই ভগবানে॥
বিধির বিধাতা যিনি মৃত্যুর মরণ।
সর্ব্ববস্তু হ'তে যিনি ভিন্ন অনুক্ষণ॥
পরমাত্মারূপী যিনি হন বারে বারে।
কেমন করিযা আমি ভুলিব তাঁহারে॥
কৃষ্ণের বিরহ-শোক না পারি সহিতে।
প্রবোধ না মানে মন শান্তি নাহি চিতে॥
সুরগণ সাধুগণ আসে যদি সবে।
তথাপি প্রবোধ দিতে সক্ষম না হবে॥
সাবিত্রী ভারতী যদি করে আগমন।
তথাপি প্রবুদ্ধ নাহি হবে মোর মন॥
অনন্ত বিধাতা আর শম্ভু গণপতি।
প্রবোধ প্রদান যদি করে মোর প্রতি॥
তথাপি আমার মন শান্ত নাহি হবে।
শ্রীহরির প্রতি মন নিযোজিত রবে॥
ত্বরা করি মথুরায যাও হে উদ্ধব।
আমারে প্রদান কর আমার মাধব॥
সর্ব্বদুঃখহর সেই কৃষ্ণের বদন।
আবার ত্বরায মোবে করাও দর্শন॥
এই কথা উদ্ধবেবে কহি রাধা সতী।
ক্রন্দন করিতে থাকে শোকভবে অতি॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

● ঊনষষ্টিতম অধ্যায়

রাধিকা ও উদ্ধব সংবাদ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন গুণধাম।
উদ্ধব রাধার পায়ে করিয়া প্রণাম॥
মথুরা গমন তরে সমুদ্যত যবে।
শোকেতে মগনা হয় গোপিকারা সবে॥
আসন হইতে উঠে রাধিকা যুবতী।
শুভ আশীর্ব্বাদ করে উদ্ধবের প্রতি॥
পূর্ণ কুম্ভ মাল্য দীপ পল্লব দর্পণ।
যাত্রাকালে উদ্ধবেরে করায় দর্শন॥
রাধার নয়ন হ'তে অশ্রু পড়ে ঝরে।
উদ্ধবেরে কহে রাধা বিষাদ অন্তরে॥
আশীর্ব্বাদ করি তব হইবে মঙ্গল।
শ্রীহরির প্রিয়তম হও অবিরল॥
হরির সমীপে তুমি লাভ কর জ্ঞান।
হও তু ম শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের প্রধান॥
ব্রহ্মত্ব দেবত্ব আর অমরত্ব হ'তে।
হরিদাস্য সুদুর্লভ হয় ত্রিজগতে॥
হরিভক্তি লাভ যদি করে কোন জন।
তাহার জনম নাহি হয় কদাচন॥
গর্ভের যাতনা নাহি ভোগে সেই জন।
জনম সফল তার সার্থক জীবন॥
শুন হে উদ্ধব তুমি ভক্তি-সহকারে।
হরির চরণ ধ্যান কর বারে বারে॥
নির্গুণ নিষ্ক্রিয় তিনি পরম ঈশ্বর।
নিত্য সত্য নিরঞ্জন হরি পরাৎপর॥
পরিপূর্ণতম তিনি করুণাসাগর।
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর॥
সবার কারণ তিনি জীবের জীবন।
সবার ঈশ্বর তিনি কৃষ্ণ সনাতন॥
জ্ঞাতিবুদ্ধি সব তুমি কর পরিহার।
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান কর অনিবার॥
রাধার বচন শুনি উদ্ধব তখন।
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাবেশে হয় অচেতন॥
তাহার অবস্থা হেরি রাধিকা যুবতী।
চেতনা ফিরায় তার সযতনে অতি॥
জ্ঞানলাভ করি পুনঃ উদ্ধব প্রবর।
যুক্তকরে রাধিকারে কহে অতঃপর॥
জম্বু দ্বীপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্বীপগণ মাঝে।
পবিত্র ভারতবর্ষ তাহাতে বিরাজে॥
সেই ভারতের মাঝে পুণ্য বৃন্দাবন।
অতি রমণীয় স্থান অতি সুদর্শন॥
রাধিকার পদরেণু করিয়া স্পর্শন।
সুপবিত্র হইয়াছে সেই বৃন্দাবন॥
শ্রীরাধার পদধূলি বক্ষেতে মাখিয়া।
পৃথিবী হয়েছে অতি ধন্যা মাননীয়া॥
পুষ্কর তীর্থের মাঝে ব্রহ্মা-প্রজাপতি।
রাধাকৃষ্ণ ধ্যান করে ভক্তিভরে অতি॥
বহুবর্ষ ধরি ব্রহ্মা ঘোর তপস্যায়।
স্বপ্নে ও যুগল মূর্ত্তি দেখিতে না পায়॥
সহসা আকাশবাণী শুনে প্রজাপতি।
শুন শুন পদ্মযোনি, কহি তব প্রতি॥
বরাহকল্পেতে তুমি ভারতেতে যাবে।
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণে দেখিবারে পাবে॥
শুনিয়া আকাশবাণী বিধাতা তখন।
তপস্যা ছাড়িয়া করে গৃহেতে গমন॥
তারপর কালক্রমে ব্রহ্মা ভগবান্।
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণে দেখিবারে পান॥
ধন্য ধন্য গোপ আর গোপাঙ্গনাগণ।
নিত্য সেই রাধাকৃষ্ণে করিছে দর্শন॥
কোটি কোটি গোপিনীর অধীশ্বরী যিনি।
শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা শ্রীরাধিকা তিনি॥
রাধিকার নিন্দা যদি করে কোন জন।
শত ব্রহ্মহত্যা পাপে হবে সে মগন॥
কুম্ভীপাক নরকেতে যাবে সে ত্বরায়।
শূকরযোনিতে জন্ম লবে পুনরায়॥

বেশ্যাযোনিকীট হ'য়ে জন্মিবে আবার।
মলকীটরূপে জন্ম লবে বার বার॥
বলি রাধিকার প্রতি এহেন বচন।
মথুরার পানে চলে উদ্ধব তখন॥
তাহারে উদ্দেশ করি শ্রীরাধিকা কয়।
কহিও কৃষ্ণের কাছে সকল বিষয়॥
ত্বরা করি মথুরাতে করহ গমন।
অবিলম্বে কৃষ্ণে হেথা করহ প্রেরণ॥
কৃষ্ণের বিহনে বৃথা জনম আমার।
কৃষ্ণ বিনা বৃন্দাবন ঘোর অন্ধকার॥
কিছুদিন প্রাণকান্তে না হেরিলে আর।
নিশ্চয় করিব আমি প্রাণ পরিহার॥
যাও হে উদ্ধব, তুমি কৃষ্ণের নিকটে।
আমার সকল কথা কহ অকপটে॥
এই কথা শ্রীরাধিকা কহি উদ্ধবেরে।
ক্রন্দন করিতে থাকে অতি শোকভরে॥
উদ্ধব প্রণাম করি রাধার চরণে।
বিদায় লইয়া যায় যশোদা-ভবনে॥
উদ্ধব চলিয়া গেলে রাধিকা তখন।
শোকে ব্যাকুলিতা হ'যে হয় অচেতন॥
জ্ঞান লাভ করি পুনঃ করে হাহাকার।
কৃষ্ণের বিহনে আমি না বাঁচিব আর॥
যাও যাও মথুরায় উদ্ধব প্রবর।
মোর প্রাণকান্তে তুমি আনহ সত্বর॥
কোথা মোর প্রাণেশ্বর কোথা কৃষ্ণধন।
আমারে ছাড়িয়া কোথা করিলে গমন॥
কোথা তুমি দয়াময় দীননাথ হরি।
আমার নিকটে তুমি এস ত্বরা করি॥
এইরূপ হাহাকার করি অনুক্ষণ।
ক্ষণে ক্ষণে শ্রীরাধিকা হারায় চেতন॥
সহচরীগণ মিলি ধরিয়া তাহারে।
সান্ত্বনা প্রদান তারে করে বারে বারে॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

● ষষ্টিতম অধ্যায়

উদ্ধবের মথুরায় প্রত্যাগমন এবং ভগবানের নিকট বৃন্দাবন-বৃত্তান্ত কথন।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিবর।
যশোদারে প্রণিপাত করি তারপর॥
খর্জ্জুর কানন দিয়া উদ্ধব তখন।
মথুরার পানে দ্রুত করিল গমন॥
যমুনার তীরে গিয়া স্নানাহার সারি।
উদ্ধব মথুরাপুরে চলে তাড়াতাড়ি॥
উদ্ধব দেখিল আসি কৃষ্ণ ভগবান্।
নির্জ্জন বটের মূলে করে অবস্থান॥
উদ্ধবে দর্শন করি কহিলা মাধব।
এস এস মোর কাছে হে বন্ধু উদ্ধব॥
বৃন্দাবনে কি দেখিলে কহ সবিস্তারে।
কেমন দেখিলে তুমি শ্রীমতী রাধারে॥
কেমনে বিরহ মোর সহিছে যুবতী।
গোপীরা কেমন আছে কহ মোর প্রতি॥
কিরূপে কাটায় কাল গোপশিশুগণ।
যশোদা জননী মোর রয়েছে কেমন॥
কহ কহ সবিস্তারে সবার কুশল।
বৃন্দাবনে কি দেখিলে কহ অবিকল॥
কি কথা কহিল সবে হেরিয়া তোমারে।
কি কথা কহিলে তুমি কহ সবিস্তারে॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন শুনি কহিল উদ্ধব।
বৃন্দাবনে যা দেখিনু কহিতেছি সব॥
শ্রীমতী রাধিকাদেবী তোমার বিহনে।
শয়ন করিয়া আছে কদলীর বনে॥
মলিন বসনে গাত্র করি আবরণ।
ধূলির শয্যায় দেবী করেছে শয়ন॥
রত্নময় অলঙ্কার নাহি দেহে তার।
তোমার বিচ্ছেদে সতী কাঁদে বার বার॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি তার নিদ্রা নাই চোখে।
অচেতন প্রায় আছে নিদারুণ শোকে॥

দিবারাত্রি নাহি জ্ঞান নাহি কিছু বোধ।
যাও হরি তার কাছে করি অনুরোধ॥
তব পাদপদ্ম চিন্তা করে অনিবার।
তোমার বিহনে রাধা না বাঁচিবে আর॥
তোমার কারণে যদি মৃত্যু তার হয়।
তব অপযশ তাতে হবে অতিশয়॥
শুন প্রভু দয়াময় কৃপা-অবতার।
তাহার নিকটে তুমি যাও একবার॥
যদি কেহ দৈববশে দুরাচার হয়।
নারীহত্যা করা তার সমুচিত নয়॥
জগতের নাথ তুমি প্রভু সনাতন।
বৃন্দাবনে ত্বরা করি করহ গমন॥
তব প্রাণাধিকা সদা শ্রীরাধিকা সতী।
নিষ্ঠুর হতেছ কেন এবে তার প্রতি॥
রাধাসম তব ভক্ত কেবা আর আছে।
কৃপাময় সনাতন যাও তার কাছে॥
তপ্তকাঞ্চনের সম বরণ রাধার।
কালিমায় সমাচ্ছন্ন হয়েছে এবার॥
বসন ভূষণ দেবী করি পরিহার।
তোমার বিরহে সদা করে হাহাকার॥
বিধাতা শঙ্কর আদি যত দেবগণ।
রাধিকার সম ভক্ত নহে কোন জন॥
যেরূপে তোমার ধ্যান করে রাধাসতী।
সেরূপ না করে কভু দেবী সরস্বতী॥
বৃন্দাবনে গিয়া আমি কহিনু রাধায়।
তব প্রাণকান্ত কৃষ্ণ আসিবে ত্বরায়॥
যাও যাও রাধাকান্ত, যাও দয়াময়।
মোর বাক্য যেন কভু মিথ্যা নাহি হয়॥
উদ্ধবের মুখে শুনি সকল বিষয়।
মৃদু মৃদু হাস্য করি সনাতন কয়॥
ভয় নাই ভয় নাই উদ্ধব তোমার।
সকল করিব আমি তব অঙ্গীকার॥
কৃষ্ণের বচন শুনি উদ্ধব তখন।
মহানন্দে নিজগৃহে করিল গমন॥
উদ্ধবের অঙ্গীকার রক্ষার কারণ।
স্বপ্নমাঝে বৃন্দাবনে যায় সনাতন॥
গোকুলে গমন করি স্বপ্ন অবস্থায়।
আশ্বাস প্রদান করে শ্রীমতী রাধায়॥
গোপীগণসহ কৃষ্ণ স্বপ্নের মাঝারে।
নানাবিধ সম্ভোগাদি করে বারে বারে॥
যশোদার নিকটেতে করিয়া গমন।
স্তন্য পান করিলেন কৃষ্ণ সনাতন॥
তারপর সবে করি আশ্বাস প্রদান।
পুনরায় মথুরায় আসে ভগবান্॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অমৃতমধুর।
শ্রবণ করিলে হয় সব দুঃখ দূর॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একষষ্টিতম অধ্যায়

বসুদেবের নিকট গর্গমুনির আগমন, রামকৃষ্ণের উপনয়ন-প্রস্তাব এবং তপার ঋষি দেবাদির আগমন।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
তারপর কি ঘটিল কহিব এখন॥
যজ্ঞ-উপবীত-ধারী গর্গ মুনিবর।
বসুদেব-আশ্রমেতে আসিল সত্বর॥
হস্তে তার ছত্রদণ্ড, শিরে জটাভার।
ব্রহ্মতেজে কলেবর প্রদীপ্ত তাহার॥
পরিধানে শুক্লবস্ত্র অতি শোভাময়।
যদুকুল-পুরোহিত গর্গ মহাশয়॥
দৈবকী তাহারে হেরি সহসা উঠিয়া।
বন্দিল চরণ তার পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া॥
বসুদেব সসম্ভ্রমে উঠিয়া ত্বরায়।
ভক্তিভরে মুনীন্দ্রের প্রণমিল পায়॥
তারপর বসুদেব ভক্তিযুক্ত মনে।
মুনিরে বসিতে দিল রত্নসিংহাসনে॥

নানাভাবে পূজা তার করি সমাপন।
সুমিষ্ট পিষ্টক আদি করায় ভোজন॥
তুষ্ট হ'য়ে গর্গমুনি বসুদেবে কয়।
কী কারণে আসিলাম শুন মহাশয়॥
বলরাম শ্রীকৃষ্ণের বয়োবৃদ্ধি পায়।
সেই কথা জানাইতে আসিনু তোমায়॥
উপনয়নের কাল আসিল এখন।
উপবীত দান কর দেখি শুভক্ষণ॥
গর্গের বচন শুনি বসুদেব কয়।
যদুকুল-পুরোহিত তুমি মহাশয়॥
শুভক্ষণ তুমি প্রভু কর নিরূপণ।
আমরা তোমার আজ্ঞা করিব পালন॥
গর্গমুনি কহিলেন বসুদেব প্রতি।
আগামী তৃতীয় দিন সুপবিত্র অতি॥
সেই দিন শুভকার্য্য কর অনুষ্ঠান।
আমন্ত্রণ-পত্র কর বন্ধুজনে দান॥
গর্গের বচন শুনি আনন্দিত মনে।
বসুদেব পত্র দান করে বন্ধুগণে॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ আদি দ্রব্য সমুদয়।
বসুদেব রাশীকৃত করিল সঞ্চয়॥
তারপর শুভদিন আসিল যখন।
বসুদেব-গৃহে আসে আত্মীয় স্বজন॥
নৃপতি সকল আর দেবমুনিগণ।
শুভ কার্য্যে যোগ দিতে করে আগমন॥
দেবকন্যা রাজকন্যা নাগকন্যা যত।
বসুদেব ভবনেতে হইলা আগত॥
আসিল গন্ধর্ব্ব যত, আসে বিদ্যাধর।
নানাবিধ বাদ্য ল'য়ে আসে বাদ্যকর॥
ভট্ট যতি ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
দলে দলে সকলেই করে আগমন॥
ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা আদি যত ছিল।
বসুদেব ভবনেতে সকলে আসিল॥
ভার্য্যাসহ ধৃতরাষ্ট্র করে আগমন।
নানাদেশ হ'তে আসে যত বন্ধুগণ॥
পুত্রগণ সহ কুন্তী আসিল সেথায়।
যোগ্য যোগ্য নরপতি আসিল ত্বরায়॥
অত্রি ভরদ্বাজ ভীম বশিষ্ঠ চ্যবন।
যাজ্ঞবল্ক্য আদি সবে করে আগমন॥
গর্গ গার্গ্য জৈগীষব্য পুলহ দেবল।
পুলস্ত্য সনক আদি আসিল সকল॥
বোঢ়ু পঞ্চশিখ শুক ব্যাস সনাতন।
দুর্ব্বাসা অঙ্গিরা আদি করে আগমন॥
কুশিক কৌশিক রাম গৌতম সৌভরি।
বিভাণ্ডক শৃঙ্গী আদি আসে ত্বরা করি॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বামদেব আরুণি বামন।
অষ্টাবক্র বৃহস্পতি কণ্ব কাত্যায়ন॥
বাল্মীকি প্রচেতা ভৃগু মরীচি প্রবর।
লোমশ কপিল আদি আসিল সত্বর॥
দলে দলে যায় সেথা মুনি ঋষিগণ।
আমি আর নর সেথা করিনু গমন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি সবে আসে দলে দলে।
বসু আর রুদ্রগণ আসিল সকলে॥
শঙ্করের সহ আসে পার্ব্বতী ঈশ্বরী।
অন্য অন্য দেবগণ আসে ত্বরা করি॥
যুক্তকরে বসুদেব প্রফুল্ল-অন্তরে।
সকলে বন্দনা করে অতি ভক্তিভরে॥
সকলেবে সম্বোধিয়া বসুদেব কয়।
আমার জীবন আজ ধন্য অতিশয়॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি যত দেবগণ।
কৃপা করি মোর গৃহে করে আগমন॥
ব্রহ্মস্বরূপিণী দেবী পার্ব্বতী ঈশ্বরী।
আমার ভবনে আজ আসে কৃপা করি॥
ধন্য ধন্য আমি আজ সার্থক জীবন।
কর্ম্মভোগ বুঝি মোর হ'ল সমাপন॥
গললগ্নীকৃতবাসে প্রসন্ন অন্তরে।
বসুদেব সকলের স্তবস্তুতি করে॥
তারপর সকলেরে ভক্তিযুক্ত মনে।
বসাইল বসুদেব রত্নসিংহাসনে॥

গণেশেরে সভামাঝে করিয়া স্থাপন।
বিধিমতে বসুদেব করিল পূজন ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

দেবীগণের বসুদেবের নিকট আগমন ও
দেবগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
বসুদেব-গৃহে আসে যত দেবীগণ ॥
অদিতি সাবিত্রী রতি লোপামুদ্রা সতী।
দৈবকী রোহিণী আর আসে অরুন্ধতী ॥
ভারতী যশোদা দিতি আদি দেবগণ।
পার্ব্বতী দর্শন তরে করে আগমন ॥
পার্ব্বতী-চরণ সবে করিয়া বন্দন।
মাল্যবস্ত্র আদি দিয়া করিল বরণ ॥
সুব্রতা দৈবকী সতী প্রফুল্ল বদনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করে দেবীগণে ॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে অতি সুমোহন।
দলে দলে ব্রাহ্মণেরা করিল ভোজন ॥
পুরোহিত আসি করে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন।
বেদপাঠ করে যত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ॥
তখন দৈবকী সতী প্রফুল্ল অন্তরে।
কৃষ্ণ বলরামে স্নান করায় সত্বরে ॥
সুবর্ণকলসপূর্ণ গঙ্গার জলেতে।
কৃষ্ণ বলরাম স্নান করে আনন্দেতে ॥
তারপর বেশভূষা পরি দুইজন।
সভার মাঝারে শীঘ্র করে আগমন ॥
কৃষ্ণেরে দর্শন করি সভার ভিতরে।
সসম্ভ্রমে সর্ব্বজন গাত্রোত্থান করে ॥
ব্রহ্মা কহে যুক্তকরে ভক্তি-সহকারে।
তোমার মহিমা প্রভু কে বর্ণিতে পারে ॥
ভক্ত অনুগ্রহ তরে ধর কলেবর।
তুমি অদ্বিতীয় প্রভু পরম ঈশ্বর ॥
শঙ্কর কহিলা, প্রভু হরি সনাতন।
কেমনে তোমারে আমি করিব স্তবন ॥
কোন দ্রব্যে স্পৃহা তব নাহি দয়াময়।
তব স্তবে দেবগণ সক্ষম না হয় ॥
নির্গুণ পুরুষ তুমি কৃপা অবতার।
তোমারে করিব স্তব কি সাধ্য আমার ॥
অনন্ত কহিল, প্রভু পতিতপাবন।
কিরূপে তোমারে আমি করিব স্তবন ॥
মহাবিষ্ণু হ'তে তুমি বিরাট্ মহান্।
পরমাণু হ'তে তুমি সূক্ষ্ম ভগবান্ ॥
তোমার নিশ্বাসে সদা বহিছে পবন।
কিরূপে তোমারে আমি করিব স্তবন ॥
দেবগণ কহে প্রভু হরি সনাতন।
তব স্তবে শক্তিহীন ব্রহ্মা পঞ্চানন ॥
ভারতী যাঁহার স্তব করিতে না পারে।
কেমনে আমরা স্তব করিব তাঁহারে ॥
মুনিগণ কহে, শুন কৃষ্ণ দয়াময়।
তোমারে করিতে স্তব শক্তি নাহি হয় ॥
সামান্য বেদের অংশ করিয়া পঠন।
কেমনে তোমারে প্রভু করিব স্তবন ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

কৃষ্ণ-বলরামের উপনয়ন এবং তৎপরে সমাগত
দেবতা ও মুনি প্রভৃতির নিজ নিজ
স্থানে গমন।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মন দিয়া।
এইরূপে ভগবানে স্তবন করিয়া ॥
সমবেত যত মুনি আর দেবগণ।
কৃষ্ণের মধুর মূর্ত্তি করিল দর্শন ॥
পীতবস্ত্র শোভা পায় শ্যাম কলেবরে।
গলায় মালতীমালা কিবা শোভা ধরে ॥

ললাটে শোভিছে তার কস্তূরী চন্দন।
কেয়ূর মঞ্জীর শোভে অতি সুমোহন॥
কৃষ্ণ আর বলরাম বসি পিতৃক্রোড়ে।
মৃদু মৃদু হাস্য করে পুলকের ভরে॥
তারপর শুভক্ষণে শুন মতিমান্।
বসুদেব শুভকার্য্য করে অনুষ্ঠান॥
বিপ্রগণে স্বর্ণদান করি ফুল্ল মনে।
বসুদেব প্রণিপাত করে জনে জনে॥
গণেশ ভাস্কর আদি ছয় দেবতারে।
পূজন করিল অগ্রে ষোড়শোপচারে॥
তারপর সভামাঝে প্রসন্ন অন্তরে।
বসুদেব দুই পুত্রে অধিবাস করে॥
দিক্পাল নবগ্রহ আর দেবতারে।
বসুধারা দান করে ভক্তি-সহকারে॥
অনন্তর যজ্ঞ আদি করি সমাপন।
রামকৃষ্ণে যজ্ঞসূত্র করিল অর্পণ॥
সুবেদজ্ঞ মুনিগণ, শুন মতিমান্।
গায়ত্রীর উপদেশ করিল প্রদান॥
প্রথমে পার্ব্বতীদেবী পরম আদরে।
রত্নপাত্রে মুক্তাহার ভিক্ষা দান করে॥
তারপর শুক্লপুষ্প দূর্ব্বাদল ল'যে।
আশীর্ব্বাদ করে কৃষ্ণ প্রসন্ন হৃদযে॥
অদিতি দেবকী আদি আনন্দিত মনে।
রত্ন আদি ভিক্ষা দান করে সনাতনে॥
ইন্দ্রাণী বরুণপত্নী পবনের প্রিযা।
রোহিণী কুবেরপত্নী সকলে মিলিয়া॥
রত্নের ভূষণ আদি করি আনযন।
ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণেরে করিল অর্পণ॥
দেবকন্যা নাগকন্যা যারা যারা ছিল।
বহুমূল্য ভূষণাদি কৃষ্ণে ভিক্ষা দিল॥
গ্রহণ করিযা ভিক্ষা কৃষ্ণ ভগবান্।
পুরোহিত গর্গে কিছু করিল প্রদান॥
তারপর বসুদেব প্রফুল্ল অন্তরে।
দক্ষিণা প্রদান করে গর্গমুনিবরে॥
মহাসমারোহে হয় ব্রাহ্মণ-ভোজন।
রামকৃষ্ণে আশীর্ব্বাদ করে সর্ব্বজন॥
এইরূপে শুভকার্য্য হ'লে সম্পাদন।
নিজ নিজ গৃহে যায দেবমুনিগণ॥
নন্দ ও যশোদা দেবী কৃষ্ণে ল'যে ক্রোড়ে।
বদন চুম্বন করে অতি স্নেহভরে॥
কৃষ্ণেরে ছাড়িযা তারা যাইবে কেমনে।
কেমনে রহিবে ব্রজে কৃষ্ণের বিহনে॥
এই কথা ভাবি মনে যশোদা তখন।
কৃষ্ণের বিরহ-দুঃখে করিল রোদন॥
সান্ত্বনা প্রদান করি কহে সনাতন।
ক্রন্দন করিছ মাতঃ কিসের কারণ॥
আমার জননী তুমি, নন্দ মোর পিতা।
মোর তরে বৃথা কেন হতেছ দুঃখিতা॥
শুন মাতঃ, বৃথা শোক কর পরিহার।
ব্রজধামে পিতাসহ যাও এইবার॥
বেদ অধ্যয়ন তরে বলরাম সনে।
সান্দীপনি মুনিগৃহে যাইব দুজনে॥
বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিযা সেথায।
প্রণাম করিব আসি তোমাদের পায়॥
কালেতে বিচ্ছেদ হয, কালেতে মিলন।
বৃথা শোক কর মাতঃ, কিসের কারণ॥
যশোদারে এইরূপ করি সম্ভাষণ।
মাতা ও পিতার করে চরণ বন্দন॥
অনন্তর নন্দরাজ আর যশোমতী।
আপন ভবনে যায় দুঃখভরে অতি॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

● চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

সান্দীপনি মুনির নিকটে বেদপাঠের জন্য রাম-কৃষ্ণের গমন, মুনিপত্নীকৃত শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্র এবং রামকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা দান।

নারায়ণ কহিলেন নারদ সুজন ।
তারপর ঘটে যাহা শুনহ এখন ॥
পিতার নিকটে আসি কৃষ্ণ বলরাম ।
ভক্তিভরে কহে তবে করিয়া প্রণাম ॥
অবন্তীনগরে মোরা যাব দুইজন ।
গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষা করিব গ্রহণ ॥
অনুমতি দেহ পিতা পুলকিত মনে ।
বিদ্যাহীন হ'লে ফল নাহিক জীবনে ॥
লইয়া পিতার আজ্ঞা দেখি শুভক্ষণ ।
অবন্তীনগরে যায় ভাই দুইজন ॥
সান্দীপনি গৃহে আসি কৃষ্ণ বলরাম ।
গুরুপত্নী গুরু দোঁহে করিলা প্রণাম ॥
শিশুদের রূপ দেখি মুগ্ধ মুনিবর ।
আনন্দে হইল পূর্ণ তাহার অন্তর ॥
জিজ্ঞাসেন কোথা হ'তে কর আগমন ।
কিবা তব অভিলাষ বলহ এখন ॥
বিনয় বচনে কহে কৃষ্ণ সনাতন ।
মথুরা নগরী হয় মোদের ভবন ॥
বসুদেব পুত্র হই মোরা দুই ভাই ।
বিদ্যাশিক্ষা তরে হেথা আসি তব ঠাঁই ॥
পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত তুমি ধরা 'পরে ।
আমাদের শিক্ষাদান কর কৃপা ক'রে ॥
রূপ দেখি মুনিবর অন্তরে ভাবিল ।
যোগবলে জনার্দ্দনে জানিতে পারিল ॥
ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের করিয়া পূজন ।
সুস্বাদু মিষ্টান্ন আদি করায় ভোজন ॥
তারপর যুক্তকরে প্রফুল্ল অন্তরে ।
মুনিবর শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করে ॥
পরমাত্মা তুমি প্রভু পরম ঈশ্বর ।
সুপ্রসন্ন হও প্রভু আমার উপর ॥
সাধুদের প্রিয়তম তুমি ভগবান্ ।
সকলের জ্যেষ্ঠ তুমি পুরুষ-প্রধান ॥
নির্ব্বিকার তুমি প্রভু ভক্তের ঈশ্বর ।
কৃপা কর কৃপা কর করুণাসাগর ॥
প্রকৃতি হইতে তুমি অতীত সদাই ।
তোমার সমান কেহ ত্রিভুবনে নাই ॥
অদ্বিতীয় তুমি প্রভু হও নিরন্তর ।
ভক্ত-অনুগ্রহতরে ধর কলেবর ॥
কল্পবৃক্ষসম তুমি প্রভু স্বেচ্ছাময় ।
মোর প্রতি তুষ্ট হও সকল সময় ॥
সান্দীপনিপত্নী কহে, প্রভু সনাতন ।
মায়াবলে শিশুরূপ করিলে ধারণ ॥
হরণ করিতে এই পৃথিবীর ভার ।
আবির্ভূত হ'লে প্রভু পৃথিবী-মাঝার ॥
দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্যাম নটবর ।
ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধর কলেবর ॥
অঙ্গে তব পীতবাস কিবা শোভা পায় ।
বিভূষিত মনোহর বনের মালায় ॥
কৌস্তভের মণি শোভে বক্ষেতে তোমার ।
দেবের বন্দিত তুমি হও অনিবার ॥
দিব্যকান্তি জ্যোতির্ম্ময় মনোহর অতি ।
কোটি কন্দর্পের সম মোহন মুরতি ॥
পরম ঈশ্বর হ'যে শিক্ষার কারণ ।
আমার স্বামীর কাছে কর আগমন ॥
পরিপূর্ণতম বিভু তুমি সনাতন ।
লোকশিক্ষা-তরে শুধু তব অধ্যয়ন ॥
সফল জনম মম সার্থক জীবন ।
পরম ঈশ্বরে আজি করিনু দর্শন ॥
তব পদরজঃস্পর্শে হরি দয়াময় ।
আমার ভবন আজ সুপবিত্র হয় ॥
তোমার চরণপদ্ম করিয়া দর্শন ।
আমাদের পুনর্জ্জন্ম হইল খণ্ডন ॥

মায়ামোহবিনাশক তুমি পরাৎপর।
কৃপা কর কৃপা কর করুণাসাগর॥
এই কথা বলি সতী কৃষ্ণে ল'য়ে ক্রোড়ে।
স্তন্য দান করে তারে অতি স্নেহ-ভরে॥
মৃদু মৃদু হাস্য করি কহে সনাতন।
শিশু আমি, মোরে কেন করিছ স্তবন॥
শুন মাতঃ, অতি শীঘ্র তব স্বামী সনে।
গমন করিবে তুমি গোলোক ভবনে॥
তারপর গুরু কাছে কৃষ্ণ সনাতন।
এক মাসে চতুর্ব্বেদ করে অধ্যয়ন॥
গুরু অনুগ্রহে কৃষ্ণ সকলি শিখিল।
শিক্ষাশেষে গুরু কাছে বিদায় মাগিল॥
কৃষ্ণ বলে শিক্ষাদান করিলে যখন।
গুরুদেব কর তুমি দক্ষিণা গ্রহণ॥
মণি-মুক্তা কত শত দানিতে চাহিল।
গুরুদেব শিরে যেন বজ্রাঘাত হৈল॥
মুনি বলে একি কথা বল কৃষ্ণধন।
তোমা দোঁহে ছাড়িতে যে নাহি চাহে মন॥
গুরুপত্নী আসি তবে কৃষ্ণ পাশে কয়।
তোমারে ছাড়িতে বাছা চাহে না হৃদয়॥
আনন্দে ছিলাম মোরা হেরি চাঁদ মুখ।
তোমাদের হেরি সব ভুলেছিনু দুঃখ॥
মোদেরে ছাড়িয়া যদি যাও বাছাধন।
নিশ্চয় জানিবে মোরা ত্যজিব জীবন॥
কৃষ্ণ বলে কহ মাতা কি দুঃখ তোমার।
সাধ্য যদি থাকে তার করি প্রতিকার॥
গুরুপত্নী কহে বাছা কি আর বলিব।
পুত্রের বিরহ শোক কেমনে সহিব॥
একটি তনয় মোর সবে মাত্র ছিল।
স্নানকালে এক দৈত্য তাহারে হরিল॥
দানব নাশিল মোর জীবনের ধন।
সেই শোকানলে সদা দহিছে জীবন॥
তোমাদের দেখি মোরা ছিনু সদা সুখে।
এখন মরিব বাছা সেই পুত্র শোকে॥
এহেন বচন কৃষ্ণ যখন শুনিল।
গুরুর পত্নীরে তবে প্রবোধ দানিল॥
কৃষ্ণ করি অবিলম্বে দৈত্য বিনাশন।
মৃত গুরুদেব পুত্রে করে আনয়ন॥
করিয়া জীবন দান গুরুর পুত্রেরে।
যতনে দিলেন কৃষ্ণ জননীর ক্রোড়ে॥
পুত্র দান করি কৃষ্ণ দক্ষিণা দানিল।
গুরু আর গুরুপত্নী আনন্দে ভাসিল॥
অনন্তর একদিন আনন্দিত মনে।
পত্নীসহ গুরু যায় গোলোক ভবনে॥
এইরূপে চতুর্ব্বেদ করি অধ্যয়ন।
আপন ভবনে কৃষ্ণ করে আগমন॥
পুত্র হেরি বসুদেব পুলক অন্তর।
কোলে তুলি দুইজনে করেন আদর॥
দৈবকী জননী অতি পুলকিত মন।
বুকে ল'য়ে পুত্রদের করেন চুম্বন॥
মাতাপিতা পদ দোঁহে বন্দনা করিল।
মথুরা নগরী পুনঃ আনন্দে ভরিল॥
চারিদিকে কলরব হয় ঘন ঘন।
জয় কৃষ্ণ জয় ধ্বনি উঠে সর্ব্বক্ষণ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

কালযবনের উৎপত্তি, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিশ্বকর্ম্মার প্রতি দ্বারকা-নির্ম্মাণের উপদেশ ও মুচুকুন্দ রাজার কাহিনী।

নারদের প্রতি তবে কহে নারায়ণ।
অপূর্ব্ব কাহিনী এবে করিব বর্ণন॥
একদিন জনার্দ্দন যদুগণ সনে।
নিরত ছিলেন নানা কথা আলাপনে॥
জরাসন্ধ রাজা ছিল মগধ প্রদেশে।
কটূক্তি করেন কৃষ্ণ তাহার উদ্দেশে॥

শ্রীকৃষ্ণ বিদ্রূপ বাক্য যত নাহি বলে।
ততোধিক হাস্য করে যাদব সকলে॥
জরাসন্ধ রাজা তাহা করিয়া শ্রবণ।
দক্ষিণাবর্ত্তেতে গেল অতি ক্ষুব্ধ মন॥
যদুদর্প নাশকারী সন্তান ইচ্ছায়।
শিবের তপস্যা করে নৃপতি সেথায়॥
দ্বাদশ বৎসর যবে বিগত হইল।
আশুতোষ তার প্রতি প্রসন্ন হইল॥
বর দিতে আসিলেন দেব পঞ্চানন।
নৃপতি মাগিল বীর তনয় রতন॥
শিবের বরেতে পুত্র নৃপতি লভিল।
শ্রীকালযবন নাম তাহার হইল॥
শক্তিমদে মত্ত হ'য়ে শ্রীকালযবন।
যাদবের ধ্বংস ইচ্ছা করিল তখন॥
অগণিত ম্লেচ্ছসৈন্য সঙ্গেতে লইল।
মথুরা নগরে গিয়া উপনীত হইল॥
সেই স্থানে উপনীত হইয়া দুর্জ্জন।
বহুসংখ্য যদুসৈন্য করিল নিধন॥
ক্রমে সৈন্য ক্ষীণ হয় দেখিয়া নয়নে।
যদুনাথ কৃষ্ণ তবে ভাবে মনে মনে॥
বিপুল মগধসৈন্য নাহি হ'লে ক্ষয়।
যবন সহিত যুদ্ধ উচিত না হয়॥
শিব বরে বলশালী শ্রীকালযবন।
যাদব নিধন তরে উন্মত্ত এখন॥
যদুগণে রক্ষা তরে উপায় চিন্তিল।
সুরক্ষিত দুর্গ তৈরী মানস করিল॥
যদুগণ তার মাঝে লভিবে আশ্রয়।
নারীরাও রবে সেথা হইয়া নির্ভয়॥
শত্রু আক্রমণ তাহে হবে নিবারণ।
মনে মনে এইরূপ ভাবি জনার্দ্দন॥
গরুড় লবণসিন্ধু চক্র সুদর্শন।
সকলেরে ভগবান্ করিলা স্মরণ॥
বিশ্বকর্ম্মা শিল্পিবরে করিলা আহ্বান।
গদা শঙ্খ সকলেরে ডাকে ভগবান্॥
গোপবেশ পরিহার করি সনাতন।
মনোহর নৃপবেশ করিলা ধারণ॥
কোটিসূর্য্যসম দীপ্ত চক্র সুদর্শন।
সহসা হরির কাছে করে আগমন॥
গরুড় হরির কাছে উপনীত হয়।
বিশ্বকর্ম্মা শিল্পিবর আসে সে সময়॥
হরির সমীপে আসে লবণসাগর।
তারে সম্বোধিয়া হরি কহে অতঃপর॥
শুন হে সাগর তুমি আমার বচন।
স্থান দান কর মোরে শতেক যোজন॥
দ্বারকানগর আমি করিয়া নির্ম্মাণ।
পুনরায় সেই স্থান করিব প্রদান॥
তারপর শিল্পিবরে কহে সনাতন।
শুন শুন বিশ্বকর্ম্মা আমার বচন॥
যেই স্থান সিন্ধু মোরে করিবে প্রদান।
সে স্থানে নগর এক করহ নির্ম্মাণ॥
সপ্তস্বর্গ অপেক্ষাও হবে মনোহর।
বৈকুণ্ঠসদৃশ তাহা হইবে সুন্দর॥
তারপর খগরাজে ডাকি হরি কয়।
যতদিন পুরী নাহি বিনির্ম্মিত হয়॥
শুন হে গরুড় তুমি আদেশে আমার।
বিশ্বকর্ম্মা পাশে তুমি রবে অনিবার॥
তারপর সুদর্শন চক্রে হরি কয়।
আমার নিকটে রহ সকল সময়॥
কৃষ্ণের আদেশ শুনি সকলে তখন।
নিজ নিজ কর্ম্ম তরে করিল গমন॥
হরির আদেশ পেয়ে চক্র সুদর্শন।
শ্রীকৃষ্ণের সমীপেতে রহে অনুক্ষণ॥
বিশ্বকর্ম্মা শ্রীহরিরে কহিল তখন।
কি প্রকারে পুরী আমি করিব রচন॥
কহ প্রভু দয়াময় কহ পরমেশ।
কিরূপে নির্ম্মিব পুরী দাও উপদেশ॥
ভগবান্ কহিলেন, শুন শিল্পিবর।
পদ্মরাগ মরকত রুচক সুন্দর॥

পারিভদ্র ইন্দ্রনীল দীপ্ত স্যমন্তক।
চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত কলঙ্ক গন্ধক॥
এই সব মহামূল্য মণিরত্ন ল'য়ে।
দ্বারকা রচনা কর প্রফুল্ল হৃদয়ে॥
যতদিন দ্বারকা না হয় বিরচন।
হিমালয় হ'তে মণি কর আনয়ন॥
কুবের প্রেরণ করে যক্ষ অগণন।
বেতাল প্রেরণ করে দেব পঞ্চানন॥
লক্ষ লক্ষ দানবেরে শঙ্করী পাঠায়।
সকলে সাহায্য সদা করিবে তোমায়॥
ষোড়শ সহস্র অতি সুন্দর ভবন।
দ্বারকা-ভবনে শীঘ্র করহ রচন॥
নির্ম্মাণ করিবে তুমি পরিখা প্রাচীর।
সুন্দর সুন্দর সব রচিবে মন্দির॥
প্রত্যেক ভবনে রবে বেদী ও প্রাঙ্গণ।
বিচিত্র কপাট দ্বারে করিবে রচন॥
যদুদের বাসস্থান করিয়া নির্ম্মাণ।
রচনা করিবে যত কিঙ্করের স্থান॥
উৎকৃষ্ট ভবন রচি নৃপতির তরে।
পিতৃদেব তরে গৃহ রচিবে সত্বরে॥
বিশ্বকর্ম্মা কহে প্রভু কহ দয়াময়।
রোপণ করিব কোন্ বৃক্ষ সমুদয়॥
কোন্ বৃক্ষে শুভ হয় কহ সনাতন।
কোন্ কোন্ বৃক্ষ প্রভু করিব রোপণ॥
কোন্ দিকে গৃহ আমি করিব নির্ম্মাণ।
কহ প্রভু সে গৃহের কিবা পরিমাণ॥
কোন্ দিকে পুষ্পোদ্যান করিব রচন।
কৃপা করি সেই কথা কহ সনাতন॥
কোন্ বৃক্ষকাষ্ঠ হয় সুপ্রশস্ত অতি।
কোন্ কাষ্ঠ অপ্রশস্ত কহ মোর প্রতি॥
কহিলেন ভগবান্, শুন শিল্পিবর।
কহিব তোমারে আমি কথা হিতকর॥
নারিকেল বৃক্ষ হ'লে ঈশানের কোণে।
ধনপ্রদ হয় তাহা জেনে রাখ মনে॥
ভবনের পূর্ব্বদিকে যদি জন্ম লয়।
পুত্রপ্রদ হয় তাহা সকল সময়॥
আম্রবৃক্ষ পূর্ব্বদিকে করিলে রোপণ।
সম্পত্তিদায়ক তাহা হয় অনুক্ষণ॥
পনস জম্বীর নিম্ব বৃক্ষ সমুদয়।
দাড়িম্ব কদলী জম্বু বৃক্ষ যত রয়॥
গুবাক চম্পকবৃক্ষ খর্জ্জুর চন্দন।
কল্যাণদায়ক সবে হয় অনুক্ষণ॥
প্রশস্ত বৃক্ষের আমি করিলাম নাম।
নিষিদ্ধ বৃক্ষের কথা শুন গুণধাম॥
তিন্তিড়ী শাল্মলী শাল আদি বৃক্ষ যত।
নগরেতে অপ্রশস্ত হয় অবিরত॥
গৃহ না রচিবে কভু বর্ত্তুল-আকার।
অকল্যাণকর তাহা হয় অনিবার॥
তুলসীর বৃক্ষ গৃহে করিলে রোপণ।
গৃহীদের হয় তাহা মঙ্গল কারণ॥
যূথিকা মাধবী কুন্দ কেতকী মালতী।
মল্লিকা কাঞ্চন আদি শুভকর অতি॥
উদ্যানে এ সব বৃক্ষ করিলে রোপণ।
গৃহীর মঙ্গল তাহে হয় অনুক্ষণ॥
সূত্রধর তৈলকার স্বর্ণকারগণ।
গৃহ কাছে তাদের না করিবে স্থাপন॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আদি যারা আছে।
তাদের স্থাপন কর ভবনের কাছে॥
শিবিরের চতুর্দ্দিকে পরিখা রচিবে।
শতহস্ত সে পরিখা গভীর করিবে॥
শুন শুন বিশ্বকর্ম্মা আমার বচন।
এইবার কর তুমি দ্বারকা-রচন॥
অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা কৃষ্ণের বচনে।
সমুদ্রের তীরে যায় গরুড়ের সনে॥
সমুদ্রের সমীপেতে বৃক্ষের তলায়।
রাত্রিকালে দুইজনে সুখে নিদ্রা যায়॥
স্বপ্নযোগে খগরাজ করিল দর্শন।
সুন্দর দ্বারকাপুরী অতি সুমোহন॥

প্রভাতে উঠিয়া সেথা দেখে খগরাজ।
অতুল্য দ্বারকাপুরী করিছে বিরাজ॥
হেরিয়া গরুড় হয় বিস্ময়ে মগন।
বিশ্বকর্ম্মা লজ্জাপ্রাপ্ত হইল তখন॥
জ্যোতির্ম্ময় সেই পুরী বর্ণন না যায়।
সূর্য্যরশ্মি ম্লান হয় তাহার প্রভায়॥
নির্ম্মাণ হইল যবে দ্বারকা-নগরী।
মথুরা হইতে সবে আনিলেন হরি॥
নগরীর বহির্ভাগে সৈন্য সমুদয়।
সমাবেশ করি কৃষ্ণ আনন্দিত হয়॥
নির্ভয় হইয়া নিজে করেন ভ্রমণ।
শ্রীকালযবন তাঁরে করেন দর্শন॥
কৃষ্ণে দেখি অস্ত্র হাতে সেই দুরাচার।
পিছু পিছু দ্রুত গতি হয় আগুসার॥
দুরাচারে হেরি কৃষ্ণ করি পলায়ন।
পর্ব্বত-কন্দরে ত্বরা পশেন তখন॥
পিছু পিছু দুরাচার তথায় পশিল।
মুচুকুন্দ রাজা সেথা নিদ্রামগ্ন ছিল॥
কৃষ্ণ ভাবি মুচুকুন্দে শ্রীকালযবন।
ঘন ঘন পদাঘাত করিল তখন॥
নিদ্রা ভাঙ্গি অতি ক্রুদ্ধ হ'যে নরপতি।
যেমন চাহিল কালযবনের প্রতি॥
অমনি সে দুরাচার হয় ভস্মীভূত।
ভস্মপূর্ণ দেহ ভূমে হইল পতিত॥
এত বলি নারায়ণ কহে পুনরায়।
শুনহ বিধির সুত বলি হে তোমায়॥
মুচুকুন্দ রাজা পূর্ব্বে দেবাসুর-রণে।
পরাজিত করেছিল মহাসুরগণে॥
নিদ্রায় আকুল হ'যে নৃপতি তখন।
দীর্ঘ নিদ্রা হেতু বর করিল প্রার্থন॥
সেই বর দিয়া যত অমর-নিকর।
বলেছিল শুন শুন ওহে নৃপবর॥
নিদ্রা হ'তে যেই জন তুলিবে তোমারে।
তোমার দেহস্থ বহ্নি দহিবে তাহারে॥
সেই হেতু ভস্ম হৈল শ্রীকালযবন।
কৃষ্ণের মধুর লীলা অপূর্ব্ব কথন॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

ব্রহ্মাদি দেবগণের ও সনৎকুমারাদি ঋষিগণের শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা প্রবেশ এবং উগ্রসেন প্রভৃতির সহিত কথোপকথন।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
নগর দেখিতে আসে যত দেবগণ॥
ব্রহ্মা শিব শিবা ধর্ম্ম অনন্ত পবন।
মহেন্দ্র কুবের আদি করে আগমন॥
সূর্য্য অগ্নি যম চন্দ্র আসিল সকলে।
রুদ্রগণ বসুগণ আসে দলে দলে॥
দ্বাদশ আদিত্য আর গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
দেখিতে দ্বারকাপুরী আসিল সত্বর॥
অনন্তর ভগবান্ বলরাম সনে।
আগমন করিলেন আনন্দিত মনে॥
কৃষ্ণেরে হেরিয়া সেথা যত দেবগণ।
ভক্তিভরে যুক্তকরে করিল স্তবন॥
বর্ত্তুল-আকারে শোভে দ্বারকানগর।
চারিধারে বিরাজিত পরিখা সুন্দর॥
লক্ষ ক্রীড়াসরোবর শোভে চারিধারে।
বিকচ কমল শোভে তাদের মাঝারে॥
মনোমুগ্ধকর কত শোভিছে উদ্যান।
ভ্রমর গুঞ্জনে সদা মুগ্ধ হয় প্রাণ॥
মৃদু মৃদু সমীরণ হয় প্রবাহিত।
কুসুমের গন্ধে সদা দিক্ আমোদিত॥
শত কোটি নারিকেল বৃক্ষ সেথা রাজে।
আম্রবৃক্ষ শোভে কত নগরের মাঝে॥
পনস গুবাক তাল বৃক্ষ সমুদয়।
দ্বারকার চারিধারে বিরাজিত রয়॥

অশ্বথ বদরী বিল্ব বট আম্রাতক।
কদম্ব চন্দন জম্বু দাড়িম্ব চম্পক॥
এইরূপ আরো কত বৃক্ষ অগণন।
দ্বারকাপুরীর শোভা করিছে বর্দ্ধন॥
শত শত রত্নকুম্ভ শোভে চারিধারে।
রত্নের সোপান কত কে বর্ণিতে পারে॥
মণিময় স্তম্ভ আদি কিবা শোভা পায়।
সুন্দর মন্দির কত শোভিছে সেথায়॥
রাজপথ শোভা পায় নগরের মাঝে।
মণির রচিত কত প্রাঙ্গণ বিরাজে॥
অপরূপ এই পুরী করিয়া দর্শন।
দেবতা সকলে হয় বিস্ময়ে মগন॥
দৈবকী ও বসুদেব নন্দ নরপতি।
উগ্রসেন যদুগণ মাতা যশোবতী॥
সকলেই উপনীত হইল সেথায়।
যত গোপগণ ছিল আসিল ত্বরায়॥
আসিল পাণ্ডবগণ কুন্তীদেবী সনে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আসে আনন্দিত মনে॥
নর্ত্তকী গায়ক আসে, আসিল কিন্নরী।
আসিল ভিক্ষুকগণ আসে বিদ্যাধরী॥
দেশীয় নৃপতিগণ আসে দলে দলে।
মনুষ্য সন্ন্যাসী যতি আসিল সকলে॥
বৈশ্যগণ অবধূত আর ব্রহ্মচারী।
দ্বারকা দেখিতে সবে আসে তাড়াতাড়ি॥
সনক সনন্দ আর বাল্মীকি প্রবর।
দুর্ব্বাসা কশ্যপ আদি আসিল সত্বর॥
কোটি কোটি শিষ্য আসি তাহাদের সনে।
কৃষ্ণের স্তবন করে ভক্তিযুক্ত মনে॥
উগ্রসেনে ডাকি কহে কৃষ্ণ পরমেশ।
দ্বারকাপুরীতে রাজা করহ প্রবেশ॥
কৃষ্ণের আদেশ শুনি উগ্রসেন কয়।
কেমনে সেস্থানে যাব কহ দয়াময়॥
পৈতৃক মথুরাপুরী করি পরিহার।
কেমনে যাইব আমি দ্বারকা-মাঝার॥
যেইজন পিতৃভূমি করয়ে বর্জ্জন।
সংসার মাঝারে সেই অতি অভাজন॥
পৈতৃক ভূমিতে যদি মৃত্যু কভু হয়।
তীর্থে মৃত্যুসম সদা হয় ফলোদয়॥
পিতৃভূমি মধুপুরী করিয়া বর্জ্জন।
দ্বারকায় আমি নাহি যাব কদাচন॥
নৃপতির বাক্য শুনি কহে সনাতন।
শুন হে রাজন্ তুমি আমার বচন॥
নিয়তি খণ্ডাতে কভু কেহ নাহি পারে।
দৈববল শ্রেষ্ঠ বল কহিনু তোমারে॥
যথায় নিয়তি আছে রহিবে তথায়।
কিছু নাহি হয় কভু আপন ইচ্ছায়॥
তীর্থের সমান এই দ্বারকা নগরী।
সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ হয় এই পুরী॥
দ্বারকাভবনে বাস করে যেইজন।
পুনর্জন্ম নাহি তার হয় কদাচন॥
দেবতা যাদব আর মুনিগণ সনে।
যাও যাও নৃপবর দ্বারকাভবনে॥
কি ছার অমরাবতী দ্বারকার কাছে।
মনোহর গৃহ সেথা কত শত আছে॥
শুভক্ষণ উপনীত শুন মহাশয়।
দ্বারকাভবনে তুমি যাও এ সময়॥
সেথায় হইবে তুমি নৃপতি প্রধান।
সকল নৃপতি কর করিবে প্রদান॥
জয় হোক নৃপ তব কহিলাম সার।
কুবের-সমান হবে ঐশ্বর্য্য তোমার॥
প্রভাকর ম্লান হবে তোমার প্রভায়।
সর্ব্বত্র বিজয়ী হবে কহিনু তোমায়॥
নৃপতি না হবে কেহ তোমার সমান।
দ্বারকাভবনে তুমি করহ প্রয়াণ॥
শ্রীহরির এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
উগ্রসেন দ্বারকাতে করিল গমন॥
কৃষ্ণের আদেশে নৃপ আনন্দিত মনে।
সভার মাঝারে বসে রত্ন-সিংহাসনে॥

গর্গ আদি মুনিগণ সভার ভিতরে।
নিজ নিজ স্থানে বসে প্রফুল্ল অন্তরে॥
সপ্ততীর্থ জল দিয়া বৈদিক প্রথায়।
উগ্রসেন অভিষিক্ত হইল সভায়॥
তারপর উগ্রসেনে কৃষ্ণ ভগবান্।
শুচিশুদ্ধ মনোহর বস্ত্র করে দান॥
বলদেব দান করে রত্নের ভূষণ।
কমণ্ডলু দান করে বিধাতা তখন॥
শূল অস্ত্র দান করে দেব পশুপতি।
রত্নমালা দান করে ঈশ্বরী পার্ব্বতী॥
দেবগণ মুনিগণ সিদ্ধ-ঋষিগণ।
মনোহর যৌতুকাদি করিল অর্পণ॥
বসুদেব দান করে চামর সুন্দর।
কামধেনু দান করে নন্দ নৃপবর॥
যশোদা দৈবকী সতী রত্ন দান করে।
অক্রূর ধরিল ছত্র প্রফুল্ল অন্তরে॥
তারপর ভট্ট আর যত বিপ্রগণ।
উগ্রসেনে স্তব করি করে সম্ভাষণ॥
অনন্তর উগ্রসেন আনন্দিত মনে।
ধন রত্ন আদি দান করে জনে জনে॥
উগ্রসেনে অভিষেক করি তারপরে।
যাদবেরা যায় চলি নিজ নিজ ঘরে॥
অন্য অন্য যত ছিল পারিষদ্গণ।
নিজ নিজ ভবনেতে করিল গমন॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি সুধাময়।
শ্রবণ করিলে সদা জুড়ায় হৃদয়॥
যেই জন কৃষ্ণনাম করে অনিবার।
এ তিন ভুবনে নাহি কোন ভয় তার॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

● সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

রুক্মিণীর বিবাহ বিষয়ে ভীষ্মক রাজার প্রতি শতানন্দ-বাক্য শ্রবণে রুষ্ট রুক্মি-বাক্য।

নারায়ণ কহিলেন, বিদর্ভ দেশেতে।
নরপতি ছিল এক ভীষ্মক নামেতে॥
অতি ধর্ম্মপরায়ণ ছিল নরপতি।
তার এক কন্যা ছিল অতি রূপবতী॥
রুক্মিণী নামেতে কন্যা লক্ষ্মীস্বরূপিণী।
সকলের পূজনীয়া ভুবনমোহিনী॥
কন্যার বিবাহকাল উপনীত হয়।
অতীব চিন্তিত হয় নৃপ মহাশয়॥
পুত্র পুরোহিত বিপ্রে করি আবাহন।
চিন্তিত হইয়া নৃপ কহিল তখন॥
কন্যার বিবাহকাল হ'ল উপনীত।
বৃথা কালক্ষেপ আর না হয় উচিত॥
উপযুক্ত বর সবে কর অন্বেষণ।
যোগ্য বরে কন্যা মোর করিব অর্পণ॥
ধর্ম্মশীল সুপণ্ডিত বীরের প্রধান।
দীর্ঘজীবী কল্যাণীয় অতি রূপবান্॥
এইরূপ রাজপুত্র যদি আমি পাই।
তাহারে করিব আমি আমার জামাই॥
গুণবান্ পাই যদি দেবতা-নন্দন।
তাহারেও কন্যা আমি করিব অর্পণ॥
বেদে দক্ষ পাই যদি মুনির নন্দন।
তাহারে জামাতৃরূপে করিব বরণ॥
নৃপতির এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পুরোহিত শতানন্দ কহিল তখন॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তুমি নরপতি।
শুন শুন মোরা আজি কহি তব প্রতি॥
বিধির বিধাতা যিনি জীবের জীবন।
ব্রহ্মা শিব আদি যাঁরে করেন বন্দন॥
প্রকৃতি হইতে যিনি ভিন্ন নিরন্তর।
নির্লিপ্ত নির্গুণ যিনি পরম ঈশ্বর॥

ভূভারহরণ তরে সেই সনাতন।
বসুদেবপুত্ররূপে করে আগমন॥
তাঁর করে কন্যা যদি কর সমর্পণ।
অন্তিমে গোলোকে তবে করিবে গমন॥
বাসুদেব-করে কন্যা করি সম্প্রদান।
সকলের পূজ্য তুমি হও মতিমান্॥
দ্বারকা হইতে কৃষ্ণে আনিতে হেথায়।
ব্রাহ্মণ প্রেরণ তুমি করহ ত্বরায়॥
যাঁহারে হেরিলে আর জন্ম নাহি হয়।
যাঁর স্তব করে সদা দেব সমুদয়॥
বেদ-চতুষ্টয় যাঁরে জানিতে না পারে।
তাঁহার মাহাত্ম্য আমি কহি কি প্রকারে॥
শুন শুন নৃপবর সেই ভগবানে।
আমন্ত্রণ করি তুমি আন এইখানে॥
শতানন্দ-মুখে শুনি এহেন বচন।
ভীষ্মক নৃপতি তারে করে আলিঙ্গন॥
উত্তম উত্তম বস্ত্র রত্নের ভূষণ।
হস্তী অশ্ব শস্য গ্রাম পূর্ণ রত্নধন॥
তুষ্ট হ'যে এসকল ভীষ্মক নৃপতি।
ফুল্ল মনে দান করে শতানন্দ প্রতি॥
ভীষ্মক-নন্দন ছিল রুক্মী নাম তার।
ব্যাপার দেখিয়া কহে ক্রোধে এইবার॥
শুন শুন মহারাজ আমার বচন।
ভিক্ষুক বিপ্রেরা অতি লোভপরায়ণ॥
ইহাদের বাক্যে যেই করিবে বিশ্বাস।
অবশ্যই তাহাদের হবে সর্ব্বনাশ॥
বেশ্যা ভট্ট ভিক্ষুকাদি আছে যতজন।
মানুষেরে প্রতারণা করে অনুক্ষণ॥
কালযবনেরে কৃষ্ণ করিয়া নিধন।
নিকৃষ্ট উপায়ে লাভ করিয়াছে ধন॥
প্রকৃতই কৃষ্ণ যদি হয় বলবান্।
সিন্ধু মাঝে পুরী কেন করিল নির্ম্মাণ॥
জরাসন্ধ-ভয়ে সেই কৃষ্ণ সনাতন।
সাগরের মাঝে পুরী করিল রচন॥
শত জরাসন্ধ যদি করে আগমন।
একা আমি তাহাদের করিব নিধন॥
রণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বীরের প্রধান।
দুর্ব্বাসার শিষ্য আমি অতি বলবান্॥
পাশুপত অস্ত্র দিয়া যদি ইচ্ছা হয়।
সংহারিতে ত্রিভুবন পারি সুনিশ্চয়॥
ভৃগুরাম শিশুপাল এই দুইজন।
বিক্রমে আমার তুল্য হয সর্ব্বক্ষণ॥
মোর তুল্য আর কেহ নাহি ত্রিভুবনে।
ইন্দ্রেরে হারাতে পারি-যদি ভাবি মনে॥
শুন শুন মহারাজ, বিবাহ-কারণ।
কৃষ্ণ যদি আসে তারে করিব নিধন॥
গাভীর রক্ষক সেই হীন অতিশয়।
তাহারে অর্পিতে কন্যা কেন ইচ্ছা হয়॥
গোপীদের উপপতি হয় যেইজন।
যে জন গোপের করে উচ্ছিষ্ট ভোজন॥
ভিক্ষুক বিপ্রের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তার হাতে কন্যা তুমি করিছ অর্পণ॥
কোন্ গুণে কৃষ্ণে তুমি পাত্র কর স্থির।
রাজপুত্র নহে কৃষ্ণ নহে দাতা বীর॥
নহেক কুলীন কৃষ্ণ নহে ধনবান্।
কেন তার করে তুমি কন্যা কর দান॥
বলবান্ শিশুপাল রুদ্রের সমান।
তাঁর করে কন্যা তুমি কর সম্প্রদান॥
শীঘ্র শীঘ্র বিবাহের কর আযোজন।
আত্মীয বান্ধব সবে কর নিমন্ত্রণ॥
পুত্রের বচন শুনি অতি নিরজনে।
নৃপতি মন্ত্রণা করে মন্ত্রীদের সনে॥
তারপর শুভক্ষণে আনন্দিত মনে।
ব্রাহ্মণ প্রেরণ করে দ্বারকাভবনে॥
ভীষ্মক-প্রেরিত দ্বিজ আসিযা সত্বরে।
উগ্রসেন নৃপতিরে পত্র দান করে॥
পত্র পাঠ করি নৃপ আনন্দিত মনে।
ধন রত্ন আদি দান করিল ব্রাহ্মণে॥

সুমধুর বাদ্য বাজে রাজার আদেশে।
সজ্জিত হইলা কৃষ্ণ অপরূপ বেশে॥
তারপর বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ।
বিবাহ করিতে চলে কৃষ্ণ সনাতন॥
ভবানীর সহ ভব রথ আরোহণে।
কৃষ্ণের সহিত চলে আনন্দিত মনে॥
অনন্ত ভাস্কর চন্দ্র বরুণ পবন।
কুবের ঈশান যম দেব হুতাশন॥
কার্ত্তিক গণেশ আর দেব পুরন্দর।
শ্রীহরির সাথে সাথে চলিল সত্বর॥
কোটি কোটি দেব মুনি নরপতিগণ।
শ্রীকৃষ্ণের সাথে সাথে চলিল তখন॥
বলদেব বসুদেব অক্রুর উদ্ধব।
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ সাথে চলে সব॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি সাথে সাথে যায়।
শকুনি প্রভৃতি চলে বিবাহ সভায়॥
কোটি কোটি ভট্ট আর সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
অবধূত ব্রহ্মচারী করিল গমন॥
রাশি রাশি পুষ্প ল'যে চলে মালাকার।
নর্ত্তকেরা নৃত্য গীত করে অনিবার॥
লক্ষ লক্ষ বিদ্যাধরী চলে সাথে সাথে।
কিন্নরী চলিল কত বিবাহ-সভাতে॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

রেবতীর সহিত বলরামের বিবাহ।

নারদের প্রতি পরে কহে নারায়ণ।
শুন এবে বলরাম বিবাহ কথন॥
ককুদ্মান নাম ছিল নৃপতি সুজন।
রেবতী তাহার কন্যা রূপে অতুলন॥
কন্যার বিবাহ লাগি চিন্তিত অন্তরে।
জানাইল সব কথা ব্রাহ্মণ গোচরে॥
উপযুক্ত কন্যা মোর বিবাহ না হয়।
কোথা পাব যোগ্য বর কহ মহাশয়॥
ব্রহ্মা বলে বলরাম হয় যোগ্য বর।
বিবাহ তাহার সনে দাওহে সত্বর॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য নৃপতি তখন।
কন্যাসহ দ্বারকায় করিল গমন॥
বিবিধ যৌতুকসহ পুলক অন্তরে।
বলরামে আপনার কন্যা দান করে॥
দৈবকী অদিতি দিতি যশোদা তখন।
গৃহ-মাঝে রেবতীরে করিল গ্রহণ॥
এদিকেতে দেব মুনি নৃপ সমুদয়।
কুণ্ডিন নগরে সবে উপনীত হয়॥
বররূপে শ্রীকৃষ্ণেরে করিয়া দর্শন।
কুপিত হইল অতি ভীষ্মক-নন্দন॥
দেব মুনি নৃপগণে করি সম্বোধন।
উপহাস করে বহু ভীষ্মক-নন্দন॥
গোপের বালক যেই নন্দের তনয়।
রুক্মিণী বিবাহে তার অভিলাষ হয়॥
সামান্য গোপের শিশু স্পর্দ্ধা কত তার।
বিবাহ করিতে আসে ভগ্নীরে আমার॥
গোপীদের উপপতি হয় যেই জন।
গোপশিশুদের করে উচ্ছিষ্ট ভোজন॥
জাতির বিচার নাহি করে কোন দিন।
বংশ-মর্য্যাদায় যেই অতিশয় হীন॥
শিশুকালে নারীহত্যা করে যেই জন।
রজকের শির যেই করিল ছেদন॥
কুব্জা রমণীর সঙ্গে প্রণয় যাহার।
কংস নৃপতিরে হত্যা করিল আবার॥
রুক্মিণী-বিবাহ তরে আসে সেইজন।
অবশ্যই তারে আমি করিব নিধন॥
রুক্মিণী বচন শুনি কহে শিশুপাল।
বিবাহ করিতে আসে ব্রজের রাখাল॥
বুঝিতে না পারি শুধু একটি বিষয়।
কি কারণে আসে যত দেব সমুদয়॥

কৃষ্ণের সহিত যত মুনি ঋষিগণ।
কোন্ লোভে এই স্থানে করে আগমন॥
তাহাদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
অতীব কুপিত হয় দেব মুনিগণ॥
যাদব সকলে হয় ক্রুদ্ধ অতিশয়।
ক্রোধে থরথর কাঁপে নৃপ সমুদয়॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়

রুক্মিণী হরণ, বলরামের নিকট রুক্মীর পরাজয়, শ্রীকৃষ্ণের অধিবাসন, বিবাহ-প্রাঙ্গণে আগমন, ভীষ্মক কৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র।

এদিকেতে রাজসুত রুক্মী মহাশয়।
শিশুপালে ভগ্নী দিতে ইচ্ছা অতিশয়॥
ভগিনী রুক্মিণী ইহা সকল শুনিল।
মনে মনে কৃষ্ণ ধ্যান করিতে লাগিল॥
অন্তরে কাঁদিয়া সতী কহে সকাতরে।
কোথা হরি এ সময় রক্ষা কর মোরে॥
অন্তরে জানিল তাহা কৃষ্ণ সনাতন।
প্রবোধ প্রদান তারে করেন তখন॥
জনার্দ্দন কহে তারে দৈববাণী ছলে।
কেন প্রিয়া এত তুমি ব্যাকুল হইলে॥
দুঃখ ভুলি ধৈর্য্য তুমি ধরহ অন্তরে।
অবশ্যই স্বামীরূপে পাইবে কৃষ্ণেরে॥
দৈববাণী শুনি সতী আনন্দিত মন।
এদিকে ভীষ্মক নৃপ চিন্তিত ভীষণ॥
রূপসী রুক্মিণীদেবী হরিষ অন্তরে।
স্নান লাগি সখিসহ চলে সরোবরে॥
অকস্মাৎ নারায়ণ আসি সেই পথে।
রুক্মিণীরে তুলি লয় আপনার রথে॥
অন্তরে পুলক অতি রুক্মিণী লভিল।
শ্রীকৃষ্ণের পদে তবে প্রণতি করিল॥
করজোড়ে স্তব করি বলে কৃপাময়।
বিপদভঞ্জন তুমি দুঃখীর আশ্রয়॥
আদি-অন্তহীন তুমি সবাকার সার।
বিশ্বের ঈশ্বর তুমি ওহে গুণাধার॥
রমাপতি বিশ্বপতি গোপিকাজীবন।
জলদবরণ তব রূপ বিমোহন॥
মূলাধার সর্ব্ব আত্মা পুরুষ প্রধান।
আমারে করিলে কৃপা ওহে কৃপাবান্॥
স্তবে তুষ্ট জনার্দ্দন হইয়া তখন।
রুক্মিণীর প্রতি বলে মধুর বচন॥
কেন সখি বৃথা ভয় অন্তরে তোমার।
লক্ষ্মী অংশে জন্ম তব ধরণী মাঝার॥
পরমা প্রকৃতি তুমি সবাকার মূল।
কি কারণে ওগো দেবী এতই ব্যাকুল॥
এতেক শুনিয়া বাণী রুক্মিণী তখন।
কৃষ্ণের চরণে প্রাণ করে সমর্পণ॥
এদিকেতে রুক্মী অতি ক্রোধান্বিত হয়।
অগ্নির সমান তার জ্বলিছে হৃদয়॥
রুক্মী কহে একি শুনি আশ্চর্য্য বারতা।
মম ভগ্নী হরে কৃষ্ণ এতই ক্ষমতা॥
চোরা রীতি আছে তার ভাল আমি জানি।
গোকুলে বেড়াত চুরি করিয়া নবনী॥
নহেক গোকুল ইহা নহে বৃন্দাবন।
সমুচিত শাস্তি এর পাইবে এখন॥
নৃপগণ সম্মুখেতে রুক্মী গিয়া কয়।
হের আজি শ্রীকৃষ্ণের কিবা স্পর্দ্ধা হয়॥
আমার ভগিনী ছিল অতীব সুন্দরী।
তাহারে দুরাত্মা কৃষ্ণ করিল যে চুরি॥
শুনি তাহা ক্ষুব্ধ হয় যত রাজগণ।
কৃষ্ণেরে ধরিতে ত্বরা করিল গমন॥
শ্রীকৃষ্ণের পানে রুক্মী রথ ল'য়ে যায়।
বলরাম দূর হৈতে দেখিবারে পায়॥
মহাবল বলরাম কুপিত অন্তরে।
হল দ্বারা রুক্মি-রথ ভাঙ্গিল সত্বরে॥

ঘোটক সারথি আদি হনন করিয়া।
রুক্মীরে হানিতে ত্বরা আসিল ছুটিয়া॥
নিরুপায় হ'য়ে শেষে ভীষ্মক-নন্দন।
নাগপাশে বলরামে করিল বন্ধন॥
গরুড়াস্ত্রে বলরাম কাটে পাশ তার।
পাশুপত অস্ত্র রুক্মী লয় এইবার॥
লইয়া জৃম্ভণ অস্ত্র বীর বলরাম।
ভীষ্মক-নন্দন প্রতি হানে অবিরাম॥
সেই অস্ত্র রুক্মি-দেহে লাগিল যখন।
ভূমিতে পতিত হ'ল ভীষ্মক-নন্দন॥
রুক্মীর দুর্দ্দশা হেরি শাল্ব অতঃপর।
বলরাম সাথে আসে করিতে সমর॥
বলরাম হলদ্বারা মারিল মাথায়।
ভূমিতে পতিত শাল্ব হইল ব্যথায়॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে শিশুপাল করি আগমন।
বলরাম 'পরে করে বাণ বরিষণ॥
বলরাম তারে যায় করিতে নিধন।
নিবারণ করে তারে দেব পঞ্চানন॥
দৈববাণী হেনকালে হয় আচম্বিতে।
বলরাম ক্ষান্ত হও ইহারে নাশিতে॥
শিশুপালে নাশিবেন বিশ্বের ঈশ্বর।
তাহা শুনি বলরাম ক্ষোভিত অন্তর॥
লাঙ্গল আঘাতে তার দন্ত ভাঙ্গিল।
অতঃপর শিশুপাল রণে ভঙ্গ দিল॥
সকল বৃত্তান্ত শুনি ভীষ্মক রাজন্।
শতানন্দে পাঠাইল কৃষ্ণের সদন॥
শতানন্দ ঋষি আসি কৃষ্ণের সদনে।
বলে প্রভু আর কেন ক্ষান্ত হও রণে॥
ঋষির বাক্যেতে তুষ্ট হ'য়ে জনার্দ্দন।
ভীষ্মক-পুরীর পানে করেন গমন॥
সকলে মিলিয়া শেষে শ্রীকৃষ্ণের সনে।
প্রবেশিল অন্তঃপুরে আনন্দিত মনে॥
দেবকন্যা মুনিকন্যা রাজকন্যাগণ।
কৃষ্ণেরে দেখিতে সবে করে আগমন॥

কোটি কোটি কন্দর্পের শোভা অঙ্গে তার।
সারা দেহে শোভা পায় রত্ন-অলঙ্কার॥
পীত বস্ত্র পরিধানে অতি চমৎকার।
কুণ্ডল বিরাজ করে কর্ণেতে তাহার॥
শরতের চন্দ্রসম সুন্দর বদন।
বিকশিত পদ্মসম যুগল নয়ন॥
শিখিপুচ্ছ শোভিতেছে চূড়ায় তাহার।
কৌস্তুভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার॥
মধুর নূপুর বাজে যুগল চরণে।
বদন হেরিছে কৃষ্ণ রত্নের দর্পণে॥
হেরিয়া কৃষ্ণের রূপ মদনমোহন।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে যত নারীগণ॥
মহারাজ্ঞীগণ সেথা আসি বারে বারে।
নির্নিমেষ নয়নেতে হেরে জামাতারে॥
ভীষ্মক আসিয়া সেথা পুরোহিত সনে।
প্রণিপাত করে যত দেব মুনিগণে॥
পরদিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণ সনাতন।
স্নান অন্তে করিলেন সন্ধ্যা সমাপন॥
ধৌতবস্ত্রযুগ্ম শেষে করি পরিধান।
অধিবাসে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয় ভগবান্॥
ভীষ্মক নৃপতিবর ভক্তি-সহকারে।
আরাধনা করিলেন ষোড়শ মাতারে॥
তারপর বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ।
অধিবাস আদি সব করে সম্পাদন॥
সুমধুর বাদ্য বাজে রাজার আদেশে।
সাজিলেন ভগবান্ মনোহর বেশে॥
ভীষ্মক-মহিষীগণ আনন্দিত মনে।
কন্যারে সজ্জিতা করে রত্নের ভূষণে॥
এইরূপে শুভক্ষণ আসিল যখন।
বিবাহ-সভায় সবে করে আগমন॥
জ্ঞাতি বন্ধুজন যত শ্রীহরির সনে।
সমারোহ করি আসে বিবাহ-প্রাঙ্গণে॥
পিতামাতা আর যত নৃপ-সমুদয়।
বিবাহ-সভায় সবে উপনীত হয়॥

আসিল পার্ষদগণ বয়স্য সকল।
উপনীত হ'ল যত গণকের দল॥
নর্ত্তক গায়ক ভট্ট অপ্সরা কিন্নরী।
দেব মুনি আদি যত আসে ত্বরা করি॥
কদলীবৃক্ষের স্তম্ভ শোভে চারিধারে।
উড়িছে পতাকা কত কে বর্ণিতে পারে॥
রত্নকুম্ভ চারিধারে শোভে মনোহর।
রত্নময় বেদী কত শোভিছে সুন্দর॥
দিক্ আমোদিত হয় সুগন্ধি পবনে।
অপরূপ নৃত্য করে বিদ্যাধরীগণে॥
গন্ধর্ব্ব সকলে করে সুমধুর গান।
সে গীত শ্রবণ করি মুগ্ধ হয় প্রাণ॥
যথাযোগ্য সকলেরে করি সম্ভাষণ।
কৃষ্ণে সম্বোধিয়া নৃপ কহিল তখন॥
জনম সফল মোর, সার্থক জীবন।
কোটি জন্মকৃত কর্ম্ম হইল ছেদন॥
জগতের স্রষ্টা যিনি হরি সনাতন।
চর্ম্মচক্ষে তারে আজি করিনু দর্শন॥
পরিপূর্ণতম যিনি পরম ঈশ্বর।
দেবগণ যাঁর ধ্যান করে নিরন্তর॥
স্বপনে যাঁহার কেহ দর্শন না পায়।
সেই হরি আসিলেন আমার সভায়॥
মানবের রূপ ধরি হরি সনাতন।
আমার ভবনে আজি করে আগমন॥
অনন্ত বিধাতা শিব ব্রহ্মা-পুত্র যত।
আমার ভবনে আজি হন সমবেত॥
সিদ্ধিদাতা গণপতি করে আগমন।
তীর্থের সমান হ'ল আমার ভবন॥
এই কথা বলি সেথা ভীষ্মক নৃপতি।
শ্রীকৃষ্ণের স্তব করে ভক্তিভরে অতি॥
নির্লিপ্ত নির্গুণ তুমি প্রভু সনাতন।
সবার ঈশ্বর তুমি সবার কারণ॥
সকলের সাক্ষী তুমি প্রভু পরাৎপর।
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধর কলেবর॥
এইরূপ স্তব করি আনন্দিত মনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দান করে কৃষ্ণের চরণে॥
দূর্ব্বাপুষ্প চরণেতে করিয়া অর্পণ।
কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গে করে চন্দন-লেপন॥
পারিজাতপুষ্পমালা ইন্দ্র দান করে।
কুবের ভূষণ দিল পরম ঈশ্বরে॥
বহ্নিদত্ত বস্ত্র নৃপ কৃষ্ণে করে দান।
রত্নের মুকুট রাজা করে সম্প্রদান॥
শ্রীকৃষ্ণের পূজা করি ভীষ্মক নৃপতি।
পুষ্পের অঞ্জলি দেয় ভক্তিভরে অতি॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্ততিতম অধ্যায়

রুক্মিণী-সম্প্রদান।

নারায়ণ কহিলেন নারদের প্রতি।
আসিল সভার মাঝে রুক্মিণী যুবতী॥
সুসজ্জিতা হ'যে বালা রত্নের ভূষণে।
সভার মাঝারে বসে রত্ন-সিংহাসনে॥
পৃষ্ঠদেশে শোভে তার কবরীর ভার।
কস্তুরীর বিন্দু শোভে অঙ্গেতে তাহার॥
শত-শশধর-সম কান্তি মনোহর।
প্রতপ্ত কাঞ্চনসম বরণ সুন্দর॥
সাত জন রূপবান্ নৃপের নন্দন।
রুক্মিণীরে সভামাঝে করে আনয়ন॥
শ্রীকৃষ্ণেরে প্রদক্ষিণ করিয়া যুবতী।
সেচন করিল জল ফুল্লমনে অতি॥
তারপর শুভক্ষণ আসিল যখন।
আপন পতিরে সতী করিল দর্শন॥
এইরূপে শুভদৃষ্টি সমাপন হ'লে।
লজ্জিতা হইয়া সতী বসে পিতৃকোলে॥
তারপর বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ।
ভীষ্মক কন্যারে করে কৃষ্ণেরে অর্পণ॥

স্বস্তি স্বস্তি বলি কৃষ্ণ প্রফুল্ল অন্তরে।
কন্যারে গ্রহণ করে অতি সমাদরে॥
অনন্তর নরপতি আনন্দিত মনে।
যৌতুক প্রদান করে কৃষ্ণ সনাতনে॥
কন্যারে বিদায় দিতে প্রাণ নাহি চায়।
অজ্ঞান হইয়া নৃপ পড়িল সভায়॥
তার পর জ্ঞান লাভ করি নৃপবর।
রুক্মিণীর ভার দিলা কৃষ্ণের উপর॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের সহিত দেবীগণের কথোপকথন এবং বরযাত্রীদিগের সহিত বধূ-বরের দ্বারকাভবনে আগমন।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
তারপর মিলি যত কুলবধূগণ॥
শুভকার্য্য সম্পাদন করি ফুল্লমনে।
বর কন্যা ল'য়ে যায় সজ্জিত ভবনে॥
সাবিত্রী ভারতী দুর্গা আদি দেবীগণ।
সেথায় আসিয়া কৃষ্ণে করিলা স্তবন॥
অনন্তর মহারাজ্ঞী জামাতা কন্যারে।
ভোজন করায় আসি তৃপ্তি-সহকারে॥
মঙ্গল-পত্রিকা এক পঠনের তরে।
দুর্গাদেবী দান করে শ্রীকৃষ্ণের করে॥
পত্র পাঠ করে কৃষ্ণ ফুল্লমনে অতি।
শুন লক্ষ্মী দুর্গা রাধা সাবিত্রী ভারতী॥
শুন শুন রাধা সীতা শতরূপা সতী।
যমুনা জাহ্নবী দিতি দেবী অরুন্ধতী॥
মেনকা তুলসী আদি যত দেবীগণ।
বর ও বধূর শুভ কর অনুক্ষণ॥
কৃষ্ণের পত্রিকা পাঠ করিয়া শ্রবণ।
উচ্চরবে হাস্য করে যত দেবীগণ॥
পার্ব্বতী কহিলা হাসি, শুন সনাতন।
কটাক্ষে রুক্মিণী তোমা করিছে দর্শন॥
রূপসী রুক্মিণী সতী নবীনা যুবতী।
তুমিও কৌতুক ভরে চাও তার প্রতি॥
শচীদেবী কহে শুন নন্দের নন্দন।
তোমাতে সঁপেছে সতী জীবন যৌবন॥
কহিলা সাবিত্রীদেবী শুন ব্রজরাজ।
উপযুক্ত বরকন্যা মিলিয়াছে আজ॥
রতিদেবী কহে, প্রভু কহ অকপটে।
কোন্ জন প্রিয় বেশী তোমার নিকটে॥
রুক্মিণী রাধিকা মাঝে কহ সনাতন।
তব কাছে প্রিয়তর হয় কোন্ জন॥
সরস্বতীদেবী কহে আমি তাহা জানি।
কৃষ্ণের নিকটে বেশী প্রিয় রাধারাণী॥
পূর্ব্বের সঙ্গিনী হন রাধা বিনোদিনী।
তাঁর সমতুল নহে যুবতী রুক্মিণী॥
এইরূপে দেবীগণ শ্রীহরির সনে।
হাস্যালাপ করে সবে কৌতুক বচনে॥
লোপামুদ্রা অনসূয়া অহল্যা আসিয়া।
কৌতুক বচন কহে হাসিয়া হাসিয়া॥
তারপর ভোজনাদি করি সমাপন।
সকলে মিলিয়া করে যাত্রা-আয়োজন॥
রুক্মিণীরে বক্ষ-মাঝে করিয়া ধারণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা কহিলা তখন॥
মোদেরে ছাড়িয়া কোথা করিছ গমন।
কেমনে জীবন মোরা করিব ধারণ॥
কন্যার বিদায়-শোকে কাঁদে নরপতি।
রোদন করিতে থাকে রুক্মিণী যুবতী॥
মায়া-মানবের রূপী কৃষ্ণ সনাতন।
সবারে কাঁদিতে দেখি করিল রোদন॥
তারপর সবে মিলি রথ-আরোহণে।
অতি সমারোহে চলে দ্বারকাভবনে॥
লক্ষ লক্ষ হস্তী অশ্ব সাথে সাথে চলে।
লক্ষ লক্ষ দাসদাসী চলে দলে দলে॥



[illegible]
[illegible]

এইরূপে মিলি যত বরযাত্রিগণ।
দ্বারকাভবনে সবে করে আগমন ॥
মনোহর বাদ্য বাজে দ্বারকাভবনে।
নৃত্যগীত করে যত বিদ্যাধরীগণে ॥
দেবকী রোহিণী আদি বর বধূ ল'য়ে।
প্রবেশ করিল আসি সজ্জিত আলয়ে ॥
সমস্ত দ্বারকা মাঝে চলে মহোৎসব।
ভোজন করিল যত দেব মুনি সব ॥
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় খাদ্য মনোহর।
ভোজন করিল যত বিপ্রেরা বিস্তর ॥
তারপর সকলেই সুপ্রসন্ন মনে।
গমন করিল সবে আপন ভবনে ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

নন্দ ও যশোদার কদলীবনে গমন এবং রাধা ও যশোদা সংবাদ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্।
নিজ নিজ গৃহে সবে করিল প্রস্থান ॥
যশোদা কৃষ্ণেরে কহে শুন পরমেশ।
আমারে প্রদান কর জ্ঞান-উপদেশ ॥
তোমার জননী আমি শুন দয়াময়।
মোর প্রতি তুমি আজ হও হে সদয় ॥
এ ভব-সাগরে প্রভু তুমি কর্ণধার।
দুস্তর সাগর হ'তে করহ উদ্ধার ॥
জননীর বাক্য শুনি কহে সনাতন।
শুন শুন মাতঃ তুমি আমার বচন ॥
ভক্তি-বিষয়ক জ্ঞান সবার প্রধান।
সেই জ্ঞান রাধা তোমা করিবে প্রদান ॥
ব্রজধামে যাও তুমি নন্দনৃপসহ।
আমার আদেশ গিয়া রাধিকারে কহ ॥
পরম ঈশ্বরী হন শ্রীরাধিকা সতী।
জ্ঞান দান করিবেন তোমাদের প্রতি ॥
এই কথা বলি কৃষ্ণ অন্তঃপুরে যান।
যশোদা ও নন্দ ব্রজে করিলা প্রস্থান ॥
কদলীর বনে দোঁহে করিযা গমন।
বিরহিণী রাধিকারে করিল দর্শন ॥
আহার বিহার সব করি পরিহার।
কৃষ্ণের বিরহে রাধা কাঁদে অনিবার ॥
ঝর ঝর ঝরে জল যুগল নয়নে।
শাযিতা রয়েছে সতী শোকাকুল মনে ॥
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায নাহি বাহ্যজ্ঞান।
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম করে সদা ধ্যান ॥
কল্পনায় কৃষ্ণমূর্ত্তি করিয়া দর্শন।
কখনো হাসিছে, কভু করিছে ক্রন্দন ॥
সহচরীগণ মিলি সেবা করে তার।
বেত্র হস্তে কেহ কেহ রক্ষা করে দ্বার ॥
যশোদা ও নন্দ রাজা আসিযা সেথায়।
ভক্তিভরে প্রণিপাত করে রাধা-পায ॥
তাদেরে দেখিয়া রাধা কহিলা তখন।
কোন্ স্থান হ'তে দোঁহে কর আগমন ॥
কৃষ্ণের বিরহে আমি হই পাগলিনী।
কৃষ্ণ-চিন্তা করি শুধু দিবস যামিনী ॥
দিবারাত্র মাঝে মোর ভেদ কিছু নাই।
হরিব চরণ ধ্যান করি সর্ব্বদাই ॥
রাধিকার এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
যশোদা প্রবোধ-বাক্য কহিল তখন ॥
শুন সতি, বৃথা শোক কর পরিহার।
তোমার প্রাণের হরি আসিবে আবার ॥
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় তোমার কারণ।
তব কীর্ত্তি গান করে দেব মুনিগণ ॥
পরম ঈশ্বরী তুমি কি কহিব আর।
কি কারণে বুদ্ধিভ্রম হইল তোমার ॥
উঠ উঠ পতিব্রতে, উঠ রাধা সতি।
এসেছি যশোদা আমি, সঙ্গে নন্দ পতি ॥
মোদের প্রেরণ করে কৃষ্ণ সনাতন।
তব কাছে তাই মোরা করি আগমন ॥

ভক্তি-বিষয়ক জ্ঞান কর মোরে দান।
আবার আসিবে হেথা কৃষ্ণ ভগবান্॥
তোমার প্রাণের কান্ত আসিবে আবার।
শ্রীদামের শাপ হ'তে পাইবে উদ্ধার॥
যশোদার এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ধীরে ধীরে রাধাদেবী লভিলা চেতন॥
কৃষ্ণের কুশলবার্ত্তা শুনি রাধা সতী।
জ্ঞান দান করিলেন যশোদার প্রতি॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

● ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

রুক্মিণীর গর্ভে কামদেবের জন্ম, রতি ও কামের দ্বারকা গমন, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ষোড়শ সহস্র কামিনী পরিণয়, তাহাদিগের অপত্য সন্ধান, দুর্ব্বাসাকে শ্রীকৃষ্ণের কন্যা দান এবং দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
বসুদেব দ্বারকায় করে আগমন॥
পিতার আজ্ঞায় কৃষ্ণ আনন্দিত মনে।
গমন করিল শেষে রুক্মিণী-ভবনে॥
রত্নের নির্ম্মিত সেই ভবন সুন্দর।
রত্নের কলস কত শোভে মনোহর॥
চামর দর্পণ আদি বিরাজে সেথায়।
সমুজ্জ্বল চারিদিক্ রত্নের প্রভায়॥
রত্নের পালঙ্কে সেথা কৃষ্ণ সনাতন।
রূপবতী রুক্মিণীরে করিলা দর্শন॥
নবসঙ্গমের তরে সজ্জিতা যুবতী।
রত্নের ভূষণে অঙ্গ বিভূষিত অতি॥
হস্তে তার শোভা পায় রত্নের দর্পণ।
কপালে বিরাজ করে সিন্দুর চন্দন॥
মস্তকেতে শোভা পায় কবরীর ভার।
মালতীর মালা শোভে গলায় তাহার॥

কৃষ্ণেরে হেরিয়া সতী অতি ফুল্ল মনে।
ভক্তিভরে প্রণিপাত করিল চরণে॥
অনন্তর হৃষ্ট মনে কৃষ্ণ সনাতন।
শুভক্ষণে তার সহ করিল রমণ॥
নবীন সঙ্গম সতী সহিতে না পারে।
হর্ষভরে মূর্চ্ছাপ্রাপ্তা হয় বারে বারে॥
হরকোপে ভস্মীভূত হয়েছিল কাম।
রুক্মিণীর গর্ভে পুনঃ জন্মে গুণধাম॥
শম্বর দৈত্যেরে কাম করিয়া সংহার।
রূপসী রতিরে লাভ করিল আবার॥
নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ।
কিরূপে শম্বরে কাম করিল নিধন॥
সেই কথা জানিবারে কৌতূহল হয়।
বিস্তারিয়া সব কথা কহ মহাশয়॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
কামদেব জন্ম যবে করিল-গ্রহণ॥
সাত দিন পরে আসি শম্বর সেথায়।
সূতিকাভবন হ'তে চুরি করে তায়॥
নবজাত শিশু ল'য়ে পুলকিত মনে।
শম্বর প্রস্থান করে আপন ভবনে॥
সন্তানবিহীন ছিল শম্বর অসুর।
কামেরে লভিয়া তুষ্ট হইল প্রচুর॥
আপন আলয়ে দৈত্য আসিয়া সত্বরে।
শিশুরে অর্পণ করে নিজ পত্নীক্রোড়ে॥
দৈত্যপত্নী মায়াবতী সুপ্রসন্ন মনে।
পালন করিল শিশু অতি সযতনে॥
একদিন সুগোপনে মায়াবতী প্রতি।
চুপে চুপে কহিলেন দেবী সরস্বতী॥
শুন শুন মায়াবতি আমার বচন।
শিবকোপে তব স্বামী ভস্মীভূত হন॥
এই পুত্র তব পতি কহিনু তোমায়।
রুক্মিণীর গর্ভে আসি জন্মে পুনরায়॥
তাহারে শম্বর দৈত্য করিয়া হরণ।
তোমার নিকটে চুপে করে আনয়ন॥

পুত্রের সমান যারে করিছ পালন।
সেই শিশু তব পতি, নহেক নন্দন॥
অনন্তর কামদেবে সম্বোধন করি।
মৃদুভাবে কহিলেন ভারতী ঈশ্বরী॥
শুন হে কন্দর্প তুমি রুক্মিণী নন্দন।
শম্বর অসুর তোমা করিল হরণ॥
এই সতী তব পত্নী, রতি নাম তার।
তার সহ কর এবে পত্নী ব্যবহার॥
শুন কাম তব পত্নী তোমার বিহনে।
রোদন করিছে সদা শোকাকুল মনে॥
তোমাদের পুনরায় হইল মিলন।
এইবার মনোসুখে রহ দুইজন॥
তাহাদের এইরূপ কহিয়া বচন।
ব্রহ্মালোকে সরস্বতী করিলা গমন॥
অনন্তর কামদেব সুপ্রসন্ন মনে।
নানাবিধ ক্রীড়া করে মায়াবতী সনে॥
একদিন সুগোপনে মদন যখন।
মাযাবতী সহ সুখে করিছে রমণ॥
সহসা শম্বর দৈত্য আসিযা সেথায়।
সুরতের সেই দৃশ্য দেখিবারে পায়॥
কুপিত হইয়া দৈত্য কামদেবে কয়।
অতীব লম্পট তুই হীন অতিশয়॥
তোর সম মহাপাপী কেবা আছে আর।
মাতার সহিত তুই করিস শৃঙ্গার॥
তারপর কহে দৈত্য মায়াবতী প্রতি।
কামুকী পুংশ্চলী তুই অতীব অসতী॥
নিজপুত্র সহ তুই করিস বিহার।
তোর সম পাপীযসী কেবা আছে আর॥
এই কথা বলি দৈত্য মদনের প্রতি।
নিক্ষেপ করিল খড়্গ ক্রোধভরে অতি॥
কামের শরীরে লাগি খড়্গ ভঙ্গ হয।
ধাইয়া আসিল দৈত্য ক্রোধে অতিশয়॥
ধরিয়া রতির কেশ শম্বর তখন।
হিতাহিত ভুলি যায় করিতে হনন॥
তখন মদন তারে আঘাত করিল।
সে আঘাতে দৈত্যবর ভূমিতে পড়িল॥
ভূমি হৈতে উঠি দৈত্য মহাক্রুদ্ধ-মন।
শিবদত্ত শূল হাতে করিল গ্রহণ॥
শত সূর্য্যসম দীপ্ত শূল ভয়ঙ্কর।
সে শূল দেখিয়া কাঁপে বিশ্ব-চরাচর॥
মদনের কাণে আসি কহিল পবন।
শীঘ্র তুমি দুর্গানাম করহ স্মরণ॥
পবনের বাক্য শুনি মদন তখন।
মনে মনে দুর্গানাম করিল স্মরণ॥
স্মরিতে দুর্গার নাম শূল ভয়ঙ্কর।
হইল পুষ্পের মাল্য অতি মনোহর॥
অনন্তর ব্রহ্ম-অস্ত্র করিয়া গ্রহণ।
শম্বরে মদনদেব করিল নিধন॥
তারপর রতিসহ আনন্দিত মনে।
মদন গমন করে দ্বারকাভবনে॥
পুত্রেরে দর্শন করি রুক্মিণী তখন।
গ্রহণ করিল অতি পুলকিত মন॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন মহাশয়।
এইবার কহি আমি প্রকৃত বিষয়॥
কালিন্দী লক্ষ্মণা সত্যা নাগ্নজিতী সতী।
রূপবতী সত্যভামা আর জাম্ববতী॥
এই সব রমণীরা রমণীর মনে।
বিহার করিলা কৃষ্ণ অতি ফুল্ল মনে॥
কালক্রমে এই সব রমণী-উদরে।
কন্যা আর পুত্রগণ জন্ম লাভ করে॥
তারপর একদিন কৃষ্ণ সনাতন।
নরক নামেতে দৈত্য করিলা নিধন॥
মুর নামে দৈত্য এক ছিল ভয়ঙ্কর।
তাহারে নিধন কৃষ্ণ করে অতঃপর॥
রূপবতী কন্যা ছিল ষোড়শ হাজার।
তাদের বিবাহ হরি করিলা এবার॥
সেই সব পত্নী ল'য়ে কৃষ্ণ সনাতন।
শুভক্ষণে যথাক্রমে করিলা রমণ॥

তাহাদের গর্ভ হ'তে শুন মতিমান্।
জন্মলাভ করে বহু সন্ততি-সন্তান ॥
একদা দুর্ব্বাসা মুনি শিষ্যদের সনে।
হৃষ্ট মনে আসিলেন দ্বারকাভবনে ॥
উগ্রসেন নরপতি হেরিয়া তাহারে।
প্রণাম করিলা তারে ভক্তি-সহকারে ॥
একানংশা নামে ছিল কন্যা রূপবতী।
রূপে গুণে অনুপমা সুলক্ষণা অতি ॥
সেই কন্যা বাসুদেব প্রফুল্ল অন্তরে।
শুভক্ষণে দান করে দুর্ব্বাসা প্রবরে ॥
মনিপুঙ্গবের তরে কৃষ্ণ ভগবান্।
রত্নের আশ্রম এক করিলা প্রদান ॥
রত্নের মন্দিরে গিয়া দুর্ব্বাসা প্রবর।
কন্যাসহ রতিক্রীড়া করিল বিস্তর ॥
একদিন মুনিবর করিল দর্শন।
সর্ব্বত্র শ্রীভগবান্ বিরাজিত রন ॥
কোথাও করিছে ক্রীড়া কৃষ্ণ ভগবান্।
কোথাও শ্রীভগবান্ শুনিছে পুরাণ ॥
কোনো গৃহে করে কৃষ্ণ তাম্বুল চর্ব্বণ।
কোনো গৃহে সুপ্ত আছে কৃষ্ণ সনাতন ॥
বিস্ময়ে দুর্ব্বাসা মুনি যেই গৃহে যায়।
ভগবান্ শ্রীহরিরে হেরিল সেথায় ॥
মুগ্ধ হ'য়ে মুনিবর ভক্তি-সহকারে।
শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করে বারে বারে ॥
জগতের প্রভু তুমি কৃষ্ণ সনাতন।
সবার ঈশ্বর তুমি প্রভু জনার্দ্দন ॥
গুণমায়াতীত তুমি নিত্য নিরঞ্জন।
নিরাকার পরব্রহ্ম জীবের জীবন ॥
নির্লিপ্ত সর্ব্বেশ তুমি করুণাসাগর।
ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধর কলেবর ॥
সত্যের স্বরূপ তুমি অনির্ব্বচনীয়।
পরমাত্মা তুমি প্রভু সদা অদ্বিতীয় ॥
ব্রহ্মা শিব অনন্তাদি যত দেবগণ।
তোমার চরণ ধ্যান করে অনুক্ষণ ॥
বেদের অতীত তুমি কৃপা-অবতার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
দুর্ব্বাসার এই স্তব করিয়া শ্রবণ।
মৃদুভাষে কহিলেন কৃষ্ণ সনাতন ॥
শিব-অংশজাত তুমি দুর্ব্বাসা প্রবর।
সুপ্রসন্ন হইয়াছি তোমার উপর ॥
সকলের আত্মারূপী আমি ভগবান্।
সবার ঈশ্বর আমি সকলের প্রাণ ॥
জীবদেহে যবে আমি বিরাজিত হই।
সে সময় আমি শুধু ভিন্নরূপে রই ॥
যখন গোলোকে আমি করি অবস্থান।
পূর্ণতম হই সেথা আমি ভগবান্ ॥
শ্রীদামের অভিশাপে রাধা বিনোদিনী।
আমার বিরহ ভোগ করিছেন তিনি ॥
সব স্থানে অংশরূপে আমি বিদ্যমান।
অংশরূপে প্রাণিদেহে করি অবস্থান ॥
আমার অংশের অংশ কোন স্থানে রয়।
মোর অংশ রহিয়াছে সারা বিশ্বময় ॥
এই কথা বলি তারে কৃষ্ণ সনাতন।
ভবনের অভ্যন্তরে করিলা গমন ॥
পরমার্থ জ্ঞান তাহে দুর্ব্বাসা লভিল।
ভোগের বাসনা তার দূরীভূত হ'ল ॥
দুর্ব্বাসা নিজের পত্নী করি পরিহার।
হরি-তপস্যায় যায় বনের মাঝার ॥
এত বলি নারায়ণ মৌন হ'য়ে রন।
অতঃপর কি ঘটিল শুন দিয়া মন ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

পার্ব্বতীর উপদেশে দুর্ব্বাসার কৈলাস হইতে দ্বারকা-গমন ও সংক্ষেপে মহাভারত কথন, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক জরাসন্ধ ও শাম্ব বধ, শিশুপাল ও দন্তবক্র বধ, দৈবকীকে মৃতপুত্র দান, পারিজাত হরণ এবং সত্যভামার পুণ্যকব্রত অনুষ্ঠান।

ছাড়িয়া দ্বারকাপুরী দুর্ব্বাসা প্রবর।
শিষ্য সহ কৈলাসেতে আসিল সত্বর॥
পার্ব্বতী ও শিবে হেরি মুনি গুণধাম।
ভক্তিভরে তাঁহাদের করিল প্রণাম॥
সমস্ত বৃত্তান্ত শুনি ঈশ্বরী পার্ব্বতী।
মৃদু মৃদু হাস্য করি কহে তার প্রতি॥
আপনারে ভাব তুমি ধর্ম্মপরায়ণ।
ধর্ম্মের স্বরূপ নাহি জান কদাচন॥
পুত্রহীনা নিজ পত্নী করিয়া বর্জ্জন।
কোথায় চলিছ তুমি তপস্যা-কারণ॥
পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে যদি কোন জন।
যুবতী পত্নীরে কভু করিয়া বর্জ্জন॥
প্রবাসে বা দূরদেশে নিরন্তর রয়।
ধর্ম্মহানি হয় তার, মোক্ষ নাহি হয়॥
পত্নীরে বর্জ্জন করি যায় যেই জন।
অবশ্যই নরকে সে করিবে গমন॥
শুন শুন বিপ্র তুমি যদি ইষ্ট চাও।
পুনরায় পত্নীকাছে দ্বারকায় যাও॥
মোর অংশরূপা সেই একানংশা সতী।
তাহারে পালন কর সযতনে অতি॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ ধ্যান করে যাঁর।
কোথায় চলিলে তারে করি পরিহার॥
স্বপ্নযোগে হেরে যেই কৃষ্ণের চরণ।
সর্ব্বপাপ হ'তে মুক্তি লভে সেইজন॥
কৃষ্ণের করুণা লাভ করে যেইজন।
কর্ম্মের বন্ধন তার হইবে মোচন॥
সেই কৃষ্ণ ভগবানে করিয়া বর্জ্জন।
তপস্যার তরে কোথা করিছ গমন॥
পার্ব্বতীর এই বাক্য শুনি অতঃপর।
দ্বারকায় যায় ত্বরা দুর্ব্বাসা প্রবর॥
প্রথমে শ্রীভগবানে করিয়া দর্শন।
নিজ পত্নী কাছে মুনি করিল গমন॥
এদিকে হস্তিনাধামে রাজা যুধিষ্ঠির।
কৃষ্ণেরে হেরিতে হয় অতীব অধীর॥
পাণ্ডুতনয়ের সেই পাইয়া আহ্বান।
হস্তিনানগরে যান কৃষ্ণ ভগবান্॥
নারায়ণে নতি করি ভাই পঞ্চজন।
বসিতে আসন দিল স্বর্ণ-সিংহাসন॥
শ্রীহরি জিজ্ঞাসা করে বলহ রাজন্।
স্মরণ করিলে মোরে কিসের কারণ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সবিনয়ে কয়।
রাজসূয় যজ্ঞ ইচ্ছা করি দয়াময়॥
পাণ্ডবের বন্ধু তুমি পাণ্ডবের নাথ।
পরামর্শ দেহ মোরে ওহে বিশ্বনাথ॥
শ্রীহরি বলেন শুন ধর্ম্মের তনয়।
অতীব সম্মানপ্রদ এই যজ্ঞ হয়॥
কিন্তু এক বিঘ্ন আছে শুনহ রাজন্।
জরাসন্ধ মগধের নৃপতি দুর্জ্জন॥
কর দিবে অবনীতে যত রাজগণ।
কিন্তু দুষ্ট জরাসন্ধ করিবে বারণ॥
শিশুপাল আদি যত দুষ্ট নরপতি।
এই কার্য্যে দিবে বাধা শুন মহামতি॥
জরাসন্ধ নরপতি মহা শক্তিমান্।
দ্বিতীয় নাহিক কেহ তাহার সমান॥
সেই হেতু মম বাক্য করহ শ্রবণ।
সর্ব্বাগ্রে করহ তার বিনাশ সাধন॥
ভীমার্জ্জুন মম সঙ্গে করুক গমন।
জরাসন্ধ দুরাচারে করিব নিধন॥
ইহা শুনি যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুনেরে।
দিলেন কৃষ্ণের সনে প্রফুল্ল অন্তরে॥
শিবপূজা করে যেথা মগধ রাজন্।
সেই স্থানে উপনীত হয় তিনজন॥

শ্রীহরি বলেন তারে ওহে নররায়।
পরাধীন করিয়াছ অনেক রাজায়॥
তাদের মোচন হেতু রাজা যুধিষ্ঠির।
রাজসূয় অনুষ্ঠান করিবেন স্থির॥
সেই হেতু ভীমার্জ্জুন আমার সহিতে।
আসিয়াছে তব সনে সমর করিতে॥
এই তিনজন মাঝে যারে ইচ্ছা হয়।
তার সনে কর যুদ্ধ ওহে মহাশয়॥
এতেক বচন শুনি অতি রোষভরে।
জরাসন্ধ কটুবাক্য বলে সবাকারে॥
বলিলেন ওরে কৃষ্ণ তুই পাপাচার।
ননীচোরা সঙ্গে যুদ্ধ কি করিব আর॥
অর্জ্জুন অতীব শিশু পাণ্ডুর নন্দন।
তাহার সহিত যুদ্ধ না হয় শোভন॥
বীর বলি বোধ হয় এই ভীমসেনে।
সমর করিতে পারি আমি এর সনে॥
এত বলি গদা হস্তে লয় ভয়ঙ্কর।
ভীম আর জরাসন্ধে বাঁধিল সমর॥
তিন দিন মহাযুদ্ধ চলিতে লাগিল।
কেহ কারে পরাজিত করিতে নারিল॥
উপবাসে ছিল জরাসন্ধ নৃপবর।
তেজোহীন হয় দেহ, হইল কাতর॥
দুই বাহু প্রসারিয়া ভীম তারে ধরে।
বিদীর্ণ করিয়া দেহ দুই ভাগ করে॥
কৃষ্ণের ইচ্ছায় ঘটে অপূর্ব্ব ঘটন।
কৌশলেতে জরাসন্ধে করিলা নিধন॥
শাল্বেরে সংহার করি কৃষ্ণ ভগবান্।
করালেন রাজসূয় যজ্ঞ-অনুষ্ঠান॥
সেই যজ্ঞসভা মাঝে শ্রীমধুসূদন।
শিশুপাল দন্তবক্রে করিলা নিধন॥
রাজসূয় মহাযজ্ঞ সম্পাদন করি।
কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ করিলেন হরি॥
বহুকাল সেই স্থানে করি অবস্থান।
দ্বারকায় শ্রীগোবিন্দ করিলা প্রস্থান॥
মৃত সহোদরগণে করি প্রাণদান।
জননীরে দান করে কৃষ্ণ ভগবান্॥
সুদামা ব্রাহ্মণ ছিল দীন অতিশয়।
তাহার দারিদ্র্য হরে হরি দয়াময়॥
তারপর স্বর্গ হ'তে কৃষ্ণ জনার্দ্দন।
দেবেন্দ্রের পারিজাত করিলা হরণ॥
অনন্তর হৃষ্টমনে হরি ভগবান্।
পবিত্র পুণ্যকব্রত সত্যারে করান॥
উদ্ধবেরে জ্ঞান দান করে ভগবান্।
অর্জ্জুনেরে উপদেশ করিলেন দান॥
তারপর জনার্দ্দন রৈবত পাহাড়ে।
গণেশের পূজা করে ভক্তি-সহকারে॥
কুষ্ঠ-রোগে ভোগে শাম্ব বহুকাল ধ'রে।
শ্রীহরির উপদেশে সূর্য্য পূজা করে॥
সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য্য শাম্বের পূজায়।
বর দান করিলেন আসিয়া তথায়॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা সুধার সমান।
শ্রবণ করিলে হয় পরিতৃপ্ত প্রাণ॥
তাপদগ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে।
পুরাণ শ্রবণ কর একান্ত অন্তরে॥
অসার সংসার দিন বৃথা কেটে যায়।
ভুলিয়া রয়েছ সবে বিষ্ণুর মায়ায়॥
মোহ-নিদ্রা হ'তে সবে কর জাগরণ।
একমনে ভজ সেই কৃষ্ণের চরণ॥
হরি সত্য ত্রিভুবনে, মিথ্যা সমুদয়।
হরি হরি ভজ জীব সকল সময়॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু কৃষ্ণ সনাতন।
ভক্তজনে অনুক্ষণ করেন রক্ষণ॥
যেই জন কৃষ্ণনাম লয় অনিবার।
এ জগতে কোন ভয় থাকে না তাহার॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

———

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

উষা ও অনিরুদ্ধের স্বপ্নসমাগম, চিত্রলেখা কর্ত্তৃক অনিরুদ্ধ হরণ এবং উষা ও অনিরুদ্ধের গান্ধর্ব্ব বিবাহ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
প্রদ্যুম্ন প্রবর ছিল কৃষ্ণের নন্দন॥
অনিরুদ্ধ ছিল সেই প্রদ্যুম্ন-তনয়।
বিধাতার অংশজাত গুণী অতিশয়॥
একদিন অনিরুদ্ধ পুষ্পের শয্যায়।
স্বপ্নে এক যুবতীরে দেখিবারে পায়॥
শরতের চন্দ্রসম বদন তাহার।
বিকচ-কমল-সম নেত্র চমৎকার॥
নয়নে রচিত তার কজ্জল সুন্দর।
খগরাজ-সম নাসা অতি মনোহর॥
মস্তকেতে শোভা পায় কবরীর ভার।
সারা অঙ্গে শোভে তার রত্ন-অলঙ্কার॥
পক্ক-বিম্ব-সম তার ওষ্ঠ ও অধর।
মুক্তা-সম দন্তরাজি অতি মনোহর॥
শ্রীফল সদৃশ স্তন কঠিন-বর্ত্তুল।
গজেন্দ্রাণী সম তার উরু সুবিপুল॥
বিশাল নিতম্বভারে বিনম্রা যুবতী।
কটাক্ষে দর্শন করে অনিরুদ্ধ প্রতি॥
কামাতুরা যুবতীরে করিয়া দর্শন।
মৃদুভাষে অনিরুদ্ধ করে সম্ভাষণ॥
কি নাম তোমার বল কাহার নন্দিনী।
কোথায় আবাস তব ভুবনমোহিনী॥
তোমার রূপেতে আজি মুগ্ধ মোর মন।
কহ বালা কোথা হ'তে তব আগমন॥
শঙ্কিতা হতেছ তুমি কিসের কারণ।
শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র আমি কন্দর্প-নন্দন॥
রূপবান্ যুবা আমি শুন রূপবতি।
কামশাস্ত্রে সুনিপুণ হই আমি অতি॥
রতিবীর রতিপুত্র রতিরসপ্রিয়।
রতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত আমি অদ্বিতীয়॥
শুন লো সুন্দরি নাহি লজ্জার কারণ।
অতি সুখকর হবে মোদের মিলন॥
অনিরুদ্ধ-মুখে শুনি এহেন বচন।
লজ্জাভরে কহে তারে যুবতী তখন॥
শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র তুমি প্রদ্যুম্ন-তনয়।
যোগ্যা নারী কেন নাহি কর পরিণয়॥
বিবাহিতা পত্নী সদা হয় পুণ্যবতী।
পতির সঙ্গিনী নিত্য হয় সেই সতী॥
গুপ্ত পত্নী হয় সদা ভয়ের কারণ।
আজন্মসঙ্গিনী নাহি হয় সেইজন॥
অযশ প্রদান করে সেই পত্নীগণ।
নরকের দ্বার তারা হয় সর্ব্বক্ষণ॥
উচ্চবংশজাত যেই বিষ্ণুপরায়ণ।
গুপ্ত পত্নী সেইজন না করে ভজন॥
ধর্ম্মপত্নী নিরন্তর পতিব্রতা হয়।
প্রশংসিতা হয় তারা সকল সময়॥
পরনারী ভোগ যদি করে কোন জন।
সবংশে নরকে সেই করিবে গমন॥
শিবভক্ত বাণরাজ অতি গুণধাম।
তাহার নন্দিনী আমি, উষা মোর নাম॥
পতিব্রতা নারী কভু না হয় স্বাধীন।
স্বাধীনতা তাহাদের নাহি কোন দিন॥
বাল্যে রক্ষা করে পিতা যৌবনেতে পতি।
বার্দ্ধক্যেতে রক্ষা করে সন্তান সন্ততি॥
যোগ্য পাত্রে পিতা করে নন্দিনীরে দান।
সনাতন ধর্ম্ম ইহা শুন মতিমান্॥
আমারে গ্রহণে যদি ইচ্ছা তব হয়।
বাণের নিকটে তবে কহ মহাশয়॥
এই কথা কহি কন্যা অন্তর্হিতা হয়।
কামনন্দনের নিদ্রা ভাঙ্গে সে সময়॥
প্রাতঃকালে অনিরুদ্ধ জাগিল যখন।
প্রাণপ্রিয়া যুবতীরে না করে দর্শন॥

ঊষার বিরহে হয় পাগলের প্রায়।
আহার বিহার ত্যজি করে হায় হায়॥
তাহার এরূপ ভাব করিয়া দর্শন।
অতি বিচলিতা হয় কৃষ্ণপত্নীগণ॥
তখন সবারে ডাকি কহে সনাতন।
শুন শুন সতীগণ আমার বচন॥
বাণের নন্দিনী ঊষা রূপসী যুবতী।
কামবাণে হইয়াছে ব্যাকুলিতা অতি॥
পার্ব্বতীর কাছে ঊষা বর লভিয়াছে।
তাহারেই অনিরুদ্ধ স্বপ্নে হেরিয়াছে॥
আমিও প্রমত্তা তারে করিব স্বপনে।
অনিরুদ্ধ-তরে চিন্তা নাহি কর মনে॥
কৃষ্ণের চক্রান্তে ঊষা স্বপনের মাঝে।
হেরিল যুবক এক পালঙ্কে বিরাজে॥
নব-জলধর-সম শ্যাম কান্তি তার।
মৃদু মৃদু হাস্য যুবা করে অনিবার॥
কোটি কন্দর্পের সম রূপ মনোহর।
পরিধানে পীত বস্ত্র সুচারু সুন্দর॥
রত্নের কেয়ূর আর রত্নের বলয়।
নধর অঙ্গেতে তার শোভে অতিশয়॥
কুণ্ডল যুগল তার শোভে গণ্ডস্থলে।
উজ্জ্বল মালতীমালা শোভা পায় গলে॥
স্বপ্ন-মাঝে যুবকেরে করিয়া দর্শন।
তার কাছে সাধ্বী ঊষা করিল গমন॥
কামবাণে প্রপীড়িত হ'য়ে অতিশয়।
সলজ্জ বদনে উহা অনিরুদ্ধে কয়॥
কে তুমি সুন্দর যুবা কামেতে মগন।
বল বল কোথা হ'তে কর আগমন॥
আমি অতি কামাতুরা হইয়াছি আজ।
আমারে ভজনা কর, নাহি কোন লাজ॥
তোমা প্রতি অনুরক্তা হইয়াছি আমি।
তুমি মোর প্রাণকান্ত হৃদয়ের স্বামী॥
গন্ধর্ব্ব বিবাহ মোরে কর ত্বরা ক'রে।
স্পৃহাবতী হইয়াছি তোমার উপরে॥
ঊষার বচন শুনি অনিরুদ্ধ কয়।
শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র আমি কামের তনয়॥
তাঁদের অজ্ঞাতসারে শুন বরাননে।
তোমারে বিবাহ আমি করিব কেমনে॥
এই কথা বলি তবে কামের তনয়।
দ্রুতগতি সেথা হ'তে অন্তর্হিত হয়॥
নিদ্রাত্যাগ করি ঊষা করে হাহাকার।
কান্তের বিরহে সতী কান্দে বার বার॥
চিত্রলেখা নামে ছিল্ ঊষা-সহচরী।
দৈত্যরাজ বাণ কাছে যায় ত্বরা করি॥
বাণ আর বাণপত্নী যেই স্থানে ছিল।
চিত্রলেখা গিযা সেথা সব নিবেদিল॥
দুর্গা শিব কার্ত্তিকেয় আর গণপতি।
তাদেরে কহিল গিয়া চিত্রলেখা সতী॥
সমস্ত শুনিয়া কহে গণেশ তখন।
চিত্রলেখা দ্বারকায করুক গমন॥
অনিরুদ্ধে আকর্ষণ করিয়া ত্বরায।
চুপে চুপে আনয়ন করুক হেথায॥
মহাদেব কহিলেন গণেশের প্রতি।
এ কাজ করিতে হবে সুগোপনে অতি॥
এ বিষয় বাণ যেন শুনিতে না পায।
কার্য্যকালে হও তুমি তাহার সহায়॥
সকলের অগোচরে চিত্রলেখা সতী।
দ্বারকা প্রবেশ করে হৃষ্টমনে অতি॥
অনিরুদ্ধ ছিল গৃহে নিদ্রায মগন।
যোগবলে চিত্রলেখা করিল হরণ॥
রথে করি অনিরুদ্ধে চিত্রলেখা সতী।
শোণিতপুরেতে আনে অতি শীঘ্রগতি॥
প্রাতঃকালে অনিরুদ্ধে না করি দর্শন।
হায় হায় করে যত কুলনারীগণ॥
তাদেরে সান্ত্বনা দান করি ভগবান্।
শোণিতনগরে শীঘ্র করিলা প্রস্থান॥
শাম্ব কাম সকলেই যায় সাথে সাথে।
শঙ্খ চক্র গদা কৃষ্ণ লইলেন হাতে॥

এদিকেতে অনিরুদ্ধে করি আনয়ন।
ঊষা সনে সবে তার ঘটায় মিলন॥
কামপুত্র অনিরুদ্ধ আনন্দিত প্রাণে।
ঊষারে বিবাহ করে গান্ধর্ব্ব-বিধানে॥
কামাতুর অনিরুদ্ধ যুবতীর সনে।
নানাবিধ ক্রীড়া করে পরিতৃপ্ত মনে॥
নবসঙ্গমের সুখে মূর্চ্ছা যায় সতী।
দিবারাত্র ক্রীড়া করে না জানে বিরতি॥
কামশাস্ত্র-বিশারদ প্রদ্যুম্ন-তনয়।
নানাভাবে ক্রীড়া করে তৃপ্তি নাহি হয়॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি সুধাময়।
শ্রবণ করিলে সব দুঃখ নাশ হয়॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

● ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

বক্কক-মুখে ঊষার গর্ভবার্ত্তা শ্রবণে ক্রুদ্ধ বাণের প্রতি মহাদেবাদির হিতোপদেশ, বাণাসুরের যুদ্ধযাত্রা এবং বাণ ও অনিরুদ্ধ সংবাদ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মহাশয়।
বাণের নিকটে কহে রক্ষী সমুদয়॥
শুন প্রভু, তব কন্যা তব অগোচরে।
কন্দর্প-তনয় সহ রতি ভোগ করে॥
রূপবান্ অনিরুদ্ধে করি আনয়ন।
চিত্রলেখা ঊষা সহ ঘটায় মিলন॥
অনুরক্তা হইয়াছে ঊষা তার প্রতি।
গর্ভবতী হইয়াছে ঊষা রূপবতী॥
সর্ব্বদেহে নখক্ষত হইয়াছে তার।
পতিসহ রতি ভোগ করে অনিবার॥
অনিরুদ্ধে ছাড়ি আর রহিতে না পারে।
কটাক্ষে বদন তার হেরে বারে বারে॥
রক্ষিমুখে এই কথা করিয়া শ্রবণ।
দৈত্যশিরোমণি হয় ক্রোধে নিমগন॥

থর্ থর্ অঙ্গ তার কাঁপে ক্রোধভরে।
হুঙ্কার করিয়া বাণ চলিল সমরে॥
গণেশ কার্ত্তিক আর ভোলা পঞ্চানন।
উপদেশ দিয়া তারে করে নিবারণ॥
শঙ্কর কহিলা তারে, শুন দৈত্যরাজ।
নীতিযুক্ত বাক্য আমি কহিতেছি আজ॥
পৃথিবীর ভার সব করিতে হরণ।
ভারতে শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হন॥
চক্রপাণি ভগবান্ বিধির বিধাতা।
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন কর্ম্মফল-দাতা॥
গুণমায়াতীত তিনি পরম ঈশ্বর।
ভক্ত-অনুগ্রহে তরে ধরে কলেবর॥
তার পৌত্র অনিরুদ্ধ, শুন দৈত্যপতি।
হরিসহ যুদ্ধ করা অসম্ভব অতি॥
ইচ্ছা যদি করে প্রভু কৃষ্ণ দয়াময়।
নিমেষ মাঝারে সর্ব্ব-বিশ্ব ধ্বংস হয়॥
পার্ব্বতী কহিলা তারে, শুন দৈত্যবর।
শ্রীহরির সহ তুমি না কর সমর॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি করে যাঁর ধ্যান।
পরিপূর্ণতম তিনি কৃষ্ণ ভগবান্॥
গণপতি আদি সবে তাঁর ধ্যান করে।
যোগিগণ ধ্যান করে সভক্তি-অন্তরে॥
সবার কারণ তিনি, সবার ঈশ্বর।
জ্ঞানিগণ ধ্যান তাঁর করে নিরন্তর॥
গণেশ কহিল তারে, শুন দৈত্যরাজ।
বলিপুত্র হ'যে তুমি করিছ কি কাজ॥
তোমা সম মূঢ় আর আছে কোন্ জন।
শ্রীহরির সহ যাও করিবারে রণ॥
কার্ত্তিক কহিল তারে, শুন দৈত্যরাজ।
কোন্ বলে বলী তুমি হইয়াছ আজ॥
হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতিরে করে যে নিধন।
তার সহ যাও তুমি করিবারে রণ॥
যদি নিজ ইষ্ট চাও অসুর প্রবর।
কৃষ্ণপৌত্রসহ তবে না কর সমর॥

তাহাদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কুপিত অন্তরে কহে দানব তখন॥
শুন মাতা দুর্গাদেবি, শুন পঞ্চানন।
গণেশ, কার্ত্তিক, শুন আমার বচন॥
শুভাশুভ ঘটে সব কর্ম্ম-অনুসারে।
কর্ম্মফল কেহ কভু এড়াতে না পারে॥
যাহার হাতেতে আছে মরণ-লিখন।
অবশ্য ঘটিবে তাহা জানি অনুক্ষণ॥
নিয়তি-লঙ্ঘনে কেহ সমর্থ না হয়।
সমর করিতে আমি নাহি পাই ভয়॥
সমরে বিজয়ী হ'লে যশ লাভ হবে।
যুদ্ধে মৃত্যু হ'লে হয় স্বর্গবাস তবে॥
শিব দুর্গা যে নগর করিছে রক্ষণ।
সে নগর হ'তে কন্যা করিল হরণ॥
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ আমার জীবনে।
সক্ষম না হই আমি কন্যার রক্ষণে॥
যুদ্ধস্থলে অনিরুদ্ধে করিয়া হনন।
আমার কন্যারে আমি করিব নিধন॥
এই কথা কহি বাণ অতি রোষভরে।
রথে আরোহণ করি চলিল সমরে॥
শিবের আদেশ পেয়ে কার্ত্তিক তখন।
সেনাপতি হ'য়ে সাথে করিল গমন॥
এদিকেতে পার্ব্বতীর দূত একজন।
অনিরুদ্ধ কাছে গিয়া করে নিবেদন॥
শুন শুন অনিরুদ্ধ জানাই তোমায়।
যুদ্ধ তরে বাণরাজ আসিছে হেথায়॥
তাহার কন্যারে তুমি করিলে হরণ।
ক্রুদ্ধ হ'য়ে আসে বাণ করিবারে রণ॥
দূতের বচন শুনি কাঁপে ঊষা সতী।
দুর্গারে স্মরণ করি কহিল যুবতী॥
রক্ষা কর রক্ষা কর মোর প্রাণেশ্বরে।
অভয় প্রদান কর এ ঘোর সমরে॥
জগতের মাতা তুমি কি কহিব আর।
রক্ষা কর রক্ষা কর স্বামীরে আমার॥

অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হ'যে তারপর।
বীর অনিরুদ্ধ যায় করিতে সমর॥
অনিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে করিয়া দর্শন।
কুপিত হইয়া বাণ কহিল তখন॥
অরে অরে পাপাধম, অরে দুরাচার।
নীতিশাস্ত্র বিবর্জ্জিত তুই কুলাঙ্গার॥
তোর পিতা শম্বরেরে করিয়া নিধন।
তার পত্নী অনায়াসে করিল হরণ॥
সেই রমণীর গর্ভে জন্ম তোর হয়।
অকুলীন তুই অতি, হীন অতিশয়॥
তোর পিতামহ কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
অতীব লম্পট দুষ্ট জানে সর্ব্বজন॥
গোপীদের উপপতি তোর পিতামহ।
পরনারীসহ ক্রীড়া করে অহরহ॥
পূতনারে সদ্য বধ করিল সে জন।
কুব্জা রমণীর করে বিনাশ-সাধন॥
দুর্ব্বল নরকাসুরে করিয়া সংহার।
তার পত্নীদের কৃষ্ণ হরিল আবার॥
ভীষ্মক-দুহিতা ছিল রুক্মিণী যুবতী।
তাহারে হরণ কৃষ্ণ করিল সম্প্রতি॥
কৌরব পাণ্ডব মাঝে পিতামহ তোর।
কৌশলেতে বাধাইল রণ অতি ঘোর॥
শিশুপাল দন্তবক্র আদি যারা ছিল।
তোর পিতামহ কৃষ্ণ সবে বিনাশিল॥
জরাসন্ধ বধ হ'ল কৌশলে তাহার।
পারিজাত-পুষ্প কৃষ্ণ হরিল আবার॥
মাতুল কংসেরে দুষ্ট করিয়া নিধন।
তাহার সর্ব্বস্ব নিজে করিল হরণ॥
তোর বংশ অতি হীন কি কহিব আর।
পরম লম্পট তোরা অতি দুরাচার॥
বাণের বচন শুনি ক্রুদ্ধ হ'যে অতি।
উচ্চৈঃস্বরে অনিরুদ্ধ কহে তার প্রতি॥
বৃথা নিন্দা কর কেন শুন দৈত্যরাজ।
আপনার পরিচয় দিব আমি আজ॥

মোর পিতা কামদেব ব্রহ্মার নন্দন।
কর্ম্মফলে শিবকোপে ভস্মীভূত হন॥
কৃষ্ণপুত্ররূপে পিতা জন্মিল আবার।
ত্রিভুবন বশীভূত অস্ত্রেতে তাঁহার॥
আমার জননী রতি ছায়ারূপ ধ'রে।
শয়নসঙ্গিনী হয় শম্বরের ঘরে॥
শম্বর দৈত্যেরে পিতা করিয়া নিধন।
নিজপত্নী পুনরায় করিল গ্রহণ॥
চতুর্ব্বেদ যাঁরে কভু বর্ণিতে না পারে।
কিরূপে সামান্য দৈত্য বুঝিবে তাঁহারে॥
মোর পিতামহ কৃষ্ণ পরম ঈশ্বর।
দেবগণ তাঁর ধ্যান করে নিরন্তর॥
আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়।
শঙ্করে জিজ্ঞাসা কর সকল বিষয়॥
শ্রীদামের অভিশাপে কৃষ্ণের আদেশে।
রাধিকা শ্রীবৃন্দাবনে জন্মে অবশেষে॥
ত্রিংশকোটি গোপিকারা রাধিকার সনে।
গোলোক হইতে সবে আসে বৃন্দাবনে॥
সেই পত্নীগণে ল'যে রাসের মাঝার।
রসরাজ ভগবান্ করেন বিহার॥
গোপের শিশুর বেশ করিয়া ধারণ।
গাভীগণে ভগবান্ করেন রক্ষণ॥
শুন শুন দৈত্য তব ভগিনী পূতনা।
কৃষ্ণেরে পুত্রের রূপে করিল কামনা॥
সে কারণে কৃষ্ণ তার স্তন পান ক'রে।
প্রেরণ করিল তারে গোলোক-নগরে॥
পূর্ব্বজন্মে কুব্জানারী সূর্পণখা নামে।
রাবণ-ভগিনী ছিল এই ধরাধামে॥
কুব্জা রমণীর রূপে জন্ম হয় তার।
ভগবান্ কৃষ্ণ তারে করিলা উদ্ধার॥
শ্রীহরির বধ্য ছিল নরক অসুর।
বধ করি কৃষ্ণ তার পাপ করে দূর॥
নরক অসুরগৃহে কন্যা যত ছিল।
সকলেরে ভগবান্ বিবাহ করিল॥
ভীষ্মক-দুহিতা সতী রূপসী রুক্মিণী।
কৃষ্ণপ্রিয়া মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠেতে তিনি॥
ভূভার হরণ-তরে কৃষ্ণসনাতন।
এই পৃথিবীর মাঝে আবির্ভূতা হন॥
কুরু-পাণ্ডবের ঘোর যুদ্ধের সময়।
ভূভার-হরণ করে কৃষ্ণ ইচ্ছাময়॥
জরাসন্ধ কংস শাম্ব প্রভৃতি সকলে।
শ্রীহরির বধ্য ছিল নিজ কর্ম্মফলে॥
সত্যভামা সতী করে ব্রত অনুষ্ঠান।
তার পরে পারিজাত হরে ভগবান্॥
পঞ্চমুখে পঞ্চানন স্তব করে যাঁর।
কেমনে বুঝিবে তুমি মহিমা তাঁহার॥
অনন্ত প্রভৃতি যাঁর অন্ত নাহি পায়।
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা সদা যাঁর গুণ গায়॥
যাঁর ধ্যান করে সদা মুনি-যোগিগণে।
তুচ্ছ দৈত্য তুমি তারে বুঝিবে কেমনে॥
মোর পিতামহ সেই কৃষ্ণ সনাতন।
আমি অনিরুদ্ধ বীর কামের নন্দন॥
যদি ইচ্ছা থাকে এবে ওহে দৈত্যরাজ।
যুদ্ধ করি পরিচয় লহ তবে আজ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

অনিরুদ্ধের নিকট বাণের পরাজয়।

এতেক বচন শুনি অনিরুদ্ধ মুখে।
সৈন্যসহ বাণরাজ আসিল সম্মুখে॥
সুভদ্র নামেতে ছিল বাণ-সেনাপতি।
নিক্ষেপ করিল শূল অনিরুদ্ধ প্রতি॥
অনিরুদ্ধ অর্দ্ধচন্দ্র বাণেতে তখন।
ভয়ঙ্কর সেই শূল করিল ছেদন॥
সুভদ্র ক্ষেপণ করে শক্তি বিভীষণ।
ছেদন করিল তাহা প্রদ্যুম্ন-নন্দন॥

নারায়ণ অস্ত্র হানে সুভদ্র তাহারে।
অনায়াসে অনিরুদ্ধ তাহারে নিবারে॥
অবশেষে গদা এক করিয়া গ্রহণ।
অনিরুদ্ধ সুভদ্রেরে করিল নিধন॥
অনন্তর বাণরাজ ক্রুদ্ধ হ'য়ে অতি।
একশত শর হানে অনিরুদ্ধ প্রতি॥
অগ্নিবাণ হাতে ল'য়ে প্রদ্যুম্ন-নন্দন।
সেই শর ভস্মীভূত করিল তখন॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র বাণরাজ করিল ক্ষেপণ।
ব্রহ্ম-অস্ত্রে অনিরুদ্ধ করিল ছেদন॥
পাশুপত অস্ত্র হাতে ল'য়ে দৈত্যপতি।
নিক্ষেপ করিতে যায় অনিরুদ্ধ প্রতি॥
অনিরুদ্ধ নিদ্রা-অস্ত্র লইযা সত্বরে।
নিদ্রায় মগন করে বাণ দৈত্যবরে॥
তারপর খড়্গ হাতে কামের নন্দন।
ছুটিল বাণের কাছে করিতে নিধন॥
তখন কার্ত্তিক আসে করিতে সমর।
দুইজনে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর॥
কার্ত্তিকেরে বাণ মারে অনিরুদ্ধ বীর।
অস্ত্রে অস্ত্রে দুইজনে হইল অস্থির॥
গদায় গদায় যুদ্ধ হয ভযঙ্কর।
দুইজনে নিক্ষেপিছে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর॥
অনিরুদ্ধে মহাবলে করি আকর্ষণ।
ভূতলে ফেলিয়া দিল শিবের নন্দন॥
মহাবীর অনিরুদ্ধ ভূমি হ'তে উঠে।
কার্ত্তিকে নিধন তরে ক্রোধে যায ছুটে॥
সহসা গণেশ দেব আসিয়া সেথায।
উভয়ের ঘোর যুদ্ধ মিটাল ত্বরায়॥
কার্ত্তিক আপন গৃহে করিল গমন।
উষার ভবনে যায় প্রদ্যুম্ন-নন্দন॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

গণেশের নিকট মহাদেবের অনিরুদ্ধ-পরাক্রম-কীর্ত্তন।

শঙ্করের কাছে গিযা দেব গণপতি।
কহিল সকল কথা শঙ্করের প্রতি॥
গণেশের বাক্য শুনি দেব পঞ্চানন।
মৃদু মৃদু হাস্য করি কহিল তখন॥
শুন শুন বৎস তুমি বচন আমার।
কৃষ্ণ ছাড়া সত্যবস্তু কিছু নাহি আর॥
ব্রহ্মা হ'তে তৃণ আদি যত কিছু রয়।
অনিত্য অলীক সব মিথ্যা সমুদয়॥
একমাত্র নিত্য সত্য কৃষ্ণ সনাতন।
সেই কৃষ্ণ গোপবেশ করিল ধারণ॥
পরিপূর্ণতম সেই শ্রীনন্দনন্দন।
ধেনুসহ গোঠে মাঠে করে বিচরণ॥
নবীন নীরদসম শ্যাম কলেবর।
পরিধানে পীতবাস অতি মনোহর॥
যত অবতার আছে অংশ মাত্র তাঁর।
পরিপূর্ণতম শুধু কৃষ্ণ সারাৎসার॥
তাঁর পৌত্র অনিরুদ্ধ অতি বলবান্।
ত্রিভুবনে আছে কেবা তাহার সমান॥
কার্ত্তিক যদি না দৈত্যে করিত রক্ষণ।
অনিরুদ্ধ বাণরাজে করিত নিধন॥
একাদশ রুদ্র আর অষ্টবসুগণ।
একসাথে মিলি সবে করে যদি রণ॥
দেব দৈত্য আদি যদি একসাথে হয।
অনিরুদ্ধে নাহি পারে করিবারে জয॥
ব্রহ্মের স্বরূপ হয প্রদ্যুম্ন-নন্দন।
তার পিতামহ হন কৃষ্ণ সনাতন॥
মঙ্গল-স্বরূপ তুমি দেব গণপতি।
দৈত্যরাজে রক্ষা কর, ঘুচাও দুর্গতি॥
হ'তে ল'যে মহাদীপ্ত চক্র সুদর্শন।
অচিরে আসিছে হেথা শ্রীমধুসূদন॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি সুধাময়।
শ্রবণ করিলে সদা জুড়ায় হৃদয়॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

● ঊনাশীতিতম অধ্যায়

দূতমুখে শ্রীকৃষ্ণের আগমন-বার্ত্তা-শ্রবণে হর-পার্ব্বতীর মন্ত্রণা।

গণেশেরে এইরূপ কহি পঞ্চানন।
ভবনের অন্তঃপুরে করিল গমন॥
শিবদ্বারী মণিভদ্র এমন সময়।
শীঘ্র করি সেথা গিয়া মহেশ্বরে কয়॥
শঙ্খ চক্র গদা হস্তে কৃষ্ণ সনাতন।
যাদবগণের সহ করে আগমন॥
প্রদ্যুম্ন সাত্যকি শাম্ব অক্রূর উদ্ধব।
বলদেব উগ্রসেন আসিয়াছে সব॥
ভীম আর অর্জ্জুনাদি শ্রীহরির সনে।
আগমন করিয়াছে রথ আরোহণে॥
লক্ষ লক্ষ হস্তী অশ্ব মল্ল সমুদয়।
ভগবান্ কৃষ্ণ সহ সমাগত হয়॥
দ্বারীর মুখেতে শুনি এই বিবরণ।
পার্ব্বতীরে কহিলেন দেব পঞ্চানন॥
ভগবান্ চক্রপাণি কৃষ্ণ সনাতন।
বাণের নিধন তরে করে আগমন॥
ইচ্ছা যদি করে প্রভু শ্রীমধুসূদন।
নিমেষে নাশিতে পারে এ তিন ভুবন॥
কি ছার শোণিতপুরী গোবিন্দের কাছে।
আর বুঝি দৈত্যপতি প্রাণে নাহি বাঁচে॥
শুন সতি গণেশেরে করিয়া স্মরণ।
দৈত্যরাজ সমরেতে করুক গমন॥
বাণের দক্ষিণভাগে রহিবে কার্ত্তিক।
সম্মুখে রহিবে তার গণেশ নির্ভীক॥
রহিবে ভৈরবদল বামভাগে তার।
সকলে মিলিয়া যাক রণের মাঝার॥
বীরভদ্র নন্দী আর অন্য সৈন্যগণ।
বাণরাজ সহ সব করুক গমন॥
তুমি দুর্গা মহেশ্বরী তার সাথে যাও।
শ্রীকৃষ্ণের হাত হ'তে ভক্তেরে বাঁচাও॥
শিবের বচন শুনি ঈশ্বরী পার্ব্বতী।
বাণের নিকটে গিয়া কহে তার প্রতি॥
কি কারণে যুদ্ধে তুমি যাও দৈত্যরাজ।
মোর উপদেশ তুমি শুন শুন আজ॥
তোমার জামাতা হয় প্রদ্যুম্ন-নন্দন।
তার হাতে তব কন্যা কর সমর্পণ॥
নির্ব্বিঘ্নে করিবে রাজ্য দূর হবে ভয়।
কৃষ্ণ সহ যুদ্ধ করা সম্ভব না হয়॥
ভগবান্ পরমাত্মা কৃষ্ণ সনাতন।
তাঁহার সহিত রণে কিবা প্রয়োজন॥
নিত্য সত্য ভগবান্ পরম ঈশ্বর।
ভক্ত অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর॥
আমার বচন তুমি কর অবধান।
অনিরুদ্ধে কন্যা তব কর সম্প্রদান॥
শ্রীহরির সনে যদি রণে হও রত।
সুদর্শন চক্র-তেজে হবে ভস্মীভূত॥
রূপবান্ গুণবান্ কামের নন্দন।
তাহারে তোমার কন্যা কর সমর্পণ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ঊনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

● অশীতিতম অধ্যায়

বাণের সভায় বলির আগমন, হরি-বলি-সংবাদ, মহাদেবের বৈষ্ণব-প্রশংসা, বলিকৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র এবং বলিকে শ্রীকৃষ্ণের অভয় দান।

পার্ব্বতীর মুখে শুনি এহেন বচন।
ধীরে ধীরে কহিলেন দেব পঞ্চানন॥
যে কথা কহিলে তুমি ঈশানি পার্ব্বতি।
বেদের সম্মত তাহা হিতকর অতি॥

তব উপদেশ মত দৈত্যপতি বাণ।
অনিরুদ্ধে নিজ কন্যা করুক প্রদান॥
কন্যা সম্প্রদানে যদি ইচ্ছা নাহি করে।
দৈত্যবর যাক তবে ত্বরায় সমরে॥
বাণেরে বুঝায় কত পার্ব্বতী শঙ্কর।
কিছুতেই সম্মত না হয় দৈত্যবর॥
হেনকালে বলিরাজ আসিয়া সেথায়।
ভক্তিভরে প্রণমিল শঙ্কর-দুর্গায়॥
দৈত্যরাজ বলি ছিল বৈষ্ণব-প্রধান।
মহাবলশালী আর অতি জ্ঞানবান্॥
বলিরাজে নিকটেতে করিয়া দর্শন।
ধীরে ধীরে কহিলেন দেব পঞ্চানন॥
বৈষ্ণবেরা যেই স্থানে করেন গমন।
তীর্থের সমান তাহা হয় সেইক্ষণ॥
বৈষ্ণবেরা হন সদা অতি পূজনীয়।
বৈষ্ণব-সমান কেহ নহে হরিপ্রিয়॥
বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হয় শুদ্ধ অতিশয়।
বায়ু অগ্নি তার তুল্য শুদ্ধ কভু নয়॥
শুন শুন বলি তুমি বৈষ্ণব-প্রধান।
এ জগতে কেবা আছে তোমার সমান॥
শিবের বচন শুনি কহে দৈত্যবর।
স্তবের অযোগ্য আমি তোমার কিঙ্কর॥
জগতের নাথ তুমি শিব ভগবান্।
পরম ঐশ্বর্য্য মোরে করেছিলে দান॥
দৈববশে পাতালেতে করিয়া স্থাপন।
আমার ঐশ্বর্য্য কর ইন্দ্রেরে অর্পণ॥
সর্ব্বব্যাপী তুমি প্রভু ভোলা পঞ্চানন।
মোর পুত্র বাণ দৈত্যে কর নিবারণ॥
বিশ্বের ঈশ্বর যিনি জগতের প্রভু।
তাঁর সহ যুদ্ধ করা সম্ভবে না কভু॥
এই কথা কহি শিবে বলি দৈত্যবর।
শ্রীকৃষ্ণের সমীপেতে চলিল সত্বর॥
শ্রীহরিসমীপে গিয়া বলি গুণধাম।
ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে করিল প্রণাম॥
তারপর শুক্রদত্ত মন্ত্র জপ ক'রে।
স্তবন করিল সেই পরম ঈশ্বরে॥
তুমি প্রভু দয়াময় পতিত-পাবন।
বামনের রূপে মোরে করিলে বঞ্চন॥
এই বাণ মোর পুত্র শিবের কিঙ্কর।
তাহারে করিছে রক্ষা পার্ব্বতী-শঙ্কর॥
মাতৃস্নেহে পালে তারে ঈশ্বরী পার্ব্বতী।
বাণের নন্দিনী হয় উষা রূপবতী॥
তব পৌত্র অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন-নন্দন।
বল করি যুবতীরে করিল হরণ॥
অপরাধী সেই পৌত্রে না করি দমন।
আসিয়াছ তুমি হরি করিবারে রণ॥
সমভাবাপন্ন যদি তুমি দয়াময়।
বাণে সংহারিতে তবে ইচ্ছা কেন হয়॥
ইচ্ছা তুমি কর যারে করিতে নিধন।
তাহারে রক্ষিতে নাহি পারে কোন জন॥
তব সুদর্শন চক্র অতি ভয়ঙ্কর।
কোটি ভাস্করের সম দীপ্ত নিরন্তর॥
সকল অস্ত্রের শ্রেষ্ঠ চক্র সুদর্শন।
তারে নিবারিতে নাহি পারে কোন জন॥
সকলের আত্মা তুমি সবার ঈশ্বর।
সকলের সাক্ষী তুমি হও নিরন্তর॥
তোমার মায়ায় মুগ্ধ এ তিন ভুবন।
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন তুমি সনাতন॥
তোমার ভজন যেই করে অনিবার।
মায়ার সাগর সেই হ'তে পারে পার॥
নব-জলধর-সম শ্যাম কান্তি তব।
পরিধানে পীতবাস অতি অভিনব॥
মোহন ময়ূরপুচ্ছ তোমার চূড়ায়।
গলায় মালতীমালা কিবা শোভা পায়॥
বাহুতে শোভিছে তব রত্নের কেয়ূর।
চরণ যুগলে বাজে নূপুর মধুর॥
মণির কুণ্ডল দোলে গণ্ডেতে তোমার।
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন কিবা শোভে চমৎকার॥

ভক্তের আরাধ্য তুমি প্রভু সনাতন।
গোপবালকের বেশ করিলে ধারণ॥
মহেশ্বর ব্রহ্মা আদি করে তব ধ্যান।
পরম ঈশ্বর তুমি প্রভু ভগবান্॥
স্থূল হ'তে স্থূলতম তুমি সারাৎসার।
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতম স্বরূপ তোমার॥
জন্ম নাই মৃত্যু নাই ধ্বংস নাই কভু।
সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি সকলের প্রভু॥
প্রকৃতি হইতে তুমি ভিন্ন নিরন্তর।
তুমি সত্য তুমি নিত্য পরম ঈশ্বর॥
ত্রিগুণ-অতীত তুমি প্রভু সনাতন।
কেমনে তোমারে আমি করিব স্তবন॥
বলির মুখেতে শুনি এহেন বচন।
ধীরে ধীরে কহিলেন শ্রীমধুসূদন॥
ভয় নাই ভয় নাই শুন দৈত্যরাজ।
নির্ভয়ে আপন গৃহে যাও তুমি আজ॥
তোমার সমক্ষে আমি দিনু এই বর।
তব পুত্র বাণ হবে অজর অমর॥
অতি মূঢ় তব পুত্র, তাই এইবার।
বিনাশ করিব শুধু তার অহঙ্কার॥
প্রহ্লাদের কাছে আমি করিয়াছি পণ।
তব বংশে কারেও না করিব নিধন॥
শুন শুন দৈত্যরাজ তোমার নন্দনে।
প্রদান করিব জ্ঞান আনন্দিত মনে॥
কৃষ্ণ-মুখে এই কথা করিয়া শ্রবণ।
আপন ভবনে বলি করিল গমন॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

● একাশীতিতম অধ্যায়

যাদব ও অসুর-সৈন্যের যুদ্ধ, বৈষ্ণব জ্বরের উৎপত্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বাণের পরাজয়।

নারায়ণ কহিলেন, কৃষ্ণ সনাতন।
শিবের নিকটে দূত করিল প্রেরণ॥
শীঘ্রগতি আসি দূত শিবের নিকটে।
সমস্ত বৃত্তান্ত তারে কহে অকপটে॥
দূত কহে, শুন শুন ভোলা পঞ্চানন।
আমাকে শ্রীভগবান্ করিল প্রেরণ॥
যুদ্ধ তরে জনার্দ্দন কৃষ্ণ ভগবান্।
দৈত্যবর বাণরাজে করিল আহ্বান॥
বাঁচিবার ইচ্ছা যদি থাকে তার আজ।
কৃষ্ণের শরণ যেন লয় দৈত্যরাজ॥
দূতের বচন শুনি ঈশ্বরী পার্ব্বতী।
মধুর বচনে কহে দৈত্যরাজ প্রতি॥
শুন শুন দৈত্যবর আমার বচন।
শীঘ্র গিয়া লহ তুমি কৃষ্ণের শরণ॥
সবার ঈশ্বর তিনি সবার কারণ।
কৃপাবান্ দয়াময় জীবের জীবন॥
পার্ব্বতীর বাক্য শুনি কুপিত অন্তরে।
সজ্জিত হইয়া দৈত্য চলিল সমরে॥
দৈত্যগণ সবে মিলি চলে সাথে তার।
ভৈরব চলিল সাথে ছাড়িয়া হুঙ্কার॥
কাল-অগ্নি রুদ্র আদি যারা যারা ছিল।
অসুরের সাথে সাথে সমরে চলিল॥
প্রচণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডী আর চণ্ডেশ্বরী।
চলিল দৈত্যের সাথে খড়্গ হাতে করি॥
কোট্টরী ও শক্তিগণ সাথে সাথে চলে।
ভয়ঙ্করী ভৈরবীরা চলে দলে দলে॥
শূল হাতে চলিলেন দেব পঞ্চানন।
কার্ত্তিক প্রভৃতি সাথে করিল গমন॥

সকলে সমরক্ষেত্রে চলিল ত্বরায়।
পার্ব্বতী ও গণপতি সাথে নাহি যায়॥
দৈত্য সাথে পঞ্চাননে করিয়া দর্শন।
যথোচিত সম্ভাষণ করে সনাতন॥
শিবেরে প্রণাম করি অসুর তখন।
শরাসনে দিব্য অস্ত্র করিল যোজন॥
সাত্যকির সহ তার বাধিল সমর।
দুইজনে মহাযুদ্ধ করে ঘোরতর॥
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ মারে অসুর প্রবর।
সাত্যকি ছেদন তাহা করিল সত্বর॥
কার্ত্তিকেয় হানে গদা কামদেব প্রতি।
কামদেব সেই গদা কাটিল ঝটিতি॥
পঞ্চবাণ দৈত্যরাজ করিল ক্ষেপণ।
বলরাম সেই বাণ করিল ছেদন॥
ক্রোধভরে বলরাম লাঙ্গল-কলায়।
অসুরের রথ ভঙ্গ করিল ত্বরায়॥
কাল-অগ্নি মহারুদ্র ক্রোধেতে তখন।
সকলের প্রতি জ্বর করিল ক্ষেপণ॥
কৃষ্ণ ভিন্ন সকলেই জ্বরগ্রস্ত হয়।
বৈষ্ণব জ্বরের সৃষ্টি করে দয়াময়॥
বৈষ্ণবের জ্বর ধায় শিব জ্বর প্রতি।
শিব জ্বরে করিল সে অশেষ দুর্গতি॥
ভীত হ'য়ে শিব জ্বর করে হরি-স্তব।
রক্ষা কর রক্ষা কর মুরারি মাধব॥
জগতের নাথ তুমি পরম ঈশ্বর।
ভক্ত-অনুগ্রহতরে ধর কলেবর॥
বৈষ্ণব জ্বরেরে তুমি কর নিবারণ।
রক্ষা কর রক্ষা কর শ্রীমধুসূদন॥
শিব জ্বর মুখে শুনি এহেন বচন।
বৈষ্ণব জ্বরেরে হরি করে নিবারণ॥
মন্ত্রপূত শক্তি হানে অসুর প্রবর।
সে শক্তি অর্জ্জুন বীর কাটিল সত্বর॥
পাশুপত অস্ত্র শেষে করিয়া গ্রহণ।
[illegible] তখন॥

পাশুপত অস্ত্র হেরি শ্রীমধুসূদন।
অবিলম্বে সুদর্শন করিলা ক্ষেপণ॥
সেই চক্র গিয়া দৈত্যে করিল আঘাত।
ছেদন করিল তার সহস্রটি হাত॥
ঝর্ ঝর্ রক্ত ঝরে হাত হ'তে তার।
রক্তের হইল হ্রদ বিরাট আকার॥
বেদনায় অভিভূত হইয়া তখন্।
ভূমিতে পড়িয়া দৈত্য হয় অচেতন॥
বাণের দুর্দ্দশা হেরি ভোলা মহেশ্বর।
বক্ষেতে ধরিয়া তারে কাঁদিল বিস্তর॥
অনন্তর আনি তারে শিব পঞ্চানন।
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে করিল অর্পণ॥
পরিপূর্ণতম হরি কৃষ্ণ ভগবান্।
মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান দৈত্যে করিলা প্রদান॥
চেতনা লভিয়া দৈত্য অতি ভক্তিভরে।
দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করে॥
ওহে প্রভু দেবদেব বিশ্ব সনাতন।
আদি অন্তহীন তুমি সকল কারণ॥
জ্ঞানশূন্য দৈত্য আমি অতি মূঢ়মতি।
কি জানি মহিমা তব, ওহে মহামতি॥
জগন্ময় তুমি হরি তুমি নিরাকার।
কখন সাকার তুমি বিরাট আকার॥
অখিল জীবের তুমি পরম আশ্রয়।
তব অংশরূপী জীব হয় সমুদয়॥
অবিরত তব গুণ গায় ত্রিনয়ন।
তব রূপ করে চিন্তা যত সুরগণ॥
বাণের এহেন স্তব শুনি বিশ্বপতি।
মনে মনে জনার্দ্দন তুষ্ট হন অতি॥
কৃষ্ণের চরণপদ্মে নমিয়া তখন।
ভক্তিভরে দৈত্যবর কহিল বচন॥
ওহে দেব তব পৌত্রে কন্যারে দানিব।
ভেদ জ্ঞান অনিরুদ্ধে আর না করিব॥
দৈত্যবর বাণরাজ অতি ভক্তিভরে।
কৃষ্ণের চরণে কন্যা সমর্পণ করে॥

আনন্দে যৌতুক কত করিল অর্পণ।
কত হীরা, কত রত্ন, অমূল্য বসন॥
দাস দাসী হস্তী অশ্ব কে গণিতে পারে।
এইরূপে দৈত্যবর কন্যা দান করে॥
বর দান করি তারে কৃষ্ণ ভগবান্।
ফুল্লমনে দ্বারকায় করিলা প্রস্থান॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা সুধা হ'তে সুধা।
শ্রবণ করিলে-দূর হয় ভব-ক্ষুধা॥
তাপদগ্ধ নরনারী পরিতৃপ্ত হয়।
ঘুচে যায় অনায়াসে শমনের ভয়॥
কৃষ্ণের চরণে মন রয়েছে যাহার।
এ তিন ভুবনে আছে কি ভয় তাহার॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু কৃষ্ণ সনাতন।
তাহার চরণে মন কর সমর্পণ॥
মধুর কৃষ্ণের নাম যে করে শ্রবণ।
সর্ব্ব পাপ দূরে যায়, তৃপ্ত হয় মন॥
কেবা তুমি, কেবা আমি, সব স্বপ্নময়।
অনিত্য জগতে শুধু কৃষ্ণ সত্য হয়॥
এ ভব-সংসারে যদি মুক্তি পেতে চাও।
নিরন্তর একমনে কৃষ্ণগুণ গাও॥
শ্রীকৃষ্ণের নামগান অতি হিতকর।
অগতির গতি তিনি দয়ার সাগর॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

● দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

শৃগালরাজের মোক্ষণ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্।
একদিন সনাতন কৃষ্ণ ভগবান্॥
সুধর্ম্মা সভার মাঝে বন্ধুগণ সনে।
অবস্থান করিছেন আনন্দিত মনে॥
এমন সময় এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ।
সহসা সভার মাঝে করে আগমন॥
হরিরে হেরিয়া বিপ্র করিয়া স্তবন।
বিনীত বচনে তারে কহিল তখন॥
অপূর্ব্ব বারতা এক কহিতে তোমায়।
আসিয়াছি ওহে প্রভু আজিকে হেথায়॥
হইল সাক্ষাৎ এক শৃগালের সনে।
কহিল অনেক কথা গর্ব্বিত বচনে॥
কহিল শৃগালরাজ আমি ভগবান্।
ত্রিভুবনে কেহ নহে আমার সমান॥
বৈকুণ্ঠের অধিপতি বাসুদেব আমি।
বিধির পালনকর্ত্তা জগতের স্বামী॥
চতুর্ভুজ লক্ষ্মীপতি আমি নারায়ণ।
ভূভার হরণ তরে করি আগমন॥
বিশ্বের পালক আমি অতি বীর্য্যবান্।
বসুদেবপুত্র নহে আমার সমান॥
অহঙ্কারী প্রতারক শঠ অতিশয়।
আপনারে বিষ্ণু বলি দেয় পরিচয়॥
প্রতারণা করি শুধু নন্দের নন্দন।
দুর্ব্বল নৃপতিগণে করিল নিধন॥
শিশুপাল দন্তবক্র কংস ও নরক।
সবারে মারিল ছলে সেই প্রতারক॥
সেই কৃষ্ণ পূতনারে করিল বিনাশ।
কুব্জা যুবতীর সেই করে সর্ব্বনাশ॥
সামান্য বস্ত্রের তরে নন্দের নন্দন।
কংসের রজকে ধরি করিল নিধন॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে করিয়া সংহার।
সৃষ্টি রক্ষা করিতেছি আমি অনিবার॥
আমি শিব সদা করি শিষ্টের পালন।
দুষ্টের দমন আমি করি অনুক্ষণ॥
প্রকৃতি হইতে আমি ভিন্ন নিরন্তর।
আমি হরি নারায়ণ পরম ঈশ্বর॥
বিচূর্ণিত করি আমি দর্প সবাকার।
কৃষ্ণেরে দমন করা কর্ত্তব্য আমার॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করিয়া ধারণ।
যুদ্ধ তরে দ্বারকায় করিব গমন॥

আমার শরণ যদি কৃষ্ণ নাহি লয়।
দ্বারকাভবন ধ্বংস করিব নিশ্চয়॥
অতীব লম্পট কৃষ্ণ অতি কামাতুর।
অবশ্য করিব আমি তার দর্প চুর॥
গোকুলে লম্পট কৃষ্ণ রাধার অধীন।
গোপাঙ্গনাসহ তাঁর কাটে নিশিদিন॥
যদি কৃষ্ণ আসি মোর না লয় শরণ।
সবংশে তাহারে আমি করিব নিধন॥
বিপ্রমুখে শিবা-বাক্য করিয়া শ্রবণ।
উচ্চ হাস্য করিলেন কৃষ্ণ সনাতন॥
পরদিন প্রাতঃকালে হরি ভগবান্।
শৃগালরাজের কাছে করিলা প্রস্থান॥
কৃষ্ণ-আগমন-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
শৃগাল কৃষ্ণের কাছে করে আগমন॥
কৃত্রিম চারিটি হস্ত করিয়া ধারণ।
সসৈন্যে আসিল শিবা করিবারে রণ॥
শৃগালরাজারে হেরি কৃষ্ণ ভগবান্।
মৃদু সম্ভাষণে করে আলিঙ্গন দান॥
তখন শৃগাল কহে প্রভু সনাতন।
সুদর্শন চক্রে মোরে করহ নিধন॥
ছিলাম সুভদ্র নামে তব দ্বারপাল।
লক্ষ্মীশাপে হইয়াছি অধম শৃগাল॥
আমারে নিধন তুমি কর সনাতন।
আবার বৈকুণ্ঠে আমি করিব গমন॥
শৃগালের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মৃদু হাস্যে কহিলেন শ্রীমধুসূদন॥
প্রথমে আমার সাথে কর তুমি রণ।
করিব তোমারে আমি বৈকুণ্ঠে প্রেরণ॥
তখন শৃগালরাজা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি।
নিক্ষেপ করিল বাণ তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অতি॥
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ স্পর্শে সে সকল বাণ।
সত্বরে আকাশ পানে করিল প্রস্থান॥
মুষল পরশু আদি করিয়া গ্রহণ।
হরি প্রতি শিবারাজ করিল ক্ষেপণ॥
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে লাগি অস্ত্র-সমুদয়।
নিমেষকালের মধ্যে খণ্ড খণ্ড হয়॥
তখন শৃগালরাজ কহে সনাতনে।
পরমাত্মাসহ রণ করিব কেমনে॥
অগতির গতি তুমি করুণাবতার।
সংসার-সাগর হ'তে কর তুমি পার॥
সবার ঈশ্বর তুমি বিধির বিধাতা।
সম্পদপ্রদানকারী শুভফলদাতা॥
আমারে উদ্ধার কর শ্রীমধুসূদন।
বৈকুণ্ঠধামেতে আমি করিব গমন॥
শৃগালের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দয়ার্দ্র হৃদয়ে কাঁদে কৃষ্ণ সনাতন॥
বিন্দু বিন্দু অশ্রু তাঁর ঝরে নিরন্তর।
সেই অশ্রু হ'তে হয় বিন্দু-সরোবর॥
সেই সরোবর জল যে করে স্পর্শন।
সর্ব্বপাপ হ'তে মুক্ত হয় সেই জন॥
শৃগালেরে কহিলেন কৃষ্ণ ভগবান্।
অতীব সরল তব সুনির্ম্মল প্রাণ॥
ব্রাহ্মণের মুখে আমি শুনিনু বচন।
আমাকে গর্হিত বাক্য বল কি কারণ॥
শৃগাল কহিল প্রভু শ্রীহরি মাধব।
তোমার দর্শন জানি অতি সুদুর্লভ॥
গর্হিত বচন আমি কহিতে তোমায়।
ক্রোধভরে তুমি তাই আসিলে হেথায়॥
নতুবা কেমনে পাব তব দরশন।
ধ্যানেও তোমারে নাহি হেরে কোন জন॥
বলিতে বলিতে শিবা যোগবলে তার।
শৃগালের কলেবর করে পরিহার॥
জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি এক করিয়া ধারণ।
বৈকুণ্ঠধামেতে শিবা করিল গমন॥
এইরূপে শৃগালেরে করিয়া উদ্ধার।
দ্বারকাভবনে যান শ্রীহরি আবার॥
জনক-জননী পায়ে করিয়া প্রণাম।
রুক্মিণীর গৃহে যান কৃষ্ণ গুণধাম॥

তারপর জনার্দ্দন আনন্দিত মনে।
যামিনী যাপন করে রুক্মিণীর সনে॥
কৃষ্ণের মধুর লীলা যে শুনিবে কাণে।
অনবদ্য ভক্তিরস উথলিবে প্রাণে॥
বিঘ্ন দূরে যাবে তার, নাহি কোন ভয়।
শান্তি লাভ করিবে সে সকল সময়॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব, বৃথা কাটে কাল।
কৃষ্ণ নামে ছিন্ন হয় ভবমায়াজাল॥
দুস্তর ভবের সিন্ধু পার হ'তে হ'লে।
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করহ সকলে॥
মায়াময় এ সংসারে কেহ নহে কার।
একমাত্র কৃষ্ণনাম সকলের সার॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি মধুময়।
শ্রবণ করিলে হয় সর্ব্বপাপ ক্ষয়॥
যেই জন মন দিয়া কৃষ্ণকথা শুনে।
এ সংসারে তাহারে কি করিবে শমনে॥
পিতামাতা বন্ধু ভ্রাতা আত্মীয় স্বজন।
শূন্যেতে মিলায়ে যাবে স্বপ্নের মতন॥
অনিত্য জগতে শুধু কৃষ্ণ সত্য হয়।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু কৃষ্ণ দয়াময়॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়

স্যমন্তক উপাখ্যান।

নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ।
বিচিত্র কৃষ্ণের কথা করিনু শ্রবণ॥
স্যমন্তক-উপাখ্যান কহ এইবার।
জানিবারে কৌতূহল জাগিছে আমার॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্।
কহিব তোমারে আমি সেই উপাখ্যান॥
তারারে হরণ করে দেব শশধর'।
তারাদেবী গর্ভবতী হয় অতঃপর॥
সগর্ভা তারারে হেরি গুরু বৃহস্পতি।
ভর্ৎসনা করিল তারে ক্রোধভরে অতি॥
লজ্জিতা হইয়া তারা চন্দ্রে দিল শাপ।
শুন শুন চন্দ্র তুমি করিলে যে পাপ॥
কলঙ্কী হইবে তুমি তাহার কারণ।
তোমার দর্শনে পাপ হবে অনুক্ষণ॥
তারার বচন শুনি দেব শশধর।
নারায়ণ-সরোবরে চলিল সত্বর॥
সেথায় গমন করি চন্দ্র তারপরে।
শ্রীহরির আরাধনা করে ভক্তিভরে॥
কৃপানিধি ভগবান্ আসিয়া সেখানে।
কহিলেন শশধরে মধুর বচনে॥
শুন শুন শশধর ভয় নাহি আর।
তোমার কলঙ্কী নাম ঘুচিবে এবার॥
ভাদ্রমাসে শুক্ল আর কৃষ্ণ চতুর্থীতে।
যে জন তোমারে চন্দ্র পাইবে দেখিতে॥
তাহার কলঙ্ক হবে শাপেতে তারার।
এ ছাড়া কলঙ্ক তব রটিবে না আর॥
ভাদ্র চতুর্থীতে চন্দ্র করিয়া দর্শন।
আপনি কলঙ্কী হন কৃষ্ণ সনাতন॥
কিরূপে কলঙ্কী হন কৃষ্ণ ভগবান্।
শুন হে নারদ সেই অপূর্ব্ব আখ্যান॥
সত্রাজিৎ নামে এক সূর্য্যভক্ত ছিল।
পুষ্করতীর্থেতে বহু তপস্যা করিল॥
তার প্রতি তুষ্ট হ'য়ে ভাস্কর তখন।
স্যমন্তক নামে মণি করিল অর্পণ॥
সত্রাজিৎ মণি ল'য়ে যায় দ্বারকায়।
বিস্মিত সকলে অতি মণির প্রভায়॥
ধন্য ধন্য সত্রাজিৎ সকলে কহিল।
মণি দেখি সকলেই পুলকিত হৈল॥
বহুমূল্য সেই মণি অতি চমৎকার।
সুবর্ণ প্রসব নিত্য করে অষ্টভার॥
সে মণি হরণ করি প্রসেন দুর্ম্মতি।
গমন করিল ত্বরা বারাণসী প্রতি॥

বন মাঝে সিংহ তারে করিয়া নিধন।
সেই মূল্যবান্ মণি করিল গ্রহণ ॥
পূর্ব্বেতে সে সিংহ ছিল কলিঙ্গ-তনয়।
ব্রহ্মশাপে পশুযোনি প্রাপ্তি তার হয ॥
ভল্লুকের রাজা ছিল বীর জাম্ববান্।
তার হাতে সেই সিংহ হারাইল প্রাণ ॥
অনন্তর স্যমন্তক করিযা গ্রহণ।
রত্নপুরে জাম্ববান্ করিল গমন ॥
এদিকেতে স্যমন্তক নাহি দেখে কেহ।
কৃষ্ণের উপর সবে করিল সন্দেহ ॥
কহে যত দ্বারকার অধিবাসিগণ।
হরণ করিল মণি কৃষ্ণ সনাতন ॥
আপন কলঙ্ক কৃষ্ণ করিতে খণ্ডন।
চোরের সন্ধানে বনে করিলা গমন ॥
বনের মাঝারে কৃষ্ণ দেখিবারে পায়।
প্রসেন ও সিংহ রহে মৃত অবস্থায় ॥
সন্ধান করিতে মণি শ্রীনন্দনন্দন।
ভল্লুকের ভবনেতে করিল গমন ॥
তথা গিযা দেখিলেন শিশুর গলায়।
স্যমন্তক মহামণি কিবা শোভা পায ॥
শিশুকণ্ঠ হ'তে মণি নিলেন যখন।
অবিলম্বে জাম্ববান্ করে আগমন ॥
জাম্ববান্ শ্রীকৃষ্ণেরে করিয়া দর্শন।
ভক্তিভরে প্রণমিয়া করিল স্তবন ॥
জগতের প্রভু তুমি সবার আধার।
তোমার চরণে করি কোটি নমস্কার ॥
তোমা হ'তে সৃষ্টি স্থিতি, তোমা হ'তে লয়।
তোমা হ'তে ওহে প্রভু ভববন্ধ ক্ষয় ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব অধীন তোমার।
তোমার চরণে করি কোটি নমস্কার ॥
ভল্লুক রাজের স্তব করিয়া শ্রবণ।
হরিষেতে হরি তারে দেন আলিঙ্গন ॥
অতিশয় পুলকিত হ'যে জাম্ববান্।
শ্রীকৃষ্ণেরে স্যমন্তক মণি করে দান ॥
জাম্ববতী কন্যা তার অতি রূপবতী।
কৃষ্ণেরে করিল দান ভল্লুক সুমতি ॥
স্যমন্তক মণি আনি কৃষ্ণ সনাতন।
দ্বারকায সকলেরে করায় দর্শন ॥
ভগবান্ নিষ্কলঙ্ক হইল এবার।
অপবাদ আদি যত ঘুচিল তাঁহার ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা মধুর-মধুর।
শুনিলে আসিবে শান্তি, ভ্রান্তি হবে দূর ॥
মিছে মাযামুগ্ধ হ'য়ে যত জীবগণ।
সংসার-কূপের মাঝে করে বিচরণ ॥
একমাত্র কৃষ্ণনাম সকলের সার।
সেই কৃষ্ণনামে জীব পাইবে নিস্তার ॥
হরি সত্য ত্রিভুবনে, মিথ্যা সমুদয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব সকল সময় ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুরশীতিতম অধ্যায়

সিদ্ধাশ্রমে রাধাকৃত গণেশ পূজা।

দেবর্ষি নারদ কহে নারায়ণ প্রতি।
বিচিত্র কৃষ্ণের লীলা সুমধুর অতি ॥
শ্রীদামের অভিশাপ হইলে মোচন।
প্রথমে শ্রীরাধা করে গণেশ-পূজন ॥
সিদ্ধিদাতা গণেশেরে ভক্তিভরে অতি।
সিদ্ধাশ্রমে আগে কেন পূজে রাধাসতী ॥
কৃপা করি মোরে আজ কহ দযাময়।
গণেশের পূজা কেন প্রথমেতে হয় ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিরাজ।
পৃথিবী পবিত্রা অতি ত্রিভুবন মাঝ ॥
ধন্যা মান্যা পবিত্রা সে পৃথিবীর মাঝে।
সকল জনের পূজ্য ভারতে বিরাজে ॥
সেই ভারতের মাঝে আছে সিদ্ধাশ্রম।
অতীব পবিত্র স্থান অতি মনোরম ॥

মনোহর সিদ্ধাশ্রম সুদুর্লভ অতি।
সেথা বাস করে সদা দেব গণপতি॥
বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে যত দেবগণ।
গণেশ-প্রতিমা সবে করয়ে পূজন॥
একদা পার্ব্বতী সহ দেব পঞ্চানন।
মনোহর সিদ্ধাশ্রমে করে আগমন॥
গন্ধর্ব্ব রাক্ষস নাগ আসে দলে দলে।
মুনি ও মানবগণ আসিল সকলে॥
দেব গণপতি আসে কার্ত্তিকের সনে।
ব্রহ্মা ও অনন্ত আসে আনন্দিত মনে॥
সঙ্গিগণ সহ আসে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
নন্দ আদি সকলেই করে আগমন॥
কোটি সহচরী সহ সুপ্রসন্ন চিতে।
আসিলেন রাধাসতী গণেশ পূজিতে॥
শুদ্ধমনে রাধাদেবী আগে করি স্নান।
বিশুদ্ধ যুগলবস্ত্র করে পরিধান॥
পাদপ্রক্ষালন করি রাধিকা শ্রীমতী।
গণেশের ধ্যান করে ভক্তিভরে অতি॥
উদর প্রশস্ত যাঁর স্থূল কলেবর।
ব্রহ্মতেজ দ্বারা যিনি দীপ্ত নিরন্তর॥
হস্তীর সমান যাঁর বদন মণ্ডল।
অগ্নির সমান যাঁর নয়ন উজ্জ্বল॥
একদন্ত যিনি সদা, অন্ত নাহি যাঁর।
যোগী মুনি যাঁর ধ্যান করে অনিবার॥
ব্রহ্মের স্বরূপ যিনি মঙ্গল-আধার।
বিঘ্ন বিদূরিত হয় কৃপায় যাঁহার॥
ভক্তের অধীন যিনি ভক্তের বৎসল।
সেই গণেশের ধ্যান করে অবিরল॥
গণেশের ধ্যান করি রাধিকা তখন।
গণেশ-চরণে পুষ্প করিলা অর্পণ॥
সপ্ততীর্থ-জল দিয়া রাধা তারপরে।
গণেশের পাদপদ্মে অর্ঘ্য দান করে॥
এইরূপে অর্ঘ্য দান করি অবশেষে।
পুষ্পমালা গণেশের দেয় গলদেশে॥
তারপর ল'য়ে রাধা কস্তূরী চন্দন।
গণেশের সর্ব্ব অঙ্গে করিল লেপন॥
ঘৃতের প্রদীপ জ্বালি অতি মনোহর।
গণেশে প্রদান রাধা করে অতঃপর॥
চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় বিবিধ প্রকার।
নৈবেদ্য প্রদান রাধা করে এইবার॥
পরিপক্ক ফল দুগ্ধ মধু গুড় ঘৃত।
পিষ্টক লড্ডুক আর দধি রাশীকৃত॥
এইরূপ নানাখাদ্য রাধিকা শ্রীমতী।
ভক্তিভরে দান করে গণেশের প্রতি॥
দান করে রমণীয় রত্ন-সিংহাসন।
প্রদান করিল তারে বিশুদ্ধ বসন॥
মধুপর্ক দান করে রাধা বিনোদিনী।
উত্তম তাম্বুল দান করিলেন তিনি॥
সাতটি তীর্থের জল করি আনয়ন।
গণেশেরে রাধাদেবী করিলা অর্পণ॥
প্রদান করিল তারে বিশুদ্ধ চামর।
দিলেন তাঁহারে রাধা শয্যা মনোহর॥
বৎসসহ কামধেনু আনিয়া সেথায়।
প্রদান করিল রাধা সিদ্ধি-দেবতায়॥
ষোড়শ অক্ষর মন্ত্র জপি রাধাসতী।
গণেশে স্তবন করে ভক্তিভরে অতি॥
পরেশ পরমব্রহ্ম বিঘ্ন বিনাশন।
প্রকৃতি-নিয়ন্তা তুমি দেব গজানন॥
তুমি শান্ত গণপতি মঙ্গল-আধার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
দেবতা অসুর আর যত সিদ্ধগণ।
তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ তারা নহে কদাচন॥
ভাস্কর-স্বরূপ তুমি জানি অনিবার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
যেই জন এই স্তোত্র করিবে পঠন।
সর্ব্ব বিঘ্ন হ'তে মুক্ত হবে সেইজন॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা সুধার সমান।
শ্রবণ করিলে সদা জুড়ায় পরাণ॥

অসার সংসার মাঝে কিছু নাহি আর।
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান কর অনিবার॥
পতিতপাবন কৃষ্ণ যশোদাজীবন।
একমনে তাঁর নাম স্মর জীবগণ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

রাধিকার প্রতি গণেশের বাক্য এবং পার্ব্বতীর বর-দান, পার্ব্বতীর আজ্ঞায় সখীগণ কর্ত্তৃক রাধার বেশবিন্যাস বরণ, রাধার নিকট দেবাদির আগমন এবং ব্রহ্মা-কৃত রাধিকা-স্তোত্র।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
এইরূপে রাধা করে গণেশ-পূজন॥
তুষ্ট হ'য়ে গণপতি রাধার পূজায়।
মধুর বচনে কহে শ্রীমতী রাধায়॥
হ্লাদিনীর সার তুমি ব্রহ্মস্বরূপিণী।
কৃষ্ণপ্রাণ-অধিষ্ঠাত্রী ভুবনমোহিনী॥
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে সদা কর অবস্থান।
ত্রিভুবনে কেবা আছে তোমার সমান॥
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হ'তে প্রকাশ তোমার।
তোমার মহিমা আমি কিবা কব আর॥
বেদের জননী তুমি ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরী।
তোমার অধীন সদা লীলাময় হরি॥
যেই জন রাধানাম করে উচ্চারণ।
মধুর গোলোকধামে করে সে গমন॥
যদি কেহ ভ্রমবশে রাধা-নিন্দা করে।
সে জন গমন করে নরক ভিতরে॥
আমারে যে দ্রব্য মাতঃ করিলে অর্পণ।
তব আশীর্ব্বাদরূপে করিনু গ্রহণ॥
তারপর ক্রমে ক্রমে দেব-দেবীগণ।
ভক্তিভরে করিলেন গণেশ-পূজন॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণ আসি সঙ্গিগণ সনে।
গণেশের পূজা করে আনন্দিত মনে॥
রাধারে বক্ষেতে ধরি ঈশ্বরী পার্ব্বতী।
মধুর বচনে কহে স্নেহভরে অতি॥
শ্রীদামের অভিশাপ হইল মোচন।
শ্রীকৃষ্ণের সহ তব হইবে মিলন॥
রাধা ও মাধবে ভেদ করে যেই জন।
নিশ্চয় তাহার হয় নরকে গমন॥
বংশহানি হয় তার যশ নষ্ট হয়।
শূকরযোনিতে পরে জন্ম সেই লয়॥
শুন শুন রাধা সতী শুন মনোরমে।
গণেশ পূজিলে তুমি সবার প্রথমে॥
সে কারণে সর্ব্ব অগ্রে দেব গণপতি।
পূজিত হইবে সদা শুন রাধা সতি॥
শ্রীকৃষ্ণের সহ তব হইবে মিলন।
বিচ্ছেদ নাহিক আর হবে কদাচন॥
এতশত বর্ষ পরে শাপ হ'ল দূর।
দোঁহার মিলন সতি হোক সুমধুর॥
বসন ভূষণে তুমি হ'য়ে সুসজ্জিত।
শ্রীকৃষ্ণের সমীপেতে যাও অতি দ্রুত॥
দুর্গার আদেশ পেয়ে রাধাসখীগণ।
রাধারে উত্তম সাজে সাজায় তখন॥
রত্নের মালিকা গলে দিল রত্নমালা।
ক্রীড়াপদ্ম দিল তারে পদ্মমুখী বালা॥
সুন্দরী নামেতে সখী সীমন্তে তাঁহার।
সিন্দূরের বিন্দু দিল অতি চমৎকার॥
কেশপাশ বিভূষিত করিল মালতী।
স্তনেতে চন্দন দিল চন্দনা যুবতী॥
মালাবতী মালা তাঁরে দিল মূল্যবান্।
রত্নের ভূষণ রতি করিল প্রদান॥
পারিজাত নামে সখী ছিল রূপবতী।
পারিজাত পুষ্প দিল শ্রীরাধার প্রতি॥
সবে মিলি সুসজ্জিতা করিয়া তাঁহারে।
বিলাস-বিষয়ে শিক্ষা দিল রাধিকারে॥

শ্রীদামের অভিশাপে রাধা বিনোদিনী।
বিস্মৃতা হয়েছে সব পূর্ব্বের কাহিনী ॥
সখীগণ সেই কথা করায় স্মরণ।
পূর্ব্বের কাহিনী তারে কহে সখীগণ ॥
দেব দেবী মুনি মনু যারা যথা ছিল।
রাধারে দেখিতে সেথা ছুটিয়া আসিল ॥
শারদীয় চন্দ্রসম বদন তাহার।
বিকচ কমল সম নেত্র চমৎকার ॥
নয়নে রচিত তাব কজ্জল সুন্দর।
গরুড়ের সম নাসা অতি মনোহর ॥
নাসিকায় শোভিতেছে মুক্তাফল তার।
শিরে শোভা পায় কৃষ্ণ কবরীর ভার ॥
উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয় শোভে গণ্ডস্থলে।
সুন্দর মালতীমালা শোভিতেছে গলে ॥
পক্ক-বিম্ব-সম তার ওষ্ঠ ও অধর।
মুক্তাসম দন্তরাজি কিবা মনোহর ॥
ললাটে কস্তূরীবিন্দু কিবা শোভা তার।
সুন্দর সিন্দুর শোভে তাহার মাঝার ॥
বক্ষোদেশে বিলম্বিত মুক্তাময় হার।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভে তার রত্ন-অলঙ্কার ॥
শ্রীফল সদৃশ স্তন কঠিন বর্ত্তুল।
ত্রিবলী সংযুক্ত নাভি নাহি তার তুল ॥
কৃশোদরী নিম্ননাভি অতি সুদর্শন।
কটিতে মেখলা চারু শোভে অনুক্ষণ ॥
সুকোমল উরুদ্বয় রামরম্ভাসম।
চরণে নূপুর শোভে অতি মনোরম ॥
মহাভাবস্বরূপিণী রাধা বিনোদিনী।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা বৃন্দাবনবিলাসিনী ॥
নিত্যরূপা গুণাতীতা রাসের ঈশ্বরী।
স্বেচ্ছারূপা লীলাময়ী রাধিকা সুন্দরী ॥
বৃষভানুসুতা কৃষ্ণপ্রিয়া বিনোদিনী।
নিরন্তর কৃষ্ণসুখপ্রদানকারিণী ॥
ধ্যানের অতীতা তিনি আরাধ্যা সবার।
মঙ্গলরূপিণী তিনি মঙ্গল-আধার ॥
রাধারে দর্শন করি ব্রহ্মা প্রজাপতি।
করযোড়ে স্তুতি করে ভক্তিভরে অতি ॥
বহুবর্ষ ধরি আমি পুষ্কর তীর্থেতে।
তোমার তপস্যা করি বিশুদ্ধ চিত্তেতে ॥
দর্শন করিতে তব চরণ-কমল।
মোর মন-মধুকর হয়েছে চঞ্চল ॥
স্বপ্নযোগে কভু তব দেখা নাহি পাই।
তোমারে হেরিতে মন ব্যাকুল সদাই ॥
তপস্যায় রত আমি ছিলাম যখন।
সহসা আকাশবাণী করিনু শ্রবণ ॥
শুন শুন মহাভাগ বচন আমার।
বিষয়ে আসক্ত মন সদাই তোমার ॥
বরাহকল্পেতে তুমি ভারতেতে যাবে।
রাধামাধবের দেখা সেই স্থানে পাবে ॥
গণেশের সিদ্ধাশ্রম অতীব শোভন।
রাধামাধবেরে সেথা করিবে দর্শন ॥
পরিপূর্ণ হ'ল আজ মোর অভিলাষ।
তোমারে দর্শন করি মিটিয়াছে আশ ॥
মহাদেব কহিলেন, কি কহিব আর।
দেবগণ তব ধ্যান করে অনিবার ॥
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ-মাঝে কর অবস্থান।
ত্রিভুবনে কেহ নাহি তোমার সমান ॥
এইরূপে সমাগত যত দেবগণ।
একে একে রাধিকারে করিল স্তবন ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি মধুময়।
শ্রবণ করিলে হয় সর্ব্ব-পাপ-ক্ষয় ॥
এ-ভব-সংসারে যদি মুক্তি পেতে চাও।
নিরন্তর একমনে কৃষ্ণগুণ গাও ॥
শ্রীকৃষ্ণের নামগান অতি হিতকর।
অগতির গতি তিনি দয়ার সাগর ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

● ষড়শীতিতম অধ্যায়

রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলন, রাধাকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্রাদি, শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাধিকার প্রশ্ন এবং কৃষ্ণ কর্তৃক রাধাকে জ্ঞানোপদেশকথন।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
গণেশের পূজা আদি করি সমাপন॥
দেব মুনিগণ সহ কৃষ্ণ ভগবান্।
দ্বারকাভবন পানে করিলা প্রস্থান॥
মাতা পিতা সকলেরে সম্ভাষণ করি।
মধুর বচনে ধীরে কহিলেন হরি॥
শুন পিতঃ নন্দ তুমি আমার বচন।
যশোদার সহ ব্রজে করহ গমন॥
কিছুকাল সেই স্থানে কর অবস্থান।
সাযুজ্য মুকতি আমি করিব প্রদান॥
কৃষ্ণের বচনে নন্দ আনন্দিত মনে।
ব্রজেতে গমন করে যশোদার সনে॥
অনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণ সনাতন।
গোকুলে রাধার কাছে করিলা গমন॥
অনন্তযৌবনা রাধা পুলকিত মনে।
বসিয়া ছিলেন সেথা রত্ন-সিংহাসনে॥
বেত্র হস্তে শত শত সহচরী দল।
বেষ্টন করিয়া তাঁরে আছে অবিরল॥
এইরূপে রাধা সতী বসিয়া সেথায়।
দূর হ'তে কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিবারে পায়॥
নবীন-জলদ-সম শ্যাম কলেবর।
কমনীয় কৃষ্ণমূর্ত্তি অতি মনোহর॥
কোটি কোটি কন্দর্পের শোভা অঙ্গে তাঁর।
সারা দেহে শোভে কত রত্ন-অলঙ্কার॥
পীতবস্ত্র পরিধানে অতি চমৎকার।
কুণ্ডল বিরাজ করে কর্ণেতে তাঁহার॥
শরতের চন্দ্র-সম বদন মণ্ডল।
বিকশিত-পদ্ম-সম নয়ন যুগল॥
শিখিপুচ্ছ শোভিতেছে চূড়ায় তাঁহার।
কৌস্তুভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার॥
বিনোদ মুরলী তাঁর শোভিতেছে করে।
মৃদু মৃদু হাস্য তাঁর খেলিছে অধরে॥
সিংহাসন হ'তে রাধা উঠিয়া ত্বরায়।
ছুটিয়া প্রণাম করে গোবিন্দের পায়॥
তারপর শ্রীহরিরে করি সম্ভাষণ।
মধুর বচনে রাধা করিল স্তবন॥
হেরিয়া তোমার ওই সুন্দর বদন।
সফল হইল আজ আমার জীবন॥
তোমার দর্শনে মোর স্নিগ্ধ হ'ল প্রাণ।
পরম আনন্দ তুমি করিলে প্রদান॥
শোকের সাগরে সদা নিমজ্জিতা আমি।
কৃপা করি এলে আজ হৃদয়ের স্বামী॥
তোমারে দেখিয়া মন পরিতৃপ্ত হয়।
বহুদিন পরে মোর জুড়াল হৃদয়॥
পরমাত্মা তুমি প্রভু জানি মনে মনে।
তোমারে ছাড়িয়া আমি রহিব কেমনে॥
অতীব নিঠুর তুমি ব্রজের জীবন।
কি কারণে মোরে প্রভু করিলে বর্জ্জন॥
এইরূপে শ্রীহরিরে করিয়া স্তবন।
কৃষ্ণের চরণ রাধা করিল পূজন॥
ভগবান্ জনার্দ্দন রাধিকার সনে।
ফুল্ল মনে বসিলেন রত্নের আসনে।
চামর ব্যজন করে সহচরীগণ।
কৃষ্ণ-অঙ্গে রাধা করে চন্দন-লেপন॥
রত্নমালা-নাম্নী সখী আসিয়া ত্বরায়।
রত্ন-মালা শ্রীহরির গলায় পরায়॥
পদ্মাবতী সখী আসি সুপ্রসন্ন মনে।
প্রদান করিল অর্ঘ্য কৃষ্ণের চরণে॥
মালতী-পুষ্পের-মালা অর্পিল মালতী।
চম্পক-পুষ্পের পুট দিল চম্পাবতী॥
পারিজাতা সখী দিল পারিজাত ফুল।
প্রদান করিল কেহ জল ও তাম্বুল॥

কোন সহচরী করে বস্ত্র-যুগ্ম দান।
সুধাপূর্ণ পাত্র কেহ করিল প্রদান॥
মধুপূর্ণ মধুপাত্রে দেয় কোন জন।
কেহ কেহ পুষ্পশয্যা করিল রচন॥
কৃষ্ণের শয়নগৃহ অতি মনোহর।
সুন্দর সুগন্ধি বায়ু বহে নিরন্তর॥
শত শত রত্নদীপ সদা প্রজ্বলিত।
মধুর ধূপের গন্ধে দিক্ আমোদিত॥
চতুর্দ্দিকে পিকগণ গাহিতেছে গান।
ভ্রমর-গুঞ্জনে সদা মুগ্ধ হয় প্রাণ॥
মনোহর শয্যা সেথা করিয়া রচন।
প্রস্থান করিল যত সহচরীগণ॥
মনোহর শয্যা সেথা করিয়া দর্শন।
প্রেমাবেশে পরিপূর্ণ হ'ল দুইজন॥
বহুবর্ষ পরে রাধা হেরি প্রাণধনে।
হাস্যমুখে কহিলেন মধুর বচনে॥
সর্ব্ব মঙ্গলের বীজ তুমি দয়াময়।
মাঙ্গল্য মঙ্গলপ্রদ মঙ্গল-আলয়॥
রুক্মিণীর কান্ত তুমি সত্যভামা-পতি।
তব প্রাণপ্রিয়া হয় জাম্ববতী সতী॥
আমার নিকটে আজ কহ প্রাণধন।
ইহাদের মধ্যে হয় শ্রেষ্ঠা কোন্ জন॥
রসিকা যুবতী পত্নী যেই জন হয়।
পতিরে বুঝিতে পারে মিলন সময়॥
তব প্রাণাধিকা বলি ছিল অহঙ্কার।
সেই গর্ব্ব বিচূর্ণিত করিলে আমার॥
যেই জন অতিশয় অহঙ্কারী হয়।
তার গর্ব্ব চূর্ণ তুমি কর সুনিশ্চয়॥
শ্রীদামের অভিশাপে এ দশা আমার।
বিচূর্ণিত হইয়াছে মোর অহঙ্কার॥
ভক্তিসাধ্য ভগবান্ ভক্তের ঈশ্বর।
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধর কলেবর॥
মাধব রাধার বশ একথা কে কয়।
বেদের বচন আমি না করি প্রত্যয়॥

রুক্মিণীর প্রিয় তুমি জানি জনার্দ্দন।
কুব্জা রমণীর সহ করিলে রমণ॥
তুমি রসময় যদি মোর বশ হবে।
মোরে পরিহার কেন করিয়াছ তবে॥
শ্রীকৃষ্ণেরে এই কথা কহিয়া তখন।
কাঁদিতে কাঁদিতে রাধা হয় অচেতন॥
রাধার দুর্দ্দশা হেরি সখী সমুদয়।
হাহাকার করি সবে গোবিন্দেরে কয়॥
রক্ষা কর রক্ষা কর রাধার জীবন।
রাধার চেতন দান কর সনাতন॥
রাধা-প্রাণ যদি রক্ষা নাহি পায় তবে।
স্ত্রীবধের পাপে তুমি অপরাধী হবে॥
সখীদের কথা শুনি কৃষ্ণ সনাতন।
রাধার চেতন দান করিলা তখন॥
তারপর রাধিকারে করি সম্বোধন।
মৃদুভাষে কহিলেন কৃষ্ণ জনার্দ্দন॥
শুন শুন রাধা সতি কহিতেছি আমি।
বিশ্বের ঈশ্বর আমি জগতের স্বামী॥
জগতের এক আত্মা আমি জ্যোতির্ম্ময়।
পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্ত সকল সময়॥
পরিপূর্ণতম আমি কৃষ্ণ ভগবান্।
গোলোকে গোকুলে আমি করি অবস্থান॥
দ্বিভুজ গোপের বেশে রহি বৃন্দাবনে।
রাধানাথ হ'যে আমি থাকি তব সনে॥
বৈকুণ্ঠে বিরাজে মোর প্রশান্ত মূরতি।
চতুর্ভুজরূপে হই কমলার পতি॥
মর্ত্ত্যলক্ষ্মীকান্ত হই ক্ষীরোদ-সাগরে।
শান্তির বল্লভ আমি ভারত ভিতরে॥
রুক্মিণীর কান্ত রূপে রহি দ্বারকায়।
সত্যভামা-পতি আমি হই পুনরায়॥
গোলোকে গোকুলে তুমি রাধিকা শ্রীমতী।
বৈকুণ্ঠেতে হও তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী॥
ক্ষীরোদ সাগরে তুমি মর্ত্ত্যলক্ষ্মী হও।
ভারত মাঝারে তুমি শান্তিরূপে রও॥

রূপসী রুক্মিণী তুমি, সীতা মিথিলায়।
দ্রৌপদী তোমার ছায়া ভুল নাহি তায়॥
পরিপূর্ণতম আমি পরম ঈশ্বর।
বৃন্দাবনে তব পার্শ্বে রহি নিরন্তর॥
শ্রীদামের অভিশাপে শত বর্ষ ধ'রে।
বিরহে কাটালে কাল বহু কষ্ট ক'রে॥
মোর প্রাণাধিকা তুমি হও অনিবার।
তব সম প্রিয়া মোর কেহ নাহি আর॥
পুরুষের মাঝে শম্ভু মোর প্রিয় অতি।
রমণীর মধ্যে প্রিয়া তুমি রাধা সতী॥
যোষিতের মাঝে তুমি অতি মনোরমা।
পরম ঈশ্বরী তুমি কর মোরে ক্ষমা॥
কৃষ্ণের বচন শুনি রাধা ভক্তিমতী।
প্রণাম করিল তাঁরে ভক্তিভরে অতি॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা তুলনা-বিহীন।
ভক্তিভরে সেই কথা শুন নিশিদিন॥
অসার সংসারে দিন বৃথা কেটে যায়।
ভুলিয়া রয়েছে জীব বিষ্ণুর মায়ায়॥
সুদুস্তর ভবসিন্ধু যদি হবে পার।
সুমধুর কৃষ্ণনাম কর অনিবার॥
শিয়রে দাঁড়ায়ে মৃত্যু আছে অনুক্ষণ।
সুমঙ্গল কৃষ্ণনাম কর জীবগণ॥
বিদূরিত হবে তবে শমনের ভয়।
শ্রীহরির নামে বিঘ্ন দূরীভূত হয়॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

রাধাকৃষ্ণের বিহার, ব্রজধামে গমন এবং যশোদার আনন্দ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মহাশয়।
কৃষ্ণের বচনে রাধা পুলকিতা হয়॥
কামভাব জাগে তার মনের মাঝার।
বক্রনেত্রে কৃষ্ণপানে চাহে অনিবার॥
সর্ব্ব অঙ্গে করি তার চন্দন লেপন।
রাধিকারে ভগবান্ করে আকর্ষণ॥
আলিঙ্গন করি তারে অতি প্রেমভরে।
চুম্বন করিল তার বদনে অধরে॥
রাধিকাও প্রাণকান্তে করি আলিঙ্গন।
সুন্দর বদনে তার করিল চুম্বন॥
কামবাণে রাধা-অঙ্গ হইল পীড়িত।
সমস্ত শরীর তার হয় রোমাঞ্চিত॥
থর থর কাঁপে অঙ্গ মদনের বাণে।
ঘন ঘন চাহে সতী শ্রীহরির পানে॥
রাধিকারে বক্ষে চাপি কৃষ্ণ ভগবান্।
আলিঙ্গন করি করে চুম্বন প্রদান॥
মদনে মোহিত হ'য়ে মদনমোহন।
রাধাসহ নানাভাবে করিলা রমণ॥
সর্ব্ব অঙ্গ পুলকিত হয় শ্রীরাধার।
নব নব রতি সুখে তৃপ্তি নাহি আর॥
আলিঙ্গন চুম্বনের নাহিক বিরতি।
আবেশে মূর্চ্ছিতপ্রায় রাধিকা যুবতী॥
দিবারাত্র কিছু জ্ঞান না রহিল আর।
হরিসহ নানাভাবে করিল বিহার॥
কামশাস্ত্রবিশারদ কৃষ্ণ ভগবান্।
রাধাকে বিবিধভাবে করে তৃপ্তি দান॥
রাধিকার প্রতি অঙ্গ করি আলিঙ্গন।
ষোড়শ প্রকারে হরি করিল রমণ॥
রাধিকারে বারে বারে করি আকর্ষণ।
সর্ব্ব অঙ্গে নখক্ষত করে বিলক্ষণ॥
রাধিকার পায়ে বাজে মঞ্জীর সুন্দর।
কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর॥
আলুথালু কেশ তার গাত্র বস্ত্রহীন।
মহাসুখে রতিভোগ করে নিশিদিন॥
এইরূপে ক্রীড়ারসে মাতি রাধা সতী।
মধুর বচনে কহে শ্রীহরির প্রতি॥
চল চল প্রাণকান্ত যাই বৃন্দাবনে।
সেথায় করিব ক্রীড়া আনন্দিত মনে॥

মলয় পর্ব্বতে মোরা যাব পুনরায়।
মণিব মন্দির মোরা হেরিব সেথায়॥
রজনী প্রভাত হ'লে রাধিকার সনে।
বৃন্দাবনে যায় কৃষ্ণ রথ-আরোহণে॥
রত্নময় স্তম্ভ কত রথেতে বিরাজে।
রত্নের কলস কত শোভে তার মাঝে॥
রত্নের দর্পণ আর রত্নের ভূষণ।
রথের মাঝারে কত শোভে অনুক্ষণ॥
পারিজাতমালা শোভে রথের মাঝারে।
বিচিত্র পতাকা কত উড়ে চারিধারে॥
চারিদিকে শোভা পায বস্ত্র ও চামর।
হাজার চাকায় জোড়া সে রথ সুন্দর॥
সেই রথে ভগবান্ কবি আরোহণ।
বাধাসহ বৃন্দাবনে করিলা গমন॥
বৃন্দাবনে গিযা হরি প্রেমাবিষ্ট হ'য়ে।
জলে স্থলে ক্রীড়া করে রাধিকারে ল'য়ে॥
পার্ব্বত্যপ্রদেশে আর নির্জ্জন কাননে।
নানাবিধ ক্রীড়া হরি করে রাধা সনে॥
নন্দনকাননে কভু কবিল বিহার।
পুষ্পভদ্রা নদীতীরে করিল শৃঙ্গার॥
সরোবর-তীরে কভু মলয-শিখরে।
রাধিকার সহ হরি রতিক্রীড়া করে॥
কাঞ্চনী ভূমিতে আর সমুদ্রের দ্বীপে।
ভদ্রকূট পঞ্চকূট ত্রিকূট সমীপে॥
চন্দ্র-সরোবর-তীরে নির্জ্জন কাননে।
নানা ক্রীড়া করে হরি শ্রীরাধার সনে॥
রাধারে লইযা বামে মুরলী বাজায়।
ভাবেতে বিভোব দোঁহে পুলকিত কায়॥
বৃন্দাবনে আসিলেন বৃন্দাবনধন।
ব্রজবাসী সবে হয আনন্দে মগন॥
যশোদা ও নন্দ রাজা গোপগোপীসনে।
কৃষ্ণের নিকটে আসে পুলকিত মনে॥
শিশুরূপী জনার্দ্দন হেরি যশোদারে।
ঝাঁপাযে পড়িল তার ক্রোড়ের মাঝারে॥
যশোদা ও নন্দ গোপ বদনে তাহার।
স্নেহভরে চুম্বনাদি করে বার বার॥
পুলকেতে জনার্দ্দন হবি ভগবান্।
প্রেমভরে যশোদার স্তন্য করে পান॥
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরে রাধিকার সনে।
যশোদা বরণ করে আপন ভবনে॥
রাধাসহ গোবিন্দের হইল মিলন।
ব্রজধামে মহোৎসব চলে অনুক্ষণ॥
ব্রজধামে ফিরিযাছে কৃষ্ণ গুণমণি।
আনন্দেতে আত্মহারা যশোদা জননী॥
দুন্দুভির ধ্বনি হয় সুমধুব অতি।
দেখিতে আসিল সব যুগল মূরতি॥
দলে দলে ব্রাহ্মণেরা করিল ভোজন।
ব্রজবাসী সবে হয় আনন্দে মগন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব অনিত্য সংসারে।
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন সবে কর বারে বারে॥
এ ভব-সংসার মাঝে কৃষ্ণনাম সার।
নাম ভিন্ন কলিযুগে গতি নাহি আর॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা মধুর-মধুর।
শ্রবণ করিলে সব পাপ হয় দূর॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তাশীতিতম অধ্যায সমাপ্ত।

● অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

নন্দের নিকটে শ্রীকৃষ্ণেব যুগধর্ম্ম-কথন
এবং গোকুলবাসীদিগেব সহিত
বাধাব গোলোকে গমন।

একদিন ভগবান্ সকলের সনে।
বটবৃক্ষমূলে বসে ভাণ্ডীরের বনে॥
সেই বটবৃক্ষমূলে বিপ্রপত্নী দল।
দান করেছিল তারে অন্ন আর জল॥
শ্রীহরির বামপার্শ্বে বসে রাধাসতী।
দক্ষিণে বসিল নন্দ আর যশোমতী॥

বৃষভানু কলাবতী বসিল সকলে।
গোপ-গোপী যত ছিল বসে দলে দলে॥
অনন্তর নন্দগোপে করি সম্বোধন।
মধুর বচনে কহে যশোদাজীবন॥
সত্য পরমার্থ কথা কহিতেছি আজ।
মন দিয়া সেই কথা শুন গোপরাজ॥
ব্রহ্মা হ'তে তৃণ আদি যত কিছু রয়।
জল রথা-সম সব ক্ষণস্থায়ী হয়॥
মোর প্রতি পুত্রজ্ঞান করি পরিহার।
অন্তরে আমার ধ্যান কর অনিবার॥
পরিপূর্ণতম আমি কৃষ্ণ ভগবান্।
সবার গোলোকে বাস করিব বিধান॥
কলিযুগ আসিতেছে শুন মহাশয়।
ধর্ম্ম কর্ম্ম আদি লোপ পাবে সে সময়॥
সন্ধ্যা আদি না করিবে ব্রাহ্মণেরা কেহ।
যজ্ঞসূত্র লোপ পাবে নাহিক সন্দেহ॥
দিবাভাগে রতিকার্য্য অবাধে চলিবে।
একপাদ মাত্র ধর্ম্ম বিরাজ করিবে॥
স্বেচ্ছাচারী হবে যত রমণীর দল।
পরস্ত্রীতে রত হবে পুরুষ সকল॥
ভার্য্যার নিকটে স্বামী পরাজিত হবে।
প্রাধান্য করিবে লাভ উপপতি সবে॥
বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে সবে করিবে নিন্দন।
কেহ নাহি রবে আর বিষ্ণুপরায়ণ॥
দশটি হাজার বর্ষ শুন মতিমান্।
মোর পূজা পৃথিবীতে রবে বর্ত্তমান॥
তারপর মোর পূজা নাহি হবে আর।
চারিবর্ণ সকলেই হবে একাকার॥
অতিশয় খর্ব্ব হবে নরনারীগণ।
ষোড়শ বৎসরে হবে বৃদ্ধ সর্ব্বজন॥
দুর্ভিক্ষে পীড়িত হ'য়ে আশাহীন মনে।
ভ্রমণ করিবে সবে কাননে ক ননে॥
দেবসেবা বিপ্রসেবা আর না রহিবে।
পিতৃসেবা গুরুসেবা কেহ না করিবে॥
শস্যশূন্য বৃক্ষহীন হবে ধরাতল।
নদ নদী মাঝে আর না রহিবে জল॥
বেদহীন ব্রাহ্মণেরা মূর্খ হবে অতি।
বিজাতীয় ম্লেচ্ছ ব্যক্তি হবে নরপতি॥
পিতা প্রতি অত্যাচার করিবে নন্দন।
গুরুরে গঞ্জনা দিবে যত শিষ্যগণ॥
গুরুজন প্রতি আর ভক্তি নাহি রবে।
স্বামীরে করিবে ঘৃণা রমণীরা সবে॥
তারপর কলিশেষে আসিবে প্রলয়।
ধ্বংস হবে পৃথিবীর জীব-সমুদয়॥
এইরূপে সৃষ্টি ধ্বংস হইবে যখন।
প্রলয়ের পরে হবে নূতন সৃজন॥
কৃপাময় কৃষ্ণ যবে এই কথা কয়।
মনোহর রথ আসে এমন সময়॥
অতি রমণীয় রথ রত্নের নির্ম্মিত।
লক্ষ লক্ষ চামরে ও দর্পণে শোভিত॥
নানাবিধ চিত্র শোভে সে রথের মাঝে।
রত্নের কলস কত তাহাতে বিরাজে॥
দ্বিসহস্র চক্রযুক্ত সে রথ সুন্দর।
দ্বিসহস্র অশ্ব তাহা টানে নিরন্তর॥
সুন্দর মন্দির কত তাহাতে বিরাজে।
রত্নময় স্তম্ভ কত শোভে তার মাঝে॥
কৃষ্ণগতপ্রাণা যত গোপীগণ ছিল।
কৃষ্ণের আদেশে সেই রথেতে চড়িল॥
শ্রীরাধিকা ধন্যা আর সতী কলাবতী।
রথে আরোহণ করে পুলকেতে অতি॥
তারপর সেই রথ কৃষ্ণের আজ্ঞায়।
মনের সমান বেগে গোলোকেতে যায়॥
গোলোকেতে গোপীগণ করি আগমন।
বিরজানদীর শোভা করিল দর্শন॥
শতশৃঙ্গ সবে মিলি করি অতিক্রম।
বৃন্দাবন হেরিলেন অতি মনোরম॥
তারপর রাধাসতী আনন্দিত মনে।
প্রবেশ করিল শেষে আপন ভবনে॥

রত্নের আসনে সবে বসাযে রাধারে।
চামর বীজন তারে করে বারে বারে॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা সুধার-সমান।
শ্রবণ করিলে হয় পরিতৃপ্ত প্রাণ॥
তাপদগ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে।
পুরাণ শ্রবণ কর প্রফুল্ল অন্তরে॥
মোহনিদ্রা হ'তে সবে কর জাগরণ।
একমনে ভজ সেই গোবিন্দ-চরণ॥
মাযাময় এ সংসারে কেহ নহে কার।
একমাত্র কৃষ্ণনাম সকলের সার॥
কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু অগতির গতি।
বিশ্বের ঈশ্বর কৃষ্ণ জগতের পতি॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

● ঊননবতিতম অধ্যায়

ভাণ্ডীর বনে সমাগত ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র কথন, যদুকুল ধ্বংস, পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ, ভাগীরথীকে ভগবানের বরদান এবং গোলোকে গমন।

নারায়ণ কহে, শুন নারদ সুজন।
গোলোকে গমন করে যত গোপীগণ॥
হেরিলেন জনার্দ্দন কৃষ্ণ ভগবান্।
বৃন্দাবন হইযাছে শ্মশান সমান॥
গোঠে মাঠে গাভী নাহি করে বিচরণ।
রাসক্রীড়া নাহি করে ব্রজাঙ্গনাগণ॥
অনন্তর সুধাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করি।
বৃন্দাবন পরিপূর্ণ করিলেন হরি॥
কোটি কোটি গোপ-গোপী আনন্দিত মনে।
পুনরায বিচরণ করে বৃন্দাবনে॥
তাহাদেরে সম্বোধিয়া কহে ভগবান্।
বৃন্দাবনে সুখে সবে কর অবস্থান॥
কৃষ্ণেরে প্রণাম করি গোপগোপীগণ।
রাসের মণ্ডলে সবে করিল গমন॥
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য করে অবস্থান।
বৃন্দাবনে বিরাজিবে কৃষ্ণ ভগবান্॥
ব্রহ্মা ধর্ম্ম অনন্তাদি যত দেবগণ।
শ্রীহরির সমীপেতে করে আগমন॥
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে করিয়া প্রণাম।
ভক্তিভরে স্তব ব্রহ্মা করে অবিরাম॥
পরিপূর্ণতম তুমি শ্রীরাধারমণ।
পরম পুরুষ তুমি জীবের জীবন॥
নির্বিকার নিরঞ্জন নিত্য নিরাকার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥
স্বেচ্ছাময পূর্ণব্রহ্ম বিশ্বের ঈশ্বর।
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন তুমি নিরন্তর॥
সবার কারণ তুমি সর্ব্বগুণাধার।
তোমার চরণপদ্মে নমি বার বার॥
সকলের আদিরূপ তুমি সনাতন।
তোমার চরণ ধ্যান করি অনুক্ষণ॥
রাধাকান্ত রাসেশ্বর লক্ষ্মীর ঈশ্বর।
সারাৎসার তুমি প্রভু তুমি পরাৎপর॥
করুণাসাগর তুমি মহিমাবতার।
তোমার চরণপদ্মে করি নমস্কার॥
মহাদেব কহিলেন, প্রভু জনার্দ্দন।
ধরায় আসিযা কর ভূভার হরণ॥
বিশ্বের ঈশ্বর তুমি করুণানিধান।
গোলোকের মাঝে তুমি কর অবস্থান॥
স্বপ্নযোগে কেহ যার দর্শন না পায।
তাঁহারে দর্শন আজি করিনু হেথায়॥
সফল জনম মম, সার্থক জীবন।
পরম ঈশ্বরে আমি করিনু দর্শন॥
অনন্ত কহিল, প্রভু হরি পরাৎপর।
সবার জীবন তুমি সবার ঈশ্বর॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আদি যত দেবগণ।
সবার ঈশ্বর তুমি জীবের জীবন॥

শোকাকুলা পৃথিবীরে অনাথিনী করি।
গোলোকে গমন তুমি করিছ শ্রীহরি॥
দেবগণ কহে, প্রভু হরি সনাতন।
কেমনে আমরা তব করিব স্তবন॥
বেদ-চতুষ্টয় যাঁর স্তবেতে অক্ষম।
কিরূপে তাঁহার স্তবে হইব সক্ষম॥
কেমনে মহিমা মোরা বুঝিব তোমার।
তোমার চরণপদ্মে করি নমস্কার॥
দেবগণ যথাস্থানে করিলে প্রস্থান।
নানারূপ কথা চিন্তা করে ভগবান্॥
চলিলেন ত্বরা করি দ্বারকাভবন।
আরম্ভিলা যজ্ঞ এক অতি মনোরম॥
দেবগণ আসে পুনঃ যজ্ঞ সম্পাদনে।
কত যোগী ঋষি আসে পুলকিত মনে॥
মহা আড়ম্বরে যজ্ঞ হয় সমাপন।
বিদায় লইল তবে যত দেবগণ॥
মুনি-ঋষি দল চলে লইয়া বিদায়।
পথিমধ্যে যদুগণে দেখিবারে পায়॥
দৈবের লিখন বল কে খণ্ডিতে পারে।
কুবুদ্ধি জন্মিল যত যাদব অন্তরে॥
পরস্পর তারা সবে করে আলাপন।
ঐ হের আসিতেছে মুনি-ঋষিগণ॥
মুনি-ঋষি জন হয় কত বুদ্ধিমান্।
আজ মোরা কৌশলেতে লইব প্রমাণ॥
এই বলি ক'জনারে রমণী সাজায়।
উদর করিল উচ্চ গর্ভবতী প্রায়॥
ঋষিদের কাছে সবে করিয়া গমন।
ভক্তিভরে প্রণমিয়া বলে যদুগণ॥
গর্ভবতী এই সব রমণীরা হয়।
জন্মিবে এদের কন্যা অথবা তনয়॥
সত্য করি বল দেখি মুনি-ঋষিগণ।
তোমাদের জ্ঞান তবে বুঝিব কেমন॥
যদুদের উপহাস বুঝিতে পারিল।
আরক্ত নয়নে তবে মুনিরা কহিল॥

কৌতুক মোদের সনে করিলে যেমন।
তাহার উচিত শাস্তি পাবে সর্ব্বজন॥
লৌহের মুষল গর্ভে হইবে প্রসব।
তাহাতে বিনাশ হবে যাদবেরা সব॥
এইরূপ অভিশাপ করিয়া প্রদান।
মুনিগণ নিজগৃহে করিল প্রয়াণ॥
অভিশাপ শুনি সব যাদব নিচয়।
ভয়ে ব্যাকুলিত মন সবাকার হয়॥
যথাকালে সেই গর্ভ প্রসব হইল।
লৌহের মুষল তাহে জনম ধরিল॥
তাহা হেরি ভয়ে ভীত যত যদুগণ।
কৃষ্ণের নিকটে সব করে নিবেদন॥
তাহাদের কথা শুনি কহে বিশ্বপতি।
প্রভাস নদীর তীরে যাও শীঘ্রগতি॥
সেথায় মুষল কর প্রস্তরে ঘর্ষণ।
তারপর নদীজলে কর নিক্ষেপণ॥
কৃষ্ণের আজ্ঞায় সবে প্রভাসেতে যায়।
প্রস্তরে ঘর্ষণ করে মুষল ত্বরায়॥
ঘষিতে ঘষিতে ফেনা ওঠে বহুতর।
তাহাতে জন্মিল কুশ সেথায় বিস্তর॥
ঘর্ষণের ফলে ক্ষয় হইল মুষল।
অতি ক্ষুদ্র অংশ তবে রহিল কেবল॥
সেই অংশ যদুগণ ফেলে দেয় জলে।
কোলাহল করি স্নান করিল সকলে॥
তারপর হয় অতি অপূর্ব্ব ঘটন।
মুনিদের অভিশাপ না যায় খণ্ডন॥
বিবাদ বাধায় তারা কথায় কথায়।
ক্রমে ক্রমে সে বিবাদ অতি বৃদ্ধি পায়॥
পূর্ব্বজাত কুশরাশি করি উৎপাটন।
পরস্পর যুদ্ধ করে যত যদুগণ॥
তাহাতে হইল ক্রমে সকলে সংহার।
এইরূপে যদুবংশ হয় ছারখার॥
যাদবেরা যুদ্ধে হত হয় দলে দলে।
সহমৃতা হয় যত রমণী সকলে॥

এই বার্ত্তা শুনিলেন কৃষ্ণ সনাতন।
দারুকেরে সম্বোধিয়া কহেন তখন ॥
যাওহে দারুক তুমি হস্তিনা নগর।
পাণ্ডব অর্জ্জুনে হেথা আনহ সত্বর ॥
দারুক আদেশমাত্র করিল গমন।
শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষের তলে বসেন তখন ॥
সেইকালে ব্যাধ এক মৃগয়া কারণে।
উপনীত হয় আসি বিজন কাননে ॥
দূর হ'তে শ্রীকৃষ্ণেরে করিয়া দর্শন।
মৃগ ভাবি ব্যাধ শর করে নিক্ষেপণ ॥
সে আঘাতে কৃষ্ণধন অতি ব্যাকুলিত।
অর্জ্জুন এহেন কালে হয় উপনীত ॥
অর্জ্জুনে কহেন কৃষ্ণ ব্যাকুল হৃদয়ে।
সমাগত হয় কলি মানব আলয়ে ॥
চলিলাম আমি এবে গোকুলভবনে।
সার কথা বলি আমি তব সন্নিধানে ॥
অবিলম্বে ধরাধাম করিয়া বর্জ্জন।
সবে মিলে স্বর্গপুরে করহ গমন ॥
শ্রীকৃষ্ণের দশা হেরি অর্জ্জুন ব্যথিত।
শোকেতে অন্তর তার হইল পূরিত ॥
অনন্তর নিজগৃহে কবিয়া গমন।
যুধিষ্ঠিব পাশে সব করে নিবেদন ॥
সকল বৃত্তান্ত শুনি পাণ্ডব সকলে।
হাহাকার করি কাঁদে নয়নের জলে ॥
যুধিষ্ঠির বলে সবে করি সম্বোধন।
কৃষ্ণ বিনা এ জগতে কিবা প্রয়োজন ॥
অনন্তর ল'যে ভার্য্যা আর ভ্রাতৃগণ।
যুধিষ্ঠির স্বর্গপানে করেন গমন ॥
এদিকেতে দেবগণ আসিয়া ত্বরায়।
হরিরে কদম্বমূলে দেখিবারে পায় ॥
অনন্ত কিশোররূপ মদনমোহন।
ব্যাধের বাণেতে বিদ্ধ হরির চরণ ॥
কদম্বের মূলে হেরি কৃষ্ণ সনাতনে।
দেবগণ স্তব করে ভক্তিযুত মনে ॥

অনন্তর হাস্য করি কৃষ্ণ ভগবান্।
সকলেরে করিলেন অভয় প্রদান ॥
পৃথিবী অধীরা হ'য়ে করিলা রোদন।
আশ্বাস প্রদান তারে করে সনাতন ॥
হলী বলদেব মাঝে যেই তেজ ছিল।
অনন্তদেবের মাঝে প্রবেশ করিল ॥
প্রদ্যুম্নের তেজ যায় কাম কলেবরে।
অনিরুদ্ধ-তেজ যায় ব্রহ্মার ভিতরে ॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী সতী রুক্মিণী তখন।
সশরীরে বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন ॥
ভূগর্ভে বিলীনা হয় সত্যভামা সতী।
পার্ব্বতীশরীরে মিশে দেবী জাম্ববতী ॥
এইরূপে যেথা হ'তে জন্ম হয় যার।
বিলীন হইল সবে সেথায় আবার ॥
দ্বারকা করিয়া গ্রাস লবণ সাগর।
শ্রীকৃষ্ণের স্তব করে ধরি কলেবর ॥
জাহ্নবী যমুনা আর নদী সরস্বতী।
কাবেরী নর্ম্মদা আর নদী পদ্মাবতী ॥
সকলে আসিয়া কৃষ্ণে করিলা প্রণাম।
ভক্তিভরে স্তবস্তুতি করে অবিরাম ॥
কাঁদিয়া জাহ্নবী কয় সে নীলরতনে।
তোমার বিরহ মোরা সহিব কেমনে ॥
গোলোকধামেতে তুমি করিলে গমন।
মোদের কি গতি হবে কহ সনাতন ॥
গঙ্গার বচন শুনি কহে ভগবান্।
কলিকালে ভূতলেতে কর অবস্থান ॥
পাঁচটি হাজার বর্ষ রহিবে ভারতে।
সকলের শ্রেষ্ঠা নদী হইবে জগতে ॥
তব জলে স্নান করি যত পাপিগণ।
যে পাপ তোমার জলে করিবে অর্পণ ॥
মোর মন্ত্র-উপাসকে করিলে দর্শন।
সেই পাপ দূরীভূত হইবে তখন ॥
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন হইবে যেথায়।
শ্রবণ করিতে তাহা যাইবে সেথায় ॥

আলিঙ্গন করে যদি বিষ্ণুভক্ত জন।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ করে পলায়ন ॥
যে সকল তীর্থ আছে পৃথিবীর মাঝে।
মোর ভক্ত দেহে তারা সকলে বিরাজে ॥
ভক্তের চরণধূলি করিয়া স্পর্শন।
বসুন্ধরা সুপবিত্র হয় অনুক্ষণ ॥
মোর মন্ত্র-উপাসক করিয়া স্পর্শন।
সুপবিত্র হয় সদা বায়ু হুতাশন ॥
দশটি হাজার বর্ষ পৃথিবীর মাঝ।
মোর যত ভক্তগণ করিবে বিরাজ ॥
তারপর মোর ভক্ত না রহিবে আর।
কলিকালে চারি বর্ণ হবে একাকার ॥
এই কথা কহে যবে কৃষ্ণ জনার্দ্দন।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তিনি করেন ধারণ ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে।
রথে আরোহিয়া যায় ক্ষীরোদ সাগরে ॥
সিন্ধুকন্যা মর্ত্ত্যলক্ষ্মী অতি মনোহরা।
শ্রীকৃষ্ণের সাথে সাথে চলিলেন ত্বরা ॥
শ্বেতদ্বীপ মাঝে বিষ্ণু করি আগমন।
মনোহর দুই রূপ করিলা ধারণ ॥
দক্ষিণ ভাগেতে হয় বিষ্ণুর মূরতি।
নবীন-নীরদ-কান্তি অপরূপ অতি ॥
পরিধানে পীতবস্ত্র গোপবেশধারী।
ভগবান্ পূর্ণতম মুকুন্দ মুরারি ॥
শত-কোটি-চন্দ্র-সম সৌন্দর্য্য তাঁহার।
পরব্রহ্ম গুণাতীত আত্মা-সবাকার ॥
পরম আনন্দময় প্রভু পরাৎপর।
ভক্ত অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥
জ্যোতির্ম্ময় সনাতন যোগিগণ কয়।
নিত্যরূপ কহে তারে ভক্ত সমুদয় ॥
সত্যের স্বরূপ কহে বেদ-চতুষ্টয়।
দেবগণ কহে তারে প্রভু স্বেচ্ছাময় ॥
সর্ব্বরূপ কহে তারে মুনি ঋষিগণ।
নিত্য বস্তু কহে তারে যত বিচক্ষণ ॥
শঙ্কর বলেন তারে অনির্ব্বচনীয়।
পরম ঈশ্বর প্রভু নিত্য অদ্বিতীয় ॥
প্রজাপতি ব্রহ্মা কহে সবার কারণ।
গোলোকের নাথ তিনি শ্রীরাধারমণ ॥
বামভাগে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হয় তার।
ভগবান্ নারায়ণ কৃপা-অবতার ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ।
দুর্লভ বৈকুণ্ঠধামে করিলা গমন ॥
লক্ষ্মীপতি বৈকুণ্ঠেতে করিলে প্রস্থান।
মুরলীর ধ্বনি করে কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
মধুর মুরলী ধ্বনি করিযা শ্রবণ।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে দেব মুনিগণ ॥
অচেতন নাহি হয ঈশ্বরী পার্ব্বতী।
মধুর বচনে কহে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥
গোলোকধামেতে আমি রাধিকারূপিণী।
মহালক্ষ্মীরূপা আমি বৈকুণ্ঠবাসিনী ॥
আমি সিন্ধুকন্যা আর দেবী বাগ্বাদিনী।
আমিই সাবিত্রী দেবী বেদ-প্রসবিনী ॥
শুম্ভ আদি দৈত্যগণে করিয়া নিধন।
পূর্ব্বে আমি দুর্গা নাম করেছি ধারণ ॥
ত্রিপুরা আমার নাম দৈত্য-বিনাশিনী।
আমি দক্ষকন্যা সতী সত্যস্বরূপিণী ॥
আমি বিষ্ণুমায়া আর আমি নারায়ণী।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা আমি রাধা বিনোদিনী ॥
পঞ্চ প্রকৃতির রূপা হই অনুক্ষণ।
মোর অংশে জন্ম লয় দেবপত্নীগণ ॥
গোলোকের মাঝে আমি তোমার বিহনে।
চতুর্দ্দিকে ভ্রমিতেছি শোকাকুল মনে ॥
আমার বচন তুমি শুন সনাতন।
ত্বরা করি গোলোকেতে করহ গমন ॥
পার্ব্বতীর বাক্য শুনি কৃষ্ণ ভগবান্।
সত্বর গোলোকধামে করিলা প্রস্থান ॥
মাযা মুরলীর শব্দে যত দেবগণ।
অচেতন হ'য়ে সবে ছিল এতক্ষণ ॥



অনন্ত কিশোররূপ মদনমোহন।

ব্যাধের বাণেতে বিদ্ধ হরির চরণ।

পৃষ্ঠা ৬১৭

তাদের চৈতন্য দান করিলা পার্ব্বতী।
হরিধ্বনি করে সবে ভক্তিভরে অতি॥
তারপর যায় সবে আপন ভবনে।
পার্ব্বতী স্বগৃহে যায় মহাদেব সনে॥
গোলোকে আসিছে পুনঃ কৃষ্ণ প্রাণধন।
আনন্দ-সাগরে ভাসে শ্রীরাধার মন॥
রথ হ'তে নামিলেন কৃষ্ণ গুণধাম।
লুটাযে চরণে রাধা করিল প্রণাম॥
গোলোকবাসিনী যত গোপীগণ ছিল।
কৃষ্ণেরে দর্শন করি আনন্দে মাতিল॥
রাধিকার হস্ত ধরি কৃষ্ণ সনাতন।
রাসের মণ্ডল মাঝে করিলা ভ্রমণ॥
পবিত্র অক্ষযবট হেরি ফুল্ল মনে।
রাধা ও গোবিন্দ যায় রম্য বৃন্দাবনে॥
মালতী মাধবী কুন্দ চম্পক কানন।
পশ্চাতে ফেলিযা দোঁহে করিলা গমন॥
চন্দন কানন শেষে করি অতিক্রম।
রাধার ভবন হেরে অতি মনোরম॥
অনন্তর ভগবান্ রাধিকার সনে।
ফুল্ল মনে বসিলেন রত্নের আসনে॥
তাম্বুল চর্ব্বণ করি কৃষ্ণ সনাতন।
রাধা সহ শয্যা মাঝে করিলা শয়ন॥
রসের সাগরে মগ্ন হয় দুইজনে।
নানাবিধ ক্রীড়া করে আনন্দিত মনে॥
ধর্ম্মের মুখেতে যাহা করিনু শ্রবণ।
অবিকল তাহা আমি করিনু বর্ণন॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি সুধা-মাখা।
শ্রবণ করিলে থাকে হৃদয়েতে আঁকা॥
যেই জন ভক্তিভরে করিবে শ্রবণ।
এই ধরাধামে হবে ধন্য সেই জন॥
পরিপূর্ণতম হরি কৃষ্ণ সনাতন।
ভূভার হরণ তরে আবির্ভূত হন॥
মায়াবলে মাতৃগর্ভ বায়ুপূর্ণ করি।
বসুদেব ঘরে হন আবির্ভূত হরি॥
অযোনিসম্ভব সেই কৃষ্ণ দয়াময়।
যুগে যুগে নাম-ভেদ বর্ণ-ভেদ হয়॥
সত্যযুগে শুভ্রবর্ণ মূর্ত্তি ছিল তার।
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ হন চমৎকার॥
দ্বাপরেতে কৃষ্ণবর্ণ ধরে কলেবর।
কলিকালে পীতবর্ণ ধরেন ঈশ্বর॥
এ কারণে শ্রীহরির কৃষ্ণনাম হয়।
পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম নাহিক সংশয়॥
কৃষ্ণনাম স্মরিলে ও করিলে শ্রবণ।
কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ হয় বিনাশন॥
কৃষ্ণনাম সুমধুর সুমঙ্গলময়।
এই নামে মুক্তি লভে জীব-সমুদয়॥
সকলের সারভূত এই কৃষ্ণনাম।
ভক্তি আর দাস্যপ্রদ হয় অবিরাম॥
যেই স্থানে হয় সদা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণের কিঙ্কর সেথা করে আগমন॥
সুরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর।
অনন্ত ইত্যাদি যাঁরে ভজে নিরন্তর॥
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা।
লক্ষ্মী সরস্বতী যাঁরে করেন বন্দনা॥
স্থূল হ'তে স্থূলতর শরীর যাঁহার।
লোমকূপে স্থিতি যাঁর এ বিশ্ব সংসার॥
কৃষ্ণনাম অবিরাম লয় যেইজন।
অবশ্য ঘুচিবে তার ভবের বন্ধন॥
অচ্যুত সর্ব্বেশ হরি কৃষ্ণ সনাতন।
সর্ব্বাধার সর্ব্বগতি রাধিকারমণ॥
কৃষ্ণের চরণে মতি রয়েছে যাহার।
এ তিন ভুবনে আছে কি ভয় তাহার॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব, বৃথা কাটে কাল।
কৃষ্ণনামে ছিন্ন হয় বিষ্ণুমাযাজাল॥
সুদুস্তর ভবসিন্ধু পার হবে যদি।
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান কর নিরবধি॥
পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু আত্মীয় স্বজন।
শূন্যেতে মিলাযে যাবে স্বপ্নের মতন॥

কেবা তুমি, কেবা আমি, সব স্বপ্নময়।
অনিত্য জগতে শুধু কৃষ্ণ সত্য হয়॥
শ্রীকৃষ্ণের নামগান অতি হিতকর।
অগতির গতি তিনি দয়ার সাগর॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তপ্রাণধন।
তাহার চরণে প্রাণ কর সমর্পণ॥
এ জগতে কৃষ্ণভক্ত আছে যেই জন।
দেহান্তে গোলোকধামে করিবে গমন॥
এ ভব-সংসার মাঝে কৃষ্ণনাম সার।
নাম ভিন্ন কলিযুগে গতি নাহি আর॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে উননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

● নবতিতম অধ্যায়

বদরিকাশ্রম হইতে ব্রহ্মলোকে নারদের গমন, সৃঞ্জয়কন্যার সহিত নারদের বিবাহ ও বিহার, সনৎকুমারের উপদেশে তপস্যায় গমন, নারদের প্রতি মহাদেবের উপদেশ এবং তাঁহার মুক্তি।

নারদ কহিল, শুন প্রভু নারায়ণ।
সকল কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি মধুময়।
শ্রবণ করিলে তাহা জুড়ায় হৃদয়॥
আজ্ঞা যদি কর প্রভু তপস্যা-কারণ।
হিমালয় পর্ব্বতেতে করিব গমন॥
নারায়ণ কহিলেন নারদের প্রতি।
পূর্ব্বজন্মে ছিলে তুমি গন্ধর্ব্বের পতি॥
পঞ্চাশ নারীর পতি ছিলে গুণধাম।
উপবরহণ এই ছিল তব নাম॥
ভুলিয়া গিয়াছ তুমি সে সব বিষয়।
এক্ষণে হইলে তুমি ব্রহ্মার তনয়॥
সেই পত্নীদের মাঝে নারী একজন।
বহু বর্ষ করিয়াছে শিবের ভজন॥
তুষ্ট হ'য়ে মহেশ্বর বর দিলা তারে।
সেই বরে পতিরূপে পাইবে তোমারে॥
সৃঞ্জয় রাজার গৃহে জন্মে সেই নারী।
তাহারে বিবাহ তুমি কর তাড়াতাড়ি॥
সৃঞ্জয়নন্দিনী অতি রূপসী যুবতী।
লক্ষ্মী-অংশে জন্ম তার পতিব্রতা সতী॥
অনন্তযৌবনা বালা অতি কমনীয়া।
মহাভাগা সেই কন্যা অতি রমণীয়া॥
যতদিন কর্ম্মফল-ভোগ নাহি হয়।
পরিত্রাণ নাহি পায় জীব-সমুদয়॥
নারায়ণ-মুখে শুনি এহেন বচন।
নারদ সৃঞ্জয়-গৃহে করিল গমন॥
কহিল শৌনক মুনি, সূত মহাশয়।
কহ মোরে নারদের বিবাহ-বিষয়॥
সূত মুনি কহিলেন, শুন যোগিরাজ।
বিচিত্র কাহিনী আমি কহিতেছি আজ॥
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া নারদ প্রবর।
সমস্ত বৃত্তান্ত তারে কহে অতঃপর॥
আনন্দিত হ'য়ে ব্রহ্মা রথ-আরোহণে।
নারদের সহ যায় সৃঞ্জয় ভবনে॥
সৃঞ্জয় নৃপতি অতি প্রফুল্ল অন্তরে।
নারদেরে নিজ কন্যা সমর্পণ করে॥
কন্যার বিদায় কালে নৃপতি সৃঞ্জয়।
শোকেতে অধীর হ'য়ে কাঁদে অতিশয়॥
কোথায় চলিলে তুমি কমললোচনে।
তোমারে ছাড়িয়া আমি রহিব কেমনে॥
তোমার বিহনে হেরি সমস্ত আঁধার।
চলিয়া যাইব আমি বনের মাঝার॥
পিতার ক্রন্দন শুনি নন্দিনী তখন।
কাঁদিতে কাঁদিতে করে রথে আরোহণ॥
পুত্র আর পুত্রবধূ ল'য়ে প্রজাপতি।
আপন ভবনে যায় পুলকেতে অতি॥
ব্রহ্মলোকে অতিশয় হয় ধুমধাম।
মধুর দুন্দুভি সেথা বাজে অবিরাম॥

ঢক্কা বাজে মনোহর বাজিল পটহ।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে মুরলীর সহ॥
মুরজ আনক কাংস্য বাজে সুমোহন।
নৃত্য গীত করে যত বিদ্যাধরীগণ॥
তারপর সমারোহে দেব বিপ্রগণে।
ভোজন করায় ব্রহ্মা পরিতৃপ্ত মনে॥
রূপবতী পত্নী লভি নারদ প্রবর।
সুরতক্রীড়ায় রত হয় নিরন্তর॥
কামশাস্ত্র-বিশারদ ব্রহ্মার তনয়।
নানাভাবে ক্রীড়া করে, তৃপ্তি নাহি হয়॥
দিবারাত্র জ্ঞান কিছু না রহিল আর।
পত্নীসহ নানারূপে করিল বিহার॥
এইরূপে রতিভোগ করি অতঃপর।
বটবৃক্ষমূলে যায় নারদ প্রবর॥
ব্রহ্মতেজে দীপ্তিমান্ সনৎকুমার।
এমন সময় আসে নিকটে তাহার॥
শিশুসম নগ্ন দেহ নয়নাভিরাম।
নিরন্তর জপিতেছে শ্রীকৃষ্ণের নাম॥
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য ভক্তের প্রধান।
পঞ্চবৎসরের শিশু অতি জ্ঞানবান্॥
সনৎকুমারে সেথা করিয়া দর্শন।
নারদ করিল তার চরণ-বন্দন॥
মৃদু হাস্য করি কহে সনৎকুমার।
শুন হে রমণীপ্রিয় বচন আমার॥
নৃপকন্যা সহ তব হ'ল পরিণয়।
পত্নীসহ কাল কাটে সুখে অতিশয়॥
পরমাত্মজ্ঞান লোপ ক'রে নারীগণ।
মোক্ষের বিরোধী তারা বন্ধন কারণ॥
মহামূর্খ হয় যারা শুন মতিমান্।
অমৃত ভাবিয়া তারা করে বিষ পান॥
বিষয়ে আসক্ত কভু হয় যার মন।
সেই নরাধম করে গরল সেবন॥
যতদিন কর্ম্মভোগ শেষ নাহি হয়।
ফল ভোগ করে যত জীব-সমুদয়॥
ব্রহ্মার নন্দন মোরা শুন তপোধন।
তথাপি কর্ম্মের ভোগ রয়েছে লিখন॥
তাই যদি নাহি হবে তবে কেন আর।
গন্ধর্ব্ব রূপেতে জন্ম হইল তোমার॥
প্রিয়ারে এখন তুমি করি পরিহার।
তপস্যার তরে যাও বনের মাঝার॥
পবিত্র ভারত-মাঝে ভক্তিযুক্ত মনে।
একান্তে ভজনা কর শ্রীমধুসূদনে॥
দ্বি-অক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র করিয়া গ্রহণ।
নিরন্তর ভজ সেই হরির চরণ॥
পুষ্কর তীর্থেতে মোরে কৃপাময় হরি।
দ্বি-অক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র দেন কৃপা করি॥
সকল মন্ত্রের সার সেই কৃষ্ণনাম।
কল্পকাল ধরি আমি জপি অবিরাম॥
এইরূপ বাক্য কহি নারদ প্রবরে।
সনৎকুমার শেষে মন্ত্র দান করে॥
কৃষ্ণমন্ত্র লাভ করি নারদ তখন।
মায়াময়ী রমণীরে করিল বর্জ্জন॥
নারদ ভারতে যায় তপস্যার তরে।
কৃতমালা নদীতীরে হেরিল শঙ্করে॥
শিবেরে দর্শন করি অতি ভক্তিভরে।
নারদ চরণে তার প্রণিপাত করে॥
শঙ্কর কহিলা তারে, নারদ প্রবর।
তোমারে হেরিয়া তুষ্ট আমার অন্তর॥
বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ যেই জন হয়।
তাহার দর্শনে পুণ্য হয় অতিশয়॥
শুন শুন মহাভাগ কহি তব প্রতি।
লভিয়াছ কৃষ্ণমন্ত্র সুদুর্লভ অতি॥
গোলোকধামেতে নিজে কৃষ্ণ ভগবান্।
আমাদেরে এই মন্ত্র করিলা প্রদান॥
এই মন্ত্র যেই জন করিবে গ্রহণ।
নারায়ণ তুল্য সদা হবে সেই জন॥
কর্ম্মমূলছেদকারী এই কৃষ্ণনাম।
পাপ-বিনাশক তাহা হয় অবিরাম॥

নবজলধর সম বরণ যাঁহার।
কমনীয় শ্যামকান্তি অতি চমৎকার॥
শরতের চন্দ্রসম বদন কমল।
বিকশিতপদ্মসম নয়ন যুগল॥
শিখিপুচ্ছ শোভা পায় চূড়ায় যাঁহার।
কৌস্তুভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার॥
কোটি কোটি কন্দর্পের শোভা অঙ্গে যাঁর।
সর্ব্ব দেহে শোভে যাঁর রত্ন-অলঙ্কার॥
সদার আরাধ্য যিনি পরম ঈশ্বর।
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর॥
পরিপূর্ণতম সেই নিত্য নিরঞ্জন।
তাঁহার ভজনা তুমি কর অনুক্ষণ॥
এই কথা বলি তারে দেব পঞ্চানন।
কৈলাস ভবন পানে করিলা গমন॥
শঙ্করে প্রণাম করি নারদ প্রবর।
তপস্যার তরে যায় বনের ভিতর॥
বহুকাল কৃষ্ণমন্ত্র জপি নিশিদিন।
নারদ বিষ্ণুর পদে হইল বিলীন॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা মধুর-মধুর।
শ্রবণ করিলে সব বিঘ্ন হয় দূর॥
ব্যাসদেব বেদ আদি বৎসরূপে ধরি।
কল্পনায় ভারতীরে কামধেনু করি॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের দুগ্ধ করিয়া দোহন।
জনে জনে সেই সুধা করিল বণ্টন॥
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ভক্তের ইচ্ছায়।
শ্যামসুন্দরের বেশে আসিলা ধরায়॥
ত্রিগুণ অতীত সেই পরম ঈশ্বর।
তাঁহার ভজনা সবে কর নিরন্তর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি যাঁহার কারণ।
সেই সনাতন কৃষ্ণে ভজ অনুক্ষণ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

● একনবতিতম অধ্যায়

বহ্নি ও সুবর্ণ উৎপত্তি কথন।

কহিলা শৌনক মুনি, সূত মহাশয়।
তব মুখে শুনিলাম সমস্ত বিষয়॥
শুনিলাম কথা আমি অতি গোপনীয়।
রমণীয় উপাখ্যান অনির্ব্বচনীয়॥
ধন্য ধন্য আমি, আজ সফল জীবন।
মধুর পুরাণ-কথা করিনু শ্রবণ॥
কিরূপে সুবর্ণ বহ্নি উৎপাদিত হয়।
কৃপা করি সেই কথা কহ মহাশয়॥
কহিলেন সূত মুনি, শুন তপোধন।
অপূর্ব্ব পুরাণ-কথা কহিব এখন॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ বিষ্ণুর সমীপে।
সৃষ্টিকালে একদিন যান শ্বেতদ্বীপে॥
সেথায় গমন করি আনন্দিত মনে।
বসিলেন দেবগণ রত্নসিংহাসনে॥
বিষ্ণুর সুন্দর সেই সভার ভিতরে।
সুন্দরী যুবতীগণ নৃত্যগীত করে॥
তাহাদের স্তন শ্রোণি করিয়া দর্শন।
প্রজাপতি ব্রহ্মা হয় কামেতে মগন॥
নিজেরে সংযত ব্রহ্মা করিতে না পারে।
কামেতে অধীর হ'যে পড়ে বারে বারে॥
অনন্তর হয় তার বীর্য্যের পতন।
লজ্জাভরে বস্ত্রে তাহা করে আচ্ছাদন॥
বীর্য্যসহ সেই বস্ত্র ব্রহ্মা তারপরে।
নিক্ষেপ করিল আসি ক্ষীরোদ সাগরে॥
অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটে এমন সময়।
জল হ'তে শিশু এক সমুত্থিত হয়॥
ব্রহ্মতেজে দীপ্ত শিশু আসিয়া সত্বরে।
সভার মাঝারে বসে বিধাতার ক্রোড়ে॥
দেবতা বরুণ আসি এমন সময়।
বালকেরে ল'য়ে যেতে সমুদ্যত হয়॥

বালকেরে নাহি ছাড়ে ব্রহ্মা প্রজাপতি।
ক্রন্দন করিল শিশু ভীত হ'যে অতি॥
কহিল বরুণ দেব, এ শিশু আমার।
জলের মাঝারে জন্ম হইল ইহার॥
বরুণের এই কথা করিয়া শ্রবণ।
ক্রোধভরে প্রজাপতি কহিলা তখন॥
এ শিশু লইল আসি শরণ আমার।
কেমনে ইহারে আমি করি পরিহার॥
শরণাগতেরে ত্যাগ করে যেই জন।
নরক-মাঝারে সেই করিবে গমন॥
তাহাদের বাক্য শুনি শ্রীমধুসূদন।
মৃদু মৃদু হাস্য করি কহিলা তখন॥
কামিনীগণের শ্রোণি করিয়া দর্শন।
কামেতে ব্রহ্মার হয বীর্য্যের স্খলন॥
সেই বীর্য্য ল'যে ব্রহ্মা লজ্জিত অন্তরে।
ক্ষেপণ করিবাছিল ক্ষীরোদ সাগরে॥
সেই বীর্য্য হ'তে এই জন্মিল কুমার।
ধর্ম্ম-অনুসারে হয পুত্র বিধাতার॥
বহ্নি নামে সেই পুত্র সুবিখ্যাত হয়।
দাহ-শক্তি দান করে বিষ্ণু দযাময়॥
বহ্নির উৎপত্তি-কথা করিনু কীর্ত্তন।
স্বর্ণের কাহিনী কহি করহ শ্রবণ॥
রম্ভার জঘন স্তন করিয়া দর্শন।
একদা হইল অগ্নি কামেতে মগন॥
কামবাণে জরজর হইল অন্তর।
বীর্য্যের স্খলন তার হয অতঃপর॥
নিদারুণ লজ্জাবশে দেব হুতাশন।
সেই বীর্য্য বস্ত্র দ্বারা করে আচ্ছাদন॥
অনলের সেই বীর্য্য এমন সময।
প্রদীপ্ত সুবর্ণরূপে পরিণত হয॥
ক্ষণকাল মাঝে সেই সুবর্ণ উজ্জ্বল।
ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে হয় সুমেরু অচল॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা অতি সুমধুর।
শ্রবণ করিলে যত পাপ হয দূর॥
কহিলাম তব কাছে সমস্ত বিষয়।
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ মহাশয়॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একনবতিতম অধ্যায সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়

ব্রহ্মাদি খণ্ড-চতুষ্টযের অর্থ-নিরূপণ।

কহিলা শৌনক মুনি, সূত মহাশয়।
শ্রবণ করিনু আমি সকল বিষয॥
অপূর্ব্ব পুরাণ-কথা করিনু শ্রবণ।
সংক্ষেপে সকল কথা করহ বর্ণন॥
কহিলেন সূত মুনি, ওহে তপোধন।
কহিতেছি সব কথা শুন দিয়া মন॥
ব্রহ্মখণ্ড মাঝে আছে ব্রহ্ম-নিরূপণ।
গোলোক আদির যত আছে বিবরণ॥
সেই খণ্ডে আছে সব জাতির নির্ণয়।
উৎকৃষ্ট আখ্যান আদি আছে সমুদয॥
রাধামাধবের ক্রীড়া, উৎপত্তি বিষ্ণুর।
ব্রহ্মা নারদের কথা অতি সুমধুর॥
ব্রহ্মাণ্ড বর্ণন আর নারদের জ্ঞান।
নারদের নারায়ণ আশ্রমে প্রস্থান॥
সকল কাহিনী আমি কহিনু তোমারে।
ব্রহ্মখণ্ডমাঝে সব আছে সবিস্তারে॥
প্রকৃতি খণ্ডেতে আছে প্রকৃতি-লক্ষণ।
প্রকৃতিদিগের যত আছে বিবরণ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী রাধার।
অপূর্ব্ব কাহিনী সব আছে চমৎকার॥
শিব শঙ্খচূড়ে যুদ্ধ তুলসীর কথা।
শ্রীদামের অভিশাপমোচন-বারতা॥
মনসার উপাখ্যান, কাহিনী গঙ্গার।
প্রকৃতি খণ্ডের মাঝে আছে সবিস্তার॥
গণপতি-খণ্ডে আছে কথা মনোহর।
নিতান্ত নিগূঢ় তত্ত্ব অতি হিতকর॥

পার্ব্বতী শিবের ক্রীড়া কার্ত্তিক জনম।
পুণ্যক ব্রতের কথা অতি মনোরম॥
শ্রীবিষ্ণুর বরদান পার্ব্বতীর প্রতি।
দুর্গার চরিত্র-কথা সুমধুর অতি॥
গণেশের আবির্ভাব, গণেশ-দর্শন।
গণপতি-খণ্ডে সব আছে বিবরণ॥
কার্ত্তিকেরে আনয়ন, গণেশ-পূজন।
জমদগ্নি তাপসের যুদ্ধ-বিবরণ॥
সুরভিহরণ আর রেণুকার কথা।
ভৃগুরাম গণেশের বিবিধ বারতা॥
পরশুরামের পণ, সমর তাঁহার।
গণেশের দন্তভঙ্গ, বিলাপ দুর্গার॥
কৈলাস বর্ণনা আদি অতি মনোহর।
রহিয়াছে গণপতি-খণ্ডের ভিতর॥
কৃষ্ণজন্মখণ্ডে আছে পবিত্র আখ্যান।
অতি রমণীয় তাহা অতীব মহান্॥
নারদ যে প্রশ্ন করে নারায়ণ কাছে।
প্রশ্নের উত্তর সব এই খণ্ডে আছে॥
বৈষ্ণব প্রশংসা আর রাধিকার কথা।
রাধার শ্রীদাম সহ কলহ বারতা॥
পরস্পরে শাপ দান, মৃত্যু বিরজার।
কিরূপে বিরজা ধরে নদীর আকার॥
শ্রীকৃষ্ণের সহ তার গোপনে মিলন।
সাগরের জন্মকথা আছে বিবরণ॥
কৃষ্ণ-জন্ম-বিবরণ অতি চমৎকার।
বসুদেব-ভবনেতে আবির্ভাব তাঁর॥
গোকুলে গমন-কথা, শাপ-বিবরণ।
বৃষভানু-কন্যারূপে রাধা-আগমন॥
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, অসুর নিধন।
পূতনা মোক্ষণ আর শকট ভঞ্জন॥
বিধাতা ব্রহ্মার স্তব শ্রীকৃষ্ণের কাছে।
অপরূপ ভাবে কৃষ্ণজন্মখণ্ডে আছে॥
সহসা গোকুল ত্যাগ করি সনাতন।
কিরূপেতে বৃন্দাবনে করেন গমন॥
নব বৃন্দাবন সৃষ্টি, ক্রীড়া চমৎকার।
বিপ্র-পত্নীগণ-দত্ত অন্নের আহার॥
তাহাদের বর দান, স্বর্গের বর্ণন।
কৃষ্ণ করে গোপীদের বসন হরণ॥
কাত্যায়নী ব্রতকথা, দুর্গা-পূজা-কথা।
গোপিকাগণের সহ পার্ব্বতী-বারতা॥
তাল-ফল-ভক্ষণের কথা মনোহর।
ইন্দ্র-যাগ-ধ্বংস কথা রয়েছে সুন্দর॥
শ্রীকৃষ্ণের পরিণয় রাধিকার সনে।
গোপিকাগণের ক্রীড়া আনন্দিত মনে॥
মায়াবলে ছায়া-সৃষ্টি কৃষ্ণের বিহার।
মুক্তির বৃত্তান্ত কথা আছে চমৎকার॥
শ্রীহরির নানাবিধ ক্রীড়া জলে স্থলে।
অপূর্ব্ব রাসের লীলা রাসের মণ্ডলে॥
মথুরা-প্রবেশ আর রজক-সংহার।
কুব্জা রমণীর সহ সম্ভোগবিহার॥
হরধনু-ভঙ্গ-কথা, মাতঙ্গ-নিধন।
কংস-বধ, উগ্রসেনে রাজ্য সমর্পণ॥
উদ্ধবের আগমন রাধার ভবনে।
নানাবিধ কথাবার্ত্তা শ্রীরাধার সনে॥
শ্রীরাম কৃষ্ণের উপনয়নের কথা।
আরো আছে কতরূপ বিচিত্র বারতা॥
গুরু-গৃহে বিদ্যালাভ, মৃত পুত্র দান।
জরাসন্ধ পরাজয়, দ্বারকা-নির্ম্মাণ॥
পারিজাত আনয়ন, রুক্মিণী-হরণ।
কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ ভূভার-মোচন॥
ঊষার হরণ-কথা, বাণ-পরাজয়।
রাধা-যশোদার অতি অপূর্ব্ব বিষয়॥
শৃগাল-মুক্তির কথা, গণেশ পূজন।
শ্রীকৃষ্ণের সহ পুনঃ রাধার মিলন॥
পাণ্ডববংশের মোক্ষ, স্বর্গে আরোহণ।
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বস্থানে গমন॥
মুনিবর নারদের শুভ পরিণয়।
বহ্নি ও স্বর্গের কথা আছে সমুদয়॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা চারিভাগে আছে।
কহিনু সকল কথা তোমাদের কাছে ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা সুমধুর অতি।
শ্রবণ করিলে হয় হরিপদে মতি ॥
অসার সংসারে কৃষ্ণনাম মাত্র সার।
কৃষ্ণনাম বিনা অন্য গতি নাহি আর ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োনবতিতম অধ্যায়

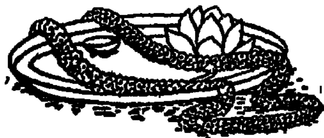
মহাপুরাণ ও উপপুরাণের লক্ষণ-কথন, মহাপুরাণ সকলের শ্লোক-সংখ্যা, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নামের অর্থ, তন্মাহাত্ম্যবর্ণন এবং যথাক্রমে শ্রবণ ও ফলশ্রবণের অনুকীর্ত্তন।

কহিলা শৌনক মুনি, শুন যোগিরাজ।
মানব জীবন মম ধন্য হ'ল আজ ॥
অপূর্ব্ব পুরাণ-কথা করিনু শ্রবণ।
কৃপা করি কর মোর অভীষ্ট পূরণ ॥
অভয় প্রদান যদি কর দয়াময়।
জিজ্ঞাসা করিব আমি অপর বিষয় ॥
কহিলেন সূত মুনি শৌনক নিকটে।
কিবা তব প্রশ্ন তাহা কহ অকপটে ॥
কহিল শৌনক মুনি কহ মহাশয়।
পুরাণের শ্লোক-সংখ্যা ফল-সমুদয় ॥
সূত মুনি কহিলেন শুন তপোধন।
তোমার সন্দেহ আমি করিব ভঞ্জন ॥
সৃজন-প্রলয়-কথা পুরাণেতে রয়।
চতুর্দ্দশ মনু কথা আছে সমুদয় ॥
চন্দ্রসূর্য্যবংশধর যত নৃপগণ।
পুরাণে তাদের সব আছে বিবরণ ॥
মহাপুরাণের কথা শুন মহাশয়।
কহিব তাহার আমি লক্ষণ বিষয় ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের আছে বিবরণ।
চতুর্দ্দশ মনুদের নামের কীর্ত্তন ॥
হরির মাহাত্ম্য-কথা, দেব-গুণগ্রাম।
মহাপুরাণের মাঝে রহে অবিরাম ॥
ব্রহ্মপুরাণের শ্লোক দশটি হাজার।
পঞ্চান্ন হাজার পদ্মপুরাণ মাঝার ॥
তেরটি হাজার শ্লোক বিষ্ণুপুরাণের।
আঠার হাজার শ্লোক শ্রীভাগবতের ॥
চব্বিশ হাজার শ্লোক শিব-পুরাণেতে।
পঁচিশ হাজার শ্লোক আছে নারদেতে ॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে নয়টি হাজার।
আঠার হাজার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মাঝার ॥
এগার হাজার শ্লোক লিঙ্গপুরাণেতে।
চব্বিশ হাজার শ্লোক আছে বরাহেতে ॥
সব পুরাণের শ্লোক করিলে গণন।
চারি লক্ষ শ্লোক হয় শুন তপোধন ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা সুধার ভাণ্ডার।
সকল কাহিনী আমি কহিয়াছি তার ॥
পরব্রহ্ম-কথা ইথে হয়েছে বর্ণিত।
শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত নামে তাই অভিহিত ॥
অতি পুণ্যপ্রদ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।
সুদুর্লভ হরিভক্তি করয়ে প্রদান ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা সকলের সার।
হরিদাস্যপ্রদ তাহা হয় অনিবার ॥
যজ্ঞ-অনুষ্ঠান আর ব্রতের পালন।
গুরু-প্রদক্ষিণ আর তীর্থেতে গমন ॥
এ সকল আচরণে যত ধর্ম্ম হয়।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কাছে তুচ্ছ সমুদয় ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা করিলে পঠন।
পুত্ররত্ন লাভ করে পুত্রহীন জন ॥
দুর্ভাগা রমণী ইহা করিলে শ্রবণ।
পতির সৌভাগ্য লাভ করে অনুক্ষণ ॥
মৃতবৎসা কাকবন্ধ্যা রমণী সকল।
পুরাণ শ্রবণ যদি করে অবিরল ॥
চিরজীবী পুত্ররত্ন অবশ্যই পায়।
পুরাণ-শ্রবণ-ফলে দুঃখ ঘুচে যায় ॥

যশোহীন যশ পায় শুনিলে পুরাণ।
রোগমুক্ত হয় রোগী, মূঢ় পায় জ্ঞান॥
দরিদ্রেরা ধনী হয় পুরাণ শ্রবণে।
বিপদ্ হইতে মুক্ত হয় সর্ব্বজনে॥
পুরাণের অর্দ্ধ শ্লোক যেই জন পড়ে।
লক্ষ গোদানের ফল পায় সে সত্বরে॥
ভক্তিভরে চারিখণ্ড যে করে পঠন।
সফল জনম তার, সার্থক জীবন॥
কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ দূর হয় তার।
অন্তিমে গমন করে গোলোক মাঝার॥
শুদ্ধ মনে স্নান আদি করি সমাপন।
ভক্তিভরে ব্রহ্মখণ্ড করিয়া শ্রবণ॥
পায়স পিষ্টক ফল করি আনয়ন।
ভক্তিভরে পাঠকেরে করাও ভোজন॥
কৃষ্ণে নিবেদন করি মাল্য ও চন্দন।
সূক্ষ্মবস্ত্র সহ কর পাঠকে অর্পণ॥
শুনিযা প্রকৃতিখণ্ড বিশুদ্ধ অন্তরে।
দধিযুক্ত অন্ন দাও পাঠক প্রবরে॥
অনন্তর গাভী এক করি আনয়ন।
বৎস সহ পাঠকেরে করিবে অর্পণ॥
গণপতি-খণ্ড-কথা শ্রবণের পর।
স্বর্ণ উপবীত দান কর মনোহর॥
শ্বেত অশ্ব শ্বেত ছত্র শ্বেত মাল্য ল'য়ে।
পাঠকে প্রদান কর প্রফুল্ল হৃদযে॥
কৃষ্ণজন্মখণ্ড-কথা করিয়া শ্রবণ।
পাঠকে সর্ব্বস্ব তব করিবে অর্পণ॥
রত্ন-অঙ্গুরীয় আর স্বর্ণের কুণ্ডল।
সূক্ষ্ম বস্ত্র মাল্য দান করিবে সকল॥
এইরূপে দক্ষিণাদি করিয়া অর্পণ।
একশত ব্রাহ্মণেরে করাবে ভোজন॥
পুরাণ শ্রবণ যেই করে ভক্তিভরে।
পুরাকৃত পাপ হ'তে মুক্তিলাভ করে॥
দুর্লভ কৃষ্ণের দাস্য সেই জন পায়।
অন্তিমে কৃষ্ণের কাছে গোলোকেতে যায়॥
গুরুর মুখেতে যাহা করিনু শ্রবণ।
সকল কাহিনী আমি করিনু বর্ণন॥
এক্ষণে বিদায মোরে দাও মুনিগণ।
নারায়ণ-আশ্রমেতে করিব গমন॥
ত্রিগুণ-অতীত যিনি প্রভু সারাৎসার।
সেই রাধাকান্তে সবে ভজ অনিবার॥
ব্রাহ্মণগণেরে আমি করি নমস্কার।
কৃষ্ণ শিব ব্রহ্মা পদে নমি বারংবার॥
গণেশ-চরণ আমি করিনু বন্দন।
বন্দনা করিনু আমি ভারতী চরণ॥
ব্যাসদেব চরণেতে জানাই প্রণাম।
শ্রীদুর্গার চরণেতে নমি অবিরাম॥
হে শৌনক, তোমাদেরে করিয়া দর্শন।
গণেশের সিদ্ধাশ্রমে চলিনু এখন॥
অবোধ সুবোধ অতি ভক্তি সহকারে।
বিরচিল এ পুরাণ ত্রিপদী পযারে॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা হ'ল সমাপন।
মহানন্দে হরি হরি বল সর্ব্বজন॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রয়োনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সমাপ্ত



H/L Dec.—78—10,000

H. T. Dec.—73—10,000